মধ্যস্থের সূচিপত্র

সন ১২৮১ সালের বৈশাখ হইতে

বিষয়	পৃষ্ঠা।
অবস্থাগত প্রমাণে নির্দ্দোষীর দণ্ড	১৬৮
অমরনাথ তীর্থ	৩৪৯
অম্বর সিংহ	৪২৫
অমৃতবাজার পত্রিকার দুর্ভিক্ষ-দর্শক	৪৫
আমাদের অন্নবস্ত্রের উপায় কি?	২১২, ২৪১
আমান্ন নৈবেদ্যের বৈধতা বিষয়ক ব্যবস্থা	২৪০
আমাদের উন্নতি না অবনতি?	৮৬, ১০৯
আশার অস্থিরতা	৭১
ইংলণ্ড কি যথার্থ প্রজা-হিতৈষী?	৭
উচিতবক্তার পত্রোত্তর	৪৬৫
উদ্ভট ও কৌতুক-কণা	১৪০
উন্নতিশীল ব্রাহ্মের শতনাম	৩২৭
উন্নতিশীল ভায়ারা কি লোক?	১২২
কেঁড়েলের জীবন	৩২
কেশর বা জাফ্রান	৫০৬
কুলীনচাঁদ	৩৭
কোনো বিলাতগমনোন্মুখ বন্ধুর প্রতি	৪৫০
কোনো প্রত্যাখ্যাত গ্রাহক মহাশয়দের প্রতি নিবেদন	৪৭২
চন্দ্রদর্শনে ভাব	৫২১
চুক্তি বা মুক্তি বিবাহ	৩৫৮
জাগ্রত স্বপ্ন	॥
জেনো—চিরদিন সমান না রয়!	১খ্যা।
তপনের পরিণয়	
তেমন মানুষ কি হবে?	
দাক্ষিণাত্যে যবন প্রবেশ	২৫
দুর্নীলের আশ্চর্য্য জীবন	৬১, ১১৫, ১৪১, ১৯৩, ৩১৩, ৪৭৬, ৫২৯
দৃশ্যকাব্য	৩৯০
নববর্ষের অভ্যর্থনা	
নর্ম্ম্যান নাটক	৪৭৩
নাগাশ্রমের অভিলষ	১৮১, ২৩৮, ২৫১
নিরাশা	৪০০
নীতিসার	১৪৪
ন্যায়দর্শন	৩৫৯, ৩৭৯, ৪৪০, ৫০০
পাদুকা	১৭৮
প্রকৃতি পার্য্যালোচনা	২৬৫, ৪৩১
প্রভাকরের কীর্ত্তি	৩০১

POOR COPY

...র্ব্ব প্রধানরূপে গণ্য হইতে পারে। ...প্রতিনিধি যে সচিব বা যে কর্ম্ম-...রী অধিকাংশ প্রজার সুখের মুখের ...গে চাহেন, তাঁহাকে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত পদে স্থাপন করা এবং যে সহকারী প্রজার অপ্রিয়কারী হয়, তাঁহাকে অপদস্থ ও তিরস্কৃত করাই রাজধর্ম্ম—তাহাতেই রাজার যথার্থ প্রজা হিতৈষিতা প্রকাশ পায়। আমাদের ব্রিটিনীয় রাজপুরুষেরা কি তাহা করিতেছেন?

কৈ তাহা কৈ? বরং তাহার বিপরীত ব্যবহারই প্রত্যক্ষ হয়। যে রাজপ্রতিনিধি এদেশীয় সাধারণ প্রজার যত অপ্রিয় হন—যত অহিতানুষ্ঠান করেন, তিনি স্বদেশে গিয়া ততই প্রিয় হইয়া উঠেন—ততই উন্নতি লাভ করেন! কিন্তু আমাদের যথার্থ কল্যাণকারী শাসনকর্ত্তারা সে পরিমাণে—তত আগ্রহের সহিত পুরস্কৃত হয়েন না! লর্ড ডেলহাউসি মহা পূজ্য হইলেন—স্যার জন্ লরেন্স ইংলণ্ডে পা দিতে না দিতে লর্ড উপাধি পাইলেন – লর্ড মেয়ো আমাদের কিছু মাত্র ভাল না করিয়াও—বরং দুই এক বিষয়ে বৈপরীত্য ঘটাইয়াও স্বদেশীয়ের নিকট অদ্বিতীয় সুশাসকের খ্যাতি রাখিয়া গেলেন! অথচ আমাদিগের মহা মঙ্গলানুষ্ঠাতা গ্রাণ্ট ও গ্রে মহোদয়েরা অদ্যাপি মহারাণীর উচ্চ প্রসাদচিহ্ন স্বরূপ পিয়ার শ্রেণীতে উন্নত হইতে অর্থাৎ লর্ড উপাধি পাইতে যোগ্য হইলেন না!

বঙ্গ দেশে যে কয়েকজন শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের ন্যায় সর্ব্ব শ্রেণীর অপ্রিয় গবর্ণর আর কেহই হয়েন নাই। আমরা তাঁহার বিষয় পদে পদে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, সুতরাং এ স্থলে তাঁহার তিন বৎসরের ওতঃপ্রোতংসাধক শাসনপ্রণালীর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইচ্ছা নাই। তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই পরম মঙ্গল। কিন্তু তাঁহার সহিত একবারে যে নৈকট্য সম্বন্ধ রহিত হইল না, ইটী সামান্য চিন্তার বিষয় নহে। ঈশ্বর তাঁহাকে অরোগী করুন এবং এদেশীয়ের প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিউন, এই আমাদিগের এখনকার প্রার্থনা। কেননা, যদিও তিনি সাক্ষাৎ শাসনের ভার হইতে অবসৃত হইলেন, তথাচ ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্যপদে মনোনীত হওয়াতে সমস্ত ভারতের শাসন ভারের একাংশ তাঁহার শিরে অদ্যাপি অর্পিত রহিল। তাঁহার যেরূপ যোগ্যতা, শ্রমসহিষ্ণুতা ও কার্য্য তৎপরতা, তাহাতে তত্রত্য উক্ত সভায় তিনি যে প্রভুত্ব খাটাইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। হায়, এত যোগ্যতার সহিত যদি কিঞ্চিৎ পক্কবুদ্ধি, স্থির মতি ও এদেশের প্রতি স্নেহের যোগ থাকিত, তবে যে কি অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা হইত, তাহা বলা যায় না। সর্ব্বনিয়ন্তা এখনও সেই প্রার্থনীয় পক্কতা, স্থিরতা ও বৎসলতা অর্পণ-

পূর্ব্বক কোটী কোটী দুর্ভাগার দুঃখ নিবারণ করুন!

সে যাহাহউক, প্রায় সর্ব্বপ্রকার লোকের এমন অপ্রিয় গবর্ণরের প্রতি ইংলণ্ড যে এত শীঘ্র এত গুরুতর কার্য্যভার প্রদান করিলেন, ইহাতে কি বুঝায়? আমরা সহস্র চীৎকার করি, সহস্র বার কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরি, তৎপ্রতি কি ইংলণ্ডের দৃক্‌পাতও আছে? ইংলণ্ডের সহিত আমাদিগের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। আমরা মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে যতই কেন ডাকি না—যতই কেন তাঁহার নিকট আব্দার করিয়া জানাই না, তিনি বিমাতার ব্যবহার প্রদর্শনে তিলমাত্র কুণ্ঠিত নন! মুখে খুব আহা আহা শুনা যায়, কিন্তু কার্য্যকালে যাহাতে আমাদের প্রাণের অন্তঃস্থলে আঘাত লাগিবে, তদনুষ্ঠানে প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সুশাসক কুশাসক কিসে জানা যায়? যাঁহারা শাসন করেন তাঁহাদিগের লিখিত রিপোর্ট পাঠে অথবা যাহারা শাসনাধীন তাহাদিগের সন্তোষ অসন্তোষে? স্যার জর্জ্জ স্বীয় রাজ্যশাসনের যে রিপোর্ট পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সিংহ নিজে চিত্রকর, সুতরাং তৎপাঠে এমন সুশাসন আর কখনো যে হইয়াছে কি হইতে পারে, তাহা পাঠকের মনে সন্দেহের বিষয় হয়! সেই পুস্তকই কি তাঁহার কার্য্যের পরিচায়ক, না তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায় আছে? যদি থাকে, তবে কি তাহা শাসিত রাজ্যের জনসাধারণের মুখে নয়? ইংলণ্ড যদি বিশ্বস্ত দূত পাঠাইয়া বঙ্গের নিকট পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয় পাঁচ কোটী নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই সহস্র নিরানব্বই শত ব্যক্তি এক বাক্যে ক্যাম্পবেলী শাসনের অসীম দোষোদ্ঘোষণ করিবে, একশত জন মাত্র নয়! তথাপি ইংলণ্ড তাঁহাকে উন্নত পদে উন্নত করিলেন!

যদিও ইংলণ্ড এইরূপ আচরণ ক্রমশঃ করিয়া আসিতেছেন—যদিও এ দেশের অনিষ্টকারী অপ্রিয় ব্যক্তিকে মহা আদৃত করিয়া আসিতেছেন—যদিও অত্যাচারী জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে "প্রোমোসন" দিয়া স্থানান্তরিত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটকর্ত্তাকে এত শীঘ্র সমুন্নত করাতে প্রকারান্তরে আমাদিগকে জব্দ করা বই আর কিছুই বুঝায় না! স্যার জর্জ্জের ইংলণ্ড যাত্রাকালে এদেশীয় কি ইউরোপীয় সমাজ সম্ভ্রম-সূচক কোনো সভা করিল না—কোনো অভিনন্দন দিল না, তাহা দেখিয়া ইংলণ্ড যেন আক্রোশ পূর্ব্বক কহিলেন "র'স্, তবে তোদের দেখাই!"

এই আচরণের ফল কি হয়? ইহাতে কি এদেশের অহিতাচারীকে উৎসাহ দেওয়া ও হিতকারীকে নিরুৎসাহ করা হয় না? ইহাতে কি লক্ষ লক্ষ অসন্তুষ্ট প্রজার মনে আরো অসন্তোষ জন্মানো হয় না? ইহাতে কি ইংলণ্ডের

নিরপেক্ষতা ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করে। ...য় না? ইহাতে কি আর বলিতে ... -রে, যে,—

ইংলণ্ড যথার্থই প্রজা-হিতৈষী?

সনাতন-ধর্ম্মরক্ষণী সভায়
(রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুরের মৃত্যু-শোক-প্রকাশক)

মনোমোহন বসুর বক্তৃতা।

৭ই বৈশাখ, ১২৮০ সাল।

(এই সভায় বিজয় নগরের মহারাজা প্রধান আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বহুক্ষণ উপবিষ্ট ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রাজা কমল কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ভবিষ্যতের নিমিত্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভাপতি পদে মনোনীত হয়েন।)

সম্ভ্রান্ত সভাপতি ও সভ্যমহোদয়গণ!

আপনাদের এই সমাবেশ—এই উপবেশন দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, কোনো এক মহতী সভায় উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু ইহা যে কোন্ মহতী সভা—ইহার নাম কি, তন্নিরূপণে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের আশার স্থল—স্বজাতীয় মহা গৌরবের স্থলরূপী "সনাতন-ধর্ম্ম-রক্ষণী" সভায় সভাস্থ হইবার আশাতেই আ'জ্ এস্থলে আসিয়াছি; ইহা ... সেই সভা? ...দি ইহা ...ই সম্ভ্রান্ত সভা হয়, তবে সভ্য মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন—এরূপ মহামহিমান্বিত সভাকে চিনিতে না পারা ঘোর অপরাধের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করি—ইহাতে আমার দোষ নাই। নিত্য-পরিচিত পরমবন্ধুরও দেহ যদি মস্তকহীন হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে কি কেহ চিনিতে পারে? হায়! আ'জ্ আমাদের অদৃষ্টে সেই বিড়ম্বনাই ঘটিয়াছে—সভার অন্যান্য অবয়ব সকলই দেখিতেছি, কিন্তু হায়! ইহার প্রধান অঙ্গ মস্তক কৈ? মস্তক ও বদনই শোভার আধার—মস্তিষ্কের আধার—প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়াধার—প্রাণ, জ্ঞান, নয়নাদির আধার!

কেন মহাত্মাগণ, সভার মস্তক ও বদন রূপী সেই সহাস্য রাজ-বদন আ'জ্ দেখিতেছি না? যাঁহার সুবিমল সরল বদনে এবং যাঁহার অকপট হৃদয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ যুগল নয়নে অকপটতা, স্বদেশহিতৈষিতা, নির্ম্মৎসরতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রফুল্লতা ও সদ্বৎসাহিতার সুনির্ম্মল কোমল জ্যোতিঃ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত, তদ্দর্শন-সুখে, হে সভ্য মহাশয়গণ, কে আ'জ্ আমাদিগকে বঞ্চিত করিল?

যাঁহার সদুদ্যোগের সংযোগে. যাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগে, যাঁহার অবিচলিত যত্নে এই সভার সৃষ্টি, স্থিতি, শ্রীবৃদ্ধি;—যাঁহার বংশমর্য্যাদা এবং নিজের নাম-মাহাত্ম্যের সংশ্রবে সভার মানবৃদ্ধি;—যাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ, বিদ্যা সাধ্য ও বহুদর্শন বলে সভা বলিষ্ঠ—অধিক কি, যাঁহাকে লইয়াই সভা, আ'জ্ কি সেই শিরোরত্ন আমরা হারাইয়াছি?

ঐ শুনুন, প্রতিধ্বনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে রত্ন কি আমরা সত্যই হারাইয়াছি?

হায়! আপনারা উত্তর দিলেন না! হায়! আপনাদের মলিন বদন আর সবাষ্প শোকের নয়নই সে প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছে! আর উত্তর চাই না—আর উত্তর দিতে হইবে না—নিদারুণ করাল কালের দুষ্কৃত্য সকলই বুঝিয়াছি। হা মৃত্যুরাজ! তোমার নির্ম্মম নৃশংস ব্যবহারে দুর্ভাগা বঙ্গদেশকে ক্রমাগত আর কত কাঁদাইবে? আমাদের প্রিয় জন্মভূমি জননীর সার হৃদয়রত্ন গুলি একে একে কতই অপহরণ করিলে, তবু কি তোমার রাক্ষসী ক্ষুধার শান্তি হইবে না? বঙ্গের শোকাশ্রু কি এক দিনের নিমিত্তও তুমি শুকাইতে দিবে না? হায়! একটীর চিতা-ধূম জলধর মণ্ডলে মিশাইতে না মিশাইতে আবার একটী গুণধরের নবচিতা প্রজ্জ্বলিত করিতে আমরা বাধিত হইতেছি—বঙ্গীয় মহাপুরুষগণের চিতা যে দশাননের চিতা হইয়া উঠিল!

আমাদের মাইকেল গেল, দীনবন্ধু গেল, সর্ব্বোত্তম দ্বারকানাথ পলাইল, সে দিন রামচন্দ্রের আদ্যকৃত্য হইল—এখনও বৎসর ফিরে নাই, ঋতু ফিরে নাই, শেষেরটীর মাস গতও হয় নাই—অকস্মাৎ কাশীধাম হইতে সংবাদ বজ্র নিনাদিত হইল—"আমাদের পরম শ্রদ্ধার ধন—নিতান্ত সাধের ধন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর মর্ত্ত্যে আর নাই—তিনি ইহমায়িক দেহ ইহলোকে রাখিয়া সন্তানে যোগ্য ধামে যাত্রা করিয়াছেন!"

...বে কি ...ংবাদ নিতান্তই বিনা মেঘে অশনি...তনবৎ আমাদিগকে অভিভূত করিল—কেননা এই শুনিলাম জলবায়ু দেশ পরিবর্ত্তনের ফলে উপশমের অনেক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। আবার আমাদের দুরদৃষ্ট-চক্র উল্টাইয়া পড়িল—দেখিতে দেখিতে দুর্দ্দান্ত জীবন-ক্রোড়ক কৃতান্ত আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল! অথবা আমার বলিতে ভুল হইয়াছে—যিনি বিশ্বেশ্বরের রাজধানী শ্রীশ্রীকাশীধামে কলেবর ত্যাগ করেন, কৃতান্তের সাধ্য কি তাঁহাকে স্পর্শ করে?—শিবদূত সাদরে তাঁহাকে কৈলাসপুরীতে লইয়া গিয়াছে!

তিনি পাপ-তাপ-ময়ী পৃথ্বী হইতে নীত হইয়া পাপ-তাপ-হীন নিত্যানন্দ ভবনের অধিবাসী হইলেন—তাঁহার সুখের সীমা রহিল না—কিন্তু আমরা তাঁহার বিরহ-ব্যথায় কি দুঃসহ যাতনাই ভোগ করিতেছি! আ'জ্ এই মাসিক অধিবেশন কি দারুণ দুঃখের অধিবেশন—আ'জ্ এই সভার কি ঘোরতম দুর্দ্দিন! এমন দুর্দ্দিন কি আর কখনো হইয়াছে—না হইতে পারে? স্বধর্ম্মানুসারিণী এই ধর্ম্মরক্ষণী সভার ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ সিংহাসন আ'জ্ শূন্য হইয়াছে—আ'জ্ আর্য্যধর্ম্মাকাশের নক্ষত্রপতি খসিয়া পড়িয়াছে—আ'জ্ আর্য্য জাতি ধর্ম্ম-রক্ষণ-ব্রতের প্রকৃত হোতাহীন হইয়াছে—আ'জ্ হিন্দু সমাজ অকপট বন্ধুরত্ন হারাইয়াছে—আ'জ্ সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম-বিপ্লবরূপ প্লাবন স্রোতের একটী উচ্চ ...ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

হৃদয়ের শোণিতকে উষ্ণ উৎসের বারির ন্যায় টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটাইতেছে—উষ্ণ বুদ্বুদ উৎপাদনের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান করিতেছে, আ'জ্‌ কি ধৈর্য্যের যোগ্য কোনো কার্য্য সঙ্গত হয়?

আ'জ্‌ কেবল শোকাবেগ—আ'জ্‌ কেবল দুঃখের পার্ব্বতীয় জলপ্রপাত—আ'জ্‌ কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় লোকান্তরিত প্রিয় বান্ধবের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া রোদন—আ'জ্‌ ইহা বই আর কিছুই পারিব না—আ'জ্‌ অব্যবস্থিত প্রণালীতে গোলমালে যখন যে গুণটী স্মরণে আসিতেছে, তখন তাহাই বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করি!

রাজা বাহাদুরের যেমন উচ্চ বংশে জন্ম, কর্ম্ম তেমনিই উচ্চ ছিল। সেরূপ ধনে, মানে, প্রশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া তাঁহার ন্যায় কয়জন ব্যক্তি বিদ্যালাভের কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন? কয় জনকেই বা তদ্রূপে চিরজীবন জ্ঞানের ও সাহিত্যের পরিচর্য্যায় রত থাকিতে দৃষ্ট হয়? কয় জন ধনীপুত্রই বা তেমন বিনম্র, তেমন সুশীল, তেমন নিরহঙ্কৃত, তেমন সদালাপী ও তেমন সদাচারীরূপে সমাজে বিচরণ করেন?—হায়! কয়জনই বা ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাকে সেরূপে সংযত রাখিয়া ধন্য হয়েন ও স্বসমাজকে ধন্য করিতে পারেন?

রাজা বাহাদুরের প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এই দীর্ঘজীবন যেরূপে অতিবাহন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনকে যেন আরো দীর্ঘরূপে অনুভূত হয়! যাহারা অমূল্য মানব জন্মকে অসার অপকর্ম্মে ক্ষেপণ করে, সেই অভাগাদের শতবর্ষ আয়ুকেও সূতিকার সদ্যোজাত ও সদ্যমৃত শিশু-জীবনবৎ ক্ষণস্থায়ী বোধ হইয়া থাকে। আর যে মহাত্মারা সদা সৎপথে বিচরণ ও জনোপকারক সৎকর্ম্মে কাল ক্ষেপণ করিয়া যান, তাঁহারা ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী পরমায়ুকেও নবতি বৎসরের সুবিরত্বে পরিণত করিতে সমর্থ হন—তৎসাক্ষী আমাদের দ্বারকানাথ মিত্র!

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাল্যাবধি নিরলস, বিদ্যানুরক্ত, সুকার্য্যে তৎপর ছিলেন। তৎফল স্বরূপ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, পারসীক, আরবীক, এবং উর্দ্দু এই ছয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি মাতৃ ভাষায় গদ্য পদ্য ও প্রাচীন আর্য্য ভাষায় শ্লোক গীতি প্রভৃতি রচনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। ফলতঃ সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনাই তাঁহার জীবনের অতি প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি কত সভা স্থলে কত বক্তৃতা দিয়াছেন, কত বিষয় উপলক্ষে গীতি রচনা করিয়াছেন, তত্ত্বাবতের কিয়দংশ সংবাদ পত্রে প্রকাশও পাইয়াছে এবং বোধ হয় অপরাপর অংশ অদ্যাপি বিনষ্ট না হইয়া থাকিবে। তিনি জন্‌সনের প্রসিদ্ধ রাসেলাস ও কবিবর গে সাহেবের কাব্য-গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি একখানি সংস্কৃত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ পূর্ব্বক ভারত সাম্রাজ্যেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুমত্যনুসারে তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পারসীক ও উর্দ্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা দ্বারা দিল্লীর ও লক্ষ্ণৌয়ের রাজাদিগের নিকট সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল, তাহাতে বিস্তর পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। তিনি এদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় বস্তু সমূহের একখানি বাক্যাবলী প্রস্তুত করিয়া ফরাসিস সম্রাটকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় নাম মাত্রই ইংরাজীতে বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয়; তিনি তদ্দোষ নিবারণার্থ স্যার চার্লস ট্রিভিলিয়ান মহোদয়ের সহিত প্রচুর আয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বা অনুবাদিত গ্রন্থগুলির কোনো খানি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী, কোনো খানি লর্ড বেণ্টিক, কোনো খানি লর্ড অক্‌লাণ্ড, কোনো খানি স্যার টি. ঘেটকাফ্‌ সাহেব, ইত্যাদি সুশাসক মহোদয়গণের নামেই উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত জীবন যে সাহিত্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের পথেই উৎসর্জ্জিত ছিল, ইহা নিশ্চিত।

তিনি সুদ্ধ আপনিই জ্ঞানভুক্ ছিলেন এমত নয়—যাহাতে স্বদেশীয় সাধারণ লোক শিক্ষা-কল্পে উন্নত হয়—যাহাতে স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষামৃতের স্রোত অবাধিত রূপে প্রবাহিত হইতে পারে, তদুদ্দেশে যখন যে প্রসঙ্গ উঠিয়াছে—যখন যে সভা হইয়াছে—যখন যে অনুষ্ঠান দেখা দিয়াছে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব তাহার সকল গুলিতে কোনো রূপে না কোনো রূপে যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এমন কথা কেহই বলিতে পারিবেন না! তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের উৎসাহ সুদ্ধ বাক্যে নয়, আপন পৌত্রীগণকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া অন্যের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। আবার সুদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়া নয়, রাজধানীতে সাধারণ-শুভকর যে কিছুর উদ্যোগ হইত, তিনি কায়মনোবাক্যে তাহাতে সমুৎসাহী ও উদ্যমশালী ছিলেন! তাহাতে দেশ, কাল, পাত্র ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতর বিশেষ গণ্য করিতেন না—তিনি সে বিষয়ে নিতান্তই দ্বেষহীন ও অসূয়াশূন্য ছিলেন—নিতান্তই নিরপেক্ষ মহানুভবতা প্রদর্শন করিতেন—কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মপর ভাবের সঙ্কীর্ণতা দোষে দোষী হইতেন না! ইহা কি সামান্য গুণ? ইহা কি যেমন তেমন লোকের ধর্ম্ম-সংস্কার-সম্মত হয়? ইহা কি অতি উচ্চ ধাতুর চিত্তবৃত্তির কার্য্য নয়?

আবার স্বদেশের পক্ষেই নয়; তিনি ইউরোপের বহুসাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় সভার অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত সভ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সকল মহামান্য সভা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া বাধ্যতা স্বীকার করিত। তত্তৎচিহ্ন স্বরূপ এবং বহুরাজ্যের নরাধিপগণের প্রসাদ চিহ্ন স্বরূপ তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠা পত্র ও পদকাদি পাইয়াছিলেন,

GLUED PAGES. #16to17.

তুমিও তেমনি আমাকে "মি লর্ড" না বলিয়া কেবল নর্থব্রুক বলিয়া সম্বোধন করিও!" রাজার অনিচ্ছা বা লজ্জা দেখিয়া যখন লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন কালীকৃষ্ণ, তুমি উহা করিতেছ না?" তখন রাজা উত্তর দিলেন "মি লর্ড, পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষিত বিষয় এক মুহূর্ত্তে কি ভুলিতে পারি?" এ কথায় যে গাঢ় নীতি ও শিষ্টরীতির আভাষ পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। সে যাহা হউক লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন, যে, যতদিন রাজা পীড়িত অবস্থায় থাকেন, ততদিন জিজ্ঞাসাবাদ ও এডিকং প্রেরণ দ্বারা যথার্থ আত্মীয়তা প্রকাশে ত্রুটী করেন নাই।

হায়! এমন ব্যক্তিকেও কতকগুলি উদ্ধত-চেতা রঙ্গবঞ্চক সম্পাদক প্রভৃতি লোক বিদ্রূপচ্ছলে কটাক্ষ করিতে ছাড়ে নাই! তিনি সর্ব্বদা সকল বড় লোককে নানা উপলক্ষে সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া পাঠাইতেন—এই তাঁহার অপরাধ! ইহাই ঐ বিদ্রূপের কারণ!

একজন ভোজন-চতুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল; লোকে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে বড় ভয় পাইত; সহস্র উত্তম দ্রব্য দেও, তবু সে কোনো খুঁত না কোনো খুঁত বাহির করিয়া দিত। সেই দেশের রাজা তাহাকে নিমন্ত্রণ এবং তাহার আহার্য্য আহরণে অত্যন্ত তদ্বির করিলেন। এমন কি, প্রত্যেক দ্রব্য সদাস্বাদগ্রাহী ব্যক্তিগণকে অগ্রে চাকাইয়া মঞ্জুর করাইয়া তবে তাহার পাতে দেওয়া হইল। ভোজনান্তে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে ভোজন-চতুর, তৃপ্তি হইয়াছে তো?" চতুর কহিল "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ হইয়াছে, কিন্তু—"

রাজা। এখনও কিন্তু?—

চতুর। আজ্ঞা এমন কিছু না, তবে কি না অন্নে কিছু মড়া পোড়া গন্ধ ছিল—বোধ হয় যেখানে মড়া পুড়িতেছিল, সেই পথ দিয়া ধান্য আনিয়া থাকিবে, সেই ধান্যের তণ্ডুলে এই অন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই!"

কলিকাতার চরিত্রচতুর লোকেরা সেইরূপে লোকের চরিত্র দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান! আমাদের রাজা বাহাদুরের নির্ম্মল চরিত্রের কোনো দোষ না পাইয়া অবশেষ তাঁহারা হতাশ্বাস হইয়া কি করেন, শ্লোক রচনার দোষ লইয়া ইঙ্গিত আরম্ভ করিলেন! কিন্তু তাঁহাদের ভাবা উচিত, কোনো না কোনো রূপ খেয়াল রহিত কোনো মনুষ্য জগতে নাই—শ্লোক রচনা তো অতি নির্দ্দোষ—অতি উত্তম খেয়াল—যাঁহারা দোষ ধরেন, তাঁদের নিজের খেয়ালের কলঙ্ক রেখা সয়তানের দেয়ালে অঙ্কিত রহিতেছে! ফলতঃ ইহাই পরম ভাগ্য, যে, তাঁহার অন্য দোষান্বেষণে তাঁহারা স্ব স্ব লেখনীকে কলঙ্কিত করেন নাই! আ'জ্ শোকের দিন, সে কথা লইয়া বেশী আন্দোলন করিব না, নচেৎ ঐ শ্লোক লেখা দোষ না হইয়া বরং যে গুণের বিষয় তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিতাম!

রাজা বাহাদুরের গোপনীয় চরিত্র এত নির্ম্মল ছিল, যে, এমন ধনকুবেরের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চরিত্রকে এতদূর বিশুদ্ধ রাখা ভূমণ্ডলে অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে! তাঁহার ঔদার্য্য, সুশীলতা ও শিষ্ট ব্যবহার নিতান্তই অন্যের আদর্শ স্থল—নিতান্তই অনুকরণ যোগ্য! কেহ কখনো তাঁহাকে রাগ করিতে, দম্ভের কথা কহিতে, কাহারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশিতে, কস্মিনকালে অপরের নিন্দা বাক্য মুখে আনিতে, পরকীয় যে কোনো ধর্ম্ম হউক, তৎপ্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে, কাহারো অন্তঃকরণে কোনো রূপে ব্যথা দিতে, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে কেহ কখনো দেখে নাই—কেহ কখনো শ্রবণ করে নাই! তিনি সকলের মনোরঞ্জন জন্যই সমান প্রস্তুত—সকলের নিমন্ত্রণেই সমাগত—সকল প্রকার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেই সমভাবে ব্যাপৃত—সকল শ্রেণীর লোককেই বাধ্য রাখিতে সমান উদ্যুক্ত ছিলেন। অভিমান বা অসূয়ার বশে এখানে যাইব না, ওখানকার সভাপতিত্ব স্বীকার করিব না, অমুক ব্যক্তির সহিত একত্র বসিব না, ইত্যাদি ব্যবহার (যাহা ধনী শ্রেণীর মধ্যে সচারাচর প্রাপ্য) তিনি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতেন! আমরা দেখিয়াছি, যে কর্ম্মের নিমিত্ত এবং যে সভার প্রধান আসন গ্রহণার্থ তাঁহাকে আহ্বান করা হইত তিনি তাহার একটীতেও বিমুখ হন নাই। এমন উদার পুরুষ কি আর হইবে? যদিও কৌশলবান কূটবুদ্ধি বা উচ্চ অঙ্গের প্রখর বিবেচনা শক্তির কিরণে তাঁহার কার্য্যকলাপ উদ্দীপ্ত মূর্ত্তি ধারণ না করুক, কিন্তু শীলতা, ঔদার্য্য, সর্ব্বসামঞ্জস্যভাব, নিরহঙ্কার স্বভাব, অমায়িকতা এবং স্বদেশ-হিতেচ্ছার প্রাচুর্য্য বশতঃ তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তঃকরণের ভক্তি, অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম ও সন্তোষ আকর্ষণে সমর্থ হইতেন!

আমি আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। তিনি চিরজীবন যেমন অবিচলিত চিত্তে স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোক গমন সংক্রান্ত তাবৎ ঘটনা শাস্ত্র ও লোকাচার-সিদ্ধ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতেই ঘটিয়াছে। লোকে কথায় বলে—

'জপ তপ কর কি, ম'র্ত্তে জা'নলে হয়!"

হিন্দু সমাজে এ বিশ্বাসটী সকলের অন্তরেই সুদৃঢ়রূপে সংবদ্ধ আছে। হিন্দু স্ত্রী পুরুষ কে না বলেন যে, শাস্ত্রে যেরূপ মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি বলিয়াছেন; সে প্রকার মৃত্যু কেবল যথার্থ পুণ্যবান ব্যক্তির ভাগ্যেই সংঘটিত হয়। আমাদের রাজা বাহাদুরের পক্ষে তাহার সকল অঙ্গই সম্যগ্‌রূপে অনুকূল হইয়াছিল—পুণ্য তীর্থ বারাণসী ধামে বাস পূর্ব্বক তথায় সস্ত্রীক শিব প্রতিষ্ঠা করিবার পর সজ্ঞানে এমন অনায়াস-মৃত্যু কয় জন ভাগ্যবানের

GLUED PAGES. #20+21.

হা ভাবিলে ভাবুক জনকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সহস্র কৃতী, সহস্র সতর্ক হইলেও তখন তাঁহাকে কেহই রাখিতে পারে না। কি গৃহস্থের সম্পত্তি, কি রাজার রাজ্য, সর্ব্ব বিষয় সম্বন্ধেই তাঁহার অর্থাৎ ভাগ্যের প্রসন্নতা-ভাব সমান। যখন যাহার প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হন, তখন লাভের সুবিধা ও সুসংযোগ আশাতীতরূপে আপনা হইতেই উপস্থিত হয়—যেন ভূতে আনিয়া দেয়! আবার সেই পুরুষের প্রতিই যদি তিনি প্রতিকূল হন, তবে তাহার পূর্ব্ব নৈপুণ্য, পূর্ব্ব কৃতিত্ব, পূর্ব্ব নামযশ যেন কোথায় চলিয়া যায়—যেন সে ব্যক্তি আর সে মানুষ নয়!

এক এক সময়ে এক এক জাতির উন্নতি-ভাগ্য অদ্ভুত রূপে তেজস্বী হইয়া উঠে, আবার এক এক সময়ে এক এক জাতির সৌভাগ্য-আলোক সামান্য বায়ু-হিল্লোলেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ইহাতে আরো বিস্ময় এই, পূর্ব্বে বড় ঝড়ে কিছুই করিতে পারে নাই—এখন একটু বাতাসে তিষ্ঠিতে পারে না! তাহারা পূর্ব্বে যাহাদিগকে হেয়-জ্ঞান করিত, কি মূলেই চিনিত না, সেই ঘৃণিত—সেই অপরিচিত জাতি কর্ত্তৃকই নির্জ্জিত হয়! কিরূপে নির্জ্জিত? অল্প সংখ্যক দ্বারা বহুগুণে অধিক সংখ্যক নির্জ্জিত! বক্ষ্যমান ইতিহাস খণ্ড তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

দিল্লীর চোহানরাজ অদ্বিতীয় প্রতাপশালী পৃথুরায়ের প্রতি তৎ মাতৃস্বসাপুত্র কান্যকুব্জাধিপতি ঈর্ষান্বিত হইয়া গজ্‌নীর সাহাবুদ্দিনের নিকট সাহায্য চাহিলেন। সাহাবুদ্দিন জাগ্রত ও সুপ্তাবস্থায় ভারত জয়ের ধ্যান করিতেছিলেন। কেবল দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণের অমিত তেজের আশঙ্কায় সে সংকল্প স্বপ্নে বই কার্য্যে সিদ্ধ হইতে পারিতেছিল না। এখন সেই তেজস্বী বৈরীপক্ষ পরস্পরে বিপক্ষ হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত আপনারাই করিতেছে—যাহারা প্রবেশ পথ রোধ করিবে, তাহারা আপনারাই সিংহাসন পাতিয়া আদরে ডাকিতেছে—ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য কি? "সেথো ভাত খাবি? না হাত ধোব কোথায়?" সাহাবুদ্দিন চির-স্বপ্নের সাফল্য সম্ভাবনা দেখিয়া অদম্য সহচর সঙ্গে নাচিতে নাচিতে রঙ্গ-ভূমে অবতরণ করিলেন। প্রথম উদ্যমে বিফল হইলেও পথ তো মুক্ত হইল। তাহার পর দ্বিতীয় আক্রমণে যেরূপ ঘটিল, তাহা ইতিহাস পাঠকের অগোচর নাই—আমরা সে ঘটনা বলিতে প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। কিন্তু কমলার চাঞ্চল্য-দৃষ্টান্ত তাহাতেও অসীম। এই নিমিত্ত এই কয়টী কথা বলিয়া এক্ষণে মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

দাক্ষিণাত্যে প্রথম স্বাধীনতা নাশ অথবা যবনের প্রথম প্রবেশ, ইহাই আমাদিগের মন্তব্য মূল বিষয়। জেলালুদ্দিন খিলিজির সাম্রাজ্য কালে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক

খৃঃ ১২৯৪ সালে *এই ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্বে কোনো যবনচমূ দাক্ষিণাত্যে যাইতে সাহসী হয় নাই। যে কৌশলে, যে ছলে ও যে অল্প বলে আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য করকবলিত করে, তাহা পরে বলিতেছি; আপাততঃ আলাউদ্দিনের মাহাত্ম্য কথা কিছু বলিব।

বোধ হয়, স্মরণ করিয়া দিলে এই দুরাশয় যবনকে পাঠক সমাজ চিনিতে পারিবেন। চিতোররাজ ভীম সিংহের মহিষী পদ্মিনী সতীর জন্য এত যে কাণ্ড—যে কাণ্ড টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানে উপন্যাসের ন্যায় আমরা পাঠ করি,—যে কাণ্ড লইয়া রঙ্গলাল বাবু "পদ্মিনীর উপাখ্যান" নামা সুশ্রাব্য কাব্য রচনা করিয়াছেন, সেই হৃদয়-বিদারক কাণ্ড এই পাপিষ্ঠ আলাউদ্দিন হইতেই ঘটিয়াছিল। এই পাপিষ্ঠ তাহার অন্নদাতা ও আশ্রয়দাতা প্রভু অথচ স্বীয় পিতৃব্য নিরীহ জেলালুদ্দিনের বধ সাধন পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। এই পাপিষ্ঠ আর্য্য বংশের বহু রাজ্যনাশ এবং (তদপেক্ষা সহস্রগুণে গুরুতর অনিষ্ট) হিন্দুর কুলগৌরব-নাশ রূপ সর্ব্বনাশ বার বার বিধিমতে করিয়াছে। কুত্রাপি যদি কুলনাশের দুরভিসন্ধিতে বিফল হইয়াছে, তথাপি তাহার দৌরাত্ম্যানলে তত্তদ্রাজ্য সমূলে ছার খার হইয়া গিয়াছে—চিতোর তাহার প্রমাণ। চিতোরাক্রমণের পূর্ব্বে এই দানব গুজরাটের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সুরসাল বিশাল রাজ্য এবং তাঁহার পট্টমহিষী অলৌকিক রূপগুণ-সম্পন্না কমলা দেবীকে অপহরণ করে। কমলা দেবীর ন্যায় আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যবতী ও উৎকৃষ্ট স্ত্রীগুণ মালায় ভূষিতা রমণী তৎকালে আর দ্বিতীয় ছিল না—ভীম সিংহের পদ্মিনী তখন বালিকা; পরে পদ্মিনীর প্রভায় কমলা নিষ্প্রভা হয়েন বটে! সুদ্ধ রূপে গুণে নয়, পদ্মিনীর সতীত্ব মণি সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল প্রকৃত হীরা—কমলার সতীত্ব চক্‌চ'কে ঝুটা পাথর—সুবিধামত শোভা বিস্তার করিত! কমলার প্রতি আলা অত্যন্ত প্রেম জানাইল, তাঁহার পদানত হইল, তাঁহাকে প্রধানা বেগম করিল, তাহাতেই কমলা গলিয়া গেলেন—সন্তুষ্টা হইলেন; কিন্তু পদ্মিনী তদবস্থায় পড়িলে এক মুহূর্ত্ত কালও কি যবনান্তঃপুরে জীবিতা থাকিতেন? প্রথম দিনের প্রথম সুযোগেই কি আত্মঘাতিনী হইতেন না?

সে যাহাহউক, দেবল দেবী নামে কমলা দেবীর এক পরম রূপবতী কন্যা তাঁহার পিতার আদেশে দেবগিরি-রাজ ভবনে বাস করিতেছিলেন। তত্রত্য রাজপুত্রের সহিত তাঁহার শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়াছে, পরিণয়ের বিলম্ব নাই, এমত কালে কমলা বেগমের ইচ্ছানুসারে দুষ্ট আলাউদ্দিন দেবল দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বে আলা কমলাকে নিকা করিয়াছিল, এক্ষণে আলার

* কেচিৎ মতে তাহার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে।

পুত্র কমলার কন্যাকে সাদি করিল! দেবল দেবীর হরণ ব্যাপারে অনেক বিচিত্র কথা আছে, প্রস্তাবিত ভারত-চিত্র মধ্যে তাহা চিত্রিত হওনের কল্পনা থাকাতে এস্থলে আমরা অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিন হিন্দুদিগের কত দেবালয়, কতবিধ রম্য প্রাসাদ, কত সুন্দর নগর নির্দ্দয় হৃদয়ে বিনষ্ট করিয়াছে তাহা কি বলিব! এই পাপিষ্ঠ যে সেনাপতির বাহুবলে উন্নত হয়, তাহাকেই মৃত্যুমুখে অর্পণ করিতে যখন আত্মগ্লানি অনুভব করে নাই, তখন তাহার প্রকৃতি ও চিত্তবৃত্তির অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন কি? সেই আলাউদ্দিন যেরূপে দাক্ষিণাত্য জয় করে, এক্ষণে তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলাউদ্দিনের পিতৃব্য দিল্লীশ্বর জেলালুদ্দিন নিরীহ ভদ্র শাসক ছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে কারা প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদ প্রদান করিলেন। আলাউদ্দিন যে পরিমাণে সাহসী বীর, সেই পরিমাণে শঠ, কৌশলী ও উচ্চপদলোলুপ ছিল। তাহার পিতৃব্য বহুলাংশে ধর্ম্মভীরু হওয়াতে কাহারো সহিত সহসা সন্ধি ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারিতেন না; আলাউদ্দীনের পক্ষে সে প্রতিবন্ধকতা মূলেই ছিল না—যেন তেন প্রকারে রাজ্য ও রাজকীয় উন্নতি লাভ হইলেই হইল—তাহার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার বা সত্যের অনুরোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ছিল। দুই একটী বিদ্রোহ দমন করাতে তাহার প্রতি জেলালুদ্দিনের সরল অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট ও স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার পট্টমহিষী আলাউদ্দিনের মনের গতি বুঝিতে পারিয়া স্বামীকে বার বার সতর্ক করিয়াছিলেন, অকপট রাজা তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই—ক্রমশঃই ভ্রাতুষ্পুত্রকে উন্নত হইতে দিলেন। তৎফলস্বরূপ আপনার প্রাণ ও রাজ্যনাশ ঘটিয়াছিল।

সে যাহাহউক, বুন্দেলখণ্ড ও মালব রাজ্যের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া আলাউদ্দিন প্রচুর অর্থ ও প্রভুত্ব লাভ করিল। সেই অর্থে স্বীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল। মনে মনে সংকল্প—দাক্ষিণাত্যের অধিকার ব্যাপার, যাহা অদ্যাপি কোনো মুসলমান সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহার চেষ্টা করা। কিন্তু সেই বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, এমন সৈন্য-সমাবেশ তথাপি হইয়া উঠিল না। অতএব আলাউদ্দিন বলের অপেক্ষা ছলের প্রতিই অধিক নির্ভর করিল!

তৎকালে দাক্ষিণাত্য মধ্যে দেবগিরির রাজা রামদেবই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার অসীম পরাক্রম। তাঁহার জয় পরাজয়েই সমস্ত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-স্বাধীনতার স্থিতি বা লয়! ফলতঃ রামদেব তখন মহারাষ্ট্রের প্রভু। (শিবজীর মহারাষ্ট্র, কিন্তু এ ঘটনা শিবজীর বহু পূর্ব্বে!) রামদেবের প্রসিদ্ধ রাজধানী ও

প্রধান দুর্গের নাম দেবগিরি ছিল, এখন তাহাই দৌলতাবাদ নাম পাইয়াছে। দুষ্ট আলাউদ্দিন প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক সেই ক্ষত্রিয় দিগ্‌গজের অধিকার হরণের গুপ্ত অভিসন্ধি করিয়া অষ্ট সহস্র বাছা বাছা অশ্বারোহী মাত্র সমভিব্যাহারে কারা হইতে যাত্রা করিল। কারা হইতে বিরার পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত গহন কাহন অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে, তন্মধ্য দিয়াই আলার পথ হইল। যে সকল রাজার রাজ্য বাহিয়া যাইতে লাগিল, তাহাদিগের কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপ ভান করিল, যেন দিল্লীশ্বরের কোনো অপ্রিয় কার্য্য বা তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কোনো গূঢ় অভিপ্রায়ে কোনো বন্ধু রাজার নিকট গমন করিতেছে। এই সমাচার ব্যাপ্ত হওয়াতে আলার কিছুমাত্র গমনবিঘ্ন ঘটিল না; বরং অভিপ্রায়-সিদ্ধির অত্যন্ত অনুকূল হইল। কিন্তু আলা যে কোন্ রাজার সহায়তার প্রার্থনায় কোথায় যাইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না; সুতরাং রামদেব নিশ্চিন্ত আছেন।

এইরূপে আলা ইলিচপুরে উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে চলিল। তখন সৈনিক দ্রুতগতির পদ্ধতি অবলম্বনে সহসা দেবগিরি সন্নিধানে উপস্থিত হইল। যবনরাজ যে প্রতারণা করিবে, এরূপ ভাব বা সন্দেহ রাজা রামদেবের অন্তঃকরণে তিলমাত্র উদিত হয় নাই। আবহমান ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় জাতির এপ্রকার দৃঢ় সংস্কার ছিল যে পশ্চাৎ হইতে বা না বলিয়া কোনো বীর স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে পারে না—পরম শত্রু হইলেও বীর বংশে জন্মিয়া চোর দস্যুর ন্যায় আক্রমণ কেহই করে না! হায়! এই অত্যুচ্চধাতুর রাজনৈতিক সংস্কারের বশে আমাদের রাজপুত ও অন্যান্য জাতীয় রাজারা কত স্থানে যে যবন হস্তে প্রতারিত ও পরাভূত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! বিজ্ঞ এল্‌ফিনিষ্টন্ লিখেন;—

"It was probably owing to the natural indolence of the Rajputs, and their deeming it dishonorable to attack each other without warning, that Mussulman invaders so often found them unprepared of defence."

এক্ষণে উহাই ঘটিল। যবনেরা যে বৈরতা সাধিতে আসিতেছে, ইহা রাজা বা রাজ্যবাসী কেহই ভাবে নাই। আলাউদ্দিন পিতৃব্যের উৎপীড়ন বা কোপ ভয়ে আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে আসিতেছে, ইহা ভিন্ন অন্য ভাব কাহারো মনে ছিল না। কেননা কপট বন্ধু হইয়া বা মিথ্যা বলিয়া এক রাজার রাজ্যে অপর রাজা যে আসিতে পারে, এ ঘটনা আর্য্য জাতীয় কেহ কখনো জানিত না—মুসলমানেরাই সেই অভিনব শিক্ষা দান করে! নতুবা মহাপ্রভাবশালী রাজা রামদেবের কি অভাব ছিল, যে, তিনি আলার প্রবেশকালে প্রতিবাদ করিলেন না? নতুবা তাঁহার রাজধানীতে তখন সৈন্য মাত্রই না থাকিল কেন? নতুবা সেই ক্ষণে রাণী ও রাজপুত্র নগ-

রের বাহিরে কোনো মন্দিরে যে দেব পূজা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা কি সম্ভব হইত ?

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন বিজাতীয় এক দল অশ্বারোহী সৈন্য রাজ্যে আসিতেছে, তখন এককালে এত দূর নিশ্চিন্ত থাকা রাজার বুদ্ধির কাজ হয় নাই। তদুত্তরে আমরা বলি, যেমন যে দেশে বসন্ত রোগ নাই, সে দেশে হঠাৎ তাহার সঞ্চার হইলে লোকে কি চিনিতে পারে ? বরং ঘামাচি বোধে খুঁটিয়া খুঁটিয়া কি বিপদ ঘটায় না ? সেইরূপে যে দেশে প্রকাশ্য শত্রুতা ভিন্ন অন্যরূপ ছিল না, সে দেশে সহসা কি তাহার সন্দেহ জন্মিতে পারে?

ফল কথা, আর্য্য রাজলক্ষ্মী তখন চঞ্চলা হইয়াছেন—হিন্দুর কপাল পুড়িয়াছে—হিন্দু স্বাধীনতার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে—পটের ময়ূরে হার গিলিল—হোঁচটে হাতী মরিল—যে মহারাষ্ট্রে অসংখ্য চমূপতি সুলতান বা শাহ গণ প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই, এখন আলাউদ্দিন অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী লইয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিল ! এ তো অষ্ট সহস্র, সপ্তদশ সওয়ার লইয়া বখ্‌তিয়ার বঙ্গাধিকার করিয়াছিল ! !

" কপাল যখন পুড়ে যায়,
দূর্ব্বা বনে বাঘে খায় ! ".

যাউক—সে খেদ করা বৃথা ! অল্পকালেই রাজা রামদেব আলার ছল ও আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তখন সেনাপতিগণ ও বীর-পুত্র নিকটে নাই—নিয়মিত সৈন্য সামন্ত নাই বলিলেই হয়। কিন্তু অমিততেজা রামদেব কি সহসা সাহস হারাইবার লোক ? তৎক্ষণাৎ প্রজা মণ্ডলী হইতে তিন চারি সহস্র অস্ত্রধারী সংগ্রহ করিলেন। তবে এরূপ রণনিপুণ দুর্দ্দান্ত রিপু দমনার্থ যে প্রকার সুশিক্ষিত সৈন্য দলের প্রয়োজন, তাহা হইল না। একে সংখ্যায় অল্প, তাহাতে অনিপুণ পদাতিক, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রাম তো অসম্ভব। তদবস্থায় নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগর-পার্শ্বস্থ গিরি-দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধিত হইয়া কোনোমতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতারক আলাউদ্দিন নগর অধিকার ও লুঠ করিল। এ দিগে দুর্গ বেষ্টন, ও দিগে গুপ্ত ধনের আবিষ্কার উদ্দেশে নগরস্থ সদাগরগণকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এইরূপে প্রজার যথা সর্ব্বস্ব ও রাজার চত্বারিংশৎ হস্তী ও বহু সহস্র ঘোটক প্রভৃতি লুঠিয়া লইল।

দুর্গাবরোধের পূর্ব্বে রাজা তাড়াতাড়ি কিয়ৎ পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য দুর্গ মধ্যে ন্যস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই দুর্গরক্ষক বর্গের প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু সে খাদ্য অধিক দিনের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ ঘোর কপটী মায়াবী আলাউদ্দিন কৌশলে এরূপ সংবাদ ব্যক্ত করাইয়া দিল, যে, দিল্লীশ্বর স্বয়ং প্রকৃত সেনাব্যূহ লইয়া আসিতেছেন, এই অষ্ট সহস্র সুদ্ধ তাহার অগ্রগামী একাংশ। এই সব কারণে, বিশেষতঃ খাদ্যের অপ্রতুলতা চিন্তা করিয়া রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন সুযোগ বুঝিয়া রাজার মানহানি-কর ও সর্ব্ব বিষয়েই প্রতিকূল ধারা সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইল। রাজা অগত্যা তাহাতে সম্মতি দানে প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার বীরপুত্র তৎপরতা সহকারে যত পারিয়াছেন সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহিনী আলার সৈন্যাপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ! সুতরাং সম্পূর্ণ সাহসে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কৌশলী আলা আপনার কিয়দংশ সৈন্য, দুর্গস্থ লোকে বাহিরে আসিতে না পারে, এরূপ প্রহরিতায় নিযুক্ত রাখিয়া অধিকাংশ লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজকুমার অতুল বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই আলার সংশয়-দশা আগত। তদ্দর্শনে পূর্ব্বোক্ত প্রহরীরা সহসা আসিয়া রাজবাহিনীর একাংশের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিল। রাজসৈনিকগণ ভাবিল, দিল্লীশ্বর বুঝি সদলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তদ্রূপ সংস্কারই সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইল—শঙ্কাক্রমে সৈন্যগণ ভঙ্গ দিতে লাগিল ! মা ঝাঁপি তুলিয়াছেন, রাজপুত্র কিছুতেই কুসংস্কারাবিষ্ট সৈনিকগণকে ফিরাইতে পারিলেন না—তাঁহার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। তাঁহার সেই সব সৈন্যগণ পশ্চাতে অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছে—জয়লব্ধ রণভূমি হইতে পলায়ন সামান্য পরিতাপের কারণ নয়—কিন্তু তৎকালে কেহই স্থির চিত্তে অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি করিল না—মিথ্যা আতঙ্কে অবীরোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করিল—ইহা কি নিতান্তই দুরদৃষ্টের ফল নহে ?

সন্ধির প্রস্তাবে আলাউদ্দিন আরো মহার্ঘ হইল—দাবী বাড়াইতে লাগিল! তৎকালে দুর্গমধ্যে আর এক বিঘটন উপস্থিত—এক ভয়ানক ভ্রম আবিষ্কৃত হইল। অর্থাৎ দুর্গে যখন খাদ্য সংগৃহীত হয়, তখন অন্য দ্রব্যের বস্তা বোধে ভুলক্রমে বহুসংখ্যক লবণের বস্তা আনীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই ভ্রম জানিতে পারিয়া দুর্গস্থ সকলেই আহারাভাবের ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইল—রামদেব সন্ধিস্বাক্ষরে আর বিলম্ব করিতে পারেন না! অতএব আলার প্রস্তাবিত ধারা সমূহে অগত্যা সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন !

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রামদেব যবনরাজের করদ রাজা হইলেন। যদিও কয়েক বৎসরে পূর্ব্ব স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হন, কিন্তু আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে বধ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য ভাগের নানা গোলযোগ মিটাইয়া যৎকালে চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধন করে, সেই সময় উপযুক্ত বাহিনী পাঠাইয়া পুনর্ব্বার রামদেবকে করপ্রদ করিয়া তুলে। দাক্ষিণাত্যে যবন প্রভুত্বের ইহাই সূত্রপাত !

কেঁড়েলের জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম পট—শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়।

কি আহ্লাদ! আমরা নিশ্চিন্তপুরেও হরিশ গুরুমহাশয়কে পাইলাম! আমাদের বাটী হইতে হরিশ গুরুমহাশয়ের যাওয়া অবধি আর কোনো গুরুর পাঠশালায় লিখিতে পড়িতে মন লাগিত না—সেজ জ্যেঠা মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া এবং মদনগুরুর যণ্ডামী অত্যাচারে মহা বিরক্ত হইয়া আমায় পাঠশালা ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। আমি বাটীতে বসিয়া এর ওর তার কাছে কষা মাজা শিখিতাম এবং প্রতি দিন বৈকালে স্ত্রীমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি হস্তাক্ষর লিখিত বা তৎকালের নবসৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্রে যন্ত্রিত পুথি সকল পাঠ করিতাম! তদ্রূপ অবস্থায় নিশ্চিন্তপুর আসা হয়। নিশ্চিন্তপুর আসিয়া শুনা গেল, গ্রামে একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল—ঘোষালদের বাটীতে—কিন্তু কয়েক বৎসর সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন; তদবধি আর কোনো মহাশয় নিযুক্ত হয়েন নাই। ফলতঃ নিশ্চিন্তপুর ক্ষুদ্র গ্রাম; কাজেই তত্রত্য ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প; গ্রামবাসী অধিকাংশ ভদ্র লোক কৃষিজীবী; তাঁহারা স্ব স্ব বালকগণের শিক্ষা কার্য্যে বেশী ব্যয় করিতে পারেন না বা করেন না; গুরুমহাশয়কে যাহা দেন, তাহাও ধান্যে বা তণ্ডুলে; যদি পড়ুয়ার সংখ্যা অধিক হইত; তবে উহাতেও হানি ছিল না—কেননা, "পাঁচফুলে সাজি!" কিন্তু সে পক্ষেও যেমন, বেতনের পক্ষেও তেমনি টানাটানি; অন্যগ্রামে খোরাক বাদে অভাবতঃ ৪।৫ টাকা তো হইতে পারে, নিশ্চিন্তপুরে বড় জোর দুই টাকা আড়াই টাকা—তাহাও নগদ নয়! সুতরাং উপযুক্ত লোক থাকিবে কেন?

এই কারণেই কয় বৎসর মা সরস্বতী ত্যাগ করিয়াছিলেন—গ্রামে পাঠশালা মাত্র ছিল না। সিম্‌লা নামক একখানি বিস্তৃত গণ্ডগ্রাম নিশ্চিন্তপুরের নিজ উত্তরে স্থিত, নিশ্চিন্তপুরের কোনো কোনো বালক তথাকার পাঠশালায় যাইত; কিন্তু আমরা দুই ভাই যাইতাম না। আমার এক মেসো মহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিবাস কলিকাতা—চোরবাগান। তিনি ত্রেজরিতে চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন। পাঠকগণ! স্মরণ করিবেন, তখনকার চল্লিশ টাকা বেতন—আবার তখনকার কেরাণী—তিনি ইংরাজীতে তাৎকালিক সমাজের একজন বিদ্বান রূপে যে গণ্য ছিলেন, তাহা কি আর আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মহৎপীড়ায় তিনি আক্রান্ত হইলেন। প্রথমে কিছু কাল প্রতিনিধি রাখাইয়া অর্দ্ধেক বেতন পাইতে পারিলেন। শেষে সে উপায়ও বন্ধ হইল, অর্থাৎ চাকরী গেল। তখন

সোণা দানা সাল রুমাল গৃহ সজ্জাদি বিক্রয় দ্বারাও বহু দিন চলিল। পরে আমার মাতামহ মহাশয় তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। যখন কিছুতেই রোগ সারিল না, বরং নিতান্তই দুশ্চিকিৎস্য রূপে বুঝা গেল, তখন মাতামহ মহাশয় মেসো মহাশয়ের বাটীতে ভাড়াটিয়া রাখাইয়া তাঁহাকে সপরিজনে নিশ্চিন্তপুরের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে প্রায় সকল বঙ্গীয় যুবকই তেজস্বী ও স্বাধীনতাভুক্ হইয়া থাকেন। তদনুসারে শ্বশুরালয়ে কালক্ষেপণ করা মেসো মহাশয়ের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হইলেও "উড়্‌তে না পেরে পোষ মানা!" জগন্মান্য এই মহানীতির বশবর্ত্তিতায় অগত্যা তাহা করিতেই বাধ্য হইলেন। তবে প্রবোধের মধ্যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শ্বশুরের গলগ্রহ ছিলেন না। কেননা, বাটী ভাড়ার কয়েক মুদ্রা নিজের আয় ছিল।

যাহা হউক, তাঁহার নিশ্চিন্তপুরে অবস্থান আমাদের দুই ভ্রাতার পক্ষে অতীব শুভকর ঘটনা হইল। আমরা তাঁহার নিকট কিছু কিছু ইংরাজী পড়িতে লাগিলাম। "কিছু কিছু" হইবার তাৎপর্য্য এই, যে, তাঁহার শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ, সুতরাং প্রত্যহ রীতিমত পড়াইতে পারিতেন না। আহা! তাঁহার খল রোগ যখন তাঁহাকে একটু হাঁফ ছাড়িতে দিত, তিনি তখনই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিতেন না। ফলতঃ মরুভূমে বিংশতি ক্রোশান্তরে জল পাইলেও ভ্রামকের যেমন সৌভাগ্য, নিতান্ত-বিদ্যা-চর্চ্চা হীন নিশ্চিন্তপুরে তেমনি আমাদের উহাই যথেষ্ট হইয়াছিল।

তখন কলিকাতা অঞ্চলে স্কুলবুক সোসাইটীর নিউ স্পেলিং ও রিডার প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মেসো মহাশয় হয়তো তত্তাবতের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না, তিনি আমাদিগকে "মরেস্ স্পেলিং" নামা বৃহৎ পুস্তক পড়াইতেন। এক্ষণে সেই পড়ার বিষয় স্মরণ করিয়া তুলনা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি, যে, তিনি যাহা পড়াইতেন তাহা অতি উত্তম হইত এবং মরেস্ স্পেলিং অতি উৎকৃষ্ট প্রথম পাঠ্য ছিল। কেননা, তাঁহার কাছে সেই একখানি পুস্তক সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া আমাদের যে ফল লাভ হইয়াছিল, এখন দেখিতে পাই তৃতীয় বুক অব্ রিডিং ক্লাসেও সেরূপ হওয়া ভার! তাহার প্রমাণ স্বরূপ পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইল। তাঁহার নিকট আমাদের ঐ পুস্তক বই অন্য কিছু পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, যেহেতু অবিলম্বে অকাল মৃত্যু তাঁহার মহামূল্য পরোপকারী সরল জীবন হরণ করাতে আমরা একপ্রকার দ্বিতীয়বার পিতৃহীন ও সেই মরুভূমে একমাত্র শিক্ষার প্রস্রবণে বঞ্চিত হইয়া পড়িলাম! তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় দেড় বৎসর নিশ্চিন্তপুরে থাকি, সেই দেড় বৎসর ইংরাজী শিক্ষা আর হয়

নাই, তথাপি নিজগ্রামে আসিয়া যখন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন কিছু দিন নিম্ন শ্রেণীতে পড়িবার পর এককালে দুই শ্রেণী ডিঙ্গাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম। ইহা আমার নিজের বুদ্ধির বাহাদুরীতে নহে; কেবল মরে সহেবের পুস্তক ও তৎশিক্ষক মেসো মহাশয়ের গুণে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যদি বলেন, তবে প্রথমেই কেন উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিলেন না? তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত দেড়বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঠের অনেক ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিদ্যালয়ে যিনি ভর্ত্তি করেন তিনি পরীক্ষায় সন্তোষ না পাইয়া আমাকে নিম্নশ্রেণীতে প্রেরণ করেন। তাহাতে লাফাইয়া সেই শ্রেণীর পুস্তক খানি আগাগোড়া—বাটীতে অপরের কাছে ব্যাখা করাইয়া লইলাম। তখন কাদম্বরীগ্রন্থে বর্ণিত পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণে আসিবার ন্যায় পূর্ব্বাধীত ভাবদ্বিষয় আমার স্মরণে পুনরুদ্দীপ্ত হইল—তাহাতেই ঐ প্রোমোসন ঘটিল।

কিন্তু মেসো মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার সম্ভাবনা ছিল না—তখনকার ইংরাজী বিদ্যালয়োত্তীর্ণ সম্প্রদায়ের সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কথা মাজার এক প্রকার ভাসুর ভাদ্র বৌ সম্পর্কই ছিল! এই অবস্থায় আছি, এমন সময় (মেসো মহাশয়ের মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে) এক দিন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে রব উঠিল, যে, সেই পুরাতন গুরু আবার আসিয়াছেন। আমরা দৌড়িয়া দেখিতে গেলাম। ঘোষালদের সদর বাটী ঘেরা নয়—চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে খামার, খামারের তিনদিগেই আম্র কাঁঠালের বাগান। আমরা কয়েক জন বালক সেই সব বাগানের গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া গুরু মহাশয়কে দেখিতে লাগিলাম। আমি দেখিবামাত্র আহ্লাদে আটখান হইয়া করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম "ও মেজ্‌দা, ইনি আমাদের সেই হরিশ গুর্‌ মশাই!" আমার অগ্রজেরও মুখ হাস্য-বিকশিত হইল। গুরুমহাশয় আমার কণ্ঠের স্বর শুনিতে ও চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন। তখন আরো পরমানন্দে অগ্রসর হইতেছি, তিনি ত্রস্ত উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে কোলে লইয়া "লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন মণ্ডলে!" ঠিক তদ্রূপ ভাবেই স্নেহ প্রকাশ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মধ্যম দাদা আমাদের সকল সংবাদই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন; আমি গুরুমহাশয়ের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া আছি—তিনি আমার মস্তকে বিলি কাটিতেছেন! তখন আমি সার্দ্ধ সপ্ত বৎসরও অতিক্রম করি নাই।

আবার আমরা তাঁহার পাঠশালায় লিখিতে পড়িতে লাগিলাম। শুনিলাম, তাঁহার অবস্থা ভাল করিবার উদ্দেশেই তিনি আমাদের গ্রামে—আমাদের বাটীতে গিয়াছিলেন তাহা হইল না, কাজেই আবার নিশ্চিন্তপুরে আসিয়াছেন।

এখানে যে তিনি স্থায়ী হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প—যত দিন ভাল স্থান না পাইতেছেন, তত দিনই থাকা। প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই তাহা ঘটিল; তাঁহার ভাল স্থান যুটিল—তিনি সাশ্রুনয়নে নিশ্চিন্তপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন।

তিনি যত দিন ছিলেন, তত দিন আমি পরমোৎসাহে তাঁহার পাঠশালায় প্রতি নিয়ত উপস্থিত থাকিতাম। সকল দিন বাটীতে আহার করিতেও যাইতাম না—ঘোষালেরা পরম আদরে খাওয়াইতেন! অথচ তাঁহার নিকট হস্তাক্ষরের সলা লওয়া, কখনো কখনো অঙ্ক কষা ভিন্ন অন্যরূপ শিক্ষা গ্রহণ প্রায় হইত না। তিনি বলিতেন "তোমাকে আর শিখাইব কি? তুমি সকলকে শিখাও।" এই বলিয়া আমায় সর্দ্দার পড়ুয়ার কাযে নিযুক্ত রাখিতেন। ফলতঃ তিনি যাহার তাহার নিকট আমার প্রশংসা করিয়া ও আমাকে বিধিমতে অবিহিত প্রশ্রয় দিয়া আমার গর্ব্বের পুচ্ছ এত দূর ফুলাইয়া তুলিলেন যে, এককালে আমার মাথা খাইয়া দিলেন!

আমি সেই অবধি উল্লম্ফনশীল অর্থাৎ লাফা'নে হইয়া উঠিলাম। আমার সংস্কার জন্মিল—পড়া মুখস্থ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। কোনো বিদ্যায় যথার্থ নিপুণতা লাভের নিমিত্ত যেরূপ ঐকান্তিক যত্ন, গাঢ় পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত অভিনিবেশ ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, আমি তাহাতে নিতান্ত শিথিল হইতে লাগিলাম। কি বিদ্যা শিক্ষা, কি বিষয় কর্ম্ম, সকল বিষয়েই আমি ঐ প্রণালীতে জীবন কাটাইতে লাগিলাম; কিন্তু কেবল যে তাঁহারই দোষে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না, হয় তো আমার প্রকৃতিই ইহার প্রবল কারণ হইবে। যত দিন কোনো বিষয়ের নূতনত্বের আকর্ষণ থাকে, তত দিন তাহাতে আমার অসীম যত্ন; যেই মাত্র তাহা কিছু পুরাতন হয়, অমনি তৎপ্রতি আমার প্রীতির বেগ আর তত থাকে না! আমার পূর্ব্ব জীবনের তাবদ্বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখিতে পাই, যে, প্রথমে যাহার নিমিত্ত লালায়িত—যাহাকে লাভ বা আয়ত্ত করিতে জাগ্রত স্বপ্নে ব্যাকুল হইয়াছি—যে বিদ্যা, যে চাকরী, বা ব্যবসায়কে লইয়া (বুকচেরা ধনের ন্যায়) চিরকাল সুখে কাটাইব মনে করিয়াছি, তাহা পাইয়া কি আয়ত্ত করিয়া কিছু দিন ভোগ করিতে না করিতে হঠাৎ তৎপ্রতি বিরাগী হইয়াছি; হঠাৎ ভাল ভাল কর্ম্ম—অন্যের প্রার্থনীয় কর্ম্ম বা ভাল ভাল বিষয়ের আরম্ভ—প্রচুর যত্নের পর—আর কিছু কাল যাহা আশানুরূপে ফলবান হইতে পারিবে, এখন সকল বিষয় দূর করিয়া দিয়াছি!

অর্থাৎ (উপরে যাহা বর্ণিত হইল) তদনুসারে আমার স্বভাব দত্ত বা শিক্ষাজাত প্রকৃতি দুই অংশে বিভক্ত হইতে পারে। একাংশের ধর্ম্মে কোনো কর্ম্মে আমাকে সৎশিষ্য হইতে দেয় না—সকল শিক্ষার্থী যেমন যথোচিত শ্রমসহ

লজ্জা কি ? তার পর ? ”

সুন্দরী আবার আরম্ভ করিল “ আমার যেন আইবড় ভাত, মা যেন তালের গুড়ের পরমান্ন রেঁধে বাটী পূরে আমায় খেতে দেছেন, তেমন পরমান্ন যেন কক্ষণো খাইনি ! তাই তার পরদিন মার গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লেম “ মা, যে বুড়োবরে বে দিচ্ছ তাতে সাধ আল্লাদ খাওয়া পরা আর বেশী দিন আমার নয় মা ! কা'ল্ যেমন পায়েস রেঁধে দিছ্‌লি, যে ক দিন তোর ঘরে থাকি মা, সে ক দিন অম্নি পায়েস রোজ একবাটী দিবি মা ?' এই কথা শুনে যেন মা আর তোমরা কাঁদ্‌তে লা'গ্‌লে আর রোজ আমায় ভেম্নি ক'রে পরমান্ন রেঁধে দিতে লা'গ্‌লে। বের যেন তখনও এক দিন দেরি আছে। বাবা যেন দৈবাৎ ভাঁড়ার ঘরে কি ক'র্ত্তে গিয়ে দেখেন গুড়ের কলসী খালি। দেখে ভারী রেগে উঠে মাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, “আমি কোনো বিশেষ দরকারের জন্যে তালের গুড় আনিয়ে রেখেছি, সে গুড় খরচ ক'ল্লে কে ? ” মা আস্তে আস্তে আমার কথা সব শোনালেন। বাবা অর্দ্ধেক শুন্তে না শুন্তে একবারে আগুন হয়ে জ্ব'লে উঠ্‌লেন—যা মুখে এলো তাই ব'ল্লেন—সে কথা মনে ক'ল্লে এখনও ঘৃণায় ম'রে যেতে হয় ! মা যেন তা সহ্য ক'র্ত্তে না পেরে বাবাকে কতকগুলো ভচ্ছনা ক'ল্লেন। কথায় কথায় দুজনের যেন খুব ঝকড়া হ'চ্ছে, আমরা ক ব'নে যেন কাঁদ্‌ছি ! এমন সময় মা রেগে উঠে ব'ল্লেন 'তোমার ঘরে আর থা'ক্‌বো না—আমি মেয়েদের নে যদ্ধুর চ'ক্ চলে চ'লে যাই ! ' এই কথায় বাবা যেন দৌড়ে একখান পীঁড়ি নিয়ে মাকে মার্ত্তে এলেন, আমি ভয় পেয়ে “ ওগো মেরোনা, মেরোনা ” ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম ! ”

সুন্দরীর স্বপ্ন শুনিয়া তাঁহার দিদীরা (বিশেষতঃ মেজ্‌দিদী বেশী) যথার্থই কাঁদিতে লাগিল। এমতকালে তাঁহাদের মা ঘরে আইলেন। রোদনের কারণ শুনিয়া কন্যাগণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন “ সত্যই এক কলসী তালের গুড় কা'ল্ এসেছে, আ'জ্ সেই গুড়ের পরমান্ন রেঁধে সুন্দরীকে খাওয়াব, তবে আমার এ দুঃখ ঘুচ্‌বে ! ” সুন্দরীর মেজ্ দিদী সুন্দরীর গায় হাত দিয়া বলিলেন “ সুন্দরী ভাল থা'ক্‌লে হয়, বড়দিদী দেখ দেখি, ওর গাটা না ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ ক'চ্ছে ! ” সকলেই একে একে গা দেখিলেন, কেউ বলেন “ হ্যাঁ ” কেউ বলেন “বালাই, না !”

সুন্দরী গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বলিল “ আমার এখন কোনো অসুখ নেই, তবু বলতো না হয় বদ্দি খুড়োকে হাত দেখিয়ে আসি ? ” মেজ্‌দিদী বলিলেন “ তাই ভাল, চল্ আমিও সঙ্গে যাই ? ” সুন্দরী হাসিয়া বলিল “ যেখানে রা'ত্‌দিন খেলা ক'র্ত্তে যাই, সেখানে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে কেন ? বরং এক কর্ম্ম কর, তিনি কথায় কথায় তামাসা ক'রে বলেন “ সুন্দরি

দুটো গায়ের দুধ কি তোর মা একাই খান, আমরা কি এক দিনও একটু পাইনে ? তাই বরং এক ঘটী দুধ আ'জ্ দেও তাঁরে দিয়ে আসি।” এ কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন। গিন্নী আরো বলিলেন “তবে তালের গুড়ও এক বাটী নিয়ে যা, বলিস মা তোমায় পরমান্ন ক'রে খেতে দেছেন।”

সুন্দরী শুনিয়া মহা হর্ষিতা—তাঁহার ভাবী বরের দারিদ্র্য তিনি বেস জানেন ! আ'জ গায় হরিদ্রা ; গায় হরিদ্রার দিন যে পায়স খাইতেই হয়, সুন্দরীর ইহা দৃঢ় সংস্কার। কিন্তু তাঁহার ভাবী ননদিনীরা দুগ্ধ ও গুড় সংগ্রহ করিতে সমর্থা হন কি না, এই সন্দেহেই বৈদ্য খুড়ার নাম করিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইবার সংকল্প ছিল, তদুপরি জননী গুড়বাটীটীও দিলেন—কাঞ্চনের উপর মণি—ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি ?

এক হাতে দুগ্ধের ঘটী, অপর হাতে গুড়ের বাটী, সুন্দরী মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে খিড়কী পুষ্করিণীর ধার দিয়া যাইতেছেন ; বৈদ্য খুড়ার বাটী রায়জী মহাশয়ের বাটী পার হইয়া যাইতে হয়—বুড়া বৈদ্যখুড়া আর বুড়ী বৈদ্য খুড়ী বই তাঁহার ঘরে এমন কেহই নাই, যে, সুন্দরীর বাটীর লোকের সঙ্গে সাত জন্মে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, কেবল সুন্দরীর সমবয়সী এক দৌহিত্রী আছে, সেও তখন পীড়িতা। সুতরাং প্রত্যাগা বাহির হইবার সম্ভাবনা অল্প ! অতএব প্রায় নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে অভিসারিকা ব্রজকিশোরীর ন্যায় সুন্দরী হৃদয়বল্লভের কুঞ্জকুটীরে উপস্থিত হইলেন !

এদিগে তাঁহার বহু বিলম্ব দেখিয়া রায়জী মহাশয় ও তাঁহার সহোদরাদ্বয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠাকুল ছিলেন—ভগ্নীরা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও ঢলাঢলির ভয়ও করিতেছিলেন—রায়জী মহাশয় মনে মনে জানেন সুন্দরী স্বেচ্ছাক্রমে পিছু হটিবে না, বিলম্বও করিবেও না, অবশ্যই কোনো ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকিবে। সুন্দরী বালিকা, পাছে ধমক ধামকে প্রকাশ করিয়া থাকে, কি অন্য কোনো সূত্রে একথা তাহার পিতা মাতা ভগ্নীরা জানিতে পারে—পাছে তজ্জন্য সুন্দরীকে লাঞ্ছনা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এ চিন্তাতেও তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল ছিল। কিন্তু তিনি মুখে কিছু ফুটিতে ছিলেন না।

এমন সময় এ কে ? এ কি পূর্ব্ব দিগে তরুণ অরুণোদয়—না কোনো দিগঙ্গনা শূন্য হইতে সহসা ভূমে অবতীর্ণা ? সুন্দরীর প্রবেশ নিরীক্ষণ মাত্র রায়জী মহাশয়ের সেইরূপ একটা বিভ্রান্তি জন্মিল—তাঁহার হৃদয় বাস্তবই শ্রুত শব্দে নৃত্য করিতে লাগিল—তিনি আশা ও হর্ষের মোহে অস্থির হইয়া উঠিলেন ! সুন্দরীর হস্তস্থিত গুড়ের বাটী তাঁহার চক্ষে যেন চন্দনের বাটী বলিয়া বোধ হইল—দুগ্ধের ঘটী যেন পুষ্পমাল্যের সাজি বলিয়া ভ্রম জন্মিল—সুন্দরীকে যেন স্বয়ম্বরাগতা কোনো

ঋষিকন্যা বলিয়া জ্ঞান হইল!

রায়জী মহাশয়ের সহিত চক্ষে চক্ষে মিলন হইবামাত্র সুন্দরী হাসিতে গিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন—অঙ্গ রোমাঞ্চ হইল—চরণ আর চলে না! রায়জী মহাশয়ও অর্দ্ধ লজ্জিতের ন্যায় কোনো ছলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী "ও দিদি এয়েছে" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরীকে প্রেমালিঙ্গনে কোলে লইবার ভঙ্গী করিলেন—সুন্দরী অতি ত্রস্ত তাঁহাদের অপর গৃহে প্রবেশিয়া ঘটী বাটী অঙ্গনে স্থাপন পূর্ব্বক স্মিতমুখে প্রাতঃকালাবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ বলিলেন—তাঁহার ভগ্নীগণকে ছলনা পূর্ব্বক স্বপ্নের রূপান্তর বর্ণনা দ্বারা আপনার আয়ুর্বৃদ্ধি উপলক্ষে পরমান্নের নিমিত্ত যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছিলেন এবং বৈদ্যখুড়ার নাম করিয়া যেরূপে বরের আইবড় ভাতের আয়োজন দুগ্ধ ও গুড় আনিয়াছেন, কেবল সেই দুটী কথা প্রকাশ করিলেন না। দুগ্ধ গুড়াহরণের অন্য সামান্য সূত্র দেখাইলেন। বলিলেন "আমাদের বুধী আর রাঙী বিইয়েছে, পাড়ার অনেককেই দুধ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের এক দিনও দেওয়া হয়নি, তাই আ'জ্ এনেছি!" তাঁহার ভাবী ননদিনীরা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ গুড় কিসের?" সুন্দরী উত্তর দিলেন "ও তালের গুড়, বড় সদ্গন্ধ, খেয়ে দেখো বড় উত্তম, খাসা পায়েস হয়!"

তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে এক জন তাঁহার চিবুক ধরিয়া, আর একজন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, উভয়ে তাঁহার গোলাপ গণ্ডদ্বয়ে যুগপৎ চুম্বন করিলেন! উভয়েরই নিজের নিজের গণ্ড নেত্রনীরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল—উভয়েই কথা কহিতে পারিলেন না—উভয়েই যেন চক্ষু দ্বারা সুন্দরীকে এই কথা বলিলেন "তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের কত পুণ্য ছিল, তাই আমাদের দীন দরিদ্র সহোদরকে এমন রমণীরত্ন আপনি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া উঠিতেছেন!"

সুন্দরী তাঁহাদিগকে অধিক ক্ষণ আনন্দানুভব করিতে দিলেন না—বলিলেন "আমি আর বেশী বিলম্ব করিব না।" রায়জী মহাশয়ের ভগ্নীরা গোপনে গোপনে একটু হরিদ্রা বাটিয়া রাখিয়াছিলেন, শুভ কর্ম্মে আর গৌণ কেন? কনিষ্ঠার নিতান্ত ইচ্ছা—তাঁহার দাদাকে আর সুন্দরীকে একত্র বসাইয়া "গায় হলুদ" উৎসব সমাধা করেন, কিন্তু রায়জী তাহাতে কোনোমতেই সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ বড়দিদী বলিলেন "বের দিন শুভ দৃষ্টির পূর্ব্বে কি দেখা দেখি ক'র্ত্তে আছে?" (ওদিগে দুইবার শুভ দৃষ্টি অন্তই হইয়া গিয়াছে!)

সে যাহাহউক, এখন এয়োর উপায় কি? এয়ো ডাকিতে গেলে জানাজানি হইয়া পড়ে, না ডাকিলেই বা কি হয়? এক প্রশ্ন কনিষ্ঠার মুখে শুনিয়া রায়জী মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এয়ো

আবার কি? যাহাদের প্রবাসে বিবাহ হয়, বাসাড়ে মানুষেরা আপনারাই যে এ সব কাজ ক'রে থাকে, তাদের বে কি সিদ্ধ হয় না? নিয়ে এস, একটু হলুদ আমার হাতে দেও?" শেষে তাহাই হইল—বর আপনার কপালে আপনি হলুদ ছোঁয়াইলেন—এক বাটী হলুদ অমনি রহিয়া গেল! ভগ্নীর অনুরোধে হরিদ্রা স্পর্শ করিয়া সেই হাত পুনর্ব্বার বাটীতে দিলেন অর্থাৎ প্রসাদী হইল!

বিধবা তো প্রসাদী হরিদ্রা লইয়া ক'নের কাছে দিতে পারে না—কি হয়? রায়জী মহাশয় অগত্যা আপনিই সেই প্রসাদী বাটী হস্তে এ ঘরে আনিয়া দিলেন! সুন্দরী ভাবী ননদিনীদের উপদেশে সেই হরিদ্রা স্বীয় অঙ্গে স্পর্শ করিয়া ভালরূপে মুছিয়া ফেলিলেন—কেবল একটী ক্ষুদ্র টিপ মুছিলেন না! এই কালে ননদিনীদের বিশেষ অনুরোধে অতি মৃদুস্বরে সুন্দরী নিজেই নাকি তিনটীবার "হুলু হুলু হুলু" রব করিয়াছিলেন!

এইরূপে শুভ গাত্র-হরিদ্রা কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল—সন্দরী পরদিন গোধূলিতে আসিবার কথা ধার্য্য করিয়া বাটী চলিয়া গেলেন—তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলেই উভয়ের পরমান্ন ভোগ সুসিদ্ধ হইয়াছিল! এমন ক'নে কি যেমন তেমন বরের ভাগ্যে ঘটে?

বিবাহ।

সত্য ঘটনা কখনো কখনো উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়াবহ হয়। প্রিয়বন্ধু রায়জী মহাশয়ের এই বিবাহ তাহার চমৎকার সাক্ষী। বঙ্গীয় হিন্দুকুলকুমারী আপনার বিবাহ বিষয়ে মনে মনে যে কোনোরূপ মতামত গঠন করে, ইহাই তো প্রায় দেখা যায় না; তাহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি রক্ষয়িতাগণকর্ত্তৃক নির্ণীত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধে নিজে কোনো কৌশল বিস্তার করা যে আশ্চর্য্যের পর অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা আর সপ্রমাণ করিতে হয় না। কুরূপ, বৃদ্ধ বা বিকলাঙ্গ বরের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া অনেক কন্যা রোদন করিয়াছে, সখী দ্বারা বা আপনি জননীকে বলিয়াছে, অথবা লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে, এমন দুই একটা ঘটনা ক্বচিৎ শুনা গিয়া থাকিবে; সম্প্রদানের স্থান বা ছাদ্নাতলা হইতে কন্যা ছুটিয়া গিয়া ঘরে দ্বার দিয়াছে এবং "ওর সঙ্গে যদি বে দেও, ও আমার বাপ" কিম্বা "তবে আমি আত্মহত্যা হব" এরূপ একটী ঘটনার সংবাদও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। অপিচ, কন্যার পিতা, গৃহিণী প্রভৃতি পরিজনের অমতে যে বরকে কন্যা দিবার লগ্নপত্র লিখিয়া দিয়াছেন সেই লগ্নানুসারে বরযাত্রীগণ বর লইয়া আসিয়াছে—এদিগে কন্যার মাতা খিড়কী দ্বার দিয়া কন্যা লইয়া পলাইয়া গিয়াছে কিম্বা অন্য বরকে গোপনে কন্যা দান করিয়াছে, কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে এমন অসাধারণ কাণ্ডও ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু সুন্দরী যাহা করিল,

এই সময় তাঁহার দিদীরা সকলেই নিকটে আসিয়া কথার মধ্যে যোগ দিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তাই তো, এ কেমন কথা? কামিনীর বে, আমরা কেউ আইবড় ভাতেরও খবরটা পেলেম না? কামিনীর সঙ্গে সুন্দরীর এত ভাব, ওরেও একবার কেউ ব'ল্লেন না? কামিনীই বা কেমন মেয়ে, আপনার ভাবের জনকে আপনার বিয়ের কথা ব'ল্লে না?"

পুকীর মা বলিল "তোমাদের দেখ্‌ছি, আপনার কথাই পাঁচ কাহন! কামিনী ব'লে পাঠালে না তো কে পাঠালে? একি তোমাদের মতন বে, যে দশ দিন আগে থা'ক্তে খবর হবে? কুলীনের মেয়ের বে, বর পেলেই ধ'রে বে দেয়! দুদণ্ড আগে, বাড়ীর লোকও জানে না যে কামিনীর বে!—"

সকলে। ওমা সে কি?

সুন্দরী। তবে আকাশ থেকে বর প'ড়ে গেল নাকি? (সকলের হাস্য)

পুকীর মাও হাসিয়া বলিল "ওগো, তা নয়—কামিনীর মামা বেগমপুর না বেক্রমপুর গেছ্‌লো, সে দেশে দুমাস ধ'রে বর বর ক'রে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে, আ'জ্‌ বলা নেই কওয়া নেই একেবারে বর সঙ্গে ক'রে এই মোত্তর বাড়ী এসেই ব'ল্লে এক্ষণি বে—কা'ল্‌ নাকি বর আর এক গাঁয় বে ক'র্ত্তে যাবে!"

সকলে। ওমা সে কি?

সুন্দরী। হ্যাঁ পুকীর মা, বরকে দেখিছিস? কেমন বর?

পুকীর মা চারিদিগ চাহিয়া হ্যাক্‌ থু করিয়া নিষ্ঠীবণ ফেলিয়া বলিল "যেমন রূপ, তেমনি বয়েস! রূপে ও পাড়ার বোঁচা হেবো হেরে যায়! বয়েসে কামিনীর মামা তারে ঠাকুরদাদা ব'ল্‌তে পারে।"

সুন্দরীর নয়ন দুটী ছল ছল করিয়া আইল! সুন্দরীর বিম্বাধরে একটু গুপ্ত হাসিও দেখা দিল! সুন্দরীর অঙ্গও কাঁপিয়া উঠিল! এ তিনের বিভিন্ন ভাব—প্রাণের বেগুনফুলের দুঃখানুভব করিয়া চক্ষু ছলছল করিল—আপনি তদ্রূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া হাসি আসিল—পাছে সে উপায় বিফল হয়, এই ভয়ে আবার অঙ্গ কাঁপিল! কিন্তু দিদীরা তাঁহার ছল ছল চক্ষু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাদের পিতা সুন্দরীর যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তাহারা তাহা জানিতে পারিয়াছিল, এবং আপন আপন দশা স্মরণ পূর্ব্বক সুন্দরীর সজল নয়ন দর্শনে আপনাদের আঁখিও জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অতএব সুন্দরী যেই বলিল "দিদি! আমি পুকীর মার সঙ্গে বেগুণফুলের বিয়ে দেখ্‌তে যাই?" অমনি তাহারা সম্মত হইল। তাহাদের মনে মনে এইরূপ অভিসন্ধি থাকিবে, যে, অপরের কুরূপ ও বৃদ্ধস্বামী দেখিলে সুন্দরী আপন ভাগ্যে তত অসন্তুষ্ট হইতে পারিবে না!

যাহাহউক, সুন্দরীর দিদীরা সম্মতি দান করাতে সুন্দরী আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অমনি বাহির হইয়া যান, তাঁহার মধ্যমা দিদী ডাকিয়া বলিলেন "ও কি? তুই ঐ কাপড়েই যাস্‌ না কি? ভাল কাপড় প'রে যা না?" এই বলিয়া আপনিই দ্রুতপদে গৃহে গিয়া একখানি ভাল সাটী এবং আপনার দুই তিন খানি অলঙ্কার আনিয়া সুন্দরীকে তাড়াতাড়ি যতদূর পারেন সাজাইয়া দিলেন। সুন্দরীর সে সব ভাল লাগিতেছে না—একবার বাহির হইতে পারিলে হয়—পাছে লগ্ন বহিয়া যায়!

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যেই সুন্দরী যাত্রা করিলেন—মনে মনে ভগ্নীগণ ও জন্মভিটাকে নমস্কার করিয়া এই বলিয়া বিদায় হইলেন "আর বুঝি এ অভাগিনী এ মুখে আসিতে পারিবে না!"

খিড়কীর বাহির হইয়া একবার ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিলেন "মা দুর্গা, তোমার অনন্ত মহিমা—তুমি আমার সখী কামিনীর বর আনিয়া দিয়া তোমার দাসীকে তাহার নিজের বরের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইতে সুযোগ দিলে! মা, যথার্থই দাসীকে রক্ষা করিলে, এখন শেষ রেখো!"

এইরূপে নানা ভাবে চঞ্চল হইতে হইতে পুকীর মার সঙ্গে পুষ্করিণীর পুলিন বাহিয়া চলিলেন। ওপারে গিয়া রায়জী মহাশয়ের বাটী ফেলিয়াও কতক দূর গেলেন। রায়জী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী তাঁহাদের খিড়কীর দ্বারে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া ছিলেন—উভয়ের নেত্রে নেত্রে মিলন হইল—সুন্দরী তাঁহাকে সঙ্কেতে স্থির থাকিতে নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণের পর সুন্দরী পুকীর মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "ঐ যা, নোলকটা কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি—পুকীর মা তুই ব'ন্‌ আগিয়ে যা, আমাকে ফিরে বাড়ী যেতে হলো—বেগুনফুলকে বলিস, আমি যাবই যাব। তাঁর তো গোধূলিতে বে নয়, তুই তো বল্লি অনেক রেতে লগ্ন, তবে আর ভাবনা কি? আমি নোলকটা খুঁজে দেখিগে, যেমন পাব তেমনি কারুকে সঙ্গে ক'রে নে চ'লে যাব, তোর আর আস্‌তে হবে না!"

পুকীর মা কহিল, "তবে তুমি যাবে তো? আমি অনেক বাড়ী নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তে যাব, নইলে তোমার সঙ্গে ফিরে যেতেম! ওমা, এমন হাবা মেয়ে, নোলকটা কোথায় ফেল্‌লে তার ঠিক নেই?"

সুন্দরী বলিলেন "বোধ করি বাড়ীতেই ফেলিছি, ক ব'নে খুঁজে দেখ্‌লে এখনি পাব। যাবার কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিস? এক শ নোলক গেলেও বেগুণ ফুলের বে দেখ্‌তে যাইব যাব! তুই যা—বলিস কারোকে পাঠাতে হবে না, আমি শীঘ্র হ'ক্‌ আর দেরি হ'ক্‌ যাবই যাব!"

পুকীর মা চলিয়া গেল, সুন্দরী আর এক পথ দিয়া—বৈদ্য খুড়ার বাড়ীর মধ্য হইয়া হৃদয় বল্লভের কুঞ্জকুটীরে আসিয়া উদিতা হইলেন—তখন ঠিক গোধূলি। পুরোহিত সকল সাজাইয়া সকল প্রস্তুত করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া

বসিয়া আছেন—বর সন্দেহ, আশা, ভয় ও আনন্দের দোলায় একবার স্বর্গে উঠিতেছেন, একবার ডুব্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছেন, এমন সময় আলোকরথ-প্রদায়িনী স্বীয় মনোমোহিনীকে দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন "এই বার যে স্বর্গে উঠিব, আর অবতরণ করিতে হইবে না!"

চুপি চুপি সম্প্রদান—কন্যা আপনিই সম্প্রদানকর্ত্রী—চুপি চুপি হুলুধ্বনি—ী আচার হইল না বলিলেই হয়—চুপি চুপি সকল শুভ অঙ্গ নিষ্পন্ন হইল! পাঁঠীবেচা লোচন ঠাকুরের কন্যা সুন্দরীর সহিত মহা দরিদ্র—গণ-পণ হীন রায়জী মহাশয়ের পবিত্র উদ্বাহ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল—সর্ব্ব-সুদ্ধ দুই টাকা ব্যয় হইয়াছিল কিনা সন্দেহ! তাহাও হইত না, কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণ এমন জাতি নহেন, যে, দক্ষিণা না পাইলে এত গোপনে এমন কাজে হাত দেন!!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

২য় ভাগ—নবম অধ্যায়।

কাংরা যাত্রার আয়োজন।

কর্ণেল দুলীন (আর এখন কাপ্তেন নন) বাসোদ্যানে উত্তীর্ণ হইয়াই অশ্ব-ত্যাগ পূর্ব্বক বন্নুকে আহ্বান করিলেন। বন্নু আসিতে না আসিতে চৈতন ভূলগ্ন-নতশিরে সেলাম করিতে করিতে উপস্থিত। "হজুর! এখন আর সুধু সাহেব নন, রাজা-সাহেব! কেননা, হজুংর কোট কাংরার রাজা সংসার চাঁদের রাজ্য পাইলেন!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৎকালে দুলীনের নির্জ্জন হইতে বাসনা—কাহারো সহিত বাক্যালাপ বা কোনো রঙ্গ রস ভাল লাগে না। দুলীন যদিও ভারতের শিশু, কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ। এদেশীয় জনগণ মঙ্গল ঘটনায় হাস্য-কৌতুক-আমোদ-উৎসব-প্রিয়; কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোক তদবস্থায় স্বহৃদয়ের সহিত বিরল আনন্দ উপভোগের প্রয়াসী। সুতরাং চৈতনকে লইয়া তখন আমোদ করা দুলীনের রুচির বিরুদ্ধ! বিশেষতঃ মোহরাঙ্কিত যে বদ্ধ পত্র ফকিরজী মহারাজের ইঙ্গিতানুসারে তাঁহাকে দিয়াছেন, তন্মর্ম্মাবধারণে তিনি তখন অত্যন্ত সোৎসুক। অতএব চৈতনকে বিদায় করা আবশ্যক বোধে তাহার বাক্যোত্তরে সহাস্য মুখে মস্তক চালনা মাত্র করিয়া আগত বন্নুকে কহিলেন, এখন যেন আমার নিকট কেহই যাইতে না পারে,

কেবল ফকিরজী কি তাঁহার ভ্রাতা যদি আইসেন, কি তাঁহাদের কোনো লোক আইসে, তবে স্বতন্ত্র কথা!

বন্নুর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চৈতন "যো হুকুম" বলিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপণ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়া অনুচরগণকে উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর ঐ আদেশ যেন নিজের অনুজ্ঞাবৎ জ্ঞাপন করিল। এবং ভৃত্য বর্গ মধ্য হইতে দুই জনকে নির্ব্বাচন পূর্ব্বক দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। আর দুই জনকে দ্বিতলের সোপান মূলে রক্ষা পূর্ব্বক "খবরদার খবরদার, ইন্দির চন্দর বাই বরুণ কেউ নেই যায়!" এইরূপ অপরূপ হিন্দীতে তাহাদিগকে কার্য্যভার দেওয়া হইল। দুলীন অনিচ্ছাতেও একটু মৃদু হাস্য না হাসিয়া উপরে যাইতে পারিলেন না!

কর্ণেলসাহেব বস্ত্রাদি পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তনান্তে স্নান ভোজন সমাধা করিয়াই উক্ত স্থূল মোড়ক খানি মোচন করিলেন। করিবামাত্র তন্মধ্য হইতে একখানি বৃহৎ পত্রাকার কাগজ বহিষ্কৃত হইল। দুলীন ব্যগ্র হইয়া পড়িতে গেলেন। একি?—তন্মধ্যে একি ভয়ানক ব্যাপার? তাহাতে ইংরাজী, পারসীক, আরবীক, কোনো ভাষার কোনো লেখা নাই—কেবলই অসংখ্য গোলাকার শূন্য-গর্ভ বিন্দুবৎ চিহ্ন—উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না!

প্রচুর প্রয়াসে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; সন্দিহান, ভীত ও নিরাশ হইয়া এক পার্শ্বে রাখিলেন। মোড়ক খানি পুনর্ব্বার ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে অপর একখানি ক্ষুদ্রতর কাগজ পাওয়া গেল। আস্তে ব্যস্তে তাহা খুলিয়া পারসীক লেখা দেখিয়া অনেক সুস্থ হইলেন। সে খানিতে ফকিরজীর মোহর এবং তাহাতেই প্রধান পত্রপাঠের সঙ্কেত ছিল। "তবু ভাল!—তাই তো বলি এমন কি হয়?" এই বলিয়া দুলীন সেই সঙ্কেতগুলি অনেক কষ্টে বুঝিয়া লইয়া শূন্য-পূর্ণ লিপির মর্ম্ম ভেদ করিতে লাগিলেন। তাহার মর্ম্মাভাষ এইরূপ;—

"গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ তোমার মঙ্গল করুন! প্রভুর তুষ্টিজনক কর্ত্তব্য কর্ম্মে জ্ঞানী ভৃত্য অবহেলা করে না, বরং বশ্যতার গৃহে বাস পূর্ব্বক এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখে যে, নম্রতা ও বিশ্বাসরক্ষাতেই উন্নতি হয়। মিথ্যা বাক্য তদ্বক্তাকে লজ্জার নিকট লইয়া যায়। অনৃতমাখা রসনা তদধিকারীর অপমানের কারণ হয়। অতএব বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু ও সত্যপরায়ণ হও। তাহাতে লোকে প্রশংসা করিবে এবং আমার অনুগ্রহ সেই প্রশংসার অনুবর্ত্তী হইবে। তোমার কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য স্মরণ করিও এবং দুঃখীকে পীড়া দিও না; তাহা হইলে যখন তোমার কিছুই থাকিবে না, তখনও তোমার নাম রহিয়া যাইবে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দুলীন আপনা আপনি বলিলেন "আঃ! মহারাজা

অথবা ধূর্ত্ত ফকিরজী আমার প্রিয় বন্ধু সাদির * সাহায্য লইয়াছেন! যাহা হউক, উপদেশ বাক্যগুলি যখন যথার্থ এবং মহোপকারী, তখন যে উৎস হইতে আসুক, আমার পক্ষে অমৃত! তাহার পর কি দেখা যাউক—"

"দুলীন! তোমার ন্যায় সুবিজ্ঞ তরুণের প্রতি এই উপদেশই যথেষ্ট। এক্ষণে কার্য্য সম্বন্ধীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী আদেশাদির প্রতি অভিনিবিষ্ট এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও। আমার রাজ্য ক্ষুদ্র নয়—ক্ষুদ্র ছিল সত্য, এক্ষণে বৃহৎ হইয়াছে—এই রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত, আভ্যন্তরিক বিবাদে ভগ্ন এবং নানাবিধ কুশাসনে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে গুরুর কৃপায় সুসম্বদ্ধ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছে—ভরসা আছে, আরো উন্নত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থায়ও এইরূপ একচ্ছত্রা ভাবে আমার বংশধরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিব! তৈমুরের রাজনীতি আমার পরিচালক—তৈমুর যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা কার্য্যে করিতেছি! † বিশ্বপাতার অনুকম্পায় সুমন্ত্রণা ও সাহসবলে আমি তৈমুরের ন্যায় সুদ্ধ জয় করি নাই; দয়া, বদান্যতা সৌজন্য, বশীকরণ-কৌশল ও অন্যান্য উপায়ে সেই বিচ্ছিন্ন রাজ্যসমূহকে সুনিয়মবদ্ধ ও সুশাসিত করিতে পারিয়াছি। ভরসা করি, আমার শাসনে প্রজারা সাধারণতঃ সুখী আছে! আমি অনুসন্ধান দ্বারা সাহসীকে পুরস্কৃত, গুণীজনকে উৎসাহিত এবং দোষীকে তিরস্কৃত করিয়াছি। রণক্ষেত্রে বীরকে উন্নত করিতে এবং সামান্য সৈনিকের সহিতও সমান কষ্ট ও সমান বিপদভাগী হইতে বিরত হই নাই। কি যুদ্ধভূমিতে, কি রাজসিংহাসনে কখনই নিজের সুখের প্রতিই দৃষ্টি রাখি না। যত দিন রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছি, ততদিন চিন্তার কবজও একদণ্ড ছাড়ি নাই! আমি অতিথি, পথিক, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি ধর্ম্মপরিব্রাজক মাত্রকেই ভক্তিপূর্ব্বক খাওয়াইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি মহাদোষীরও জীবনদণ্ড করি না—যে শত্রু আমার প্রাণ হননে হস্তোত্তোলন করিয়াছে, এমন আততায়ীগণকেও ক্ষমা দান করিয়া আসিতেছি! সেই কারণেই শ্রীপরাগজী তাঁহার দীন দাসের প্রতি দয়ালু হইয়া তাহার ক্ষমতা ও রাজ্য চীনের কোল পর্য্যন্ত —আফগানের সীমা পর্য্যন্ত—সমস্ত মূলতান ও শতদ্রুর পরপার বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছেন! এমন রাজার প্রিয় কর্ম্মচারী হওয়া কি গৌরবের বিষয় নয়? এমন রাজার কোনো রাজ্যে শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ পাওয়া কি মহা সম্ভ্রম নয়?

এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্যের কথা। তোমাকে প্রতিনিয়ত কোটকাংরায় বাস করিতে হইবে! যদি কোনো বিশেষ কারণে অনুপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তবে যাহাকে তোমার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে, এমন যোগ্য প্রতিনিধি না রাখিয়া কোথায় যাইও না। সে ব্যক্তি তোমার নিয়মিত সহকারী হউক বা না হউক, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সে যেন তোমার স্বরূপ পাত্র হয়। তোমার প্রতি এবং তোমার অবর্ত্তমানে তাহার প্রতি দৃঢ় আজ্ঞা এই, যে, সমস্ত আগন্তুকের বিরুদ্ধে কাংরা দুর্গ রক্ষা করিবে। এমন কি, যদ্যপি আমার পুত্র, আমার মন্ত্রী বা আমার কোনো পরম প্রিয় ভৃত্যও যায়, তথাপি কাহাকেও দুর্গ ছাড়িয়া দিবে না। আমার মোহরাঙ্কিত পাকা সনন্দ লইয়া গেলেও কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে। আমি স্বয়ং গিয়া যদি ফটকের কাটা দ্বারের মধ্যে তিনবার স্বীয় মস্তক না দেখাই, এবং সেই তিনবার তুমি স্বচক্ষে আমার শ্মশ্রু দেখিতে না পাও, তবে আমাকেও ছাড়িয়া দিবে না! অর্থাৎ আমি গিয়া যখন ঐরূপে বারত্রয় স্বীয় মস্তক ও শ্মশ্রু গলাইব—যখন তুমি আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই কেবল জানিবে যে দ্বার মোচন করা আমার আন্তরিক অভিপ্রায়—তখনই কেবল প্রবেশ পথ ছাড়িবে, নতুবা কদাচ নয়—কদাচ নয়!!

কাশ্মীর হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানীয় প্রতিবাসীদের প্রতি তোমার নয়ন জাগ্রত থাকে। জম্বু, নুরপুর বা মণ্ডী প্রভৃতি প্রদেশে কোনো বিশেষ গতি বিধি নিরীক্ষণ বা সন্দেহ হওয়া মাত্র মুহূর্ত্ত বিলম্ব ব্যতীত ফকিরজীকে তদ্বিশেষ বিজ্ঞপ্ত করিয়া পাঠাইবে। আর কোনো দিগে কোনো গোলযোগের লক্ষণ অথবা আমাদের প্রভুত্ব বিস্তারের কোনো সুযোগ সম্ভাবনা দেখিলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপন করিবে। কিন্তু কোনো সূত্রে, আত্মরক্ষা এবং আমার স্পষ্ট আদেশ ব্যতীত তত্তৎ সম্বন্ধে কোনো কার্য্য করিও না। স্পষ্ট অনুমতি পাইলেও অত্যন্ত চাঞ্চল্য বা বিশেষ ব্যগ্রতা সহ কার্য্যে লিপ্ত হইও না, কেননা রাজাদের অর্থাৎ আমার মন পরিবর্ত্তন হইতে কতক্ষণ? অথবা ঘটনার রূপান্তর হওয়াও আশ্চর্য্য নয়!

অধিক বক্তব্য প্রকাশ করার রীতি নাই; কিন্তু তুমি বিচক্ষণ, তোমার সুপ্রবেশক বুদ্ধি অবশিষ্টের মধ্যে অবশ্যই প্রবেশ করিতে পারিবে। আমার প্রিয় প্রধান ভৃত্যবর্গ জ্ঞানী এবং বাধ্য, অনবধানতার প্রলোভনে তাহাদিগকে তদ্বিরুদ্ধাচারী করিয়া তোলা একপ্রকার নিষ্ঠুরতার কার্য্য বলিতে হইবে! অতএব মনে করিও না, যে, আমার অন্তঃকরণে অবিশ্বাস বা সন্দেহ স্থান পায়। বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। কাংরার চতুর্দ্দিগস্থ সর্দ্দারেরা সর্ব্বদা রাজপ্রসাদ ও প্রসন্নতা-ভাজন আছে। শ্রীপরাগজী তাহাদিগকে চিরকাল তদ্রূপই রাখুন! তথাপি দূর-দৃষ্টি ও সতর্কতা বিপদপাৎ নিবারণের কারণ—অতএব যদি অনুগ্রহাস্পদ হইতে চাও, সতর্ক থাকিও, সাবধান হইও, প্রহরিতা করিও—আর অধিক বলিব না!"

* সাদি একজন প্রসিদ্ধ পারসীক কবি।

† খঞ্জতৈমুর বাদশাহের লেখা পড়িলে বোধ হইতে পারে, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ সুশাসক আর পাওয়া যায় না, কিন্তু হায়! তাঁহার আচরণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল!

এই বিচিত্র পত্র এইরূপ ঠারে ঠোরে সমাপ্ত হইয়া তৎপাঠককে বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, উৎসাহ এবং অনুরাগ প্রভৃতি নানা রসে পালাক্রমে ডুবাইতে লাগিল! কিন্তু সেই প্রকার অবগাহনের ফল অতীব উপকারী হইল! মহারাজ নিজে যদি এই পত্রখানি লিখিতেন কি সাক্ষাতে লিখাইতেন, তবে বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার এত আত্ম-প্রশংসা থাকিত না। ফলতঃ ইহাকে মহারাজের লিপি না বলিয়া ফকিরজীর পত্র বলিলে সমধিক সংলগ্ন হয়। যাহাহউক, এই বিদেশে এরূপ অজ্ঞাত কুলশীল স্থানে এরূপ পরিচয় ও উপদেশ-গর্ভ কষ্টপাঠ্য দীর্ঘ পত্র, এক খানার পরিবর্ত্তে দশ খানা [illegible]াইলে আরো ভাল হইত!

মোড়কের মধ্যে আর দুইখান লিপি ছি[illegible]ল। এক খানি কোট কাংরার পূর্ব্ব শাস[illegible]নকর্ত্তার প্রতি দরবারের রীতিমত পরওয়া[illegible]। তাহাতে রাজা ধ্যান সিংহের স্বাক্ষ[illegible]র। অপরখানি নবশাসনকর্ত্তার নিয়োগ[illegible]পত্র, তাহাতে ফকির আজিজুদ্দিনের সই [illegible] মোহর দৃষ্ট হইল। উভয় পত্রেই মহারাজ[illegible]ার মোহর ও গুপ্ত চিহ্ন আছে। কিন্তু [illegible]গোলাকার, শূন্য-পূর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত সা[illegible]তিক পত্রে ফকিরজীর নাম স্বাক্ষর ভিন্ন [illegible] আর কিছুই ছিল না। তবেই হইল, মহ[illegible]রাজের আদেশক্রমে ফকিরজী একখানি অতিরিক্ত উপদেশপত্র পাঠাইয়াছেন।

পত্র ও পরোয়ানাদির পাঠ সমাপ্তি হইলে ডুলীন মহাশয় যেমন বিমলানন্দ অনুভব করিলেন, তেমন কর্ত্তব্যের গুরুতা বিষয়ক চিন্তাও উদিত হইল। সত্য বটে, মান ও পদলাভ তাঁহার আশাতিরিক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই মান ও সেই উচ্চ পদ রাখিতে না পারিলে তদপেক্ষা অপমান ও মনস্তাপ আর নাই! একে ভিন্ন দেশ, তাহাতে ঈর্ষা-প্রয়োজিত বৈরভাব অবশ্যম্ভাবী, ফকিরজী ব্যতীত কোনো হিতৈষী বন্ধুও নাই, তিনিতো সদরের বই মফঃস্বলের সাহায্য করিতে পারিবেন না, অতএব ঐশিক দয়া এবং স্বীয় বুদ্ধি সাধ্য সাহসের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য কোনো অবলম্বন দেখিতে পাইলেন না—তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন!

পর দিন হইতে মহা ধূম ধাম চলিল। তাঁহার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ লাভের সমাচার জলপ্লাবনের ন্যায় অল্পকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানা কর্ম্মের অসংখ্য উমেদার তাঁহার বাসোদ্যান আবরণ করিয়া ফেলিল। চৈতন দেখিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া বলেন "ওরে তোরা কি লালা বাবুর শ্রাদ্ধ বাড়ী পেলি নাকি?" ফলতঃ চৈতন বড় ভারী হইয়া উঠিলেন—নব শাসনকর্ত্তা ইংরাজ, তিনি ইংরাজী-বাজ [illegible]লী—ন্যায়তঃ তিনিই নূতন [illegible]র প্রধান মন্ত্রী বা সেক্রেটারী! অন্ততঃ তিনি আপনি মনে মনে এইরূপ যুক্তি-দ্বারা আপনাকে ঐ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া লইলেন! অতএব তাঁহার ব্যস্ততার সীমা নাই—সকলের সাক্ষাতে সর্ব্বদাই বলেন "নাওয়া খাওয়ার সাবকাশ পাইনে!" একবার এদিগে একবার ওদিগে ছুটিতেছেন; কত লোককে একবারে আসিতে দিবে, কিরূপ লোক সাহেবের নিকট যাইতে পাইবে, কাহাকে কখন্ বিদায় করিতে হইবে, এই সকল হুকুম চালাইতে তাঁহার গলদ্ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল! কর্ণেল সাহেব যেই মাত্র ধন্নু কি বন্নু কি অন্য কাহারো প্রতি ঐ প্রকারের কোনো আদেশ করেন, চৈতন সোপানের নিকট হইতে "যো হুকুম রাজা-সাহেব!" বলিয়া দৌড়িয়া নীচে যান—ডাকাডাকি চেঁচাচেঁচিতে গলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন—আবার দৌড়িয়া উপরে উঠিয়া সেলাম করিয়া পূর্ব্ব ভাবে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ান! রজনীকালেও তাঁহার স্বস্তি নাই—সমস্ত দিবস যে যে বিষয়ে যত ব্যয় হইল এবং যত লোক যে যে কর্ম্মে নিয়োগ পাইল, তাহার কতক প্রত্যক্ষে, কতক পরোক্ষে, কতক প্রভুর নিকট, কতক বন্নুর কাছে জানিয়া লিখিয়া রাখেন—কতক মূলেও বা জানিতে পারেন না! বৃহৎ বৃহৎ তিন চারি খান খাতা খুলিয়াছেন, যখন সাহেবকে নির্জ্জনে পান—যখন সাহেবের কৌতুক-সাধক সাবকাশ থাকে, তখনই সেই সব খাতা লইয়া সাহেবকে দেখান! দয়ার্দ্র ডুলীন কোনো মতে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা দান করেন না, অথচ প্রকৃত কার্য্য-কালে সেরূপ প্রশ্রয়দা[illegible] [illegible]তাও হবেন না।

এদিগে কর্ম্মচারী ও পদাতিক অশ্বারোহী প্রভৃতি সৈনিক নিয়োগ-কার্য্য চলিতে লাগিল। তদ্ধেতু দিবা রাত্রি সাহেবকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইল। বিশেষতঃ যতদূর সম্ভব, দুশ্চরিত্র (বদ্মায়েস) লোক নিযুক্ত না হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি সামান্য পদের লোক জনও আপন চক্ষে না দেখিয়া এবং তাহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের সবিশেষ তথ্য গ্রহণ না করিয়া কাহাকেও তাঁহার সাহচর্য্যে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। সুতরাং অসীম পরিশ্রম যে হইবে আশ্চর্য্য কি?

প্রথমেই ফকির আজিজুদ্দিন ও কালীফাজীর আনুকুল্যে সুযোগ্য উত্তম লোক বাছিয়া দেওয়ান, সহকারী দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। পরে তাঁহাদিগেরই সাহায্যে অপরাপর সচ্চরিত্র কর্ম্মচারী ও সৈনিক লোক নির্ব্বাচনে সমর্থ হইলেন। উমেদারের সংখ্যা চৈতনের মুখ দিয়াই পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি ডুলীনের নিজের পুস্তকে এরূপ লেখা আছে, যে, "পঞ্জাবের দুই পায় যে চলিতে পারিত, বোধ হয় এমন পুরুষ প্রায় সকলেই আসিয়া[illegible]ছিল! অধিক কি, স্বয়ং ন[illegible] ফ-[illegible]র ইচ্ছা বহুজনের নিমিত্তও অনুরো[illegible] যাহারা আমাকে প্র[illegible] গোলাম কি বেশ করিতে [illegible]দো[illegible] করিতে পারে? সক[illegible]ঙ্গ লইতেন, [illegible]গে[illegible] জানিতে পা-[illegible]ন চাঁদ খাঁ [illegible]র্ব্বা[illegible] প্রাণ দিয়াও

দাবী খাড়া করিল! আর যাহারা আমার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাহারা তো সাক্ষাৎ খুড়্‌তুতো মাস্‌তুতো ভ্রাতা হইয়া বসিল। তদ্বাদে ব্যবসায়ীরা হস্তী, অশ্ব, উট ও যানাদি বাহন, এবং বিবিধ বেশভূষা এবং বহু দেশজাত উত্তমাধম সর্ব্বপ্রকারের অস্ত্র শস্ত্র বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি সজীব নির্জীব—দেহবাহক, দেহরক্ষক, দেহনাশক ও দেহশোভক বহু বহু দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিল। তাহার কিয়দংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছিল।

এখনও পরম ভক্ত চাঁদখাঁর কথা বলা হয় নাই। নবনিযুক্ত বিবিধ শ্রেণীর লোক জন যখন নূতন শাসনকর্ত্তার অধীন নূতন পদলাভের উৎসাহে আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে—বিশেষতঃ যাত্রার যে কয় দিবস বিলম্ব, তন্মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাপন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব লইয়া আনন্দ উৎসবাদি করিতেছে; তখন চাঁদখাঁর ন্যায় স্ফূর্ত্তি কাহারো কেহ দেখে নাই—চাঁদ খাঁ ডুলীন সাহেবকে যেরূপ নিজস্ব সম্পত্তি জ্ঞান করিয়াছিল, তত দূর আর কাহার সাহস ও যোগ্যতা হইবে? অন্যে যে
৩
পূ দিন দূর হইতে দেখিয়া ঔদাসীন্য প্রদ-
জীর নাম বা বিদ্রূপও করিয়াছিল, সে দিনে
ল না। তবেই সাহেবের বাসভবনে আসিয়া
ক্রমে ফকিরজী একথ আলাপ করিয়াছে—
পদেশপত্র পাঠাইয়াছে ীয়তা দেখাইয়াছে!
পত্র ও পরোয়ানাদির পাঠ সমা হইবে
হইলে ডুলীন মহাশয় যেমন বিমলানন্দ | ধ।

ফলতঃ চাঁদখাঁই যেন ডুলীনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ভাব ভঙ্গীতে এইরূপই প্রকাশ পাইতে লাগিল! কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে এই মূলতানী মুসলমান যতই চঞ্চল, যতই তড়্‌বড়ে, যতই বহুভাষী এবং যতই জেঁকো হউক, তাহার অন্তঃকরণ সরল, অকপট এবং ডুলীন সাহেবের প্রতি যথার্থই ভক্তিমান ছিল। সে ব্যক্তির দ্বারা যে কোনো প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতিতা হইবে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ভাব গতি দেখিয়া ডুলীন নিমেষের জন্যও সে ভয় করিতেন না। এই কারণে প্রথমাবধি সে যখনই আসিয়াছে, ডুলীন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শনে কখনই ক্রটী করেন নাই।

ডুলীন নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন, যদিও চাঁদখাঁ বিষম দ্বেষ বশতঃ শিখ্‌ জাতির প্রাণহিংসা রূপ নরবধেও পরাঙ্‌মুখ হইত না এবং সুযোগ পাইলে শিখের সর্ব্বস্ব হরণও পাপ বোধ করিত না, কিন্তু স্বভাবতঃ সে নিষ্ঠুর ও মিথ্যাবাদী নহে। অধিকন্তু প্রভুপরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতা রূপ মহদ্ধর্ম্ম প্রতি নিশ্বাসে তাহার হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইত। অতএব ভয় মৈত্রতা দ্বারা তাহার দোষগুলিকে দমনে রাখিয়া তাহার গুণ সমূহকে স্বীয় কর্ম্মে নিয়োজিত করাইতে মনস্থ করিলেন।

চাঁদখাঁর নিতান্ত ইচ্ছা সাহেবের নায়েব হইয়া সঙ্গে যায়। যদিও সে ক-
্ম্মে সে অনুপযুক্ত নহে, কিন্তু উকীল

হইয়া দরবারে থাকে কে? তিনি সে কার্য্যের উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চাঁদখাঁর যে সব গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তাহার ন্যায় বিশ্বাসী ও চতুর লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও তদ্রূপ গুরু ভার অর্পণে ডুলীনের সাহস হইল না। অতএব চাঁদখাঁর প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া তাহাকে গোপনে বলিলেন "তোমাকে আমার উকীল হইয়া দরবারে থাকিতে হইবে। কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্ততায় এতকাল রত ছিলে, তাহা আর করিতে পারিবে না। তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তুমি যদি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ কর, যে, অদ্যাবধি সেই ভয়ানক ও পাপজনক ব্যবসায়ে আর প্রবৃত্ত থাকিবে না, আমি তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারিব। আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি অর্থলোভে কি অন্য নীচ বুদ্ধিতে সে কার্য্যে লিপ্ত নও, কেবল জাতীয় আক্রোশ ও প্রতিহিংসার প্রভাবেই তাহা করিয়া থাক, তথাপি তাহা সাক্ষাৎ দস্যুবৃত্তি। আমি দস্যু তস্করকে আমার উকীল করিব না—তুমি সে পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তোমার মত উকীল আর পাইব না! তুমি এই অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিয়োগ পত্র গ্রহণ এবং বিশ্বাস রক্ষা পূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য পালন কর, আমি অবশ্যই তোমার ভাল করিব!"

চাঁদখাঁ নায়েব হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিবে না, একে এই দুঃখে কাতর হইল, তাহাতে চির শত্রু শিখ জাতির গোপনীয় পীড়ন কার্য্যে এককালে নিরস্ত হইতে হইবে, সে শোকও তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল! কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া নায়েবী পদের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিস্তর মিনতি করিল। যখন কিছুতেই ডুলীন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অগত্যা শপথ করিয়া ওকালতী কর্ম্মভার গ্রহণ করিল! ডুলীন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন! তখন চাঁদখাঁ কহিল "হুজুর! যথার্থ বলিতেছি, কি শুভক্ষণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যে, আমার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাজার প্রতিও এত ভক্তি কখনো জন্মে নাই। দিন দিন যতই আপনার মহত্ত্ব ও সদাশয়তার পরিচয় পাইতেছি, ততই আপনার কিসে ভাল হইবে, (বেআদবী মাপ করিবেন!) আমার সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান হইয়াছে। দুর্জ্জন শিখেরা যাহাকে বিশ্বাস করে না—যাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহেনা—জগতে যাহার কেহ নাই বলিলেই হয়—যাহার পাপের জীবন আপনার অগোচর নাই—পথের পথিক সেই চাঁদ খাঁকে আপনি যখন বিশ্বাস করিলেন, তাহাকে পাপপথ হইতে ফিরাইলেন, তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন এ গোলাম কি আপনার নেমখারামি করিতে পারে? যদি সঙ্গে লইতেন, [illegible] জানিতে পারিতেন চাঁদ খাঁ [illegible] প্রাণ দিয়াও

প্রভুর ঋণ শুধিতে পারে কি না? আরো প্রত্যক্ষ করিতেন, এ কথা কথার কথা কিনা? যাহাহউক, যখন এ গোলামকে একান্তই রাখিয়া যাইবেন, তখন যাহাতে হজুরের সঙ্গী দলের মধ্যে নিদান জন কত প্রকৃত বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে থাকে, এ গোলামকে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করুন?"

ডুলীন হাসিয়া কহিলেন, কিরূপ ব্যবস্থা? চাঁদখাঁ আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল "হজুর, চাঁদখাঁর দৃষ্টিশক্তি অনেকের চেয়ে তীক্ষ্ণ—আমি বেস জানি, হজুরের সঙ্গে এই যে এত লোক লস্কর যাইতেছে, ইহার মধ্যে এমন ছদ্মবেশী তাঁবেদার বিস্তর আছে, যাহারা দিনের বেলা হজুরের জন্যে প্রাণ দিতে মুখে প্রস্তুত হইবে, কিন্তু রাত্রিকালে কি সুযোগ পাইলেই হজুরের প্রাণ নিতে সঙ্কোচ করিবে না! চাঁদখাঁ স্পষ্টভাষী, হজুর মাপ করিবেন। এই জন্যেই এ গোলাম এত অবিশ্বাসী অনুচরের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন বিশ্বাসী সওয়ার দিতে ইচ্ছা করে। তাহারা সাহসে সিংহ, প্রভুভক্তিতে কুক্কুর! অধিক কি, এই পঞ্চাশ সওয়ারে হজুর পঞ্চাশজন বন্ধু পাইবেন! আবার তাহারা দুইশত শিখের সমকক্ষ!"

ডুলীন মনে মনে একথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, বাহ্যে তাহা প্রকাশ না করিয়া কেবল হাস্যমুখে বলিলেন "আচ্ছা, চাঁদ খাঁ, যদি তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হও, তবে তাহাই হউক!"

যখন চাঁদ খাঁ অশ্বসহ সুসজ্জীভূত সেই পঞ্চাশৎ অশ্বারোহীকে উপস্থিত করিল, তখন উপর হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের অশ্বচালন-কৌশল ও সামরিক গতি ক্রিয়াদি অবলোকনে ডুলীন মহা সুখী হইলেন, ভঙ্গী দ্বারা সন্তোষের চিহ্ন জ্ঞাপন পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগের অধ্যক্ষ আলীবর্দ্দিখাঁকে নিকটে ডাকিয়া উৎসাহদানার্থ বলিলেন "আলীবর্দ্দি খাঁ, তোমার প্রিয়বন্ধু চাঁদখাঁ আমার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন এবং আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া আমি তাঁহাকে রাজদরবারে আমার প্রতিনিধি রাখিয়া যাইতেছি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে যান, কিন্তু তাহা হইলে এখানে রাখিয়া যাই, এমন বিশ্বাসী লোক অতি অল্প আছে; এ কারণ তাঁহাকে পশ্চাতে থাকিতে হইল। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, তুমি তাঁহার অতি প্রিয় মিত্র—আমার সমভিব্যাহারে তাঁহার যাওয়া আর তোমার যাওয়া সমান কথা। অতএব আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমাকে সদলে আমার নিজ শরীররক্ষকরূপ সম্ভ্রমের পদে নিযুক্ত করিতেছি—উভয় বন্ধুকে উভয় দিগে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসের কার্য্যভার দিলাম, এখন তোমাদের উন্নতি অবনতি তোমাদের নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর—আমার আর অধিক কথা নাই!"

যুবা আলীবর্দ্দির স্বাভাবিক তেজোদীপ্ত চক্ষু উৎসাহে ও আনন্দে

আরো উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাতে চতুরতা, বীরতা এবং কৃতজ্ঞতা যেন স্পষ্ট দেদীপ্যমান হইল। তদবস্থায় ডুলীন সাহেবকে যাহা যাহা বলা উচিত, আলিবর্দ্দি তাহা উত্তমরূপে সমাধা করিল। তাহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া এবং তাহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া মহা তুষ্ট হইলেন এবং এমন সহচর আনয়ন জন্য চাঁদখাঁর প্রতি বাধ্যতা-প্রবণ নয়নে একবার দৃষ্টি করিলেন। চাঁদখাঁ তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া মহা হর্ষে জানু পাতন পূর্ব্বক সাহেবের হস্ত গ্রহণের লালসায় যেন উৎসুক হইল। তদ্দর্শনে ডুলীন হস্ত প্রসারণ করিলেন, চাদখাঁ বিশেষ নম্রতা সহকারে হস্ত চুম্বন ও স্বজাতীয় রীত্যনুসারে পুনঃ পুনঃ অভিবাদনাদি করিয়া ডুলীনের অনুমত্যনুসারে উত্থান করিল। সে সময় তাঁহারা তিন জন ব্যতীত সেখানে আর কেহই ছিল না—চৈতনও নয়! সে সময় বিস্তর কথা হইল না, কিন্তু নয়নরূপ মধ্যস্থ দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব অতি আশ্চর্য্যরূপে বিনিময় হইল! তিন জনে যেন পরস্পরের রক্ষক ও কল্যাণব্রতে ব্রতী হইতে নির্ব্বাক্ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন!

ফলতঃ চাঁদখাঁ, আলীবর্দ্দি খাঁ এবং তাহাদের সঙ্গীগণের প্রাপ্তি ব্যাপারটী ডুলীনের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হইল। তাহারা চরিত্র সম্বন্ধে যদিও নির্ম্মল নয়, কিন্তু বঙ্গীয় ডাকাইতদের সর্দ্দারদিগের ন্যায় তাহারা যাহার নুন খায়, প্রাণপণে তাহার গুণ গায়! চাঁদখাঁ দরবারের সকলের স্বভাব চরিত্রই উত্তম জানে এবং আলীবর্দ্দি খাঁ ও তৎসমভিব্যাহারীগণ গম্য পথ ও প্রদেশের সকল তত্ত্বই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। তাহারা প্রত্যেকেই সাহসী জোয়ান; তাহারা কাহাকেই ভয় করে না। এমন সকল দুর্দ্দম্য লোক ইচ্ছুক ভৃত্য হইলে এবং তাহাদিগকে দয়াভাবে চালাইতে জানিলে কত কাজে লাগে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

ডুলীন সুদ্ধ চাঁদখাঁকেই রাখিয়া গেলেন না, কি জানি যদি সে কোনোরূপ বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, এজন্য স্বীয় সহচরের মধ্য হইতে মুরাদবেগ নামা একজন সুধীর মুন্সীকেও চাঁদখাঁর উপর গোপনীয় প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া গেলেন। তাহার প্রতি উপদেশ এই যে, সে চাঁদখাঁর সহিত আলাপ করিবে না; কেবল চুপে চুপে দরবারে যাইবে এবং চাঁদখার গতি মতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞাপন পাঠাইবে। কালিফাজী তাহাকে দরবারে যাইতে দিবার সুযোগ করিয়া দিবেন।

চাঁদখাঁর প্রতি যে উপদেশ এবং তাহার সহিত যে বন্দোবস্ত হইল, তাহার মর্ম্ম এই;—

"সে প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত থাকিবে। ডুলীনের পত্র পাউক বা না পাউক, তাঁহার নাম করিয়া মহারাজকে বিনীত নমস্কার জানাইবে ও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা ভিন্ন দর-

বারে আর কোনো কথা কহিবে না—কোনো বিষয়ে বাদানুবাদ, মতামত প্রকাশ এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবে না। নিতান্ত অচতুর বোকার মত অবস্থান করিবে, অথচ চক্ষু কর্ণ সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবে! কোনো রকমে একবার মাত্র কোনো ছলনা যদি প্রকাশ পায়, তবে তাঁহার সহিত তাহার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিবে। আর যদি যথার্থ বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় এবং সদ্বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করে, তবে তাহার মাসিক বেতন তো তুচ্ছ লাভ—পুরস্কারের ইয়ত্তা থাকিবে না এবং বিশেষ বিশেষ সংবাদ যাহা প্রেরণ করিবে, তাহার প্রত্যেকের প্রয়োজন ও মর্ম্মানুসারে পৃথক্ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে যত ব্যয়ে যেরূপে হউক, দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারাও সমাচার পাঠাইবে। নিয়মিত ডাকের নিমিত্ত প্রতি দশ ক্রোশান্তরে দুইজন করিয়া হরকরা থাকিবে।"

এই সমস্ত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য বিষয় অবধারিত হইলে দুলীন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—"আমি যে কাহারো পদ লেহন করিতে রহিব সে পাত্র নহি। আমার উচ্চ আশা। যদি তুমি ঠিক পথে থাকিতে পার, আমার উন্নতির সঙ্গে তোমার উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী।" তাহার পর চাঁদখার পরামর্শে দুলীন তাহার হস্তে বহু অর্থ ন্যস্ত করিলেন, তদ্দ্বারা দুলীনের উকীলের যোগে দরবারের অনেক দেবতার পূজা দেওয়া হইবে! অথবা যত জনকে ক্রয় করা সম্ভব, তাহা করিয়া দুলীনের পক্ষসমর্থনকারী একটী দল প্রস্তুত হইবে! যেহেতু অতি সামান্য ব্যক্তিও হঠাৎ একটা কথা কহিয়া মন্দ করিতে পারে!

'ভাল ক'র্ত্তে পা'র্ব্বো না মন্দ ক'র্ব্বো
কি দিবি তা বল্?'

এ ক্ষমতা দুনিয়াতে কাহার না আছে?

এই সকল উদ্যোগ, আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতে এক সপ্তাহ অতীত হইল। সকলই উত্তম হইয়া উঠিল, কেবল দুঃখের মধ্যে "ল্যান্সার" নামা যে রাজসৈনিক দল দুলীনের বাহিনীভুক্ত হইয়াছে, নন্দসিংহ তাহার 'মেজার' অর্থাৎ অধিনায়ক হইয়া চলিল। সুদ্ধ তাহাই নহে, কোট্‌কাংরার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ পদেও নন্দসিংহ নিয়োগ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইল।

সে যাহা হউক, ঐ এক সপ্তাহ মধ্যে দুলীন প্রায় সার্দ্ধ সহস্র নূতন সৈনিক নিযুক্ত করিলেন। তদ্বাদে উক্ত "ল্যান্সার" সাত শত; খোসাল সিংহের রেজিমেণ্ট আট শত এবং অন্যবিধ সৈন্য কয়েক শত, সর্ব্বসুদ্ধ তিন সহস্রের অধিক লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রোপরি ছয়টী কামানও ছিল। অতএব দুলীনের বাহিনী বড় সামান্য হইল না।

দুলীন এই কটক লইয়া লাহোরের বাহিরে একবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গিয়া ছাউনি

করিলেন। বিশ্বাসী বন্নু ও আলীবর্দ্দি খাঁ ব্যবস্থার প্রধান কর্ম্মচারী হইল। দেওয়ান চৈতনের কথা বলিবার সাবকাশ এখন নাই—চৈতনের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই—রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার রসনা ও কলম চলিতে লাগিল! দুলীন পরদিন প্রাতে ছাউনির উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া মহারাজের নিকট বিদায় লইতে গেলেন।

(কিন্তু অদ্য আর না—ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

আশার অস্থিরতা।

১

হায় হায়! মানবের স্থিরতা বা কিসে?
চিত্ত, বিত্ত, সকলি অস্থির—
এই দৃঢ়, এই দ্রব নীর—
এই যে দেবতা তুল্য ধীর,
একটী কথায়,
মত্ত করী প্রায়,
ক্ষিপ্ত হয়ে সেই গিয়ে দৈত্য দলে মিশে!

২

যে বুদ্ধির গর্ব্ব করি, স্থৈর্য্য কই তার?
তত্ত্বলাভ-হেতু যত্ন করি—
বহু বহু প্রমাণ আহরি,
সত্যরূপে যারে হৃদে ধরি,
চক্ষুর পলকে,
জ্ঞানের ঝলকে,
সেই সত্য মিথ্যা হয়! কি ভ্রান্তি অপার!

৩

কি বিষম দৃষ্টিভ্রম কথায় কথায়;—
দিব্য চন্দ্রালোক পরিষ্কার,
পথে সর্প বিকট আকার,
করি তারে লগুড় প্রহার,
না করে সে ফোঁস,
একি আপশোষ—
ফণি ছিল দড়ি হলো একি লজ্জা হায়!

৪

মানুষের অবস্থার স্থিরতা বা কই?
চক্রবর্ত্তী ফ্রান্স-মহারাজ,
অসীমা মহিমা ধরা মাজ,
অসংখ্য সামন্তে রণসাজ,
শৃগাল প্রসিয়া,
সে সিংহ ধরিয়া,
মার্জ্জার করিয়া তারে ছেড়ে দিল অই!

৫

ভক্তি, প্রেম, দয়া আদি যত উচ্চ ভাব—
ব্যক্তি বা জাতীয় পাপ পুণ্য—
সকলি স্থিরতা ভাব শূন্য—
কভু তারা পুষ্ট, কভু ক্ষুণ্ণ।
কিন্তু সে সবার,
অধিক আবার,
আশার অস্থৈর্য্য আর চাতুর্য্য প্রভাব!

৬

অন্য বিধ অস্থিরতা সবারি তো নয়—
সবারি কি ঘটে দৃষ্টি ভ্রম?
জ্ঞানে কি সবারি পণ্ডশ্রম?
ধনে কি সবারি ব্যতিক্রম?—
অবস্থা উত্তম,
হইতে অধম,
এমন অভাগ্য দশা সবারি কি হয়?

৭

অনেকে বলিতে পারে মরণ সময় ;—
" ভ্রান্তি বড় হয়নি আমার। "
কিম্বা " মম বিষয়াধিকার,
ক্রমেই বেড়েছে অনিবার। "
কেহ চির দিন,
সম প্রেমাধীন,
কারো বা ধর্ম্ম প্রত্যয়ে হয় না ব্যত্যয়।

৮

কিন্তু নরলোকে কেবা হেন ভাগ্যধর ?
যে পারে বলিতে বুক ঠুকে—
" সদা সুখী আছি আশা সুখে—
যখন যা ব'লেছে সে মুখে,
কাজে ঠিক তাই,
করেছে সে ভাই,
মম ভাগ্যে আশার স্থিরতা নিরন্তর !"

৯

ভীষ্ম-দেহ-দাহ-হেতু, দাহ-শূন্য স্থান,
ত্রিভুবনে না পেয়ে সন্ধান,
ম্রিয়মান পার্থ মতিমান !
সেরূপে নিরাশা-শূন্য স্থান,
যে কেহ খুঁজিবে,
নিশ্চয় মজিবে
নিরাশা নীরধিনীরে হয়ে হতজ্ঞান !

১০

মরীচিকা বিভীষিকা, যথা মরু দেশে—
দূরে দিব্য বাপী তক্ তক্,
কুঞ্জ মাঝে পুরী ঝক্ মক্,
তীরে চরে রাজহংস বক,
পান্থ যত ধায়,
তত স'রে যায়,
তাপ, তৃষা, তাতা-বালি বধে তারে শেষে !

১১

সেই মৃগতৃষ্ণা রূপী ভয়ঙ্করী আশা
দেখায় অপূর্ব্ব সরোবর—
সুখনীরে পূর্ণ নিরন্তর !
কি মোহন মূরতি সুন্দর !
ধরি ধরি জ্ঞান,
হয় অনুমান,
সহসা অন্তর হয় বাড়ায়ে পিপাসা !

১২

উপন্যাসে শুনি, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তপস্যায় সিন্ধুরে তুষিয়া,
শঙ্খ পেলে নামে "মোহরিয়া"—
দিত সে মোহর উগারিয়া—
এক মুদ্রা নিত্য,
নিয়মিত বিত্ত,
হর্ষ চিত্ত দ্বিজ, তায় দারিদ্র্য মোচন !

১৩

আশ্চর্য্য শঙ্খের কার্য্য গোপন কি থাকে ?
রটিল—ছুটিল জনরবে—
জল্পনা কল্পনা করে সবে—
(ধনে হিংসা কবে না সম্ভবে ?)
ক্রমে নানা বর্ণে,
উঠে রাজ কর্ণে,
এত ভোগ, তবু লোভ দরিদ্রের শাঁকে !

১৪

হরি হরি! আহা মরি! রাজা হয়ে অরি,
জোর করি নিল শঙ্খ হরি !
শোকে দ্বিজ দেশ পরিহরি,
বারিনিধি-পদ হৃদে স্মরি,
শিলা বান্ধি গলে,
ঝাঁপ দিল জলে !
সদয় সাগর তারে তুলিলেন ধরি !

১৫

বলিলেন "যাও বৎস ! এই লও শাঁক
এবার এ 'মোহরিয়া' নয়—
নাম এর 'মোহনীয়া' হয়—
মোহ দিতে বড়ই দুর্জ্জয়—
যত গুণ এর,
পরে পাবে টের,
বুদ্ধি যদি থাকে তব রবেনা বিপাক !"

১৬

এত বলি অন্তর্ধান দিয়ে তারে শাঁক।
সুখে দ্বিজ ফিরে আসে ঘরে ;
ভক্তি ভরে পূজি শঙ্খবরে,
স্বর্ণ মুদ্রা চাহে মৃদুস্বরে।
গর্জ্জিয়া সে শাঁক,
করে মহা জাঁক,
"ক্যা দেওঙ্গে এক মুদ্রা—লেও লাখে লাখ!"

১৭

তা শুনে সানন্দ মনে ছুটে আনে ছালা ;
ভাবে "মোরে আর কেবা পায় ?
কিন্তু টাকা রাখিব কোথায় ?
গর্ত্ত খুঁড়ে পুতিব পোতায়—
ছোট ছোট জালা,
এনে রাত্রি বেলা !
তা না হ'লে এত বস্তা ভার হবে চালা!"

১৮

ছালা পেতে বলে "শঙ্খ! লাক টাকা দেও ?"
অট্টহাস হাসি মোহনীয়া,
উত্তরিল ভীষণ গর্জ্জিয়া—
"বড় বেয়াকুব তোম্ ভেইয়া—
ক্যা লেওঙ্গে লাখ্ ?
লেও দশ লাখ—
ক্রোর, পদ্ম, মহাপদ্ম, অক্ষৌহিণী লেও !"

১৯

এইরূপে জাঁক করে শাঁক মোহনীয়া—
ডাক হাঁক কেবলি গর্জ্জন—
বিন্দুমাত্র নহে বরিষণ !
মর্ম্ম তার বুঝিয়া ব্রাহ্মণ—
শুনিবে সকলে,
এরূপ কৌশলে,
অই অভিনয় করে দ্বারে খিল দিয়া !

২০

কিছু দিনে রাজমন্ত্রী আসি তার বাসে,
হাসি হাসি বসিয়া নিকটে,
সুমধুর বচন প্রকটে ;—
"ধন্য তুমি পুণ্যবান বটে—
তুমি নরবর,
সুখে কর ঘর,
পূর্ব্ব শঙ্খ লয়ে দেও যিটী আছে পাশে!"

২১

ছদ্ম শোকে আকুল হইল দ্বিজবর—
কি শক্তি লংঘিতে রাজাদেশ ?
বদলিল যেন পেয়ে ক্লেশ !
সেই দণ্ডে ত্যজি সেই দেশ,
যথা চক্ষু যায়,
ছুটিয়া পলায়,
মোহরিয়া শঙ্খ লয়ে বুকের ভিতর !

২২

অমূল্য মাণিক তুল্য মোহনীয়া শাঁক,
পেয়ে পূর্ণ রাজার বাসনা ;
ঢাক ঢোলে করিয়ে অর্চ্চনা,
লক্ষ স্বর্ণ করিল প্রার্থনা।
শুনে গর্জ্জে শাঁক,
করে মহা জাঁক,
"ক্যা লেওগে লাখ্ তঙ্কা লেও বিশলাখ্!"

২৩

রাজা বলে "ভালা ভালা সোহি তব্ দেও?"
শাঁক বলে " লাক্ ছোটা বাত্—
বিশ ক্রোর লেও হাতে হাত!"
রাজা বলে " এ বড় উৎপাত—
সুধু করে সোর—
বাক্যে মহা জোর—
কাণাকড়ি নাহি দেয়, বলে ক্রোর লেও!"

২৪

শাঁক বলে "অর্ব্বুদ, নিখর্ব্ব, পদ্ম লেও,
ছোটা বাত্ কাহে কও ক্রোর?"
রাজা বলে " দে না বেটা চোর—
সুধু কথা—কাজ কই তোর?"
শুনে গর্জ্জে শাঁক—
রাজা বলে " থাক্—
লাক্ লিক্ যা'ক্ মেরা মোহর তো দেও?"

২৫

মন্ত্রী বলে "মহারাজ মিছে কেন চাও?
আর কি সে 'মোহরিয়া' আছে?
সোর সার সুধু এর কাছে—
বদলিয়া ঠকায়ে গিয়াছে!"
শুনে গর্জ্জে শাঁক—
" ছোটা বাত্ লাক্—
ক্রোর, পদ্ম, মহা শঙ্খ কোন্ লেগা আও!"

২৬

রাগে ফুলে রাজা বলে "ভালা চাও দেও?"
শাঁক বলে "লাক্ ছোটা বাত্!"
রাজা বলে " যাও অধঃপাত!"
ধরি তুলে করি ঊর্দ্ধ হাত—
মারিল আছাড়—
চূর্ণ হলো হাড়—
তবু গর্জ্জে "ক্রোর, পদ্ম, মহাশঙ্খ লেও!"

২৭

দেবদত্ত 'মোহনীয়া' শঙ্খ সে অমর—
চূর্ণ হলো, তবু না মরিল—
দেহ মাত্র তাহে তেয়াগিল—
দ্বিতীয় অনঙ্গ সে হইল—
নর হৃদে বাসা,
নাম হৈল 'আশা'—
মায়া-মন্ত্রে বশীভূত কৈল চরাচর!

২৮

অনঙ্গের অধিকার বাল-বৃদ্ধে নয়;
পীড়িত তাহারে নাহি ভজে!
আশার কুহকে কে না মজে?
সবে পূজে প'ড়ে পদ-রজে!
শিশু হাতে ফাঁদ,
দিয়ে ধরে চাঁদ,
মোহিনী হইয়া মোহে 'যুবার হৃদয়!

২৯

সুতরুণ ছাত্র যবে ছিনু বিদ্যালয়ে,
কি করুণ ছিল সে তখন!
কত মতে ভুলাইত মন!
(হায়! এবে হতেছে স্মরণ!)
শক্তিরূপ ধরি,
স্নেহে কোলে করি,
মধুমাখা ভাষা সুধু ঢালিত হৃদয়ে!

৩০

কপটতাশূন্য মন সারল্য অধীন—
সংসারেতে নিতান্ত নবীন—
কিন্তু ভাবিতাম অনুদিন,
আমি খুব হয়েছি প্রবীণ!
দুঃখে উদাসীন—
সুখে মাত্র লীন—
আশা ব'লে দিত—"এমি যাবে চির দিন!"

৩১

সেই প্রিয় বাক্য বড় ঐক্য হতো প্রাণে,
অন্য কথা লাগিত না কাণে;
বুদ্ধি যবে হাতে ধ'রে টানে;
নাহি চাহিতাম তার পানে;
অন্য বন্ধুগণে,
কাতর বচনে,
বুঝাতো, বলিত মিতঃ থাক সাবধানে!

৩২

শিশু রোগী তিক্ত খেতে বিরক্ত যেমন,
হিতবাক্য ভেবেছি তেমন!
মিষ্টে যথা হৃষ্ট শিশু মন,
সেই দশা আমার তখন—
আশার আশ্বাসে,
সম্পূর্ণ বিশ্বাসে,
ভাবী সুখার্ণবে নিত্য হয়েছি মগন!

৩৩

আশা যা ব'লেছে যদি সব খুলে বলি,
এখনি হাসিবে শত্রু দল;
কিম্বা লোকে বলিবে পাগল,
কিছু তাই ফুটিব কেবল;—
দিবস যামিনী
সেই মায়াবিনী,
দেখায়েছে নব নব সুখ চিত্রাবলী!

৩৪

এক দিকে এঁকেছিল উচ্চ জ্ঞান-গিরি—
কাব্য-কুঞ্জ তার এক শিরে—
নির্ঝর ঝরিছে সুধা নীরে—
বাগ্মিতা শোভিতা অন্য তীরে—
আমারে লইয়া,
আদর করিয়া,
উঠালে তাহাতে যেন ধীরি ধীরি ধীরি!

৩৫

মধু বোলে বলে "বৎস! আ'জ হ'তে তুমি,
কবি, বাগ্মী—পেলে দুটী নাম—
লোকে তোমা কবে গুণগ্রাম—
তব যশঃ গাবে অবিশ্রাম—
নাম, যশ, মান,
ধন, জন, যান,
যা চাবে, তা দিবে তোমা, তব জন্মভূমি!

৩৬

সুধু তুমি একা নও—তব প্রণয়িণী—
শিখাও তাহারে গুণ জ্ঞান—
বালা-কুলে দিয়ে বিদ্যা দান,
সাধিবে সে দেশের কল্যাণ!
হ'লে পুত্রবতী,
গুণবতী সতী,
হইবে সন্তান প্রতি ভারতী রূপিণী!

৩৭

যবে তুমি যাবে বৎস পুরুষ সভায়,
ভাষিতে বক্তব্য নীতিময়;
অবলা সভায় সে সময়,
প্রিয়া তব হইয়া উদয়,
অমৃত লহরী,
সুবক্তৃতা করি,
সাধিবে মঙ্গল—পতি পত্নী দুজনায়!

৩৮

পুণ্য পাবে, ধন্য হবে ধন্য ধন্য রবে;
অন্য ভাগ্যে ঘটে নাই ইটী!
এ দেশেতে অসামান্য যিটী,
তোর ভাগ্যে ঘটাইব সিটী;—
এ ভারত ভূমি,
জাগাইবে তুমি,
তব বাক্যে ঐক্যে বাঁধা হবে রবে সবে!

৩৯

আর তোরে বহু ধন দিব যাদুধন !
বল দেখি কি করিবে তায় ? ”
উৎসাহে হাসিয়ে সে কথায়,
বলিতাম “ কেন, সে টাকায়
করিব সুকাজ ;
তুষিব সমাজ ;
পুষিব অনাথ দীন ; ভুষিব সুজন ;

৪০

নির্ম্মাইব শত শত বিদ্যার মন্দির—
অধ্যাপকে করিয়ে সম্মান,
টোলের সাহায্যে দিব দান ;
মাতৃভাষা হয় ঋদ্ধিমান,
এমন সন্ধান,
এমন বিধান,
উদ্দেশে বিবিধ বৃত্তি ক’রে দিব স্থির ;

৪১

সুপাত্র, সুছাত্র, চিত্রকর, গ্রন্থকার,
যে যেমন দিব পুরস্কার ;
প্রাচীন চিকিৎসাতত্ত্ব সার,
আর্য্য সুসঙ্গীত চমৎকার,
এ সব বিদ্যার,
করিতে উদ্ধার,
অকাতরে প্রদানিব স্বর্ণ ভারে ভার !

৪২

বড় সাধ আছে, লাগি আর এক কাজে—
তাহা বিনা কিছু কিছু নয়—
বিজ্ঞানের শিল্প শিক্ষালয় !
তাহাতে স্বদেশী লোক চয় ;
বিলাতী কৌশল,
শিখিয়ে সকল,
চাষা [illegible] কাটে, থান বোনে নিজে !!

৪৩

দেশের দুর্গতি দেখে বিদরে হৃদয়—
একে তো রাজত্বে পরাধীন—
তাহে হয়ে উপায় বিহীন,
শিল্পীগণ দিন দিন দীন ;
সকলি বিলাতী
জুতা, বস্ত্র, ছাতি—
ছুঁচ, সুতা, দেশালাই, কিছু দিশী নয় !”

৪৪

আশারে এরূপ কত বলিনু তখন—
রাজকীয় সামাজিক কথা—
যাতে যতরূপ মনোব্যথা।
শুনে আশা কহিল “সর্ব্বথা,
যে অভাব যথা,
নিবারিবে তথা,
হেন শক্তি তোরে বৎস দিব সর্ব্বক্ষণ !”

৪৫

সেই বাক্য শিরোধার্য্য করি কাটি কাল ;
দিন কত করিনু প্রতাপ—
শেষে দেখি একি ঢেউ বাপ !
যত সাধ হৈল অপলাপ !
হিলি বিলি সাপ—
কুম্ভীরের লাফ—
প্রতাপ প্রলাপ হলো, বিলাপ বিশাল !

৪৬

উচ্চ আশা দিয়ে আশা তুলে উচ্চ ডালে,
কোন্ প্রাণে পাশা কেড়ে নিলি ?
দুটো ফল পাড়িতে না দিলি ?
একবারে নিরাশ করিলি ?
কোথা বিদ্যা জ্ঞান ?
কোথা ধন, মান ?
অভাগার সব সাধে কি বাদ সাধিলি !

৪৭

তাই বলি তুই সেই ‘মোহনীয়া’ শাঁক,
আশা ! তোর মুখে মাত্র জাঁক !
তোর কাছে ছোটা বাত্ লাক !
আচ্ছা আশা থাক্ তুই থাক্ !
এ যাত্রা এ বঙ্গে,
হলো তোর সঙ্গে—
ভ্যালা ঠকাইলি ক’রে মিছে ডাক হাঁক !!
চাতরী দেখিয়ে তোর, হয়েছি অবাক্—
আশা হয়েছি অবাক্ !!!

বিদ্বানের আমোদ।

অনবরত দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম স্বভাবের নিয়মানুযায়ী নহে, সুতরাং স্বাস্থ্য পক্ষেও শুভ নয়। কোনো একটী কার্য্য অবিশ্রান্ত করিতে কাহারো ভাল লাগে না, কিয়ৎক্ষণ তাহাতে অভিনিবিষ্ট থাকিতে থাকিতে শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আইসে, তৎকালে আর সে কর্ম্মে লিপ্ত থাকা কোনো মতেই বিধেয় নহে ; তৎক্ষণাৎ নির্দ্দোষ আমোদজনক কোনো ক্রীড়া, বা দর্শন, বা শ্রবণ, বা বায়ু সেবন, বা লঘুভ্রমণাদি অনায়াসসাধ্য প্রফুল্লকর ব্যাপারে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ব্যাপৃত হওয়া আবশ্যক। ইহা না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না ; কেননা, এ ব্যবস্থাটী স্বভাবের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। যিনি বলপূর্ব্বক ইহার অবহেলন করেন, বিদ্রোহী প্রজাকে রাজা যে দণ্ড দেন, প্রকৃতি তাহার প্রতি সেই দণ্ডই বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। এমন যে পরাধীন বাঙ্গালী—এমন যে চাকরের জাতি বাঙ্গালী—এমন যে রা’ত্ দিন অনবরত শ্রমসহিষ্ণু কেরাণী, মুহুরী, ওজন-সরকার, রনিংসরকার, বাজার সরকার, তহসিলদার, আমীন, নকলনবিশ, ও অন্যান্য শতবিধ আমলার জাতি বাঙ্গালী—এত যে তাহারা বেটো ঘোড়া, তথাপি তাহাদিগেরও দণ্ডে দণ্ডে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়—তাম্রকূটের ধূম্রপানই তাহাদিগের বাঁচিবার উপায়—আমাদের কেঁড়েল মহাশয় বলিয়া থাকেন, যেমন প্রদীপ অল্পতেজ হইলে কাটী দ্বারা উস্কাইয়া দিলে আবার প্রখরশিখা হয়, তেমনি—

“ বুদ্ধির প্রদীপে তামাক্ উস্কে দিবার কাটী ;
মাঝে মাঝে তামাক্ দাও জ্ব’ল্‌বে পরিপাটী !”

আমরা উষ্ণ দেশের লোক, পরিশ্রম করিতে করিতে আমাদের কষ্ট হইবে, ইহা বিচিত্র নয় ; শীত-প্রধান দেশ সমূহের ঘোর অধ্যবসায়ী বিদ্বান মণ্ডলীতেও শ্রান্তি, ক্লান্তি ও তৎশান্তির উপায় স্বরূপ বিবিধ আমোদজনক কার্য্য ও বিশ্রাম-সুখের পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। তত্রত্য ইতরলোকেরা কর্ম্মস্থান হইতে অবসর পাইবামাত্র জীবনীশোষক সর্ব্বনাশক [illegible]

নীতে প্রবেশ করে! ধনী লোকেরা উচ্চ অঙ্গের সদোষ আমোদ আহ্লাদ ক্রীড়াদিতে মত্ত হয়েন। কিন্তু প্রতিভান্বিত ও সৎস্বভাবান্বিত বিদ্বান ও জ্ঞানী মহাত্মারা পাপ-তাপময় সমাজের হিতের নিমিত্ত খাটিয়া খাটিয়া খুন হন—যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন—যখন চক্ষু আর পড়িতে, হস্ত আর লিখিতে, মন আর ভাবিতে নিতান্তই চায় না, তখন তাঁহারা যে প্রকার বিশ্রামসুখ ও শ্রান্তিহর আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্বৃত্তান্ত কিছু কিছু পাঠ করিলে সাহিত্যভক্তবৃন্দের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা এবং অন্তকরণে নানা স্নিগ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এ কারণ আমরা তদ্দৃষ্টান্ত কতকগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক নিম্নে প্রকটন করিতেছি।

পূর্ব্বে ইউরোপে "জেসুট" নামা রোম্যান ক্যাথলিকদিগের এক সম্প্রদায় ধর্ম্মযাজক ছিলেন, গম্ভীর বিদ্যা ও ধর্ম্মানুরাগ জন্য তাহাদিগের নাম চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ তাঁহাদিগের এই রীতি ছিল যে, অধ্যাপনা, অধ্যয়ন বা গ্রন্থরচনাদি কার্য্যে দুই দুই ঘণ্টা প্রগাঢ় পরিশ্রমের পর যেরূপে হউক কিয়ৎকাল শ্রম-শৈথিল্য করিতেই হইবে। সেই সাম্প্রদায়িক পিটেভিয়স যৎকালে একখানি উচ্চ অঙ্গের বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, তখন উক্ত নিয়মানুসারে প্রতি দুই ঘণ্টার পর পাঁচ মিনিট করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আপন মস্তকের চুল অঙ্গুলিতে জড়াইতেন—ইহাই তাঁহার বিশ্রাম—ইহাই তাঁহার আমোদ আহ্লাদ ছিল!

স্পিনোজা নামক অপর পণ্ডিত যখন ঐরূপ গাঢ় শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন, তখন যাহাদের বাড়ীতে তাঁহার বাসা, তাহাদের পরিবার মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হইতেন। তিনি মহামহোপাধ্যায়, তাহারা মূর্খ। তাহাদিগের কথোপকথন কদাচই উচ্চ সামাজিকগণের শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু বিশ্রামের অর্থ কি? যাহার যে কর্ম্ম, তদপেক্ষা লঘুতর বিষয়ে লিপ্ত থাকিলেই শ্রান্তির লাঘব হয়। যে কথোপকথন বুঝিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট নাই, তাহাকে অবশ্যই শ্রান্তিহর বলা যায়। স্পিনোজা বিশ্রামার্থ হয় সেই সামান্য সমাজে গিয়া বসিতেন, নয় ঊর্ণনাভাদির লড়াই বাঁধাইয়া দিয়া সামান্য রঙ্গদর্শী বা বালকের ন্যায় মহা আমোদ করিতেন, মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাস্যও হাসিতেন!

মহাজ্ঞানী সেনেকা "আত্মার শান্তি" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দ্বারা আত্মা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব মনকে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে দিবে, যেহেতু আমোদ বিশেষ দ্বারা মন উন্নত হয়!"

জ্ঞানীর শিরোমণি স্বয়ং সক্রেটিস এথেন্স নগরের বালকবৃন্দের সহিত খেলা করিতে কিছুমাত্র লজ্জানুভব করিতেন না।

কঠোর ধর্ম্ম-নীতি-পরায়ণ জগৎপ্রসিদ্ধ কেটো সমস্ত দিবস রাজ্যচিন্তাসাগরে অবগাহনান্তে বারুণী দেবীর সহায়তায় উষ্ণ হইতেন! এই প্রসঙ্গে সেনেকা লিখিয়াছেন "কেটো মহাশয়কে এই সর্ব্বদোষাকর আমোদ দোষী করিতে পারিত না, এজন্য সে তাঁহার দ্বারা জগতে নির্দ্দোষী রূপে প্রকাশ পাইত!"

য়্যাসিনিয়স পলিও নিজের যে শ্রম ও বিশ্রামের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেন, সাধ্যসত্ত্বে তাহার অন্যথা করিতেন না। পাছে তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়,এই ভয়ে শ্রমের কাল অতীত হইলে কাহারো দ্বারা কোনো কার্য্যের কথা উত্থাপিত হইতে এবং কোনো চিঠি পত্র খুলিতে দিতেন না। আমাদের দেশে অনেক বড় মানুষ আছেন, তাঁহারা পরিশ্রমে যেমন হউন, এই শেষের নিয়ম-পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ!

"সেনেট" নামক রোমীয় মহাসভায় দশ ঘণ্টা-ব্যাপী কার্য্যের পর আর কোনো নব প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারিত না।

টাইকো ব্রে বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া আমোদ স্বরূপ কতকগুলি চসমার গ্লাস পরিস্কার বা গণিত-সম্বন্ধীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে বসিতেন।

ডি এণ্ডলি সাত আট ঘণ্টা শ্রমের পর উদ্ভিজ্জ পালন কার্য্যে আমোদী হইতেন। বার্কে ঐরূপে পুষ্পবাটিকার পরিচর্য্যা করিতেন। চিত্রসংগ্রহ কার্য্য বালজ্যাকের আমোদ ছিল। একজন পণ্ডিত পুরাতন পদক ও মুদ্রা প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যকে সাবকাশ কালের আমোদরূপে গণ্য করিতেন। পলিটিয়ান সঙ্গীতামোদে সাবকাশ কাটাইতেন। আমাদের বোধে অথবা এ দেশীয়ের পক্ষে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিজনক।

বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্টিস কতিপয় মনোমত বান্ধবমণ্ডলীর সহিত সদালাপে এবং উদ্যান-সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিশ্রাম কাল যাপন করিতেন।

রোহাল্ট স্বীয় অবকাশ কালে কারুকরদিগের দোকানে দোকানে কারুকার্য্য দেখিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে আহার ঔষধ দুই হইত!

সর্ব্বজনবান্ধব পরম দয়ালু মেং গ্রান্‌ভিল সার্প মহোদয় অধ্যয়নাদির আত্যন্তিক পরিশ্রমের পর টেম্‌স নদীগর্ভে নৌকাযোগে প্রত্যহ জল বিহার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মিত্রগণ তাঁহার নৌকা খানি দেখিলেই চিনিতে পারিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সেই সুখভ্রমণের সঙ্গী হইতেন। তৎকালে গীত, বাদ্য ও ভোজ্য পানীয় অবাধে চলিত। এমন মনোহর জলবিহারে সহৃদয় মাত্রেই যে যোগ দিতেন, একথা বলা বাহুল্য। তাৎকালিক ইংলণ্ডের যত বড় বড় জ্ঞানী মানী মহাশয়েরা সকলেই সময়ে সময়ে গ্রান্‌ভিলের অতিথি হইতেন। তরী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বি-

দ্বান, শ্রেষ্ঠ লেখক, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এবং শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রভৃতি মহা মহা গুণীমণ্ডলীর কি অপূর্ব্ব সভাই হইত! যৎকালে পট্‌নি, কিউ এবং রিচ্‌মণ্ড প্রভৃতি রম্য স্থানাভিমুখে তরণী চলিত কি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিত, তখন কি অনুপম জ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথন বা সুধীর বিতর্ক বিতণ্ডাদির উৎসাহে বিহার-সুখ পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহা মেং প্রিন্স হোর নামা সল্লেখকের লিপি পাঠে কল্পনায় উদিত হইয়া মোহিত হইতে হয়!

কোনো কোনো মহাশয় সাবকাশ কালে অতি সামান্য বা পুরাতন বিষয়ে কবিতাদি লিখিয়া রহস্য-সুখ অনুভব করেন। পাইরিয়স ভ্যালেরিয়েনস্ এইরূপে দাড়ীর প্রশংসাবাদে একটী উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন! হোলষ্টিন "উত্তর-বায়ু"র সুখ্যাতি রচনা করিয়াছেন! হিন্‌সিয়স "গাধা" বিষয়ে লেখনী চালাইয়াছেন! "মুখস্থকারী-অতি-পণ্ডিতেরা মরিয়া তোতা পাখী হয়" ইতি প্রসঙ্গোপরি মেনেজ একটী চমৎকার প্রহসন-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন! তাঁহার বিশ্রামকাল "অভিধানের অভিযোগ" নামা অপর একটী খাসা বস্তু উৎপাদন করিয়াছে!

ইরাস্‌মস্ "পোষ্ট চেইস্" নামা ডাকের গাড়িতে যাইতে যাইতে রহস্যচ্ছলে "বোকামি"র প্রশংসায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ভূবিখ্যাত স্যার টমাস মুর মহাশয়ের নামে তাহা উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা এত উত্তম হইয়াছে, যে, তৎপরে অনেক যোগ্য লেখক তদনুকরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। তন্মধ্যে স্যালেঞ্জার "মদ্য মত্ততার" যশোগানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব মনোরঞ্জক হইয়াছে। তিনি বলেন "ইরাস্‌মস্‌কে লোকে যদি বোকা ঠাহর করে, তবে আমাকেও মাতাল বলুক, তাহাতে অনিচ্ছুক নই!"

সিনেসিয়স ঐরূপে "মাথার টাকের" প্রতিষ্ঠায় গুণপণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন!

বোধ হয়, এবম্প্রকার ক্রীড়া বশতঃই হোমারের ভেকযুদ্ধ, ভার্জিলের মশক ও মৌমাছি এবং স্পেন্সারের প্রজাপতি লিখিত হইয়া থাকিবে! অথচ তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়াছে, নীচ পদার্থ উচ্চ পদে উঠিয়াছে এবং সামান্য জঘন্য বস্তু হইতে মানব সমাজের মহা নীতি সংগৃহীত হইয়াছে! মহতের খেলাও এমনি উপকারী!

প্রসিদ্ধ কার্ডিন্যাল ডি রিচেলিউ বিশ্রাম সম্ভোগ স্বরূপে ভয়ানক ব্যায়াম ক্রীড়া করিতেন। তাঁহার ভৃত্যের সহিতও উল্লম্ফন বিদ্যার প্রতিযোগিতায় তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। একদা একটী প্রাচীরের উচ্চতম শিখরে কে লাফাইয়া উঠিতে পারে, ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে এই জিগীষায় প্রবৃত্ত দেখা গিয়াছিল!

তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত স্যামুয়েল ক্লার্ক সাহেবও বলবর্দ্ধক অঙ্গচালনার

আমোদ ভাল বাসিতেন। এত বড় গম্ভীর নৈয়ায়িক উল্লম্ফন দ্বারা টেবিল চেয়ার উল্লঙ্ঘন করিতেন, ইহা শুনিলে কি আশ্চর্য্য হইতে হয় না? একদা এক জন অসার-গ্রাহী বিদ্বানকে ঐরূপে ক্রীড়ার সময় নিকটে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন "থামিতে হইল, কেননা একটা বোকা বিদ্বান আসিতেছে—ইহার মর্ম্ম বুঝা উহার কর্ম্ম নয়!"

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিন্ সুইফ্‌টের নাম শুনিয়া থাকিবেন—তাঁহার জীবন বৃত্তান্তও অনেকে পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বন্ধুগণের সহিত তিনি যেরূপ উপহাসজনক ক্রীড়ামোদে রত থাকিতেন, তাহা তাঁহাদিগের অগোচর নাই!

চিন্তাশীল বুধগণ আপনাদের স্বভাবানুযায়ী আমোদ আহ্লাদই ভাল বাসেন। দাবা খেলা এরূপ ব্যক্তিবৃন্দের অতিশয় প্রিয় ক্রীড়া। বিলাতের অনেক ধীর সুধী ছিপে মৎস্য-ধারণরূপ অলস আমোদের পক্ষপাতী! বিখ্যাত ধর্ম্ম-দার্শনিক প্যালি (যাঁহার রচিত দর্শন শাস্ত্র অস্মদ্দেশেও অধীত হয়) হস্তে ছিপ সুদ্ধ চিত্রফলকে চিত্রিত হইয়াছেন!—বিচিত্র! অমন লোকের পক্ষে ইহা কি অতি বিচিত্র নহে?

কেহ কেহ বা দুরূহ বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরতি পূর্ব্বক লঘু পাঠে কিয়ৎক্ষণ নিযুক্ত থাকাই আমোদ হইল বলিয়া মনে করেন!

আমরা জ্ঞানী সেনেকার একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। যথা:—

"Whatever be the amusements you choose, return not slowly from those of the body to the mind; exercise the latter night and day. The mind is nourished at a cheap rate; neither cold nor heat nor age itself, can interrupt this exercise; give therefore all your cares to a possession which ameliorates even in its old age!"

প্রাপ্ত।

মহাশয়!

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে এই মাত্র বলিতে পারি আমি আপনার একজন গ্রাহক বটে। এই পদ্যটি পাঠাইতেছি, যদ্যপি আপনার পত্রিকায় স্থান দানে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে দিয়া বাধিত করিবেন। প্রবন্ধ-কল্পনাটী স্বভাব-সিদ্ধ এবং বাস্তবিক। নাম স্বাক্ষর নাই বলিয়া বোধ করি মহাশয় স্বীয় ঔদার্য্য গুণে কিছু মনে করিবেন না। বিষয়টী নূতন।

যমুনা।

১

সুন্দর গগন তারা ডুবিল যখন,
অদৃশ্য সাগর মাঝে সে দিনের তরে,
উদয় অচল হতে কাঞ্চন তপন,
ক্রমে দিল দরশন ভুবন ভিতরে।

২

আকাশ বিহারী যত গায়ক মণ্ডল,
মুক্ত কণ্ঠে মহেশের গুণ গান করি,
ছুটিল আমোদ ভরে যুড়ি নভোস্থল,
সে রবে জাগিল দেবী প্রকৃতি সুন্দরী!

৩

সুখ শয্যা পরিহরি পর্য্যটন তরে,
এলাম বাহিরে যবে, নেহারে নয়ন
কতই নূতন শোভা জগত ভিতরে;
বিশেষ বিদেশী আমি প্রবাসে এখন!

৪

কবির কল্পনা কবে, কোথায় কেমন,
কিভাবে যে কার্য্য করে, কে পারে কহিতে
মন্দ মন্দ পাদচারে, দিনু দরশন,
যমুনে! তোমার তীরে হরষিত চিতে।

৫

যেমন বসিনু আমি, ভাবের সাগর,
অমনি উথলি উঠে, লেখনী বাহিয়া,
পড়িল কাগজ ক্ষেরে, বেগ খরতর;—
কিজানি কিহলো তায় না পাই ভাবিয়া।

৬

তপন তনয়ে! তুমি পাপী তরিবারে,
জগতে যমুনা দেবী, আর্য্যগণে গণে,
সুনীল সুচারুরূপ সুভগে সংসারে;
গাইতে মহিমা তব বড় সাধ মনে।

৭

শৈলনাথ সুতা সতী, সুধীর দর্শন,—
জাহ্নবী সঙ্গমা তায়, কিবা মনোহরা!
তব তীরে বেণীঘাট তীর্থ পুরাতন;
তুলিলে তুলনা তার নাহি ধরে ধরা।

৮

পতিত পাবনী দেবী, জাহ্নবী ভুবনে,
হিমাদ্রি ভবনে জন্ম যখন তাঁহার,
সহোদরা তাঁর তুমি, হও সে কারণে
যদিও পুরাণে ভিন্ন জনম দোঁহার।

৯

ভুলাতে ভাবুকে ভবে ভাবের ভাণ্ডার,
মরি মরি তব রূপ, কিবা সম্মোহন!
যাঁহার পবিত্র নামে পূরিত সংসার,
কি ক'রে তাঁহার গুণ করিব বর্ণন!

১০

সঙ্গম নিকটে কিবা চারু দরশন!
এক দিকে স্বচ্ছ নীর যেন দরপণ,
আর দিকে নীল নীর করে প্রবহণ,
হরিহর মূর্ত্তি যেন ভ্রমের কারণ!

১১

মাঘ মাসে কল্প বাসে ভক্ত হিন্দুগণ,
দেশ দেশান্তর হতে আগমন করে,
তেমতি আবার আসি হইলে গ্রহণ,
সঙ্গমে করিয়া স্নান সর্ব্ব পাপ হরে।

১২

অন্তঃনীরা সরস্বতী বহিয়া হেথায়,
(হেন জনশ্রুতি বটে, না হেরি নয়নে)
গোপনে গোপনে নিত্য ভেটিছে তোমায়;
মহামান্যা রাজকন্যা তুমি গো ভুবনে।

১৩

চঞ্চল জীবন নহে যমুনে তোমার,
গম্ভীর আননে সুধু, মারুত হিল্লোল,
খেলিয়া হাসায় কভু—নহে অনিবার,
বরিষা না এলে নাহি ভীষণ কল্লোল।

১৪

নিমের বিটপী রাজি, নয়ন রঞ্জন,
তোমার দক্ষিণ পারে, শোভে অনিবার;
নাইনীর কারগার, অপূর্ব্ব গঠন,
আলো করি পরপার শোভিছে তোমার!

১৫

হরিষে বিষাদ, কিন্তু ঘটিল আমার,
যখন হেরিনু তব উরস উপরে,
যবন রচিত এক সেতুর আকার,
দলিতেছে ত্রয়োদশ ভীম পদ ভরে!*

১৬

এদিকে সঙ্গম কাছে, প্রান্তর উপরে,
তোমার দক্ষিণতীরে, শোভে অনুক্ষণ,
দুরন্ত-দলন-দুর্গ গরবের ভরে;
বিজয় কেতন তার উড়ায় পবন।

১৭

ভঙ্গ-দেবালয়-খণ্ডে—গরভে তোমার—
বসেছে মানব যত মীনের কারণে;
তীর হতে হেরিলেই তাদের আকার,
দেখায় অতীব ক্ষুদ্র সবার নয়নে।

১৮

প্রমোদ-তরণী † কত চারু দরশন,
শোভিছে তোমার বক্ষে কাতারে কাতার,
বেড়াতে বাসনা কারো হইলে কখন,
তাহে আরোহিয়া ফিরে উরসে তোমার!

১৯

শীতাগমে তব কূলে যত কৃষিচয়,
ধরি হল কুতুহল, যব চাষ করে;
প্রাবৃটে পুলিন তব সদা নীরময়,
ভীষণ মূরতি তব কলেবর ধরে।

২০

সুন্দর উন্নত-চূড় কত দেবালয়,
যাত্রীর সুযোগ্য স্থান ভারত ভিতরে,
বিরাজে তোমার তীরে কিবা শোভাময়;
হেরিলে ভক্তের ভক্তি সঞ্চরে অন্তরে!

২১

তাপিলে তপন তাপে সুতট তোমার,
তাহার বালুকা-রাশি হেন রূপ ধরে,
কোথায় সুচূর্ণ হীরা নিকটে তাহার;
না ধরে উপমা কভু জগত ভিতরে।

২২

প্রয়াগ ছাড়িয়া চল যথা বৃন্দাবন,
মরি মরি কি মাধুরী হেরিব তথায়,
কিন্তু কই? পূর্ব্বকার কি আছে এখন?
সকলি কালার সনে চলে গেছে হায়!

২৩

শ্যামসোহাগিনী ধনী, যমুনে সুন্দরি!
কতই করেছ রঙ্গ লইয়া কালায়;
রাসের বিহারী হরি, তোমার উপরি,
কতই করেছে লীলা লইয়া রাধায়।

২৪

দৈনন্দিন দিননাথ দিলে অদর্শন,
কুলাঙ্গনা যত মিলি যমুনা পুলিনে,
একতান স্বরে গান—মধু বরিষণ—
গাইয়া পথিক মন, সদা লয় কিনে।

* যমুনার উপরিস্থ পুলের নীচে তেরটী প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভের উপর সেতু নির্ম্মিত।

† প্রমোদ তরণী=pleasure boat.

২৫

তাই বুঝি ব্রজরাজ রাধার রমণ,
অধরে মধুর বীণা, ধরিয়া কৌশলে,
মজাইত ব্রজবালা, ব্রজের রতন,
লভিয়া সুযোগ হেন, কদম্বের তলে!

২৬

নাহি সে কদম্বমূল—শঠের আশ্রয়,
নাহি সে বংশীর ধ্বনি গোকুল মোহন,
পীতধড়া পীতাম্বর এবে নিরুদয়,
সুধুই ব্রজের বালা জলের কারণ!

২৭

শূন্যময় বৃন্দাবন নিধুবন আর,
হারায়ে কালার খেলা করিছে রোদন;
হাম্বারবে গাভীগণ ডাকে অনিবার,
না হেরে তাদের রাজা, গোপাল রতন।

২৮

মোগলেশ সাজাহান বিখ্যাত ভুবনে,
প্রণয়-প্রতিমা লাগি তাজের সৃজন,
করিয়া গেছেন মরি! রাখিয়া স্মরণে,
তাও গো তোমার তীরে শোভিছে এখন।

জনৈক দর্শক।

সমুদ্রে বাষ্পীয় পোত।

১

মত্ত হয়ে সুধাপানে,
ঢুলু ঢুলু আঁখি,
হরষেতে মাখি,
প্রেয়সীরে দেখি,
চারি নয়ন—
তারাপতি মৃদুহাসি,
বিকসিত রূপ রাশি,
প্রেমে ঢল ঢল হেরি প্রিয়ামন,
ধীরে কন রূপসীরে মধুর বচনে—
"একবার চাহি দেখ সাগরের পানে।

২

"ওই দেখ অগাধ জলধি,
অতি দুঃখে লভে নর যাহার অবধি,
চারিদিক ভীষণ আকার;
কতদূরে জাগিতেছে পার;
সুগভীর রতন-আধার—
ওই সাগর দেখা যায়।
উহার উপরে,
দেখ বাষ্পভরে,
সুচারু বিচরে,
তরণী হায়!

৩

"দুই পাশে অতি সুশোভন,
বৃহন্নেমি চক্রদ্বয় ঘুরি ঘন ঘন,
অবন্ধুর সিন্ধুবারি করিছে বর্ষণ।
গভীরস্বনন,
সবেগ গমন,
সহায় পবন,
তরি চলিছে—
যেন মানস সরসে,
নব মৃণালের আশে,
পাখা তুলি দুই পাশে,
হংসরাজ ধাবিছে!
দেখ দেখ পোত, প্রিয়ে, কি সুন্দর যাইছে!

৪

"মুকুর সঙ্কাশ স্বচ্ছ বারি,
গভীর নিশ্চল ধীর রম্য শোভাধারী!
নাহি তরঙ্গের ভয়,
তরঙ্গ ঘুমায়ে রয়,—
সিন্ধু ধীরে ধীরে বয়,
শুনি কান জুড়ায়।
আহা প্রিয়ে এ সময়,
পোত মধ্যে যারা রয়,
কি সুখী যে তারা হয়,
বাক্যে না ফুরায়।—
হায় দেখ সুখে তরী কত দূর যায়!

৫

হের ওই সাগর-উপরে লো—
হরিত অম্বর পরি,
খেদারি জলধি-বারি,
সুসীত উষ্ণীস-ধারী—
সুন্দর বন্দরে লো!
উহার উদ্দেশে,
আরোহি আশ্বাসে,
মনের উল্লাসে,
লাভের সুবাসে,
আমোদে পুরি—
শিখরেতে বসি,
বাজাইয়া বাঁশী,
কাপ্তেন সাহসী,
মৃদুমন্দ হাসি,
ফিরাল তরী।—
ওই দেখ মদভরে প্রহারিয়া সলিলে,
হুঙ্কার ছাড়িয়া তরী চলি যায় সলিলে!

৬

এবে হায় গেল বুঝি সুখ লো!—
আবার আবার প্রিয়ে দেখ দেখ দেখ লো,
ওই কাল জলধর তরীর মাথায় লো,
কোথা হ'তে উড়ে আসি জঞ্জাল ঘটায় লো!
হায় হায় একি দায়,
দেখে বুক ফেটে যায়,
কি হবে যে এ সময়—
ভাবি প্রাণ দহিছে!
একি! একি! ঘন-মালা সচপলা চলিছে!
নিঠুর পবন কেন এ মূরতি ধরিছে!
কোপভরে জলনিধি উথলিয়া উঠিছে!

৭

হায় হায় একি দশা ঘটিল!—
নির্দ্দোষ দুর্ব্বল তরী,
লহরী মূরতি হেরি,
ভয়ে কাঁপি থর থরি,
বদন যে ঢাকিল!
ওই দেখ! পোড়া তরী সাগরেতে মিশাল!
গেল গেল একবারে, আর নাহি উঠিবে,
সুধাসম কর মম আর নাহি মাখিবে!
এই প্রিয়ে সুখ ছিল,
সে সুখ যে কোথা গেল,
সুখ ভানু-অস্ত হলো,
আর নাহি উদিবে;—
সেই কাপ্তেন সাহসী,
তরী শিখরেতে বসি,
তুলেছিল মুখে বাঁশী,
জন্মশোধ বাজাতে!—
মদে মেতেছিল তরী জন্মসাধ মিটাতে!

৮

এরূপ ভাবিবে ভবের বাজী,—
আজি যা হেরিবে,
কালি পলাইবে—
কালে মিশাইবে ;—
কোথায় যাইবে—
দ্বিরদ বাজী !
ধন মান কুল সকলেই নরের আজি !
সাগর সংসার,
নর-তরী তার,
জ্ঞান কর্ণধার—
তরী চালায়।

উৎসাহ অনল,
ঘন অমঙ্গল,
ঊর্ম্মি অকুশল,
বিপদ ঘটায়।
আশা লো বন্দর,
মানসো শিখর,
ভিতর অন্তর,
হায় লো তায় !
ক্ষণেকের মধ্যে পোত রসাতলে যায় !
এইরূপে মদে নর ক্ষণে ধ্বংস হয় !

শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়।
সাং মিরাট।

আমাদের উন্নতি না অবনতি ?

সমাজের এক দিগে রব শুনি আমাদের উন্নতি, অন্য দিগে শুনিতে পাই আমাদের অবনতি হইতেছে। প্রথম জনরব পাশ্চত্য বিদ্যালোকসম্পন্ন নব্য সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবল। শেষোক্ত রবটী প্রাচীন মতাবলম্বী মণ্ডলে নিয়ত শ্রুত হয়। ইহার কোন্‌টী কি পরিমাণে কতদূর সত্য, একবার তাহার তথ্য লওয়া কি উচিত নয় ? এক জাতীয় সমাজ মধ্যে এবম্বিধ সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতের অবস্থান নিতান্তই অমঙ্গলের নিদান। কে না জানেন, যে ঘরে পরস্পরে মতান্তর, সে ঘরে অবশ্যই মনান্তর উপস্থিত হয়। মনান্তর ঘটিলেই স্বতন্তর ; স্বাতন্ত্র্যের ফল ক্ষীণতা ; ক্ষীণতার পরিণাম যাহা হয়, তাহার নাম করিতেও ভয় পাই !

পরম দুর্ভাগ্যবলে সেই ক্ষীণতা, সেই স্বাতন্ত্র্য, সেই মনান্তরের প্রবল কারণ যে মতান্তর, তাহা আমাদের মধ্যে দুর্নিবাররূপে একাধিপত্য করিতেছে। অধিক কি—পিতা পুত্রে, স্ত্রী পুরুষে, ভ্রাতা ভ্রাতায়, বান্ধবে বান্ধবে মনে বাক্যে বিষম অনৈক্য—সম্পূর্ণ মতভেদ। পিতা কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিতেছেন "ঘোর কলিকাল, সকল মজিল, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার বিচার সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অবনতি ঘটিল !" পুত্র কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা শুনিয়া ঘৃণার বিষমিশ্রিত একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিতেছেন " কি ভ্রান্তি ! কি অজ্ঞানতা ! চতুর্দ্দিগে এত উন্নতি, তবু ইঁহারা কি অন্ধ ! এখন আবার অবনতি ? এখন আবার কলিকাল ? এত দিনে ভারতের

প্রকৃত সত্য যুগ উপস্থিত, এতদিনে আর্য্যভূমি প্রকৃত উন্নতির মুখ দেখিতেছে !"

হায় ! এইরূপে ঘরে ঘরে ঘোর বিসম্বাদ চলিতেছে—তদাগ্রহে উগ্র আত্মবিচ্ছেদ ঘটিতেছে—সুদ্ধ বাক্যে নয়, আচার ব্যবহারেও পিতা পুত্রে যেন ব্রাহ্মণ চণ্ডালে এক গৃহে বাস করিতেছে ! ইহা কি নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা নয় ? ইহা কি সর্ব্বনাশের—সমাজধ্বংসের সূত্রপাত নয় ? অতএব যাহাতে এ প্রকার মতান্তর ও মনান্তর অন্তর্হিত হয়, অন্ততঃ লঘু হইয়া পড়ে, তাহার উপায় অন্বেষণ করা কি আশু আবশ্যক নয় ?

কিন্তু তৎপ্রতিবিধানের উৎকৃষ্ট উপায় যে কি, তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে আলোচনা একটী প্রধান উপায় বটে। যদিও সর্ব্বপ্রকার মত-ভেদ সমালোচনা দ্বারা নিবারিত না হউক, তথাপি অধিকাংশ বিষয়ের দ্বিধাভাব যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাস্ত্রে ছেদিত হইতে পারে। তদ্রূপ আলোচনা ধর্ম্মপ্রত্যয়ের সুদৃঢ় সংস্কারকে সংস্কৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে অত্যল্প নিপুণ, একারণ তদ্রূপ বিষয়ের ছন্দাংশে না গিয়া দেশের অন্যান্য ব্যাপারে উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে, তদনুশীলনে কিয়ৎক্ষণ বিজ্ঞ বুধ মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিলে, বোধ হয় সময় বিফল যাপিত হইবে না।

প্রাচীন মতাবলম্বী মহাশয়েরা যে সব হেতুতে যে সব বিষয়ের অবনতি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ ও আক্ষেপ করেন, তত্তাবৎ [চিরপ্রসিদ্ধ—সকলেই সুন্দররূপে সে সকল অবগত আছেন। সুতরাং এস্থলে তদুল্লেখ দ্বারা প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজনাভাব।

নব্য মতাবলম্বী নব্য সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক উন্নতির পক্ষ সমর্থন ব্যাপারটী আধুনিক। অথবা যখন যে কিছু নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে কি তাঁহারাই ঘটাইতেছেন, তখন তাঁহারা তাহাকেই উন্নতি নাম দিয়া তদ্দ্বারা দেশের ভাবী মঙ্গল, সুখ ও গৌরবের লোভ দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চক্ষে পরিবর্ত্তন মাত্রই উন্নতি—নূতন মাত্রই মঙ্গলের উৎস—পুরাতন মাত্রই অকল্যাণের সিন্ধু ! এ নিমিত্ত তাঁহাদিগের দেশহিতৈষী হৃদয় পরমাগ্রহে নূতনের দিগেই ধাবিত হয়—এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে পরিবর্ত্তনের উপাসনা করেন। তাঁহারা তদুদ্দেশে জাতি, কুল, আত্মীয়, স্বজন, পৈতৃক ধন (অধিক কি) পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। যখন তাঁহারা—(তাঁহারাই বা কে ? আমাদরি তো নিজের জন !)—যখন তাঁহারা দেশের হিতের তরে এত দূর করিয়া মরিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের প্রদর্শিত, বা নবাবিষ্কৃত উন্নতির শ্রীমূর্ত্তিখানি একবার কি চর্ম্মচক্ষে ভাল করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয় ? তাঁহারা যাহাকে উন্নতি বলিয়া পূজা করিতেছেন, বাস্তবিক তাহা উন্নতি কি না তাহাও তো পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত !

উন্নতি চায় না জগতে এমন মনুষ্য কে আছে? উন্নতি দেবী সকলেরই পরমারাধ্যা। কিন্তু উন্নতিদেবী সহজে প্রসন্না ও বরদা হইবার পাত্রী নন। অনেকে নবীনত্ব নামা পুষ্প, পরিবর্ত্তন নামা নৈবেদ্য এবং বাহ্যভড়ং নামা ধূপ দীপে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াই মনে করে তাঁহাকে তুষ্ট করিলাম, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম এবং তাঁহার বরপুত্র হইলাম! ফলতঃ তাহাতে তাহারা দেবীর রূপানুরূপ একটী মূর্ত্তি দেখিতে পায়, ইহা সত্য। সে মূর্ত্তি ঠিক তাঁহারই সদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও হাব ভাব দেখাইয়া থাকে, ইহাও সত্য। কিন্তু সে মূর্ত্তি প্রকৃত উন্নতি দেবী নহে; তদবয়বের এক মায়া রাক্ষসী আছে, সেই রাক্ষসীই ছলনা পূর্ব্বক দেবীর নাম ধরিয়া দেবীর বসন ভূষণ পরিয়া চপলচিত্ত ব্যস্তবাগীশ ভ্রমান্ধ ভক্তদিগকে দর্শন দেয়—সেই রাক্ষসীর নাম "ভাক্ত উন্নতি!"

আ'জ্ যদি পাঠক মহোদয়গণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য স্বীকার পূর্ব্বক আমার সহযাত্রী হইতে সম্মত হন, তবে এখনি সেই নব্য সভ্যজন পূজিতা নববঙ্গাধিষ্ঠাত্রী ভাক্ত উন্নতির বাহ্যসভ্যতা নামা মন্দিরে গিয়া যুক্তি চাবি দ্বারা তাহার দ্বার খুলিয়া প্রমাণ প্রদীপ উদ্দীপ্ত করিয়া পরীক্ষা পাণ্ডাকে এই অনুরোধ করিব, তিনি যেন ঐ রাক্ষসীর আড়ম্বররূপী মহা চাকচিক্যময় বসন ভূষণ প্রভৃতি গাত্রাবরণ মোচন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার অপ্রচ্ছন্ন দেহদর্শনে অবশ্যই আপনারা চিনিতে পারিবেন, যে, এ উন্নতি সেই সর্ব্বারাধ্যা প্রকৃত উন্নতি নয়। এ কামিনী ছেলে-ভুলানে দেশ-মজা'নে মায়াচারিণী "ভাক্ত উন্নতি!"

এরূপে যদি সেরূপ দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আর বিলম্ব করা নয়—আসুন ক্রমে নিকটস্থ হই! নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত রূপকরূপী আচ্ছাদিত যান বাহন ত্যাগ পূর্ব্বক সহজ বর্ণনা পথে গমন করা যাউক।

নব্যসভ্যগণ প্রাচীনদিগকে এইরূপ বলিতে পারেন; "একবার দেশের চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দেখুন—জলে স্থলে দৃষ্টিকরুন, উন্নতির রাশি রাশি প্রমাণ পাইবেন; বাষ্পরথ, বাষ্পপোত, বহুবিধ দ্রব্যোৎপাদক বাষ্পীয় যন্ত্র, চিত্তবেগাপেক্ষা দ্রুতগামী তাড়িৎবার্ত্তাবহ, নিশার তমোহারী বা নিশাকরের দর্পচূর্ণকারী গ্যাসালোক, কালনির্ণায়ক ঘটিকা যন্ত্রাদির কৌশল, ইত্যাদি কতবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত শিল্প এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চমৎকার নিদর্শন সমূহ কি দর্শন করিতেছেন না? আপনারা কি একদিনে পুণ্যধাম বারাণসীতে যাইতেছেন না? শত শত ক্রোশান্তরস্থ আত্মীয়জনের কুশল সংবাদ কি কয় দণ্ড মধ্যে পাইতেছেন না? প্রতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিগে অভ্রভেদী বৃহৎ বৃহৎ ইষ্টকস্তম্ভ জৃম্ভনযোগে ধূম্ররাশি মেঘমণ্ডলে যে প্রেরণ করিতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছেন না?

আবার আপনারা যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন কি জননী জহ্নুকন্যার গর্ভে সর্ব্বদেশীয়—পূর্ণ সভ্য অর্দ্ধসভ্য সর্ব্বজাতীয় পতাকাশীর্ষ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুণদণ্ডময়ী বাণিজ্যতরী সমূহ অবলোকিত হয় না? সেই ভূব্যাপ্ত বাণিজ্যের প্রসাদে আপনারা কি আপনাদের গৃহে বসিয়া শোভাকর, সৌকার্য্যসাধক, উপাদেয় যে কোনো দ্রব্য সম্ভারের প্রতি রুচি হইতেছে, তাহাই উপভোগ করিতে পাইতেছেন না?

নব্য মতাবলম্বী নব্য সভ্য সম্প্রদায় এই সকলকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি বলেন; তদ্বাদে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি দেখাইয়া দিয়া এই যুগকে অবিকল সত্যযুগ রূপে অর্চ্চনা করেন। ক্রমশঃ এই সকলের যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাঁহারা আহ্লাদে ফাটিয়া পড়িতেছেন—ততই তাঁহারা মুসলমানদের দু'পরে মাতন কালীন "হাঁসন হোঁসেন, হাসন হোঁসেন" রবে বুক চাপ্‌ড়াইবার ন্যায় "উন্নতি দেখ, উন্নতি দেখ" বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া মাতিয়া বেড়াইতেছেন! কিন্তু হায়! এ উন্নতি তাঁহাদের কি কাহাদের—এ উন্নতি ভারতের কি ইংলণ্ডের, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিবার সময় লন না! এ উন্নতি কিসে যে তাঁহাদের হইল, তাহা আমরা তাঁহাদিগের নিকট বুঝিতে চাই! এ উন্নতি সম্বন্ধে স্বভাবতঃ যে প্রশ্নমালা উত্থাপিত হইতে পারে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহারা তাহার সদুত্তর দিয়া নৃত্য করুন, মানা করিব না!

ভাল এই যে এত যন্ত্রের নাম করা গেল, এ সব যন্ত্র কাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত? এদের জন্মস্থান কোথায়? এদের যন্ত্রীই বা কে? এত যে বাষ্পযান ভারতের তীরে নীরে চলিতেছে, তাহার একটীও কি বোম্বাই, বঙ্গ, মান্দ্রাজ, কাশ্মীর, পঞ্জাব, অযোধ্যা ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভারতীয় যত দেশ আছে, ইহার কোনো এক স্থানে কোনো অধিবাসীর দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে? রাম, শ্যাম, বালমুকুন্দ কিম্বা খোদাবক্স, হানিফ, হাড়ো প্রভৃতি কেহ কি তাদের নির্ম্মাণকৌশল ও সঞ্চালন কৌশল জানে?

এই যে তাড়িতবার্ত্তাবহের অসংখ্য আড্ডায় এদেশীয় অসংখ্য "সিগ্‌ন্যাল ম্যান" নামা কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, কৈ এ পর্য্যন্ত তাহার এক জনও কি তদ্বিদ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে? তাহারা কি কেবল কলের পুত্তল নয়? তাহাদের হস্ত কি কেবল কলকাটি নয়? তাহারা কি কার্য্য করে? তাহারা যাহা করে, তাহা মুখতেও পারে! তাহারা কল টিপিতে হয় টিপে, সঙ্কেত মুখস্থ করিয়াছে সঙ্কেত করে, কলের জিহ্বার গতি বা শব্দানুসারে যে সঙ্কেতে যে শব্দ বুঝায় তাহাই কেবল পেন্সিলে লিপিবদ্ধ করে! ইহা ব্য-

তীত তাহাদের যোগ্যতা কি? ইহাই কি দেশের উন্নতি?

আমরা জনশ্রুতিতে, গ্রন্থে বা সংবাদপত্রে যুদ্ধ বিদ্যা সম্বন্ধীয় কত অভাবনীয় সাধন, নৈপুণ্য ও কৌশলের কথা শুনি, কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় শিশু যেমন ভূতের গল্প শুনিয়া অভিভূত ও পিঠা গাছের উপন্যাসে অবাক্ হয়, আমাদের ভাব, দশা বা জ্ঞান কি তদপেক্ষা কিছুমাত্র উচ্চতর?

আবার পৃথিবী-বেষ্টনশীল এত অসংখ্য মহা মহা অর্ণবপোত কলিকাতার বন্দরে যে দেখিতে পাই, তাহার কয়খানার স্বামিত্ব সত্বে আমরা অধিকারী আছি? এত যে সুবিশাল বাণিজ্য ব্যাপার লালদিঘীর চতুষ্পার্শ্বে এবং ভাগীরথী পুলিন ব্যাপিয়া প্রত্যহ দৃষ্ট হয়, তাহার কয়টা হাউসে এদেশীয় মহাশয়েরা দাস্যবৃত্তি ব্যতীত যথার্থ বণিক্‌বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন? প্রতি বৎসর অপর্য্যাপ্ত নীল বিক্রয় দ্বারা রাশি রাশি অর্থ যে উৎপন্ন হইতেছে, যাহাদের ক্ষেত্রে তাহা জন্মে, তাহারা কি লভ্য ভোগ করিতে পাইতেছে? চা প্রভৃতি যে সকল অভিনব বিস্তারিত কৃষির অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহাতে কি এদেশীয়েরা ধন সংগ্রহ করিতেছেন? এসব প্রসঙ্গে অল্প ইঙ্গিত দেওয়া অভিপ্রেত না হইলে আরো কত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিত। কৃষি বাণিজ্য সম্বন্ধে এই তো আমাদের উন্নতি

যদি রাজকীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তবে তাহাতেই বা কি? পূর্ব্বে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালেও শাসন সম্বন্ধে ও রাজ্যতন্ত্রের অন্যান্য ব্যাপারে হিন্দুরা কি এত দূর অপদার্থ ছিল? তাহারা কি সেনা নায়ক, জিলার বিচারক এবং প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হইত না? তাহারা কি স্বাধীন বণিক্‌বৃত্তি চালাইতে সমর্থ ছিল না? অমন স্বেচ্ছাচারী দৌরাত্ম্যশীল দেশাধিপতির অধীনেও তাহারা কি শাসন-কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইত না? তুলনা তুলিতে গেলে অন্যান্য অনেক বিষয়ে বহুল উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইংরাজের ন্যায় এমন সভ্যতম জাতির রাজত্বে তাহা তো হইবেই—অধিক যে হয় না ইহাই আশ্চর্য্য, ইহাই আক্ষেপের বিষয়! মুসলমানেরা সাধারণতঃ ধর্ম্ম দ্বেষী ও উৎপীড়ক ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের দুই একটী প্রধান গুণের নিমিত্ত দেশে এত মর্ম্মপীড়া জন্মিত না। অর্থাৎ যেমন তাহারা পীড়ন পূর্ব্বক প্রজার অর্থাকর্ষণ করিত, তেমন তাহারা পূর্ব্বাধিবাসীদের সহিত দেশবাসী হওয়াতে পরস্পরে সমবেদনাশীল ও সমস্বার্থবান ছিল। কাজেই তাহারা উক্তরূপ বলার্জ্জিত অর্থ এই দেশেই ব্যয় করিত। যেমন এক ঘাট হইতে জল উঠাইত, তেমন সেই জলাশয়েরি অপর ঘাটে তাহা ঢালিয়া দিত—সরোবরের মূল জল কমিত না! এখন হায় ভাবিয়া দেখুন দেখি, কোটী কোটী টাকা মিলে-

টারি ও সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বেতন স্বরূপ এবং অন্য শতবিধ বিষয়ে ভারতবর্ষ যাহা প্রদান করিতেছে, তাহা সাত সমুদ্র তের নদী পারে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে!

মুসলমানদিগের আর একটী মহদ্‌গুণ ছিল, তাহারা বিজিত জাতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিত, সখ্যভাবে মিশিত এবং সমাজের স্বরূপাবস্থা জানিয়া কার্য্য করিত। এখনকার ইংরাজ রাজপুরুষেরা কি তাহা করিয়া থাকেন? বরং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মহানুভব ইংরাজ মহোদয়েরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সদয় হৃদয় ছিলেন। এক্ষণে তাহা স্বপ্ন বা উপন্যাস বৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণকার মহা প্রভুরা স্নেহ মমতা করা দূরে থাকুক, বরং আমাদিগকে ঘৃণা করেন। ইঁহারা আমাদের সহিত মিশেন না, আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা ভাল বাসেন না, আমাদের সুখ দুঃখ প্রায়ই বুঝেন না! তাঁহাদের অধিকাংশই এই রূপ, অতি অল্পাংশ—শতে দুই এক জন মাত্র তদ্রূপ বিরূপ নহেন। ইঁহাদের অধিকাংশই স্বজাতীয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—স্বেচ্ছাচারে উন্মত্ত!

এখন এ দেশীয় কেহ কি সেনাপতি ও মন্ত্রীর কার্য্য পাইতেছেন? সেনাপতিত্ব দূরে থাকুক, সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারীর পদও কি আমাদের নিমিত্ত মুক্ত আছে? মন্ত্রীত্ব দূরে থাকুক, মন্ত্রীবর্গের কার্য্যালয়ে "রেজিষ্ট্রার" নামা প্রধান কেরাণীর পদও এ দেশীয়ের পক্ষে দুর্ল্লভ পদার্থ। এ দেশীয়ের যোগ্যতা নাই বলিয়া কি এ দশা ঘটিতেছে? তাহা হইলে তো প্রচুর প্রবোধের কারণ থাকিত। সে কপট আপত্তি আর এখন খাটে না! তাহার দিন গিয়াছে! 'যোগ্যতা নাই, যোগ্যতা নাই' বলিয়া আমাদিগকে যত পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিবার উদ্যোগ হইয়াছে, আমাদের উন্নতমেধা যুবারা ততই ফাকে ফাকে গুড়ি মারিয়া—ততই আস্তে আস্তে কনুই ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া বুকঠুকিয়া দাঁড়াইয়াছে—ততই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুর মুখ চুণ করিয়া দিতেছে! এখন অযোগ্যতার ছুতা আর শুনা যায় না—এখন সে রব তুলিবার আর যো নাই! কিন্তু হায়, তথাপি সেই পরীক্ষিত যোগ্যতার উপযোগী পুরস্কার দানে রাজপুরুষেরা মুক্তহস্ত নহেন—তথাপি অপেক্ষাকৃত অল্পযোগ্য স্বজাতীয়কে প্রায় তাবৎ প্রধান পদে নিযুক্ত রাখিয়া রাজকোষের অর্থ, প্রজার সন্তোষ এবং আপনাদের মর্য্যাদার হানি করিতেছেন!

যদি বলেন প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারাসনে এ দেশীয় বসিতেছে, ব্যবস্থা সভায় এদেশীয়েরা সভ্য আসন প্রাপ্ত হইতেছে এবং স্বর্গীয় চিহ্নিত কর্ম্মচারী শ্রেণীতে এদেশীয় লোক প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে। স্বীকার করি ইহা হইতেছে, এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে নয়! প্রধান বিচারালয়ে এত আসনের

মধ্যে একটী মাত্র এদেশীয়ের দ্বারা পূর্ণ আছে। অধিক হয় না কেন? এ-দেশীয়েরা যে কর্ম্ম না পারে, তাহাতে মহার্ঘ ইউরোপীয় নিযুক্ত হউন, কথা মাত্র কহিব না। যখন একাধিক দেশীয় যোগ্য বিচারক সুলভ, তখন অন্ততঃ অর্দ্ধ সংখ্যক দেশীয় বিচারক হওয়াও উচিত। ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধেও ঐ রূপ ও তদপেক্ষা উচ্চতর আপত্তি হইতে পারে, বাহুল্যাশঙ্কায় তদুল্লেখে নিরস্ত রহিলাম। কেবল এই মাত্র বলি যে, যে কয়েক জন দেশীয় মহাশয় ব্যবস্থাপক পদে উপবিষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের স্বদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হইলেও তাঁহাদিগের মতামতের প্রতি যত মান দান হইয়া আসিতেছে, তাহা কাহারো অগোচর নাই? পরিশেষে বক্তব্য, দেশীয় লোকের সিবিলিয়ান হওনের পক্ষে যত সৌভ্রাত্রভাব, যত দূর সুখ, তাহাও কি পদে পদে লক্ষিত হইতেছে না?

আমরা আমাদেরি ঘরের লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত এত কথা বলিতে বাধিত হইলাম। যাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে কেবলই উন্নতি দেখেন, তাঁহারা যেন উৎসাহোন্মত্ত হইয়া এই সমস্ত তত্ত্ব বিস্মৃত না হয়েন! এই উদ্দেশেই এসব বলা। এ সকল স্মরণ করিবার সময় সুদ্ধ শাসক সমাজের কার্য্য দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকা বিধেয় নয়, সেই সেই কার্য্যের পশ্চাতে কার্য্যকারীগণের আন্তরিক ভাবও যেন ধ্যান-গত থাকে। তাহা হইলেই দেশের রাজকীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতির যত সম্ভাবনা, তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট রহিবে না! বহু বহু ব্যাপারে ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে, একথা বঙ্গ বিদ্যালয়ের বালকেরাও জানে; কিন্তু সে সব কি সেই ধাতুর উন্নতি, যদ্দ্বারা ভারতবাসী জন সমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ ধরণের সামাজিকত্ব ও মনুষ্যত্ব সাধনের যোগ্যতা লাভে সমর্থ হইতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা নহে। "ভারতের লোক মোটা খাও, মোটা পর; অল্প স্বল্প উপার্জ্জন কর; বেশী আকাঙ্ক্ষা ক'রো না; তোমাদের ভালর জন্য আমরা যা করি তাতে কথা ক'য়ো না; চুপ করিয়া থাক; বেআদবি ক'রোনা; চাষী থাক, কাপড় বুনো না; ডেপুটী থাক ফুল হ'য়ো না; আপনাদের ভাল আপনারা বুঝো না; সংবাদপত্রে গল্প ও কাব্য লিখ, রাজ্যতন্ত্রের আলোচনা ক'রো না; সভাস্থলে সামাজিক আচার শোধনের চেষ্টা কর, আইনের দোষ ধ'রো না!" আমাদিগকে এই ধরণের সমাজিকত্ব ও মনুষ্যত্ব সাধনের উপযোগী করিয়া দিতে আমাদের জেতৃজাতি প্রস্তুত—ইহার অধিক বাসনা দেখিলে অনেক গুণপুরুষ ইংরাজ জ্বলিয়া উঠেন—অনেকে অকৃতজ্ঞ ও দুরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া গালি দেন—অনেকে প্রকারান্তরে জব্দ করিতে বাঙ্গালীকে কিশোরী ও সুরেন্দ্রের দশায় নিক্ষেপ করিতেও চান! এই তো রাজকীয় বিষয়ে উন্নতি! নিকৃষ্ট বিষয়ে উন্নতি হইলে কি হইবে? যাহাতে আমরা জাতিপদ বাচ্য হইতে পারি, সেই উন্নতিই প্রার্থনীয়। যত দিন তাহা না হইতেছে—যত দিনে দয়ালু রাজপুরুষেরা তদুপযুক্ত উপায় ও অধিকার আমাদিগকে অর্পণ না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত যে যে বিষয়ে যতই উন্নতি হউক, সে সব ভাক্ত উন্নতি, অনুরূপ উন্নতি, নিকৃষ্ট উন্নতি বা শাখা-উন্নতি!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। বঙ্গভূষণ।

"বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশ-পদী কবিতানুসারে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। (সটীক) মূল্য আট আনা।" এই পদ্য গ্রন্থখানি পরমদানশীলা দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "আমি যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা স্বদেশমুখোজ্বলকারী মৃত ব্যক্তিগণের বিষয় অবগত হইয়াছি, এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত করিলাম।" অপিচ "বারান্তরে অপরাপর যে সকল মৃত মহাত্মাদিগের গুণাবলী সংগ্রহ করিতে পারিব, তদ্দ্বারা বঙ্গভূষণের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট রহিলাম।"

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। যখন পাঠ সমাপ্ত করি, তৎকালে সমীপস্থ কোনো বন্ধু পুস্তক খানি স্বীয় হস্তে লইয়া ইহার বহিঃপত্র, বিজ্ঞাপন এবং দুই তিনটী কবিতা ও টীকা পড়িয়া বলিলেন "পদ্যে লিখিবার কি আবশ্যক ছিল? জীবন-বৃত্তান্ত বোধক কোনো নাম দিয়া এই উপাদেয় উপকরণ ও বিবরণ গুলি গদ্যে সংগৃহীত হইলে আরো ভাল হইত, ইত্যাদি।"

বান্ধববরের এই উক্তি আমাদের অনুমোদনীয় হয় নাই। তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষেপ এই, যে, সল্লেখক, সদ্ভাবক, সদনুষ্ঠাতা ও সৎপ্রতিভান্বিত অসামান্য গুণজ্ঞান-সম্পন্ন সামাজিকগণের গুণগান বা গুণ স্মরণ করা এবং তাঁহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করা, দুটী পৃথক্ পদার্থ। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলী, আখ্যায়িকাকারে লিখিতে হইলে দোষ গুণ, ভাগ্য, অবস্থা প্রভৃতি সকলই বিবৃত করা আবশ্যক—তাহা শীতল ইতিহাস! তাহার প্রয়োজন ও উপকার স্বতন্ত্র।

আর, কোনো ব্যক্তি কোনো গুণ বিশেষের প্রভাবে সমাজের উপকার করিয়াছেন, বা কোনো অসা-

ধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের অনুরাগ, প্রণয় বা ভক্তিভাজন হইয়াছেন, তাঁহার সেই একটী বা সেই কয়েকটী গুণ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সেই অনুরাগাদি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। তাঁহার জীবনে অন্য শতবিধ ক্ষীণতা, দোষ বা ত্রুটী থাকে থাকুক, আমাদের অন্তঃকরণ তাহার দিগে দৃক্‌পাতও না করিয়া যে অমৃত গুণের প্রবল স্রোতে তেমন সহস্র হীনতাকে ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে, সেই গুণই স্মরণ করিতে চায়—উচ্চৈঃস্বরে সেই গুণের মাহাত্ম্য গান করিতেই মহোৎসাহী, তদ্রূপ প্রসঙ্গ শীতল গদ্যাপেক্ষা উষ্ণ পদ্য সমধিক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং চাতুর্য্য সহকারে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ মাত্র নাই!

দ্বিতীয়তঃ বন্ধুবরের আপত্তি প্রামাণ্য হইলে তবেতো ইতিহাস-লেখক ও জীবনী-লেখকের লেখনী বতীত মহাত্মাদিগের গুণগান বিষয়টী কবির অধিকার ভুক্ত হয় না? মানব সমাজের অতি পুরাকাল হইতে বীর ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাপুরুষবর্গের যশঃকীর্ত্তন কার্য্যটী কবি কুলের সদুত্তেজক ও সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শক অগ্নিময় কবিতা, গাথা, শ্লোক বা গান দ্বারা যে সুসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা কি তাঁহাদিগের অনধিকার চর্চ্চা রূপে নিন্দনীয় না যথোপযুক্ত পদবীতে পরম পূজনীয় আছে? তবে তো বাল্মিকী রাম মাহাত্ম্য লিখিয়া ভাল করেন নাই? তবে তো চাঁদ (চন্দ্) কবি রাজপুত্র জাতির অতুল কীর্ত্তিকলাপ মোহকরী পদ্যে লিখিয়া গিয়া অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন? প্রিয়বন্ধু কি স্কটের নবন্যাসাবলীতে হাইল্যাণ্ডীয় প্রতি ক্লানের ও টড্ সাহেবের রাজস্থানে প্রতি রাজপুত্র বংশীয়ের কুল-কবি কুলের মনোরম্য কাহিনী পাঠ করেন নাই?

ফলতঃ জীবনী-লেখক জীবন বিবরণ সংগ্রহ করুন, দোষগুণ তন্ন তন্ন রূপে বিচার করুন, ঘটনার কার্য্যকারণ ভাব উপমিতি অনুমিতির পদতলে নিক্ষেপ করুন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই—তাহাতে বিভিন্ন ধাতুর বিস্তর উপকার স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহার সহিত কবির কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্বন্ধ কি? তাঁহাদিগের অপেক্ষায় কবি কি চুপ করিয়া থাকিবেন? বাবু রাম গোপাল ঘোষ শবদাহ সম্বন্ধীয় রাজাজ্ঞার প্রতিবাদে টাউন হালে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন—বিপক্ষবর্গকে কাঁপাইয়া দিলেন—স্বদেশীয় ছোট বড় সকলের চিত্তে আশা ও আনন্দের উদ্রেক করিলেন, সকলে শুনিয়া তাঁহার নামে ধন্য ধন্য রব তুলিল! তখন কি তাঁহার জীবন-লেখকের অপেক্ষায়—তাঁহার জীবনে কোনো দোষ আছে কিনা তাহার বিচারের অপেক্ষায় লোকে সাধুবাদের উচ্চ ধ্বনি উঠাইতে নিরস্ত ছিল? তাহা যদি অসম্ভব হয়, তবে কবির পক্ষেও উক্তরূপে বসিয়া থাকা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। কবি কে? যেটী যেরূপ, শব্দ-চিত্র দ্বারা কল্পনার নয়ন সমীপে সেটীকে অবিকল তদ্রূপ দেখাইয়া দিতে পারিলেই কবি হয়! এ বিষয়ে অর্থাৎ মহাত্মাগণের গুণ স্মরণ বিষয়ে কবি সাধারণ লোকের প্রতিনিধি। গুণ ঈক্ষণ মাত্রেই (গুণীর জীবনের অন্য কথা মনে না করিয়া) লোকে যেমন বাহবা বা ধন্যবাদ দিতে তৎপর, ঠিক সেইরূপে প্রতিষ্ঠাভাজনের যে ব্যাপারটী প্রতিষ্ঠার যোগ্য, কবি বাহু তুলিয়া তাহাই কেবল ঘোষণা করেন! যদিও সেই গুণীর কোনো দোষের কথা উল্লেখ করিতে হয়, সে কিরূপে? লোকে যেমন কোনো দুশ্চরিত্র অসামান্য ধীসম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসা কালে বলিয়া থাকে, "বা! অমুকের কি বুদ্ধির দৌড়, অথবা কি কলমের তেজ, কিন্তু হায়! যদি অত মদ না খাইত, তবে না জানি আরো কত উপকারই করিতে পারিত ইত্যাদি!" কবিও তত্তুল্য কোনোরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন, এই মাত্র। তিনি জীবন লেখকের ন্যায় হাইকোর্টের বিচারালয়ে বসিয়া মীমাংসাপত্র লিখেন না! অতএব রাজকৃষ্ণ বাবু এই পদ্যগ্রন্থ লিখিবার সম্পূর্ণ অধিকারী!

এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য তিনি সেই অধিকার কিরূপে পালন করিয়াছেন? আমাদের মতে তাঁহার কল্পনা, বর্ণনা ও উপমা উৎকৃষ্ট না হউক সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছে—একটীও অধম নয়। যদি অনুকরণানুরাগ চরিতার্থ করণার্থ চতুর্দ্দশপদী শৃঙ্খলে বিষয়-বিবৃতিকে বদ্ধ না করিতেন, তবে নায়ক বিশেষের গুণ-গরিমার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি বা খর্ব্বতা ঘটিয়া আরো সুন্দর হইত। কোনো প্রবন্ধের শিরোভূষণ বা অন্যবিধ প্রয়োগ নিমিত্ত তাঁহার কবিতার বহু স্থল অনেক লেখকের অনেক উপকারে লাগিতে পারিবে। এবং স্বদেশীয় শ্রেষ্ঠ-পুরুষ বৃন্দের গুণ স্মরণার্থ স্মৃতিশীল ভক্তগণের পক্ষে এই কবিতাগুলি অত্যন্ত সুগম উপায় হইল। আবার কাহারো কাহারো বিবেচনায় তাঁহার কবিতা অপেক্ষা কবিতার টীকা গুলি আরো উপকারী হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাতঃস্মরণীয় এবং চিরস্মরণীয় শ্রেণীর অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ সব টীকায় সুপ্রাপ্য। অনুমান করি তন্মধ্যস্থ অনেক মহাশয়ের নাম অনেকে পূর্ব্বে শুনেন নাই, অথচ তাঁহাদের নাম লুপ্ত হওয়া উচিত নয়! এত সংগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রম থাকা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু এত যত্নে এত সংগ্রহ যে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। এ প্রকার উদ্যম মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি-সাধক। যদি এই পুস্তকের মধ্যে অন্য কোনো গুণ না থাকিত, তথাপি ইহা এই জন্যও আদরের বস্তু হইতে পারিত। বর্ত্তমান অবস্থায় যিনি কেহ এরূপ শ্রমসাধ্য ও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, তাঁহাকে সমুচিত উৎসাহ ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করা শিক্ষিত সমাজের এবং সহযোগী মহাশয়দিগের সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। অতএব একান্তচিত্তে প্রার্থনা করি, সকলেই যেন এক এক খণ্ড "বঙ্গভূষণ" গ্রহণ দ্বারা আপনারা স্বদেশীয় শ্রেষ্ঠ গুণী মানী

ধনী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও আমোদ লাভ এবং তৎ প্রণেতা ও ভবিষ্যতের তদ্রূপ লেখকের প্রতি অবশ্য-দেয় উৎসাহ দান করিতে কৃপণ না হয়েন!

২। ললিতা সুন্দরী।

আমরা উক্তাভিধেয় একখানি সুদৃশ্য কাব্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পাঠেও প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা প্রেম-ঘটিত কাব্য। ইহা কবির লেখা বটে। ভাষা সুললিত; বর্ণনা তেজস্বী ও দৌড়দার; অনেকস্থলের উপমা ও ভাব রস হৃদয় গ্রাহী; কিন্তু কোনো কোনো স্থানে ভাব অস্পষ্ট হইয়াছে। এবং কল্পনা-বৈচিত্র্য ও বর্ণনা-বৈচিত্রের অভাব অনুভূত হইতেছে। তজ্জন্যই সুন্দর রচনা হইয়াও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয় নাই। যাহাহউক এখানি পাঠ করিয়া তল্লেখককে একজন কবি বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার নিকট ভবিষ্যতের প্রচুর আশা করিতে পারি। বেণেটোলা নিবাসী বাবু অধরলাল সেন ইহার রচয়িতা—মূল্য ছয় আনা মাত্র।

৩। নবরসাঙ্কুর।

অদ্য কেবল পদ্য আলোচনাই আমাদের ললাটে লিখিত ছিল! সুখের বিষয়, তাহার একখানিরও অপ্রতিষ্ঠা করিতে হইল না! শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র রায় "নবরসাঙ্কুর" প্রণয়ন করিয়াছেন। ভূমিকা পাঠে জানা গেল নয়টী রস সম্বন্ধে বালকগণের বোধ সৌকর্য্য সাধনই এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। অদ্ভুত, হাস্যাদি নবরস ও প্রভাত, সন্ধ্যাদি কাল বর্ণনা এবং মনের প্রতি উপদেশ, এই কয়টী পদ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকল গুলিই অমিতাক্ষর। যে উদ্দেশে রচিত, তাহার উপযুক্ত বটে। ভাবের গাম্ভীর্য্য, রচনার মাধুর্য্য এবং শব্দবিন্যাশ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের চাতুর্য্য উত্তম। যেমন কতকগুলি দুরূহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমন তাহা নীরস ও কর্কশ নহে এবং টিপ্পনী দ্বারা তত্তাবতের অর্থ বিশদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানি বাঙ্গালা পাঠশালায় প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধীত হওয়া উচিত। আমরা একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

বিভৎস রস।

"অবলোকি অর্ণপূর্ণা, কুটীর ভিতরে,
ফুল্লরা, নিষাদ কালকেতু প্রণয়িণী,
চমকি কহিল,—কেন নিষাদভবনে,
নিতম্বিনি? কে কুটীরে একাকিনী এলে?
পশু, পক্ষী অস্থি মাংস পূরিত মন্দির
গন্ধময়; অস্পর্শীয় কিরাতের বাটী;
এখানে কেন মা তুমি কুরঙ্গনয়না,—
সুরঙ্গিনি? অন্ত্যজন্মা * ঘৃণিত সহজ
পাপাত্মক; সদা রত প্রাণীহত্যাপাপে
নিষাদ, আবৃত মলে মলকীট যথা
স্বভাবে, তেমতি এই নিষাদ কুলজী †
স্বাভাবিক পাপী,—নহে স্পর্শযোগ্য
জাতি।
নিবেদিব আর কি মা ও পদরাজীবে,
রাজলক্ষ্মী! লক্ষি রাজলক্ষণ তোমাতে
সুবদনে! নহ তুমি প্রকৃতা রমণা।"

* অন্তজন্মা, জঘন্য জাতি।
† কুলজী, বংশাবলি।

রায়জী মহাশয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আবার বিবাহ।

হিন্দুর ঘরে শুভ বিবাহ সামান্য ব্যাপার নহে। লোকে কথায় বলে, "লাক কথা নইলে বে হয় না!" সুন্দরীর শুভ বিবাহে যে কয়টা কথা হইয়াছিল, তাহা বোধ করি পাঠকগণ অঙ্গুলির পর্ব্বে গণিতে পারেন! আবার তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত (শাস্ত্রীয় ও মেয়েলি) মাঙ্গলিক আচার, ব্যবহার, দান, উপহার এবং ভোজাদি হইয়া থাকে, তত্তাবতের ঘটাও যত হইল, তাহা পাঠকগণের অগোচর রহিল না!—বর আপনি প্রসাদী হলুদ ক'নের বাড়ীতে (কাছে) দিয়া আইলেন—ক'নে আপনি হুলু দিলেন—এমন বিবাহ কোনো বাঙ্গালী আর কখনো কি দেখিয়াছেন? আবার পশ্চাতে যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহা আরো চমৎকার ব্যাপার!

বিবাহের মন্ত্র পড়া সমাপ্ত—দক্ষিণান্ত হইল। পুরোহিত এক টাকা দক্ষিণা পাইলেন। পাছে তিনি তাহাতে কিছু কষ্ট হন, এজন্য তাঁহার যজমান তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন "খুড়ো, কিছু মনে ক'রো না বাপু! এমন দিন চিরকাল রবে না—আশীর্ব্বাদ কর, অবশ্যই ভগবান মুখ তুলে চাইবেন—তখন দেখ্‌বে একথা আমার মনে থাকে কিনা?" সেই বিনয় বাক্যের পোষকতায় রায়জীর দিদী ছল ছল নয়নে বলিলেন "হায়! আ'জ্ যদি আমার বাবা থা'ক্তেন, এমন লোকের ছেলের এমন বে, এ ও আমাকে দেখ্‌তে হলো! আ'জ্ চ'কের জল ফেল্‌তে নেই, কি করি আপনা হতেই আসে!" এইকালে হস্তদ্বারা গণ্ডবাহিনী ধারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কনিষ্ঠা সকরুণ স্বরে কহিকহিলেন "দিদি! কেঁদোনা; আ'জ্ কাঁদ্‌তে নেই—খুড়ো অমনি আশীর্ব্বাদ করুন, সুন্দরীর আয় পয় থাকে তো মাস না যেতে দাদার চাকরী হবে—তখন ওঁর এ ঋণ শুধ্‌বো!"

পুরোহিত এক টাকা দেখিয়া মনে মনে যতদূর বিরক্ত হইতে হয় হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের কাতরতা ও ভবিষ্যতে শুধরাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় মন কোমল হইল!—যথার্থই কোমল হইল!—বলিলেন "বাবা, তুমি আমার বেগুণ ক্ষেত—তোমার বাড়ীতে অনেক খেয়েছি, অনেক পেয়েছি,—তোমাদের অন্নেই মানুষ; কি ক'র্ব্বে? মা দুর্গা দিন দিলে আবার সব মনোমত হবে। আমার জন্যে কিছুমাত্র ভেবোনা—যাতে এখন (সুন্দরীর পিত্রালয়ের দিগে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ও দিগে অধিক ঢলাঢলি না হয়, তার পন্থা দেখ—আমিও নি-

শ্চিন্ত নই, একটা মতলব আস্‌ছে, দেখি যদি কিছু ক'র্ত্তে পারি!"

কি মতলব, জানিবার জন্য সকলেই মহা ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন—সুন্দরী পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরোহিত খুড়া খুলিয়া বলিলেন না—এই বলিয়া গেলেন "এখন না, দেখি আগে কি হয়—বৃথা আশা দিব না!"

পুরোহিত গমন করিলে আর যে যে অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, অর্থাৎ মাঙ্গল্য ভাঁড় খেলা প্রভৃতি বাসরের অনুষ্ঠান কোনো রূপে সম্পন্ন হইল। সুন্দরী উপবাসী ছিল না, বর দুগ্ধ পান মাত্র করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার ভগ্নীরা উভয়কেই ভোজন করাইলেন। তখন সুন্দরী বলিলেন "বেগুন ফুলের বে দেখ্‌তে আমাকে যেতেই হবে—ছোড়দিদী যদি দয়া ক'রে এগিয়ে দে এস!"

ননদিনীরা শুনিয়া অবাক হইলেন। বলিলেন "সে কি? আপনার বের রাত্রে অন্যের বেতে যাওয়া, এতো কখনো হয় নি!" সুন্দরী হাসিয়া উত্তর দিলেন "আপনার বের সম্বন্ধ আপনি করা আর আপনার বেতে আপনি হুলু দেওয়া, এ ও কি কখনো হয়েছে?" এই কথায় ছোট ননদ হাসিয়া খুন—বড় ননদ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন! পরে সুন্দরী বুঝাইয়া দিলেন, বেগুনফুলের বাড়ীতে না গেলে এখনি তাঁহাকে লইতে আবার লোক আসিবে; তাহা হইলেই প্রমাদ বাঁধিবে। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত তাঁহার যাওয়াই মতার্য্য হইল। কনিষ্ঠা ননদিনী লইয়া গেলেন এবং বিবাহবাটীর খিড়কীতে সুন্দরীকে রাখিয়া ফিরিয়া আইলেন।

এক্ষণে একবার পুরোহিত ঠাকুরের চরণানুসরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তিনি সম্পূর্ণ আশা না দিউন, আভাষ তো দিলেন। সেই আভাষ দিয়া কোথায় গেলেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। অতএব শ্রবণ করুন।

গ্রামের জমীদার বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করেন—তিনি প্রায় প্রত্যহই তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাকে জমীদার বাবু বলিয়া পরিচয় দিলাম, কিন্তু গ্রামের তাবৎ লোক তাঁহাকে সুদ্ধ 'বাবু' বলিয়াই উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনী, তেমনি প্রবল-প্রতাপ, তেমনি গরিবের মা বাপ ছিলেন। রায়জী মহাশয়ের সহিত তাঁহার এক প্রকার সখ্যতা ভাবই ছিল। বাবু অত্যন্ত সঙ্গীতানুরক্ত; সুতরাং রায়জীর ন্যায় গায়ককে ভাল বাসিবেন বিচিত্র কি? বিশেষতঃ দুই জনে সমবয়স্ক। বাল্যকালাবধি রায়জী বাপের দুলাল ছিলেন, সংসারের জ্বাল যন্ত্রণা জানিতেন না, বাবুর কাছে কখনো হাত পাতেন নাই—সর্ব্বদা সহবাস-জনিত সমভাবেই কাটাইতেন। এখন যে এত দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন, তথাপি বাবুকে জানান নাই—জানাইতে যেন মাথা কাটা যায়! ভগ্নীরা কি অন্য আত্মীয় জনেরা এ নিমিত্ত তাঁহা-

কে কত ভৎ সনা করিতেন, তিনি তথাপি নত হইতে সম্মত হইতেন না। বলিতেন "কলিকাতা হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সংসার চালাইব, তবু যাহার নিকট চিরকাল তেজে কাটাইতেছি, তাহার কাছে মান খোয়াইতে পারিব না, ইত্যাদি" এই অভিমান বশতঃ কয়েক দিবস ভাল বস্ত্রাভাবে ভদ্র সমাজে যে যাইতে পারিতেছেন না, তাহাও সহ্য করিতেছেন এবং বাবুর লোক ডাকিতে আইলে অস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া পাঠাইতেছেন, তথাপি প্রকৃত কথা কাহারো দ্বারা কি লিপি যোগে জ্ঞাপন করিতেছেন না—বরং তাঁহার দুই এক জন অন্তরঙ্গ যাঁহারা অভ্যন্তরের তত্ত্ব রাখেন অথচ বাবুর নিকট যাঁহাদের যাতায়াত আছে, তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া শপথ করাইয়াছেন, যে, তাঁহারা তাঁহার অবস্থার বিষয় বাবুর কর্ণে না তুলেন!

পুরোহিত খুড়া তদ্রূপ অন্তরঙ্গ নহেন, কাজেই যজমানের যে এত নিরন্নতা দশা হইয়াছে, তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না, ঐ দিন টের পাইলেন। বিবাহের গোলে পুরোহিতকে কোনো রূপে নিষেধ করিয়া দিতে রায়জীর ভুল হইয়াছিল। পুরোহিত বাবুর বাটী যেমন সর্ব্বদা যান, সে দিনও তেমনি গেলেন। কিন্তু সে দিন অন্য দিনের মত কেবল গল্প করিতে যাওয়া নয়—কোনো বিশেষ অভিসন্ধি সিদ্ধার্থেই গমন। সে অভিসন্ধির সূত্রপাত বিবাহের দক্ষিণান্ত কালেই তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে।

বাবুর সভায় বিস্তর লোক; বাবু একটু আদ্‌টু আফিঙ্গ সেবনও করিয়া থাকেন, এজন্য অধিক রাত্রি না হইলে বৈঠক ভাঙ্গে না। পুরোহিত ঠাকুর ভট্টাচার্য্য মানুষ, তত বিলম্ব করিতে পারেন না; অথচ সকলের সমক্ষেও অভিপ্রেত কথা বলা হইবে না। বাবুকে বিরলে ডাকিয়া কি বলা উচিত? বহুক্ষণ মনোমধ্যে এই রূপ বিতর্ক করিতেছেন, মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহার উৎকণ্ঠা-ভাব নিরীক্ষণে সভাস্থ কেহ কেহ দুই একবার কারণ জিজ্ঞাসাও করিল, তথাপি তিনি ফুটিতে সাহস করিতেছেন না। তদ্দর্শনে বাবু স্বয়ং বলিলেন "কেন ভট্টাচার্য্য, তোমাকে এরূপ তো কখনো দেখা যায় না? কি হয়েছে বলই না কেন?" ভট্টাচার্য্য উত্তর না দিয়া কেবল এদিগ ওদিগ চাহিলেন। বাবু বুঝিয়া বলিলেন "তবে কি আমার সঙ্গে নির্জ্জনে বলিবার ইচ্ছা?" আকার প্রকারে তাহাই মনোগত বুঝিতে পারিয়া বাবু সদয় অন্তঃকরণে বিরল গৃহে গমন করিলেন—ভট্টাচার্য্য পরমোৎসাহে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রায়জী ও তাঁহার ভগ্নীদের প্রমুখাৎ যত দূর যাহা শুনিয়াছেন, আপনি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং অনুমান ও কল্পনা দ্বারা যেরূপ বুঝিয়াছেন, পুরোহিত একে একে বাবুকে তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। বাবু অবহিত চিত্তে আদ্যন্ত উত্তমরূপে শুনিয়া এবং অস্পষ্ট স্থল প্রশ্ন দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইয়া

রায়জীর দুরবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা-মূলক অভিমানে অত্যন্ত বিরক্ত, সুন্দরীর আশ্চর্য্য রূপ গুণ ও অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে মহা মহা সন্তুষ্ট, লোচন ঠাকুরের দানবত্ব ব্যবহারে ঘৃণা সহ রাগত, বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত এবং সর্ব্ব সমষ্টিতে যে একটী কৌতুক রঙ্গ ঘটিয়াছে অথবা লোচন টের পাইলে শতগুণে ঘটিবে, তাহাতে হাস্যরসাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন! শেষের রসে এত মগ্ন যে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরমপ্রিয় সমবয়স্যদ্বয়কে ডাকিয়া সকল কথা বলিয়া তিন জনে হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন—বৈঠকখানার লোক জন অবাক্!

অবিলম্বে ঐ বন্ধুদ্বয়ের সাহায্যে ইতিকর্ত্তব্যতা ধার্য্য করিয়া বাবু দেওয়ানজীকে ডাকাইলেন। বলিলেন "দেওয়ানজি! গ্রামে ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে যত ঢোল, জগঝম্প, রামকাড়া, নহবত, সানাই, রোসনচৌকী প্রভৃতি বাদ্য পাওয়া যায় এখনি আনাও—এক তিলও বিলম্ব না হয়। আমার আত্মীয়, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী প্রভৃতি গ্রামের লোক ও দরওয়ান চাকর সকলকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল—একটা বিবাহ দিতে যাইতে হইবে! গ্লাসের ঝাড় পাও ভালই, নচেৎ হাত লাণ্টন ও রংমসাল প্রস্তুত কর। আশা সোটা প্রভৃতি বিবাহের সরঞ্জাম লোক জনের হস্তে দেও। বাটীর ভিতর হইতে ত্রয়োদশবর্ষীয়ার যোগ্য এক প্রস্তুত বাউটী সুটের অলঙ্কার, উত্তম চেলির যোড় ও সাটী, হার অঙ্গুরী এবং বাসরের শয্যা বাহির করিয়া আন। সতরঞ্চি, গালিচা ও তাকিয়া সর্ব্বাগ্রে পাঠাও—আমাদের নিমিত্ত সভা সজ্জা হউক—কোথায় পাঠাইতে হইবে তাহা তোমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিতেছি! আর কানাই সরকারকে বাজারে পাঠাও; লুচি, সন্দেস মিঠাই যত পায় লইয়া আইসে; বেশী না পায় সকল দোকানে এখনি তৈয়ার করুক, নিদেন দুই শত লোকের মিষ্টান্ন চাই; কতকগুলা চিড়ামুড়কীও আনাও; দধি দুগ্ধ পায় ভালই, না পায় নাচার। যাও—আর নিমেষ মাত্র অপেক্ষা ক'রো না, এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রস্তুত চাই; তুমি বাহিরের ব্যবস্থা কর, আমি আপনি বাটীর মধ্যে যাইতেছি!" অতি ত্রস্ত ভাবে এই সমস্ত বলিয়া দেওয়ানজীর কাণে কাণে যে স্থানে সভা হইবে, সেই স্থানের নাম শুনাইয়া দিয়া কহিলেন "এখন যে চাকরেরা বিছানা করিতে ও আলো দিতে যাইবে, তাহারা ব্যতীত অন্য কেউ যেন ঠিকানা না জানিতে পারে—ঐ চাকরদেরও ব'লে দেও এখন যেন কদাচ প্রকাশ না করে—তারা চুপি চুপি তাঁদের সদর বাটীর উঠানে গিয়া বিছানা করুক—কয়টা দাঁড়া ঝাড় সাজাইয়া রাখুক, আমরা গেলে জ্বালিয়া দিবে!"

অত বড় জমীদার—দেশের রাজা বলিলেই হয়—এক কথায় একশটা খুন হইতে পারে, তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্যোগে

ঐ সকল সিদ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? বাড়ীতে, বাজারে, ঢুলি পাড়ায় হুল স্থূল পড়িয়া গেল! চতুর্দ্দিকে পাইক, তৈনিতি, দরওয়ান ও সরকার ছুটিল—যাহাকে যাহা করিতে বলিল, সে তাহাই করিল—বাবুর হুকুম "না" বলিবে কে?

বাদ্যকর জড় হইল; দোকানে লুচিভাজা ও সন্দেস গড়া চলিতে লাগিল—পাঁচ ছয় খানা দোকানে দুই তিন ঘণ্টায় দুই তিন শত লোকের খাদ্য প্রস্তুত হওয়া অসাধ্য ও আশ্চর্য্য কি? সতরঞ্চি, গালিচা ও বরের বিছানাদি চালান হইল; সঙ্কেত-স্থানে অন্ধকারেই সভা সাজানো হইতে লাগিল; বরযাত্রী প্রায় একশত ভদ্রলোক সাজিয়া আইল। বাবু অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে গোপনে বর ক'নের নাম ও তাবৎ কাব্য বলিলেন। বাবু যুবা, গৃহিণী যুবতী—উভয়েই বরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—উভয়েই কৌতুক-প্রিয়—উভয়েই এই ব্যাপারে সম উৎসাহী হইলেন! মহা উদ্যোগ পড়িয়া গেল। পুর-মহিলারা কাহার বিবাহ জানিতে পারিল না, কিন্তু কর্ত্তা কর্ত্রীর দেখা দেখি মহা আমোদ—মহা উদ্যোগ করিতে লাগিল। বসন, ভূষণ, ফুলের মালা, বরণ-ডালা, স্ত্রী, এবং আলিপনা দেওয়া পীঁড়ি পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইল। তোরঙ্গ, পেটিকা, শিবিকা প্রভৃতি সমস্তই চলিল!

সকলের অগ্রে সমবয়স্য সমভিব্যাহারে বাবু; পরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি প্রায় একশত ভদ্র লোক; ভৃত্য, বাহক, অনুচরাদি অপর জাতীয় লোকও চল্লিশ পঞ্চাশ জন; সর্ব্ব পশ্চাতে শতাধিক বাদ্যকর। পাছে পূর্ব্বাহ্নে গোল হয় এজন্য আলো অতি অল্প। দুর্গাক্রমক বাহিনীর কুচের ন্যায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল!

একবারে রায়জী মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে প্রলয় শব্দের ন্যায় ঢোল, জগঝম্প, দামামা, রামকাড়া, ঘোড়ঘাই, সানাই প্রভৃতির ঘোর রোল উত্থিত হইল—এককালে আলো-ক্ষেত্র হইয়া পড়িল—কোথায় কিছু না, এক কালে ডাকাইত পড়ার ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকিতে পাড়ার আবালবৃদ্ধ জাগিয়া উঠিল! পাড়ায় যেন বিস্ময়ের মহা প্লাবন সহসা উপস্থিত হইল! সকলেই চক্ষু কচ্লাইতে কচ্লাইতে শয্যা ও গৃহ ছাড়িয়া কেহ রাস্তায়, কেহ ছাদে, কেহ গবাক্ষে ছুটিয়া যাইতেছে—এবাড়ী ও বাড়ী পরস্পরে জিজ্ঞাসা করিতেছে "ব্যাপার খানা কি?" কেহই কিছু নির্ণয় করিতে পারিতেছে না—পুরুষেরা রায়জীর বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিতেছে!

রায়জী স্বপ্নযোগে সুন্দরীগণ-মণ্ডিত বাসর ঘরে সুন্দরীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, এমত সময় রগড়ে কাঠি পড়িল—সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! তাঁহার ভগ্নীরা জাগিয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠা ও ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "দাদা কিসের বাদ্যি গা?" দাদা বলিলেন "কি জানি? এ যে আমা-

দেরই বা'র বাড়ীতে!" এই উত্তর দিতে দিতে ভাবিতেছেন, "আমি এখনও স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি?" এই ভাবিয়া গৃহদ্বার খুলিয়া দৌড়িয়া বাহিরে যাইতেছেন—সামান্য পুরদ্বার সামান্য ভগ্ন অর্গলে বদ্ধ ছিল, যেমন তাহা খুলিলেন, অমনি বাবু হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে তাঁহার সমবয়স্য দুই জনও আইলেন। রায়জী অবাক্ হইয়া বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বাবু বলিলেন "কৈ সুন্দরী কৈ? কৈ ক'নে কৈ?" রায়জীর মনে তখনও লোচনের ভয় বিলক্ষণ—জড় সড় হইয়া উত্তর দিলেন "সুন্দরী? ক'নে? সে আবার কি? বাবুর পান দোষ আবার কবে জন্মালো?" বাবু হাসিয়া কহিলেন "যবে জন্মাক, তা বোঝা যাবে, এখন আমাদের ক'নে কৈ? আমাদের সন্দেস কৈ?—তবু কথা নাই? এখনও লোচনের ভয়? তবে তুমি থাক—আমি দিদীর কাছে যাই।" এই বলিয়া বাবু হাতিনায় উঠিয়া "দিদি, প্রণাম হই—"

রায়জীর কনিষ্ঠা ভগ্নী তরঙ্গিণী হাতিনায় ছিলেন, বাবুকে চিনিতে পারিয়া "ও দিদি, বাবু—" বলিয়া দিদীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি এক খান জলচৌকি আনিয়া হাতিনায় পাতিয়া দিলেন। ত্রস্ত আবার ঘরে গিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। বাবু বসিলেন না। দিদী নিকটে আইলে বলিলেন "সে কি দিদি? বে বাড়ীতে অন্ধকার? বাসর ঘরের সাড়া শব্দ নেই? ক'নে কোথায়?"

দিদী ভাবিলেন, লোচন ঠাকুর বুঝি টের পাইয়া বাবুর কাছে আর্দ্দাশ করিয়াছে, বাবু তাই শাসন করিতে আসিয়াছেন! ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাবুর হাত দুটী ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন! বাবু কহিলেন "দিদি, ভয় কি?" দিদী বলিলেন "রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমার ভা'য়ের আর কেউ নেই—বংশটা যায়, এই জন্যেই এ কাজ ক'রেছি—আমারি সব দোষ, আমার ভাই কিছু জানেনা—"

দিদী আরো কত বলিতেন, বাবু হাসিয়া অল্প কথায় তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া দিদীর ভয় নিবারণ করিলেন। বাবু বুঝিলেন দিদী হইতে কোনো কার্য্য হইবে না, অতএব তরঙ্গিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সুন্দরী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তরঙ্গিণী দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত পরিচয় দিলেন। সুন্দরী তাহার বেগুনফুলের বাড়ীতে গিয়াছে, শুনিয়া বাবু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ক'নে বরের বাড়ীতেই আছে। এই কারণে বাটীতে আসিয়াই বাদ্যোদ্যমের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ক'নে চলিয়া গিয়াছে—অন্যের বাড়ীতে আছে, ইহা অগ্রে জানিতে পারিলে কদাচ গোলযোগ করিতেন না—সুন্দরীকে চুপি চুপি আনাইয়া পরে উৎসব আরম্ভ করিতেন। এক্ষণে ভয়ের বিষয়, পাছে লোচন ঠাকুর গোলের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া স্বীয় কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। তৎপ্রতিবিধানার্থ সমবয়স্যদ্বয় দ্বারা বাহির বাটীতে রটনা করাইয়া দিলেন, যে, রায়জীর নিমিত্ত দক্ষিণপাড়ায় এক কন্যা স্থির করিয়া বাবু তাঁহাকে বর সাজাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বাদ্যাদি সহ আসিয়াছেন। সুন্দরীর সহিত গোধূলিতে রায়জীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে ইহা কেহই জানেনা, সুতরাং ঐ কথায় সকলেরই প্রত্যয় হইল—পাড়ায় ঐ জনরবেরই স্রোত চলিল!

বাবুর সঙ্গে বরণডালাদি লইয়া কয়জন দাসী আসিয়াছিল, তাহারা হাতিনায় ও গৃহ মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তন্মধ্যে "সবি" নামে পরিচারিকা অত্যন্ত চতুরা, বাবু তাহাকেই নির্জ্জনে ডাকিয়া কোনো কৌশলে সুন্দরীকে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন যে ছলে হউক, অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তাহাকে আনিতেই হইবে। সবি চলিয়া গেল, এ দিগে তরঙ্গিণীর মুখে পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বাবু মনে মনে বুঝিলেন এয়োর নিতান্ত অভাব! বাবু যখন যে কার্য্য করিতেন, তাহার কিছুমাত্র অঙ্গহীন দেখিতে পারিতেন না। অতএব স্বীয় গৃহিণী ও অন্যান্য পুরন্ধ্রীগণকে আনিতে দাসী ও দ্বারবান পাঠাইয়া দিলেন।

তরঙ্গিণী আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলেন! দিদী পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিতে ছিলেন, এখনও আনন্দে তাই! রায়জী লজ্জা, হর্ষ, সন্দেহ—বিশেষতঃ সুন্দরী আসিতে পারে কি না এই আশঙ্কায় নিস্তব্ধ ছিলেন—মুখে বাক্য মাত্র নাই! বাবু পরিহাস ছলে অথবা সত্য সত্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহার উত্তর পাইলেন না! যে রায়জীর মুখে যেন খই ফুটে, কথায় কেহই আঁটিতে পারে না, সে রায়জী আ'জ্ মুক! বাবু দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন "কি ভাই? বর না চোর, এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছ না কি?" রায়জী উত্তর না দিয়া উঠিয়া তামাকু সাজিয়া আনিলেন!

বাবু ও রায়জী ভিন্ন বাটীর মধ্যে অন্য কোনো পুরুষ রহিল না। বাহিরে কিন্তু মহা ধুম! বাহির বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ ও চালা প্রভৃতি কিছুই আর নাই—কেবল উচ্চ পোতা আছে। মাঠের মত উঠান; সেই উঠান যুড়িয়া বিছানা হইয়াছে; সেই বিস্তৃত বিছানায় সকলেই; বসিয়াছে—বরের বিছানা পাতা হয় নাই; তাহা হইলে দক্ষিণ পাড়ার কথা ভাসিয়া যায়! এবং প্রথমে যে আলো-ক্ষেত্র করা হইয়াছিল, বাবুর ইঙ্গিতে এক্ষণে তাহার অধিকাংশ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বাবুর অনুযাত্রী দল ব্যতীত আরো কত দর্শক যে যুটিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। স্তবকে স্তবকে ভদ্র অভদ্র মণ্ডলে হাস্য কৌতুক চলিতেছে—বাবুর ভৃত্যবর্গ বিস্তর হুঁকা কলিকা আনিয়াছিল, ঘন ঘন তামাকু দিতেছে—পাড়ার অনেক বিজ্ঞ লোক

শ্বে যে দুই তিন ঘর রাইয়ত-মাগীরা আছে, তাহারাই আসিত—সবি কোথা হইতে যুটিল? সবি সাত জন্মেও তাঁহাদের বাড়ী মাড়ায় না! অতএব কতকদূর গিয়া সুন্দরী আর থাকিতে পারিলেন না—সহসা সবির হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া কাতরে বলিলেন "সত্যি বল্, কি হয়েছে? কে তোরে পাঠিয়েছে?"

সুন্দরীর ভাব দেখিয়া সবি মনে মনে হাসিতেছে, কিন্তু ভাবিল যদি ঠিক কথা খুলিয়া বলি, তবে হয় তো সুন্দরী ভয় পাইয়া বরের বাটীতে প্রবেশ করিবেন না; অতএব প্রকারান্তরে কার্য্য সাধিতে হইল। এই ভাবিয়া বলিল, "না, সুন্দরি, তোমার বাপের ব্যামো হয় নি।" সুন্দরী কহিল "তবে কি? তবে তুই আমায় কোথায়—"

সবি বলিল "ভয় কি? তুমি কি আমায় জাননা? তোমার যাতে মন্দ হবে, আমি কি তা ক'র্ত্তে পারি?"

সুন্দরী থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল "তুমি আমায় খুলে না ব'ল্লে আমি এক পাও যাবনা—"

সবি হাসিয়া বলিল "তবে শুন—তুমি আ'জ্ গোধূলি লগ্নে যে কাণ্ড করেছ, তা তোমার বাপ টের পেয়ে—"

সুন্দরী "অ্যাঁ—বলিস্ কি?" বলিয়া পথে বসিয়া পড়িল!

সবি বলিল "কেন? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার বাপ মোটেই টের পাবেন না? আ'জ্ হ'ক্ কা'ল্ হ'ক্ টের তো পাবেনি; বরং টের পেয়ে ভালই হয়েছে। টের পেয়ে বাবুর কাছে আর্দ্দাশ ক'র্ত্তে গিছ্লেন। বাবু তোমার বরকে ভাল বাসেন—তোমার বাপকে কিছু টাকা দিয়ে রাজি ক'রেছেন। তাই বাজনা বাদ্যি নিয়ে ঘটা ক'রে তোমার বে দিতে এসেছেন—তোমার কোনো ভাবনা নেই!"

সুন্দরী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তবে কি দক্ষিণপাড়ায়—বে—ক'র্ত্তে—যাওয়া—সত্যি নয়?"

সবি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল। তাহাতেই সুন্দরী বুঝিলেন, সে জনরব মিথ্যা। কিন্তু তাঁহার পিতা যে খপ্ করিয়া অল্প টাকায় সম্মত হইয়াছেন এবং বাবু যে তাঁহার বিশাল লোভের উপযুক্ত অত টাকা দিয়াছেন, ইহাতেও সন্দেহ হইল। সবিকে তদাভাষ ব্যক্ত করাতে সবি বুঝাইল, "যখন বে হয়ে গেছে, তখন আর তোমার বাপ কি ক'র্ত্তে পারেন? এই জন্যে সন্তুষ্ট না হয়েও আর দশ জনের কথায় হতে হয়েছে!" সুন্দরী বলিল "তবে আমাদের বাড়ীতে বাবু না গিয়ে এ বাড়ীতে কেন?"

সবি এ কথার উত্তর দিতে না দিতে তরঙ্গিণী ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরীকে একবারে কোলে করিয়া লইলেন—মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তোমার আয় পয়ে দাদা এখনি রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে উঠেছেন—এমন ঘটার বে কার হয়?"

ফলতঃ তৎকালে সুন্দরী ও সবি কথায় কথায় রায়জীর খিড়কীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তরঙ্গিণী পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কিয়দ্দূর হইতে তাহাদের কথা শুনিয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐরূপে সুন্দরীকে কোলে করিয়া আনিলেন। সুন্দরী নিতান্ত বালিকা নয়—নিতান্ত কৃশাও নয়, তথাপি আনন্দের উৎসাহে তরঙ্গিণী তাহাকে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া বালার ন্যায় অবলীলা ক্রমে ক্রোড়ে তুলিয়া দ্রুত চরণে বাটী প্রবেশ করিলেন—সুন্দরী একটী কথা কহিতেও সময় পাইলেন না!

এমত কালে বাবুর গুণবতী যুবতী-স্ত্রী, বাবুর সহোদরা, বাবুর খুল্লতাত-পুত্রী, বাবুর শালী, বাবুর মাতুল-কন্যা প্রভৃতি আট দশটী জাঁকালো এয়ো শিবিকারোহণে আসিয়া উপস্থিত! সেই কুটীর-গৃহ রূপসীদের রূপে, সুবর্ণ হীরকাদির চাক্‌চিক্যে এবং বাতির সেজে আলোময় হইয়া উঠিল—উঠানেও দাঁড়া ঝাড় জ্বলিতে লাগিল!

বাবুর গৃহিণী স্বহস্তে সুন্দরীর অষ্টাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার পরাইতে লাগিলেন। সুন্দরীর রূপ-মাধুরী, আকার প্রকার এবং মধুর বাক্যে বাবুর বাটীর তরুণীগণ মোহিতা প্রায় হইলেন। কর্ত্রী বলিলেন "মা! আ'জ্ হ'তে তুমি আমার মেয়ে হ'লে!" মঙ্গল শঙ্খ বাজিল। নহবৎ সানাই ঢোল জগঝম্প প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি হইল। দান সজ্জা সা-জানো, ছায়া মণ্ডপের চন্দ্রাতপ টাঙ্গানো, পুরোহিত দ্বারা আবার মন্ত্র পড়ানো, মহা ঘটার স্ত্রী-আচার প্রভৃতি বৈবাহিক সকল শুভ অঙ্গই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল!

দক্ষিণ পল্লীর বিবাহের জনরব জনরবই হইল—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল! এখন প্রকৃত সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিগে ছুটিল—পাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়াগেল—অধিকাংশ লোক মহা সুখী হইল! লোচন ঠাকুরকে কেহই দেখিতে পারে না; লোচনের চরিত্র, বিশেষতঃ স্বীয় কন্যাগণের প্রতি তাহার নির্দ্দয় আচরণ জন্য প্রতিবাসীরা চিরকাল তাহাকে ঘৃণা করে—বালকেরাও ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে না! সুতরাং এইরূপে সুন্দরীর শুভবিবাহ হওয়াতে সকলেই মহা সুখী। লোচন শুনিয়া জ্বলিতাঙ্গ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আরো আমোদ বৃদ্ধি হইল। রঙ্গদর্শী লোকে তাড়াতাড়ি লোচনকে সংবাদ দিল—যেন আত্মীয়তা ভাবে ব্যথার ব্যথী হইয়া শয্যা হইতে তুলিয়া শ্রবণ করাইল!

লোচন পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আইল—বাবু প্রথম হইতেই তৎপ্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; তদনুসারে দ্বারবানেরা সভাবাটীতে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না! তাহাতে আরো ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাস্তা হইতে চীৎকার স্বরে গালি দিতে ও কখনো বা রোদন করিতে, কখনো বা

খে যে দুই তিন ঘর রাইয়ত-মাগীরা আছে, তাহারাই আসিত—সবি কোথা হইতে যুটিল? সবি সাত জন্মেও তাঁহাদের বাড়ী মাড়ায় না! অতএব কতকদূর গিয়া সুন্দরী আর থাকিতে পারিলেন না—সহসা সবির হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া কাতরে বলিলেন "সত্যি বল্, কি হয়েছে? কে তোরে পাঠিয়েছে?"

সুন্দরীর ভাব দেখিয়া সবি মনে মনে হাসিতেছে, কিন্তু ভাবিল যদি ঠিক কথা খুলিয়া বলি, তবে হয় তো সুন্দরী ভয় পাইয়া বরের বাটীতে প্রবেশ করিবেন না; অতএব প্রকারান্তরে কার্য্য সাধিতে হইল। এই ভাবিয়া বলিল, "না, সুন্দরি, তোমার বাপের ব্যামো হয় নি।" সুন্দরী কহিল "তবে কি? তবে তুই আমায় কোথায়—"

সবি বলিল "ভয় কি? তুমি কি আমায় জাননা? তোমার যাতে মন্দ হবে, আমি কি তা ক'র্ত্তে পারি?"

সুন্দরী থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল "তুমি আমায় খুলে না ব'ল্লে আমি এক পাও যাবনা—"

সবি হাসিয়া বলিল "তবে শুন—তুমি আ'জ্ গোধূলি লগ্নে যে কাণ্ড করেছ, তা তোমার বাপ টের পেয়ে—"

সুন্দরী "অ্যাঁ—বলিস্ কি?" বলিয়া পথে বসিয়া পড়িল!

সবি বলিল "কেন? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার বাপ মোটেই টের পাবেন না? আ'জ্ হ'ক্ কা'ল্ হ'ক্ টের তো পাবেনি; বরং টের পেয়ে ভালই হয়েছে। টের পেয়ে বাবুর কাছে আর্দ্দাশ ক'র্ত্তে গিছ্লেন। বাবু তোমার বরকে ভাল বাসেন—তোমার বাপকে কিছু টাকা দিয়ে রাজি ক'রেছেন। তাই বাজনা বাদ্যি নিয়ে ঘটা ক'রে তোমার বে দিতে এসেছেন—তোমার কোনো ভাবনা নেই!"

সুন্দরী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "তবে কি দক্ষিণপাড়ায়—বে—ক'র্ত্তে—যাওয়া—সত্যি নয়?"

সবি হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল। তাহাতেই সুন্দরী বুঝিলেন, সে জনরব মিথ্যা। কিন্তু তাঁহার পিতা যে খপ্ করিয়া অল্প টাকায় সম্মত হইয়াছেন এবং বাবু যে তাঁহার বিশাল লোভের উপযুক্ত অত টাকা দিয়াছেন, ইহাতেও সন্দেহ হইল। সবিকে তদাভাষ ব্যক্ত করাতে সবি বুঝাইল, "যখন বে হয়ে গেছে, তখন আর তোমার বাপ কি ক'র্ত্তে পারেন? এই জন্যে সন্তুষ্ট না হয়েও আর দশ জনের কথায় হতে হয়েছে!" সুন্দরী বলিল "তবে আমাদের বাড়ীতে বাবু না গিয়ে এ বাড়ীতে কেন?"

সবি এ কথার উত্তর দিতে না দিতে তরঙ্গিণী ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরীকে একবারে কোলে করিয়া লইলেন—মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তোমার আয় পয়ে দাদা এখনি রাজ্যেশ্বর রাজা হয়ে উঠেছেন—এমন ঘটার বে কার হয়?"

ফলতঃ তৎকালে সুন্দরী ও সবি কথায় কথায় রায়জীর খিড়কীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তরঙ্গিণী পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কিয়দ্দূর হইতে তাহাদের কথা শুনিয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐরূপে সুন্দরীকে কোলে করিয়া আনিলেন। সুন্দরী নিতান্ত বালিকা নয়—নিতান্ত কৃশাও নয়, তথাপি আনন্দের উৎসাহে তরঙ্গিণী তাহাকে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া বালার ন্যায় অবলীলা ক্রমে ক্রোড়ে তুলিয়া দ্রুত চরণে বাটী প্রবেশ করিলেন—সুন্দরী একটী কথা কহিতেও সময় পাইলেন না!

এমত কালে বাবুর গুণবতী যুবতী-স্ত্রী, বাবুর সহোদরা, বাবুর খুল্লতাত-পুত্রী, বাবুর শালী, বাবুর মাতুল-কন্যা প্রভৃতি আট দশটী জাঁকালো এয়ো শিবিকারোহণে আসিয়া উপস্থিত! সেই কুটীর-গৃহ রূপসীদের রূপে, সুবর্ণ হীরকাদির চাক্‌চিক্যে এবং বাতির সেজে আলোময় হইয়া উঠিল—উঠানেও দাঁড়া ঝাড় জ্বলিতে লাগিল!

বাবুর গৃহিণী স্বহস্তে সুন্দরীর অষ্টাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার পরাইতে লাগিলেন। সুন্দরীর রূপ-মাধুরী, আকার প্রকার এবং মধুর বাক্যে বাবুর বাটীর তরুণীগণ মোহিতা প্রায় হইলেন। কর্ত্রী বলিলেন "মা! আ'জ্ হ'তে তুমি আমার মেয়ে হ'লে!" মঙ্গল শঙ্খ বাজিল। নহবৎ সানাই ঢোল জগঝম্প প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। চতুর্দ্দিগে জয় জয় ধ্বনি হইল। দান সজ্জা সাজানো, ছায়া মণ্ডপের চন্দ্রাতপ টাঙ্গানো, পুরোহিত দ্বারা আবার মন্ত্র পড়ানো, মহা ঘটার স্ত্রী-আচার প্রভৃতি বৈবাহিক সকল শুভ অঙ্গই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল!

দক্ষিণ পল্লীর বিবাহের জনরব জনরবই হইল—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল! এখন প্রকৃত সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিগে ছুটিল—পাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল—অধিকাংশ লোক মহা সুখী হইল! লোচন ঠাকুরকে কেহই দেখিতে পারে না; লোচনের চরিত্র, বিশেষতঃ স্বীয় কন্যাগণের প্রতি তাহার নির্দ্দয় আচরণ জন্য প্রতিবাসীরা চিরকাল তাহাকে ঘৃণা করে—বালকেরাও ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে না! সুতরাং এইরূপে সুন্দরীর শুভবিবাহ হওয়াতে সকলেই মহা সুখী। লোচন শুনিয়া জ্বলিতাঙ্গ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আরো আমোদ বৃদ্ধি হইল। রঙ্গদর্শী লোকে তাড়াতাড়ি লোচনকে সংবাদ দিল—যেন আত্মীয়তা ভাবে ব্যথার ব্যথী হইয়া শয্যা হইতে তুলিয়া শ্রবণ করাইল!

লোচন পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আইল—বাবু প্রথম হইতেই তৎপ্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; তদনুসারে দ্বারবানেরা সভাবাটীতে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না! তাহাতে আরো ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রাস্তা হইতে চীৎকার স্বরে গালি দিতে ও কখনো বা রোদন করিতে, কখনো বা

অভিসম্পাত করিতে এবং সর্ব্বশেষে আদালতে নালিসের ভয় দেখাইতে লাগিল! তাহার নিকটে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাবুর ঈঙ্গিত মতে জন কত ভদ্রলোক তাহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে হাত ধরিয়া তাহার বাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া গড়াগড়ি—যেমন কাহারো একমাত্র উপযুক্ত পুত্রকে দাহ স্থানে লইয়া যাওন কালীন তাহার পিতা মাতা আছাড় খাইয়া পড়ে, লোচন ঠিক সেইরূপে আর্ত্তনাদ, বক্ষে করাঘাত, মস্তকে ইষ্টকাঘাত, কেশোৎপাটন, হা হতোস্মি করিতে লাগিল! কখনো বা ছুটিয়া বাটীর মধ্যে গিয়া ব্রাহ্মণী ও কন্যাগণকে গালি দিতে লাগিল—"তোরাই সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! তোরা যদি তার বেগুণফুলের বাড়ীতে যেতে না দিস, তবে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়?" বলিতে বলিতে রাগে ফুলিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রহার করিতে উদ্যত — লোকে ধরিয়া রাখিল তাই রক্ষা, নচেৎ হয় স্ত্রীহত্যা নয় আত্ম হত্যা ঘটিবার অসম্ভাবনা ছিল না!

যথার্থ বলিতে গেলে, তাহার কন্যারা এই ঘটনাতে পিতার দুঃখে দুঃখিনী না হইয়া বরং সুন্দরীর ভাবী সুখ ভাবিয়া পরম সুখিনী হইতে লাগিল। ভগ্নী ভগ্নী পরস্পর আকার ঈঙ্গিতে মনের ভাব ব্যক্তও করিল! তাহাদের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া প্রাণের সহোদরার শুভবিবাহ দেখিয়া আইসে! কিন্তু পিতার ভয়ে তখন তাহা পারিল না। তাহাদের জননী স্বামীর অত্যাচার ভয়ে লুক্কায়িতা হইলেন, কিন্তু যাহারা তৎকালে তাঁহার মুখ দেখিয়াছে, তাহারা বলে স্বামীর কদর্য্য ভৎর্সনাতে তিনি অভিমানিনী কি রোদনশীলা না হইয়া বরং মুচকি মুচকি হাসিয়াছিলেন! পরে যখন দুই তিন জন ভদ্রলোক তাঁহার স্বামীকে ধরিয়া একটা গৃহে পুরিয়া শিকল দিল এবং স্বামী যখন বহু চীৎকারের পর ক্লান্ত হইয়া নীরব হইলেন কি ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন তিনি কন্যাদিগকে চুপি চুপি বলিলেন "যা না, একবার দেখে আয় না?—আহা তোদের বেতে একটা ঢোলও বাজেনি—পাঁচজন ব্রাহ্মণও খায়নি! সুন্দরীর বেতে এত বাদ্যি—এত ঘটা হ'চ্ছে, পোড়া কপালী একবার দেখ্‌তেও পেলেম না!" সুন্দরীর ভগ্নীরা চুপি চুপি রায়জীর বাড়ীতে গেলেন। তাঁহারা গিয়া দেখেন, বিবাহ হইয়া গিয়াছে, লোকজন আহার করিতেছে, সুন্দরী বরের বামে বাসর ঘরে বসিয়া আছে, বাবুর বাটীর রমণীগণ তাহাদিগকে লইয়া মহা আমোদ করিতেছেন, পাড়ার মেয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সকলেই সেই আমোদে যোগ দিয়াছে!

সুন্দরীর জ্যেষ্ঠাগণকে পাইয়া তরঙ্গিণী ও তাঁহার দিদীর আহ্লাদের সীমা নাই—উভয় পক্ষে বিনয়, অনুনয়, সাদর সম্ভাষণ, আনন্দের রোদন প্রভৃতি সময়োচিত সকলই হইল। কর্ত্রীও তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বাসর ঘরে

বসাইয়া আশ্বাস ও প্রবোধ বচনে বিধিমতে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু সুন্দরীর দিদীরা অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না—পিতার ভয়ে রাত্রি সত্ত্বেই ফিরিয়া গেলেন—কেবল মেজ্‌দিদী প্রভাত পর্য্যন্ত ছিলেন!

এদিগে বাহির বাটীতে বরযাত্রী ও পাড়ার আগন্তুক মাত্রকেই পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করানো হইল। অন্তঃপুরে সমাগতা স্ত্রী মণ্ডলীর মধ্যেও প্রায় কেহ অভুক্ত রহিলেন না। যতক্ষণ না এই সব সমাধা হইল, ততক্ষণ বাবু এক নিমেষের নিমিত্তও উপবেশন করেন নাই। সকলেই কহিল, যে, রায়জীর পিতা বর্ত্তমান থাকিলেও এতদূর পরিশ্রম করিতে পারিতেন না! বাবুর নামে ধন্য ধন্য রব হইল—এমন সদাশয়তা, এতদূর ঔদার্য্য এবং এরূপ বদান্যতা কেহ কখনো দেখাইতে পারে নাই!

এই রূপে রায়জীর শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইল—বাবু শেষ রাত্রে বাটী গেলেন—কর্ত্রী প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণ তথায় রহিলেন। পরদিন বেলা ৪।৬ দণ্ডের সময় বাবু সদলে পুনরায় আইলেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভট্ট, বৈষ্ণব, অতিথি, ফকির, কাঙ্গালীকে যথাযোগ্য অর্থ দানে তুষ্ট করিলেন। বিবাহের পর বাসরীয় অনুষ্ঠান সমূহ যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া কর্ত্রী ও অন্যান্য তরুণীগণ শিবিকারোহণে বাটী গেলেন।

কর্ত্রী গমনকালে বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া গেলেন "সুন্দরী আমার কন্যা হইয়াছে। তাহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইতে হইবে, আমি অগ্রে গিয়া বরণের উদ্যোগ করিয়া রাখি, তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস!"

তাহাই হইল। পূর্ব্বরাত্রে যেরূপ ধূমধামে—যেরূপ বাদ্যোদ্যমে বিবাহ হইয়াছিল এক্ষণে তদপেক্ষা জাঁকজমকে বর ক'নে লইয়া বাবু স্বীয় পুরীতে গেলেন—তথায় মহোৎসব ও পাকস্পর্শের ভূরিভোজনাদি হইল!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

আমাদের উন্নতি না অবনতি?

(গত বারের পর)

একটী কথায় এই উক্তি ও এই যুক্তির যাথার্থ্য এবং উন্নতিবাদীদের ভ্রান্তি বহিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। মনে করুন—কোনো কারণ বশতঃ অদ্য কি কল্য ইংরাজ বাহাদুর সহসা ভারতভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলেন। তাঁহারা যেন সদয় সরলান্তঃকরণে আমাদিগের রাজ্য ও স্বাধীনতা আমাদিগকে দিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর দিবসীয় প্রভাতকালে রাজ্যের কি দশা ঘটিবে, একবার কল্পনায় ধ্যান করিয়া দেখুন দেখি? তখন কে বা সেনাপতি,

কে বা শাসনকর্ত্তা, কে বা কি হইবে? তখন কি কর্ণধার-হীন তরীর ন্যায় বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে হইবে না? এই সজীবপ্রায় লৌহবর্ত্ম, সজীবপ্রায় বৈদ্যুতিক তার, সজীবপ্রায় কত শত যন্ত্র, ইহারা কি প্রাণহীন, গতিহীন, উদ্যমহীন, ক্রিয়াহীন হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় জড়পদার্থবৎ পড়িয়া থাকিবে না? কে আর তাহাদিগকে সঞ্চালন করিবে? ইংরাজ বাহাদুরেরা যে জীবসঞ্চারিণী মন্ত্রে সেই সব জড় পদার্থকে সজীববৎ চালাইতে ছিলেন, সে মন্ত্র কি তাঁহারা আমাদিগকে শিখাইতেছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মিল্টন, সেকসপীয়ার, চসার, মিল, হ্যামিল্টন পড়াইতে নিয়তই ব্যগ্র আছেন—তাঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্রের পরম অধ্যাপক; পাটীগণিত, বীজগণিত, কল্পিত রেখাগণিত প্রভৃতি কয়েকখান গণিত গ্রন্থেরও উপদেষ্টা বটেন; কিন্তু তাঁহারা দিল্লীর কালোয়াত ওস্তাদদের ন্যায় আসল বিদ্যা ছাড়েন না! তাঁহারা রাজ্যের, শিল্পের ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি বিভাগের শীর্ষ দেশে, বক্ষদেশে, কটিদেশেও স্বদেশের লোক নিযুক্ত রাখিয়া আমাদিগকে কেবল জানুর অধোভাগের কর্ত্তা করিয়া রাখিয়াছেন—আমরা তদূর্দ্ধে যাইব কি যাইতে চাহিব, সাধ্য কি? সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা পল্লীগ্রামে চাষার খামারে পলমাড়া ব্যাপার দেখিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না; তথায় ৮।১০ টা লাঙ্গলা গরু রজ্জুময় এক গাছা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মধ্য খোঁটাকে বেষ্টন পূর্ব্বক পল মাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—পল ও ধান্য দুইই তাহাদের উপাদেয় খাদ্য—কিন্তু মুখে জাল বদ্ধ থাকাতে কেবল নোলা সক্‌সকিয়া মরিয়া যায়, একটীও ভক্ষণ করিতে পায় না! আমাদের দশা কি ঠিক তদ্রূপ নয়? আমাদিগের বুদ্ধির মুখে নিষেধ রূপ জাল বাঁধা না থাকিলে আমরা যন্ত্রচালনা, রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বিদ্যাতেই কি সুনিপুণতা লাভ করিতে পারিতাম না? আমরা সকলই দেখিতেছি, সকলের আশাতেই মুগ্ধ আছি, সকলই শিখিতেছি, কিন্তু ভিতরের সার বস্তুতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত রহিয়াছি! অধিক কি, আমরা চিনির বলদ-মাত্র!

এমন অবস্থায় প্রচলিত উন্নতিকে ভাক্ত-উন্নতি বলিব না তো কি বলিব? অতঃপরও উন্নতিবাদী উন্নতিশীল ভ্রাতারা যদি "উন্নতি পাইয়াছি, উন্নতি লাভ করিয়াছি" বলিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাদিগের আত্মীয় বান্ধবেরা যেন তাঁহাদিগকে বিষ্ণু তৈল ভিন্ন অন্য তৈল ব্যবহার করিতে না দেন! তাঁহাদিগের কর্ণমূলে এই মন্ত্রটীও যেন সর্ব্বদা শুনানো হয়, যে, ওরে অবোধ! এই সব যে উন্নতির কাণ্ড হইতেছে, এতে তোদের কি? যাদের উন্নতি তাদের—তোরা কেবল সাক্ষী গোপাল বৈ তো না!

"বেল পাকিলে কাকের কি?"

অর্থাৎ যদিও চতুর্দ্দিগে উন্নতি দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু সে উন্নতি তোমাদের নয়—যাহারা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে বসিয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্ব দিগে প্রভুত্ব-কিরণ বিস্তার করিতেছে—যাহারা স্বদেশকে উন্নত করিয়া উন্নতি দেবীকে সঙ্গের সঙ্গিনীবৎ পরম সহায় করিয়া লইয়াছে—যাহারা যেখানে যায়, সেই ইষ্ট দেবীকে ছাড়ে না, তিনিও যাহাদিগকে ছাড়েন না—যাহারা অধীন রাজ্য মাত্রেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গির্জা যেরূপ নির্ম্মাণ করে, উপাস্যা উন্নতি দেবীর মন্দিরও সেইরূপে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না, ভারত সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, সে সব তাহাদিগেরই সম্পত্তি, তাহাদিগেরই কীর্ত্তি, তাহাদিগেরই সুখের স্থিরতর ভিত্তি, তাহাদিগেরই ভুজপ্রতাপ—তোমাদিগের কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না—দৃষ্টিসুখ বই আর কিছুই না!

ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে। ইহাই উন্নতিবাদী সম্প্রদায়ের প্রধান বল। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে পারেন, কেমন এ বিষয়ের উন্নতি তো নিশ্চিত? কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষার ফল যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এ উন্নতিকেও নিখুঁত বলিতে পারি না। পাত্র বিশেষে ইহা অমৃত ফল প্রসব করিয়াছে—পাত্রবিশেষে বিষফল ফলাইয়াছে! শিক্ষার নিন্দা আপাততঃ শুনিতে অসম্ভব, কিন্তু যাঁহারা সমাজের অভ্যন্তর দর্শনে অভ্যস্ত, তাঁহারা এ বাক্যকে কদাচ অসঙ্গত বলিবেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, এই শিক্ষার ফল কখনো কখনো নিতান্ত অপ্রার্থনীয় ও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে! স্নেহাধার জনকজননী যে মহদুদ্দেশে প্রাণতুল্য প্রিয় পুত্রকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, অনেক বঙ্গীয় যুবক কৃতবিদ্য হইয়া সে আশা সফল করা দূরে থাকুক, বরং তদ্বিপরীত ব্যবহারেই দুর্ভাগা পিতা মাতার হৃদয় দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কোনো কোনো পিতা মাতা আপনারা অন্নবস্ত্রের অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া অথবা প্রতিবাসীদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াও পুত্রের শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যায় তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন; সেই পুত্র, হয় অত্যুৎকট উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে মিশিয়া নতুবা কুসঙ্গে মদ্যপায়ী প্রভৃতি কদাচারী হইয়া সচ্চরিত্র স্বধর্ম্মাক্রান্ত দরিদ্র পিতা মাতার হৃদয় ভেদ করিয়া দিতেছে! হায়! সেই পুত্রের নিকট সেই জনক জননীর কতই আশা ছিল! সেই আশাতে আর চাতকের জল-পিপাসাতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, কিন্তু সেই বিদ্বান পুত্র রূপী জলধর জল না দিয়া বজ্রাঘাতে মা বাপকে দগ্ধ করিয়া ফেলে! হা কি নৃশংস আচরণ! এই কি পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার ফল? এই কি শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি?

———o-o———

১৯

সুগ্রীব দিলেন যবে কোল,
তখনি বাঁধিল বড় গোল ;—
তিনি বানরের পতি,
তাই পেট ভুঁড়ে অতি !
কেনা জানে ভুঁড়ি থাকা বড়র লক্ষণ—
তার সাক্ষী বাঙ্গালীর ধনী বাবুগণ !

২০

(স্বদেশে যেমন দেখে ছবি,
তাহারি উপমা দেয় কবি ;—
বড় লোকে বড় ভোগ,
বড় ভুঁড়ি, বাত রোগ,
আহা, উহু, আশ পাশ—দেখি যেইরূপ,
কল্পনা সুগ্রীবরাজে আঁকিল সেরূপ !)

২১

একে আম্র খেয়ে উঁচু পেট,
না পারে হইতে হনু হেঁট,
তাহে সুগ্রীবের ভুঁড়ি,
ঠেলে আছে দেশ যুড়ি ;
হর্ষে কোলাকুলি দোঁহে করিল যেমনি,
অসভ্য ঘটনা এক ঘটিল অমনি !

২২

অতিরিক্ত চাপ পেয়ে জোরে,
নারিল থাকিতে সহ্য ক'রে,
যত আঁটী পেটে ছিল,
ফড়্ ফড়্ বাহিরিল,
ছুটিল গুলির মত দিগ্ দিগন্তরে—
অকস্মাৎ উল্কাপাৎ যেন মহী'পরে !

২৩

কটকে পড়িল হুলস্থূল—
কেহই জানেনা এর মূল—
হনুর উদর দ্বার-
হতে একি চমৎকার—
যার গায় লাগে আঁটী সেই ঘুরে পড়ে,
হনুর পশ্চাৎ থেকে সবে ধায় রড়ে !

২৪

কারো পেটে, কারো পীঠে ফোটে ;
কারো নাক কাণ উড়ে চোটে ;
কোনো কপি কাণা হ'লো ;
মাথা ফেটে কত ম'লো ;
বড় বলবান যারা, ভূমে পড়ি লুটে—
অন্য কি ? অঙ্গদ নিজে বাপ্ ব'লে ছুটে !

২৫

নিকটেতে যত গাছ ছিল,
ডাল পাতা কারো না রহিল ;
মন্দির দেউল চূড়া,
উড়ে প'ড়ে হলো গুঁড়া ;
দ্যাল পড়ে ; চাল উড়ে ; মহা গিরি নড়ে ;
উপাড়ে, উজাড়ে, যেন প্রলয়ের ঝড়ে !

২৬

পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, মানব,
ঠুস্ ক'রে মরে প্রাণী সব !
যে দিগে ছুটিছে আঁটী,
সার হ'লো শূন্য মাটী !
কিন্তু মন্দ হ'তে ভাল জনমে যে বলে,
সেই নীতি সেই দিন ফলিল ভূতলে !

২৭

আঁটী যা করিল অপকার,
স্থায়ী ধর্ম্ম নহে তো তাহার !
কিন্তু শতগুণে তার,
সাধিল কি উপকার !
অমৃত ফলের বীজ ছড়ালে ভারতে—
স্থায়ী উপকার তায় হৈল বিধিমতে !

২৮

গোল আলু দেশে যে এনেছে,
লোকে কয় হিত সে ক'রেছে ;
তা যদি গো সত্য হয়,
তবে হনু মহোদয়,
যাহা ক'রেছেন তাহা অতুল্য কি নয় ?
অক্ষয় অজয় কীর্ত্তি, সুধু সুধাময় !

২৯

ধাতা, পাতা, স্থাতা ভগবান,
যত ভক্ষ্য নরে কৈলা দান—
যা কিছু যে দেশে আছে—
জলে, স্থলে, শূন্যে গাছে—
কিছু, কিছু নয় ভাই শ্রীআঁবের কাছে—
অন্যে কি ? আঙ্গুর নিজে প'ড়ে রন পাছে !

৩০

বসন্ত, ঋতুর রাজা বটে ;
কিন্তু নয় জ্যৈষ্ঠের নিকটে !
শ্রেষ্ঠ কাল জ্যৈষ্ঠমাস,
সব ঋতু তার দাস—
চূত ফল দান হেতু পূত সেই হয়—
অন্যে তত মনঃপূত কভু নয় নয় !

৩১

অমৃত স্বর্গেতে থাকে, বলে—
তা তো নয়—আঁবগাছে ফলে !
ডালে ডালে দুলে দুলে,
সুধা-ভাণ্ড সম ঝুলে,
ভুলায় নয়ন, স্বর্ণ-পীত-বর্ণ রূপে—
সৌরভে মাতায়—মন মজে লোভ-কূপে !

৩২

সুরসাল নি-আঁশাল আম—
'আশুতোষ' তাহারি তো নাম !
যখন চালাই ছুরি,
টুকি কেটে মুখে পুরি,
কি রসে রসনা রসে ! বলিহারি যাই !
মুখে দিতে নাই ভাই মুখে দিতে নাই !
জ্ঞান হয়, আম নয়, মধু-মণ্ড খাই ! !

৩৩

জ্যৈষ্ঠ মাসে লুচি মণ্ডা—হাই !
সে সকল কিছুই না চাই !
জা'ত্ মোরা ভাত-মারা—
অন্ন বিনা নাই চারা—
কাজে কাজে এক সাঁজ খেতে হয় তা,
গোটাকত নেড়ে চেড়ে, ওদিগে তাকাই,
যে দিগে লোভের চ'ক্ প'ড়ে আছে ভাই !

৩৪

জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো তরকারি,
হয় না হয় না দরকারী—
দুধে আঁবে ভাতে মাখি
অন্য তক্কা নাহি রাখি—
তার কাছে ছাগ মাংস মৎস্য কোন্ ছার,
সোণার তপস্বী পাতে প'ড়ে থাকে যার !
অসার সংসারে সার আম্রফল-সার !

৩৫

হেন আম্র হ'তে লঙ্কাপুরী,
যিনি আনিলেন পেটে পূরি,
সে আম্র খাবার বেলা,
তাঁহারে স্মরিতে হেলা,
যে করিবে, সে মজিবে, অবশ্য নরকে,
ভুঞ্জিবে যন্ত্রণা নানা নিরভ্র-নরকে-
আম্রহীন দেশরূপী জ্বলন্ত পাবকে !

৩৬

অতএব পুটু চাটু ভুজে,
পূজি হনু, ভবপদাম্বুজে !

আর্য্যাবর্ত্তে আম্র-স্থিতি,
মধুর মঙ্গল গীতি,
গান করি সভকতি প্রণতি পীরিতি—
দাসে দয়া কর প্রভু হর এই ভীতি—
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট আম পাই যেন নিতি
প্রভু পাই যেন নিতি—
যত দিন থাকে আম ততদিন নিতি—
প্রভু তিন সন্ধ্যা নিতি!!!

শ্রীকেঁড়েল।

পুনশ্চ নিবেদন।

বোম্বেয়ে কি ন্যাংড়া দিশী, যে রকম হয়;
তাতে দোষ নাই—সুধু জোঁদা টকে ভয়!
মাপিবার কালে যেন ইটী মনে রয়—
প্রভু ইটী মনে রয়!!

———o·o———

ডুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

দ্বিতীয় ভাগ—দশম অধ্যায়।

বিদায়।

লাহোর নগরের কিয়দ্দূরে এক সুরম্য বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্কন্ধাবার স্থাপন ও তত্রত্য শিবিরেই নিশা যাপন পূর্ব্বক ডুলীন সাহেব প্রভাতে মহারাজের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। যাত্রার সকল প্রস্তুত; গমনের জন্য মহারাজেরও অনুমতি আছে; তথাপি সৈন্য সংগ্রহ প্রভৃতি কিরূপ হইল তাহা বলিয়া শেষ বিদায় লইয়া যাওয়া আবশ্যক।

মহারাজ সানুকূল ভাবে ও সদয় অন্তঃকরণেই বিদায়-সূচক আলাপ সম্ভাষণ করিলেন। ডুলীন মনে করিয়াছিলেন, অল্প কথায় দেখা সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইয়া সেই দিনেই কাংরা যাত্রা করিতে পারিবেন। কিন্তু মহারাজ যেরূপ গল্প ও দীর্ঘ আলাপ ফাঁদিয়া বসিলেন, তাহাতে সে দিবস যে লাহোর ছাড়িতে পারেন এমন সম্ভাবনা রহিল না।

প্রথম দিনের মত ডুলীনের পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে মহারাজ নানা প্রশ্ন করিলেন। ডুলীন যথোচিত সদুত্তর দিলেন। তৎপরিবর্ত্তে মহারাজ নিজের বাল্য ও তরুণাবস্থার বৃত্তান্ত—বিশেষতঃ তাঁহার রাজকীয় আশ্চর্য্য উন্নতির বিস্তর কাহিনী শুনাইলেন। পরে কোট-কাংরা সম্বন্ধে কতিপয় সামান্য কথা হইয়া গেলে ব্যক্ত করিলেন, কলিকাতার গবর্ণর জেনারলের সহিত রুপুরে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার যে সাক্ষাৎ হইবে, সেই সময় ডুলীন যেন রুপুরে অবশ্য অবশ্য আইসেন।

ডুলীনের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদ সম্পর্কে কিম্বা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশে কিছুমাত্র কথিত হইল না। মহারাজার ভাবে এমনি বোধ হইল, তিনি যেন সে সব কথা প্রকাশ্য সভা স্থলে কহিতে

ইচ্ছুক নন, তদ্বিষয়ে তাঁহার যাহা মন্তব্য তাহা গোপনীয় পত্র দ্বারাই আদিষ্ট হইয়াছে! ফলতঃ সে দিন ডুলীন প্রভুর নিকট যে বিদায় লইতে গিয়াছেন, তাহা কোনোমতেই বুঝিতে পারিলেন না—ঠিক যেন বিদেশ গমনের পূর্ব্বে কোনো বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, এইরূপই জ্ঞান হইতে লাগিল!

এই দিন লাহোর দরবারের বিচার পদ্ধতি ও অভিযোক্তাগণের প্রকৃতি বিষয়ে ডুলীন আরো কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি তাহার যে কয়টী দৃষ্টান্ত স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, এস্থলে তন্মধ্য হইতে দুইটীর অনুবাদ হইতেছে।

একজন ব্রাহ্মণ মহা বেগে রাজ সমক্ষে আসিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী ও স্বর বিন্যাসে কি বলিতে লাগিল, প্রথমে তাহার কিছুই বুঝা গেল না। বহুকষ্টে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার অভিপ্রায় জানা হইল। তাহার অভিযোগ এই, তাহার বংশে ঊর্দ্ধতন চল্লিশ পুরুষ হইতে 'ধর্ম্ম রা'ত্' সূত্রে যে দশ বিঘা ভূমি ভোগ হইয়া আসিতেছিল, অধুনা সর্দ্দার ফতে সিংমান তাহা করকবলিত করিয়া লইয়াছেন। মহারাজা উত্তর করিলেন "আচ্ছা, অনুসন্ধান লওয়া হইবে।" এই আদেশে ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ না হওয়াতে সে এক খান ছুরি বাহির করিয়া স্বীয় বক্ষে (তাহাকে ধরিতে না ধরিতে) ভয়ঙ্কর আঘাতে রক্তপাত করিয়া ফেলিল! ডুলীন শুনিলেন "ছুরিমার" নামা যে এক শ্রেনী আছে, ঐ ব্রাহ্মণ তাহারই এক জন! তাহারা আপনাদের অঙ্গে ঐরূপে ছুরি মারিয়া বিচার, দয়া বা ভিক্ষা যাচ্ঞা করে—দর্শকগণ তদ্দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায়ই তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধিত হয়! পরিণামে ঐ ব্রাহ্মণের কি হইয়াছিল, তাহা ডুলীন শ্রবণ করেন নাই!

এই ব্রাহ্মণ স্থানান্তরিত হইতে না হইতে অপর এক বিচার উপস্থিত। তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্তে বোধ হইল এক জিলার কর-সংগ্রাহকের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রমাণ প্রদর্শন করা প্রধান রাজপুরুষগণের অভিপ্রেত। তজ্জন্য সেই জিলার মাতব্বর জমীদারগণকে মহারাজের সমক্ষে আহ্বান করা হইল। হয় সেই কর-সংগ্রাহক যথার্থ নির্দ্দোষী, নতুবা জমীদারেরা তাহার সপক্ষ; কেন-না, তাহাদিগের সাক্ষ্য দ্বারা বরং ইহাই প্রকাশ পাইল, যে, তাহাদিগের নিকট হইতে নিয়মিতের অপেক্ষা ন্যূন বই অতিরিক্ত কর গৃহীত হয় নাই! তাহাদিগের নিতান্ত কুবুদ্ধি না হইলে এমন সাক্ষ্য দিবার প্রবৃত্তি কেন হইবে? সচিববর্গের অনভিমত সাক্ষ্য দানের ফল এই হইল, যে, সভার কৌশলে তাহারাই মহা অপরাধী রূপে সাব্যস্ত এবং তাহার দণ্ড স্বরূপ তাহাদিগকে উষ্ণ ইষ্টকের উপর রিক্ত পদে দাঁড়াইতে হইবে, এমন আদেশ প্রদত্ত হইল! কিন্তু রণ-

জিৎ সিংহ যন্ত্রণা দেখিতে পারিতেন না; তিনি তাহাদিগকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দিলেন! সভায় ডুলীনের উপস্থিতিও এই দয়ার কার্য্যের অনেক পোষক হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইউরোপীয়ের নিকট স্বীয় মহানুভবত্বের নিদর্শন প্রদর্শনে মহারাজ ব্যগ্র হইতেন! প্রত্যুত, যে কারণেই হউক, মহারাজ যে স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর শাসন ও নির্দ্দয়াচরণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কেবল প্রচলিত দেশাচার, বাল্যাবধি কুশিক্ষা এবং চতুর্দ্দিগের কু দৃষ্টান্ত বশতঃই কোনো কোনো বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা কিছু অকরুণ কার্য্য বা নিদারুণ নিয়ম ঘটিত! তথাপি ঐ দেশাচার, ঐ কুশিক্ষা এবং তাৎকালিক মুসলমানদিগের প্রদর্শিত অত কু দৃষ্টান্ত অতিক্রম করিয়াও যে তাঁহার হৃদয়স্থ স্বাভাবিক করুণার উৎস সুমিষ্ট দয়ার স্রোত নিঃসারণ করিত, ইহাই আশ্চর্য্য—ইহাই অতুলানন্দ ও তাঁহার পরম প্রতিষ্ঠার বিষয় বলিয়া গণ্য মান্য করিতে হইবে!

কিয়ৎক্ষণ ঐ প্রকার বিচার বিতরণাদি হইয়া গেলে মহারাজ রাজকোষের অমূল্য রত্ন রাজি ডুলীনকে আমোদ পূর্ব্বক দেখাইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে জগদ্বিখ্যাত "কহিনুর" মণি দর্শন করিয়া ডুলীন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহারাজ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বোধ করি ডুলীন সাহেব স্বদেশের রাজ সংসারে এমন হীরক দেখিয়া থাকিবেন?" ডুলীন হস্তে লইয়া বহুক্ষণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "মহারাজ! আমি যাহা বলিব, তাহা তোষামোদের কথা নহে—আমি তোষামোদ জানি না! অনেক রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন মণি দেখা দূরে থাকুক, কখনো কর্ণেও শুনি নাই!" মহারাজা মনে মনে অবশ্যই মহা তুষ্ট হইলেন। কহিনুর হস্তে হস্তে বহুক্ষণ ঈক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল।

পাঠকগণ! কহিনুরের নাম আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন; তাহার ইতিহাসও অনেকের সুগোচর থাকিতে পারে। তথাপি এস্থলে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

কহিনুর শব্দের মুখ্যার্থ আলোক-গিরি। ভূমণ্ডলে এতাবৎ আবিষ্কৃত সকল হীরক-খণ্ড সম্বন্ধে কহিনুর যথার্থই তাই! কহিনুর দৈর্ঘ্যে দেড়, প্রস্থে এক বুকুল। কহিনুর দিল্লীর যবন সম্রাটগণের "ময়ুর-সিংহাসনের শিরোভূষণ ছিল। যৎকালে কাবুল হইতে মহা প্লাবনের ন্যায় নাদিরসাহ ভারতবর্ষে আগমন, আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেই কালে অর্থাৎ খৃঃ ১৭৩৮ সালে কহিনুরকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়। নাদিরসাহের হত্যার গোলযোগে কহিনুর আহাম্মদ সাহ আবদালির হস্তগত হয়; আবদালির পরে তাঁহার পুত্র তৈমুর উহার অধিকারী হইয়াছিলেন। তৈমুরের পুত্রগণ যেমন পর পর পিতৃ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, সেই সঙ্গে কহিনুর মণিকেও ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে নির্ব্বাসিত সাসুজা কহিনুর লইয়া স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলেন। অতএব পঁচাত্তর বৎসর কাবুলে থাকিয়া আবার সেই কহিনুর সাসুজার সঙ্গে পূর্ব্ব-বাসস্থান ভারতবর্ষে অবতরণ করিল। সা সুজা বহু স্থান ভ্রমণান্তে যখন ১৮১৩ খৃঃ অব্দে পঞ্জাবে আসিয়া পঞ্জাবসিংহের নিকট স্বীয় রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন রণজিৎ চক্ষু লজ্জা না করিয়া কহিনুর মণির প্রতি স্পষ্ট লোভ প্রদর্শন করিলেন। সাসুজা কিছুতেই তৎপ্রদানে সম্মত হইলেন না। অবশেষে বিবিধরূপে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও নিরুপায় হইয়া অগত্যা পঞ্জাবসিংহের পদতলে "আলোক-গিরি কহিনুর" অর্পণে বাধিত হইলেন! —তদবধি মহারাজের গর্ব্ব-মণি রূপে কহিনুর মণি পঞ্জাব রাজসভায় বিরাজ করিতেছিল—এখন হায়! সেই মণিরাজ মহা মহা সিন্ধুপারে ভারতের পঞ্চ সহস্র ক্রোশান্তরে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে!—এবার আর ফিরিবে না!

সে যাহা হউক, মহারাজ রণজিৎ ঐ সকল অমূল্য অতুল্য মহা রত্নাধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সভার শোভা বা রাজপুরী প্রভৃতির সৌন্দর্য্য আশামত বিস্ময়োৎপাদক বা চিত্তহর ছিল না। তখনকার বড় বড় রাজা, নবাব ও বাদসাহ দূরে থাকুন, রণজিতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভূপাল গণের সভাতেও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর জাঁকজমক ও পারিপাট্য দৃষ্ট হইত। ফল কথা, রণজিৎসিংহ বিগ্রহ ও সন্ধিকৌশল এবং শাসন কার্য্যে যত নিপুণ, নবাবী সখে তত সৌখিন ছিলেন না—অধিকাংশ বীর পুরুষ এই রূপই হইয়া থাকেন! এ নিমিত্ত রণজিৎ প্রায় সামান্য বেশ ভূষা ও সামান্য উষ্ণীষে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনে বসিতেন। আভরণের মধ্যে কেবল এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠী কণ্ঠদেশে ধারণ করিতেন।

এবিষয়ে তাঁহার পারিপার্শ্বিক মণ্ডলীতেও প্রায় সকলেই রাজানুকরণে রত ছিলেন। কেবল রাজা ধ্যান সিংহের পুত্র হীরাসিংহ (তৎকালে দশমবর্ষীয় বালক) মণি মুক্তা দামে খচিত থাকিতেন। ঐ শ্রেণীর অন্যান্য যুবকগণও যাহা কিছু উচ্চ অঙ্গের পরিচ্ছদ ভূষণে ভূষিত হইতেন। কিন্তু তন্মধ্যে হীরা সিংহ ব্যতীত আর কেহই সর্ব্বদা রাজসভায় বসিত না। হীরাসিংহ প্রতি নিয়ত মহারাজার সিংহাসন পার্শ্বে উপবেশনের আসন প্রাপ্ত হইতেন!

এক্ষণে পুনর্ব্বার আমাদিগের ইতিহাসের খেই ধরা যাউক। মহারাজা এই রূপে বিধিমতে ডুলীনের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু ডুলীন সে দিন অন্য দিনের ন্যায় লঘু-হৃদয়ে

সম্পূর্ণ আমোদভাগী না হইয়া যেন কিছু গম্ভীর ছিলেন; তদ্দর্শনে মহারাজ অন্যের প্রতি কহিলেন "সাহেব যেন ঠিক দণ্ড গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন!" দুলীনের চমক্ হইল! দুলীন আস্তে ব্যস্তে নম্রভাবে উত্তর দিলেন "মহারাজের বাক্য মিথ্যা নয়—কিন্তু এ অধীনের শিরে পূর্ব্বে কোনো ভার ছিল না; কেবল একটী অশ্ব ও এক খানি অসির যত্ন করিতে পারিলেই প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের পর্য্যবসান হইত—কাজেই চিন্তার লঘুতা বই গুরুতা সম্ভবিত না! সেই নির্ব্বান্ধব নিঃসহায়কে মহারাজই উন্নত করিয়াছেন—মহারাজই তাহার স্কন্ধে গুরু ভার দিয়াছেন—তাহাকে এখন বহু বহু জনের জন্য ভাবিতে এবং রাজ-সরকারের লাভালাভ দেখিতে হইবে; আর কি সে পূর্ব্বের মত হাসিয়া কাল কাটাইতে পারে?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন "সরকারের জ্ঞানী চাকরের যোগ্য কথা বটে! কিন্তু দুলীন, তোমার এ চিন্তা অসাময়িক—সময়ের বহু পূর্ব্বে! এখনও ঘোড়ার রেকাবে পা দেও নাই—এখনি শাসনকর্ত্তার গাম্ভীর্য্য কেন?"

দুলীন এদিগ ওদিগ চাহিয়া দেখিলেন, মহারাজের এই কথায় সভায় কাহারো কাহারো ঠোঁট রিষের ঘৃণায় উল্টাইতে লাগিল! দুলীনও তাহাদিগের প্রতি সাহঙ্কার দৃষ্টিপাত করিলেন! এবং হিংসার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া ইঙ্গিতে প্রতিহিংসার সাধ না মিটাইয়া থাকিতে পারিলেন না! কহিলেন "আশ্রয়দাতার সমক্ষে এদাসের বশ্যতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতাই পরম সুখ, কিন্তু রাজসমক্ষেও গৃধ্রের প্রতি বায়সে যে হিংসা প্রকাশ করে, ইহাই অতিশয় দুঃখ!"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রণজিৎ স্বীয় সভাসদ্ ও কর্ম্মচারীগণের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ বিতণ্ডা বাঁধাইয়া প্রত্যেকের মনোগত ভাব বাহির করিবার কৌশলে সম্পূর্ণ কুশলী ছিলেন। দুলীনের ঐ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহার তিল মাত্র বিলম্ব হইল না। বিবাদ বাঁধাইবার এমত সুযোগ কি তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন? অতএব কপটে যেন দুলীনের বিরুদ্ধে পারিষদবর্গের সপক্ষতায় কহিলেন "আমার সভায় সব উত্তম লোক—দুলীন! সব উত্তম লোক!"

মহারাজার মুখ হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইতে না হইতে খোসাল সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র তেজ সিংহ নামা জনৈক মহাস্থূলকায় সর্দ্দার সক্রোধে বলিয়া উঠিল "হাঁ, স্বদেশে গাধা বই চড়িতে পায় না, এদেশে আসিয়া মস্ত ঘোড়সওয়ার হয়, এমন উদ্ধত অশ্বপালককে পদতলে দলিত করিতে পারে, সভায় সেরূপ লোক বিস্তর আছে!" এই কথায় বৃহৎ হাসি পড়িয়া গেল। দুলীনও সেই হাস্য-তরঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন "কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধকালে শৃগাল, অথচ সভায় বসিয়া অকর্ম্মণ্য স্থূলদেহ দেখাইয়া বৃথা গর্ব্ব ও বৃথা বীরত্বাভিমান প্রকাশ করে, আমি তেমন ভীরু অশ্বারোহীকে আমার দেশের সেই গাধার উপরে চড়িয়াই যথার্থ বীরকার্য্য শিখাইতে পারি এবং সে গোগ্রাসে নিত্য যেমন চাপাটি খায়, সেইরূপে স্বীয় ভল্ল তাহার মুখে পূরিয়া দিতে পারি!"

এই কথায় ঐ অতিকায় তেজসিংহ সক্রোধে উঠিতে উদ্যত, মহারাজ স্থির থাকিতে আদেশ করিলেন। এই ঘটনায় কতিপয় প্রধান সর্দ্দার, বিশেষতঃ লেনা সিংহ মাজিতা * এবং আতর সিংহ † অত্যন্ত বৈরক্তি প্রকাশ করিলেন। ফকিরজী ও ধ্যান সিংহ উভয়েই ঐ প্রসঙ্গ উড়াইয়া অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন। তৎপরে দুই চারি শিষ্টাচারের কথায় দুলীনকে বিদায় দিয়া মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন; দুলীন রোকশোধ পাইলেন; সভা ভঙ্গ হইল; সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন!

সেই দিবসীয় রজনীতে চাঁদখাঁ অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুলীনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত। সাহেবকে নির্জ্জনে দেখিয়া এই বলিয়া একখানি লিপি তাঁহার হস্তে গুপ্তভাবে দিল, যে "লেনা সিংহ মাজিতা যে কারণে কোটকাংরার শাসন কর্ত্তার প্রতি উদাসীন থাকিবার নয়, তাহা বোধ করি হজুরের জানা আছে?"

দুলীন পত্র খুলিতে খুলিতে ঐ কথার উত্তরে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি তোমাকে মধ্যে থাকিতে—কোনো পক্ষে ঝুঁকিয়া না পড়িতে শিখাইয়াছিলাম, তবে কেন এরূপ ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ?" চাঁদ খাঁ হাসিয়া সেলাম করিয়া কহিল "পড়ুন আগে!" ফলতঃ পত্র পাঠের পর দুলীনের মুখে সেরূপ তিরস্কার বাক্য আর শ্রুত হইল না। পত্রের অভিপ্রায় এই, যে, দুলীনের কোটকাঙ্গরা অধিকার করা সহজে হইবার নয়; অবশ্যই বিঘ্ন, বাধা, বিপক্ষতা উপস্থিত হইবে, তখন "আপনি লেনা সিংহকে একজন বন্ধু বলিয়া জানিতে ও পাইতে পারিবেন!" এই কয়টী বচনে পত্রের উপসংহার হইয়াছে। দুলীনের এই নব বন্ধুর বিশেষ পরিচয় পরে বিজ্ঞাপ্য, আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট, যে, তিনি জ্যোতিষ ও প্রাকৃত তত্ত্ববিদ্, বীর এবং ধার্ম্মিক! তাঁহার ন্যায় মনুষ্য শিখ সমাজে অতি অল্পই পাওয়া যাইত—তিনি নানা গুণে সর্ব্বস্থানেই মান্য গণ্য ছিলেন!

চাঁদখাঁর সহিত কয়েক দণ্ড নানা

* লেনাসিংহ মাজিতা সমস্ত শিখের মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ ও পদার্থ তত্ত্ববিদ্, সম্ভ্রান্ত, সদাচারী, সভ্য এবং বহু গুণান্বিত ছিলেন।

† আতর সিংহ মহারাজার পিতৃব্যপুত্র। সুদ্ধ সে কারণেই রাজ সভায় এবং সর্ব্বত্র পূজ্য ছিলেন এমন নয়, স্বভাব, চরিত্র, বিজ্ঞতা সর্ব্ব বিষয়ে তিনি শিখ জাতির আদর্শ স্থল রূপে গণ্য হওনের যোগ্য পাত্র।

কাজের কথা হইয়া পরস্পরে বিদায় হইলেন, প্রত্যূষে কাংরা যাত্রা। কিন্তু প্রত্যূষেও চাঁদ খাঁ আর একবার দেখা করিয়া শেষ বিদায় হইল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

উন্নতিশীল ভায়ারা কি লোক?

এই প্রশ্নটী বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহের 'সুলভ সমাচার' পাঠ করিতে করিতে বিলাস বাবুর মুখ হইতে নির্গত হয়। তিনি আরো বলেন "যিনি এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক টাকার খাসা আম্র ও একসের রাতিব মণ্ডা খাওয়াইব!"

তচ্ছ্রবণে কেঁড়েল মহাশয় তৎপরদিনে তদুত্তরে মধ্যস্থ সভায় একটী বক্তৃতা করিয়া আম্র মণ্ডা দুই পুরস্কারই লাভ করিয়াছেন! বিষয়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কেঁড়েল মহাশয়ও সামান্য বক্তা নহেন, সুতরাং তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠকগণের নয়ন সমীপে অর্পণ করিতেছি। কিন্তু বিবৃতি কালে অঙ্গভঙ্গী সহিত তাঁহার মুখে যেরূপ শ্লেষাভাষ প্রকাশ পাইয়াছিল, আমাদের লেখনী কি সে ভাব সমর্থনে সমর্থ হইবে? হয় তো তাঁহার সেই আশ্চর্য্য রস-চাতুর্য্যকে আমাদের লেখনী বৈরক্তিকর গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিবে! যাহাহউক, তথাপি যথা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

"ধীমান্ সভাপতি ও সুহৃদ সভ্যগণ!

আমাদের প্রিয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "উন্নতিশীল ভায়ারা কি লোক?" তন্মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য অগ্রে দেখা চাই, তাঁহারা স্বর্গের, কি মর্ত্ত্যের, কি পাতালের লোক?

তাঁহারা আপনাদিগকে যেরূপ পবিত্র, যেরূপ অভ্রান্ত, যেরূপ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া জানেন ও জানান, তাহাতে তাঁহাদিগকে ইহ-ভ্রান্তি-সঙ্কুল, পাপ-তাপ-প্রধান, মর্ত্ত্য নরলোকের লোক বলিলে তাঁহাদিগের (যার পর নাই) অবমাননা করা হয়!

তবে কি তাঁহারা স্বর্লোকের লোক? তাহাই বা কৈ? যাঁহারা স্বর্গের লোক তাঁহারা কি এত অসহিষ্ণু, এত অধৈর্য্য, এত রাগান্ধ, এত বিদ্বেষ-বুদ্ধি, এত স্বতন্ত্র, এত সমাজ-দ্রোহী—এতদূর পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ-ভ্রাতৃ-ত্যাগী হইতে পারেন?

তবে তাঁহারা কি রসাতলের লোক? যদি তাহা হন, তবে তাহার কোন্ অংশের? যে অংশে বলি রাজা প্রভৃতি অসুরেরা বাস করেন? কি যে ভাগে কদ্রুর জীবন-ধনেরা ফোঁস ফাঁস করিতেছেন? তাঁহারা ইহার কোন্ অঞ্চলের লোক? আপাততঃ তাঁহারা যে

একটী কাজ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে তাঁহারা শ্রীমান্ বাসুকী-রাজার অধিকারেরই লোক! সে কার্য্য সেই নাগলোকের লোক ভিন্ন আর কাহারো দ্বারা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব! যদি বলেন, সে কার্য্যটী কি? অপেক্ষা করুন, কিঞ্চিৎপরে বলিতেছি।

ইতিমধ্যে দেখা যাউক, তাঁহারা অন্য কোনো জাতীয় লোক হইতে পারেন কিনা? তাঁহাদের ডাকনাম শুনিলে—তাঁহাদের আকৃতি, বর্ণ, কেশ, বেশ, বল, বীর্য্য, চলন, চালন, ভোজন-সামগ্রী, বিলাস-দ্রব্য, (আচার বিচার নয়!) ও বাড়ীঘর প্রভৃতি দেখিলে হঠাৎ লোকে তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু যাহারা এমন মনে করে, জন্মাবচ্ছিন্নে তাহাদের এমন ভুল আর কিছুতেই হয় নাই! তাঁহারা হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া থাকিবেন, হিন্দুর শারীরিক ঢং রং পাইয়া থাকিবেন এবং হিন্দুর চালি চুলোতে অভ্যস্ত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘৃণিতেরও ঘৃণিত—অতি ন্যক্কারজনক অন্ধকারাবৃত জঘন্য হিন্দুয়ানী হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা পরিষ্কৃত দীপ্ত আলোকে গিয়া পড়িয়াছেন, এখন তাঁহাদিগকে হিন্দু নামে ডাকিলে তাঁহাদিগের গালি হয়—হিন্দুরাও রাগত হন! হিন্দু সংজ্ঞাটী তাঁহাদিগের ত্যক্ত নাম, সেই ত্যক্ত নামে তাঁহাদিগকে ত্যক্ত করা সুবোধ ও সুব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়—যে যাহাতে দোষী থাকে, সেই দূষ্য কথার পাড়ার চেংড়ারাই তাহাকে ক্ষেপায়, প্রবীণেরা তাহা কি পারেন? তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া সম্বোধন করা আর ক্ষেপানো দুই সমান! সুতরাং তাঁহারা হিন্দু-লোক হইলেন না!

তবে তাঁহারা কি লোক?

সভ্যমণ্ডলি! স্মরণে রাখিবেন, যে, যে সকল কথা বলা হইতেছে, তাহার সহিত ধর্ম্ম প্রত্যয়ের কোনো সংশ্রব নাই। সুতরাং ঐ প্রশ্নের উত্তরে "ব্রাহ্ম" বলিলেই সন্তোষজনক উত্তর হয় না। ব্রাহ্ম বলাতে সর্ব্ব দেশীয় কোনো এক ধর্ম্ম-প্রত্যয়কারীকেই বুঝায়। ব্রাহ্ম সর্ব্ব রাজ্যে সকল সমাজে সর্ব্ব জাতি মধ্যেই আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকায় কি ব্রাহ্ম নাই? অবশ্যই আছে। তাহাদিগকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "তোমরা কি লোক?" তাহারা অনায়াসে স্ব স্ব জাতির নাম উল্লেখ করিবে! প্রথম বলিবে আমি ইংরাজ, দ্বিতীয় বলিবে আমি ফরাসী, তৃতীয় বলিবে আমি মার্কিন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ভায়াদের সম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করে (যেমন প্রিয় বিলাস বাবু করিয়াছেন!) "তাঁহারা কি লোক?" তবে তাহার সদুত্তর কি? স্বভাবতঃ ইহাই সদুত্তর হইতে পারে, যে, "তাঁহারা বাঙ্গালী।"

কিন্তু হায়! তাঁহারা কি এই হেয় নাম গ্রহণে সম্মত হইবেন? যেমন "হিন্দু" তেমনি "বাঙ্গালী" এই দুটী নামই সেই পবিত্রাত্মা ভ্রাতা দলের

নিকট ঘৃণ্য! অথবা যদিও তাঁহারা অনুকম্পা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক গরিব (Nigger) বাঙ্গালী নাম ধারণে মতি ও রুচিকে নিম্নগামী করিতে চান অর্থাৎ কণ্ডিসেণ্ড (Condescend) করেন, তথাপি তাহা মূল প্রশ্নের ঠিক উত্তর হয় না। কেননা, সুদ্ধ নামে হইলে কি হইবে, কাজে তো তাঁহারা বাঙ্গালী নন! কোনো বাঙ্গালী শ্রেণীর সহিত কি তাঁহারা মিশ খান? ধর্ম্ম-প্রত্যয়ে স্বাতন্ত্র্য তো হইবেই; তজ্জন্য একথা উঠিতেছে না—তজ্জন্য কোনো আপত্তি নাই। এক জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সর্ব্বদেশেই চিরপ্রসিদ্ধ; ভারতবর্ষেও আবহমান আছে। উপরে ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন প্রভৃতি যে সব ব্রাহ্মদিগের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও তো ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে স্ব স্ব দেশের সাধারণ জনগণের সহিত একবাক্য নহেন, কিন্তু তাহা বলিয়া আহার, ব্যবহার, লোক লৌকিকতা, সামাজিকতা এবং রাজতান্ত্রিকতা প্রভৃতি অন্য সর্ব্ব বিধায়ে তাঁহারা কি স্বজাতির সহিত একীভূত ও অভিন্নরূপে কাল কাটাইতেছেন না? সেরূপ কাটাইতেছেন বলিয়াই ইংরাজ ব্রাহ্ম আপনাকে ইংরাজ, ফরাসী ব্রাহ্ম আপনাকে ফরাসী এবং জর্ম্ম্যান ব্রাহ্ম আপনাকে জর্ম্ম্যান নামে পরিচয় দিতে সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন। কিন্তু আমাদের কুলধ্বজ উন্নতিশীল বা অত্যুৎকট উন্নতিশীল ভায়ারা কি স্বদেশীয় সাধারণের সহিত সেরূপ কোনো নৈকট্য সম্বন্ধ—সে প্রকারের মতৈকতা—সে ধাতুর সহৃদয়তা রাখিয়া থাকেন? দেশের সকল লোকে যদি উত্তরমুখে যান, অমনি তাঁহারা কি দক্ষিণাভিমুখে (ধর্ম্মবিষয়ে বলিয়াই নয়!) গমন করেন না? দেশের অধিকাংশ লোকে যে শাসনকর্ত্তার জ্বালায় জ্বালাতন—বৈদেশিক রাজনীতিজ্ঞেরাও যাঁহার গুণাপেক্ষা দোষের ভাগ বহুগুণে অধিক দেখেন—ভায়ারা অমনি কি সেই শাসনকর্ত্তাকে দ্বিতীয় রামরাজা রূপে সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতে বসেন না? দেশের ভাবল্লোক যে বৈবাহিক রাজবিধির ঘোর প্রতিপক্ষ, ভায়ারা কি তাহারই প্রস্তাবক ও পোষক নহেন? এমন দৃষ্টান্ত কত দিব? আর এক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে! সেইটীতেই সভাস্থ সভ্য মহোদয়গণ এই অভিযোগের চূড়ান্ত প্রমাণ পাইবেন!

ইহাতে কি বুঝায়? ইহাতে কি এই বুঝায় না, যে, তাঁহাদের হৃদয় আর এদেশীয়দের হৃদয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—আঃ! সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ? একের স্নায়ুতে যে শোণিত প্রবাহিত হয়, অপরের দেহে যেন সেরূপ শোণিতের সঞ্চার নাই! তবেই হইল, তাঁহারা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হইতে যেমন অনিচ্ছুক, তেমনিই অযোগ্য! তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও আমরা তাঁহাদিগকে তদধিকারী বিবেচনা করি না—আমরা কখনই আমাদের অধম ও অধীনতাবোধক ক্ষুদ্র

'বাঙ্গালী' নামে তাঁহাদিগকে ডাকিব না!

কিন্তু যদি তাঁহারা হিন্দু নন—বাঙ্গালীও নন, তবে তাঁহারা কি লোক? মুসলমান তো নহেনই! ফিরিঙ্গীও হইবেন না! তাঁহারা এই শেষোক্ত আখ্যা দুটীতে সম্বোধিত হওনাপেক্ষা উদ্বন্ধন-জনিত মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন!

তবে কি তাঁহারা সাহেব?—ইউরোপীয় সাহেব?—তাঁহারা কি ততদূর প্রোমোসন পাইয়াছেন? বোধ হয়, নয়! মনের সাধটী বটে—কিন্তু কুব্জ কি চিৎ হইয়া শুইতে সাধ করে না? হায়! তাঁহাদের সেইরূপে সেই প্রোমোসন পাইবার ইচ্ছা হইলেও তাহা সাহস ও সাধ্যের অতীত—সাধ্যের তো নিতান্তই অতীত! সাহেবেরা কি তাঁহাদিগকে আপনাদের ক্লাসে তুলিয়া লইতে সম্মত হইবেন? না, এ কথার নামোচ্চারণ মাত্র থিক্ বুটে কিক্ আউট করিবেন? ইহার কোন্‌টী সম্ভব? শেষেরটী কি নয়? সম্ভব কেন—শেষেরটী নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়!!! (শুনিয়া ভাগ্য নরাঙ্কিত বলিতেছে "হা ধিক্—হা ধিক্—হা ধিক্!!!") এত নিশ্চয়তা সত্ত্বেও (তবু) যে তাঁহারা ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে সেই দিগে যান, হাত কচ্‌লাইবার ছলে হাত যোড় করেন; (দেশের লোক বুঝুক যেন হাত চুল্‌কাইতেছেন—বাস্তবিক কিন্তু পুটু চাটু!) তবু যে তাঁহারা সাহেবদের টেবিলের নীচে ও গাড়ীর তলায় যাহারা পড়িয়া থাকিয়া ল্যাজ লাড়ে, তাহাদের মতন প্রভুর মুখপানে চাহিয়া থাকেন—কখন্ হাড়্‌খানা গোড়্‌খানা কি পনিরটুকু গোস্‌টুকু মুখের দিগে ফেলিয়া দিবে, কখন্ প্রভুর সাবকাশ হইয়া দুই চারিটা আদরের লাথি মারিবে, কখন্ সঙ্গে যাইবার জন্য শীষ দিয়া ডাকিবে; ইত্যাদি পরম পুরুষার্থ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ সন্ধানে তবু যে তাঁহারা ফিরেন; তবু যে তাঁহারা যাহাতে শ্বেতাবতার প্রভুরা তুষ্ট হন, প্রসন্ন হন, বরদ হন, এমত কার্য্যকেই জীবনের সার চেষ্টা জ্ঞান করেন; তদর্থে তাঁহারা যে স্বদেশের লোক, লোকাচার ও লোকাভিপ্রায়ের প্রতি প্রতিনিয়ত খুঁতের উপর খুঁত, দোষের উপর দোষ, অপরাধের উপর অপরাধ আরোপ করিয়া থাকেন, সে সব কেবল স্বদেশের শুভ উদ্দেশ্যের নির্ম্মল ফল বই আর কি? যদি বলেন এসকল তো স্বার্থোন্নতির চিহ্ন, দেশের শুভ কোথায়? যে শ্রোতা এমন পরিষ্কার স্বদেশহিতৈষিতা দেখিতে না পান, জানিলাম তাঁহার খুঁতকাড়া রোগটী বেশী! তিনি কি জানেন না, আজ কা'ল্ দশাবতার অপেক্ষা শ্বেতাবতার দেবতাদের কৃপা কটাক্ষ বা "তু" ডাক ভিন্ন ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল—বিশেষতঃ সমাজে মান্য গণ্য হইবার যো নাই! সেরূপে মান্য গণ্য না হইলে কাহার সাধ্য দেশের বড় লোক হয়? বড় লোক না হইলে ধন, জ্ঞান, জীবন, সকলই বৃথা!

বিশেষতঃ বড় লোক না হইতে পারিলে খিড়কী সদর একাকার প্রভৃতি আশু-চটকদার বিলাতী উন্নতির চূড়ায় সমাজকে ঠেলিয়া তুলা হয় কিসে? এত বড় উন্নতির চেষ্টা কি স্বদেশহিতৈষিতা নয়? আবার এই যে চেষ্টা, ইনি শঙ্খের করাত—যাইতে কাটেন, আসিতে কাটেন! অর্থাৎ এই চেষ্টাতে দেশের উন্নতি হয়, এই চেষ্টাতে সাহেব পাড়ায় নাম বাজিয়া আত্মোন্নতিও হয়! প্রথমটা হউক না হউক, শেষেরটা হইবেই হইবে! প্রথমটাতে দেশের অধিকাংশ লোক—এমন কি ৮৶১৯৸= ক্রান্তি লোক উন্নতি না দেখিয়া অবনতি দেখে—সমাজ-ভঙ্গের কতই আশঙ্কা করে। কিন্তু সে আশঙ্কা সত্য হইলেও হানি নাই, যেহেতু শেষেরটা তো সিদ্ধ হইল—সাহেবেরা তো সন্তুষ্ট হইলেন—গৌরাঙ্গ প্রভুরা তো দেশহিতৈষী নামে আদর করিয়া ডাকিয়া পদছায়া দিলেন, ইহার অপেক্ষা জন্ম সার্থকের বিষয় আর কি?

সভ্য মহোদয়গণ! এত বড় মহৎ কথাটায় একটা মহদ্দৃষ্টান্ত না দিলে কি ভাল হয়? অতএব ঠিক ঠাহর করিয়া দেখুন, জনকনন্দিনীর উদ্ধারসাধনার্থ ত্রেতা যুগে যত কাণ্ড হইয়াছিল, সভ্যতা লাভ নিমিত্ত এই কলিকালে উক্ত স্বদেশ-হিতৈষীরা সেইরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করিতেছেন কিনা?

সীতা যেমন লঙ্কাদ্বীপে ছিলেন, সভ্যতা তেমনি ইংলণ্ডদ্বীপে আছেন। সীতা-বল্লভ যেরূপে কটক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সভ্যতা-বল্লভ "স্বদেশানুরাগ" ঠাকুরও প্রায় সেইরূপে উন্নতিশীল কটক সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন! তবে সংখ্যায় ন্যূন বটে! সেতু বন্ধনের পূর্ব্বে কটকের এক জন প্রধান সেনাপতি যেমন লঙ্কায় গিয়া সীতার বারতা আনিয়াছিলেন, দেশ-হিতৈষী দলের জনৈক দলপতি মহাশয়ও সেইরূপে ইংলণ্ডে গিয়া সভ্যতার নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছেন! সাগর বন্ধনের নিমিত্ত যেমন পর্ব্বত ও বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছিল, তদনুরূপে হিন্দু-সমাজের অটল দেশাচার রূপ অচল সমূহ উৎপাটিত এবং জনক, জননী, ভ্রাতা প্রভৃতির স্নেহ-তরু ছিন্ন হইতেছে! সীতার উদ্ধারকারী দলে আসিয়া লঙ্কার এক জন প্রধান ব্যক্তি (বিভীষণ) যেমন যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী যেমন এপক্ষে স্বপক্ষ ছিলেন, সভ্যতার উদ্ধারকারীরা তেমন বহু বিভীষণের সাহায্য ও মন্ত্রণাবল পাইতেছেন এবং শ্রীমতী মিস কার্পেণ্টার সাক্ষাৎ "সরমা"র কার্য্য করিতেছেন! প্রভেদের মধ্যে কলির এই সরমা ত্রেতার সেই সরমার ন্যায় উদ্ধারকারীদের সহিত অবিচ্ছেদে প্রণয় রাখিতে পারিলেন না—অনতিকাল মধ্যে তাঁহার সহিত ইঁহাদের আশাতিরিক্ত মনান্তর ঘটিয়া উঠিল!—ইটী সুদ্ধ কুটিল কলি-মাহাত্ম্যেই ঘটিয়াছে!

যাহা হউক, কোনো কোনো ক্ষুদ্র

প্রত্যঙ্গে কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও কাণ্ডটী বড় সামান্য হইতেছে না—"অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!" ইহার পর আরও বা কি হয়!

কিন্তু প্রসঙ্গতঃ অথবা উক্ত হিতৈষীদের গুণ কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া আমরা মূল প্রস্তাব হইতে অবসৃত হইয়াছি, এক্ষণে তাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যাউক। যেহেতু ভায়াদের অসীমগুণ, সমস্ত রাত্রি এরূপে সংকীর্ত্তন করিলেও তাহার শেষ করা যায় না, অতএব আপনাদের দশায় না পাইতে পাইতে গুণ কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া "তাঁহারা কি লোক?" তন্মীমাংসায় পুনর্ব্বার নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

বোধ হয় সন্তোষজনকরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, তাঁহারা না মর্ত্ত্যের না স্বর্গের; না হিঁদু, না মুসলমান, না ফিরিঙ্গী, না সাহেব—না বাঙ্গালী, না সে প্রকারের কিছুই! তবে তাঁহারা কি লোক? পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পরবর্ত্তী বিবরণেও প্রতিপন্ন করিব, যে, তাঁহারা নাগ-লোকেরই লোক; তাঁহারা অহর্নিশি বিদ্বেষ-বিষে মাতৃভূমি ও পিতৃ বংশকে জর জর করিবার নিমিত্ত শাপভ্রংশে নাগ অংশে হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! এই কলিযুগে তাঁহারা বড় জাগ্রত! বিশেষতঃ ছেলে পুলের জন্য বড় ভয়! তাঁহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের খোলসে আবৃত হইয়া তর্ক রূপ ফণা ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে বেড়ান—সেই ফণার উপর বাহ্য-যুক্তি নামা পদ্মচক্র শোভা করে! অবোধ শিশুরা চিনিতে না পারিয়া খেলার বস্তু বোধে যেমন ধরিতে কি কোল দিতে যায় অমনি হায় নির্ঘাত দংশন!

তাঁহারা এক চ'কো দেবীর চেলা, বিষম মায়াধর—মা মনসার বরে প্রয়োজনানুসারে নানা মূর্ত্তিতে সংসারে বিচরণ করেন! কখন বা মোদক-বিক্রেতা পশারী সাজিয়া ভাক্তউন্নতি ও ভাক্ত-মঙ্গল প্রভৃতি মিষ্টান্ন সাজাইয়া রাখেন, সে গুলি অত্যন্ত ছেলে-ভুলা'নে সামগ্রী! তেমন সুদৃশ্য, আশু-সুরভি এবং আপাতমধুর মিষ্টান্নে বালকের মন মুগ্ধ হইবে আশ্চর্য্য কি? মোদক যেমন ডাকে—"বাপ সকল, মঙ্গলের মিঠাই লও—উন্নতির বাদামতক্তি লও—সভ্যতার বরফি খাও!" অমনি সুকুমারমতি নব শিক্ষিত কুমার কুমারীগণ ছুটিয়া আইসে—বাপ ভাই "হাঁ হাঁ" রবে নিবারণ করিতে না করিতে জাতি, মান, লজ্জা, পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ, গুরু-গৌরব ও সংসার ধর্ম্ম নামা পয়সা, দুআনি, সিকি আধুলি, টাকা প্রভৃতি মূল্য দিয়া সেই মিষ্টান্ন ক্রয় করে—আহা! বাহ্য রূপেই ভুলিয়া যায়! কিন্তু তত্তাবতের অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ কালকূট! ঐ অবোধ অপোগণ্ডেরা পরীক্ষা জানেনা অথবা নবীন বয়সের নব অনুরাগে পরীক্ষার ক্লেশ ও সময় লইতে চায় না; কাজেই সেই বিষ-মিশ্রিত লড্ডুকাদি খাইয়া অগৌণে ঢলি-

য়া পড়ে! কাহারো ভাগ্যে যদি ভাল ওঝা যুটে, তবেই সে রক্ষা পায়, নচেৎ হায়! বাপ মার কোল শূন্য করিয়া—তাঁহাদিগকে অগাধ শোক-পাথারে ফেলিয়া ঔদ্ধত্য ও অসামাজিকতা রূপ যমের দক্ষিণ দ্বারে চলিয়া যায়!

আবার কখনো বা সেই নর-নাগ মহাশয়েরা পরিণত-বয়স্ক দেশের যথার্থ হিতৈষীগণকেও দংশন করেন! সেই হিতৈষীগণের সুনাম ও সদভিপ্রায় রূপ সুনির্ম্মল জলপ্রণালীতে গ্লানি-বিষ ঢালিয়া দিয়া প্রকৃত উন্নতি ও প্রকৃত মঙ্গলের প্রাণহরণের চেষ্টা পান! সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের দলের সকলে এরূপ নন; * সকলে এরূপ কুচেষ্টায় রত নন। তাঁহারা বাস্তু, আঘাত না পাইলে আঘাত করেন না! এজন্য লোকে তাঁহাদিগকে কিছু বলে না, তাঁহারাও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্টকারী হয়েন না। কিন্তু তাঁহারা সমাজ মধ্যে প্রতিবৎসর যে কতকগুলি জাওয়ালি ছাড়িয়া দেন, তাহাতেই ঘোর অনিষ্ট ঘটে! জা'ত্ সাপের জাওয়ালি, বেত আছড়া, কানড়, দাঁড়াস, শঙ্খচূর, লাউডুগি, উদয়কাল্, কালাজ, চিতি প্রভৃতি নানাজাতি ভুজঙ্গের প্রতিনিধিরাই অনবরত জ্বলাতন করে! ইহাদিগের মধ্যে কাহারো বিষ তীব্র; কাহারো বিষ বহুকালে কার্য্য করে; কাহারো বিষ নাই; কিন্তু মনুষ্যের হাতে পায় জড়াইয়া কষ্ট দেয়; কেহ বা গরুর পা ছাঁদিয়া বাঁট টানিয়া বাঁট কাণা করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট করে! এইরূপ নাগ-দৌরাত্ম্য দেশে অত্যন্তই হইয়াছিল। সামান্য নাগাপেক্ষা এ নাগ বড় ভীষণ; কেননা ইহারা নর-নাগ—নরের আকৃতিতে নাগের প্রকৃতি! এমন ভয়ানক জীব সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে আর কি আছে? তবে সৌভাগ্যের বিষয়, দেশের লোক তাহাদের ছদ্মরূপ চিনিতে পারিয়া এখন অনেক সতর্ক হইয়াছে!

কিন্তু দেশের লোক চিনিতে পারিলে কি হইবে? রাজজাতীয় রাজপুরুষেরা তো অত বুঝেন না। সুতরাং বিষয় বিশেষে সেই বিষে যখন যথার্থ দেশহিতাম্বেষীদিগের শুভ্র অভিপ্রায়কে রাজপুরুষগণের চক্ষে কৃষ্ণবর্ণ রূপে দেখাইয়া দেয়, তখন বিশেষ অপকারই ঘটিতে পারে! আপাততঃ এইরূপ এক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে—ঐরূপ দ্বেষ-বিষে ঐরূপ সদভিপ্রায়কে কদাকারে পরিণত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখা দিয়াছে! আমি প্রথম প্রস্তাবনা মুখে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি এবং সে স্থলে ও মধ্যে মধ্যে বলিয়া আসিয়াছি, যে, যে বিষাক্ত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নাগলোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি, তাহা পরে ব্যক্ত করিব! তদনুসারে এক্ষণে সেই কার্য্যের

* ইহা স্বীকার্য্য এবং সুখের বিষয়, যে, উন্নতিশীলনামধারী মাত্রেই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় মহদ্ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশে কার্য্য করেন না।

পরিচয় দিতেছি, সভ্য মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবধান করুন।

আপনাদের স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সৈনিক পদ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে মধ্যস্থে এক প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। কে না জানেন, অস্মদ্দেশে মানসিক কর্ষণ নিমিত্ত যে প্রকার উদ্যোগানুষ্ঠান চলিতেছে, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান জন্য তদ্রূপ কোনো সদুপায় এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইতেছে না? শরীর মন উভয়ের প্রতিই সমান যত্ন না করিলে একের আত্যন্তিক চালনায় অন্যে বরং নিস্তেজ, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; এই মহানীতি শিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই হৃদ্বোধ আছে। তথাপি যে এতকাল দুর্ভাগা বঙ্গদেশে তদ্বিষয়ে কার্য্যতঃ ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। সেই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার করা অন্যান্য দেশহিতকর শতবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যই একটী শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গণ্য হইতে পারে সন্দেহ নাই। এবং যিনি বা যাঁহারা তাহার সূত্রপাত করেন, তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই পরম দেশহিতৈষী, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কয়েক বৎসর হইতে তদ্রূপ স্বদেশহিতৈষী দ্বারা তদ্রূপ শুভ সূত্রপাত হইয়াছে। কোনো বৃহৎ ব্যাপার এক দিনেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না—ইটের পাঁজার অগ্নিরাশি এক মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠে না! অতএব প্রথমে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অল্পে অল্পে সামান্যরূপ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে তদনুশীলনের আধিক্য ঘটিয়া এক্ষণে বহু স্থানে বহু বহু যুবক তাহাতে সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টও তদনুমোদন করিয়া তাহার সাহায্যদাতা হইয়াছেন।

ব্যায়ামের চর্চ্চা যখন প্রসারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার সূত্রকারী পূর্ব্বোক্ত স্বদেশহিতৈষীর হৃদয়ে বাসনা ও আশারও বিস্তৃতি হইতে লাগিল। ভাবিলেন, সুদ্ধ ব্যায়ামে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না—মৃগয়া ও সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকা ব্যতীত যথার্থ বলবীর্য্য সাহস জন্মিতে পারে না! বিশেষতঃ রাজ্যের সিবিল বিভাগে এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা নিযুক্ত থাকিয়া যেমন রাজকার্য্যে রাজপুরুষগণের সাহায্য করিতে পাইয়া চরিতার্থ হইতেছেন, সামরিক বিভাগেও সেইরূপে ব্রিটিসরাজসিংহের অনুবল হইতে পারিলে রাজার ভার লাঘব, রাজায় প্রজায় সৌহার্দ্দ এবং প্রজার দৈহিক বলবীর্য্য শূরত্ব-জনিত গৌরব লাভ হওন সম্ভব। বিশেষতঃ "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া যে সে যে আমাদিগকে ঘৃণা করে, কি যে সে টুপি ওয়ালারা যে শৃগাল কুকুরের মত ঘুসা ও লাথি মারে, কি ছাগলের পালের মত (একটা গোরাতে) এক শত জনকে তাড়া করিয়া যায়, সেই জঘন্য জীবনের সংশোধন প্রভৃতি অশেষ উপকার সম্ভবিতে পারে!

কেমন সভ্য মণ্ডলি! স্বদেশহিতার্থীর হৃদয়ে এরূপ ভাব—এরূপ বাসনা—এরূপ আশার সঞ্চার হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? এরূপ বিষয়ের চেষ্টাতে কোনো রাজবিদ্রোহিতার ভাব ও লক্ষণ কি আপনারা দেখিতে পান?

কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ঐ নর-নাগ দলের কতকগুলি লোক ইহাতে বিদ্রোহিতার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় দেখিয়াছেন ও আপনাদের সংবাদ পত্র-যোগে রাজপুরুষগণকে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন! সেই সংবাদপত্র-লেখক অনায়াসে বলিয়াছেন, যে ইংরাজকে তাড়াইবার জন্যই ঐ মৃগয়া ও গুণ-বিদ্যায় দীক্ষিত হওয়ার কল্পনা হইতেছে! আবার গুণপুরুষ এই কথায় ব্যঙ্গও করিয়াছেন!

যে প্রস্তাবে—যে কল্পনায়—যে উদ্যোগে দেশের ছোট বড়—বিদ্বান মূর্খ তাবতের অন্তঃকরণ অনুরাগের সহিত অনুমোদন করে—যে বিষয়ের প্রার্থনা-পত্রে ধনী দীন, জমীদার রাইয়ত, শাক্ত বৈষ্ণব—আঃ! খ্রীষ্টান বাঙ্গালী পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীর বঙ্গবাসী আগ্রহ সহকারে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত—যে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে আনন্দে নৃত্য না করে এমন দেশীয় লোক দেখি না, হায়! তাহাতে যাঁহারা প্রতিবাদী (যুক্তি দেখাইয়া নয়, দ্বেষ বশতঃ প্রতিবাদী—ভাল ভাবে নয়, যাহাতে রাজপুরুষেরা বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহী ভাবিয়া তদুদ্যোগকারীদের প্রতি এককালে বিরূপ হন, এমন অন্তর্জ্বালানে কথায় প্রতিবাদী!) যাঁহারা এমন প্রতিবাদী হইতে পারেন, তাঁহারা কি বাঙ্গালী? তাঁহাদের জন্ম কি এদেশে? তাঁহারা আবার উন্নতি-কারী? তাঁহারা আবার দেশের কল্যাণ-কর্ত্তা? তাঁহাদিগকে স্বজাতীয় ভ্রাতা বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিব—দুধের বাটী চিনির পানা দিব, না ঘোর বিজাতীয় শত্রু বলিয়া শত্রুর মুখে যাহা দেয়, তাহাই আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা ভাঙা কুলায় করিয়া মুখে ঢালিয়া দিব? সভ্যগণ! বলুন না, ইহার কোন্‌টা কর্ত্তব্য? শেষেরটাই কি উপযুক্ত নয়? যদি উপযুক্ত হয়, তবে আসুন তাহাই করি!!!

বাধ্য শ্রীকেঁড়েল।

পুনশ্চ নিবেদন।

ও হো বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, তাঁহারা এ কাজ কেন করিলেন বুঝিয়াছি! স্বজাতির পরম বন্ধু বাবু ন, গো, মিত্র মহাশয় ঐ সব বিষয়ের প্রধান উদ্যোক্তা আছেন এবং সে দিন টাউনহালে তিনি এই বিষয়ে সদুত্তেজক একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়াই নাগলোক ফণা ধরিয়াছেন—দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া যে অঙ্গে পাইতেছেন দংশন করিতেছেন! কেননা, উক্ত সদাত্মা বাবু তাঁহাদিগের (কোনো কোনো বিষয়ে) সতা সতিন! সুতরাং তাঁহারা সতিনের বাটীতে—* * * * * *—ছেন!!

কিন্তু সভ্যগণ! আ'জ্ আর আপনাদিগকে অধিক রাত্রি রাখিতে পারিনা—অন্য এক দিন ইহার শেষপালা শুনাইব। কেবল এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিয়া উপসংহার করিতেছি, যে, তাঁহাদিগকে যে নাগলোকের লোক বলিয়া আমি অবধারণ করিলাম, ইহাতে "উন্নতিশীল ভায়ারা কি লোক?" এই যে প্রশ্ন, তাহার সদুত্তর হইল কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে আর বিলম্ব কেন, আস্ত্র সন্দেশ উপস্থিত করুন!

আর যদি নাগ-দংশন-ভয়ে আপনারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তবে আপনাদিগকে এই আত্মসারা মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি, প্রতি প্রত্যূষে উঠিয়া এই মন্ত্রটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া তিনটী তুড়ি মারিয়া শয্যা ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে সর্প ভয় আর থাকিবেনা! সে মন্ত্রটী এই;—

সর্পাঃক্রূরঃ খলঃক্রূরঃ সর্পাৎক্রূরতরঃখলঃ!
মন্ত্রৌষধিবশঃসর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে!

প্রাপ্ত।

জেনো—চিরদিন সমান না রয়।

১

কে তুমি, জননি মলিন অঞ্চলে
ঢাকিয়ে বদন, নয়নের জলে
ভাসাইছ ও হৃদয়?
চিনি চিনি করি পারি না চিনিতে,
পূর্ব্বে কি তোমারে দেখেছি আঁখিতে,
দেখিয়াছি সুনিশ্চয়।
তা নহিলে কেন হেরিয়ে তোমারে
প্রাণ কাঁদে—আঁখি ভাসে জলধারে?
কে মা তুমি, বল শুনি—
তুমি কি ভারত-বীর-প্রসবিনী?

২

বীরপ্রসূ যদি, কোথা সে তোমার
বীর সুতগণ—আর্য্যকুল সার—
তোমার হৃদয়-ধন?
তাদের হারায়ে কাঁদিছ কি তাই—
হারাইয়ে মণি ফণিনী সদাই,
যথা শোকে নিমগন?
সার্থক ছেলে, মা, তারা তোর ছিল,
স্বাধীনতা-নিধি সদা রক্ষা কৈল,
করে ধরি প্রহরণ—
কোথায়, জননী, তাহারা এখন?

৩

জীবন দিয়েছে, তথাপি কাহারে,
দেয়নি দেয়নি ছুঁইতে তোমারে—
দূরে ছিল রিপুগণ!
হায়, দেবি! কোথা সেই পুত্রচয়,
প্রভঞ্জন সম ভুজ বীর্য্যময়,
ম্লেচ্ছ-চমূ-নিসূদন?
হায় বৃথা কেন শোচনীয় কথা,
পুছিয়ে মা তোর প্রাণে দিই ব্যথা!
ভাবে সব জানা গেছে—
কালার্ণবে তারা অবশ্য ডুবেছে!

৪

যদি মা, থাকিত তারা তোর কোলে—
নীল নভে যেন নক্ষত্র উজলে—
স্বাধীনতা-শশী সহ—

সুকীর্ত্তি কিরণে আঁধার নাশিয়ে,
তোমারে, জননি, সুখিনী করিয়ে
বিরাজিত অহরহ!
সে নক্ষত্ররাজি সে শশী সহিত—
ক্রোড়-নভ তব করি আঁধারিত—
চির-অমা নিশি মত;
জন্মশোধ হয়ে গেছে অস্তগত!

৫

সেই এক দিন—স্বরগীয় দিন,
ছিল মা তোমার! এবে দশা হীন,
দিন দিন গো জননি!
সুত শূরকুল অতুল সাহসে,
তরবারি ধরি সমর-সরসে
কাঁপাত বিশাল ধরণী।
অসি ঝন্‌ঝনি, মুখে হুহুঙ্কার,—
"জয় ভারতের!" শব্দে বারম্বার,
শিহরিত শত্রুচয়!
সে দিন তোমার হয়েছে বিলয়!

৬

সে দিন তোমার হয়েছে বিলয়—
হবে না হবে না হবে না উদয়,
আর সেই বীরগণ!
ভবে কেন মিছে কর মা রোদন?
চেলাঞ্চলে মুছি মলিন বদন
কর শোক সম্বরণ!
প্রাচীন বয়সে কেঁদনা মা আর,
"অরণ্যে রোদন" জেনো মা তা সার,
বিলাপে কি ফলোদয়?
চিরদিন কারো সমানো না রয়!

৭

তোমারি ব্যাসাদি এই নীতি কয়;—
"সুসময়ে বীর্য্য; ধৈর্য্য অসময়,
মহৌষধি সম হয়!"
বিধির বিধান, জেনে নত হয়ে,
ধর্ম্মপথ চেয়ে, থাক গো মা স'য়ে;
তাহে তাপ হবে ক্ষয়!
জানি মা তোমার সর্ব্বাঙ্গেই ক্ষত;
সন্তোষ-মলমে তবু দিন কত,
স'য়ে থাকা যোগ্য হয়—
জেনো—চির দিন সমান না রয়!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

সুসম্বাদ।

(মেং রুট্‌লেজ সাহেবের পুনরাগমন)

ভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতকে নিতান্ত ত্যাগ করেন নাই! আমরা রুট্‌লেজ বন্ধুকে আবার পাইলাম, তিনি টাইম্‌স পত্রের ভারতীয় বিশেষ সংবাদ-দাতা পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আবার আমাদের দেশে আসিয়াছেন! এই সুসংবাদে স্বদেশবৎসল পাঠক মাত্রেই সুখী ও সদাশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই!

কেননা, আমাদের হইয়া—সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ হইয়া—আমাদের রাজ্যাধিপতিদের দেশে দুই চারিটা সদয় বাক্য বলিয়া পাঠায়, ঐ মহাত্মা মিত্র ব্যতীত এমন ব্যক্তি এখন আর প্রায় দেখা যায় না!

ভারতের ফ্রেণ্ড নামধারী 'ফিয়েণ্ড' পত্র তাঁহার নিরপেক্ষ সম্পাদন সময়ে যথার্থই ভারত-ফ্রেণ্ড হইতে পারিয়াছিল। তিনি অল্প কাল (দ্বিবৎসর) এদেশে বাস করিয়াও স্বীয় স্বাভাবিকী, সুতীক্ষ্ণা ও ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি-বলে সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। শত শত—সহস্র সহস্র ইংরাজ স্বজাতি পক্ষপাতে মত্ত ও বিবিধ কুসংস্কার-কুহকে অন্ধ হইয়া এদেশীয়দিগের ন্যায্য প্রাপ্য সুবিচার ও সদয় ব্যবহার প্রদানে বিমুখ হইয়া থাকেন; অধিক কি, যাঁহারা ইংলণ্ড ত্যাগ কালে এদেশের প্রতি সমুচিত স্নেহ ও অনুগ্রহ করিবার সংকল্প আঁটিয়া আইসেন, তাঁহারাও এখানে আসিয়া দলে মিশিয়া আপনাদের সেই শুভসংকল্প ভুলিয়া গিয়া "যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।" এই বাক্যের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন! কিন্তু মহানুভব রুট্‌লেজ সাহেব কি দৃঢ়-চেতা! কি ধর্ম্মভীরু! কি সত্য-বৎসল! কি দয়াময়! তাঁহার সম্মুখে—পার্শ্বে—পশ্চাতে চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা, কত ব্যাঘাত, কত প্রলোভন, কত কুদৃষ্টান্ত ছিল—তিনি যে পত্রের সম্পাদক হইয়া আসিয়াছিলেন, সে পত্র, সে পত্রসম্বন্ধীয় সমুদয় ইংরাজ সহকারী, ইউরোপীয় গ্রাহক, ইউরোপীয় পত্রপ্রেরক এবং পত্রের স্বত্বাধিকারীরা পর্য্যন্ত সকলেই এদেশের পক্ষে বিরূপ—ঘোর বিরূপ!—তিনি স্বজাতীয় জনসংঘের যে সমাজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সে সমাজের অত্যল্প লোক ব্যতীত আর সকলেই বিরূপ! তিনি এদেশে আসিয়া এদেশস্থ ইউরোপীয় সম্পাদিত যত সংবাদ ও সাময়িক পত্র পাঠ করিতে পাইলেন, তাহার প্রায় সমস্তই এদেশের পক্ষে বিরূপ! এদেশে আর কখনো আইসেন নাই, এদেশের কাহারো সহিত আলাপ ছিল না, এ দেশের কোনো ভাষা জানিতেন না—স্বরূপ তত্ত্ব লাভের এত রাশি রাশি বিঘ্ন ছিল! কিন্তু ধর্ম্মে যাহার অকপট ভক্তি, সত্যে যাহার অচলা প্রবৃত্তি, দয়ার কার্য্যে যাহার স্বাভাবিকী মতি, কর্ত্তব্যে যাহার আন্তরিক যত্ন, তাহার নিকট কোনো বাধাই বাধা নয়! সুদ্ধ এই নিগূঢ় কারণেই তিনি সকল বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক কুতর্ক ও কুসংস্কারের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন!

স্বজাতীয় অধিকাংশের গন্তব্য পথ বলিয়াই অবিচার্য্যরূপে অনেকেই সেই পথ অবলম্বন করেন। তিনি সে ধাতুর লোক নহেন। তিনি কাহারো অনুসরণ করিলেন না; স্বজাতীয় সমাজ বলিতেছে বলিয়াই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান করিলেন না; তিনি কোনো সংবাদপত্রের কথা শুনিলেন না; তিনি আ-

পন সহকারী দূরে থাকুক, নিয়োগ-কর্ত্তাদের ইচ্ছা এবং গ্রাহক পাঠক-মণ্ডলীর রুচির দিগেও দৃক্‌পাত করিলেন না—তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন, স্বকর্ণে শুনিলেন, স্বীয় সুমার্জ্জিত বুদ্ধিতে বিচার করিলেন, স্বকীয় জ্ঞানানুসারে ধর্ম্ম, সত্য ও দয়ার অনুরোধই রাখিলেন—অন্য অনুরোধ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না! একি সামান্য মহত্ত্ব? স্বজাতীয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে রীতি প্রবলরূপে প্রচলিত থাকে, বিশেষতঃ দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে সবল দলের যে সকল কার্য্যরীতি প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আইসে, সেই গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া স্বাধীনরূপে একাকী ন্যায়-বর্ত্মে বিচরণ করা সাধারণ মনের কর্ম্ম নয়!

তাহার ফল কি হইল? ত্রিংশৎ কি চত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া যে সব ধবলকায় সবল মহাশয়েরা এদেশে নানা কার্য্যে নানা অঞ্চলে কাল কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার সুন্দর অভিজ্ঞতা জন্মিল। যাঁহারা মদগর্ব্বভরে এদেশীয়দিগকে ঘৃণার সহিত চরণে দলিত করেন এবং সেই ঘৃণার কারণ-স্বরূপ ভাগ্যহীন অধীন জাতির চরিত্রে অসংখ্য দোষারোপ করিয়া আপনাদের চরিত্রকে দোষ হইতে মুক্ত রাখেন, তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহাদের ভ্রান্তি ও মন্দ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে নিত্য নিত্য বজ্রনিনাদে জগতের লোককে সত্য তত্ত্ব দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। সেই সত্য-প্রিয়তা হইতে এদেশীয়েরা একটী অভিনব উপাদেয় বস্তু প্রাপ্ত হইল; সেটীর নাম "সুবিচার"! নূতন বলিবার তাৎপর্য্য, ইউরোপীয় সম্পাদকের হস্তে তেমন সুবিচার অতি অল্পই বহিষ্কৃত হইয়াছে!

অনেক বিচারক সূক্ষ্ম বিচার করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়েন, তাহাতে অর্থী প্রার্থীদের দশা কি হইবে চিন্তা করিয়া দেখেন না। তেমন বিচারক যশোভাজন বটেন, কিন্তু যিনি বিচারের সহিত দয়া মিশ্রিত করিতে জানেন, তিনি লোকের বদন হইতে প্রতিষ্ঠা এবং হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ আকর্ষণ করিতে যোগ্য হয়েন! মহাত্মা রুট্‌লেজ সাহেব শেষোক্ত শ্রেণীর বিচারক—তিনি সত্য প্রদর্শনের সঙ্গে অধীন প্রজাপুঞ্জের প্রতি সরল সদয় অন্তঃকরণের প্রেম দান করিয়া তদ্বিনিময়ে অল্প কালেই এদেশীয়ের প্রণয়ানুরাগ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছিলেন। যে সব নীচাশয় শ্বেতাঙ্গপুরুষেরা সর্ব্বদাই এদেশীয়দিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালি দেন, উক্ত মহানুভব সম্পাদকের প্রতি এদেশীয় জনসাধারণের প্রেমগর্ভ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস স্বতঃ প্রকাশ হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের লজ্জা পাওয়া ও নিরস্ত হওয়া উচিত! অথবা এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি ঘুচিয়া এমত চৈতন্য হওয়া উচিত, যে, এদেশে তো কৃতজ্ঞতা

ধর্ম্মের অভাব নাই, যাঁহারা উপকার না করিয়াও কিম্বা অপকার ঘটাইয়াও কৃতজ্ঞতা পাইতে চাহেন, বরং তাঁহাদিগেরই "হায়া" নামক লজ্জা-বৃত্তির অভাব অনুমিত হয়! তাঁহারা এত সভ্য হইয়াও কি ইহা জানেন না, যে, "জোর যার রাজ্য তার" একথা মনোরাজ্য সম্বন্ধে নয়—অধীন জাতির হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর হইতে গেলে বল-প্রকাশ, নিন্দাবাদ, ঘৃণার ভৎর্সনা, মানহরণ, ন্যায্য বাসনায় বাধা দান, উন্নতির পথে কণ্টক স্থাপন, ইত্যাদি উপায় সুসাধন নয়? বিদ্যাদান; বাক্য ও কার্য্যের স্বাধীনতা দান; জাতি, ধন ও জীবন রক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা তাঁহারা যে আমাদের এত উপকার করিয়াছেন, কেবল শত শত ইংরাজের উপর্য্যুক্ত বিবিধ নীচত্ব এবং অযথা-প্রভুত্ব-জনিত মর্ম্মপীড়া সেই সেই উপকারকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে দেয় না! ইংলণ্ডের একটী ভাল কাজ দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি—তদ্গুণ কীর্ত্তনের নিমিত্ত সুর ভাঁজিয়া লইতেছি, হায়! এমন সময় হয়তো কোনো গর্ব্বিত ইংরাজ অকারণে আমাকে একটী লাথি মারিয়া গেলেন—আমার কোনো আত্মীয়কে অপর ইংরাজ নীলের দাদনের জন্য ধরিয়া লইয়া গেলেন—আমার কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধু কোনো সাহেবের সম্মুখ দিয়া পাল্‌কী চড়িয়া যাইতেছিলেন বলিয়া সাহেব তাঁহাকে প্রহার করিলেন—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোনো ভূস্বামী আমার স্বজাতীয় কোনো বাঙ্গালীকে স্বীয় বিষয় বিভবের কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া খোদাবন্দেরা তাঁহাকে ঘোর বিপজ্জালে জড়ীভূত করিয়া ফেলিলেন—আমার দেশের পরম গৌরবের স্থল কোনো মুখ্য পাত্রকে সাহেবেরা চক্রান্ত করিয়া অপদস্থ ও যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়া নৈরাশ্যের মরু ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন—এমনি এমনি দশ বারটা ভয়ানক অন্তর্দ্দাহক ঘটনা উপস্থিত হইল; হে মনুষ্য! আপন হৃদয়ে হস্ত দিয়া সত্য বল দেখি, সে অবস্থায় সেই একটী ভাল কাজের গুণানুবাদ জন্য কোনো মানবের কণ্ঠ কি আর মুক্ত হইতে পারে?

এদেশে যত ইংরাজ সম্পাদক আইসেন, তাহার চতুর্থাংশ যদি রুট্‌লেজ হইতেন; এদেশে যত শাসনকর্ত্তা আইসেন, তাহার অধিকাংশ যদি গ্রাণ্ট, ক্যানিং, নর্থব্রুক বা ইডেন হইতেন; এদেশে অপর ইংরাজ যত আইসেন, তাহার ষোড়শাংশ যদি ফসেটের ষোড়শাংশের গুণ ধারণ করিতেন; তবে দেখিতেন, ভারতের কৃতজ্ঞতা-তরঙ্গ অজস্র প্রবাহিত হইয়া নিত্য গিয়া মহারাণীর রাঙ্গা চরণ ধৌত করিত!

"শিরঃ নাস্তি শিরঃ পীড়া!"
দয়া নাই কৃতজ্ঞতা!

যাহাহউক, এখন আবার আমরা ন্যায়বান দয়াবান শ্রীযুক্ত রুট্‌লেজ মহোদয়কে প্রাপ্ত হইতেছি! তিনি আ-

পাততঃ দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে গিয়া স্বচক্ষে সমুদয় দেখিয়া ও তৎসংক্রান্ত তাবৎ প্রয়োজনীর বিষয় অবগত হইয়া টাইম্‌স পত্রে লিখিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল তদ্বিবরণ সংগ্রহার্থই প্রেরিত হয়েন নাই! তিনি এদেশের সাধারণ সংবাদদাতা রূপ পরম প্রার্থনীয় উচ্চ পদেই অভিষিক্ত হইয়াছেন। এত দিনে কোটী কোটী নির্ব্বান্ধব প্রজা বান্ধব-রত্ন পাইল—এত দিনে ভারতের দুঃখ-ভারতী ইংলণ্ডের কর্ণগোচর হইবার সূত্র হইল—এত দিনে অলঙ্কারহীন সত্যের মূর্ত্তি আটলাণ্টিক অর্ণব পারে স্ফূর্ত্তি সহকারে প্রকাশ পাইতে চলিল—এত দিনে অনেক জলৌকার মুখে লবণ পড়িবার উপক্রম হইল! এই শুভ ঘটনার ঘটস্থাপন জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সমাচারপত্র টাইম্‌সের অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে অভিবাদন করি! কেবল দুঃখ এই যে, তিনি ছয় মাসের নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। তথাপি বহু উপকার!

ইহাতে আর একটী শুভ চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ সমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসন বিষয়ে সমধিক মনোযোগী হইয়াছেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। বিজয় সিংহ।

"কলিকাতা, শিবাদহ দত্ত-যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা।" গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিখিত হয় নাই; উপরে প্রকাশ "ঐতিহাসিক নবন্যাস।" কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে ইতিহাসের সম্বন্ধ এত অল্প, যে নাই বলিলেই হয়। প্রসঙ্গতঃ হুমায়ুন, আদিলশাহ ও হিমুর নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে এবং হুমায়ুন ভারতবর্ষে পুনরাগমন পূর্ব্বক আদিলশাহের সৈন্যকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইহারি আভাষ মাত্র পাওয়া যায়। হুমায়ুন রাজ্যচ্যুত হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় ও নির্ব্বান্ধব অবস্থায় নির্ব্বাসিত হন—মরু প্রদেশে দীন অনাথ পুত্রের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত আকবরের ভূপৃষ্ঠে অবতরণ, ইত্যাদি বিস্ময় ও করুণারসাশ্রিত কত ঘটনা তৎকালের ইতিহাস মধ্যে সুপ্রাপ্য হইলেও গ্রন্থকার তাহার একটীও অবলম্বন করেন নাই। অথবা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা কিম্বা গ্রন্থোক্ত অপর কোনো চরিত্র, ঘটনা বা আখ্যায়িকার কিছুই ঐতিহাসিক নহে। তবে ইহাকে "ঐতিহাসিক নবন্যাস" বলিয়া পরিচিত করিবার আবশ্যকতা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বোধ হয়, লেখক প্রথম প্রচারক; তাহাতেই নামকরণ ব্যাপারে এই অনবধানতা ঘটিয়া থাকিবে। ইহা সামান্য ত্রুটী, ইহার নিমিত্ত অধিক পীড়াপীড়ি করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব অভ্যন্তরীণ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় গুণাগুণ দেখা যাউক।

গল্পটী সাজানো মন্দ হয় নাই—খুব ভালও নয়—স্থানে স্থানে কল্পনা ও রুচির খুঁত আছে। আখ্যায়িকাটী সুখ-শেষ (Comedy) হইবে বলিয়াই আশা জন্মিয়াছিল—আদি মধ্যে যেরূপ কল্পিত, তাহাতে সুখ-শেষ করাই উচিত—কিন্তু তাহা হয় নাই! সর্ব্ব শেষে ধর্ম্মেরই জয় হওয়া আবশ্যক, গ্রন্থলেখক সেরূপ ঘটাইতে গিয়াও ঘটাইলেন না!

বিজয় এত নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া স্বীয় মনোমোহিনী হেমাঙ্গিণীকে লাভ করিলেন, উত্তম হইল! বিমলার প্রেম পুনরুদ্দীপ্ত, সুতরাং সে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল, হেমাঙ্গিণীর বধচেষ্টা করিল, ইহাও স্বাভাবিক—এ ঘটকালিতে কিছুমাত্র দোষ দেখা যায় না। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর দুরভিসন্ধির সাফল্য ঘটানো ভাল হয় নাই। কোনো কৌশলে সেই হত্যা চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল। হেমাঙ্গিণী মরিল; বিজয় সহগমন করিল; সেই চিতায় ক্রূর অযোধ্যানাথ ঝম্প দিল; আশুতোষ জলে ঝম্প দিল; সরল ও কপট, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, সকলকেই এক পরিণাম খাদে পুতিয়া ফেলা কোনোমতেই স্বাভাবিক ও মনঃপুত হইতে পারে না!

বিজয়ের পিতা মরিবার পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কু চরিত্র ও কনিষ্ঠপুত্রের সরলতা সদাশয়তা জানিতে পারিয়া—একের দুর্ব্ব্যবহারে এবং অন্যের মৃত্যুসংবাদে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ নন্দনের দুর্ব্বৃত্ততা কিরূপে কি পরিমাণে কখন যে জানিতে পারিলেন, তাহার ক্রম, উপায় ও সময়াদি কিছুই বিশেষ রূপে বর্ণিত হইল না। যথোচিতরূপে তাহা লিখিতে পারিলে পাষাণও দ্রব হইত! যেরূপে তাঁহার মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আশু শোক-প্রবল নয়নেও (বেলে চ'কেও) বিন্দু মাত্র জল আনিতে পারে না!

ফলতঃ নব রসের যে কয়টী আশ্রয় করিয়া এই নবন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের উদ্রেক বিষয়ে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহার গল্পের মধ্যে হাস্য ও শান্তি রস মূলেই নাই—ভালই। কিন্তু বীভৎস, রৌদ্র, প্রেম, করুণা ও অদ্ভুত রসোৎপাদনের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। তন্মধ্যে হেমাঙ্গিণী ও বিজয়ের মধ্যে প্রেমরসের আবির্ভাব মন্দ প্রদর্শিত হয় নাই। তদ্ব্যতীত আর কোনো রসেই পাঠকের মন রসে না! বিজয়ের এত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট—ঘরে পরে অত্যাচার-জনিত এত ঘোর যন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে, যে, তত্তাবতের যথা বর্ণনা হইলে ঘন ঘন চক্ষের জলে পাঠকের বক্ষের বস্ত্র সম্পূর্ণ আর্দ্র না হইয়া যাইত না! কিন্তু তাহার অণুমাত্র ঘটে নাই!

চরিত্র সমর্থন পক্ষেও গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই।

কোনো কোনোটী একপ্রকার সন্তোষজনক রূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু যেখানে গানের খোঁচের মত মানব-হৃদয়ের গুপ্ত ক্রীড়া প্রদর্শনের প্রয়োজন, সেখানেই হতাশ হইতে হয়। আমাদের আশ্বিন মাসের চাল-চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলা রং ও মূর্ত্তি মাত্র আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয় তুলির সূক্ষ্ম কাজগুলির সম্পূর্ণ অভাব! অযোধ্যানাথকে যেরূপ চরিত্রের লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম প্রথম তাহার বাক্য ও আচরণে তাহার বড় অন্যথা হয় নাই। কিন্তু যৎকালে দস্যুপতির পত্রবাহক আইসে, তদবধি তাঁহার বাক্য ও কার্য্য যেন সে অযোধ্যার নয়—যেন রঙ্গস্থলে তন্নামে অপর অভিনেতা উপস্থিত হইল! অর্থাৎ অযোধ্যানাথকে যেরূপ চতুর, ধূর্ত্ত, কপট, কৌশলী, ভাক্ত সাধু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার মুখ দিয়া যে প্রকারের কথা বার্ত্তা বাহির হইলে সেই চরিত্র সুচিত্রিত হইতে পারিত, তাহা হয় নাই। বরেন্দ্র সিংহকে এক সময় সাহসী সৈনিক কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্যত্র তাঁহার বাক্যে ও চরিত্রে তাঁহাকে ঘোর ভাক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দস্যু-পত্নীর চরিত্রটী উত্তম আঁকা হইয়াছিল, কিন্তু সে চরিত্র পূর্ণাবয়ব হইতে না হইতেই তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল। দস্যুর গৃহে তেমন রমণী কি কারণে কি সূত্রে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা সুচারু রূপে নির্ণীত হওয়া উচিত। অমন চরিত্রের পূর্ব্ব জীবন ও সেই জীবন সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী বিশেষরূপে করুণা উৎপাদন করিতে পারে, এমন কোনো পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ছিল। সেই মধুর চরিত্রকে আরো কিছু খেলা করিতে দিলে এক দিগে দস্যু পুরীর অপর সকলের নৃশংসতা ও কর্কশতা; অন্য দিগে তাহার দয়ালুতা ও মধুরতা যেন অম্লের মুখে মধুর ও মধুরতার পর অম্ল এমনি চিত্তহর ভাব ঘটিত! এবং অমন রমণীর কোমল স্কন্ধ দুরাত্মার অসি-ঘাতে ছিন্ন হইতে না দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া কোনো কৌশলে পলাইতে দিয়া ভবিষ্যতে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গিনী কিম্বা কোনোরূপ সংসঙ্গে সুখিনী করিলে বড় সুখের হইত। ফলতঃ এ গ্রন্থের এই একটী মহদ্দোষ, যে, সৎ ও অসৎ উভয় পক্ষীয় সমস্ত চরিত্রেরই এক গতি—একরূপ পরিণাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ হওয়া স্বভাব, নীতিশাস্ত্র এবং রুচির বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণতঃ ভাষা ও বর্ণনাদি বিষয়ে গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই। অনেক গ্রন্থের কয়েক পত্র পড়িয়াই তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, এখানি সে ধাতুর নহে। ইহার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—বৈরক্তি বা অরুচি জন্মে নাই। ইহা যদি লেখকের প্রথম উদ্যম হয়, তবে তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে ভাল গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিবে এমন আশা আছে। কল্পনা ও রুচিকে আরো কিঞ্চিৎ সাবধানে চালাইলে ইঁহার লেখনী বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে চিত্তরঞ্জন কার্য্যে সফলতার সহিত নিযুক্ত থাকিতে পারে!

২। বান্ধব।

"মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস।" ইহা রয়েল ৮ পেজি ফরমের তিন ফরমা বা ২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহার প্রথম সংখ্যা (আষাঢ়ের) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল ছয় আনা।

ইহাতে অবতরণিকা, শক্তি, মনুষ্যের জীবন-চরিত ও ফুলবধূ এই কয়টী গদ্য প্রস্তাব এবং 'বাদল' নামা অতি ক্ষুদ্র একটী কবিতা আছে। আমরা ইহার আদ্যন্ত বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার অধিকাংশের লৈপিক গুণ উৎকৃষ্ট। সচ্চিন্তাশীল, সদ্ভাবুক ও সদ্বিদ্বানের লেখা বলিয়া সম্পূর্ণ ধারণা হইল। এমন কি, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় কোনো কোনো নামলুব্ধ মাসিক পুস্তকের মধ্যেও এমন হস্তের লিপি প্রায় দেখা যায় না! তদ্রূপ পত্রে অনেক বড় বড় লেখক লিখিয়া থাকেন, সুতরাং মধ্যে মধ্যে বড় বড় বিষয় ও বড় বড় ভাবের সদ্ভাব সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বান্ধবের যেমন ভাব তেমনি কল্পনা, তেমনি বিচারদক্ষতা, তেমনি সুন্দর ভাষা! উক্ত বড় বড় পত্রের ভাষা প্রায়ই কাল্পনিক ও বলসিদ্ধ, বান্ধবের তাহা নহে—বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। বান্ধব দুরূহ ভাব সকল সুকোমল ও সুলাগ্নিক বাক্যে প্রকাশ করিতে বিশেষ পটু। ঐ বড় বড় লেখকেরা যে যে স্থলে নূতন শব্দের সৃষ্টি কি নূতন ভাব প্রকাশার্থ নূতন উপায় অবলম্বন করেন, সেই সেই স্থল যেন পাঠকের রসনায় ও স্বরানুভাবকতায় অস্বাভাবিক বল প্রয়োগ করিতে থাকে; বান্ধবের সেরূপ স্থল স্বাভাবিক মধুরতা বর্ষণ করে! আমরা ইহার পর পর সংখ্যার প্রত্যাশায় রহিলাম—ভরসা করি, ইহা উত্তরোত্তর আরো উত্তমতা সহকারে সমাজের বিনোদন ও উপকার সাধন করিতে থাকুক! এবং প্রার্থনা করি, সহৃদয় পাঠক সমাজ নামলুব্ধের পুস্তক নয় বলিয়া ইহার গ্রাহক শ্রেণীতে আপনাদের নাম পাঠাইতে কাতর না হন!

৩। আর্য্য দর্শন।

এখানি মাসিক পুস্তিকা। বঙ্গদর্শন ও মধ্যস্থের আকারে বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহাশয় ইহারা সম্পাদক। এবং কতিপয় এম্, এ প্রভৃতি কৃতবিদ্য মহাশয়েরা ইহার লেখক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে "সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি" বিবিধ বিষয় বিবৃতির প্রতিজ্ঞা আছে।

বলিতে গেলে এখানি বঙ্গদর্শনের সমকক্ষ ও প্রতিযোগী!

ইহা উত্তম। এক দ্রব্যের একচেটিয়া বানিজ্য অপেক্ষা বহু বিপণী থাকা কি প্রার্থনীয় নয়? যদিও রহস্য সন্দর্ভ, জ্ঞানাঙ্কুর ও তমোলুক পত্রিকা প্রভৃতি আরো কয়েক খানি উত্তম মাসিকপত্র আছে; কিন্তু তত্তাবতের লেখকগণ এম, এ, নন—তত নামলুব্ধও নন! সুতরাং বঙ্গদর্শনই এম, এ, প্রভৃতি বড় বড় বিদ্বানের লেখা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলেন! আমরা এই উভয় পক্ষীয় শূরগণের প্রতিযোগিতার দর্শক শ্রেণীতে বসিয়া রহিলাম, অনতি-দীর্ঘকালেই "কেলে হারে কি ধলো হারে" টের পাইতে পাইব! ফলতঃ এ লড়াই সামান্য লড়াই হইবে না—এরূপ লড়াই দেশের মহোপকারী—মাতৃভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির অদ্বিতীয় উপায়! কেবল ভয় হয়, পাছে, উভয় পক্ষই কে কত অস্বাভাবিক ইংরাজী বাঙ্গালার নব মাধুরী বাড়াইয়া দিতে পারে, এই প্রতিযোগিতা ও জিগীষার উত্তেজনায় দীনা দুঃখিনী মাতৃভাষাকে চুণোগলির ম্যাম সাজাইয়া বসেন!!

কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যক আর্য্য-দর্শন পাঠে সে আশঙ্কা (এক পক্ষে তো) দূর হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা পাই নাই, সুতরাং প্রচারকের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারাতে স্বাভিপ্রায় প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিলাম না। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যারও সমুদয়াংশ পড়িতে সময় পাই নাই; কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইল, বঙ্গদর্শনের ন্যায় ইহার ভাষা দোষাশ্রিত হইবে না। প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাভূষণ ও এম, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক সংস্কৃতের প্রধানা কন্যাকে বিজাতীয় বেশ ভূষায় সজ্জিতা করিবেন? এমন বিশ্বাস তিলমাত্র মনে স্থান পায় না।

আর্য্যদর্শনের বিষয় ও বর্ণনার কথা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য। যে সব নাম ইহার লেখক শ্রেণীতে অলঙ্কৃত হইয়া আছে, তাহাতে যে উত্তম উত্তম বিষয়ে উত্তম উত্তম প্রস্তাব প্রকটিত হইবে আশ্চর্য্য কি? এরূপ সাময়িক পত্র যতই প্রচারিত হইবে, ততই দেশের অশেষ মঙ্গল সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে নবীন সহযোগীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রার্থনা করিতেছি!

উদ্ভট ও কৌতুক-কণা।

১। কর্সিকা দ্বীপ জল-দস্যুর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। কবিবর বাইরণের অমর-কবিতা-পাঠক মাত্রেই তাহার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ আছেন। তথায় স্থল-

দস্যুরও অভাব ছিল না। একদা তত্রত্য একজন স্থল-দস্যুপতি ধরা পড়িল। এই ব্যক্তির দুর্দ্ধর্ষতা ও অসমসাহকিতার কার্য্য লোকের নিকট অদ্ভুত উপন্যাসবৎ হইয়াছিল। এ দস্যুরাজ কাহাকেও ভয় কি গ্রাহ্য করিত না, আইন ও পুলিস মানিত না, বহু রক্ষক রক্ষিত স্থান লুণ্ঠন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না এবং বহু চেষ্টাতেও সৈনিক পুরুষেরা তাহাকে ধরিতে পারিত না। দৈবাধীন সে রাজসেনার হস্তগত হইল।

সে ধৃত হইয়া জনৈক সৈনিকের প্রহরিতায় আবদ্ধ থাকিল। কিন্তু তাহার ধূর্ত্ততার নিকট প্রহরীর সতর্কতা কোনো কার্য্যকর হইল না—সে কৌশলে পলায়ন করিল। কর্ম্মচারীরা জানিতে পারিয়া রাগে দুঃখে অন্ধ হইয়া প্রহরীর প্রাণ দণ্ড বিধান করিলেন।

ফাঁসির সকল আয়োজন প্রস্তুত; প্রহরীকে বধ-মঞ্চে উঠানো হইয়াছে, এমত সময় এক ব্যক্তি প্রধান অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "মহাশয়! আমি আপনার নিকট অপরিচিত, কিন্তু এখনি আমাকে চিনিতে পারিবেন। আমি শুনিয়াছি, এক জন কয়েদী পলাইয়াছে বলিয়া আপনারা আপনাদের একজন নির্দ্দোষী প্রহরীর প্রাণ দণ্ড করিতেছেন। আমি নিশ্চিত জানি, সেই বন্দীর পলায়ন ব্যাপারে এই প্রহরী কিছু মাত্র দোষী নহে। তথাপি তাহার প্রাণ যায়—এ আপনাদের মন্দ বিচার নয়! যাহা হউক, একজনের অপরাধে আর এক মানব মরিবে, ইহা সহ্য করিতে না পারাতে সেই বন্দী আপনা হইতে আপনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছে—আপনি নিরপরাধী সৈনিককে ছাড়িয়া দিউন।"

অধ্যক্ষ কহিলেন "সে বন্দী কৈ?" আগন্তুক স্বীয় বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল "সে এই আপনার সমক্ষে দণ্ডায়মান!" এই কথায় মহা গোল পড়িয়া গেল—সকলেই দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল এবং অনেকে সত্যই দস্যুপতি বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল। তখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে বলিলেন "যদিও তুমি দুর্ব্বৃত্ত দস্যু, তথাপি তোমার অনুপম সাহস, মহানুভবত্ব এবং দয়া গুণে আমি মুগ্ধ হইলাম! তোমার আশ্চর্য্য মহত্ত্ব জন্য কেবল প্রহরীর জীবন বাঁচিল এমত নহে, তোমাকেও অব্যাহতি দিলাম! যাহার হৃদয় এত উচ্চ ভাবের আধার, সে ফাঁসিতে ঝুলিবার কি অকালে মরিবার পাত্র নহে! অতএব তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। কিন্তু ভরসা করি, ঔদার্য্য ও দয়া যেরূপ দেখাইলে, আজ হইতে স্বকীয় ও পরকীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে ন্যায়ান্যায় বিচারেও তেমনি রত হইবে!"

ঐ গুণশীল দস্যুপতি এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছিল কি না, তাহা লিখিত হয় নাই। কিন্তু বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তদবধি কুকার্য্যে আর লিপ্ত না হইয়া থাকিবে!

২। স্যার রিচার্ড ষ্টিল একটী বৃহৎ গৃহ সজ্জিত করিতেছিলেন। প্রকাশ্য সভা ও বক্তৃতাদির জন্যই উহা সজ্জিত হইতেছিল। উহাতে যে সকল লোক খাটিতেছিল, এক দিন স্যার রিচার্ড তাহাদের মধ্যে আসিয়া কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে এক জনকে "রষ্ট্রম" অর্থাৎ যে স্থানে বাগ্মীরা দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন, সেই স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন তুই ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা কর্, কিরূপ শুনা যায় আমি এখানে থাকিয়া শ্রবণ করি। সেই মজুর তৎক্ষণাৎ রষ্ট্রম নামা মঞ্চে উঠিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে কহিল "মহাশয়! আমি যে কিছু বলিতে জানি না?" স্যার রিচার্ড কহিলেন "তোর যাহা মুখে আইসে তাহাই বল্—তাহাতে হানি নাই।" কর্ম্মী "যে আজ্ঞা" বলিয়া গলা কাঁকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "আর কি বলিব, স্যার রিচার্ড, আমরা এখানে এই ছয় সপ্তাহ কাল কর্ম্ম করিতেছি, এ পর্য্যন্ত একটী পয়সারও মুখ দেখিলাম না। অতএব মহাশয়, আমার বিনীত জিজ্ঞাস্য এই, আপনি কবে আমাদিগের বেতন দিতে মনস্থ করেন?"

সকলে মুখে হস্ত দিয়া হাসিতে লাগিল। স্যার রিচার্ড বলিলেন "আচ্ছা ভাই, নামিয়া আইস, খুব শুনিতে পাইয়াছি—আমি স্বীকার করি যদিও তোমার বক্তৃতার বিষয়টী মনঃপূত না হউক, কিন্তু কথা বড় পরিস্কার হইয়াছে!"

৩। ইংলণ্ডে দুই বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাজ্য ব্যবহার বিরুদ্ধ। এমন কি, যে ব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহাকে দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয়। একদা ওয়েক্‌সফোর্ড জিলার কাউন্সেলর ক্যালড্‌বেক নামক বিচারপতির সমক্ষে এক ব্যক্তির ঐ দুই বিবাহ অপরাধ সপ্রমাণ হইলে বিচারক দোষী ব্যক্তিকে বিস্তর মিষ্ট ভৎর্সনা ও উপদেশ দিয়া দণ্ডদান কালে বলিলেন "বড় দুঃখের বিষয়, যে, আইনে তোমার ন্যায় গুরু অপরাধীকে সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরণ ব্যতীত অধিক দণ্ড দানের ব্যবস্থা নাই, ইহাতেই তুমি ঐ সাত বৎসরের নির্ব্বাসন সাজাতেই বাঁচিয়া গেলে। যদি আমি আমার আপন ইচ্ছামত দণ্ড দিতে পারিতাম তবে আমি তোমাকে চিরজীবনের দ্বীপান্তর বাস করাইয়াও ক্ষান্ত হইতাম না; অতিরিক্ত এই সাজা দিতাম যে, সেই চিরজীবন সেই দ্বীপান্তরে তোমাকে এই যুগল স্ত্রী লইয়া একত্রে এক ঘরে বাস করিতে হইবে!!!"

৪। প্রসিদ্ধ গ্যারিক সাহেবের নাম পাঠক মহাশয়দিগের অনেকেই জানেন। ইনি জন্‌সন্ ও গোল্‌ডস্মিথের সমকালিক ব্যক্তি। তৎকালে রঙ্গভূমির অধ্যক্ষতা ও অভিনেতার কার্য্যে ইঁহার ন্যায় আর কেহই পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই। সেই সময় প্যারিস মহা নগরেও প্রিভিল নামা একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেতা ছিলেন। গ্যারিক প্যারিস নগর দর্শনার্থ গমন করিলে তদুভয়ের মধ্যে সহজেই সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইল। ফরাসী অভিনেতা তাঁহাকে স্বীয় পল্লীগ্রামের বাসভূমিতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রিভিলের গ্রাম প্যারিস হইতে ভার্সেলিস গমনের রাস্তার ধারে, সুতরাং প্যারিস হইতে অতি অল্পদূরে স্থিত। আমাদের যেমন চৌরাঙ্গী, প্যারিসবাসীদের পক্ষে ভার্সেলিস প্রায় তেমনি ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ ও রাজ্যর বড় বড় লোকের বাস। কলিকাতায় এখন যেমন গহনার গাড়ি করিয়া বাঙ্গালী বাবুরা আফিসে যান, তাৎকালিক প্যারিসের লোক ঠিক সেই রূপ গহনার গাড়িতে ভার্সেলিস নগরে যাইত। গ্যারিক ও প্রিভিল গাড়ির আড্ডায় গিয়া একখানি গাড়ি চাপিয়া চালককে কহিলেন "চালাও!" চালক বলিল "রসুন মশাই, চা'রজন হ'ক্ আগে।" এই কথা শুনিয়া গ্যারিকের স্বাভাবিকী পরিহাস-প্রবৃত্তি নৃত্য করিয়া উঠিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের ব্যবসায়ে তিনি কতদূর নিপুণ, ইহা পার্শ্বস্থ বন্ধুকে দেখাইবার জন্য নিম্ন-লিখিত কৌতুকাবহ অভিনয়টী করিলেন!

যে সময় শকটচালক নুতন আরোহীর প্রত্যাশায় এক দিগে চাহিয়া ছিল, সেই সুযোগে গ্যারিক গাড়ির অন্য দ্বার দিয়া নামিয়া শকটের পশ্চাৎ দিয়া ঘুরিয়া চালকের সম্মুখীন হইয়া নুতন মুখভঙ্গী ও নুতন কণ্ঠস্বরে ভার্সেলিস গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। চালক পরমাহ্লাদে ভিতরে উঠিতে বলিল। গ্যারিক উঠিয়া পুনর্ব্বার বাহির হইয়া সেইরূপে ঘুরিয়া নবাগত আরোহীর ভঙ্গী ও স্বরে "কোথাকার যাত্রী? ভার্সেলিসের গাড়ি হয় তো উঠি?" ইত্যাকারের প্রশ্ন দ্বারা চালকের সম্মতি লইয়া উঠিলেন। নিমেষ মধ্যে আবার নামিয়া আবার এক নুতন স্বর ও ভঙ্গীতে চালকের সহিত কথা কহিলেন। প্রিভিল দেখিয়া অবাক্! এবারে গাড়োয়ান দুঃখিত চিত্তে বলিল "না মহাশয়, আমার চা'রজন পূরা হইয়াছে।" এই কথা কহিয়া সে গাড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছিল। প্রিভিল দেখিলেন, বন্ধু গ্যারিক পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, অতএব চতুরতা পূর্ব্বক বলিলেন "আচ্ছা, গাড়োয়ান, এই ভদ্র লোকটীকে লও—ইঁহার শরীর তাদৃশ স্থূল নয়, বিশেষ একা পড়িয়া থাকিলে ইঁহাকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতে হইবে, তার চেয়ে আমরা একটু ঠাসাঠাসি করিয়া যাইতে সম্মত হইলাম!" গাড়োয়ান অতিরিক্ত লাভের আশায় সন্তুষ্ট হইল। সে জানিল, গাড়িতে পাঁচ জন আরোহী আছেন। কিন্তু ভার্সেলিস পৌঁছিয়া কি নিরাশা—কি বিস্ময়!!

৫। একজন "মেথডিষ্ট" মতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; কিন্তু তজ্জন্য বেতন প্রাপ্ত হইতেন না। লো-

কের পুরী নির্ম্মাণ কর্ম্ম ফুরাইয়া লওয়াই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। একদা তিনি কোনো বিজ্ঞ রোম্যান ক্যাথলিক পুরোহিতকে বলিলেন "তোমরা যে বিবাহ কর না, ইহাতে কি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না? বাইবেলে স্পষ্ট লেখা "বংশ বৃদ্ধি কর!" ("Increase and multiply") উক্ত প্রবীণ পুরোহিত এই অভিযোগের উত্তরে বলিলেন "ভাল ভাই, তুমিতো পুরী-নির্ম্মাতা?" প্রথম বক্তা কহিলেন "হাঁ"। পুরোহিত বলিলেন "তুমি আপনি রাজ, মজুর, ভাস্কর, সূত্রধর, চিত্রকর, খোদক প্রভৃতির কার্য্য তো করিয়া থাক?" উত্তর হইল "সে কি! আমি আপনি ও সব কাজ করিব কেন? আমি কর্ণিক, কি বাঁটালি, কি কোনো অস্ত্র, কি কোনো মাল মসলা স্পর্শও করি না। ঐ সকল কর্ম্মের উপযুক্ত কর্ম্মীগণকে লাগাই, কেবল তদারক ও অধ্যক্ষতা করি!" পুরোহিত উত্তর দিলেন "তবে আমাদেরও তেমনি ভাব জানিবে। সমাজ রূপ মহাপুরী নির্ম্মাণ বিষয়ে আমরা স্বয়ং কাজ করি না—তোমাদের ন্যায় রাজ মজুর ছুতার কামারকে লাগাইয়া আমরা কেবল দূর হইতে অধ্যক্ষতা করি!"

৬। কোনো সামুদ্রিক যুদ্ধের সময় দুইজন জাহাজী গোরা পরস্পরের বিপৎপাতে সাহায্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। অবিলম্বে একটা কামানের গোলা আসিয়া একজনের একখান পা উড়িয়া গেল। আহত ব্যক্তি বন্ধুকে ডাকিয়া কহিল "ভাই প্যাডি, শীঘ্র আমায় ডাক্তারের কাছে লইয়া চল।" প্যাডি সত্বরে আসিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া তুলিল। যেমন উঠাইল, অমনি আর একটা গোলা আসিয়া আহত গোরার মাথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল। কিন্তু এ ঘটনা প্যাডি টের পায় নাই। সুতরাং প্রাণপণে বন্ধুকে বহন করিয়া ডাক্তারের নিকট যাইতেছে, এমত কালে একজন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় লইয়া যাইতেছ?" গোরা বলিল "ডাক্তারের কাছে।" কর্ম্মচারী রাগত ভাবে বলিলেন "তুই বড় গাধা, মস্তকহীন শব ডাক্তারের কাছে লইয়া যাইয়া তোর নিজের আর ডাক্তারের সময় বৃথা নষ্ট করিতেছিস!" প্যাডি শুনিয়া ঘাড় হইতে বন্ধুকে নামাইয়া দেখে সত্যই মাথা নাই! তখন বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তুমি ভাই বড় মিথ্যাবাদী—এই তুমি বলিলে তোমার পা গিয়াছে, আমি নির্ব্বোধ তাহাতেই ভুলিলাম—তোমার মাথার দিগে দেখিলাম না! যদি বলিতে, তোমার পা মাথা দুই গিয়াছে তবে কদাচ তোমাকে আনিয়া কাপ্তেনের ধমক খাইতাম না!"

নীতিসার।

১। সুনীতি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই পূজ্য।
২। সত্যমূলক শ্লেষে একের ক্লেশ, কিন্তু অনেকের সুখ ও উপকার।
৩। তীব্র শ্লেষে বন্ধুতা নষ্ট হয়।
৪। অহঙ্কারে যশের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া পাগল করে।

রায়জী মহাশয়।

(গত-সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

যে নিজে ভাল, তৎসম্বন্ধীয় সকলই প্রায় ভাল হইয়া থাকে। বাবু নিজে যেমন গুণজ্ঞ, বিজ্ঞ, সদুৎসাহী, দয়ালু, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও ভগ্নীরাও তেমনি নানাগুণমালার ভূষিতা ও স্নেহ দয়াশীলা। রায়জী নিজে যেমন সরল, সুরসিক, সুবোদ্ধা, সদামোদী; তাঁহার ভগ্নীদ্বয়ও তদনুযায়ী সুশীলা, সদালাপী ও সচ্চরিত্রা; আবার যে কুলোজ্জ্বলকারিণী বধূ ঘরে আইল, তাহার গুণের তো ইয়ত্তা নাই!

সুন্দরী বাহ্যরূপে সহস্রের মধ্যে একজন ব্যাখ্যার সুন্দরী। বিশেষতঃ তাঁহার মুখমাধুরীতে কি একটী আশ্চর্য্য মধুরতা বা মিষ্টতা আছে, যে, সে বদন দেখিলে রাগান্ধ ব্যক্তিও রাগ রাখিতে পারেনা—কৌলিক শত্রুও বৈরনির্য্যাতন ভুলিয়া যায়—ঘটক নামা পাঁঠীবেচাদের দালালেরাও নাকি দয়া করিয়াছিল! সেই রূপ-মধুরতার সহিত গুণ-মধুরতা সংযুক্ত হইয়া কি রমণীয় পদার্থরূপে সকলেরই স্নেহাকর্ষণ করে! বাবুর পত্নী সুন্দরীকে দেখিবামাত্র বাৎসল্যরসে গলিয়া যেরূপে কন্যা সম্বোধনে বিবাহের রাত্রে আদর আহ্লাদ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাকে স্বীয় আবাসে কয় দিন রাখিয়া দিন দিন তাহার সদ্বুদ্ধি ও সুশীলতা দেখিয়া আরো সন্তুষ্টা, আরো মুগ্ধা, আরো আকৃষ্টা হইয়া উঠিলেন!

রায়জী মহাশয় এক একবার আপন বাটীতে যাইতেন মাত্র; নতুবা যে কয় দিন সুন্দরী বাবুর বাটীতে ছিলেন, সে কয় দিবস ভোজন, শয়ন, উপবেশনাদি সকলই বাবুর মন্দিরেই সম্পন্ন হইতে লাগিল! সুন্দরী যে দরিদ্রের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়াছেন, তাহা সে কয়দিন অণুমাত্র জানিতে পারিলেন না—যেন বড় মানুষের ঘরের বড় আদরের বউ হইয়াছেন, ইহাই জ্ঞান হইল! রায়জীও যেন কোনো স্বয়ম্বরা রাজকন্যার পাণিপীড়ন পূর্ব্বক হঠাৎ রাজার জামাই হইয়া উঠিলেন, এমনি অনুমান হইতে লাগিল! বাবুর পত্নী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার জন্য প্রায় প্রত্যহই পাল্‌কী পাঠাইয়া তরঙ্গিণীকে আনাইয়া বিধিমতে সম্মান এবং মূল্যবান উপহার অর্পণ দ্বারা তৃপ্তি দান করিতে লাগিলেন। বাবু, প্রেয়সীর পরামর্শে রায়জী মহাশয়ের নিমিত্ত তাঁহার সরকারে একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। সুধু সুধু হাত তোলা পদ্ধতিতে টাকা দিলে রায়জী অপমান বোধ করিতে পারেন, এই জন্যই অল্প পরিশ্রমের অথচ বেশী মানের একটী কার্য্যভার অর্পিত হইল। কার্য্যটী এই, যে, পূর্ব্বে প্রজাগণের পরস্পরের বিবাদ বা সরকারী আমলাগণের বিরুদ্ধে তাহাদের যত কিছু অভিযোগ থাকিত, তাহার মীমাংসা সদর নায়েব কানুনই

করিতেন—কখনো কখনো স্বয়ং বাবুর দ্বারাও হইত। এখন নিয়ম হইল, যে, বাবুর যেখানে যত তালুক আছে, তাহার সদর মফঃস্বল সর্ব্ব স্থানের ঐরূপ বিবাদ ও ঐরূপ অভিযোগাদির বিচার রায়জী মহাশয় নিষ্পন্ন করিয়া বাবুকে বিজ্ঞাপন এবং যাহাতে প্রজা পীড়ন ও আমলা কর্ত্তৃক উৎকোচ গ্রহণাদি না হইতে পারে, সে বিষয়েও সাধ্যমতে তত্ত্বাবধান করিবেন। সেই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তিনি যখন যে আমলার নিকট যে সাহায্য চাহিবেন বা যাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, প্রত্যেক আমলাকে তাহা মান্য করিতে হইবে। প্রত্যুত, একপ্রকার তিনি সকল কর্ম্মচারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করণের ভার প্রাপ্ত হইলেন, অথচ জমীদারী কাগজ পত্র দেখিতে কি লিখিতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিলেন। এতদ্দ্বারা বাবুর প্রজা-বাৎসল্য ও রায়জীর প্রতি বিশেষ দয়া উভয় ধর্ম্মই সুচারুরূপে পালিত হইল! আবার রায়জীর যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সরল হৃদয় ও উচ্চ চরিত্র, তাহাতে তদ্রূপ বিচার বিতরণে তিনি যে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা সহকারে কৃতকার্য্য হইবেন, সে পক্ষে কাহারই সন্দেহ রহিল না। এই নিয়োগে সকল দিগেই সন্তোষ জন্মিল। যত দিন এই বন্দোবস্ত ও লোচনের সহিত একটা মাট মিট না হইল, তত দিন সুন্দরী নূতন মায়ের নিকটই রহিলেন!

তাঁহার পুরাতন মাতা, পিতা ও সহোদরাদের কথা ভুলিয়া যাওয়াও আমাদের কর্ত্তব্য নয়। তাঁহার পিতাঠাকুরকে পাড়ার লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহে আটক রাখিয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ দ্বার ভঙ্গের চেষ্টা ও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার কন্যারা সুন্দরীর বিবাহ বাটীতে আমোদ করিয়া প্রভাতে বাটী আসিয়া দেখেন, তখনও পিতা নিঃশব্দে পড়িয়া আছেন। বেলা এক প্রহর অতীত, তথাপি কর্ত্তার সাড়া শব্দ নাই; ব্রাহ্মণী ও নন্দিনীগণ ভয় পাইয়া শৃঙ্খল মোচন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া নাসায় অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস বহিতেছে—চিন্তার বিষয় নয়!

জ্যেষ্ঠা তনয়া ডাকিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। লোচন উঠিয়া বসিলেন! তাঁহার আকার দেখিয়া মেয়েদের ভয় হইল—চক্ষু বসিয়াছে, ওষ্ঠ শুকাইয়াছে, কপাল ঘামিতেছে, গণ্ড পাণ্ডাশ হইয়াছে, করাঙ্গুলি গুলি চোপসাইয়া গিয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কণ্ঠস্বর বাহির হইতেছে—অবিকল যেন ওলাউঠার রোগী! হায়! মনুষ্যের মর্ম্মান্তিক যাতনা এতই ভয়ঙ্কর!

লোচনের ঐরূপ আকার আত্যন্তিক মানসিক কষ্ট হইতেই যে হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইল। নতুবা গত রজনীতে আছাড় খাইতে, দৌড় ঝাঁপ করিতে বা আর্ত্তনাদ ছাড়িতে যে কিছু

শারীরিক আয়াস হইয়াছিল, তাহাতে এতদূর শ্রী-ভঙ্গ সম্ভবে না!

কিন্তু লোচনের কিসে এত গভীর মানসিক দুঃখ হইল? কন্যা কি গোয়ালার বামণকে আত্ম সমর্পণ দ্বারা নীচগামিনী হইয়াছে? তাহা তো নয়—রায়জী বরং তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ। তবে কি কন্যা অপাত্রে মাল্য দিয়াছে? তাহাতে যদি তাঁহার শোক হইত, তবে চিরকাল জহ্নু-কন্যার ক্রোড়স্থ অশীতিপর শিশু জামাই গুলির নিকট প্রাণ তুল্যা আত্মজাগণকে ছাগী বা গাভীর ন্যায় বিক্রয় করিতে পারিতেন না! তবে কি কন্যা তাঁহাকে না বলিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার অভিমান, দুঃখ, ঘৃণা বা অপমান বোধ হইয়াছে? তাহা হইলে গত রাত্রে "ওরে আমার সর্ব্বনাশ হলো—ওরে আমার আট শ টাকা ডুবে গেল!" এরূপ ভাবের আর্ত্তনাদ সহ আপনার চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতেন না! তাহা হইলে অত চীৎকার ও ঢলাঢলির প্রবৃত্তি হইত না—তাহা হইলে মনের দুঃখে নিস্তব্ধ—নির্জ্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিতেন! তবে কি কেবল টাকার শোকেই এত মর্ম্মান্তিক? তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়—আর কিছুই হইতে পারে না!

সে দিন দিবাভাগে লোচনের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না—ভয়ে কেহ ভাণ্ডারের চাবি চাহিতে পারিল না! লোচন নিজের কক্ষালে শোণের স্থূল ঘুন্সিতে চাবি রাখিতেন; দুই সন্ধ্যা ভোক্তার সংখ্যা গণিয়া চাউল দাউল নিজে মাপিয়া দিতেন—আ'জ্ কাহার সাধ্য সে কথার উল্লেখ করে? জ্যেষ্ঠা কন্যা অনেক সাধিয়া পাড়িয়া অনেক গালি খাইয়া অবশেষে পিতাকে স্নানাহ্নিক করাইলেন, সেই সাধ্য সাধনা মধ্যাহ্নে আরব্ধ হইয়াছিল, অপরাহ্নে সমাপ্ত হইল! পাড়ার দুষ্ট লোকেরা বলে, এক বেলার খোরাক বাঁচিবে বলিয়া দিন থাকিতে তাঁহার রাগের অবসান হইল না! যাহাহউক, প্রদোষের পূর্ব্বে তাঁহাকে নরম দেখিয়া কন্যারা কেহ তেল আনিলেন, কেহ মাখাইয়া দিলেন, কেহ মাথায় জল ঢালিলেন, কেহ গা মুছাইলেন, কেহ কোশা কুশি ও জলযোগের মুড়ি গুড় আনিয়া নিকটে রাখিলেন! তখন ব্রাহ্মণী সাহস পাইয়া এক প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে রেক দুই তণ্ডুল ও গোটা কতক আলু উধার লইয়া চাপাইয়া দিলেন। কর্ত্তাকে খাওয়াইয়া সকলেই মুটা মাটা গ্রহণ করিলেন। কর্ত্তার শয়ন ঘরে গৃহিণী সে দিন যাইতে পারেন নাই; কর্ত্তা কিন্তু সে দিন আর চেঁচান নাই—স্থির ভাবে পড়িয়াছিলেন!

পর দিন বৈকালে বাবুর প্রেরিত গ্রামের তিন চারিজন বিজ্ঞ প্রাচীন ব্রাহ্মণ লোচন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। তাঁহারা বিস্তর বুঝাইলেন; সে বুঝানোর কাছে ওঝার ঝাড়ান সামান্য! ভূতাক্রান্ত রোগী প্রথমে কত তেজ, কত দর্প, কত অবাধ্যতা প্রদর্শন করে,

শেষে শতমুখী দন্তে ধরিতেও বাধিত হয়। লোচনও তাহার অন্যথা করিলেন না। তাঁহারা যত বুঝান, তিনি ততই রাগে ফুলিয়া গর গর! তাঁহারা অপত্য-স্নেহ, অপত্য-পালন, অপত্যের প্রতি পিতার বৈবাহিক কর্ত্তব্য, ভদ্রের করণীয় আচরণ এবং সমাজতত্ত্বের আরো কত কথা—কত নীতি—কত হিতোপদেশ ঘটিত যত বক্তৃতা করিলেন; ততই যেন লোচনের শ্রীঅঙ্গে বিষাক্ত তীর বিঁধিতে লাগিল! বক্তারা মান্য ব্যক্তি, উপরোধের লোক, কেবল এই জন্যই লোচন কিছু বলিতে পারিতেছেন না—অসহ্য কথাও সহ্য করিতেছেন। প্রবীণগণ মনে করিলেন, তাঁহাদের অকাট্য হিতোপদেশে লোচনের জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছে—অনুতাপ জন্মিয়াছে—মনে মনে হয়তো ভবিষ্যৎ সদাচরণ জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছে, তাই মৌন হইয়া আছে! অতএব তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ঘোষাল মহাশয় আনন্দের উৎসাহে লোচনের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন "বাপু! চিরজীবী হও; সুখে থাক; আ'জ্ আমাদের বড় সুখী ক'ল্লে; যেমন বড় মুখ ক'রে এসেছিলেম, তেমনি মুখ রক্ষা ক'ল্লে; আশীর্ব্বাদ করি ধনে পুত্রে লক্ষ লাভ হ'ক; এখন চল, আপনি গিয়ে ঝি জামাইকে সঙ্গে ক'রে ঘরে আন্‌বে চল!"

কেউটে নামা বিষধরের পুচ্ছে আঘাত লাগিলে সে যেমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন সহ ফণাদণ্ড অসম্ভব উন্নত করিয়া উঠে, ঐ কথায় লোচনের লোচন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গমন সহকারে তেমনি তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক লোচন লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! বলিলেন "যত বেটা রঙ্গ-বঞ্চক আমার সর্ব্বনাশ ক'রে রঙ্গ দেখ্‌ছে! যে যত ভদ্র, সব বোঝা গেছে—আট আট শ টাকা—উঃ! হলিনি বা জমীদার—জমীদার আছেন—বড় মানুষ আছেন, তিনিই আছেন—দেশে কি হাকিম নেই? গরিব ব'লে কি তিনি যা মনে ক'র্ব্বেন তাই ক'রে পার পাবেন? লবাবি ফলিয়ে বে দিয়ে গেলেন! বাবা-কেলে আক'ড়ে মেয়ে পেরেছেন কিনা, তাই এক বেটা ছেঁড়া পোঁদা মোসাহেবকে চুরি ক'রে ক'নে যুটিয়ে দিলেন! উঃ কি বাবুগিরি গো! এতো বাবুগিরি নয়, এ চোর গিরি! যেমন বাজনা বাদ্যি নিয়ে জাঁক ক'রে এলেন, অমনি যদি পণাপণের টাকাটা ফেলে দে যেতেন, তবে ব'ল্‌তেম বড়মানুষি বটে! আমি ভয় করিনে, আপনারা সচ্ছন্দে গে ব'লে দিন্—শোনাবেন ব'লেই তো ডাক ফুকোর ব'ল্‌ছি—না হয় চাল্ কেটে উঠিয়ে দেবেন! তার বাকীই বা কি? যার বাড়া নেই জোর ক'রে মেয়ে কেড়ে নে যাওয়া—যে মেয়ের পাকা সম্বন্ধ হয়ে গেছে—আট শ টাকা পণ ধার্য্য হয়েছে—বিশ্বাস না করেন তো কংস ঘটককে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন গে।—[illegible] আট শ টাকা—উঃ! ওরে অ[illegible] জ্ঞানের কথা! বিশ পঞ্চাশ হয়, [illegible]নের কথা খাটে—আট আট শ—উঃ!"

প্রবীণ মহাশয়েরা অবাক্! কেহ হেঁট-মুণ্ড; কেহ গালে হাত দিয়া পূর্ব্ব মুখে; কেহ জানু ধরিয়া উত্থানোন্মুখ; কেহ বা হা করিয়া লোচনের মুখের দিগে স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন! ঘোষাল মহাশয় বড় সম্ভ্রান্ত, বড় বোদ্ধা, বড় ধীর; তিনি অনেক দলাদলি ভাঙ্গেন—অনেক বিবাদের সালিস মধ্যস্থ হন—গালে চড় মারিলেও রাগেন না; যে কাজে লাগেন, শেষ না করিয়া ছাড়েন না। নিষ্পত্তিকারীদের এই সকল গুণ বড় আবশ্যক—এই সব গুণেই তিনি পরগণার মান্য—গ্রামের মাতব্বর। লোচন যে এত গালি দিলেন, অপমানের কথা বলিলেন, ঘোষাল মহাশয় সে সব শুনিয়াও শুনিলেন না। লোচনের সহিত তাঁহার মতের যেন সম্পূর্ণ একতা, এমনি ভাব ভঙ্গীতে হাসিতে হাসিতে হাত ধরিয়া লোচনকে বসাইলেন এবং মিষ্ট কথায় কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া পার্শ্বস্থ অপর প্রবীণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "লোচন তো কিছুই অন্যায্য ব'ল্‌ছে না। ভেবে দেখ দেখি, যদি তোমার আমার এমন ঘটিত, তবে কি আট শ টাকার শোকে প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াতেম না? ওরে তবু ভাল বলি, আমরা যা ব'ল্‌ছি, ও শুন্‌ছে—তুমি আমি হ'লে [illegible]থকে বেরুতেম না!"

[illegible]লোচন কহিলেন "সাধে বেরুই, [illegible]নারা এসেছেন—" ঘোষাল বলিলেন "আমিও তো তাই ব'ল্‌ছি—তোমার গুরু লঘু জ্ঞান, তোমার সৌজন্য, তোমার বিবেচনা আর ধৈর্য্য দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। হবে না কেন? রামতনু দাদা পুণ্যবান লোক ছিলেন,—অমন খোস্‌খোরাকী এখন আর দেখিনে—যে ভোজে রামতনু দাদা না ব'স্‌তেন, বড় মাছের মুড়ো পরিবেশনের থালায় প'ড়ে কাঁদ্‌তো, আর কার সাধ্য তা পাতে নেয়? বারোয়ারি পূজা দাদার প্রাণ ছিল—ছ মাস থা'ক্তে বেরুতেন, দেশ বিদেশ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে আন্তেন; গ্রামেরও কেউ যে ফাকি দেবেন, তার যো ছিল না—ঘটী বাটী বেচুক, আর বাঁশ খড় কাঠ কুটো যার যা থাকুক, না দিয়ে কেউ পার পেতো না! তেমন পুণ্যাত্মার বেটা, তোমার কাছে মানীর মান থাকবে না তো কার কাছে থা'ক্‌বে? বাবু কাজ টা তো ভাল করেন নি—যদিও সন্ধ্যা বেলা ছেলে খেলার মত তাদের বে হয়েছিল, তুমি কেন সেজে গুজে এসে আবার বে দিলে?"

লোচন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "সন্ধ্যা বেলা ছেলে খেলা?"—ঘোষাল কহিলেন "কে জানে বাপু, শুন্তে পাই তোমার কন্যা নাকি তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন আড়ি পেতে শুনে জান্তে পেরেছিল তুমি বয়োধিক বরের সঙ্গে তার বে দেবে; তাই নাকি ওদের বাড়ী আপনি গিয়ে সেই ছোকরার দিদীর হাতে পায় ধ'রে এই ঘটনা ঘটায়;

তাই চুপি চুপি গোধূলি লগ্নে তাদের বাড়ীতে গিয়ে আপনি জেদ ক'রে ক'নে সেজে বসে—তারা নাকি তার কান্না দেখে দুঃখের দুঃখী হয়ে পুরুত ডেকে এই কাজ করে। বাবু যখন শুনেছেন, তখন তো বে হয়ে গেছে—শেষে যা হ'লো, সেটা কেবল কোনো অনুরোধে প'ড়ে আমোদ করা!"

লোচন বলিলেন "বটে! এতদূর! তবে সেই—খেগোর বেটীই আমার সর্ব্বনাশটা ক'রেছে! বেটীকে জন্ম দিলেম, খাওয়ালেম, পরালেম, মানুষ ক'ল্লেম—বেটীকে যত ভাল বাস্‌তেম, এতটা কোনো মেয়েকে বাসিনি—হা নেমখারাম! হা কলিকাল!" বলিতে বলিতে রাগ-চণ্ডাল সহসা লোচনের স্কন্ধে চাপিয়া বসিল—রুদ্র কীটরূপে কামড় মারিল—চৈতন মৃগী রোগীর ন্যায় ভয়ঙ্কর দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া করমুষ্টি আঁটিয়া আরক্ত গোল চক্ষু ঘুরাইয়া ধনুষ্টঙ্কারের মত শক্ত হইয়া ও দেহ নোয়াইয়া একটা সাধু সম্বোধন উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জননাদে বলিল "এখন একবার পাই তো বেটীর মাথাটা কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খাই!—" মুহূর্ত্তে আবার সে ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইল; যেন নূতন একটা সন্দেহ মনো মধ্যে জন্মিল, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ব্যক্ত করিলেন "সুধু কি সে? হয় তো এবেটীরেও মন্ত্রণার মধ্যে আছে—হয় তো আড়ি পাতা মিছে কথা—হয় তো সে রাত্রে ঐ সর্ব্বনাশী রাক্ষসী মাগী আমার পেটের কথা বা'র ক'রে নিয়ে আদরের মেয়েকে ব'লে দেছে—হয় তো সকলে যুটে পেটে এই হাঘ'রে ছোঁড়াকে—" এই পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। কেননা, ঐ পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে লোচন লম্ফ দিয়া উঠিয়া বেগে বাহির বাটী হইতে অন্দরে ছুটিয়া গেলেন; যাইবার কালে মাঝের দ্বারও রুদ্ধ করিয়া গেলেন—ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতি প্রবীণেরা যে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন, তাহার উপায়ও রহিল না!

তাঁহারা ভাবিয়া আকুল—পাছে টাকার শোকে লোচন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া রাগের ভরে ব্রাহ্মণী ও কন্যাগণের অতিরিক্ত দৈহিক দণ্ড বিধান করে—পাছে খুন পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে, এই আশঙ্কাতে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। এই জন্য তাঁহারা বাটী বেষ্টন পূর্ব্বক খিড়কী দ্বারে গেলেন। দেখেন, তাহাও রুদ্ধ করিয়াছে! তখন উৎকণ্ঠার আরো বৃদ্ধি হইল। প্রতিবাসীগণকে শীঘ্র আহ্বান করিলেন। সকলে একবাক্য হইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যখন পাড়া সুদ্ধ সকলেই মিলিত, তখন আর অনধিকার প্রবেশাভিযোগের ভয় কি?

বালক, বৃদ্ধ, যুবা পুরুষে প্রায় ৫০। ৬০ জন এবং বামাজাতিও প্রায় ৫০। ৬০ জন তাঁহাদের পশ্চাতে বাটী প্রবেশ করিল। দেখিয়া গৃহকর্ত্তার কোপানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইল। যাহা মুখে আইল, তদুক্তিতেই গালি দিতে লাগিলেন—যাহাকে সম্মুখে পাইলেন

তাহাকেই প্রহারোদ্যত—এককালে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন! তাঁহার অত্যাচার অসহ্য বোধে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিল।

তাঁহার ব্রাহ্মণী ও কন্যাগণ কোথায়? যৎকালে ঘোষাল মহাশয়দের ডাক শুনিয়া লোচন বাহির বাটীতে যান, ব্রাহ্মণী ও নন্দিনীরা অমনি বাহিরের দিগের ঘরে গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুগল বাতায়ন-মুখে মুখ দিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তাঁহারা যেই দেখিলেন, প্রথমে সুন্দরীর উপর ক্রোধ, তাহার পর তাঁহাদের সকলের উপরেই কর্ত্তার সন্দেহ জন্মিয়া ছুটিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে অন্তঃপুরে আগমন হইতেছে, তাঁহারা অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ-দ্বারের খিল আঁটিয়া দিলেন। কর্ত্তা এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া সেই ঘরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বিগুণ জ্বলিলেন; ডাকিলেন; শেষে কপাটে মহা জোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। সে আঘাতে নিশ্চয়ই খিল ভাঙ্গিয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার কন্যারা এককালে সকলে যুটিয়া কপাটের গায় পৃষ্ঠ দিয়া দু-পুরু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতেই আপাততঃ দুর্গ বাঁচিল!

কর্ত্তা অন্য ঘর হইতে কুঠার আনিতে যাইতেছেন, এমত কালে খিড়কীর দ্বার ভঙ্গ করিয়া আক্রমক দল সবেগে প্রবিষ্ট হইল। এক্ষণে কর্ত্তা বন্দী হইয়াছেন, শুনিয়া কন্যাগণ কবাট খুলিয়া বাহিরে আইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহাদের কম্প ভয়ানক। তাঁহাদিগের সে বাটীতে থাকা ঘোর বিপদ, এজন্য ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতির পরামর্শে ব্রাহ্মণী ও কন্যাগণকে দুই এক দিবসের মত স্থানান্তরিত করা হইল। ক্রমে সকলে চলিয়া গেল—শেষে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা লোচনের বন্ধন খুলিয়া পলায়ন করিলেন! লোচন শূন্য দুর্গের একাধিপতি প্রভু হইয়া রহিলেন!

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

কুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

৩য় ভাগ—প্রস্তাবনা।

পাঠক মহাশয়গণ!!

লৌহ বর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকট খুলিবার পূর্ব্বে আপনারা কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কখনো গিয়াছিলেন? বোধ করি সকলে না গিয়া থাকিবেন। যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের মেরুদণ্ড রূপী "বৃহৎ-কাণ্ড-পথ" (Grand Trunk Road) নামা সুবিশাল রাজবর্ত্মের চটি, গ্রাম ও নগরাদির প্রকৃতি, পরস্পরের দূরতা ও স্থিতি-ভাব অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। যাঁহারা যান নাই, তাঁহারাও লোক প্রমুখাৎ কতক কতক শুনিয়া থাকিবেন।

দুই তিন ক্রোশান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

আড্ডা; পাঁচ ছয় ক্রোশান্তে বড় বড় চটি; বহু বহু চটি অন্তে এক এক নগর বা উপনগর। কলিকাতা হইতে বাহির হও, বহু চটির পর বর্দ্ধমান; বর্দ্ধমান ছাড়িয়া চল, বহু চটির পর বরহি; বরহি হইতে যাত্রা কর, বহু চটি অন্তে সহর ঘাটি নামা উপসহর; অগ্রসর হও, বহু চটির পর সাসিরাম; আরো বহু চটি ছাড়াও, তবে বারাণসী ধাম প্রাপ্ত হইবে। তদন্তে মৃজাপুর ও প্রয়াগাদির গন্তব্য পথেও ঐ ব্যবস্থা।

এই সুদীর্ঘ-ইতিহাস-পথের যাত্রীদের নিমিত্তও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিরাম ও আরামস্থল আবশ্যক। যাহাকে ইংরাজীতে প্যারাগ্রাফ বলে—আমাদের মাতৃভাষায় অদ্যাপি যাহার কোনো সংজ্ঞা প্রচলিত হয় নাই—যত দিন কোনো শ্রেষ্ঠ নাম না হইতেছে, তত দিন যাহাকে আমরা "পদস্তবক" বা সুধু স্তবক নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি, সেই "প্যারাগ্রাফ" এই উপাখ্যান বর্ত্মের ক্ষুদ্র আড্ডা; "অধ্যায়" গুলি চটি; "ভাগ" কয়টী নগর!

গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডে যেমন এক নগর হইতে অন্য নগর পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে চটি, তেমনি আমরা এক ভাগ হইতে ভাগান্তরের মধ্যে বহু অধ্যায় সন্নিবেশ করিতেছি। অথবা কতিপয় অধ্যায়-রূপী চটি পার হইলেই যাত্রী মহাশয় ভাগ নামা এক একটী নগর দেখিতে পাইবেন!

ট্রঙ্ক রোডে যেমন প্রদেশ ভেদে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, এই আখ্যায়িকাতেও তেমনি ভাগ ভেদে বিষয়ের প্রকৃতি ও নায়কের অবস্থা ভেদ ঘটিতেছে।

নায়কের ইউরোপ সম্বন্ধ লইয়া প্রথম ভাগ এবং নিরাশ্রয় অবস্থার অবসান অর্থাৎ অপদস্থ অবস্থায় পদলাভ পর্য্যন্ত জীবনের দ্বিতীয়ভাগ হইল। এক্ষণে তিনি নূতন প্রণালীর কর্ম্ম ভূমিতে অবতরণ করিলেন, তাৎকালিক ঘটনাচয় অবশ্যই তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়—এই ভাগের সীমা কোথায় এবং পরবর্ত্তী ভাগই বা কয়টী, কিরূপ?—তাহা এখন বলিতে পারি না, বলা উচিতও নয়। আসুন, পাঠক মণ্ডলি! যাইতে যাইতে অবশ্যই জানিতে পারা যাইবে!

অতএব সম্মুখে—নিম্নদেশে এই যে অধ্যায়টী দেখিতেছেন, ইহা তৃতীয় ভাগের প্রথম চটি!

তৃয় ভাগ—প্রথম অধ্যায়।

যাত্রা।

সূর্য্যোদয়ের কয়েক দণ্ড পূর্ব্বেই যাত্রা হইল। যে প্রণালীতে কুচ হইবে, পূর্ব্ব রজনীতে আলিবর্দ্দী ও বন্নুর পরামর্শ-সাহায্যে ডুলীন তাহা স্থির করিয়াছিলেন। নন্দ সিংহ তাঁহার সাক্ষাৎ সহকারী, তাহার নামেই পরওয়ানা বাহির হইল! কিন্তু সম্যগ্‌রূপে আদেশ পালিত হয় কি না, তাহার তত্ত্ব লইতে উক্ত

দুই জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের প্রতিই গুপ্ত উপদেশ ছিল। ডুলীন নিজেও এরূপ আয়াস ও তৎপরতা দেখাইলেন, যে, প্রথম দিবসেই আলীবর্দ্দি প্রভৃতি হিতেচ্ছু পক্ষ মহা পুলকিত—মহা উৎসাহী এবং নন্দ সিংহ প্রভৃতি প্রতিকূল পক্ষের মুখ মলিন হইল!

সে যাহাহউক, বাহিনীর গমন কালিন শ্রেণী বিভাগ এবং গতি-পদ্ধতি এইরূপ হইল;—সর্ব্ব প্রথমে এক দল ল্যান্সার নামা অশ্বারোহী; তৎপরে খোসাল সিংহের রেজিমেণ্ট; পরে ছয়টী কামান; তাহার পশ্চাতে ডুলীনের নিজের প্রস্তুতীকৃত পদাতিক; পরে নিজের অশ্বারোহী এবং সর্ব্ব শেষে নন্দ সিংহের অধীন ল্যান্সার দল। চাঁদ খাঁর প্রদত্ত পঞ্চাশ অশ্বারোহী এবং ডুলীনের পূর্ব্ব সহচরগণ তাঁহার শরীর রক্ষক রূপে সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী থাকিত—আলীবর্দ্দি ও বন্নু তাহাদের কর্ত্তা।

কয়েক দিবস নির্ব্বিঘ্নে গমন হইল। শিখদিগের উৎসাহ ও প্রফুল্লতা দর্শনে ডুলীন পরম সন্তোষ লাভ করিলেন; বিশেষতঃ নন্দসিংহের পরবর্ত্তিত ভাব দর্শনে আশ্চর্য্যানুভব হইতে লাগিল। নন্দসিংহ কুচের সময় মধ্যে মধ্যে ডুলীনের নিকট আসিয়া পার্শ্বাপার্শি বা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অশ্বচালন পূর্ব্বক নানা কথার আলাপে প্রবৃত্ত হইত; এক তিলের তরেও সাহেবের পদোচিত মানদানে ত্রুটী করিত না; যাহাতে সৈন্য মধ্যে কোনো গোল না হয়, যাহাতে সাহেবের কোনো কষ্ট না জন্মে, যাহাতে সুখ সচ্ছন্দে আমোদ আহ্লাদে গমন ঘটে, নিয়ত এই চেষ্টাতেই নন্দসিংহ রত!

সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ ক্রমেই নব শাসনকর্ত্তা ডুলীন সাহেবের সাহস, দয়া, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দার্ঢ এবং ন্যায়ানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণের যতই পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই তাহারা ভয়, ভক্তি, প্রীতি, বশ্যতা প্রভৃতি অনুরক্ত অনুচর বৃন্দের লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। যদি শতবিধ ভিন্ন-জাতীয় ও ভিন্ন স্বভাবাপন্ন মনুষ্যগণকে একজনের অধীন করিয়া দেওয়া যায়, আর সেই কর্ত্তা যদি দয়া বাৎসল্যের সহিত কর্ত্তৃত্ব করিতে জানেন, তবে কে বলিবে যে তাহারা এক জাতীয় নয়? কিন্তু যাহার কর্ত্তব্য সাধনের সঙ্গে স্নেহ রূপ মসলা নাই, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস, বীর্য্য, উচ্চবংশে জন্ম, অতুল ঐশ্বর্য্য, সব তিক্ত হয়—সে ব্যক্তি স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদরগণকেও বশে রাখিতে পারে না!

আমাদের ডুলীন আর্য্য বংশীয়—হয়তো ভারতের উচ্চতম চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভব; সভ্যতম দেশে সুশিক্ষিত; দয়ার সাগর কর্ণেল ও বিবী দ্বৌলীনের যত্নে পালিত এবং তাঁহার চরিত্র তাঁহাদেরই উপদেশে গঠিত; তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে কর্ত্তব্য পালন ও রণ বিদ্যায় দীক্ষিত; তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্বাভাবিক কারুণ্যরসে অভিষিক্ত।

এমন অধিনায়ক যে কোনো জাতীয় মানব সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহারা অবশ্যই অনুরাগে গলিয়া যাইবে! সুতরাং বাহিনীর অধিকাংশ লোক যে তাঁহার একান্ত বশম্বদ ও অনুগত হইয়া উঠিল, এ কথা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। কিন্তু আবার যেখানে সূর্য্যালোক, সেইখানেই ছায়া—যেখানে গোলাপ, সেইখানেই কণ্টক—যেখানে গুণ, সেইখানেই হিংসা! অতএব কতিপয় ব্যক্তি যে মনে মনে তাঁহার বিদ্বেষী ছিল, তাহা অস্বাভাবিক নয়!

তাহারা সংখ্যায় ক্ষীণ; যোগ্যতায় তদপেক্ষাও হীন; কেবল অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতায় তত ক্ষীণ নয়, যেহেতু দরবারে তাহাদের পোষক ও রক্ষক স্বরূপ ক্ষমতাপন্ন আত্মীয় লোক আছে! তথাপি তাহারা প্রকাশ্যে হিংসা-রাক্ষসীর পূজা করিতে সাহসী হয় না—ডাকাইতদের কালী পূজার ন্যায় অমাবস্যার রাত্রি খুঁজিয়া বেড়ায়! তাহারা ছিদ্রদর্শী—ছলান্বেষী!

এই সময় দুলীনের একটী কার্য্যে তাহারা ছিদ্র পাইল। সে কার্য্যটী যার পর নাই সৎকার্য্য, তথাপি হিংস্রস্বভাব নীচাশয় লোক তদুপলক্ষে আপনাদের নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণোপযোগী সুযোগ পাইল—অন্ততঃ মনে করিল, তাহারা বৈরনির্য্যাতনের উপযুক্ত উপায় পাইয়াছে!

সেটী আর কিছুই না—কুচের সময় সৈনিকগণ-কর্ত্তৃক প্রজাবর্গের প্রতি যে দৌরাত্ম্য বহুকাল হইতে রীতিবদ্ধ ছিল, তাহারই নিবারণ। তৎকালে রাজসৈন্যের সচল স্কন্ধাবার যখনই কোনো হট্টে, বাজারে, গঞ্জে, খামারে, গোলায় বা গ্রামে যাইয়া পড়িত, তখনই মূল্য দান ব্যতীত দলস্থ সমস্ত মনুষ্যের ও পশুর আহার্য্য সামগ্রী গ্রামপতি, ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীদের নিকট বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত। সেনাপতিরা পরওয়ানা জারী দ্বারাও লইতেন এবং তাঁহাদের জ্ঞাতসার বা অজ্ঞাতসারে সৈনিক পুরুষেরাও স্বেচ্ছামত দ্রব্যাদি হরণ বা লুণ্ঠন (বা আর যাহাই বলুন) করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না! দুলীন সে রীতি এককালে রহিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা জানাইলেন, যে কেহ কোনো দ্রব্য লইয়া তাহার উচিত মূল্য না দিবে, তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। সুদ্ধ ঘোষণা নয়, প্রত্যহ ছাউনির পর বিশ্বাসী চর দ্বারা কেহ আজ্ঞা লংঘন দোষে দোষী হয় কি না, সন্ধান লইতে ও তদ্রূপ অপরাধীকে দণ্ড দিতে লাগিলেন।

তাঁহার হিংসাকারী দুর্জ্জনেরা এই সূত্র পাইয়া সৈন্য মধ্যে অসোন্তষ-বহ্নি উদ্দীপ্ত করণার্থ গোপনে গোপনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের দুরভিসন্ধি সাধনের ইহা একটী সুযোগ বটে; কেননা, তদ্রূপ লুণ্ঠন তৎকালের সৈনিকগণ আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় বলিয়াই জানিত; বিশেষতঃ যে কাজ বিনা অর্থ ব্যয়ে সম্পন্ন হইত, তজ্জন্য গাঁটের কড়ি ব্যয় করিতে কাহার না কষ্ট হয়? তাহাতে কাহারই বা সহসা প্রবৃত্তি হইতে পারে? তদ্বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি কাণে কাণে ফুস্‌লাইলে কেই বা তাহাকে সপক্ষ ভাবিয়া তাহার দলে মিলিত না হয়?

বিদ্রোহানল প্রজ্বলনের যে এইরূপ আয়াস হইতেছে, দুলীন তাহারও সন্ধান পাইলেন। তাঁহার নানাগুণে নানা শ্রেণীর লোক তাঁহার প্রতি মনে প্রাণেই আকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং দুরাত্মারা সহজে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিল না। বিশেষতঃ তাহারা যেমন "গলায় দ'ড়ের" ন্যায় অনেককে আপনাদের দলে আনিতে লওয়াইতে ছিল, দুলীনের অনুগত ও একান্ত বশম্বদ প্রধান প্রধান সচ্চরিত্র কর্ম্মচারীরাও আপনাপন অধীনস্থ জন সমূহকে সাহেব কি মহদভিপ্রায়ে এই অপ্রিয় নিয়ম প্রচলিত করিতেছেন, তাহাও বুঝাইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক বুঝিল। যখন পক্ষ প্রতিপক্ষে বাদানুবাদ উঠিত, তখন বহুবদনে এমন কথাও বাহির হইত, যে, "ভাই, আর সব কথা থাকুক, এই শাদা কথাটা কেন বুঝনা, যে, যিনি এতগুণে গুণমণি—যিনি আমাদের সুখ সচ্ছন্দতার নিমিত্ত এক তিলও আপনার সুখ দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না—যিনি বাক্যে কি কার্য্যে দয়ার সাগর—যাঁহার মুখ দেখিলেই ভক্তি রসে গা উল্‌সিয়া উঠে, তিনি কি বিশেষ হেতু ভিন্ন আমাদের লাভের কাজে ব্যাঘাত দিতে পারেন? তিনি যে ন্যায়বান ও পরম ধার্ম্মিক, এই আজ্ঞাতে বরং ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। আরো শুনিতেছি, ইহাতে আমাদের যে ক্ষতি হইবে, তিনি নাকি কোট কাংরায় কিছু দিন স্থিত হইবার পর তাহার পূরণ স্বরূপ আমাদিগকে পুরস্কার দিবেন, ইত্যাদি!"

দুলীন আর এক কৌশলে এই অতুষ্টিকে পরিপুষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে দিলেন না। একদা সুযোগমতে এক বিস্তীর্ণ শ্যামল দূর্ব্বাদল পূর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে সমগ্র বাহিনীকে সৈনিক সজ্জায় সুশ্রেণীবদ্ধরূপে দাঁড় করাইয়া আপনি মধ্যস্থলে একটী উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও সেনানীগণ গম্ভীরভাবে অবস্থান করিল। তিনি সুমধুর পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চস্বরে সারবান সহজ যুক্তি সহকৃত একটী বক্তৃতা দ্বারা পূর্ব্বরীতির সর্ব্বাঙ্গীন অবৈধতা ও স্বীয় আজ্ঞার ঔচিত্য এবং উপকারিত্ব এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন, যে, তাহাতে প্রায় সর্ব্বজনের অন্তঃকরণে পূর্ব্ব অসন্তোষের স্থলে মহা মহা সন্তোষ ও তাঁহার প্রতি অভিনব ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার হইল! অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে এই ভাবের কথাই অধিক বলিলেন, যে;—"যাহারা রক্ষক তাহারাই যদি এরূপে ভক্ষক হয়, তবে সে রাজ্যের কি ভালাই আছে? যে রাজা বা যে শাসনকর্ত্তা এমন অধর্ম্মাচরণের প্রতিপোষক, তাঁহার প্রভুত্ব কদাচ অধিক দিন নিরা-

পদে থাকিতে পারে না। কেননা, প্রজারা তাঁহাকে কখনো ভয় বই ভক্তি করে না। প্রজার ভক্তি-সিংহাসনে বসিতে না পারিলে সুদ্ধ বলে অধিকৃত রাজসিংহাসন কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? তোমরা কোম্পানি বাহাদুরের শাসন-পদ্ধতি অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বড় সাহেব তিনিও বিনা মূল্য দানে কোনো সামান্য প্রজার এক গাছি তৃণও লইতে সক্ষম নন। তাঁহাদের সিপাই দলের কাহারো মুখে তোমরা কি অবগত নও, যে, তাঁহাদের সৈন্য দল এরূপ বিষয়ে—কি সকল প্রকার অত্যাচার সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানে ও শাসনে থাকে? এরূপে দ্রব্যাদি গ্রহণের নাম লুঠ। লুঠ কোথায় করা উচিত? বিজিত শত্রুর সম্পত্তিই লুঠের বস্তু। প্রজারা কি তোমাদের শত্রু? প্রজাদের ন্যায় মিত্র আর কে? তাহারা রাজস্ব দেয়; সেই রাজস্ব পাইয়া মহারাজা তোমাদিগের প্রতিপালন করেন; তাহারা মহারাজার পরম হিতৈষী; মহারাজার প্রয়োজন হইলে তাহারা প্রাণ দিয়া সাহায্য করে। তোমরাই বা কে? তোমরাও কি সেই প্রজা পুঞ্জের মধ্য হইতে আইস নাই? তাহারা আর তোমারা কি ভিন্ন? তাহাদের বস্তু হরণ করা কি তোমাদের নিজের বস্তুর অপচয় নয়? মনে কর, কোনো কারণে আ'জ্ তোমাদের সৈনিক পদ রহিত হইল; তখন কি আবার তোমরা সেই প্রজা পদে অবস্থিত হইবে না? এই চমূর মধ্যে শত শত লোক কয়েক দিন পূর্ব্বে কি নিরস্ত্র নিরীহ প্রজা ছিলে না? আবার তোমাদের তদবস্থা হইতে কতক্ষণ? মনে কর, তদবস্থায় শিবিরের পরিবর্ত্তে আবার তোমরা গ্রামবাসী চাষী বা ব্যাপারী হইলে; মনে কর, মহারাজার কোনো বাহিনী যাইয়া তোমাদের গ্রামে পড়িয়া তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী যথেচ্ছাচারে কাড়িয়া লইল; ভাবিয়া দেখ দেখি, তখন তোমাদের প্রাণ কেমন হয়? আর কি সেই সৈনিকগণকে স্বদেশীয় ভ্রাতা বলিয়া ভাল বাসিতে তোমাদিগের প্রাণ চাহিবে? আর কি তখন মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে তোমাদের প্রাণ চাহিবে? আর কি মহারাজের জন্য প্রাণ দিতে তোমাদিগের প্রাণ চাহিবে? না, মনে মনে মহারাজার অশুভ কামনায় রত হইবে? (ঈশ্বর না করুন) যদি তখন হঠাৎ কোনো প্রবল শত্রু রাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কি তোমরা সেই শত্রুর জয় প্রার্থনা করিবে না? হয়তো সুযোগ পাইলে সেই শত্রুর সহিত সংমিলিত হইতেও তখন কুণ্ঠিত হইবে না! অতএব আপনাদের দুঃখ ধ্যান করিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইতে অভ্যাস কর—যে কাজে প্রজাদের অবস্থায় তোমরা পড়িলে ঘোর অসন্তুষ্ট হইতে, তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদিগকে জ্বালাতন করিও না; রাজভক্তগণকে অত্যাচারে বিরক্ত করিও না; এমন হিতৈষী মিত্রগণকে

শত্রু করিয়া তুলিও না। যাহারা এক রাজার প্রজা ও যাহারা পরস্পরে এক পিতার পুত্র তুল্য—সহোদরের ন্যায় স্নেহের পাত্র, তাহাদিগকে সামান্যখাদ্যলোভে প্রতিদ্বন্দ্বী উদাসীন করিয়া দিও না—রক্ষক হইয়া ভক্ষকের ব্যবহার করিও না। তাহাতে বড় অধর্ম্ম—সম্পূর্ণ সুহৃদ্ভেদ—নিতান্তই আত্ম-বিচ্ছেদ ঘটে! আমি আর অধিক বলিতে চাহি না; ভরসা করি, আ'জ্ হইতে আমার অধীনস্থ এক প্রাণীও সেরূপ কুৎসিত কাজে আর লিপ্ত হইবে না—ভরসা করি, তোমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারে আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব—ভরসা করি, এক জনকেও যেন এই নিয়ম ও আদেশ লংঘনের জন্য দণ্ড দিতে না হয়—ভরসা করি, দণ্ড ভয়ের অপেক্ষা যে সব হিতোপদেশ দিলাম, তাহাই যেন প্রত্যেক সৈনিকের কার্য্যপরিচালক হয়!"

দুলীন আরো কত যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন—ইহার মন্দফলশ্রুতি আরো কত বলিয়াছিলেন; আমরা বাহুল্য ভয়ে তত্তাবৎ গ্রহণ করিলাম না। শাসনকর্ত্তা ও অধিনায়কের মুখে এরূপ স্নেহ, যুক্তি ও বক্তৃতা চিরকালই উৎকৃষ্ট ফল প্রসর করে। ইহার জন্য যে সমারোহ অথবা নিস্তব্ধ জনতা হয়, দেখিতে তাহার বড় শোভা—সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ সহস্র সহস্র যোদ্ধা মধ্যে প্রধানের সদ্ভাবময় মধুর উচ্চস্বর শুনিতে বড় মনোহর! অতএব ইহাতে দৃষ্টি-সুখ, শ্রুতিসুখ, ভয়মিশ্রিত ভক্তি, উৎসাহসহকৃত অনুরাগ, ইচ্ছাকৃত বশ্যতা, সুনিয়মাত্মক শাসন প্রভৃতি বহু উপকার হইয়া থাকে। উপযুক্ত অঙ্গ ভঙ্গী ও স্বরসাহায্যে বলিতে জানিলে তৎকালে তদ্বক্তা মহাশয় সেই শ্রোতা সহচরগণকে যেদিগে ইচ্ছা চালাইতে পারেন—তৎকালে তাহারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ ভূতের ন্যায় ভূতচালকের নিতান্তই আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে—তৎকালে তাহারা অবিচার্য্যরূপে তাঁহার গর্হিত আদেশও পালন করিতে পারে! কত সেনানায়ক এই উপায়ে স্বদেশের স্বাধীনতাকে স্বীয় পদতলে দলিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়!

যখন এতদূর হইতে পারে, তখন দুলীন মহাশয় স্বীয় অধীন সৈনিকগণকে লুঠ-রাহিত্যরূপ সৎসংকল্পে সম্মত করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইবামাত্র বঙ্গীয় "হরিবোলের" ন্যায় বারত্রয় ভীষণ উল্লাস ও উৎসাহধ্বনিতে গগন নিনাদিত হইল। সে শব্দের সাধারণ ভাব "জয় দুলীন সাহেবকি জয়!" তৎপরে শিখদিগের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ "গুরুজীকো ফতে!" ইত্যাদি জয়বাক্য শব্দিত হইয়া উঠিল!

বক্তৃতা কালে চৈতন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হা করিয়া শুনিতে কি গিলিতে ছিলেন! উষ্ণীষের নিম্নে কর্ণোপরি কলম, এক হস্তে কাগজ, এক হস্তে ম-

স্যাধার। মানস ছিল লিখিবেন, বিস্ময়ে আর হর্ষে পারিলেন না! কিন্তু ছাউনিতে সমস্ত রাত্রি সে কাজ হইল!

সেই দিন হইতে সাহেবের প্রতি সর্ব্বজনের আনুরক্তি বাড়িল; লুঠরাহিত্য জন্য পূর্ব্বে যে কিছু বিরাগ ভাব জন্মিয়াছিল, সেই দিন হইতে তৎপরিবর্ত্তে বরং অনুরাগের আধিক্য হইল; সেই দিন হইতে প্রত্যহ ছাউনির স্থান প্রাপ্তি মাত্র গো, অশ্ব, মনুষ্য চতুর্দ্দিগে বিকীর্ণ হইয়া স্বাভিমত আহারান্বেষণ করিত, কিন্তু দ্রব্যের বিনিময় পায় নাই, এমন কথা কোনো বিক্রেতা—কোনো সংগ্রাহকই বলিতে পারে নাই!

ইহার ফল কি হইল? অন্য সর্দ্দারের কি স্বয়ং মহারাজেরও ভ্রমণের কালে যে সব লোক দ্রব্যজাত গোপন করিত, কি কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তর পলাইত, তদ্রূপ জনগণ আপনা হইতে নানা দ্রব্য আনিয়া শিবিরে উপস্থিত করিতে লাগিল—সৈনিকগণ যখনই যাহা চাহিত, তখনই নির্ব্বিঘ্নে তাহা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদঞ্চলে রব উঠিল—এমন বরাভয়দাতা সৈনিক কুচ পাঁচশত বৎসরের মধ্যে পঞ্জাবে দৃষ্ট হয় নাই!

প্রদেশে দুলীনের নামে ধন্য-ধ্বনির স্রোত প্রবাহিত হইয়া রাজ সিংহাসনের পদ পর্য্যন্ত ধৌত করিল! সভা প্লাবিত হইল; বন্ধুগণের মনঃমীন সুখে সন্তরণ দিতে লাগিল; সেই সঙ্গে ঈর্ষা-নক্র ও দ্বেষ-মকর গুপ্ত আক্রমণের উদ্যোগে রহিল! কিন্তু এখন সে সব কথা থাকুক!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবির স্থাপন আর গমন—ছাউনি আর কুচ—ভোজন, শয়ন, আমোদ—নিয়মিত রূপে কয় দিন ইহাই চলিল।

দুলীন ভাবিলেন, অপরাহ্নে বৃথা কেন আলস্যে কাল যাপন হয়—সৈন্যগণের শিক্ষা ও আলোচনা হউক। তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ সমর-শিক্ষা চলিতে লাগিল। বশ্যতার অণুমাত্র ব্যতিক্রমই সৈনিক নিপুণতার অন্তরায়। দুলীন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও কঠোর নিয়ন্তা হইলেন। ইংরাজ ও ফরাসী জাতির সৈন্য মধ্যে যিনি এতকাল শিক্ষিত এবং সুবিখ্যাত, ওয়াটর্লুর বিখ্যাত রণরঙ্গভূমিতে যিনি একজন যোগ্য অভিনেতা রূপে পরিচিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতির ঔৎকর্ষ কথা বলিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। অল্প দিনেই দুলীনের বাহিনী উৎকৃষ্ট কৌশলশালিনী হইয়া উঠিল। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণের পাণ্ডিত্য দর্শনে তিনি একদা কোনো কোনো প্রধান কর্ম্মচারীদের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন "তোমাদের বল বীর্য্য সাহসের কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না, কেবল পরিবেদনা-মূলক পরিচালনারই অভাব ছিল। আমি তাহা প্রথমাবধিই বুঝিতে পারিয়া এত যত্নে ইউরোপীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছি। মহারাজার অন্যান্য সাময়িকগণও ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সামরিক বশ্যতা বিষয়টী বহুলাংশে শিথিল আছে। আমি সে পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক দার্ঢ অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া এখন তোমরা পৃথিবীর চতুর্মহাভাগে যথেচ্ছা লড়িতে এবং অতুল কৌশলী বোনাপার্টি বা ওয়েলিংটনের সৈন্যগণের সমকক্ষ হইতেও পারিয়াছ!" একথা সুদ্ধ দুলীনের নিজ মুখে ব্যক্ত হইয়াছিল এমন নয়; মহারাজ রণজিৎ ও লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরও যে তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকমণ্ডলী পরে জ্ঞাত হইবেন।

দুলীনের প্রতি নন্দসিংহের আনুগত্য ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দুলীনের ইচ্ছা বা ইঙ্গিত প্রকাশ মাত্রেই নন্দসিংহ তদাজ্ঞাপালনে প্রস্তুত। বন্নু, ধন্নু ও আলীবর্দ্দি খাঁ প্রভৃতি অকপট অনুরক্ত ভক্তগণকেও নন্দসিংহ হারাইয়া দিল! গমনকালে ও কখনো কখনো সৈন্য শিক্ষাদি সময়েও নন্দসিংহ সর্ব্বদাই দুলীনের পার্শ্ববর্ত্তী—সহকারীর যাহা করণীয় তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক অনুগত। সুদ্ধ একা নহে; তাহার নিজের দুই তিনজন সহচরও দুলীনের আস্থা বহনে নিযুক্ত থাকিত—নন্দসিংহের এত ভক্তি!

দুলীন কখনো কখনো এ বিষয় চিন্তা করিতেন। বন্নু ও আলীবর্দ্দিও সংগোপনে এ কথার সর্ব্বদা আন্দোলন করিত। বন্নুর পূর্ব্বকার সঙ্গীগণ এবং আলীর অধীন মূলতানী অশ্বারোহীরাও ইহাতে বিস্ময়ান্বিত হইত। দুলীনের নিতান্ত হিতৈষী দলের মধ্যে এইরূপ গোল চলিল; কেবল চৈতন মহাশয়ই কিছুমাত্র জানিতেন না—সম্পূর্ণ নিশ্চিন্দ ও নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, নতুবা আর সকলেই ভাবিত "যে নন্দসিং কিছু দিন পূর্ব্বে এত বিদ্বেষী ছিল, সে যে এতদূর আত্মীয় হইল, ইহা সামান্য বিস্ময় নয়!" কেহ কেহ বা বলিত "সুদ্ধ বিস্ময় কেন, সন্দেহ কও!"

আমরা আর এক ব্যক্তির নাম এখনও করি নাই; এ ব্যক্তি দুলীনের পেস খেজমৎ পদে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার নাম হাঁসনালী। এ ব্যক্তিও দুলীনের মিষ্টগুণে ও আপন স্বভাবগুণে অত্যন্ত ভক্তিমান ভৃত্য হইয়া উঠিয়াছে। বহু পূর্ব্বে বন্নুই দুলীনের পেসখেজমতী কর্ম্ম করিত। এখন সৈনিক কর্ম্মচারী রূপে বন্নুর পদোন্নতি হওয়াতে তাহার পূর্ব্বপদে হাঁসনালী নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে। বন্নু কর্ত্তৃক হাঁসনালীর প্রকৃতি ভালরূপে পরীক্ষিত না হইয়া এ নিয়োগ হয় নাই; তাহাতেই বুঝাইতেছে বন্নু তাহাকে বিশ্বাস করে। সুদ্ধ বিশ্বাস নয়, উভয়ের মধ্যে প্রণয়ও জন্মিয়াছিল। প্রভুসম্বন্ধীয় পূর্ব্বকার অনেক কথা বন্নুর মুখে

হাঁসনালী শুনিয়াছে। মন্দসিংহের দ্বেষভাব এবং তৎপ্রেরিত তীরেন্দাজ কর্ত্তৃক সাহেবের প্রাণ হরণ চেষ্টা, ইত্যাদি গুপ্ত কাহিনী হাঁসনালীর অগোচর নাই। হাঁসনালী বড় চতুর; মানব-হৃদয় দর্শনে স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় ভূষিত। হাঁসনালী ডুলীনের সেবা কার্য্যে নিয়তই সমীপবর্ত্তী; সুতরাং মন্দসিংহের ঘনিষ্ঠতায় সন্দিগ্ধ হইয়া যখনই নন্দ সিংহ ডুলীনের নিকট আইসে; কি আনুগত্য প্রদর্শন ও কথোপকথন করে, তখনই হাঁসনালী অজ্ঞাতসারে আড়ে আড়ে নন্দসিংহের প্রত্যেক মুখ ও নয়ন-ভঙ্গী অবলোকনে নিযুক্ত থাকে। চতুর হাঁসনালী নখদর্পণের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পায়, নন্দ স্বীয় হৃদয়ের ভাবকে অপ্রকাশিত রাখিতে বিস্তর আয়াস করে—পাছে কোনোমতে মনের উলঙ্গ মূর্ত্তি লক্ষিত হয়, এজন্য স্বীয় নয়ন ও বদনের ভাব, ভঙ্গী ও বর্ণকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে অসম্ভব আত্মদমন শক্তির উপাসনা করে—নিয়তই ছদ্মবেশ দ্বারা আবরিত শরীরে বিচরণ করে!

ডুলীন প্রায় প্রতি সায়ংকালের প্রাক্কালে শিবির হইতে বহুদূরে একাকী শিকার করিতে যাইতেন। সে শিকার অশ্ব, হস্তী, লোকজন সহ ব্যাঘ্রাদির বধার্থ সমারোহের মৃগয়া নয়—সামান্য পশু পক্ষী হননই এই শিকারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য একটী বন্দুক ব্যতীত সাহেবের নিকট অন্য কোনো অস্ত্র থাকিত না। ডুলীন ইউরোপীয় সমাজে লালিত; তাঁহার অনেক ব্যবহার ইউরোপীয়ের ন্যায় হওয়া আশ্চর্য্য কি? শিকার-লব্ধ মাংসে আহারের সৌকর্য্য এবং শিকার-জনিত আয়াসে বলের প্রাখর্য্য, এই উভয় মহদুপকার, তদ্ব্যতীত তাহাতে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি জন্মে; সুতরাং তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। যে কয় দিন সমতল প্রদেশ বাহিয়া কুচ হইতেছিল, সে কয় দিবস খাল বিল ঝোপেই সামান্য শিকার হইত। এখন পার্ব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও জঙ্গল দেখা দিতেছে, এখন তাঁহার শিকার-ভ্রমণের সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও দূরব্যাপী হইল। কোনো কোনো দিন ফিরিয়া আসিতে তিন চারি দণ্ড রাত্রিও হইয়া পড়িত।

এক দিন তিনি সসজ্জ হইয়া অর্থাৎ বন্দুক ও কুকুর লইয়া শিকারার্থ শিবির হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমত সময় বন্নু, আলীবর্দ্দি এবং হাঁসনালী, এই তিন বিশ্বাসী ভৃত্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া সেলাম করিয়া সাহেবের গমন পথে দাঁড়াইল—যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা। ডুলীন কিছু বিরক্ত—কিছু চিন্তিত হইলেন। যদি কোনো কথা থাকে, এ সময় কেন? এ সময় বই কি সময় নাই? —এই ভাবিয়া বিরক্ত। কিন্তু ইহারা যখন আমার শিকার-প্রবৃত্তির গাঢ়তা জানিয়াও এমন সময় আক্রমণ করিতেছে, তখন অবশ্যই কোনো গুরুতর কথা থাকিবে—এই ভাবিয়াই চিন্তিত।

অতএব চিন্তা-মিশ্রিত বৈরক্তিতে বলিলেন "তোমাদের কোনো কথা আছে নাকি? রাত্রে বলিলে হইবে না?"

আলীবর্দ্দি কহিল "রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায়, এমন কথা হইলে কি সাহেবকে এখন আমরা বিরক্ত করিতে আসিতাম?"

পেস্‌খেজমৎ বলিল "হজুরকে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে হইবে না, আমাদের অতি অল্প কথা।"

বন্নু কহিল "আমাদের আর কেহই নাই, হজুরই আমাদের মা বাপ সব! হজুরের কোনো অশুভ আশঙ্কা মনে উদয় হইলে আমরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি?"

ডুলীন ত্রস্ত হইয়া বলিলেন "ভূমিকার প্রয়োজন কি? কি বলিবে শীঘ্র বল?"

বন্নু ও হাঁসনালীর ইঙ্গিতে আলীবর্দ্দি বক্তা হইল। বলিল "কেমন বদ্‌মায়েস দ্বারা সাহেবের তাম্বু পূর্ণ আছে, তাহা কি সাহেব দেখিতে পান না? আমি বেশী কথা জানিনা হজুর—আমি সংক্ষেপে বলিব। আপনার ছাউনিতে শয়েক দুইশত এমন লোকও আছে, যাহারা আপনার মাথার টুপিতে ঐ সোণার পটির লোভে একটা গাছের আড়াল থেকে আপনাকে গুলি করিতে পারে! আবার কয়েক শত এমন লোকও আছে, যাহারা আপনার হাতের ঐ বন্দুকটার জন্যও সে কাজ করিতে অপারগ নয়! আবার সুধু তাহাই বা কেন? ছাউনির মধ্যে আপনার ঘোর শত্রুও আছে, যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা আজ্ঞাবহ ও অনুগত রূপে সম্মুখে প্রকাশ পায়, হয় তো তাহারাই সুযোগ পাইলে শয়তানের কাজ করিতে ছাড়ে না! দোহাই খোদাবন্দ, আমরা অকারণে ভয় পাইবার ও ভয় দেখাইবার লোক নই—দুষ্ট লোকে যে আপনার অনুসরণ করিতেছে, তাহা আমরা টের পাইয়াছি—তাহারা অপরের অলক্ষ্যভাবে নির্জ্জন স্থান পাইতেছে না, কিন্তু এরূপে শিকার করিতে গেলে পাইতে কতক্ষণ?"

ডুলীন হাসিয়া বলিলেন "এই কথা! যাহাহউক, তোমরা আমার অতি বিশ্বাসী পাত্র—আমার জন্য তোমাদের চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক; একারণ আমি তোমাদের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আলীবর্দ্দি খাঁ, এতই কি ভয়? আমি একাকী বনে যাই বলিয়া কি তোমাদের শঙ্কা? এই বন্দুক আর এই কুকুর, ইহারা কি উপযুক্ত রক্ষক নয়? অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন শত্রুকে তো ভাগাইতে ও শোয়াইতে পারিব!—আর যে শত শত বদ্‌মায়েসের কথা বলিলে, ছাউনিতে সৎ লোকও কি নাই? এই বাহিনীতে যত লোক সব কি আমার শিষ্য নয়? তোমাদের দেশে ওস্তাদকে বড় মানে, তাহারা কি ওস্তাদ বলিয়াও আমার

পক্ষ হইবে না? আর কেহ না হউক, আমার বিশ্বাস আছে, আমার নবশিক্ষিত দলের সব লোক আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। সেই সঙ্গে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চদশ আর আমার অসি, এদের কি তুমি সংখ্যায় ন্যূন দেখিতেছ বলিয়া সামান্য জ্ঞান কর?" আলীবর্দ্দি সমুৎসাহে কহিল "না সাহেব, সে বিষয়ে কোনো চিন্তা করি না—সম্মুখ সংগ্রামে তিল মাত্র ভয় করি না; কিন্তু সাহেব, (শ্মশ্রুগাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) যাহারা বদ্‌মায়েস তাহারা সম্মুখে কি প্রকাশ্যে কিছু করে না। আপনি সজ্জন মাত্রেরই পরম প্রিয়, পরম পূজ্য; সেই জন্যই হজুরের গুপ্ত শত্রু আছে—সেই গুপ্ত শত্রুরা এত নির্ব্বোধ নয়, যে, জানাইয়া শুনাইয়া সংবাদ দিয়া শত্রুতা দেখাইবে! পাছে সেই দুর্ব্বৃত্ত ভীরু পাপিষ্ঠেরা সাহেবের একাকী শিকার কালে অন্ধকারে কোনোরূপ দস্যুতাচরণ করে, সেই ভয়ই ভয়!"

দুলীন এ আশঙ্কার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি দিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ যে শত্রু পূর্ব্বে একবার তাঁহার প্রাণহরণের চেষ্টা পাইয়াছিল, সে শত্রু সঙ্গেই আছে। সে শত্রু এখন আর শাত্রবতা দেখায় না; বরং পরম বন্ধুর ন্যায়—ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অধিক ভয়—প্রকাশ্য শত্রুর অপেক্ষা মিত্রবেশী শত্রু যে কাল সর্প সদৃশ ভয়ঙ্কর, তাহা কেনা জানেন?

কিন্তু দুলীন তথাপি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, যে, নন্দসিংহের মনে যে সেইরূপ দ্বেষভাব আজিও আছে, তাহার প্রমাণ কি? বিনা প্রমাণে কোনো মানবকে দোষী মনে করা মহা দোষ।

তদুত্তরে হাঁসনালী বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "আমি নন্দসিংহের আকার গুপ্তভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সে অদ্যাপি সেই বিশ্বাসঘাতকই আছে। সে সম্মুখে নির্দ্দোষ নিরীহের ন্যায় প্রকাশ পায়, কিন্তু হজুরের পশ্চাতে ভয়ঙ্কর মুখ-বিকার দ্বারা হৃদয়ের দ্বেষ ও ঘৃণার চিহ্ন ব্যক্ত করে—সে জানে কেহ তাহাকে দেখে না, অথচ আড়ে আড়ে আমি তাহা দেখিয়াছি!"

আলীবর্দ্দি বলিল "নন্দসিংহের হইয়া যে দুই তিন ব্যক্তি হজুরের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, আমার কোনো বিশ্বাসী সহচর তাহাদিগকে উত্তমরূপ জানে—পূর্ব্বে তাহারা হত্যাকারী বনদস্যু ছিল!"

বন্নু কহিল "আমাদের বিশ্বাসী অনুচরেরাও হজুরের মৃগয়া-যাত্রা-কালে দুই এক দিন দুই এক জনকে সংগোপনে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছে। তাহাদের আকৃতি বর্ণনা শ্রবণ ও আলোচনা করিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তাহারা ঐ বনদস্যু বই আর কেহই নয়!"

দুলীনও স্মরণ করিয়া দেখিলেন, মৃগয়া কালে একদা অদূরবর্ত্তী গুল্মশ্রেণী মধ্যে ফুস্ ফুস্ শব্দ শুনিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি নন্দসিংহ যে সুশীল ব্যবহার দেখাইতেছে, তাহা যেন "অতি ভক্তি"—তাহা যেন অস্বাভাবিক—তাহা যেন আশাতিরিক্ত!"

অতএব সর্ব্বদিগ বিবেচনায় বন্নু প্রভৃতির সন্দেহ ও সতর্কতাকে অমূলক বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাদের প্রার্থনায় সম্পূর্ণ সম্মতও হইলেন না। মৃগয়ায় আর না যাওয়া, ইহাই তাহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া দুলীন হাসিলেন। তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রার্থনার রূপান্তর করিল। এই রূপান্তরিত প্রস্তাবে দুলীন সম্মতি দানে বাধিত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যখন মৃগয়া কি সুখ-ভ্রমণে গমন করিবেন, তখন আলীবর্দ্দি বা বন্নু ও আলীবর্দ্দির কতিপয় মুলতানী অশ্বারোহী তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবে—তিনি আর একা বাহির হইতে পারিবেন না! তদ্দিনাবধি তাহাই হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

এক দিন দুলীন শিকার হইতে শিবিরে আসিতেছেন; পশ্চাতে বন্নু ও ও চারি পাঁচজন সওয়ার; পথ জঙ্গলিয়া, সঙ্কীর্ণ; যেই মাত্র দুলীনের অশ্ব বর্ত্মের একটী বাঁক ফিরিয়াছে, অমনি বাম দিগের বনে খস্ খস্ শব্দ শ্রুত হইল। বধ্য পশু বোধে দুলীন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন, এমত সময় একজন শিখ তথা হইতে নির্গত হইয়া সেলাম করিল। দুলীন বন্দুক নত করিয়া তাহার দিগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দুলীন পূর্ব্বে তাহাকে কোথায় যেন দেখিয়াছেন, এমন স্মরণ হইতেছে। বন্নু নিকটস্থ হইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিল। কহিল "এ সেই শিখ, যে আম্রবাগান হইতে আপনার প্রতি তীর ছুড়িয়াছিল।"

শিখ কহিল "হাঁ হজুর, এ গোলাম সেই বটে! গোলামের তখনকার কথা কি হজুরের স্মরণ আছে? আমি যে উদ্দেশে দুরাত্মার নিকট চাকরী স্বীকার করিয়া রহিয়াছি, আ'জ্ সে উদ্দেশ্য সাধনের সময় উপস্থিত। আমি অধিকক্ষণ হজুরের কাছে থাকিতে পারিব না—দুরাত্মারা যদি দেখিতে পায়, তবে ভবিষ্যতে হজুরের কোনো কাজে আর লাগিতে পারিব না। অতএব একটী কথা কহিয়া ছুটিব—হজুর আ'জ্ সাবধানে যাইবেন—স্পষ্ট কিছু শুনি নাই, কিন্তু যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দুর্জ্জনেরা আ'জ্ কোনোরূপ ফাঁদ পাতিবে, সন্দেহ নাই!" এই মাত্র বলিয়াই সে অদৃশ্য হইল।

দুলীন তাহাকে ডাকিলেন, সে শুনিতে পাইল না কি শুনিল না—বন মধ্যে চলিয়া গেল। দুলীন তাহার কথায় হাসিলেন। বন্নু কহিল "হজুর, উপহাসে উড়াইবেন না; হজুর ইহাকে প্রাণ ও ধন দিয়াছিলেন, ও কখনো চাতুরী করিবে না, অবশ্যই সম্মুখে বিপদ!"

সে দিন বন্নু ব্যতীত আলীবর্দ্দি ও আর ছয়জন মূলতানীও সঙ্গে ছিল। আলীবর্দ্দিকে বন্নু সবিস্তার শুনাইল। আলীবর্দ্দি ও চারিজন মূলতানী অগ্রসর হইল; বন্নু ও অপর দুই মুলতানী পশ্চাত রক্ষায় নিযুক্ত থাকিল। সকলেই অশ্বারোহী—দুলীন ব্যতীত সকলেই অসি ও বন্দুকধারী। দুলীনের হস্তে কেবল একটী দ্বিরন্ধ্র বন্দুক। সকলের কটি দেশেই বারুদ ও গুলি যথেষ্ট। সকলেই সতর্ক ও প্রস্তুত হইল। দুইজন অগ্রে অগ্রে পার্শ্বস্থ বন ও সম্মুখস্থ পথ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিল; দুলীন সর্ব্বাগ্রেই যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বন্নু করযোড়ে কহিল "এ যদি যুদ্ধক্ষেত্র কি শত্রু আক্রমণের স্থল হইত, হুজুর অবশ্যই তাহা করিতেন; চৌর্য্য-প্রণালীর ঘাতুক তো যুদ্ধ করিবে না—সে লুক্কায়িত স্থান হইতে গুলি মারিয়া পলাইবে, ইহাতে আপনার অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক!" তাহাদের কাতরতা জন্য দুলীন সে অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইলেন—তাহারা যদৃচ্ছা ব্যবস্থা করিল, তিনি কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু প্রাপ্ত সংবাদের প্রতি প্রত্যয় স্থাপনে তাঁহার বড় প্রবৃত্তি হইল না।

সে দিন তাঁহারা অধিক দূর গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিতে পথেই সন্ধ্যা হইল। দুইটী হরিণ, কয়েকটী খরগোস ও অন্যান্য পশুপক্ষী শিকার করিয়াছেন, তাহাও ভাগমত কাহারো কাহারো অশ্ব-পৃষ্ঠে আবদ্ধ আছে। অনুচরগণের ইচ্ছা—তত্তাবৎ ফেলিয়া দিয়া ভার লঘু করে, সাহেবের ভয়ে পারিল না!

একে পার্ব্বতীয় পথ, তরঙ্গিত—একবার উন্নত ভূমিতে উত্থান, একবার বা সহসা অতি নিম্ন দেশে অবতরণ—পথ অতি বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ; তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে অন্ধকার আক্রমণ করিয়া আসিতেছে; দিবাভাগে গমনের অপেক্ষা এখন প্রত্যাগমনে অধিক কষ্ট হইতেছে। আবার পথি মধ্যে দুইটী নালা আছে। তাহাতে শুষ্ক কালে জল সামান্য—জানু মগ্ন হয় না হয়। কিন্তু পুলিন হইতে জল তল আশাতিরিক্ত নিম্ন—বর্ষাকালে সে দুটী যে খর স্রোতের পাথার বহন করে, তাহা ঐ গভীরতা দর্শনেই বুঝা যাইতেছে।

তাঁহারা প্রথম নালাটী পার হইয়া অপরটীর তীরে উপস্থিত। তথা হইতে শিবির অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে। নালার উভয় কূলের তীর-ভূমিতে না গুল্ম না তরু, মিশ্রধর্ম্মাক্রান্ত একপ্রকার সুদীর্ঘ আগাছার বন, চারি পাঁচ হাত উচ্চ, অত্যন্ত ঘন—আসন্ন অন্ধকারে আরো নিবিড় দেখাইতেছে। নদী পাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কতকদূর ঐ বন মধ্যস্থ পথ দিয়াই আসিতে হইয়াছিল।

অশ্বপৃষ্ঠে সুদৃঢ়রূপে বসিয়া একে একে নয় জনে বহু কষ্টে নদী গর্ভে নামিলেন। কিন্তু অগভীর জল পার হওয়া অত কষ্টকর নয়। তৎকালে মধ্যে দুলীন আর আটজন দুই দিগে; সকলেই পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে চলিলেন। নদীর মধ্যস্থল উত্তীর্ণ হইতে না হইতে এককালে পঞ্চদশ কি বিংশতি বন্দুকের শব্দ! তাঁহাদের সম্মুখস্থ পুলিনে যে সংকীর্ণপথ, তাহার উভয়দিগস্থ বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া দুরাত্মারা বন্দুক ছুড়িল—কয়েকটী গুলি জলে পড়িল; কয়েকটা কাণের কাছ দিয়ে ভোঁ ভোঁ রবে ছুটিল; অল্প হানি করিল।

দুলীন তৎপরতা সহিত আদেশ করিলেন "ছড়িয়ে পড়; জল্‌দি চালাও; তীরে উঠে ঘোড়া ছেড়ে দৌড়াও; তরবার খোলো; কুত্তা বেটাদের মাথা কাট; বন্দুক ছুড়ো না; জল্‌দি জল্‌দি জল্‌দি!"

দুরাত্মারা পুনর্ব্বার গুলি পূরিতে না পূরিতে দুলীনের দল বেগে পার হইয়া অশ্ব ছাড়িয়া অসি হস্তে বনমধ্যে দৌড়িল; আতি পাতি খুঁজিয়া জনপ্রাণীকেও পাইল না। যদিও দুর্ব্বৃত্তগণ সংখ্যায় অধিক, কিন্তু চোর আর সাধু—পাপ আর ধর্ম্মের বল—নীচ আর মহতের সাহস! তাহারা পলাইল কি সেই গভীর জঙ্গলে অন্ধকারের সহায়তায় লুকাইল, তাহা তখন স্থির হইল না।

ক্রমে অন্ধকার বাড়িতেছে, সে দিন প্রথম রাত্রে চন্দ্রও নাই; স্কন্ধাবার অর্দ্ধক্রোশ দূরে, ঝটিতি মশাল আনিবারও উপায়াভাব। দুলীন বুঝিলেন, এত প্রতিকূল অবস্থায় দুর্ব্বৃত্তগণকে এখানে অন্বেষণ করা বৃথা, তদপেক্ষা শিবিরে গিয়া বরং কোন্ বিভাগের কোন্ কোন্ লোক কি সূত্রে কোথায় বাহির হইয়াছিল, তদনুসন্ধান লইলেই সত্যের মূলাকর্ষিত হইতে পারে!

ইহা স্থির করিয়া বন হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক পথে দাঁড়াইলেন; আদেশ দিলেন "প্রিয় ভ্রাতারা, আমার নিকট আইস।" সকলে আইলে বলিলেন "ভরসা করি, কেহই আহত হও নাই?—কৈ? আর দুইজন কৈ? ছয় জন আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে, আর দুজন কৈ?—আলীবর্দ্দি! দেখ দেখি কোন্ দুজন?" আলীবর্দ্দি প্রত্যেক সঙ্গীর নাম ধরিয়া ডাকিল—রমজান ও রহিম নামা দুই মূলতানী ব্যতীত আর সকলেই উত্তর দিল।

দুলীন তৎক্ষণাৎ সদলে নালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা নামিতেছেন, এমন সময় জলের ধার হইতে একটা ঘোটক ভয়ানক বেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক উঠিতে উদ্যত। কাহার ঘোটক? কেন এত ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিতেছে? প্রথমে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু দুই তিন জন মুলতানী সাহস পূর্ব্বক তাহাকে ধরিল—উচ্চ পুলিনে উঠিতে অশ্বের বেগ-শৈথিল্য ঘটাতেই ধরিতে পারিল। তখন মর্ম্ম বুঝিয়া তাহারা "আহা হা" করিতে লাগিল। সকলেই সোৎসুক চিত্তে দেখিলেন, দুর্ভাগ্য

রহিম ঐ ঘোটকের কণ্ঠদেশ আঁকড়াইয়া ছিল, অশ্ব থামিবামাত্র রহিম মাটীতে পড়িয়া গেল—তখন সে সম্পূর্ণ গতাসু! তাহার মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ঠিক কপালে একটা গুলি লাগিয়াছিল, তাহাতে অব্যাজে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুকালে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল!

তৎপরে রমজান, রমজান করিয়া ডাকা হইল। রমজান ঘোর যাতনা-ব্যঞ্জক মৃদুস্বরে উত্তর দিল—এত মৃদু, অমন নিস্তব্ধ স্থান নাহইলে সে শব্দ শ্রুত হইত না! যাহাহউক, শব্দানুসারে সকলে সেই দিগে গেলেন।

দৃষ্ট হইল, রমজান ঠিক জলের কিনারায় একটী বৃক্ষ ঠেস দিয়া অর্দ্ধশয়িত ভাবে রহিয়াছে, তাহার অশ্ব তাহার নিম্নার্দ্ধ দেহ চাপিয়া পড়িয়া আছে। ঝটিতি অশ্বদেহ অপসারিত করিয়া তাহাকে উঠানো হইল। তাহার এ দুর্দ্দশার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার নিজের গাত্রে গুলি লাগে নাই, অশ্বের অঙ্গে দুইটা লাগিয়াছিল। অশ্ব গুলি খাইয়াও প্রাণপণে জল পার হইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে পড়িয়া গেল। ভাগ্যক্রমে তথায় বৃক্ষটা ছিল, নতুবা আরোহীর সর্ব্ব শরীর চাপিয়াই পড়িত; তাহা হইলে অথবা জল মধ্যে পড়িয়া গেলে রমজান হয় তো বাঁচিত না।

রহিমের মৃত দেহের প্রহরিতা নিমিত্ত দুই জন মূলতানীকে রাখা হইল। রমজানকে একটী অশ্বের পৃষ্ঠে শোয়াইয়া উভয় দিগে চারিজন ধরিয়া চলিল। "শিবিরে গিয়া বাহক ও চৌপায়া অবিলম্বে পাঠাইব" এই কথা শব-রক্ষক দ্বয়কে কহিয়া দুলীন অপর সহচরগণকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

দুলীন বন ছাড়াইলেন; মাঠে পড়িলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সম্মুখে এ কি? কতকগুলি মশাল আসিতেছে; মহা জনরব শ্রুত হইতেছে; শতাধিক ভীষণ নরমূর্ত্তি মশালের সঙ্গে দেখা যাইতেছে; তাহাদের অস্ত্র-ফলকাবলী মশালের আলোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে।

দুলীনের সঙ্গীগণের মধ্যে নানা অনুমান চলিতে লাগিল—কেহ বলে দস্যুদল; কেহ বলে রাজা ধ্যানসিংহের লোক; কেহ বলে বিবাহের বৈরাতি; কেহ বলে বিপক্ষ—সেই দুরাত্মারাই লোক যুটাইয়াছে! ইত্যাদি।

কিন্তু আলীবর্দ্দি স্বীয় অশ্বকে কশাঘাত পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া আইল; সহর্ষে কহিল "হজুর, চিনিয়াছি—আমার মূলতানী বন্ধুরাই আগে আগে—হজুরের নেমকের চাকরেরাই আসিতেছে!"

শ্রুত মাত্র দুলীনের সঙ্গীগণ তাঁহার অনুমতি লইয়া মহোচ্চস্বরে "জয় দুলীনকি জয়!" এই ভাবের একটা সিংহনাদ ছাড়িল! সেই জয়ধ্বনির বিরাম-কম্পন থামিতে না থামিতে

মশালধারী আগন্তুক সম্প্রদায় হইতে তাহার উত্তর স্বরূপ অপেক্ষাকৃত শতগুণাধিক বজ্র-গম্ভীর শব্দ আসিয়া বনগিরি-মণ্ডিত সেই নিস্তব্ধ বিশাল ক্ষেত্রকে ঘোর নিনাদিত করিয়া ফেলিল! এবং তন্মুহূর্ত্তেই দৃষ্ট হইল, মশালধারীগণ তদ্রূপ জয়ধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দুলীনের দিগে দৌড়িয়া আসিতেছে!

উভয় দল মিলিত হইল; দুলীনকে নিরাপদ ও অনাহত দেখিয়া সৈনিকগণের আহ্লাদের ইয়ত্তা নাই! প্রত্যেকে আসিয়া ভূমি স্পর্শে বহু বহু সেলাম করিতে লাগিল! দুলীন তাহাদিগের অকপট আন্তরিক আনন্দ, প্রতি বদনের ওষ্ঠাধরে ও নয়নে দেখিতে পাইয়া আপন জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন—তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, প্রত্যেক সৈনিক মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে তাহা চুম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল!

আলীবর্দ্দি ও বন্নু প্রভৃতি সহর্ষে অবতরণ করিল—কোলাকুলি ও সাদর সম্ভাষণের মহা ধুম পড়িয়া গেল—যেন বহুবর্ষ বিচ্ছেদান্তে মিলন—যেন হিন্দুর বিজয়া কি মুসলমানের বকরিদ!

দুলীনের সঙ্গীরা শিবির হইতে আগত বান্ধবগণকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কিরূপে তোমরা আমাদের বিপদ জানিতে পারিলে?" তদুত্তরে বিদিত হইল, পেসখেজমৎ হাঁসনালী ও আলীবর্দ্দির এক জন মিত্র সন্ধ্যাগম দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে মাঠের এই দিগে বায়ু সেবন ছলে আসিতেছিল, এমত কালে যুগপৎ এক বাড় বন্দুকের শব্দ বায়ু যোগে তাহাদের কর্ণে পশিল; হাঁসনালীর অন্তঃকরন পূর্ব্বাবধিই সন্দেহস্পৃষ্ট থাকাতে আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হইল; অমনি তাহারা শিবিরে ফিরিয়া গিয়া বিশ্বাসী সৈনিকগণকে চকিতের ন্যায় সজ্জিত করিয়া ও মশাল জ্বালিয়া দ্রুতপদে আসিতেছিল!

শ্রবণ মাত্র আলীবর্দ্দি ও বন্নু হাঁসনালীকে কোলে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সাহেবের সম্মুখে লইয়া গেল! দুলীন অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া সকলই শুনিতেছিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা ব্যতীত হীরকাঙ্গুরী অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক হাঁসনালীকে অর্পণ করিলেন—হাঁসনালী ধূল্যবলুণ্ঠিত ভাবে অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ সাহেবের হস্ত চুম্বন করিল! পুনর্ব্বার ভৈরব জয়নাদ উত্থিত হইল! দুলীন অশ্ব চালাইলেন, সকলই মহোৎসাহে তাঁহার পশ্চাতে মশালের আলোকে পথ আলো করিয়া শিবিরে গমন করিল।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

অবস্থাগত প্রমাণে নির্দ্দোষীর দণ্ড।

প্রস্তাবনা।

সামান্য কথায় বলে "এক জনে চুরি করে, পাঁচজনে চোর হয়!" যথার্থ নির্দ্দোষী, এমন শত শত ব্যক্তি এই ভ্রান্তি-সঙ্কুল মানবসমাজে অবস্থাগত প্রমাণের দোষে প্রত্যহ দোষী হইতেছে। আহা! হয়তো তাহাতে কারাভোগ, দৈহিক যন্ত্রণা কিম্বা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও ঘটিতেছে! সুদ্ধ গৃহস্থের বাটীতে কি অপ্রকাশ্য স্থলেই এরূপ ঘোর ভ্রান্তিময় সংস্কার, সন্দেহ বা দোষাবধারণ ঘটে, এমতও নহে; সভ্য রাজ্য সমূহের বড় বড় ধর্ম্মাধিকরণেও এরূপ শোচনীয় ঘটনার প্রাচুর্য্য পাঠ করা যায়। সূক্ষ্ম-বিচারক ন্যায়বান বিচারকর্ত্তারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ অধর্ম্ম বিচার করেন, তাহা বলিতেছি না; তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহারা যেরূপ অবস্থাগত প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে যে দুর্ভাগাকে অপরাধী জ্ঞানে কাটরায় খাড়া করানো হয়, কেহই তাহাকে "নিশ্চিত দোষী" ভিন্ন অন্যরূপ বিবেচনা করিতে পারে না!

ইংলণ্ডীয় কোনো বিজ্ঞ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, যে, সর্ব্ব দেশের বিচারালয়েই যাহাদিগকে খুনকারী রূপে সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডাধীন করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই যথার্থ হত্যাকারী নয়! অপরাধীর সহিত আকৃতির সাদৃশ্য, হত্যার পরেই অজ্ঞাতসারে কোনো দুর্ভাগার ঘটনাস্থানে উপস্থিতি, অথবা সন্দেহ-উৎপাদক অন্যবিধ অবস্থা ইত্যাদি প্রবল সাক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া কত নির্দ্দোষী লোককে ফাঁসি দণ্ডে ঝুলাইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না!

আদৌ খুন হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইল না; কিন্তু ঘটনা সূত্রে "ক" নামা এক ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়াছে; "খ" তাহার সঙ্গে ছিল, কিম্বা যে রাত্রে "ক" অদৃশ্য হয়, সেই রাত্রে "খ" ভিন্ন অন্য কাহাকেই "ক"র বাটীতে দেখা যায় নাই, কিছুকাল পূর্ব্বে সভ্য জাতির বিচারালয়ে এরূপ অবস্থাতেও "খ"র প্রাণদণ্ড হইত। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে মৃত ব্যক্তির শরীর দর্শন ব্যতীত হত্যার অভিযোগ অগ্রাহ্য, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া উক্ত অবিচারের প্রতীকার হইয়াছে!

আর একটী কারণেও নির্দ্দোষী ব্যক্তি দোষী হয়। ইটী সচরাচর ঘটে। মনে করুন, কোনো নিরপরাধী ব্যক্তি ঐরূপ অভিযোগের অবস্থায় পতিত হইল; তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার সহজ উপায় নাই; সে যদি প্রাণের ভয়ে দোষী ব্যক্তির ন্যায় প্রতারণা দ্বারা বা মিথ্যা গল্প সাজাইয়া মুক্তির চেষ্টা পায়, এবং অনুসন্ধানে তাহার সেই চাতুরী জাল প্রকাশ হইয়া

পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ বিচারক, জুরি, দর্শক কি আত্মীয় লোক, সকলেই তাহার কোনো কথা না শুনিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ দোষী বলিয়া জানে—সে নির্দ্দোষী হইয়াও প্রাণদণ্ড ভোগ করে! এমন ঘটনাও বহু ঘটিয়াছে।

স্যার এড্ওয়ার্ড কোক এইরূপ এক শোচনীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কোনো ভদ্রলোকের নামে অভিযোগ হইল, যে, তিনি তাঁহার স্বীয় ভ্রাতুষ্কন্যাকে বধ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। তথাচ প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কোনো সুযোগে অদৃশ্যা ভ্রাতুষ্কন্যার সদৃশা একটী বালিকাকে আনিয়া রটনা করিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! সে চাতুরী প্রকাশ পাইতে কতক্ষণ? লাভে হইতে পূর্ব্বে বরং সত্য বলিয়া বুঝাইতে পারিতেন, যে, তিনি কিছুই জানেন না; এক্ষণে সে কথা আর খাটিল না, অবিলম্বে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলেন!

মনুষ্যের এরূপ বিভ্রান্তি ও অবিমৃষ্যতার সত্য ইতিহাস যত জানা যায়, ততই লোকে এক জনকে দোষী বিবেচনা করিতে সাবধান হয়—ততই কোনো ভদ্রলোকের কি ভদ্র ঘরের কুৎসার কথা প্রত্যয় করিবার ও রটাইবার পূর্ব্বে বিশিষ্ট প্রমাণের অপেক্ষা করে! এই মহোপকার এবং ঘটনাসিন্ধুর কত গভীর তলায় সত্য-নিধি সুপ্রাপ্য, সেই জ্ঞান লাভের উদ্দেশে আমরা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এরূপ প্রাণদণ্ডের কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা সংগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

উইলিয়েম সা।

১৭২১ খৃঃ অব্দে এডিনবরা নগরে উইলিয়েম সা নামা এক জন গৃহসজ্জা-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে কালযাপন করিত। তাহার এক যুবতী কন্যা ছিল, তাহার নাম ক্যাথারিন্ সা। জন লাসন নামা এক যুবা জহরীর প্রতি ক্যাথারিন্ অনুরাগিণী হইল। উইলিয়েম ঐ যুবাকে কুচরিত্র ও অপব্যয়শীল বলিয়া ঘৃণা করিত। এমন অপাত্রে কন্যার প্রেমানুরাগি দেখিয়া উইলিয়েম মহা দুঃখিত ও বিরক্ত হইল। তাহার সহিত আলাপ ত্যাগ করিতে কন্যাকে আদেশ করিল এবং লাসনকেও স্পষ্ট বলিল "তুমি আমার বাটীতে আর আসিও না।" তথাপি যুবক যুবতী গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিত। উইলিয়েম তাহা টের পাইয়া স্বীয় কন্যাকে কঠিন অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিল।

উইলিয়েম রবার্টসন নামা এক যুবাকে জামাতৃ-পদে মনোনীত করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বরাগের আলাপ সম্ভাষণ চালাইতে ক্যাথারিনকে অনুরোধ করিল। ক্যাথারিন্ তাহাতে সম্মত নয়। এক রজনীতে পিতা ও দুহিতাতে এই সম্বন্ধের কথা লইয়া মহা বাদানুবাদ হইল। পিতা যত জিদ

করে, কন্যা ততই " না " বলে! পিতা বলিল " তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে "। কন্যা উত্তর দিল " রবার্টসনকে পতিত্বে গ্রহণাপেক্ষা আমি মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি!" তাহাতে পিতা অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল; কন্যা আরো দৃঢ় পণ করিল! উভয়ের চেঁচাচেঁচি ও বিতণ্ডার কিয়দংশ পার্শ্বের ঘরের লোকেরাও শুনিতে পাইল। কন্যার মুখে " অভদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু " ইত্যাদি শব্দ পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়াছিল।

জে, মরিসন নামা (ঘড়ির কেশ-প্রস্তুতকারী) এক ব্যক্তি পার্শ্বের ঘরে বাস করিত। এই ব্যক্তি স্পষ্টরূপে ঐ কথোপকথন—বিশেষতঃ শেষোক্ত শব্দ গুলি শুনিয়াছিল। কিঞ্চিৎ পরে উইলিয়েম বাটীর বাহিরে গেল। তাহার অনতি বিলম্বে পার্শ্বের গৃহবাসী মরিসন সাহেব ক্যাথারিনের গ্যাঙানি শব্দ শুনিল। মরিসন ভয় পাইয়া সেই বাটীস্থ অন্যান্য প্রতিবাসীকে ডাকিল। সকলে মরিসনের ঘরে অবস্থান পূর্ব্বক মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল, মরিসনের কথা সত্য—ক্যাথারিন্ গ্যাঙাইতেছে এবং একবার এ কথাও স্পষ্ট বলিল " হা নিষ্ঠুর পিতা, সন্তানের মরণের কারণ হইলে! "

এই কথা শুনিবামাত্র তাহারা দৌড়িয়া সা সাহেবের গৃহদ্বারে গিয়া ঘা মারিতে লাগিল; কোনো উত্তর পাইল না—আবার ঘা—পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়াও উত্তর পাইল না! মরিসনের মুখে শুনিয়া অবধি উইলিয়েমের প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এখন তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। এক জন কনষ্টেবল ডাকাইয়া দ্বার ভঙ্গ পূর্ব্বক সকলে গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, ক্যাথারিন্ রক্তের তরঙ্গে ভাসিতেছে—শোণিতাক্ত তীক্ষ্ণধার ছুরি নিকটে পড়িয়া আছে! তখনও ক্যাথারিনের প্রাণ-বায়ু বাহির হয় নাই, কিন্তু সে বাক্‌শক্তি রহিত। তাহার তদবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল " তোমার পিতা হইতেই কি এই ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে? " সে তদুত্তরে একবার মাত্র ঘাড় নাড়িতে পারিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ মরিল! সকলের মতে তাহার ঘাড় নাড়ার অর্থ " হাঁ " ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

এই সময় উইলিয়েম সা প্রত্যাবৃত্ত হইল—সকলের চক্ষুই তাহার উপর পড়িল। প্রতিবাসীদিগকে ও পুলিসের কনষ্টেবলকে আপন গৃহ মধ্যে দেখিয়া উইলিয়েমের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুকাইল। পরক্ষণেই তাহার তনয়ার অবস্থা দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—বদন এককালে পাণ্ডুবর্ণ হইল—দাঁড়াইতে অশক্ত, পড়িয়া যায়! তাহার ভাব দর্শনে, তাহার পাপ-হস্তই যে এই অস্বাভাবিক অপত্য-হত্যা-পাপে কলুষিত হইয়াছে, তাহা সকলের মনেই সুদৃঢ়রূপে অনুভূত হইল! যদিও তাহার বিস্ময় বিভীষিকা ভাবকে কেহ কেহ নির্দ্দোষিতার চিহ্ন বলিলেও বলিতে পারিত, কিন্তু উইলিয়েমের পরিধেয় বস্ত্রই তাহার শত্রু হইল—তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক সাক্ষ্য দিল! অর্থাৎ তাহার বস্ত্রে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। এমন জাজ্বল্যমান সন্দেহের সময়ে অবস্থাগত এমন প্রমাণকে কে অভ্রান্ত মনে করে?

তৎক্ষণাৎ তাহাকে একজন মাজিষ্ট্রেটের নিকট লওয়া হইল। মাজিষ্ট্রেট ঐ সমস্ত লোকের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষেপ ও দায়রার বিচারে অর্পণ করিলেন।

বিচারের দিন সে কহিল, "আমি আমার কন্যাকে খুন করি নাই; তাহাকে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম সত্য, তাহার সহিত রাগারাগি ও বচসা হইয়াছিল, ইহাও সত্য। লাসনের সঙ্গে আলাপ করিতে না পায় এই জন্যই অবরোধে রাখা হইয়াছিল; রবার্টসনকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে মারি নাই—তাহাকে আঘাত মাত্র করি নাই—তাহার অঙ্গে হাতও দিই নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার দেহের রক্তমোক্ষণ করাইয়াছিলাম; তাহাতে পটি দেওয়া ছিল; সেই পটি অপসারিত হওয়াতেই বস্ত্রে রক্ত লাগিয়াছিল। "

উইলিয়েম এইরূপ জবানবন্দি দিল। তাহার সে কথা কে শুনে? অবস্থাগত যে সকল প্রবল প্রমাণ পাওয়া হইল, তাহার নিকট স্বয়ং তাহার নিজের কথা কোথায় লাগিবে? বিশেষতঃ কন্যার মুখ হইতে " নিষ্ঠুর পিতা, তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ! " এ কথা স্পষ্ট শুনা গিয়াছিল এবং " অভদ্রতা, নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু" ইতি শব্দ গুলি অন্যান্য বাক্যের মধ্যে অস্পষ্টরূপে ক্যাথারিন্ যে বলিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই! সর্ব্বোপরি, উইলিয়েমের বস্ত্রে তখন রক্ত! অতএব নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে জুরিরা অপরাধী করিলেন—বিচার কর্ত্তা ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন—হাই সরিফ ১৭২১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইলেন! মৃত্যুকালে সে সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া ডাকিয়া বলিল " আমি দোষী নই—যাঁহার অভ্রান্ত বিচারাসনের নিকট এখন আমি যাইতেছি, সেই ঈশ্বর জানেন, আমি দোষী নই—আমি আমার প্রাণতুল্যা ক্যাথারিন্‌কে বধ করি নাই! "

এমন আসন্নকালে কেহই মিথ্যা কথা কয় না—পার্থিব সম্বন্ধ রহিত হইল—মিথ্যা বলিয়া ধন কি প্রাণের যে লালসা, সে লালসা জন্মের মত নিবিয়া গেল—তখন আর কেনই বা মিথ্যা বলিবে? অতি দুরাত্মা সহস্র হত্যা-পাপের পাপীও প্রায় এমন সময় মিথ্যা কহে না! উইলিয়েম সা তো সে প্রকারের কঠোর-হৃদয় ঘোর পাপী ছিল না—বরং উইলিয়েম ভদ্র ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মভীরু মনুষ্য ছিল। তথাপি ফাঁসির পরও তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করে নাই; জুরিগণ ও বিচারকর্ত্তা বলিয়া-

ছেন, সে কন্যা-হন্তা, সে অভ্রান্ত মীমাংসায় সন্দেহ করিতে কাহার রুচি ও সাহস হইবে? অতএব এডিনবরা নগরের সকলেই এক বাক্যে বলিল "এই পাপাত্মা কন্যা হত্যা করিয়াছে, আবার মৃত্যুকালে মিথ্যা বলিয়া তদপেক্ষাও শয়তানের প্রতি বশ্যতার কাজ করিয়া গিয়াছে!"

নবেম্বরে ফাঁসি হইল, নবেম্বর হইতে নয় মাস অতীত—১৭২২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট আগত হইল। উইলিয়েম ও ক্যাথারিন্ যে কয়টী ঘরে বাস করিত, সেই কয়টী কামরা এক্ষণে যাহারা ভাড়া লইয়াছে, তাহাদের জনৈক পরিজন এক দিন গৃহমার্জ্জনা করিতে করিতে চিম্‌নির একটা ফাটার মধ্যে একখান কাগজ দেখিতে পাইল। সে খানি চিঠির ন্যায় মোড়ক করা; কিসের পত্র ভাবিয়া সে পড়িল। তাহাতে এই কয় ছত্র লেখা ছিল;—

"হা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পিতা, জগতে যে মনুষ্য বই আর কাহাকেও আমার হৃদয় ভাল বাসে নাই, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে আমার মন নিয়ত ঘৃণা করে, এমন লোককে বিবাহ করিতে তুমি ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে জিদ করিতেছ; তোমার সেই নির্দ্দয়াচরণ বশতঃ আমার এ জীবন দুর্ভারবহ বোধ হওয়াতেই আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি! ঈশ্বর দয়ার সাগর, তিনি কখনো এমন অসহ্য নির্দ্দয়তা-জনিত আত্মহত্যাকে ক্ষমার বহির্ভূত পাপ বলিবেন না—আমি অবশ্যই পরকালে তাঁহার করুণা লাভ করিব! এই হত্যাপাপ তোমার স্কন্ধেই পতিত হইবে—যখন তুমি আমার ত্যক্ত এই পত্র পাঠ করিবে, তখন নিশ্চয় বুঝিও যে, তোমার হস্তই এই ছুরি আমার বক্ষে বসাইয়াছে!"

(স্বা) ক্যাথারিন্ সা।

এই পত্র মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইল। ক্যাথারিনের আত্মীয় স্বজনকে ডাকাইয়া উহা দেখানো হইল। তাহারা সকলেই বলিল "ইহা ক্যাথারিনের হস্তাক্ষর বটে!" এই কথা জনরবের স্রোতে ভাসিয়া দেশ ব্যাপ্ত হইল। বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না! তখন সকলেই বলে "আমি তো বলিয়াছিলাম, উইলিয়েম তেমন লোক ছিল না—উইলিয়েম ফাঁসি মঞ্চে কখনো মিথ্যা কহিবেনা!" ইত্যাদি।

যখন মাজিষ্ট্রেটেরা নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, ঐ পত্র ক্যাথারিনের লিখিত বটে, সুতরাং তাহার পিতা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, তখন আর কি করিবেন? অপরাধীদের কবরস্থান হইতে উইলিয়েমের মৃতদেহের কফিন বাক্স উঠাইয়া ভদ্রলোকের কবরস্থানে রীতিমত সমাধি করিতে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অনুমতি দিলেন! এবং সেই সমাধির উপর নির্দ্দোষিতার চিহ্ন স্বরূপ যুগল পতাকা উড়াইতে আজ্ঞা করিলেন! —হায় হায়! ইহাই সেই অতুল অবিচার ও নিষ্ঠুরতার ক্ষতিপূরণ হইল!

আর একটী আশ্চর্য্য বিবরণ শুনুন;—

ফরাসী মৌলিন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দের "জেণ্টেলমান্স ম্যাগাজিন" নামা লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে এই বৃত্তান্ত প্রকটিত হয়; মৌলিনের পক্ষে যিনি কৌন্সিলী ছিলেন, তাঁহার হস্ত-লিখিত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পৌত্র ইহা প্রচার করেন। অতএব এ ঘটনা উক্ত সালের বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় চার্লস রাজার রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। সে যাহাহউক ঘটনাটী এই;—

মৌলিন নামা একজন ফরাসী সপরিবারে ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। রাজকীয় উপদ্রবই তাঁহার স্বদেশ ত্যাগের কারণ। স্বদেশ ত্যাগকালে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থও সঙ্গে আনিতে পারিয়াছিলেন। যে সব পণ্য দ্রব্য শুল্ক-কার্য্যালয়ে (পরমিটে) অগ্রাহ্য হইত, তিনি সেই অর্থে তত্তাবতের ক্রয় ও খুজরা বিক্রয়ের ব্যবসায় দ্বারা পরিবার পোষণ করিতেন। যে সকল দ্রব্যের শুল্ক বেশী, সে সমস্ত দ্রব্যের গুপ্ত আমদানি-রপ্তানি-কার্য্যে কতকগুলি চোর নিযুক্ত থাকে। মৌলিন যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইংলণ্ডে সেরূপ ব্যবসায়ী মাত্রকেই লোকে ঐরূপ শুল্ক-চোর বলিয়া সন্দেহ করে। মনে করুন, এক ব্যক্তি দিবাভাগে পরমিটে গিয়া ঐরূপ দুই শত মণ ক্রয় করিল; সেই দুইশত মণ সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাহার বাড়ীতে আইল; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে যদি কেহ সাহস বাঁধিয়া তাহার সেই মাল আবার ওজন করিয়া দেখে, তবে হয় তো দুই শতের পরিবর্ত্তে পাঁচ ছয় শত মণ মাল প্রাপ্ত হইবে! এত মাল কোথা হইতে আইল? রাত্রি মধ্যে পূর্ব্বকার দুই শত মণ দ্রব্য কি আর চারিশত মণকে প্রসব করিয়াছে? তাহা যদি সম্ভব না হয়, তবে অবশ্যই রাজ-কর্ম্মচারীগণের অজ্ঞাতসারে কোনো গোপনীয় উপায়ে রাত্রি মধ্যে কোনো পোতের গুপ্ত গহ্বর হইতে মাল উঠিয়াছে! তবেই হইল, এই চোরা আমদানি ঢাকিবার জন্যই প্রকাশ্যরূপে পরমিটে ঐ মাল ক্রয় করা হয়!

মৌলিন সেরূপ আইন-বহির্ভূত ব্যবসায় চালাইতেন কিনা তাহার নিশ্চয়তা ছিল না; কিন্তু পরমিটের ক্রেতাশ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণতঃ এই দুর্নাম প্রচলিত থাকাতে অনেকে মৌলিনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ সন্দেহ করিত। রাজকর্ম্মচারীরা ঐরূপ ব্যবসায়ীদের গতিরীতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে—মৌলিনের প্রতিও তদ্বিষয়ে তাহারা উদাসীন ছিল না; সুতরাং তাঁহার দ্বারা শুল্ক-চুরির কোনো কাজ হইলে অবশ্যই এক দিন না এক দিন তাহা ধরা পড়িত। যখন বহু চেষ্টাতেও ধরা পড়িল না, তখন পূর্ব্বোক্ত সন্দেহটী কাল্পনিক বই সমূলক বলা যায় না।

কিন্তু তিনি এ দোষে মুক্ত থাকিলেও লোকে তাঁহাকে আর একটী মহত্তর দোষে দোষী বিবেচনা করিতে লাগিল। সে দোষটী আর কিছুই না, মেকি সভারিন্ * চালানো! তিনি যাহার নিকট হইতে কোনো টাকা লইয়া যাইতেন, তৎপর দিবসে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কয়েকটী সভারিন্ ফেলিয়া দিয়া বলিতেন, তোমার টাকার মধ্যে এই কয়টা মেকি বাহির হইয়াছে। সর্ব্বদা প্রায় এইরূপ ঘটিত—সর্ব্বদা প্রায় তজ্জন্য বাদানুবাদ হইত—যে দিয়াছে, সে বলিত "কখনই না, আমার ভাল টাকা।" মৌলিন বলিত "আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি, তোমার টাকা লইয়া গিয়া স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলাম, অদ্য তাহার মধ্য হইতেই এই কয়টা বাহির হইয়াছে।" কখনো কখনো প্রদাতা তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে বাধিত হইত। কিন্তু প্রতিনিয়ত এপ্রকার হওয়াতে ক্রমে বণিক্ সমাজে তাঁহার ঘোর অখ্যাতি ও তৎপ্রতি লোকের ঘোর অবিশ্বাস জন্মিয়া উঠিল। তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের যৎপরোনাস্তি হানি হইতে লাগিল—কেহই আর তাঁহার সহিত কারবার করিতে চায়না—কেহই বিশ্বাস করে না!

একদা হ্যারিস নামা এক ব্যক্তিকে তিনি ৭৮০ টাকার দ্রব্য বিক্রয় করেন। ঐ ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বে তাঁহার কোনো ব্যবহার ছিল না। সে ব্যক্তির নিকট যখন স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া লয়েন, তখন কয়েকটা মুদ্রার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হ্যারিস তাঁহাকে নিশ্চিত রূপে জানাইল, যে, এই সমুদয় মুদ্রা সে নিজে তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া আনিয়াছে, ইহার একটীও মন্দ নয়। মৌলিন তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়া মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিলেন।

কয়েক দিবসান্তে মৌলিন কয়েকটী মুদ্রা হস্তে হ্যারিসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "তোমার কথায় আমি সে দিন টাকা লইলাম, কিন্তু এই দেখ, কয়েকটা মেকি বাহির হইয়াছে!" হ্যারিস ঐ আনীত মুদ্রা কয়টী ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল "আমি নিশ্চিত জানি, আমার টাকার মধ্যে এরূপ মেকি একটীও ছিলনা, অতএব আমি কদাচ ইহার বদল দিব না।" মৌলিন তদ্বিপরীতে আত্ম-বাক্য সমর্থনে মহা উষ্ণ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "আমি তোমার টাকা যেমন পাইয়াছিলাম, অমনি একটী স্বতন্ত্র দেরাজের মধ্যে রাখিয়াছিলাম! তাহার চাবি আমার নিকটেই থাকে, অন্য কেহ তাহা খুলে নাই! আ'জ্ এক উত্তমর্ণকে দিবার নিমিত্ত যখন তাহা খুলিয়া সেই টাকা গণিয়া দিলাম, তখন সেই উত্তমর্ণ এই কয়টা মেকি বলিয়া ফেলিয়া দিল। অতএব ইহার বদল তোমাকে দিতেই হইবে।" হ্যারিস রাগত হইয়া তাঁহাকে প্রতারক বলিল। মৌলিনও

* ইংলণ্ডে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম সভারিন।

রাগত হইলেন। শেষে মৌলিন শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বাক্যের সমর্থন করাতে হ্যারিস বদল না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

হ্যারিস বদল দিল, কিন্তু মনে মনে বুঝিল, মৌলিন প্রতারক ও মিথ্যা শপথকারী! অতএব ক্রোধে ও ঘৃণায় যেখানে সেখানে এই কুৎসার গল্প ও গ্লানি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তদ্রূপ পরিচয়ের উত্তরে অনেকে বলিল, যে, তাহাদিগকেও মৌলিন ঐরূপে ঠকাইয়াছে। ক্রমে হ্যারিস জানিতে পারিলেন, মৌলিন বহুকাল হইতেই এই জাল মুদ্রা প্রচলনের জঘন্য ব্যবসায় চালাইয়া সমাজকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আসিতেছে।

তখন মৌলিন দেখিলেন, ক্রমে তিনি সকলেরই ত্যজ্য ও ঘৃণ্য হইয়া উঠিলেন—কেহ আর তাঁহার সহিত কোনো ব্যবহার রাখে না এবং ভাল করিয়া বাক্যালাপও করে না! হ্যারিস যে তাঁহার অত্যন্ত গ্লানি করিয়া বেড়াইতেছে, তিনি তাহাও শুনিতে পাইলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া হ্যারিসের বিরুদ্ধে হুর্‌মতের দাবীতে অভিযোগ করিলেন।

তাহাতে হ্যারিস প্রতারিত সমস্ত ব্যক্তিগণকে একত্র সমবেত করিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিল, যে, "মৌলিনের স্পর্দ্ধা দেখ, সে প্রতারণা ও জাল করিয়া সকল লোককে ঠকাইতেছে, অথচ যাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল পরম ধার্ম্মিকের ন্যায় তাহাকেই দণ্ড দিতে উদ্যত হইল, আপনারা কি এত অত্যাচার সহ্য করিবেন?" এই কথায় সকলেই দলবদ্ধ হইয়া পুলিস হইতে তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিল—মেকি টাকা চলনের অপরাধে মৌলিন ধৃত ও অবরুদ্ধ হইলেন!

পুলিসের লোক তাঁহার বাড়ীতে খানা-তল্লাসী করিতে গেল। একটা দেরাজ হইতে কতকগুলা মেকি সভারিন্ এবং অন্যান্য দেরাজ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাগের প্রত্যেকের মধ্যে কয়েকটা করিয়া ঐ ধাতুর ধাতু-মুদ্রা বহিষ্কৃত হইল। পরে তন্ন তন্ন রূপে তাঁহার বাড়ীর সর্ব্বস্থান সন্ধান করাতে এক গৃহ মধ্যে মেকি মুদ্রা প্রস্তুত করণের ছাঁচ, বিবিধ অস্ত্র, সূক্ষ্ম স্থূল যন্ত্র, একরকম আরক ও কয়েকবিধ গুঁড়া প্রভৃতি উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

তখন আর তাঁহার অপরাধের প্রতি কোনো সন্দেহই রহিল না। শপথ পূর্ব্বক বা ঘোর বিতণ্ডা দ্বারা মৌলিন যেরূপে লোকের নিকট হইতে মুদ্রা বদলাইয়া আসিতেন এবং সর্ব্বদা নিতান্ত নির্দ্দোষীর ন্যায় যেরূপে এ বিষয়ে বল প্রকাশ করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া লোকে তাঁহাকে অদ্বিতীয় জুয়াচোর ভাবিতে লাগিল এবং মাজিষ্ট্রেটেরা সে সব কথা শুনিয়া তাঁহাকে বড় পাপিষ্ঠ বলিয়াই জানিলেন। আবার নিজে এত বড় দোষী হইয়াও হ্যারিসের

নামে হুরমতের দাবীতে নালিস করিতে যে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে সাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! সকল লোকেই তাঁহার সমুচিত দণ্ডের জন্য লোলুপ হইল—একজনকেও তাঁহার পক্ষাবলম্বী দেখা গেল না!

সমাজের ও বিচারকগণের এরূপ মনের গতির অবস্থায় বিচারাধীন হইলে বিচারের ফল যাহা সম্ভাব্য, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। জুরিরা উঠিয়া না গিয়াই সর্ব্ববাদীসম্মত তাঁহাকে দোষী করিল। বিচারপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

ফাঁসির অল্প দিন অবশিষ্ট, এমন সময় একটী আশাতিরিক্ত ঘটনা ঘটিল। উইলিয়মেস্ নামা এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মোহর-খোদকের কাজ করিত, এক্ষণে সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে। সহসা অশ্ব হইতে পতন জন্য তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্ত্রী তৎকালে গর্ভবতী ছিল, স্বামী শোকে অত্যন্ত কাতরা হওয়াতে অকালে তাহার গর্ভপাত ঘটিল। তাহাতে সে আপন মরণ আসন্ন বুঝিয়া কোনো আত্মীয় লোক দ্বারা মৌলিনের পত্নীকে ডাকিয়া পাঠাইল। বিবি-মৌলিন আইলে গৃহ হইতে আর সকলকে বাহির করাইয়া সেই রমণী নিম্নলিখিত কাহিনীটী বলিল;—

"এই নগরে চারিজন ব্যক্তি মেকি টাকা প্রচলন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তন্মধ্যে আমার স্বামীও এক জন। আমি তাহাদিগের মেকি টাকা চালাইবার কর্ম্মে বিশেষ সাহায্য করিতাম, সুতরাং আমি তাহাদিগের সকল নিগূঢ় কথাই জানি। এই চারি জনের এক জন তোমার স্বামী মৌলিনকে ঠকাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট চাকরী স্বীকার করে; ঐ চাকরের নিকট বাক্স সিন্দুক খুলিবার যন্ত্র ও বৃহৎ এক থলিয়া সর্ব্বপ্রকারের চাবি ছিল, সে তদ্দ্বারা তোমার স্বামীর দেরাজ খুলিয়া ভাল সভারিন্ বাহির করিয়া তাহার স্থলে মেকি মুদ্রা রাখিয়া দিত! এই রূপে তোমার স্বামীর সুনাম, সম্ভ্রম, ব্যবসায় এবং প্রাণ পর্য্যন্ত সকলই বিপন্ন হইয়াছে! এখন আমার আসন্ন কাল, আমার অন্তঃকরণ পূর্ব্ব পাপের ভারে অত্যন্ত অনুতাপশীল হইয়া উঠিয়াছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই গূঢ় কথা সমস্ত তোমাকে বলিলাম!" এই বলিয়া সেই চাকর ও তাহার অপর দুই সঙ্গীর নাম ও ঠিকানা নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্ত্রীলোক মরিয়া গেল।

মৌলিনের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রের নিকট গিয়া সমস্ত কহিলেন এবং ঐ তিন ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট লইয়া ধরাইয়া দিলেন। তিন জনকে পৃথক্ পৃথক্ স্থলে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। মৌলিনের চাকর ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছুতেই দোষ স্বীকার করিল না। কিন্তু যৎকালে তৃতীয় ব্যক্তির পরীক্ষা চলিতেছিল, এমত কালে তাহাদের বাটী

তল্লাস নিমিত্ত যে সব পুলিস কর্ম্মচারী গিয়াছিল, তাহারা এই তৃতীয় ব্যক্তির বাটী হইতে কতকগুলি মেকি টাকা এবং তৎপ্রস্তুত করণের নানা উপকরণ আনিয়া উপস্থিত করিল। তদ্দর্শনে সে মৎস্যভঙ্গের ভীরুতার সহিত অসম্বদ্ধ কথা বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলেন "তুমি ভয় পাইও না—যদি তুমি মহারাজার সাক্ষী হইয়া সমস্ত কথা ব্যক্ত কর, তবে তোমার প্রাণ দণ্ড করিব না।" ইহাতেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। সে অকপট চিত্তে স্বীকার করিল, যে, মৃত উইলিয়েম্সের স্ত্রী যাহা যাহা বলিয়াছে তাহা সকলই সত্য। কিন্তু মৌলিনের ভৃত্য যে কিরূপে মৌলিনের খাঁটি স্বর্ণ-মুদ্রা বদলাইত, তাহা সে জানে না। তৎপরে তাহারই উপদেশানুসারে তাহাদের দলের যেখানে যত মেকি টাকা ও যন্ত্রাদি প্রোথিত ছিল, তত্তাবৎ উঠাইয়া আনা হইল।

এই ঘটনা প্রযুক্ত মৌলিনের ফাঁসি স্থগিত রাখিয়া যথার্থ অপরাধীদের বিচার চলিতে লাগিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহার নির্দ্দোষিতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হয় নাই। হয় তো তাঁহার মুক্তি সাধনার্থ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির যোগে একটা মিথ্যা গল্প সাজানো হইয়াছে, ইহাও লোকে ভাবিতে লাগিল। হায়! মানববুদ্ধি সত্য নির্ণয়ে কত দুর্ব্বল! ঐ চারি ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ দোষী কে, তাহা ঠিক বুঝিতে লোকের ধাঁধা লাগিয়া গেল।

কিন্তু মৌলিনের পক্ষে এই একটী বিষয় অনুকূল ছিল, যে, উহারা কেহই তাঁহাকে কোনোরূপে দোষী বলিতেছে না। এই যুক্তিটী মৌলিনের পক্ষীয় লোকেরা বিচারালয়ে অর্পণ করিল। তথাপি তাঁহার বাটীতে যন্ত্রাদি বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বিচারক তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে পারিতেছেন না। এমত কালে পুলিসের কর্ম্মচারীদের সূক্ষ্ম সন্ধানে তাঁহার ভৃত্যের দেরাজের একটা গুপ্ত ফুকারে কতকগুলা চাবী ও একটা বিশেষ চাবীর মোমের ছাপ বহিষ্কৃত হইল। আবার পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, যে, মৌলিনের দেরাজের চাবী হইতেই ঐ মোমের ছাপ তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল! যখন ভৃত্যের সমক্ষে ঐ চাবীর থ'লো ও মোমের ছাপ প্রদর্শিত হইল, তখন সে হঠাৎ কাঁদিয়া করুণা যাচ্ঞা করিল! পরে সমুদায় জিজ্ঞাস্যের যথার্থ উত্তর দিল।

অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে মাজিষ্ট্রেট এইটী জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি তোমার প্রভু দোষী নন, তবে মেকি করিবার যন্ত্রগুলি তোমার প্রভুর দেরাজে কিরূপে গেল?" তদুত্তরে সে কহিল "যখন পুলিসের কর্ম্মচারীরা আমার প্রভুকে ধরিতে যায়, তখন আমার ভয় হইল, যে, এখনি হয়তো আমার ঘরের দেরাজও খুলিয়া দেখিবে। এজন্য তাড়াতাড়ি আমার দেরাজ হইতে সে গুলি আনিয়া প্রভুর দেরাজে রাখিলাম! প্রভুর দেরাজের একটা নকলচাবী পূর্ব্ব

হইতেই মোমের ছাঁচের উপায়ে তৈয়ার হইয়া আমার কাছে ছিল, আমি তদ্দ্বারাই প্রত্যহ দেরাজ খুলিয়া সভারিন্ বদল করিতাম।”

আর অধিক লিখিতে হইবে না। মৌলিন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইলেন। কিন্তু উইলিয়েম্‌সের স্ত্রী মৃত্যুকালে যদি অনুতাপবতী না হইত, তবে তো পরম ধার্ম্মিক নিরপরাধী মৌলিনের প্রাণ দণ্ড হইত!

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

প্রাপ্ত।

পাদুকা।

১

জনম গ্রহণ করি, মানবের পায়ে ধরি,
কেন রে পাদুকা তোরা যাপিস জীবন?
এত ক'রে পায়ে ধ'রে, মানবের পদভরে,
বুক ফেটে যায়, তবু সরেনা বচন;
এত সহিষ্ণুতা তোরা করিস ধারণ!

২

আমরাও যত সব ভারত সন্তান
পোড়া কপালের গুণে পাদুকা সমান!
সাজি নানা পরিচ্ছদে, শ্বেতাস্যের পূত পদে,
উপহার রূপে করি জীবন প্রদান!

৩

পাদুকার মত দেখ আমাদেরো ভাই,
রাঙ্গাপদ সেবা করি পরিত্রাণ নাই;
পায়ের দাপটে যবে, মুখ ফেটে রক্ত বহে,
মুখটী করিয়া দিবে তখনি সেলাই;—
বলিতে দিবেনা মুখে “ধর্ম্মের দোহাই!”

৪

জীবিতে প্রদানি দুগ্ধ, মানবে করিয়া মুগ্ধ,
মৃত গাভী দিয়া যায় চর্ম্ম মানবেরে;
সে চর্ম্মে তোদের জন্ম অদৃষ্টের ফেরে!
তাই যত অকৃতজ্ঞ মানব সন্তান,
নাহি রাখি দুগ্ধদাত্রী গাভীর সম্মান,
সতত চরণ তলে, তোদিগে ফেলিয়া দলে,
না ম'লে তোদের জ্বালা হয়না নির্ব্বাণ!

৫

মোরা সব ভারত সন্তান,
সবদিকে তোদেরি সমান,
এ জগতে কামধেনু ভারত-জননী;
যুগ যুগান্তর হ'তে সর, ক্ষীর, ননী,
যেই যাহা চাহিয়াছে, সেই তাহা পাইয়াছে,
দুহিয়া বধিল এরে ম্লেচ্ছ কাল ফণী!
নির্জ্জীব ভারত হতে, জন্মলাভ এজগতে
করেছি আমরা যত ভারত সন্তান!—
হয়েছে ভারত চর্ম্মে পাদুকা নির্ম্মাণ!
তাই যারা ভারতের দুগ্ধপান করে,
শৈশবে বাঁচিয়াছিল অবনী ভিতরে,
পদার্পণ এবে তারা ক'রেছে যৌবনে,
আমাদেরো তাই তারা দলিছে চরণে!
কেন বিধি হেন বিধি করিলে স্থাপন?
পবিত্র ভারত চর্ম্মে পাদুকা সৃজন!!

শ্রীপ্রসন্ন কুমার ঘোষ,
ভবানীপুর।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। পুরু-বিক্রম নাটক।

এখানি বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত; গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। কিন্তু লেখা পড়িয়া ইহা যে অপরিচিত হস্তের লিপি, এমন বোধ হইল না—পূর্ব্বে যেন ইঁহারি অপর একখানি নাটক পাঠ করা গিয়াছে এমন বোধ হইল। ফলতঃ লেখক যে সুরুচিবান, সদ্বিদ্বান এবং বিশিষ্টরূপে স্বদেশ-বৎসল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ আক্ষেপের বিষয় এই, যে, ইহাকে যে পরিমাণে সুপণ্ডিতের লেখা বলিয়া সুখী হইলাম, সে পরিমাণে সুকবির চিত্র বলিতে পারিলে আরো অধিক সুখী হইতাম! এই নাটকে সংযোগ স্থলের সুনির্ব্বাচন, ঐতিহাসিক জ্ঞানের সুনিদর্শন, চরিত্রের আংশিক সমর্থন প্রভৃতি কতকগুলি গুণ জাজ্বল্যমান আছে; ভাষাও সাধারণতঃ সাধু ও সুললিত বটে; স্থলে স্থলে সুরুচিও প্রদর্শিত হইয়াছে; পদে পদে স্বদেশানুরাগের প্রবল উত্তেজনা এবং সন্নীতির প্রচুর উৎসাহ সুপ্রাপ্য। কিন্তু লেখক মহাশয়ের প্রতি কল্পনা-দেবীর আশামত অনুকম্পা দৃষ্ট হইল না, সুতরাং তাঁহার নির্ম্মাণশক্তি সেরূপ তেজস্বিনী, ক্রীড়া-বিলাসিনী বা কৌশল শালিনী নহে, যদ্দ্বারা নবরসের কোনোটীর যথোচিত উদ্রেক হইয়া মোহ জন্মাইতে পারে! বিষয়টী অতি উৎকৃষ্ট; যে সব চরিত্রকে আসরে নামানো হইয়াছে তাহাও বিচিত্র ও রসোৎপাদনে সম্যগ্ সমর্থ; ঘটনাও সাধারণ নহে—আলেক্‌জণ্ডরের ভারতাক্রমণ! যথার্থ কবির তুলিতে চিত্রিত হইলে এই নাটকে কত যে হাসিতে, কাঁদিতে, ভাবিতে হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—পুরু ও ঐলবিলার বাক্য ও ব্যবহার পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও উৎসাহে বক্ষোদেশ কি তোলপাড় করিত! শেষে তাঁহাদের জন্য নয়ন কি কান্নাই কাঁদিত! আলেক্‌জণ্ডরের অসীম বীরত্ব ও ঔদার্য্যাদি পড়িয়া সাহসী বিপক্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও বিস্ময় অবশ্যম্ভাবী, তাহা সম্যগ্ উত্তেজিত হইতই হইত! তক্ষশীল ও অম্বালিকা নামা ক্ষত্রকুল-পাংশুল ভ্রাতা ভগ্নীর নীচতা দর্শনে বীভৎস রসে হৃদয় আপ্লুত হওনের সম্ভাবনা! কিন্তু আক্ষেপ এই, আমরা অনার্দ্র চক্ষে, অবিকৃত হৃদয়ে এবং অনুত্তেজিত মনে ঐ সব ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছি—কখনো বা একটু সুখ, কখনো বা একটু দুঃখ, কখনো বা একটু হাসি, কখনো বা একটু রাগ ও ঘৃণা হইয়াছে—কান্নার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধই ছিল না, অথচ পাঠকগণকে নিশ্চিত জানাইতেছি, আমাদের বড় বেলে চ'ক্—আমরা সামান্য খঞ্জনীবাদকদের গান শুনিয়াও কাঁদি!

স্থলে স্থলে ঐরূপ কোনো রসবিশে-

যের উদ্রেক হওনের উপক্রম অনুভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার ভঙ্গ দর্শনে আমাদের মৎস্যভঙ্গবৎ দুঃখ হইয়াছে! তাহার কারণ, যে যে স্থলে ঐরূপ রসসঞ্চারের সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে কিরূপে কাহার দ্বারা কি বাক্য বলাইলে বা কি কার্য্য করাইলে সেই রসের মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্টা হইতে পারে, গ্রন্থকর্ত্তা সে দিগে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলই স্বদেশানুরাগের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়াছেন, মানব-হৃদয়-সিন্ধুর মধ্যে ডুবিতে অধিকক্ষণ সময় লন নাই—প্রকৃত ডুবরীর ন্যায় কল্পনা-রূপী শ্বাস বা বায়ুযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই, সুতরাং রসরূপী শুক্তি লাভের সম্ভাবনা কি?

এই প্রধান ত্রুটীকে যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে গ্রন্থখানি যে পরিপাটী ও বহুগুণ ভূষিত, তাহা অনায়াসেই ব্যক্ত করিতে পারি। যদি অন্যান্য গুণ না থাকিত, তবে আমরা কি দোষ কীর্ত্তন জন্য এত কথা বলিতাম? দোষময় গ্রন্থের আবার দোষ নির্দ্দেশ কি? গুণের মধ্যে দোষ থাকিলেই উল্লেখিতব্য হয়! অতএব সেই সব গুণের নিমিত্ত সাধারণে এই নাটক খানি পাঠ করেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ!

২। স্যার উইলিয়েম জোন্সের গ্রন্থাবলী।

ইহা যে কি অমূল্য ও অতুল্য নিধি, তাহা পাঠক সাধারণের অগোচর না থাকিতে পারে। যে কেহ স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব জানিতে সমুৎসাহী ও কৌতুকী, জোন্সের লিখিত পুস্তকাবলীতে তাঁহার বঞ্চিত থাকা উচিত নয়! আমরা এই অল্প কথাতেই এই অভিনব প্রচারানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিলাম—ইহা অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা আর কি হইতে পারে?

বেণ্টিঙ্ক প্রেসের অধিকারী বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় খণ্ডে খণ্ডে ইহার প্রচারারম্ভ করিয়া সাহিত্য সংসারের একটী মহা অনাটন যে নিবারণ করিতেছেন, তাহা সহস্র মুখে অভিব্যক্ত করিতেছি। আমরা ইহার প্রথম তিন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ভরসা করি, সাধারণে ইহার প্রতি সমুচিত উৎসাহ দানে কৃপণ না হয়েন—এমন বিষয় উপযুক্ত সাহায্য অভাবে যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে জানিব বঙ্গদেশ বিদ্যোৎসাহিতা পক্ষে ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য রূপে যে বড়াই করেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা!

নাগাশ্রমের অভিনয়।

(কেঁড়েল-প্রণীত-প্রহসন)

(প্রথম পটোত্তোলন।)

PROLOGUE *

জগতে পুরুষ যত ভাই, সব তারা
ভ্রাতা মোর; যত নারী প্রাণের ভগিনী;
পিতা মাতা কে তাহারা? যত দিন, ভাই,
খাইতে পরিতে আমি নিজে না পেরেছি,
ততদিন, মা বাপকে ছিল প্রয়োজন;
সত্য বটে—তত দিন অবশ্য ডেকেছি,
বাবা কিম্বা মা মা ব'লে—ততদিন বাঁধা
থাকিতে ছিলাম বাধ্য অধীনতা-ডোরে!
চরিয়া খাইতে নিজে শিখেছি এখন—
এবে আর কি সম্বন্ধ তাদের সহিত?
কর্ষিত হয়েছে মম মন; জ্ঞানে অন্ধ
তারা—থাকে অন্ধকারে—অতি মূর্খ ঘোর;
আমি সে আঁধার থেকে আলোতে এসেছি—
পবিত্র ধর্ম্ম-কিরণে জ্ঞান-চক্ষু মোর
দীপ্ত পথে মুক্ত সদা। তবে আর কেন
মূর্খ, ভ্রান্ত, অপবিত্র, অধার্ম্মিক সঙ্গ
করিতে যাইব ফিরে?—ছি ছি ছি কি ঘৃণা!
—নামে যেন গায় জ্বর আসে!—হিঁদু-ঘরে
ফিরে? হিঁদু মা বাপেরে, আবার এ মুখে,
মা, বাবা, বলিয়ে ডাকা? ফাটা পায় ফিরে
নতি? ফাই ফাই ভাই ও নাম ক'রো না!
পশু, পক্ষী, কীট, আদি স্বাধীন কে নয়?
স্থলে জলে ঈশ্বরের জীব-সৃষ্টি মাঝে,
কোন্ প্রাণী, শৈশব উত্তীর্ণ হ'লে তার,
থাকে আর মা বাপের কাছে? তবে ভাই,
সর্ব্ব জীবোপরি যার মান উচ্চতম,
সে সুখে কি সে হবে বঞ্চিত? কখনই
নয়! নয়! নয়!—হায়! বঙ্গবাসী ভীরু
তেজোহীন—পোষা পশু প্রায়—চির-কাল
রহিবি কি বাপ মার বশে?—পরাধীন
পর-পদানত-পর-প্রত্যাশায় রত?
স্বাধীনতা নিধি হায়! চিনিবিরে কবে?
রাজকীয় স্বাধীনতা হবে না এখন—
তা ব'লে কি স্বাধীনতা—অমূল্য রতন—
লভিব না মোরা? অবশ্য লভিতে হবে;
আর কোথা সে সাধ মিটাতে যাব বল?
কেবা তা সহিবে? বিনা নিজ বাস্তুভূমি
—বিনা নিজ জনক জননী—বিনা খুড়া জ্যেঠা?
এমন সহজ প্রাপ্য—অক্লেশ-জনিত—

* মধ্যস্থ মহাশয়! আমার এই প্রহসনে মাঝে মাঝে ইংরাজী দেখিয়া আপনার পাঠকগণ যেন বিকৃতি ভাবেন না; যাঁহাদের উদ্দেশে ইহা লিখিত হইতেছে, তাঁহাদের বাক্য, রীতি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই ইংরাজী-মিশ্রিত! তবে যে বেশী ইংরাজী দিলাম না, সে কেবল আপনার কতকগুলি পাঠকের জন্য।

বিনা ব্যয়ে সাধিত সুন্দর সদুপায়ে,
কেন কর হেলা ? হায়! কেন কর হেলা ?
প্রথমে মা বাপ হ'তে স্বতন্তর হয়ে,
স্বাধীনতা সুখার্ণবে সাঁতারিতে শিখ !
দৃষ্টান্ত দেখিবে যদি, এস মোর সহ,
ভারত আশ্রম নামা নাগাশ্রমে এস—
অই রূপ স্বাধীন স্বাধীনা ভ্রাতা ভগ্নী,
দেখিয়া যুড়াবে আঁখি—হইবে অবাক্!
বক্ষ্যমান অভিনয় তাহার প্রমাণ—
—ভাই অকাট্য প্রমাণ!!!

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক।

(দ্বিতীয় পটোত্তোলন)

রসাতল-পুরী—নাগরাজ-গৃহ।

বাসুকি ও তক্ষক উপস্থিত।

বাসু। (টেবিলে সপাদুকা পা ছড়াইয়া) ওহে তক্ষক !

তক্ষ। আজ্ঞা প্রভু !

বাসু। বলি সে রিপোর্ট কি প্রস্তুত হয়েছে ?

তক্ষ। কোন্ রিপোর্ট প্রভু ?

বাসু। ঐ যে হে, আমাদের বংশ-বৃদ্ধি আর বিষ-বৃদ্ধির যে রিপোর্ট তোমাকে লিখ্‌তে ব'লেছিলেম !

তক্ষ। আজ্ঞে সে অনেক দিন তো প্রস্তুত হয়েছে ?

বাসু। হয়েছে ! তবে নাগ নাগিনী সকলকে ডাক—আ'জ্ তাই শোনা যা'ক্—

তক্ষ। যে আজ্ঞা !

[প্রস্থান।

বাসু। (স্বগত) অবোধ লোকে বলে, হিঁদুর সমাজে মিশ খাও—হুট্! তাদের সাধ্য কি ? তাদের তোষে আর রোষে এসে যায় কি ? আমাদের বিষদাতা ধবলগিরি সদৃশ মহাকায় মহাদেব বংশকে তুষ্ট রা'খ্‌তে পারাই কাজ ! আদি সমাজের বোকারা উন্নতির পথে র'য়ে ব'সে আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, তাই শিবলোকে তাদের নাম ডাক ছাই হয়েছে—তারা যেমন ভীরু, তেমনি কেঁচোর মত লতিয়ে লতিয়ে বেড়াচ্ছে—তারা আমাদের মত ফণা ধ'রে ফোঁস ক'র্ত্তে কি টাট্‌কা নধার ছেলে মেয়ে গুলোকে দংশন ক'রে বাপ মার কোল থেকে জন্মের মত কেড়ে আন্তে কি পারে ? তা পারে না ব'লেই তো মহাদেব বংশ তাদের কোনো কাজের নয় ব'লে অগ্রাহ্য করে থাকেন ! আর আমরা তা ক'র্ত্তে পাচ্ছি ব'লেই তো আশুতোষ বংশ আমাদের মাথায় যশের মণি জ্বেলে দেছেন—আঃ ! তার কি দীপ্তি—আমার তায় কি তৃপ্তিই হয় !

(নাগ নাগিনী দল সহিত তক্ষকের প্রবেশ)

(পাত্র ভেদে নাগরাজের পদধূলি গ্রহণ—পদ-লেহন—ল্যাজ মর্দ্দন—স্তবন, পূজন, আলিঙ্গন, চুম্বন প্রভৃতি)

বাসু। ভ্রাতা ভগ্নীগণ ! উপবিষ্ট

হও, শ্রবণ কর, তোমাদের উৎসাহ আর প্রেম বর্দ্ধিত হ'ক—শ্রবণ কর, তক্ষক ভ্রাতা আমাদের বংশ-বিস্তার আর বিষ-সঞ্চারের বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ক'রেছেন, তন্মধ্যে আ'জ্ কেবল বিষ সঞ্চারের পালাটা সংক্ষেপে বলুন ; বংশবৃদ্ধির, পালাটা আর এক দিন হবে —কেননা বংশবৃদ্ধির তত্ত্ব সকলেই জানে ; বিষবৃদ্ধির আলোচনা যতই হয়, ততই ভাল—ওদিগে কথা কয় কে ? চুপ কর—ওদিগে মস্‌মসিয়ে বেড়ায় কে ? তোমার আপনার স্থানে ব'সো ! এই ঘড়ি খোলা থা'ক্‌লো, ভায়াকে দশ মিনিটের মধ্যে সমাপ্ত ক'র্ত্তে হবে !*

তক্ষ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাঠ) আমি নত মস্তকে সাক্ষাত পুরুষোত্তমের অবতার সহস্রবদন পরমারাধ্য শ্রীমান্ বাসুকিরাজের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার আদিষ্ট আমাদের বিষবৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, হে নাগ নাগিনী ভ্রাতা ভগ্নীগণ, তোমাদের সমক্ষে আ'জ্ বর্ণনা করিতেছি, তোমরা কুণ্ডলি পাকাইয়া অবহিত হইয়া শ্রবণ কর !

কলিযুগে রাজা রামমোহন রায় কশ্যপের অবতার। তিনিই আদি সমাজ নামা খগকুল আর ভারত-সমাজ নামা এই আমাদের মহা নাগকুলের মূল। কলি যুগে খগেন্দ্রের অবতার দেবেন্দ্র ; বাসুকির অবতার এই আমাদের প্রধান আসনোপবিষ্ট মহা প্রভু ! খগেন্দ্র বংশ আমাদের ঘোর বৈরী—তাহারা আমাদিগকে পাইলে যুক্তি-নখে ধরিয়া সত্যরূপ চঞ্চুতে ঠোকরাইয়া গিলিয়া খায় ! কিন্তু আমরাও তাহাদিগকে কম জ্বালাতন করিতেছি না—তাহাদের পরমাত্মীয় হিন্দুবংশের ছেলে মেয়েদের দংশন ক'রে তার শোধ তুল্‌ছি—তাতে তাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয় —এর বাড়া আহ্লাদের বিষয় কি ? যে বিষের গুণে আমরা সেই শত্রু পক্ষের অন্তর্ব্বেদনা জন্মাইতে পারি এবং যাঁহার কৃপায় আমাদের সেই বিষ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই বিষের তেজে তেজস্বী হইয়া যেরূপে আমরা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

সত্যযুগে দেবতারা সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক বহু বহু রত্ন, ঘোটক, হস্তী, ঔষধ, ভেষক্, চন্দ্র ও অমৃতাদি আহরণ করেন ; করিয়া আপনাদের মধ্যে তত্তাবৎ বাঁটিয়া লয়েন। সকল দেবতাই কিছু কিছু পান, নিদান দুই এক ফোঁটা করিয়া অমৃতও খান, কেবল মহাদেবই কিছু পান নাই। তাহাতে বিরূপাক্ষ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া পুনর্ব্বার মন্থন করাইলেন। সমুদ্রে ভাল বস্তু তো আর ছিল না, সুতরাং রাশি রাশি হলাহল উঠিয়া ভুবন দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা মহাদেবকে বলিলেন, ঠাকুর কি করিলে ? উপায় কি ? মহাদেব অপ্রস্তুত

* ভায়াদের সভায় ঐরূপ ঘড়িখোলা ও স্কুলমাষ্টারের মত মেয়াদ দেওয়া কাণ্ড দুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কেঁড়েল মহাশয় অতিবর্ণনা দোষে দোষী নহেন। মধ্যস্থ।

হইয়া আর কি করেন, সেই বিষরাশি গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিলেন! কিন্তু কোষ করিয়া লইতে সকল বিষ উঠিল না, বিশেষতঃ তরল সামগ্রী অঙ্গুলির ফাসা দিয়াও কতক পড়িয়া গেল, মহাদেব পান মাত্র ঢলিয়া পড়িলেন; অবশিষ্ট বিষ কে খায়?

দেবতাদের চিকণ বুদ্ধির নিকট কোনো বিষয়ই অপ্রতিবিধেয় নয়! শিব ঢলিলেন, কিছু বিষও রহিল, শীঘ্র তাঁহারা মা মনসার নিকট নারদ ঋষিকে পাঠাইয়া দিলেন। মা মনসা আসিয়া ঝাড়াইয়া বাপের শরীর হইতে বিষ নামাইলেন, কতকটা কেবল কণ্ঠে থাকিয়া গেল। এখন পূর্ব্বকার বিষের সঙ্গে আবার ঝাড়ানো বিষ সংযুক্ত হইয়া রাশীকৃত হইল—সে বিষ কোথায় থাকে? মহাদেবের আদেশে মা মনসা তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার দিয়া যত নাগকে আনাইয়া অনুমতি করিলেন, যে যত পার বিষ গ্রহণ করিয়া মহাবলী হও। তাহারা চাটিতে লাগিল। সকলই প্রায় নিঃশেষিত হইল। অবশেষে বিষের স্থানটাতে বোল্‌তা, ভেম্‌রুল, বিছা, পিঁপ্‌ড়া, ছারপোকা, মাকড়সা প্রভৃতি বহু বহু কীট পতঙ্গকে মা মনসা হরির লুট দিলেন—তাহারা কেহ হুলে, কেহ মুখে, কেহ ল্যাজে, যে যে অঙ্গে পারিল, বিষ উঠাইয়া লইল!

সত্যযুগের এই ঘটনার অনুরূপ কাণ্ড কলিকালেও হইয়াছে। যদিও কালমাহাত্ম্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বপ্রকারে অবিকল তদ্রূপ না হউক, কিন্তু মূল ও স্থূল ব্যাপারে বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কোল্‌ব্রুক, জোন্স, উইল্‌কিন্স, উইলসন প্রভৃতি দেবতারা হিন্দু শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন দ্বারা অমৃত ও নানারত্ন আহরণ করিয়া যান। লরেন্‌সরূপী মহাদেব শেষ আসিয়া (বাসুকির ল্যাজ ফুলাইয়া) জঘন্য হিন্দু-বংশ-ধ্বংসকারী স্বাধীন উদ্যমের উৎসাহ রূপ গরল উৎপাদন করেন। তিনি নিজে ঢলিয়া গলিয়া পড়েন। তাঁহার প্রশ্রয়-প্রবৃত্তি নাম্নী একচ'কো নন্দিনী মা মনসার স্থলাভিষিক্তা হইয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসাহ-বিষ নামাইয়া মহাত্মা বাসুকি ও বাসুকির পবিত্র দলকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলেন! সেই হইতে আমাদের মহারাজ—সুতরাং আমরা আমাদের প্রবল বিপক্ষ খগেন্দ্র বংশকেও উপেক্ষা পূর্ব্বক ঘৃণিত হিন্দু-জাতিকে সর্ব্বদা দংশন ও পুত্র কন্যাদি হরণ দ্বারা জ্বালাতন করিতে সমর্থ হইতেছি—সেই হইতে আমাদের বিষ বৃদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় হইয়াছে—সেই হইতে আমাদের মহাপ্রভুকে মহাদেব এত ভাল বাসেন, যে, কলির কৈলাস ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহা সম্মানিত ও জগৎপ্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—সেই হইতে শিববংশীয়েরা ও শিবানুচরেরা আমাদের নাগবংশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল আছেন—সেই হইতে আমরাও বিপুল বিক্রম এবং ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহ

ফণা ধরিয়া বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিতে পারিতেছি—সেই হইতে এই মহানীতি শিখিয়াছি, যে, শ্বেতকায় শিবমূর্ত্তি সংঘের মনোরঞ্জন ব্যতীত জগতে উন্নত হইবার যো নাই এবং জন্মভূমিই হ'ক্ আর স্বদেশবাসী যে জাতিই হ'ক্, সকলের মঙ্গলকে বলিদান দিয়াও সেই শ্বেতাঙ্গ দেবতাদের পূজা ও মনস্তুষ্টি বিধান করাই কর্ত্তব্য! ভ্রাতা ভগ্নীগণ, যত দিন তোমরা এই অভ্রান্ত উপদেশ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে এবং যতকাল আমাদের বাসুকিরাজকে সেই কৌশল সাধনে যাহার যতদূর সাধ্য প্রাণপণে সহায়তা করিবে, ততকাল খগেন্দ্র বংশই চঞ্চুপুটে ক্ষত বিক্ষত ককক, আর ঘৃণিত হিন্দুরাই ওঝা ডাকিয়া আনুক, আর সেই সব ওঝারাই বোঝা বোঝা ঈশমূল দ্বারা তোমাদিগকে ক্ষণমাত্র জড় সড় ককক, কিছুতেই তোমাদের মরণ হইবে না—তোমরা মরিয়াও মরিবে না—তোমাদের ভণ্ডতা নামা বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিলেও শিবের বরে আবার তোমরা নবদন্তে ভূষিত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই! অতএব এস, ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আমার সহিত এক বাক্যে বল "জয় মহাদেবকি জয়! জয় বাসুকিরাজকি জয়! জয় মা মনসা দেবীকি জয়!!!

[সকলের মুখে ঐরূপ জয়ধ্বনি]

(চতুর্দ্দিগে ফোঁস ফাঁস শব্দ)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(তৃতীয় পটোত্তোলন)

নাগাশ্রম—নাগসভা।

বাসু। ভ্রাতা ভগ্নীগণ! শুন, শুন—এই সহরের উত্তর প্রান্তে বাগবাজার নামে এক মহা পল্লী আছে, তোমরা জান?

সকলে। জানি, জানি।

বাসু। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় এক ভীষণ সম্প্রদায় ছিল, নাম "পক্ষীর দল!" এ তোমরা জান?

কতক নাগ। জানি প্রভু জানি—শুনিছি প্রভু শুনিছি!

কতক নাগ। না প্রভু জানিনা—আপনি আমাদিগকে সেই পবিত্র সম্প্রদায়ের কথা জ্ঞাত করুন!

বাসু। (সহাস্যে) তারা পবিত্র নয়—ঘোর অপবিত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে একটী চমৎকার নিয়ম ছিল, সেই নিয়মটী আমি আমাদের মধ্যে প্রচলিত ক'র্ত্তে চাই।

সকলে। যে আজ্ঞা প্রভু, তাই করুন! আহা! কি চমৎকার নিয়ম! কি চমৎকার নিয়ম!

বাসু। শোনো আগে?

সকলে। যে আজ্ঞে বলুন—কিন্তু শুন্তে হবে না—শ্রীমুখ দে যখন চমৎকার শব্দ বেরিয়েছে, তখন সে চমৎকার—অতি চমৎকার—অপূর্ব্ব চমৎকার!

বাসু। তবু একবার শোনো—তারা অতিশয় গাঁজাপায়ী ছিল—

সকলে। চমৎকার নিয়ম—চমৎকার নিয়ম!

বাসু। না, না, তা চমৎকার নয়—সে অতি কদর্য্য কাজ—

সকলে। অতি কদর্য্য—অতি কদর্য্য!

বাসু। তাদের মধ্যে যে যেমন গাঁজা টা'ন্‌তে আর যে যেমন নকল তামাসা দেখাতে পা'র্ত্তো, তদনুসারে তার নাম হ'তো—যেমন সর্ব্বাপেক্ষা যিনি অধিক গাঁজা খেতেন, তাঁর নাম গরুড়! তিনিই পক্ষীদলের রাজা ছিলেন—তাঁকে "পক্ষীরাজ" ব'লেই লোকে ডা'ক্‌তো! তার নীচে শকুনি, হাড়গিলা, চিল, শালিক প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে গুণানুযায়ী উপাধি প্রাপ্ত হ'তো!

সকলে। চমৎকার নিয়ম—চমৎকার নিয়ম!

বাসু। একদিন একজন সঙ্গতিমান ভদ্র যুবক পক্ষীর দলে ভর্ত্তি হবার জন্যে উমেদার হলো—

সকলে। চমৎকার, চমৎকার—

বাসু। শোনো আগে—গরুড় মহারাজের নিকট জানানো হ'লো; মহারাজ হুকুম দিলেন, "প্রার্থীর পরীক্ষা লও।" তারে জিজ্ঞাসা করা হলো "তুমি এক ঠাঁই ব'সে উপরি উপরি কত ছিলিম পার?" সে বলিল, ১০৮ ছিলিম! তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো। শত শত কলিকা কাষ্ঠাধারে (অয়েল বর্নারের কা'ট্‌কোর মতন) সাজানো ছিল, এক এক ক'রে আগুন চড়িয়ে তারে ১০৮ কলিকা দেওয়া হ'লো। সে বীর উপরি উপরি—বিরাম ব্যতীত ১০৭ কলিকা অনায়াসে দমে দমে শেষ ক'ল্লে; সর্ব্ব শেষের কলিকা টানিতে একটীবার "খুক্" ক'রে কা'স্‌লে! হায়! তার কি দুর্ভাগ্য! ইউনিবর্সিটির পরীক্ষাতে অতি উত্তম বালকও সকল প্রশ্নোত্তর ভাল লিখিয়া দৈবাৎ কোনো শাখার কোনো প্রশ্নে একটা ভুল ক'ল্লে যেমন এক ডিগ্রি নেমে যায়, তার অদৃষ্টে ঠিক তাই হ'লো! সে যেমন কেসেছে, অমনি পক্ষীরাজ ব'ল্লেন "ছাতারে!" সকলে অমনি ব'ল্লে "ছাতারে!" পদ-প্রার্থী মনোদুঃখে আর ঘৃণায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁ'প্‌তে লা'গ্‌লো! আহা! তার দুঃখ, ভ্রাতা ভগ্নীগণ, অবশ্যই বুঝ্‌তে পাচ্ছো!

সক। আহা কি দুঃখ! কি অসীম দুঃখ!

বাসু। তখন সেই হতভাগ্য ধরাপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়ে মহারাজের পায় প'ড়ে এই ব'লে গড়াগড়ি দে কাঁদ্‌তে লাগলো "প্রভু! আমি ভদ্র সন্তান, বিষয়াপন্ন, মহারাজের অনুচর হব আর রাজ সরকারে কোনো উচ্চপদ পাবার জন্যে বহুকাল হ'তে গঞ্জিকা টান্‌তে অভ্যাস ক'রে আস্‌ছি, ১০৮ ছিলিম ক'রে রোজ টানি, একটীবারও কাসিনে, বরং আবার আ'জ্ বৈকালে কি কা'ল্ সকালে আর একবার পরক দেখুন—আমার বড় দুরদৃষ্ট, তাই দৈবাৎ শেষটান্‌টাতে কেসে ফেলিছি—কিন্তু মহারাজ গুণজ্ঞ, সূক্ষ্ম বিচারকর্ত্তা

সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার, দয়ার সাগর—দয়া ক'রে এ অধীনের "ছাতা'রে" নামটী বদল ক'রে একটী ভাল নাম দি'ন্!" বিস্তর অনুনয়ে মহারাজ প্রসন্ন হয়ে ব'ল্লেন "দেখ, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! অতএব আমার মুখ দে যা বেরিয়েছে তা নিতান্ত ব্যর্থ হবার নয়; তবে তোমার কথায় আমি প্রসন্ন হয়ে এই ক'র্ত্তে পারি যে, তোমার নামের পূর্ব্বে "স্বর্ণ" ব'সিয়ে দিলেম, তুমি "স্বর্ণ ছাতারে" হ'লে!

সকলে। কি চমৎকার! কি চমৎকার!

বাসু। শুন ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আমি আমাদের মধ্যে তেমনি একটা নিয়ম চালাতে চাই। অর্থাৎ পুংস্বাধীনতা আর স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে যে যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, অনুরাগ, যত্ন ও কৃতকার্য্যতা দেখাতে পা'র্ব্বে, তারে তেমনি উপাধি দেওয়া যাবে। যাঁরা উচ্চ ধরণের স্বাধীনতা দেখাতে পেরেছেন—পিতামাতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ত্যাগ ক'রেও আমাদের পবিত্র নাগাশ্রমে সস্ত্রীক বাস ক'চ্ছেন এবং প্রকাশ্য সভাস্থলে—বিশেষতঃ শিববংশীয় সমাজে স্ত্রী, ভগ্নী, কি কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ কৈলাসবাসিনী অপ্সরা প্রভৃতির ন্যায় যাঁদের পরিজনেরা হাটে, বাজারে, গড়ের মাঠে, ঘোড়ার পীঠে, সভায়, আদালতে, যেখানে সেখানে, যখন তখন যেতে কুণ্ঠিত না হ'চ্ছেন, তাঁদের স্বাধীনতার ক্রম বুঝে কেউটে, গোক্ষুর প্রভৃতি উচ্চজাতীয় নাগের নামে নামকরণ হবে! যাঁরা ততদূর না পা'র্ব্বেন, তাঁরা বোড়া, চিতি, বিষুতে বোড়া প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকেরা শাঁখিনী, কালনাগিনী, কর্কটী প্রভৃতি উপাধি পাবেন! কেমন ভ্রাতা ভগ্নীগণ, এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত?

সকলে। (চীৎকার পূর্ব্বক) সম্মত, সম্মত, সম্মত!

জনৈক নাগিনী। হ'লোনা, ও হ'লোনা—তিন বার সম্মত ব'ল্লে প'চে যায়!

(সকলে হো! হো! শব্দে হাস্য!)

বাসু। ভগ্নি! তোমার অদ্যাপি ঘৃণিত হিন্দুর ঘরের কুসংস্কার আছে, এতে আমি বড় দুঃখিত হ'লেম! যা হ'ক্ তোমার বয়স অল্প—অদ্যাপি তুমি বালিকা—যদিও তোমার দুই তিনটী সন্তান হয়েছে, কিন্তু তোমার বয়স ১৬।১৭ বৎসরের বেশী না হবে—এমন বয়সে আমাদের কৈলাসের মেয়েদের বালিকা বলে। অতএব তোমার বয়স বিবেচনায় আমি তোমার নাম "লাউডুগী" রাখ্‌লেম! তুমি যে কাজ ক'রেছ, যদি তোমার বয়স বেশী হ'তো, তবে তোমাকে "হেলে" শ্রেণীতে ফেলা যেতো!

সকলে। কি সূক্ষ্ম বিচার! কি চমৎকার নিয়ম!

বাসু। শুন, ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আমার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝে লও। স্বাধীনতা গুণটীর বিচার কালে "বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ; পূর্ব্বরাগ জনিত

অর্থাৎ কোর্টসিপ-মূলক বিবাহ; অসবর্ণ বিবাহ; বিধবা বিবাহ; খুড়্তুতো, জ্যেঠ্তুতো, মামাতো, পিস্তুতো, মাস্তুতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ; এ সকলও উচ্চ ধরণের গুণ ব'লে গণ্য হবে!

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু!

বাসু। ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আমি পুনর্ব্বার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই;—পুংস্বাধীনতা মানে, পুরুষ ভ্রাতারা ঈশ্বরের নিমিত্তে—পবিত্র নাগাশ্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিমিত্তে কোনো মানবের অনুরোধ, আজ্ঞা, বশ্যতা—অধিক কি বাবার কথাও গ্রাহ্য ক'র্ব্বেনা!—স্ত্রীস্বাধীনতার মানে, ঘৃণিত হিন্দুর ঘরে পিঞ্জররুদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় দাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত না হয়ে ঠিক্ আমাদের শিববংশের কৈলাস-কামিনীদের ন্যায় যথেচ্ছগামিনী ও যথেচ্ছচারিণী হবে!—আর বিবাহ সম্বন্ধীয় যে কয়টা সুরীতির নাম ক'রেছি, তার মানে বুঝিয়ে দেওয়া বাড়ার ভাগ! এখন মন্তব্য এই, আমাদের মধ্যে যিনি ঐ সব বিষয়ে যত বেশী যোগ্যতা আর বেশী স্বাধীনতা দেখাতে পা'র্ব্বেন, নাগবংশে তাঁর ততই উচ্চ উপাধি লাভ হবে!

তক্ষ। প্রভো! এক জন ভদ্র সন্তান পবিত্র নাগাশ্রমে বাস ক'র্ত্তে ও নাম লেখাতে সস্ত্রীক এসেছেন—তাঁর প্রার্থনা, এই নূতন নিয়ম তাঁদের দিয়েই প্রবর্ত্তিত হয়!

বাসু। বড় আহ্লাদের কথা—আস্তে বল, উভয়কেই আস্তে বল?

(উভয়ে কম্পিত দেহে উপস্থিত)

ভ্রাতঃ! তোমার সহিত আলাপ কর্ব্বার পূর্ব্বে তোমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী—যারে কৈলাসে "Better-half" বলে, সেই এই ভগ্নীর মান আগে রাখা আবশ্যক! ভগ্নি, তোমার নাম কি?

ভগ্নী। আমার নাম, প্রভু, শিধুমুখী বসুনী!

বাসু। ইনি তোমার কে?

শিধু। (সলজ্জ নম্রমুখী)—ইনি—ইনি?—

বাসু। বুঝিছি! যাও ভগ্নি, ব'সোগে—আ'জো তুমি যথার্থ স্বাধীনা হ'তে পারনি—আ'জো ঘৃণিত হিঁদুর ঘরের জঘন্য লজ্জা তোমায় ছাড়েনি!—আমি জিজ্ঞাসা কর্ব্বামাত্রেই কোথায় তুমি ওঁর গলা জড়িয়ে পবিত্র প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ চুম্ব খেয়ে প্রকারান্তরে দেখিয়ে দেবে, যে, উনি তোমার স্বামী, তা না হয়ে লজ্জায় ঘাড় হেঁট! আ'জো তোমার ঘোমটা-প্রবৃত্তি ঘোচেনি—যেই আমি তোমার মুখ পানে চাচ্ছি, অমনি তুমি ত্রস্ত হয়ে মাথার কাপড় টেনে মুখের অর্দ্ধভাগ ঢেকে ফেল্ছো—আ'জো তুমি পুরুষের সঙ্গে ভাল ক'রে চ'কোচ'কি ক'র্ত্তে পার না, তোমায় কি ব'লে আমি উচ্চ উপাধি দান করি? আমার মুখ দিয়ে তোমার জন্য "পুঁয়ে সাপিনী" নামটী বেরুচ্ছিল, কিন্তু তোমার স্বামীর পরীক্ষাটা হ'ক্ আগে!

সকলে। কি চমৎকার বিচার! কি চমৎকার নিয়ম!

বাসু। আচ্ছা ভ্রাতঃ! তোমার নাম কি?

ভ্রাতা। আজ্ঞে প্রভু আমার নাম সুরনাথ বসু।

বাসু। তোমার ঘরে কে আছেন?

সুর। এমন কেউ নয়—দাদা আর বড় বউ আছেন!

বাসু। মনে কর, কোনো কারণে নাগাশ্রমের পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নীদের সহিত যদি তোমাদের (ঈশ্বর না করুন) কোনো কথান্তর ঘটে, তবে ফিরে ঘরে যাওয়া আবশ্যক হবে তো?

সুর। আমি এমন কাজ কদাচ ক'র্ব্বোনা, যাতে ঐ প্রার্থনীয় কথান্তর ঘটে!

সকলে। সাধু, সাধু, সাধু!

বাসু। সে তো বড় সুখের কথা, কিন্তু তোমার সতর্কতা সত্ত্বেও যদি অন্যের ত্রুটীতে এরূপ ঘটে, (প্রার্থনা, না ঘটুক) তখনকার কথা ব'ল্ছি—

সুর। আজ্ঞে, তা হ'লে কাজেই যেতে হবে—আর কোথায় যাব?

বাসু। তখন তো তোমাকে মস্তক মুণ্ডন ক'রে কড়ি উৎসর্গ আর গোময় ভক্ষণ প্রভৃতি স্বীকার না ক'ল্লে ঘরে নেবেনা—সমাজে চ'ল্তে দেবে না!

সুর। আজ্ঞে আমার এমন দাদা নন—

বাসু। তিনি কি হিঁদু নন?

সুর। হিঁদু বটেন, কিন্তু খগেন্দ্রদলের লোক!

বাসু। (সহাস্যে সভার প্রতি) ভ্রাতা ভগ্নীগণ! কপট খগেন্দ্রবংশ পাকা ঘুঁটি কেঁচে ব'সেছে—আবার সেই মুঢ়েরা হিঁদুর দলে মিশ খাচ্ছে!

সকলে। ধিক্ ধিক্ ধিক্!

বাসু। সে যাহ'ক্ সুরনাথ, তোমার ভাই যখন খগেন্দ্রের শিষ্য, তখন সে ঘোর কপট—ঘোর মায়াবী—নিতান্ত অসার—নাগবংশের ঘৃণ্য! তুমি যে এমন জঘন্য ভ্রাতার ভ্রাতা হয়ে এই পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নী দলে এসেছ, এতে তোমার প্রতি আমি খুব সন্তুষ্ট হ'লেম। কিন্তু অমন নীচ সহোদরের সহবাস-প্রবৃত্তি এখনও তোমার মনে যখন জাগরূক আছে, তখন তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে উচ্চ শ্রেণীতে দিতে পারিনে—তোমরা "আড়িয়াল" ও "আড়িয়ালী" নাম পেলে!

সকলে। কি সূক্ষ্ম বিচার—কি সূক্ষ্ম বিচার!

সুরনাথ। (করযোড়ে) প্রভু এত নিদারুণ হলেন? আমি সহোদর ত্যাগ ক'রেও যখন প্রভুর চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হ'লেম—একা নই, সস্ত্রীক—আর নিতান্ত তাড়িত না হ'লে যখন সেখানে আর যাবনা ব'ল্লেম, তখন কি আমার স্বাধীনতানুরাগ উচ্চ শ্রেণীর হ'লোনা? সেই জন-জঘন্য সহোদরের সহবাস-প্রবৃত্তি তো আমার মূলেই নাই; যদি নিতান্ত খেতে না পাই, তখন যদি যাই, এই ভাবই তো ব্যক্ত করিছি! অতএব দয়াময়, দীন দাসের প্রতি দয়া ক'রে এমন একটী নাম দিন, যাতে

আমাদের বিষের তীব্রতা অধিক প্রকাশ পায়! বিশেষ প্রভু আমার একটী স্কুল আছে, তাতে আমি এক শ ছেলেকে বিষে জেরে রাখ্‌ছি; তারা বড় হ'লে কক্ষণো মা বাপের হবে না—অবশ্যই প্রভুর চিহ্নিত চরণদাস হয়ে নাগ বংশের বল বৃদ্ধি ক'র্ব্বে! "* * সংস্কারক" নামা প্রভুর মহিমাব্যঞ্জক চিত্তরঞ্জক যে সভাটী আছে, এ দাস সেই স্কুল সেই মহতী নাগ-সভার অধীন ক'রে দিতে প্রস্তুত আছে! এতেও কি প্রভু, আমি কেউটে গোক্ষুরো হ'তে পার্ব্বোনা? আমাদের স্ত্রীপুরুষের বড় সাধ ছিল, গেঁড়ি-ভাঙা কেউটের দলে স্থান পাব! সকলই নিবেদন ক'ল্লেম, এখন প্রভুর যেমন আজ্ঞা হবে, তাই দাসের শিরোধার্য্য!

বাসু। হাঁ! তোমার স্কুল আছে? সেই স্কুল নাগ সভার অধীন ক'রে দেবে? তবে তুমি সামান্য ব্যক্তি নও, তুমি সশিষ্য—শত শিষ্য সমভিব্যাহারে এসে শরণাপন্ন! আর ব'ল্‌ছো, যদি নিতান্তই খেতে না পাও, তখন সেই ভণ্ড দাদার কাছে যাবে! এসব কথা শুনে আমার মন ফিরেছে বটে, কিন্তু উপাধি দান বিষয়ে যখন বাগবাজারের পক্ষীরাজ আমার আদর্শ, তখন তাঁর কথা প্রমাণে আমিও ব'ল্‌তে পারি "হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরেনা!" অতএব যে নাম দিয়েছি, তাই এখন কিছুকাল থাকুক, বরং তার সঙ্গে এমন বিশেষণ একটা যোগ ক'রে দিচ্ছি, যে, তোমার মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি হ'তে পার্ব্বে! কিছুকাল এই নামেই তোমাকে সন্তুষ্ট থা'কতে হবে, তোমার গুণাগুণ ভাল রূপে জানি, তার পর প্রোমোসন দিতে কতক্ষণ? অতএব তোমরা "আড়িয়াল বক্ক" ও "আড়িয়াল বক্কী" হ'লে!

সকলে। ঠিক্ হয়েছে, ঠিক হয়েছে,—প্রভু কখনো মানুষ নন!

(সকলেই প্রভুর পদ লেহন)

শঙ্খিনী। (করযোড়ে) প্রভু! আড়িয়াল বক্ক নামে কি যথার্থই কোনো সাপ আছে?

বাসু! যখন আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তখন না থা'ক্‌লেও অবশ্য আছে!

সকলে। তার সন্দেহ কি? তার সন্দেহ কি?

তক্ষ। কেন থা'ক্‌বে না কেন? সত্যই ঐ নামে এক জাতীয় ভয়ানক সাপ আছে—প্রভুর বদন হ'তে কি মিথ্যা নির্গত হয়? যে গ্রামে আমার জন্ম, সেখানে ঝুলে মাগীরে বছর বছর মনসার জাত্ গায়, তার বন্দনাতে এই চরণটী শুনিছি—অর্থাৎ মনসা দেবীর নাগের অলঙ্কার বর্ণনায় লেখা আছে—"বাহুটী কঙ্কণ হ'লো আড়িয়াল বক্ক!"

সকলে। তবে তো বটে—তবে তো বটে!

বাসু। ভ্রাতা ভগ্নীগণ! রাত্রি অধিক হ'লো, আর আ'জ্ তোমাদের বিশ্রাম সুখে বঞ্চিত রা'খ্‌তে চাইনে—আ'জ্ সকলে যার যে বিবরে যাও, কা'ল সকালে স্কুলটী অধিকার ভুক্ত করা যাবে!

(সভাপতির প্রতি ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ)

পটক্ষেপণ।

(ইহার অবশিষ্ট আগামীতে, তাহাতে তুমুল কাণ্ড!)

প্রাপ্ত।

কোনো প্রত্যাখ্যাত বন্ধুর উক্তি।

১

প্রণয় পাশেতে মোরে করিয়া বন্ধন,
অবিরত অভাগারে দিবেহে যাতন।
এই সাধ করি মনে, প্রেম করি মোর সনে,
বিচ্ছেদ-অনলে কর বিদগ্ধ এখন।
প্রেমীর লক্ষণ কি এ প্রেমীর লক্ষণ?

২

আগে মনে ছিল প্রেম চিরস্থায়ী হবে;
বিপরীত ভাব ভাই, দেখা দিল এবে।
যেইরূপ ব'লেছিলে, সেইরূপ না করিলে,
আর বা কি কর, ভেবে না পাই নিশ্চয়;
এই কি প্রণয়, ভাই, এই কি প্রণয়?

৩

নব প্রেমিকের সনে প্রণয় করিয়া,
হৃষ্ট চিত্তে আছ সখে, আমারে ভুলিয়া,
এখন কি কভু মনে, পড়ে ভাই এই জনে,
উদে কিরে পূর্ব্ব কথা অন্তরে এখন?
প্রেমীর লক্ষণ কি এ প্রেমীর লক্ষণ?

৪

যেরূপেতে তব সনে কেটে গেছে দিন,
তাহা কি ভুলিতে পারি? আমি ভাগ্যহীন।
এবে ভেবে কষ্ট পাই, হায়রে! সে দিন নাই,
কেবল বিরহ বিষে জারিলে হৃদয়।
এই কি প্রণয়, ভাই, এই কি প্রণয়?

৫

আগে যদি জানি ভাই, করিবে এমন।
তবে কি তোমায় আমি সঁপি এই মন?
আগেতে চাতুরী করি, লইলে এ মন হরি;
এবে কর জুয়াচুরি এই বা কেমন?
প্রেমীর লক্ষণ কি এ প্রেমীর লক্ষণ?

৬

অবিরত, ওহে সখে, ভাবি তাই মনে।
কিরূপ ভাবেতে দেখা করি তব সনে।
তোমার মনেতে তাহা, ভ্রমেও হয়না,
আহা!
হ'ত যদি; তবে কিহে ঘটিত এমন।
প্রেমীর লক্ষণ কি এ প্রেমীর লক্ষণ?

৭

সত্য বটে যথা প্রেম, বিচ্ছেদ তথায়।
বিরহ বিবাদী হয়ে প্রেমিকে জ্বালায়।
কিন্তু কোথা তাই ব'লে, প্রেমিকেরা যায় ভুলে
প্রিয়জনে; যেই ভুলে বিচ্ছেদ-জ্বালায়,
প্রেমী বলে তায় কেবা, প্রেমী বলে তায়?

৮

এ জগতে ছিল সখে প্রেমী যত জন,
বটে তারা বিচ্ছেদেতে পেয়েছে যাতন।

কিন্তু তারা কভু কিরে, ত্যাগ করি প্রণয়ীরে,
এইরূপ ভাবে কাল ক'রেছে যাপন ?
করনা স্মরণ, তাই করনা স্মরণ।

৯

বলনা আমায়, সখে, স্বরূপ বচন ;
হইয়াছ কি কারণে তুমিহে এমন ?
শুনিতে বাসনা অতি, হায় ! আমি মন্দমতি,
শুনিলে দুখের শেষ হইবে কিঞ্চিত।
ত্যজ ছল, নহে ইহা প্রণয়ের রীত।

১০

যদি পূর্ব্বভাব পুনঃ করহে ধারণ।
তবে বা বুঝিতে পার তার বিবরণ।
নতুবা তোমার সনে, হায় ! বৃথা আলাপনে,
কি লাভ হইবে ? বুঝাইতে সাধ্য কার,
যেরূপ অনল দহে হৃদয়ে আমার ?

১১

দিবানিশি, ওহে সখে, তোমার লাগিয়া,
বিরলে কাটাই কাল ভাবিয়া ভাবিয়া।
হায় ! দুরদৃষ্ট আমি, জাগিয়া কাটাই যামি,
নিদ্রাদেবী সনে মম না হয় দর্শন।
শয়নে শয়ন আমি করিনা কখন।

১২

কভু বা গৃহের পার্শ্বে, কভুবা অঙ্গনে,
কভু বা নিসর্গ শোভা দেখি, করি মনে,
কভু উঠি কভু বসি, কভুবা কাননে পশি
কখন সুস্থির, সখে, নহে মম মন।
কেবল তোমার চিন্তা করি অনুক্ষণ !

১৩

যখন মনন করি দেখিব নিসর্গ।
তখনি আমার মনে বাড়ে উপসর্গ ;
পূর্ব্বেতে উভয়ে, সখে, স্বভাবের শোভা দেখে,
করিতাম যেই ভাবে গৃহে আগমন।
সেই ভাব মম মনে পড়েহে তখন ॥

১৪

কিরূপে সে সব কথা হায়রে ! এখন,
হবে তব মনে, ভেবে পায়না এ মন।
সে দিন কি আছে ভায়া, আছে কিরে সেই মায়া,
হইয়াছে সেই সব ভাবের অভাব।
সেই এক ভাব আর এই এক ভাব !

১৫

কর কর ভাই যাতে তব সুখ হয় ;
প্রেমময় তব প্রতি হউন সদয় ?
থাক তুমি থাক সুখে, ভাসি আমি চির দুখে,
দিয়াছি যে মন ফিরে লব কি এখন ?
ভ্রমেও বারেক তাহা করনা চিন্তন।

১৬

প্রণয় পাশেতে বদ্ধ নহে যার মন।
সেই সুখী এ জগতে জানিনু এখন ;
প্রণয় জন্মিবে যথা, বিরহ ঘটিবে তথা,
হইবে না কভু সখে এর ব্যতিক্রম।
অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম ?

১৭

ওহে বিভো ! এ মিনতি চরণে তোমার !
মরতে প্রণয় যেন হয় না আমার।
অনিত্য প্রণয় যাহা, আমি নাহি চাই তাহা,
তব প্রতি মম মতি থাকে নিরন্তর।
দাও এই বর মোরে, দাও এই বর ॥

শ্রীকৈলাস চন্দ্র মজুমদার।
রঙ্গপুর।

দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

৩য় ভাগ।

চতুর্থ অধ্যায়।

দুলীন শিবিরে উপনীত হইয়াই বন্ধু, আলীবর্দ্দি এবং হাঁসনালীকে ডাকাইলেন। তিনজনই পরীক্ষিত বন্ধু—বিশ্বাসী ভৃত্য। তিন জনই বিদ্যাহীন, কিন্তু দুইজনের সাহসিকতা ও শেষোক্তের চতুরতা মিশ্রিত মন্ত্রণা এবং আনুগত্য দুলীনের সামান্য সহায় নহে। স্থান ও সঙ্গীর অবস্থা বিবেচনায় তৎকালে মহা মহোপাধ্যায় পিট, ফক্স প্রভৃতির ন্যায় সচিবগণাপেক্ষাও ঐ সদ্বুদ্ধি মূর্খ পারিষদত্রয়ের সহায়তা তাঁহার অধিক উপকারে লাগিল !

তাহারা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দুলীন তখনও মৃগয়া-বেশ ত্যাগ করেন নাই। দুলীন বলিলেন "ল্যাস্যার দলকে শীঘ্র শ্রেণীবদ্ধরূপে দাঁড়াইতে বল, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কেমন, ইহাই তো কর্ত্তব্য ?" সকলেই এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিল ; বন্ধু সাগ্রহে আদেশ পালনার্থ চলিয়া গেল। আলীবর্দ্দি কহিল "হজুর ! ইহা তো করুন; কিন্তু আরও একটী মহদুপায় আছে। আমাদের সঙ্গে দুই জন "গোড়-গোয়েন্দা" আসিয়াছে, তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। তাহারা চরণ-চিহ্নের আশ্চর্য্যরূপ অনুসরণ করিতে পারে—তাহারা এই উপায়ে কতবার কত লোককে ধরিয়া দিয়াছে—এদেশে যাহারা এই ব্যবসায়ে জীবিকা লাভ করে, ঐ দুই জন সেই শ্রেণীর অগ্রগণ্য—ওয়াবালি ও খয়রাতালি এ কাজে প্রসিদ্ধ।"

দুলীন বলিলেন "এরূপ গোড়-গোয়েন্দার কথা আমারও শুনা আছে—বোধ হয় তোমার ভ্রাতা চাঁদখাঁর মুখেই শুনিয়া থাকিব। যাহা হউক, তবে আর বিলম্ব করা নয়, তুমি স্বয়ং সংগোপনে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নালার মধ্যে চলিয়া যাও এবং তাহাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন, ব্যবস্থা করিয়া দেও। তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিবে তাহাদের বেতন ব্যতীত প্রত্যেক অপরাধীর গ্রেপ্তার জন্য পাঁচ শত করিয়া রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব !" আলীবর্দ্দি সহর্ষে বিদায় হইল।

দুলীন সেই সজ্জাতেই ল্যাস্যার দল পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন। সাহেব ভালরূপে দেখিতে পাইবেন বলিয়া বন্ধু বিস্তর মশাল জ্বালাইয়াছে। সাহেব নিরাপদে আসিয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল—সে আনন্দ অধিকাংশেরই আন্তরিক। কিন্তু সাহেব কি জন্য তাহাদগের প্রত্যেকের বদন এত তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে-

ছেন, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিল না; যেহেতু তিনি বন-দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাহারা শুনিয়াছিল। এরূপ পরিদর্শনে নন্দ সিংহের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বৈরক্তি ও অসন্তোষ ব্যক্ত হইল। সৈনিক নিয়মানুসারে নাম ধরিয়া ধরিয়া প্রত্যেকের হাজিরা লইতে নন্দসিংহের প্রতি ডুলীন আদেশ করিলেন। দৃষ্ট হইল, একজন ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত আছে। অনুপস্থিতের নাম মহম্মদ সা। এ ব্যক্তি নন্দসিংহের অতি প্রিয়পাত্র এবং সর্ব্বদা তদুভয়ের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ হয়, তাহা প্রায় সকলেই জানে। ইতিপূর্ব্বে কয়দিন হইতে এই মহম্মদ সাকে প্রতিনিয়ত ডুলীনের পার্শ্ববর্ত্তী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে দেখা গিয়াছে। "এত রাত্রে মহম্মদ সা স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে না থাকিয়া কোথায় গেল?" সাহেব এই প্রশ্ন করাতে তাহার তিন চারি জন সঙ্গী সেলাম করিয়া জানাইল, যে, "সে আমাদের সঙ্গে একত্রে ঘোড়ার খাদ্য আহরণে গিয়াছিল, তাহার ঘোড়াটা কিছু খোঁড়া হওয়াতে সে আমাদের মত দ্রুত আসিতে পারে নাই, বোধ হয় অতি শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে।" মহম্মদ সার ঘোড়া খোঁড়া হইল কেন? এই প্রশ্নটী ডুলীন ঐ চারিজন সাক্ষীকে পৃথক্ রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে চারিজন চারি প্রকারের বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিল! কিন্তু নন্দসিংহ বুঝাইল "যে সময় ঘোড়া খোঁড়া হইয়াছিল, ইহারা তৎকালে দূরে বা অন্তরালে ছিল।"

তৎপরে ডুলীন মোহর সিং নামা এক ব্যক্তিকে কহিলেন "কি মোহর সিং, সকলের ঘোড়া দেখিতেছি, তোমার কৈ?" মোহর সিং ভয়ে থতমত খাইয়া কিছু বলিতে না বলিতে নন্দসিংহ কহিলেন, "সে কি? এ কথা সাহেবকে কি এতালা করা হয় নাই, যে, আ'জ্ ছাউনিতে যেমন আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল, অমনি মোহর সিংহের ঘোড়াটা ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে? এবং যেমন আমাকে এতালা করিল, অমনি সাহেবের নিকট জানাইতে বলিলাম। বোধ হয়, সে ভয় প্রযুক্ত যাইতে পারে নাই।" (সেই নিশ্বাসেই মোহরের প্রতি) "কেন মোহর, ইহাতে আর ভয় কি? তোমার দোষে তো ঘোড়া মরে নাই, যে সাহেব রাগ করিবেন; তবে কেন যাও নাই?"

ডুলীন মোহরের দিগে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন "যখন তোমাদের কর্ত্তাকে এতালা করিয়াছ, আর তিনি যখন তোমাকে দোষে খালাস বলিতেছেন, তখন আর তোমার মুখ এত মলিন কেন? (নন্দসিংহের প্রতি) সে যাহা হউক, মহম্মদ সা আসিবামাত্র আমার নিকট যাইতে বলিবে" এই অনুমতি দিয়া ডুলীন স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এই পরিদর্শনের ফল সন্দেহ ব্যতীত কিছুই নিশ্চয় হইল না। গাঢ়তর

অনুসন্ধান ও আরো পীড়াপীড়ি করিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু পাছে তাহাতে নন্দসিংহকে প্রকাশ্য রূপেই অপমানিত ও ঘোর বৈরী করা বই অন্য কোনো ফল উৎপাদিত না হয়, এই গুরুতর অনর্থ ঘটনার আশঙ্কায় ডুলীন আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। সকল কার্য্যেই সুকৌশল আবশ্যক; নন্দসিংহ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নয়; প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা অতি দুর্ব্বল; সুতরাং তখন নিরস্ত হওয়া বিবেচনার কার্য্যই হইয়াছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি, যৎকালে ডুলীন নালা হইতে প্রান্তরে আইসেন এবং তাঁহাকে অক্ষত দেখিয়া সৈনিকগণ উচ্চ জয়ধ্বনি করে, তখন চৈতন শিবিরে বসিয়া খাতা লিখিতেছিলেন —এত নিবিষ্ট, যে এত কাণ্ডের কিছুই জানেন না! কিন্তু পুনঃ পুনঃ জয়শব্দ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর স্থির থাকিতে দিল না; তিনি চসমা ফেলিয়া কর্ণ-পৃষ্ঠে কলম গুঁজিয়া বাহির হইলেন। জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় প্রহরীদের মুখে শুনিলেন, সাহেবকে কোন্ দুরাত্মা নাকি গুলি করিয়াছে। অমনি প্রলম্বমান কোঁচাকে কাছার দিগে গুঁজিয়া প্রান্তরাভিমুখে ছুটিলেন। কিন্তু শিবিরের সীমা হইতে দশ হস্ত যাইতে না যাইতেই ভয়ানক একটা ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিসের ভয় তাহা তিনি তখন কি কখনই নিশ্চিত নিরূপণ করিতে পারেন নাই! বোধ হয়, ভূত, বাঘ, মানুষ, সাপ, শিয়াল ও কুক্কুর, সকলের ভয়ই তাঁহাকে অভিভূত করিল! তিনি ফিরিলেন; ফিরিয়া প্রহরীগণকে অনুনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করিলেন, তাহারা কেহ তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া আইসে! তাহারা তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিত। দেওয়ানজীর ভয় প্রবৃত্তি লইয়া কিয়ৎক্ষণ রঙ্গ করিল! শেষে একজন ধূর্ত্ত প্রহরী সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল। সে নিজে একখানি তরবারি লইল এবং দেওয়ানজীর হস্তেও অপর একখানি সুদীর্ঘ মুক্ত অসি অর্পণ করিল। চৈতন সঙ্গী ও অসি পাইয়া বিলক্ষণ সাহস-সহকারে অগ্রে অগ্রে গল্প করিতে করিতে চলিলেন। ধূর্ত্ত প্রহরী কিয়দ্দূর গিয়া পার্শ্বস্থ একটা ঝোপের আড়ালে সরিয়া পড়িল। চৈতন যেমন গল্প করিতেছিলেন, সেই ভাবেই বকিতে বকিতে যাইতেছেন. কিন্তু বহু কথার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় "হুঁ" না পাইয়া সন্দেহ হইল; ফিরিয়া দেখিলেন প্রহরী নাই—প্রাণ একবারে উড়িয়া গেল; প্রহরীর নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে (প্রাণপণে) ডাকিতে লাগিলেন; দূরস্থ পাহাড়ে তাহার প্রতিধ্বনি হইল; অপর দিগে ডুলীনের সঙ্গীগণের কলরব, বামে ও দক্ষিণে দূরস্থ গিরি বনে হিংস্র জন্তুর শব্দ, ইহা ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হয় না; সাহেবের দল বহু দূরে, শিবিরও নিকট নয়, কোনো দিগেই শীঘ্র যাইবার যো নাই। তাঁহার

কম্প ধরিল—অদূরে খস্ খস্ করিয়া কি যেন নড়িল—তথা হইতে (প্রহরীর কাল্পনিক স্বর) যেন মৃদু গোঙরানি শ্রুত হইল, তিনি সাহেবের দিগে দৌড়িলেন, পশ্চাতে যেন বিকট লম্ফের শব্দ শুনিলেন, ভূমে তাঁহার দীর্ঘ তরবারি বাঁধিয়া পড়িয়া গেলেন, জীবনের আশায় এককালে নিরাশ হইয়া আত্যন্তিক ভয়ে জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য হইলেন—বাস্তবিকই দাঁতকপাটি লাগিল!

প্রহরী দেখিল; সাহেব মশালের সঙ্গে দ্রুত গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছেন, পশ্চাতে বহু লোক। পাছে চৈতনের অবস্থা দেখিয়া সাহেব তাহার প্রতি রুষ্ট হন, এই ভয়ে সে শিবিরে পলায়ন করিল, চৈতন অচৈতন্যাবস্থায় পথে পড়িয়া রহিলেন!

ভাগ্য ভাল, তাঁহার শরীরের উপর দিয়া সাহেব ঘোড়া চালাইলেন না—ভাগ্য ভাল, সাহেবের আগে আগে মশালধারী ছুটিয়া আসিতেছিল—ভাগ্য ভাল, মশালধারী বেগে আসিয়া চৈতনের দেহ বাঁধিয়া চৈতনের উপর পড়িয়া গেল! তাহার যেমন পড়া, অমনি সাহেব অশ্ব-রশ্মি সংযত করিয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইলেন। তৎক্ষণাৎ অপর মশালী আসিয়া দেখিল, একজন মনুষ্য তরবারির উপর পড়িয়া আছে। "খুন, খুন" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সাহেব নামিলেন; ভালরূপে দেখিয়া চৈতনকে চিনিলেন; দেখিলেন, তরবারির তীক্ষ্ণধার মৃত্তিকার দিগে থাকাতেই চৈতন বাঁচিয়া গিয়াছেন, কেবল অসির অগ্রভাগ কর্ণমূলের নীচে স্পৃষ্ট হওয়াতে একটী ছড় লাগিয়া অল্প শোণিত বাহির করিয়াছে; নতুবা চৈতন সম্পূর্ণ অক্ষত! তবে চৈতন অচেতন কেন? ভয়ই যে প্রকৃত কারণ, তাহা বুঝিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না; কেননা, দাঁতকপাটি ভাঙ্গিবা মাত্র চৈতন "বাঘ, বাঘ, ভূত, ভূত," করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন! তখন সাহেবের আদেশে তিন চারিজন সৈনিক হাতপাল্‌কীতে চৈতনকে উঠাইয়া শিবিরে লইয়া গেল—চৈতন সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিয়াছিলেন, শেষ রজনীতে যথার্থ নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইলেন! তৎপর দিন অপরাহ্নে একখানি সুদীর্ঘ ইংরাজী আবেদন পত্রে উক্ত দুর্ঘটনার জন্য প্রহরীর নামে যে বিপুল অভিযোগ অর্পিত হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে সাহেবের সহিত তাঁহার যে সব কথোপকথন হয়, (বড় আক্ষেপ) বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিতে পারিলাম না! কেবল এই মাত্র বক্তব্য, যে, যতক্ষণ সাহেব প্রহরীকে ডাকাইয়া রীতিমত ফৌজদারী মোকদ্দমা না করিলেন এবং তাহাকে যথোচিত দণ্ড না দিলেন, ততক্ষণ চৈতন ছাড়েন নাই! দণ্ড এই হইল, যে, ঐ প্রহরী ত্রিরাত্রি চৈতনের শিবির-দ্বারে পাহারা দিবে! কিন্তু প্রথম রজনীর অর্দ্ধরাত্রে চৈতন

একটা ভয়ানক শব্দে জাগরিত হইয়া প্রহরীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী বলিল "কৈ, আমি তো কোনো শব্দ শুনি নাই!" চৈতন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি সারারা'ত্ এইরূপে খাড়া আছ?" প্রহরী কহিল "কি করি? সাহেবের হুকুম!" চৈতনের দয়া হইল, তাহাকে জিদ করিয়া শয়নে পাঠাইলেন এবং পরদিন সাহেবকে বলিয়া তাহার দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন। তদবধি আর সে শব্দ তাঁহার ঘুমের ব্যাঘাত করে নাই! তাহাতে চৈতন বলিতেন, যে, "একটা প্রাণীকে সাজা দিয়েছিলেম ব'লে আমার জীবাত্মা ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্‌তো!" এই ঘটনার এই ফল হইল, যে, তিনি সৈনিকগণের যথার্থই প্রেমের পাত্র হইলেন!

ল্যান্সারদের নিকট হইতে দুলীন শিবিরে আইলে তাহার দণ্ডেক পরে মহম্মদ সা আসিয়া হাজির হইল। দুলীন তাহাকে ও তাহার অশ্বকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। অশ্ব খঞ্জ কি ক্লান্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। বিশেষতঃ সে অশ্ব যে তাহার নয়, নন্দ সিংহের নিজের কয়েকটার মধ্যে একটা, দুলীন তাহাও চিনিতে পারিলেন। এই প্রতারণা এবং দুই চারি প্রশ্নের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ আরো দৃঢ়ীভূত হইল; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে "তোমার অশ্বকে তুমি যথোচিত যত্ন না করিলে কর্ম্মচ্যুত হইবে" ইত্যাকারের সাধারণ সৈনিক শাসন ব্যতীত তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না।

সে রাত্রে আলীবর্দ্দি প্রত্যাগমন করিল না। দুলীন জানেন, দিবালোক ব্যতীত গোড়-গোয়েন্দারা কৃতকার্য্য হইবে না; সুতরাং তজ্জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া আদেশ দিলেন "কল্য আর কুচ হইবে না—জগদীশ্বর অদ্য আমাদিগকে গুপ্ত শত্রুহস্তে রক্ষা করিয়াছেন, কল্য সকলে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম ও আমোদ উপভোগ করুক—আমি নিজ ব্যয়ে কল্য সকলকে পুরি ও মিষ্টান্ন ভোজ দিব।" প্রত্যূষে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, স্কন্ধাবারের সর্ব্ব বিভাগ হইতে কর্ণেল সাহেবের নামে মহোচ্চ ধন্য-ধ্বনি গগন ভেদ করিল!

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই আলীবর্দ্দি আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সাহেবের হস্তে একটী পালক দিল। ঐ পালক ল্যান্সারদিগের শিরোভূষণ অর্থাৎ উহা তাহারা টুপির উপর পরিধান করে। উহা ঘাটের বামপার্শ্বস্থ নলবনের মধ্যে পড়িয়া ছিল। যে স্থানে উহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিগে বহু পদচিহ্ন আছে। একদিগে আলীবর্দ্দি খয়রাতালির সঙ্গে পদচিহ্নানুসারে তটিনীর ধারে ধারে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অন্য দিগে ওয়াবালি তদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যেদিগে আলীবর্দ্দি যায়, সেদিগে একটা যো-

ড়ার খুরের দাগও দৃষ্ট হয়। অর্দ্ধ ক্রোশের পর অশ্বের পদচিহ্ন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী গোড়-গোয়েন্দা তাহার কারণ নিরূপণে সমর্থ হইয়াছে। সেই স্থানে ঘোড়াকে ফেলিয়া তাহার পদ চতুষ্টয় বন্ধন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। পাছে খুর চিহ্ন তাহাদিগকে ধরিয়া দেয়, তৎপ্রতিবিধানার্থই ঐরূপ কৌশল করিয়াছে। অধিকন্তু সেই স্থলে দুরাত্মারা আপনাপন বিনামার নীচে একপ্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত আবরণ ব্যবহার করিয়া যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা গেল!

সেই আবৃত পাদুকা সহ কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধূর্ত্তেরা ফিরিয়াছিল। অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত প্রতি পদচিহ্নের উপরি মাড়াইয়া মাড়াইয়া যেদিগ হইতে গিয়াছিল সেই দিগে পুনর্ব্বার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যাগমনকালের নূতন পদচিহ্ন একটীও দেখা গেল না! ঐরূপ সাবধানতায় কতকদূর হটিয়া আসিয়া তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল, তন্নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার! তাহারা কি আকাশে উড়িল না পাতালে ডুবিল?

আলীবর্দ্দি দূরে থাকুক, খয়রাতালি বহু সন্ধানেও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। সুতরাং আলীবর্দ্দি ওয়াবালিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে বাধ্য হইল। ওদিগে ওয়াবালি বিফল-যত্ন হইয়া এই দিগেই ফিরিয়া আসিতেছিল। সে আসিয়া সমুদয় আকর্ণন পূর্ব্বক ক্ষণচিন্তা ও তন্ন তন্ন দর্শনের পর সোৎসাহে বলিয়া উঠিল "পেয়েছি!—আর কোথা যায়!" সঙ্গীগণ অবাক্! ওয়াবালি "এস, আমার সঙ্গে এস—বেটারা এখান হইতে বড় বড় লম্ফ দিয়া জলে পড়িয়াছিল, অবশ্যই পার হইয়া ওপার দিয়া বহু দূর গিয়া হয় তো আবার পার হয়েছে, কিম্বা কোথায় গিয়াছে এখন বলা যায়না!" বাস্তবিকই তাই। সকলে সেই স্থলে পার হইয়া পরপারে পুনর্ব্বার সেই আবরিত পদের চিহ্ন সমূহ প্রাপ্ত হইল! এস্থলে আলীবর্দ্দি এই বলিয়া সমাপ্ত করিল, যে, "দুরাত্মারা পৃষ্ঠে অশ্ব বহন পূর্ব্বক এইরূপ গমন করাতে কি অসীম ও অসহনীয় কষ্ট স্বীকারই করিয়াছে! ওপারে গিয়া আবার আমরা অশ্বের পদ চিহ্ন পাইয়াছি। এক্ষণে ওয়াবালি প্রভৃতি সেই সব চিহ্নের অনুসরণ করিতেছে, আমি হজুরকে এতালা দিবার নিমিত্ত শিবিরে আসিলাম। বোধ হয়, বহু অনুসন্ধান ব্যতীত আমরা কৃতকার্য্য হইব না—হয় তো যে কয়জন বন-দস্যুকে পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারাই হজুরের শত্রুপক্ষ এই দুর্ব্বৃত্ততার চেষ্টা পাইয়াছিল—হয় তো তাহারা আর এ মুখে না আসিয়া বনে বনে চলিয়া গিয়াছে। যদি দুই এক জন ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তাহারা এমন সতর্ক হইয়া আসিয়াছে, যে, তাহাদিগকে ধরিতে পারা যাইবে না। কিন্তু অধিক সংখ্যক যে দিগে যেখানে যাউক, শীঘ্র বা বিলম্বে অবশ্যই ধৃত হইতে পারে। অতএব হজুরের যেমত আজ্ঞা হয়!"

বহু বিবেচনার পর ইহাই অনুমিত হইল, যে, মোহর সিং ও মহম্মদ সা অবশ্যই সে দলে ছিল; মোহর সিংহের ঘোটকের পদচিহ্নই দৃষ্ট হইয়া থাকিবে; সে ঘোটককে স্কন্ধাবারে আর ফিরিয়া আনিতে পারে নাই এবং অধিকাংশ দুরাত্মা বা পূর্ব্বোক্ত বন-দস্যুগণ (যাহারা সৈনিক দলভুক্ত নহে) পলায়ন করিয়াছে। দুলীনের নিতান্ত জিদ, দুরাত্মারা যেই হউক, ধরিতেই হইবে। দুরাত্মারা যদি দশ দিবসের পথান্তরেও যায়, তথাপি তাহাদিগের অনুসরণ আবশ্যক। অতএব তিনি নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিলেন;—

১। আলীবর্দ্দিকে কহিলেন "তোমাকে স্বয়ং এ কর্ম্মের অধ্যক্ষতা ভার লইয়া যাইতে হইবে।" আলীবর্দ্দি আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকার করিল; কেবল এই আপত্তি জানাইল, যে, "হজুরের সমভিব্যাহারে আমি না থাকিলে পাছে শত্রুদিগের গুপ্ত প্রকৃতির অনভিজ্ঞতা বশতঃ বন্ধু সকল সময় প্রতিবিধানে সমর্থ না হয়, ইহাই চিন্তা।" কিন্তু দুলীন তাহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া বিশেষতঃ পেসখেজমৎগারের কথা স্মরণ করাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

২। আলীবর্দ্দির সমভিব্যাহারে এক শত বিশ্বাসী সৈনিক থাকিবে। তন্মধ্যে সে নিজে এবং তাহার দলস্থ অপর নয় জন, সর্ব্ব সুদ্ধ দশজন অশ্বারোহ ও অবশিষ্ট নবতি জন দুলীনের নিজের পদাতিক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক নিযুক্ত হইল।

৩। তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বহু পরিমিত অর্থ আলীবর্দ্দির হস্তে অর্পণ করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন "প্রত্যেককেই বলিবে, কার্য্য সিদ্ধ করিয়া কাংরায় যাইবা মাত্র এই ব্যাপারে যে যেমন যোগ্যতা ও তৎপরতা দেখাইতে পারিবে, তদনুসারে প্রত্যেকের যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হইবে।"

৪। চতুষ্পার্শস্থ জিলা সমূহের রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির উপর এতন্মর্ম্মে এক এক অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন, যে, তাঁহারা আলীবর্দ্দির সহায়তা করেন।

৫। এই এক শত লোককে রজনী যোগে অতি গোপনে বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইবে—যেন নন্দ সিংহ কি তাহার অনুচরেরা জানিতে না পারে। তাহারা পশ্চাৎ আসিতেছে, এতাবন্মাত্র প্রচারিত হয়।

আলীবর্দ্দি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সাধারণ মণ্ডলে প্রবিষ্ট ও সকলের সহিত মিলিত হইয়া সকলের ন্যায় ভূরি ভোজে ও আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত রহিল। কিন্তু ভিতরে

ভিতরে লোক নির্ব্বাচন ও সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া জনৈক সুযোগ্য বিশ্বাসী মূলতানীর প্রতি রাত্রিকালের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ভার রাখিয়া দুই চারিজন মাত্রকে সঙ্গে লইয়া সংগোপনে দিবাভাগেই চলিয়া গেল। ঐ সঙ্গীরা সঙ্কেত স্থান দেখিয়া যামিনী যোগে ফিরিয়া আসিয়া শত সৈনিকের পথ প্রদর্শক হইল।

দুলীন জনৈক দ্রুতগামী অশ্বারোহীর দ্বারা বিগত সায়ংকালের দুর্ঘটনা-বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বিষয় ঘটিত একখানি বিজ্ঞাপনী রাজদরবারে পাঠাইয়া দিলেন। একখানি গোপনীয় পত্র ফকিরজীকে ও অপর একখানি চাঁদখাঁকে লিখিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

সে দিবস অপরাহ্নে সর্ব্ব প্রকার সৈন্যের রহস্য-যুদ্ধাভিনয়রূপ প্রকৃষ্ট সৈনিক আমোদও হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর কর্ম্মচারীদের শিবিরে শিবিরে নৃত্য, গীত, বাদ্যেরও ত্রুটী হয় নাই। দুলীন লাহোর হইতে একজন ওস্তাদকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেই গায়ক তাঁহাকে শুনাইতেন ও শিখাইতেন—দ্বিবিধ কাজেই লাগিতেন! দুলীন পূর্ব্বে ইউরোপীয় স্বরৈকতা-প্রধান সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী ছিলেন, এখন হিন্দু-সুস্বরানুক্রমতার প্রতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিতেছেন।

গীতবাদ্যের পর চৈতনকে লইয়া কিয়ৎক্ষণ আমোদ ও পরামর্শ বাদ করিয়া প্রত্যূষে কুচের ব্যবস্থা বিধান পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

রায়জী মহাশয়।

(গতবারের পর)

সুখের এক শেষ।

কিছু দিন পরে সুন্দরী পতি-গৃহে আইলেন। সুন্দরী বয়সে নিতান্ত বালিকা নহেন—হিন্দুর ঘরে সচরাচর যে বয়সে বালাকুলের শুভোদ্বাহ হইয়া থাকে, সুন্দরীর বয়ঃক্রম তদপেক্ষা অধিক। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অত অল্প বয়সে সচরাচর হিন্দু মহিলারা অত বুদ্ধিমত্তা ও গুণবত্তা দেখাইতে অসমর্থা, এমন কি, যাঁহারা তাঁহাকে সবিশেষ জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেন, যে, তাঁহার বয়োধিকারাও তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নানা গুণমালা দর্শনে অবাক্ হইতেন—আপনাপনি অকপটে হারি স্বীকার করিতেন—সকলেই বলিত "সুন্দরী রমণী রত্ন!"

লোচন ঠাকুর ব্যতীত পল্লীর সকল প্রবীণ পুরুষই বলিতেন "সুন্দরীর মত মেয়ে আর দেখিনে!"

রায়জীর সমবয়স্ক মাত্রই বলিতেন "রায়জী ভাই! তোমার মত কপাল

কার? তোমার ভাগ্য দেখে হিংসা হয়!"

পাড়ার ইতরলোকের মেয়েরা বলিত "যেমন হাঁড়ি, তেম্নি সরা—বিদেতা নিক্তির তৈলে মিলিয়ে দেছেন!"

সুন্দরীর সমবয়সীরাও সুন্দরীকে বলিত "তোর বরের মত বর আর কার্ আছে? তোর বর যখন খেতে পেতো না, তখনও আমরা ব'ল্‌তেম, এ যারে ঘরে আন্‌বে, তারি সেঁজোতি বর্ত্তই সার্থক!"

সুন্দরী হাসিয়া উত্তর দিতেন "আমিও কি তা জান্তেম না?"

সঙ্গিনীগণ বলিত "তুমি যত জান্তে এত কি আর কেউ? তা নইলে কি এত দূর ক'র্ত্তে পার্ত্তে?"

এইরূপে নব দম্পতীর রূপ, গুণ, স্বভাব, পবিত্র প্রেম, মিলনের চমৎকারিত্ব, বিবাহের অসামান্য কাণ্ড, তাঁহাদের ভাগ্য, তাঁহাদের ভাবী সুখ, তাঁহাদের প্রতি বাবুর প্রসন্নতা ও তাঁহার গৃহিণীর অসীম স্নেহ, ইত্যাদি প্রসঙ্গ কিয়দ্দিন গ্রামের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সন্নিহিত জনপদের আবাল বৃদ্ধ পুরুষ রমণীর মহা জল্পনার বিষয় হইল। যে পরিমাণে দম্পতীর প্রতি অনুকূল অভিপ্রায়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল, সেই পরিমাণে লোচনের উদ্দেশে লোকের ঘৃণা ও নিন্দার স্রোত ঘোর-বাত্যা-বিলোড়িত সিন্ধু-লহরীর ন্যায় প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সেই পরিমাণে দেশ সুদ্ধ তাবল্লোকেই ভূস্বামী বাবুর গুণ গানে প্রবৃত্ত রহিল।

দাম্পত্য-কুটীরের বাহিরে এই, ভিতরে কি? ভিতরের কথা, সকল বলিবার সামর্থ্য নাই—স্বয়ং সেক্ষপীরের লেখনীতে পরিস্ফুট হওয়াও সন্দেহের স্থল—সুতরাং ছায়া মাত্র দিতেছি; পাঠক মহাশয়কে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থাটী ধ্যান করিয়া লইতে হইবে!

দিদীর আহ্লাদের সীমা নাই; দিদীর অনেক বিষয়ে ভুল হইতে লাগিল—কাহারো সহিত কথোপকথন কালে কি বলিতে কি বলেন, কি শুনিতে কি শুনেন (শ্রোতা ও বক্তারা অবাক্!)—কোনো কাজ করিতে গেলে থত মত খান, এক ফেলিয়া আর, কোনো কাজই সম্পূর্ণরূপে পারেন না—যেন সর্ব্বদাই স্বপ্নাবস্থা—যেন পুনর্ব্বার বাল্যাবস্থার ভাব! থাকেন থাকেন সুন্দরীকে দেখিয়া আইসেন—থাকেন থাকেন সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করেন "ক্ষিদে পেয়েছে? কিছু খাবে কি?" সুন্দরী হাসি চাপিতে কষ্ট পান, কিন্তু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অনুরাগে গলিয়া যান! দিদী তরঙ্গিণীর কাছে ধমক খান, সুন্দরী মিষ্ট কথায় ছোট ননদকে নিবারণ করেন! দিদী কাজ করিতে যান, সুন্দরী করিতে দেন না, আবার তরঙ্গিণী সুন্দরীর পরিশ্রম সহিতে পারেন না!

তরঙ্গিণীর আনন্দের কথা কি ক-

হিব ? দাদার বড় দুঃখের দশায় তরঙ্গিণীই অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করিতেন—আপনার আত্মাকে কষ্ট দিয়াও এক সন্ধ্যার জিনিষে দুই সন্ধ্যা চালাইতেন—নিতান্ত যাহা না শুনাইলে নয়, তাহাই দাদাকে শুনাইতেন ! এখন এই সচ্ছল ও সুখের সময় সেই একা তরঙ্গিণীই যে দশটা হইবেন, তাহা কি আর বলিবার অপেক্ষা ?

এখন দাদার কর্ম্ম হইয়াছে ; এখন বাবুর গুণবতী গৃহিণী দাদার শাশুড়ী হইয়াছেন ; এখন বাবুর বাটী হইতে কথায় কথায় কত উত্তম উত্তম সামগ্রী আসিতেছে ; মেয়ে ব্যবহারে যে সব ঋণ আছে, এখন আর সেই ঋণদাত্রীরা দুই বেলা লোক পাঠাইয়া হৃদয়ের শোণিত-সঞ্চালন স্তম্ভিত করে না—এখন তাহারা বুঝিয়াছে, যে, এদের সুদিন উদয়, শীঘ্র বা বিলম্বে সুদে লাভে পাইবার সম্ভাবনা, টাকা আর ডুবিবে না—এখন তাহারা দেখা হইলে মুখ বাঁকায় না, হাসিয়া খেলিয়া ভাল কথা কয়, ঋণের কোনো প্রসঙ্গ উঠিলে বরং বলে " হ'ক্ হ'ক্, তাড়াতাড়ি কি ? সুযোগ মতে দিও, তার জন্যে ভাই এত ব্যস্ত কেন ?"—এখন আর মলিনমুখে প্রতিবেশিনীদের নিকট তণ্ডুল উধার করিতে বা তরকারি চাহিয়া আনিতে হয় না—এখন বরং পাড়ার দুঃখিনী ইতর জাতীয়া বামীর মা ও শ্যামীর মাসীকে অন্ন ব্যঞ্জন ডাকিয়া দেওয়া হয় ; এখন এক মাগী উঠান-ঝেঁটনী, পা'ট্ করণী, বাসন মাজনী নিযুক্তা হইয়াছে ; এখন দাদা আবার পূর্ব্বের সেই সব বন্ধু বান্ধবকে (যাহারা কিছু দিন অগ্রে ত্রিসীমায় আসিত না—পাছে ধার চায়, ভয়ে সাত ডাকেও শুনিতে পাইত না !) নিমন্ত্রণ করিয়া অন্ন, পুরি বা জলযোগ উপভোগে সন্তুষ্ট করিতেছেন—আমোদী হইতেছেন ; এখন দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা স্বয়ং ভূম্যধিকারী বাবু মাঝে মাঝে দাদার সঙ্গে কুটীরে আইসেন, যখনি আইসেন তখনি ধর্ম্ম-কন্যাকে দেখিয়া যান, যখনি দেখেন তখনি টাকা দিয়া দেখেন, সেই সঙ্গে দিদীকে প্রণামী দিয়া প্রণাম করেন, কত আশা ভরসা উৎসাহ দিয়া যান ; পূর্ব্বে তরঙ্গিণীর দাদার নামে ছি ছি ছিল—" ছোঁড়া কোনো কাজের নয়, ছোঁড়া মানুষই নয়, ছোঁড়া এমন লোকের সন্তান হ'য়ে গুণ জ্ঞান শিখে এমন কুণো হয়ে ব'য়ে গেল, ছি ছি ! " এই আত্মীয়তার ঘৃণা-বিষে তরঙ্গিণীর হৃদয় জর্জ্জরিত হইত, এখন সেই সব-মুখেই ধন্য ধন্য রব—কেহ বা বলেন " আমি তো ব'ল্‌তেম, ওর মহাপুরুষের লক্ষণ আছে ! " কেহ বলেন "আরে ওর মত মানুষ কি আর চ'কে ঠেকে ?" কেহ বা কহেন " ওরে আমি দু হাজার টাকা দে ক'ল্‌কেতায় একটা ব্যবসা ক'রে দিতে মনন ক'রেছিলাম, ও না পারে এমন কাজই নেই—ও না জানে এমন বিদ্যেই নেই—দেখো দেখি দেশের মধ্যে ও দশটার বিশ্‌টা হয় কিনা ?" এখন

এইরূপ অমৃত ঢেউ তরঙ্গিণীর কর্ণে ঘাটে পথে অনবরত প্রবেশ করিতে লাগিল ; এখন রসাতল হইতে এককালে স্বর্গে উত্থান হইয়াছে ; এখন কি সেই তরঙ্গিণী আর বিষাদ জানে, না অবসাদে অসুস্থার ন্যায় পড়িয়া থাকে ? এখন সুখের দিন, উৎসবের দিন, উৎসাহের দিন ; দেখা শুনা করা কর্ম্ম। ঝঞ্ঝাটের দিন—যে দাদার ফুল ফুটিবার কোনো আশা, কোনো ভরসা, কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সেই দাদার সেই ফুল ফুটিয়াছে ; ফুটিয়াছে কি অমনি যেমন তেমন ফুটিয়াছে—পারিজাতের ন্যায় স্বর্গীয় শোভায় ও যোজন-ব্যাপ্ত সৌরভে ফুটিয়াছে—বড় সাধের ধন, বড় আদরের সামগ্রী, বড় যত্নের নিধি, বুক-চেরা রতন অমন বউ হইয়াছে—বউ রূপে গুণে ঘর আলো আর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে—বউ পিতৃকুলের অবশিষ্ট বংশধরের ঘোর দৈন্যাবস্থায় আত্ম সমর্পণ দ্বারা যেন মৃত দেহে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র কৌশলে জীব সঞ্চার করিয়া দিয়াছে—বউ মিটি মিটি অনুজ্জ্বল প্রদীপে সুগন্ধ তৈলরূপে মিলিত হইয়া নির্ব্বাণপ্রায় শলিতাটী প্রদীপ্ত করিয়াছে, সে বউকে কোথায় রাখিলে স্বস্তি পাইবেন, তাহা তরঙ্গিণী জানেন না—সে বউকে কিরূপ যত্ন, কিরূপ সোহাগ করিলে সাধ মিটে, তাহা তরঙ্গিণী ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না—সে বউকে তরঙ্গিণী কি পা'ট্ করিতে, বেড়ী কুলা ঝাঁটা ধরিতে—গোলাহাঁড়ি ছুঁইতে দেন ?

সুন্দরী যদি লঘু-হৃদয়া সোহাগ-বিলাসিনী বউ হইতেন, তবে এত প্রশ্রয়ে বাবু বউ হইতেন—মুখরা সুখরা প্রখরা হইয়া পড়িতেন ! কিন্তু সুন্দরী তেমন বউ নন—সুন্দরী ননদীর অতিরিক্ত আদরে মহা অপ্রতিভ—মহা কুণ্ঠিতা থাকিতেন। সুন্দরী পরিশ্রমের জন্য লালায়িত হইলেন—সুন্দরী গভীরা যামিনী যোগে ননদিনীর দাদার নিকট ননদীর নামে অভিযোগ করিলেন। সচরাচর মশারির ভিতর শাশুড়ী ননদীর নামে যেরূপ পরিচয়—যেরূপ লাগানি ভাঙানি, কান্না কাট্‌না হইয়া থাকে, সেরূপ অভিযোগ ও অনুযোগ নয়—ননদিনী ও ভ্রাতৃবধূতে সদ্গুণে কে কাহারে হারাইবে, এ তাহারি মুক্তিযোগ !

সুন্দরী বলিলেন " তোমার ছোট ব'ন্ আমায় কাজ ক'র্ত্তে দেন না, সব আপনি করেন, এর উপায় তুমি না ক'ল্লে তো হয় না ! "

রায়জী হাসিয়া কহিলেন " বেস্ তো ! "

সুন্দ। "বেস্ তো ! এই কি তোমার উচিত কথা হলো ? তিনি খা'ট্‌বেন, আর আমি আল্‌তা পায় দে বাবু হয়ে ব'সে থাক্‌বো ? "

রায়জী সুদ্ধ পরীক্ষার জন্যই " বেস্ তো " বলিয়াছিলেন, সুতরাং হাসিয়া বলিলেন " কেন, মন্দ কি ? তুমি নূতন বউ—তাঁদের আদরের বস্তু ; তোমায়

কি তাঁরা এখনি গৃহস্থালী-ভার দিতে পারেন ?”

সুন্দ। আমি কি গিন্নিপণার ভারের কথা ব'ল্‌ছি ? সে ভার তাঁদের ; আমি বউ মানুষ, বউ মান্‌ষের যা যা ক'র্ত্তে হয়, তাও কি আমি ক'র্ব্বোনা ?

রায়। তুমি এখন ছেলে মানুষ—

সুন্দ। আমি ছেলে-মানুষ ? ছ সাত বছর বয়স থেকে আমি সংসারের কাজ ক'রে আস্‌ছি—পা'ট্‌ করা, ধান এলে দেওয়া, রান্না পর্য্যন্ত আমি কোন্ কাজ না ক'রে থাকি ? তা কি তুমি জান্তেনা ? তুমি কি ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে সে সব কথা আমার মুখে শুন্তে না ? তার জন্যে তুমি আমায় কত কি ব'ল্‌তে, তাও কি মনে পড়ে না ? তুমি আপনিই কি সে সব ক'র্ত্তে আমায় পরাম'শ্‌ দিতে না ? তোমার সঙ্গে বে হয়েছে ব'লে কি আমার বয়েস ক'মে গেল ? না বাবু লোকের ঘরে এসেছি ব'লে আমাকেও বাবু সা'জ্‌তে হ'লো ? না, বড় মান্‌ষের বউ আমায় আদর ক'রে মেয়ে ব'লেছেন ব'লে সত্যিই আমি বড়মান্‌ষের মেয়ে হ'য়ে প'ড়্‌লেম ? তুমি যে তখন চুপি চুপি ব'ল্‌তে “তোমার সঙ্গে যদি আমার বে হয়, তবে দেখো দেখি তোমায় কত সুখে রাখ্‌বো !” তাকি তুমি এই ভেবে ব'ল্‌তে যে আমার হাত পা বেঁধে আমায় কুড়ে ক'রে আজুলি সাজিয়ে বসিয়ে রা'খ্‌বে ? তোমার এই কি সুখে রাখা ? এমন সুখ যেন শত্তুররও না হয়—গেরোস্তের মেয়ে আর গেরোস্তের বউ পা'ট্‌ ঝা'ট্‌ ক'র্ব্বো, খা'ট্‌বো খুট্‌বো, যা যুড়্‌বে খাব প'র্ব্বো, স্বামী আর গুরু নোকদের সেবা ভক্তি ক'র্ব্বো, অব্‌সর্‌ পেলে পাঁচ সমবইসিদের নে হাস্‌বো খেল্‌বো, আমোদ আল্লাদে থা'ক্‌বো, তুমি ঘরে দোরে এলে যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়, যাতে তুমি সুখে সচ্ছন্দে থাক, তা সব ক'র্ব্বো, তবে নিজে সুখী হ'তে পার্ব্বো ! আমায় ভালই বল, মন্দই বল, পাকা বুড়ী ব'লে ঠাট্টাই কর (সে গুণও আছে !) আমি কাজ নইলে ভাল থাকিনে—আমরা মুখ্‌খু জা'ত্‌ অত শত বুঝিনে, আমার শাদা বুদ্ধিতে কাজ করাকেই সুখের উপায় ব'লে জানি—এ নইলে আমার প্রাণ তিলেকের জন্যেও সুখী হবে না !

রায়জী ইহার উত্তরে কেবল সবিস্ময় ও সানুরাগ অবাক্‌ দৃষ্টি আর প্রেয়সীর বিম্বাধরে, কোমলগণ্ডে ও ললাটফলকে গুটী পঁচিশ ত্রিশ প্রণয়োষ্ণ চুম্ব দান করিলেন !

নিদ্রার পূর্ব্বে সুন্দরী স্বীকার করাইয়া লইলেন, যে, দুই এক দিন মধ্যেই কোনো কৌশলে রায়জী ইহার প্রতিবিধান করিবেন !

পর দিন প্রাতে উঠিয়া রায়জী বাবুর বাটী—যেমন নিত্য যান, তেমনি—গমন করিলেন। বাবু প্রায় প্রত্যহই সুন্দরীর কথা জিজ্ঞাসিয়া থাকেন, আজিও জিজ্ঞাসা করিলেন। রায়জী সমুদয় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। একে

অনুকূল শ্রোতা, তাহাতে রায়জীর ন্যায় সদ্বক্তা বক্তা ; বাবুর সমবয়স্য দলের যিনি যিনি শুনিলেন, মোহিত হইলেন। বাবু আর থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী গৃহান্তরে রমণী মণ্ডলে ছিলেন, বাবু দাসী দ্বারা ডাকাইলেন। গৃহিণী দাসীকে বলিলেন “কেন র‍্যা এমন অসময়ে বাটীর মধ্যে ?” দাসী বলিল “তা ক্যামনে জান্‌বো ? কেবল এই দেখিছি বাবুর মুখখানি খুব হাসি হাসি !” গৃহিণী “তবে ভাল সম্বাদ, তবে ভাল সম্বাদ” বলিয়া অঞ্চল লুঠাইতে লুঠাইতে দ্রুত-গজগমনে ঘরে গেলেন !

তিনি ফিরিয়া আইলেন ; বাবু বাহিরে গেলেন ; তৎক্ষণাৎ সুন্দরীকে আনিতে পাল্‌কী প্রেরণের আজ্ঞা হইল।

সুন্দরী আইলেন ; মেয়ে আদরে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিলেন, ভোজনান্তে যাঁহারা দলে মিশিবার তাঁহারা সুন্দরীকে ও গৃহিণীকে যেন তারাকারে যুগলচন্দ্র ঘেরিয়া বসিলেন ; সুন্দরীর থুথি ধরিয়া গৃহিণী সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন “হ্যাঁ গা মা, তুমি আমার মেয়ে হ'য়ে ঘর ক'র্ত্তে গিয়েই খাট্‌বে ?”

সুন্দরী তখন বুঝিলেন, তাঁহার বর তাঁহার সেই কথা বাবুর বাটীতে ব্যক্ত করিয়াছেন—সুন্দরী তখন বুঝিলেন, আ'জ্‌ না বলা না কওয়া কি জন্য তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আনা হইল ! বুঝিবামাত্র লজ্জায় হেঁটমুখী হইলেন !

কিন্তু মা পুনঃ পুনঃ নানা ছলে নানা কৌশলে ঐ প্রশ্ন করিতেছেন, আর উত্তর না দেওয়া—আর লজ্জা করা ভাল হয় না। অতি কুণ্ঠিতের ন্যায় মৃদু মধুর স্বরে ব্যক্ত করিলেন “কাজ না ক'ল্লে মা আমার হাত পা কামড়ায় !”

নবীনা মণ্ডলে হাসির কথায় যেরূপ হাসি হইয়া থাকে, এই কথায় হো হো শব্দে সেইরূপ একটা হাস্য তরঙ্গ উত্থিত হইল !

গৃহিণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “হ্যাঁ গা মা, তবে কি তুমি রাঁধ্‌বে ?”

সুন্দ। এখন নাও যদি রাঁধি, রান্নার উদ্যোগ তো ক'রে দিতে পারি !

আবার হাসি পড়িল ! এ সব কথায় কেন যে তাঁহারা হাসেন, সুন্দরী তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। বড় ঘরের মেয়েরা যে বিয়ের ক'নের রান্না, বাট্‌না, কুট্‌নার কথা অপরূপ ভাবিতে পারেন, সে ভাব সুন্দরীর তত জানা ছিল না। অতএব তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ হাস্যকে তিনি অকারণ, অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হাসি বিবেচনা করিলেন। ইহাতে তাঁহার অকপট মন কিছু বিরক্তও হইল। সুতরাং তাঁহারা ঐ রঙ্গে আবার যেই রঙ্গিণী হইতে উদ্যতা হইলেন, সুন্দরী অমনি অভিন্ন সুধামাখা একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন “আপনারা কি আমায় পাগল মনে

ক'চ্ছেন? আপনারা কি মা, ঘর সংসারের কাজ করা মন্দ কাজ ভা'ব্‌ছেন? এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনারা আমার বয়েসে কোনো কাজই করেন নি—"

তথায় আল্লাদী নাম্নী প্রশ্রয়-ভাগিনী এক আল্লা'দে চাকরাণী বাবুর শ্যালক-স্ত্রীর জানুদেশে মাস তৈল মালিস করিতেছিল, সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া হাত নাড়িয়া গলা ছাড়িয়া বলিল "অভাগিগ! সে বয়েসে করিন নি, এখুনি কি ক'রে থাকেন? ওমা, তুমি কি জান না, বড় ঘরের মেয়েরা ছেরকালই খুকী—ছেরকালটাই ওঁদের ঝিনুকে ক'রে দুদ গিলুতে হয়—তার সাক্ষী এই দেখনা, বাতের কামড়ে মরেন, আর মাস-তেল ঘ'স্‌তে ঘ'স্‌তে আল্লাদীর হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়! এঁর হাঁটু, ওঁর চাটু, এঁর কাঁদ, ওঁর কোমর কাম্‌ড়াচ্ছিই, কাম্‌ড়াচ্ছিই, রা'ত্‌ দিনই কামড় মা'চ্ছে! ছি, ছি, ছি, পোড়ার দশা আর কি? কেবল খান শোন, গহনা পরেন, তাস পেটেন, আর বিয়োন! সে বিয়োনেরই বা কি ছিরি? মোদের চাষা ভূষোর ঘরে ব্যাথা ধ'ল্লো, চালার এক কোণে গেনু, হরির নুট মান্নু, বিইয়ে ফেন্নু, নেয়ে ধুয়ে শুদ্ধু হয়ে হরির নুট দে ঘর ঢুক্‌নু, ছেলে কোলে কন্নু, মাই দিনু, তক্ষুনি রাঁধ্‌নু বাড়্‌নু, মিন্সেকে দিনু খুন্নু, ন্যাটা চুকে গেল! ওমা এ কি? বড়মানুষ পোয়াতি ওদের ব্যাথা ধরা তো নয়, যেন বিকেরে ধরা! বাপ্‌রে মারে গেনুরে মনুরে; পাড়াসুদ্ধু উজোগার; কি কাঁপুনি, কি ঝাঁকুনি, ঠিক যেন বাতব্বলের রুগী! শ্বশুর, ভাসুর, দ্যাওর, ছেলে, চাকর, নোক, জন সব একাকার—যেন বর্গির হান্‌গামা প'ড়ে যায়—এ দৌড়ুচ্ছে, ও ছুট্‌ছে, এ বদ্দি ডা'ক্‌ছে ও ডাক্তার আন্‌ছে, ও ওঝার বাড়ী যা'চ্ছে, মিন্সে ঘাড় হেঁট ক'রে ভাব্‌ছে, কচ্ছেলে কাঁদতে নেগেছে, শাশুড়ী বুক চাপড়াচ্ছেন, শ্বশুর তুলসী দেওয়াচ্ছেন, দেখে নজ্জায় মরে যাই!

আল্লাদীর বক্তৃতার প্রতি চরণে হাসিতে হাসিতে নবীনাদের কোঁকে খিল লাগিয়া গেল—সুবুদ্ধি সুন্দরী আল্লাদীর বাক্য সম্পূর্ণ যে সত্য তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং আলস্যের দোষ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চৈতন্য জন্মিল! তখন তিনি পাকা বুড়ীর ন্যায় বিনয় পূর্ব্বক উক্ত ভোগানুরক্তা যুবতীগণকে কর্ম্মিষ্ঠা হওনের যে কত গুণ, তাহা স্পষ্ট স্পষ্ট মিষ্ট মিষ্ট বুঝাইতে লাগিলেন এবং শেষে এই বলিয়া গৃহিণীকে পরিশ্রমের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, যে "মা! আমাকে তুমি মেয়ে ব'লে এত দয়া মায়া কর ব'লেই আমি সাহস ক'রে এত কথা ব'ল্‌তে পাচ্ছি! ভাল মা, তুমি আমার কথায় দিন কতক কিছু কিছু কাজ কম্ম ক'রে দেখ দেখি, এখনকার চেয়ে ভাল থাক কি না? মা! আমি যখনি আসি, তোমার অসুখের কথা শুনি, তোমায় এক দিনও ভাল দেখে গেলেম না, ইটী আমার বড় দুঃখু! আ'জ্‌ আমি তার হেত্‌ পেয়েছি—ছেলে মানুষ ব'লে আমার কথা মা উড়িয়ে দিও না—দিন কতক কাল অপ্‌প অপ্‌প কম্ম কাজ ক'রে দেখ, অবিশ্যি তোমার সব অসুখ সেরে যাবে!"

ফলতঃ সুন্দরী এত আগ্রহে, এমন ভাব ভঙ্গীতে এবং এরূপ স্নেহ-মাখা সকরুণ-কাতর-বাক্যে ঐ অনুরোধোক্তি করিলেন, যে, কেহই আর হাসিবার সুযোগ পাইলেন না—বিশেষতঃ গৃহিণী অবাক্‌ হইয়া সুন্দরীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, আর সকলেও চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলেন! গৃহিণী যদি একটুও হাসিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সকলেই ডক্‌ দিয়া হাসিতেন! কিন্তু গৃহিণী হাসিবেন কি, গৃহিণীর মনে লাগিল, যেন কৈলাস হ'তে স্বয়ং ভগবতী সুন্দরী রূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দান করিতেছেন—তিনি আর ঔদাস্য করিতে পারিলেন না, সেই বালিকার নিকট বালিকার বাক্যানুরূপ কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন! এবং সেই আড়াই প্রহরের সময়েই তরঙ্গিণীকে আনিতে পাল্‌কী পাঠাইলেন।

তরঙ্গিণী আইলে রীতিমত প্রণাম, অভ্যর্থনা ও সম্ভাষণাদির পর তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া বাবুর গুণবতী গৃহিণী বিরলে এই কয়টী কথা কহিলেন;—

"সুন্দরীর কথা বাত্রা, আ'কেল অকুব, বিশেষ তার ভাব ভঙ্গী দেখে আমার ঠিক মনে লেগেছে, ও সামান্য মেয়ে নয়! ব'ল্লে বিশ্বেস ক'র্ব্বেনা, কথক ঠাকুরেরা যে শাঁপভ্রষ্টা দেব কন্যাদের কথা বলেন, আমার চক্ষে সুন্দরী যেন ঠিক তাই! ও তো লেখা পড়া জানে না, শাস্তর বিস্তরও কাক্ক কাছে শুন্তে পায় না, ওর বয়েসি বা কি? তবু ও এমনি সব উপদেশের কথা কয়, যে শুন্‌লে বুড়ো মাগীদেরও চৈতন্য হয়! আবার কথার চেয়ে, কথা বল্‌বার সময়ওর মুখ চ'ক্‌ যেন কেমন কেমন এক রকম আশ্চর্য্য দেখায়! তোমায় আমি মনের কথা খুলে বল্‌ছি, ওরে আগে আমি খুব ভাল বাস্‌তেম বটে, কিন্তু আ'জ্‌ যেন আরো মায়ায় ডুবে প'ড়িছি—আ'জ্‌ যেন আমি সন্তান প্রসব ক'রে তার নাম সুন্দরী রেখেছি, আমার এমনি মনে নিচ্ছে।"

তরঙ্গিণী মহা হর্ষিতা হইয়া যথোচিত শিষ্টাচারে বাধ্যতা, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ-প্রকাশ-সূচক উত্তর দিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহিণী তাঁহার কথার মধ্যে বাধা দিয়া বলিলেন;—

"আমি তোমার ও সব কথা শুন্তে তোমায় আনাই নি—ওরে তো তুমি প্রাণের সমান যত্ন ক'রেই থাক, তার জন্যেও আমায় কিছু ব'ল্‌তে হবে না; আমি কেবল এই ব'ল্‌তে চাই, সুন্দরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ও যাতে সন্তুষ্ট থাকে তাই ক'রো; আর ও যা ক'র্ত্তে চায়, তাই ক'র্ত্তে দিও! তুমি ওরে কাজ কর্ম্ম ক'র্ত্তে দেওনা ব'লে ওর মনে বড় অ-

সুখ। তোমার দাদার কাছে তা ফুটে ব'লেছে; তোমার দাদা কথায় কথায় বাবুকে শুনিয়েছেন; বাবু তৎক্ষণাৎ এসে আমাকে ব'লে গেলেন; আমি তাই ওরে আ'জ্ আনিয়ে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে সব শুন্‌ছিলেম। যা শুন্‌লেম, তাতে জ্ঞান জন্মালো আর তোমাকে এনে সকল কথা জানানো উচিত বোধ হলো। আমার মাথা খাও, আ'জ্ অবধি কাজ ক'র্ত্তে ওরে মানা ক'রো না—ওর কোনো সাধে বাধা দিও না—ওর জন্যে কিছু মাত্র ভেবো না—ওরে কোনো শিখনো পড়ানো ক'র্ত্তে হবে না, বরং ও যা শিখোয় তাই শিখ, ও যা ক'র্ত্তে বলে তাই ক'রো! আমার আর কোনো বল্‌বার নেই; এস এখন ওদের সঙ্গে মিশিগে।"

সে দিন সুন্দরী আরো দুই এক খানা ভাল গহনা ও ভাল ভাল কাঁসা এবং কাঁচের বাসন লাভ করিয়া ননদিনীর সঙ্গে বাটী আইলেন! সেই দিন অবধি মনের সাধে ঘর সংসারের কাজ করিতে পাইলেন!

এইরূপে মহা সুখে দিন কাটিতে লাগিল। সুন্দরী যথার্থই লক্ষ্মী—সুন্দরীর আয় পয়ে রায়জীর সংসার উথলিয়া উঠিল; রায়জীর চিক্কণ বুদ্ধি আরো যেন চিকণ হইল; বাবু তাঁহার উপর যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইল; অর্থী প্রত্যর্থী প্রজামণ্ডলী এবং দীন দৈন্য দয়ার পাত্র মাত্রেই তাঁহার বিচারে, তাঁহার শীলতায়, তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় মহা মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিল; দেশে স্ত্রী পুরুষ মণ্ডলে তাঁহার ও সুন্দরীর নামে ধন্য ধন্য রব হইল; সপত্নীক বাবু তাঁহাদিগের স্ত্রীপুরুষকে আরো স্বর্ণচক্ষে দেখিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঝি জামাইয়ের ন্যায় স্নেহাদরে স্বেচ্ছায় সন্তোষে প্রতিপালন করিতে নিযুক্ত রহিলেন!

বড় দিদী হরিনামের মালা জপেন, নানা দান ব্রত অনুষ্ঠান করেন; পিতৃ মাতৃ কুলের স্বর্গগত স্ত্রীপুরুষ সকলের শ্রাদ্ধ বাসর স্মরণ করিয়া দেন, রায়জী বাবুর কল্যাণে ভূরি ভোজের সহিত পিতৃ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন—দিদীর সুখ সন্তোষের সীমা নাই!

তরঙ্গিণীই ঘরের গিন্নী, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সকল কাজে সুন্দরীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই করেন না—তাহাতে এমন সুন্দর সামঞ্জস্য ও সুব্যবস্থা হয়, যে, লোকে দেখিয়া অপরিমিত যশ না করিয়া থাকিতে পারে না—তরঙ্গিণীও তৎকালে বাবুর গৃহিনীর কথা স্মরণ করিয়া বলেন "বউ সত্যিই শাঁপভ্রষ্টা!"

রায়জীর সুখের কথা কি আর বলিতে হইবে? তাঁহার সুখের এক-শেষ—তাঁহার এ সুখ নিতান্তই আশাতীত। একে তিনি স্বভাবতঃ সদানন্দ, তাহাতে এই সুখ—স্বর্গীয় সুখ—তাঁহার প্রেমানন্দ অতুল্য!

সুন্দরী যেরূপ সুখিনী হইয়াছেন, এরূপ বঙ্গীয়া রমণীর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না; কেননা, কোন্ বাঙ্গালীর মেয়ে স্বীয় মনোমত বরে বরমাল্য দিতে সমর্থা হয়? এ প্রকারে পূর্ব্বরাগজনিত প্রেমরাজ্যের অধীশ্বর স্বকীয় মনোমোহনের মনোমোহিনী হইতে আমরা তো এ পাপ চক্ষে আর কোনো যোষাকে দেখি নাই! কিন্তু একটী কারণে সুন্দরীর সুখ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই; সুতরাং রায়জীর সুখও সেই মুকুরে প্রতিভাত হইয়া কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ ছিল! সে কারণটী আর কিছু নয়, লোচনমুকুরের বিরাগ! দুই বৎসর গেল, তথাপি পোড়া লোচনের পাষাণ হৃদয় কোমল হইল না! লোচনের শাসনে সুন্দরী মায়ের নিকট প্রকাশ্য রূপে যাইতে পারিতেন না—লোচন স্থানান্তরে গেলে তাঁহার জননী ও ভগ্নীরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া আমোদ করিতেন। সুন্দরীও মধ্যে মধ্যে গোপনে গোপনে তাঁহাদিগকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া মনের সাধে খাওয়াইতেন। ফলতঃ সুন্দরীর সহোদরাগণ সুযোগ পাইলেই সুন্দরীর বাটীতে যাইতেন।

সুন্দরীর বাটী এখন নিতান্ত কুটীর নয়। দুই খানি বড় ঘর, একখানি রন্ধন চালা, তাহারি একাংশে গো-শালা হইয়াছে। রায়জীর গাভী যত দুগ্ধ দেয়, দেশে এত দুগ্ধ কোনো ধেনু দিতে পারেনা! সকলেই বলিত, সুন্দরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; তাহার আয় পয়েই এই সব! আবার পাকা গৃহ হইবে বলিয়া রায়জী মহাশয় বাবুর পরামর্শে ও আনুকূল্যে দুই লক্ষ ইষ্টকের দুইটী পাঁজা পোড়াইলেন। কাষ্ঠের পোড়ে ইট যেন কয়লার পোড়ের ন্যায় লাল টক্ টক্ করিতে লাগিল;—যে দেখে সেই তারিপ করে আর বলে "সময় ভাল, হবেনা কেন?"

এক দিন রায়জী মহাশয় বাবুর বাটীতে যেমন গিয়াছেন, অমনি সমবয়স্ক প্রত্যেকেই "এস কাণার বাপ এস" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল!

রায়জী অবাক্! এ ঘটনা বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরে। রায়জী যে কাণার বাপ হইয়াছেন, সে সংবাদ তিনি নিজে কিছুই জানেন না, ইঁহারা জানিলেন, ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের বিষয়! কেবল স্মরণ হইল, বাটীতে তাঁহার ভগ্নীরা সুন্দরীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাবধানে রক্ষা করেন, শালীরা এখন ঘন ঘন আইসেন, এক দিন একজন একটা ব্যঙ্গও করিয়াছিলেন এবং চৌকীর উপর এখন আর তাঁদের শয্যা হয় না! তবে তো ইঁহাদের পরিহাস সত্য হইতেও পারে!

ফলতঃ এরূপ শুভ ঘটনা আত্মীয়া স্ত্রীলোকেরা বাটীর পুরুষের অগ্রে জানিতে পারে। সুতরাং বাবুর পত্নী সংবাদ পাইয়া বাবুকে বলিয়াছেন; বাবু

বয়স্য দ্বারা রহস্য-ছলে কাণার বাপকে জানাইলেন !

যে যে মাসে যে যে মঙ্গলাচরণ ও শুভানুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহার কোনো অঙ্গে কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না—জমীদারের মেয়ে, প্রথম অন্তঃসত্ত্বা, তাহার কাঁচা পাকা সাধ ইত্যাদির ঘটার কথা বলিবার অপেক্ষা কি? সুন্দরীকে মেয়ে বলিবার পূর্ব্বে—এত দয়া মায়া জন্মিবার বহু পূর্ব্বে যখন বিবাহোপলক্ষেই এত হইয়াছিল, তখন এ বিষয়ে বাবুর গৃহিণী যে অকাতরে মনের সাধ মিটাইবেন, তাহা না বলিলেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন।

যথা কালে সূতিকালয় আলো করিয়া সূতচন্দ্র ভূমিষ্ট হইল—তিন দিন ধরিয়া বাদ্যোদ্যম, বাদ্যকর বিদায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দুঃখী আতুরকে দান ধ্যান হইল !

ষেটেরা পূজা, আটকৌড়ে, ণত্বা, ও ষষ্ঠী পূজাদির ধূমের সীমা নাই—অন্নপ্রাশনের ভূরিভোজের তো কথাই নাই !

পুত্রের নাম হইল রঞ্জন। রঞ্জন কোলে কোলে ফিরে—ধন্য মাতামহীর কি যে আদরের ধন হইল, বলা যায় না !

সুখের এক শেষ ! সুখের অধ্যায় এই পর্য্যন্ত !

দুঃখের এক শেষ !

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ !"

অন্নাশন হইয়া গিয়াছে ; রঞ্জন বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত—অপরূপ রূপ—সুবর্ণের উপর সুবর্ণ, রঞ্জন কি চমৎকার নয়ন-রঞ্জন শোভাই ধারণ করিয়াছে।

স্ত্রীলোকের মন ; "খোকাকে আপনার জন সকলেই কোলে করিতেছে, কেবল বাবার কোলে একবার দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ আমার বড় দুঃখ" সুন্দরী এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া পাঁচ মেয়ে পরামর্শ দিল, সত্যই কি তোমার বাবা পাষাণ? মানুষের চর্ম্ম কি তাঁহার গায় নাই ? তুমি আপনি গিয়া তাঁহার কোলে দেও, তিনি অবশ্যই আদর করিবেন।

সুন্দরী এই যুক্তি ও এই প্রলোভনকে পরমাগ্রহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অষ্টালঙ্কারে আপনি সাজিয়া ও পুত্রকে সাজাইয়া দিদীদের দ্বারা বাবা যে সময় অন্তঃপুরে ভাল মেজাজে থাকেন, তাহার তথ্য লইয়া দ্রুতপদে পিত্রালয়ে গেলেন। খিড়কীর দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে গা পা কাঁপিতে লাগিল—দক্ষিণ চক্ষুও স্পন্দিত হইল, তথাপি সাহসভরে সহসা যাইয়া একবারে পিতৃক্রোড়ে প্রাণের রঞ্জনকে রক্ষা পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন ! আশে পাশে চতুর্দ্দিগে স্ত্রীমণ্ডলী লুক্কায়িত !

পাঠক ! পিশাচের নাম শুনিয়াছেন, কখনো দেখেন নাই। এই দেখুন ! বলিলে আপনাদের প্রত্যয় হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সুন্দরী প্রণাম করিয়া

যেমন মুখ তুলিয়াছেন, লোচন অরুণলোচনে ক্ষণমাত্র তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া উন্মাদের ন্যায় বিকৃত মুখভঙ্গীতে ক্রোড়স্থ সোণার চাঁদকে লোকে যেমন ভয়ানক সর্প শিশুকে নিক্ষেপ করে, তেম্‌নি ভাবে) দূরে নিক্ষেপ ও সুন্দরীকে এক নিদারুণ পদাঘাত পূর্ব্বক উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল !

চতুর্দ্দিগে হায় হায় শব্দ ; সকলে ছুটিলেন ; কেহ শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন ; কেহ সুন্দরীকে তুলিলেন ! সুন্দরীর জননী সহ্য করিতে না পারিয়া কন্যা ও দৌহিত্রের অবস্থা ভালরূপে না দেখিয়াই পতির পশ্চাতে গিয়া ডাকিয়া বলিলেন "যাও, দূর হও, আর যেন ফিরে আ'স্‌তে না হয়, যম যেন আর তোমাকে ছেড়ে না দেয়, ও কালামুখ আর যেন দেখ্‌তে না হয়, আমার আজই যেন সিঁদুর পরা ঘুচে যায় !"

এদিগে সর্ব্বনাশ ! খোকা কাঁদে না—ককায় না ! সুন্দরী পরম বুদ্ধিমতী, আপনার অঙ্গে প্রহার বেদনা গ্রাহ্য না করিয়া পুত্রের রোদন শব্দ না শুনিতে পাইয়া "ও গো কি হলো গো, আমার রঞ্জন কেন কাঁদেনা গো ?" বলিয়া মণি-বঞ্চিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ধাবিতা হইয়া অন্যের ক্রোড় হইতে পুত্রকে বুকে করিয়া লইলেন ! দেখেন—প্রাণনন্দনের নাক মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে !

সুন্দরী হা হতোস্মি স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন "ওগো, শীঘ্র খবর দেও, বাবুর বাড়ী কেউ ছুটে যাও !"

তাঁহার বলিবার পূর্ব্বেই তরঙ্গিণী সে কাজ করিয়াছেন ! তরঙ্গিণী খিড়কী দ্বারের নিকট ছিলেন, দুর্ঘটনা দেখিবামাত্র বাটী প্রবেশ না করিয়া "ওগো সর্ব্বনাশ হ'লো" বলিতে বলিতে একবারে ছুটিয়া বাবুর গৃহাভিমুখে দাদাকে ডাকিতে দৌড়িলেন। পথি মধ্যেই দাদার সাক্ষাৎ পাইলেন, তিনি বাটী আসিতেছিলেন ; ক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই মনে কেমন অসুখ হইতেছিল, সে জন্য আসিতেছিলেন !

তরঙ্গিণীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। বহু কষ্টে তরঙ্গিণীর মুখে সংবাদটী শুনিতেছেন, এমন সময় অপর এক স্ত্রীলোক লোচনের বাটী হইতে ছুটিয়া আসিয়া খোকার শোণিত পাত ও অচৈতন্যাবস্থার কথা শুনাইল। রায়জী তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন। বাবুকে সমাচার পাঠাইয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরালয়ে আইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করেন আর ঘাড় নাড়েন ; রায়জীর বুক মুখ শুকাইল ; সুন্দরী বুঝিতে পারিয়া ছিন্ন কদলী তরুর ন্যায় ভূমে অজ্ঞান পড়িলেন !

অনেকক্ষণ অনেকরূপ চিকিৎসা চলিল। হায় কিরূপে বলিব—রাত্রি দশদণ্ডের সময় সুখময় দম্পতীর জীবনধন রঞ্জনকে নিষ্ঠুর কাল অকালে হরণ করিয়া লইয়া গেল !

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

আমাদের অন্ন বস্ত্রের উপায় কি ?

[বিগত ২৫ শ্রাবণে জাতীয় সভায় বিবৃত]

অভাব নিবারণের উপায় অন্বেষণের পূর্ব্বে অভাব জন্মিয়াছে কিনা ; যদি জন্মিয়া থাকে কোথায়, কি পরিমাণে কতদূর ? অর্থাৎ অভাবের স্বভাব, প্রভাব, স্থান ও পরিমাণ নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। তন্নিরূপণ ব্যতীত উপায় অবধারণ হইতে পারে না। রোগের প্রকৃতি, লক্ষণ, ও ব্যাপ্তিসীমা না জানিলে ঔষধ প্রয়োগ কি সম্ভবে ? অতএব অভাব নির্দ্দেশ ও তাহার যদি কিছু সদুপায়-বুদ্ধিতে আইসে, তবে তন্নির্দ্দেশ, এই দুইটীই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যদিও চতুর্দ্দিকেই অভাবের রব, তথাপি ইহা প্রকৃত নহে, যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেণীকেই উহা আক্রমণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূম্যধিকারী ও ভূমির স্বত্বভোগী শ্রেণীগুলি অভাবের কষ্টে নিতান্ত পীড়িত হয় নাই। অর্থাৎ জমীদার, তালুকদার, পত্তনিদার, ইজারদার, মহলদার, জোতদার এবং দেবত্র, ব্রহ্মত্র, পীরত্রাণ ও মহত্রাণ ভূমির অধিকারী প্রভৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে ভূ-সম্পত্তির সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে, যাহার যেমন, অন্ন বস্ত্রের সংস্থাপন একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। দৈব প্রতিবন্ধকতা বশতঃ কোনো বৎসর অজন্মা ঘটিয়া তাঁহাদের কষ্ট হইলে হইতে পারে, কিন্তু সে অভাব নিত্য নয়, নৈমিত্তিক—সে অনাটন সর্ব্বদা নয়, কখনো—সে কষ্ট নিয়মভুক্ত নয়, অতিরেক ও ব্যতিরেক, সুতরাং সময়ে সময়ে তাহা নিদারুণ হইলেও স্থায়ী রূপে ধর্ত্তব্য নহে !

অনেকে মনে করেন, এদেশে ভূমির উপস্বত্ব-ভোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অধিক, অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসী নিতান্ত সামান্য। কিন্তু সচরাচর যাহা অনুমান করা হয়, বাস্তবিক তাহা নয়। দুঃখের বিষয়, বিগত জনসংখ্যা-বিবরণ পাঠে ভূমি-সংক্রান্ত লোক কত এবং অন্যান্য অধিবাসীর সংখ্যাই বা কত, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে, মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের অধীন বিভাগ সমূহে ৬,৬৮,৫৬,৮৫৯ জন অধিবাসী আছে ; তন্মধ্যে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ সমর্থ পুরুষ চাষী এবং প্রায় আশী লক্ষ সমর্থ পুরুষ অপরাপর উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাতে জমীদার, তালুকদার, পত্তনিদার ও রাইয়ত প্রভৃতির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। কিন্তু স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বসুদ্ধ কত লোক ভূমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। তজ্জন্য ব্যয়াধিক্যের প্রয়োজন ছিল না, জন-সংখ্যার তালিকা পত্রে একটী ঘর মাত্র বাড়াইলেই

হইতে পারিত। যাহা হউক, তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই অনুমিত হইতেছে, ভূসম্পত্তিহীন লোকের সংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগাপেক্ষা বেশী বই ন্যূন হইবে না। সুতরাং প্রায় সার্দ্ধ দুই কোটী লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হয়তো তাহাদের মধ্যে কতক লোকের যৎকিঞ্চিৎ ভূমির সম্বন্ধ গন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এবং ইহা যেমন সম্ভব, তেমন ও পক্ষে আবার ভূ-সংক্রান্ত অধিবাসীদের মধ্যেও এমন লোক বিস্তর আছে, যাহাদের সুদ্ধ ভূমির উৎপন্ন হইতে চলে না ; অন্য উপায় অবলম্বন ব্যতীত তাহাদিগের নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ভূ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত এই শেষোক্ত সার্দ্ধ দুই কোটী লোক কাহারা ? সাধারণতঃ তাহারা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে ? তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ই বা কি ? এবং পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কোন্ শ্রেণীর কিরূপ সুপ্রতুল বা অপ্রতুল দশা ঘটিয়াছে ?

বোধ হয়, তাহাদিগকে নিম্ন-লিখিত মত ছয় শ্রেণীতে বিভাজিত করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

প্রথম ;—নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবী।

দ্বিতীয় ;—সামান্য বা লঘু শিল্পী।

তৃতীয় ;—চাকুরে।

চতুর্থ ;—ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

পঞ্চম ;—বণিক বা বৃহৎ ব্যবসায়ী

ষষ্ঠ ;—শাস্ত্রব্যবসায়ী ও ধর্ম্মযাজক।

এতদ্ব্যতীত ভিখারী, বৈষ্ণব, নাগা, সন্ন্যাসী, ফকির, উদাসীন ও সমাজের অন্যান্য জঞ্জাল কত আছে সংখ্যা করা ভার ; তাহাদিগকে সংসারী গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে পারা যায় না।

অধুনা একে একে এই ষষ্ঠ বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয় বিচার্য্য।

প্রথম ;—নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবী।

আমি তাহাদিগকেই নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবী বলি, যাহাদের নিজের পুঁজি পাটা নাই ; যাহারা সুদ্ধ হস্ত পদ বা সামান্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গিয়া দৈনিক বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে ; যাহাদিগের কতিপয় দিবসব্যাপী কোনো পীড়া উপস্থিত হইলে গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে ; যাহাদিগের জীবিকা নিরবচ্ছিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রী, যোগাড়ে, ছুতার মিস্ত্রীর কিয়দংশ, ঘরামী, মুটে, বিবিধ প্রকার মজুর ও মেটে জোন প্রভৃতি নিম্ন স্তরের লোকই এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। যদিও ইহাদের মধ্যে অনেককে কিছু কিছু শিল্পকর্ম্ম করিতে হয়, কিন্তু তাহারা স্বাধীনরূপে সেই সকল শিল্প বিদ্যা খাটাইতে পারে না, অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত বস্তু প্রস্তুত ক-

রিয়া বিক্রয় দ্বারা লাভ গ্রহণে সমর্থ হয় না, পরের নিকট পারিশ্রমিক মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরের নিমিত্তই দ্রব্যোৎপাদন করে, একারণ তাহারা শিল্পী শ্রেণীতে গণ্য না হইয়া "নিরবচ্ছিন্ন শ্রম-জীবী" শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

এই শ্রেণীতে তাহাদের অপেক্ষা মুটে, মজুর ও হলকর্ষকাদির সংখ্যা বহু বহু গুণে বেশী। এক খানি মধ্যবিধ গ্রামে দুই তিন জন সূত্রধর, দুই চারিজন ঘরামী ও দুই চারিজন রাজমিস্ত্রী থাকিলেই যথেষ্ট, কিন্তু অন্ততঃ শতাধিক অন্যবিধ মজুর না থাকিলে চলে না! এমন গ্রামও বিস্তর আছে, (বিস্তর কেন, অধিকাংশ কৃষক গ্রামই এইরূপ) যথায় রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রী মূলেই নাই, কিন্তু অন্যবিধ শ্রমজীবী বহুসংখ্যায় আছে।

সে যাহাহউক, এই শ্রেণীর অন্নবস্ত্র সম্পর্কীয় অবস্থা দর্শনই আমাদের মূলাভিপ্রায়। আমরা বিংশতি বৎসরাবধি এ বিষয় উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া এক প্রকার নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারিয়াছি, যে, ইহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ক্রিমিয়ার মহা যুদ্ধের সময় (যে কারণেই হউক) আমাদের সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রীর উচ্চ মূল্য হইল, সেই সূত্রে সেই সঙ্গেই শ্রমজীবী শ্রেণী মাত্রেরই দৈনিক বেতন সার্দ্ধ বা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তাহার পর কয়েক বৎসর মধ্যে ক্রমে ক্রমে তণ্ডুলাদি কতিপয় প্রধান আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য নতমুখ হইল, কিন্তু শ্রমজীবীদের ঐ ঊর্দ্ধমুখী বেতন আর সে পরিমাণে অবতরণ করিল না। পূর্ব্বে তণ্ডুলের মণ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সওয়া কি দেড় টাকায় পাওয়া যাইত, সামান্য মজুরের দামও এক আনা কি সওয়া আনা ছিল; পরে যখন তণ্ডুলের মণ তিন টাকা হইল, তখন মজুরের মূল্য ন্যূনাতিরেক দুই আনায় দাঁড়াইল। কয়েক বৎসর মধ্যে সেই তণ্ডুলের দর আবার কমিয়া প্রতি মণ ন্যূনাধিক দুই টাকায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মজুর আর দুই আনার নিম্নে পাওয়া গেল না—বরং ক্রমশঃ বাড়িয়া আড়াই আনায় দাঁড়াইল! মজুরের দৃষ্টান্ত যেমন দিলাম, সূত্রধর রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির বেতন সম্বন্ধেও তদ্রূপ অবিকল জানিবেন। অতএব মীমাংসিত হইতেছে, যে, নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবী শ্রেণীর অভাব জন্মে নাই, বরং তাহাদিগের অবস্থা কিয়দংশে উন্নতির মুখই দেখিয়াছে।

ইহাতে তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি না, বরং এই ভাবে মহা মহা হর্ষিত হইতেছি, যে, "আহা! তবু ভাল, চিরদুঃখী আমাদিগের কনিষ্ঠানুকনিষ্ঠ নিকৃষ্টানু-নিকৃষ্ট ভ্রাতারা—যাহাদিগকে জাতি, মান ও ধন-গর্ব্বিত উচ্চ শ্রেণীর ভ্রাতারা চিরদিন চরণে বিদলিত করিয়াছেন—যাহাদিগকে সমাজের ও রাজ্যের সবল দুর্জ্জনেরা বহুকাল নির্জ্জিত অবস্থায় রাখিয়াছে—যাহাদিগকে ভদ্রসন্তাননামধারী উদ্ধত ও উন্নতজাতিমাত্রেই কথায় কথায় প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছে, এখন তাহারা কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা সহকারে দুই সন্ধ্যা অন্নাহার করিতেছে! পুরুষানুক্রমে যে সকল সুখ-সেব্য পদার্থে তাহারা এককালে বঞ্চিত ছিল, এখন তাহারা তাহার কিছু কিছু উপভোগে সমর্থ হইতেছে—যাহারা কস্মিন্ কালেও তাম্বূল কাহাকে বলে জানিত না, তাহারা এখন সেই সৌগন্ধ কর্পূরাদি বাসিত পূগপূর্ণ বদনে দিতেছে; দর্পণে মুখ দেখিয়া চিরুণী হস্তে তাহাদের প্রাণাধিকারা কেশ বিন্যাসাদি করিতেছে; কেহ কেহ বা দুই এক খান রৌপ্যালঙ্কার দ্বারাও অঙ্গ ভূষিত করিতে পারিতেছে! হ'লো বা মিসে রোগে পড়িলে মাগী সেই অলঙ্কার বাঁধা দিয়া দশ পাঁচ দিন সংসার চালাইতেছে! এ চিন্তা সুখের চিন্তা—সর্ব্ব শুভদাতা আরো যেন তাহাদিগকে উন্নত অবস্থায় অবস্থিত করেন!

দ্বিতীয়;—সামান্য শিল্পী।

প্রথম শ্রেণীর জন্য যেমন বড় ভাবিতে হইল না, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সকলের নিমিত্ত সেরূপ নিরুদ্বেগ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর উপবিভাগ করিয়া দিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন, ইহার কিয়দংশের নিমিত্ত কি বিশাল চিন্তা উদয় হয়!

স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার, তৈলকার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্পকরগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তন্মধ্যে কাহার কিরূপ অবস্থা অতি সংক্ষেপে একবার দেখা যাউক।

১। স্বর্ণকার।

স্বর্ণকারের সোণার ভাগ্যে চিরকালই সোণা ফলে! "ছাই মুটা ধরে তো সোণা মুটা হয়!" এই যে প্রাচীন প্রবাদ বাক্য, ইহা স্বর্ণকারের পক্ষে যেমন প্রযুজ্য, এমন আর কোথায়? হাপর মধ্যস্থ ও বহিঃস্থ অঙ্গার ও ভস্মমুষ্টি মধ্যে স্বর্ণকারের ভাগ্যে যথার্থই স্বর্ণবৃষ্টি হয়—যে হতভাগ্য গৃহস্থ অলঙ্কার গড়িতে দেন, তিনি যদি শত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া স্বয়ং বসিয়াও চৌকী দেন, তথাপি স্বর্ণকার ছাই মুটা ধরিয়া সোণা মুটা ফলাইতে পারে!

আমাদের কল্যাণীদের কল্যাণ হ'ক্; সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গহনা পরিবার সাধ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, লক্ষ্মীর বরপুত্র স্বর্ণকার ভায়াদের ততই পোয়াবার পড়িতেছে! অতএব তাহাদের জন্য আপনাদের কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না!

২। কাংস্যকার।

কাংস্যকার জাতিরও অবনতির কোনো হেতু ও লক্ষণ দেখি না; বরং বাণিজ্য-প্রধান বন্দর মাত্রেই তাহাদের অবস্থার ঔৎকর্ষই লক্ষিত হয়। যদি বলেন, ইংরাজের দেখাদেখি অনেক বা-

ঙ্গালীর ঘরে কাচের বাসন প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা অদ্যাপি এত অল্প যে ভয়ের কোনো কারণ নাই।

৩। শঙ্খকার।

শঙ্খকারের আর সে প্রাদুর্ভাব নাই। বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল ঘরে "রাম লক্ষ্মণ দু বাউ" শঙ্খের যে এত অসীম আদর ছিল, তাহা আর দৃষ্ট হয় না। এখন প্রদেশ বিশেষের কোনো কোনো শ্রেণীর সুরুচিবতী রূপবতীরাই তাহার মান রাখিয়াছেন মাত্র। কলিকাতার লোক ইহা না জানিতে পারেন, কিন্তু ঢাকা নগরে যাঁহারা গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কাঁসারী পল্লীর ন্যায় তত্রত্য সুবিস্তৃত শাঁখারী টোলা ভ্রমণ কালে শাঁখের করাতের ঘর্ষণ শব্দ আকর্ণনে অবশ্যই বুঝিতে পারেন, যে, অদ্যাপি শঙ্খ মহাশয় পূর্ব্ব বঙ্গ দেশীয় কোনো কোনো শ্রেণীস্থা ললনার মনোহরণে নিযুক্ত রহিয়াছেন! ফলতঃ যদি তালিকা সংগ্রহের উপায় থাকিত, তবে বোধ হয়, এই নেত্ররঞ্জক স্বামী-ঘাতক অলঙ্কারের ব্যবসায়ের এখন চতুর্থ ভাগও যে নাই, তাহা বিদিত হইত। তাহাদের ব্যবসায় ক্রমশঃ ন্যূন হইয়াছে, এক সময়ে সহসা বন্ধ হয় নাই। যে ব্যবসায় অল্পে অল্পে কমিতে থাকে, তাহার স্বত্বভোগীরা তত কষ্ট পায় না—তাহারা সতর্ক হইবার সময় পায়—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের এত গুণ! বিশেষতঃ অদ্যাপি তাহাদের ব্যবসায় এককালে যায় নাই। তজ্জন্যই শঙ্খকার শ্রেণী দুঃস্থ হয় নাই। মঙ্গল বাদ্যের ও অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত শঙ্খের প্রয়োজন বিস্তর; সুতরাং সেই ব্যবসায়ে ও অন্যান্য উপায়ে শাঁখারী জাতি অবনতির হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

৪। কুম্ভকার ও তৈলকার প্রভৃতি।

কুম্ভকার ও তৈলকার প্রভৃতি শ্রেণীও সুখ সচ্ছন্দে আছে। যে বিষয় সকলেই দেখিতেছেন—যাহাতে দ্বিমত নাই, তাহার বাহুল্য অনাবশ্যক।

৫। চর্ম্মকার।

চর্ম্মকার জাতিও নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত হয় নাই। দেশে যেমন বিলাতী বিনামার অনুরাগ বাড়িতেছে, তেমন পূর্ব্বকালে যে সব ভদ্রাভদ্র লোক রিক্ত পদে হাঁটিত, তেমন বহু বহু ব্যক্তি এখন বিনামার আস্বাদ পাইয়াছে—নিতান্ত হলকর্ষক ব্যতীত প্রায় সকলেই পাদুকাধারী হইয়াছে—এমন কি, অনেকস্থলের মুটে মজুর পর্য্যন্ত এই বাবুয়ানার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না! অধিকন্তু যে সমস্ত ইউরোপীয় ও চীন দেশীয় লোক ভারতবর্ষে চর্ম্মপাদুকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তাহারা দেশীয় চর্ম্মকার দ্বারাই আপনাদের পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করায়। সুতরাং চর্ম্মকার জাতির উপার্জ্জন পন্থা প্রসারিত বই আকুঞ্চিত হয় নাই।

৬। সূত্রধর।

সূত্রধরদিগের বিষয়েও ঐরূপ অভিপ্রায় সম্যগ্ প্রযুজ্য।

ফলতঃ তাঁতি ও লৌহকার ব্যতীত আর সকল প্রকার সামান্য শিল্পীগণ ন্যূনাতিরেকে উত্তম অবস্থায় আছে।

ইহা শুনিয়া অনেকে বলিতে পারেন, "তবে তো তোমার দ্বিতীয় অর্থাৎ শিল্পী শ্রেণীর অধিকাংশ সুখী!"

কিন্তু এরূপ প্রশ্নকর্ত্তাকে স্মরণ করিতে হইবে, যে, স্বর্ণকার, সূত্রধর, শঙ্খকার ও চর্ম্মকারের ব্যবসায়ে দেশের যত লোক পূর্ব্বে নিযুক্ত থাকিত, তাহাদের সর্ব্বসমষ্টির অপেক্ষা এক বস্ত্র-বয়ন কার্য্যে বহুগুণে অধিক সংখ্যক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দেশের সকলেই কি অলঙ্কার ও বিনামা পরিধান করে? বঙ্গদেশে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান; একার্দ্ধ যে পুরুষ তাহারা অলঙ্কার পরে না; এবং অপরার্দ্ধ যে স্ত্রী, তাহারা বিনামা ব্যবহার করে না। আবার সেই একার্দ্ধ যে পুরুষজাতি, তন্মধ্যে কয় জন ব্যক্তি পাদুকা পায় দেয়? চাষা ও অপরাপর লক্ষ লক্ষ ইতর জাতি এবং ভদ্রলোকের মধ্যেও অধিকাংশ পুরুষ মূলেই বিনামার সহিত সম্পর্ক রাখে না—বোধ হয়, বিংশতি ভাগের একভাগ পুরুষ মাত্র আবরিত চরণে গমন করে! সেইরূপ, অপরার্দ্ধ যে স্ত্রী জাতি, সেই স্ত্রীজাতির অর্দ্ধেকের বেশী ভাগও বিধবা, তাহারা অলঙ্কার মাত্র স্পর্শ করে না। সধবার মধ্যেই বা স্বর্ণ রূপা কত জন পরিতে সমর্থা হয়? দেশে সর্ব্ব সাকল্যে যত সধবা আছে, তাহার বার আনা কি পিতল কাঁসা বা গিল্‌টীর ভূষা ধারণে বাধিতা হয় না? সুতরাং স্বর্ণকার ও চর্ম্মকারের ব্যবসায় দেশের অতি অল্প লোকের কাজে লাগে!

সূত্রধরের শিল্পও তদপেক্ষা বহুব্যাপী নয়। কয়জন লোকে কড়ি, বরগা, সাসি, খড়খড়ী, খাট, পালঙ্গ, চৌকী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে? যাঁহারা সহরে বাস ও বাষ্পীয় যানে কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন না; যাঁহারা পদব্রজে বিভিন্ন প্রকারের পল্লীগ্রাম দর্শন করিয়াছেন—যাঁহারা এই উপলক্ষে অসংখ্য চাষাগ্রামের অবস্থা স্মরণ করিবেন, আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানিতেছি। তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, যে, দেশের সহস্রাংশের একাংশ অধিবাসীরাও প্রকৃত প্রস্তাবে সূত্রধরের সম্পর্ক রাখে। অবশিষ্ট তাবল্লোকের গৃহে একটা কি দুইটা করিয়া সামান্য দ্বার ও এক হস্ত পরিমিত দুই একটা করিয়া গবাক্ষ ব্যতীত এই শ্রেণীর শিল্পজাত অন্য দ্রব্য কি আছে? সেরূপ দ্বার ও গবাক্ষও অনেকের ভাগ্যে ঘটেনা—অনেকে প্রায় ঝাঁপে আর আগড়েই সে কার্য্য সমাধা করে!

সুতরাং স্বর্ণকার, চর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতির ক্রেতার সংখ্যা বিবেচনা-

তেই তাহাদের নিজের সংখ্যা-সমষ্টি অনুভূত হইতেছে!

৭। বস্ত্রকার।

কিন্তু দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা এমন লোক কে আছে, যাহার বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না? সম্বৎসরে প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত অভাবতঃ চারি খানি করিয়াও পিন্ধন বসনের এবং একখানি করিয়াও গাত্রাবরণের প্রয়োজন আছে! তদ্ব্যতীত জামা, যোড়া, সুদৃশ্য পোষাকাদির কথা তো স্বতন্ত্র—তদ্ব্যতীত মাতৃ-পিতৃ-যজ্ঞ, পূজা, ব্রত নিয়মাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের কাচা কুচি ও সামিয়ানা, পা'ল্, পর্দ্দা প্রভৃতির পরিমাণও সামান্য নহে! এত বড় সুবিস্তৃত বিশাল রাজ্যের সার্দ্ধ ষষ্ঠাধিক কোটী অধিবাসীদিগের বিবিধরূপ ব্যবহার্য্য বস্ত্রবয়ন কার্য্যে যাহারা সহস্র সহস্র বর্ষ নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সংখ্যা যে অন্য সর্ব্বপ্রকারের শিল্পীগণের সমষ্টির প্রায় সমানই হইবে, এবং তাহাদের ব্যবসায় যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইবে, তাহা কি "Statistics" নামা তালিকার সাহায্য না পাইলেও আমাদের অনুমিতি বৃত্তির আনুকূল্যে উপলব্ধ হইতে পারে না? কিন্তু তালিকা দ্বারাও সেই অনুমান সত্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

গতবর্ষীয় বেঙ্গাল এড্মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্টে লিখিত আছে;—

"The number of weaving castes in Bengal are very numerous. The most important are the Jugi, the Tanti, and the Kopali. They are found in greatest number in the districts of Midnapore, 24 Pergunnahs, Sylhet, Tipperah, and Jessore. The total of these castes in lower Bengal is 963,176."

অর্থাৎ বস্ত্রবয়ন কর্ম্মে সার্দ্ধ নব লক্ষের বেশী লোকও নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কুমার দুইলক্ষ একাশী হাজার এবং কামার আড়াই লক্ষের বেশী নয়। তাঁতি যুগী ভিন্ন অন্য যত শিল্পী জাতি আছে, তন্মধ্যে তৈলকার অর্থাৎ তেলি, তিলি ও কলুর সংখ্যাই অধিক। তাহাদের তিনের সমষ্টি প্রায় পৌণে ছয় লক্ষ। অতএব তৈলকার, কুম্ভকার ও কর্ম্মকার, সকলে জড়িয়া একাদশ লক্ষ এবং একা বস্ত্রকার শ্রেণী প্রায় দশ লক্ষ হইতেছে!

বঙ্গীয় তন্তুবায় জাতি সামান্য লোক নহে। ইহাদিগের এমনিপ্রাদুর্ভাব ছিল—ইহারা সহস্র সহস্র বৎসরাবধি স্বজাতীয় শিল্প কর্ম্মে এরূপ সুরুচিবান, এরূপ সূক্ষ্ম কারু, যে, পূর্ব্বকালে ভূমণ্ডলের কোনো বসন-নির্ম্মাতা জাতি ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—ইহারা প্রায় সমস্ত ধরাবাসী ভ্রাতৃগণের লজ্জা নিবারক রূপে খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থ লাভে সমর্থ হইত। যৎকালে বহুপ্রাচীন ফিনিসিয়া নগরী সমুদ্রের রাণী, তখন তাহাকে আর কে কাপড় পরাইত? যখন মহা-

গ্রীস ও মহা রোম ভূমণ্ডলের অধিপতি, তখন তাহাদিগকেও আমাদের তন্তুবায় জাতি বস্ত্র দ্বারা ভূষিত করিয়াছে; যখন হল্যাণ্ডের প্রাদুর্ভাব—তৎপরে যখন পর্চুগ্যালের প্রাধান্য, তখনও বঙ্গের তাঁতি তাহাদের কটি আবরণের কাজে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে; সর্ব্বশেষে যখন ইংলণ্ড ঐ উভয় দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অর্ণব রাজ্যের আধিপত্য-পতাকা অতি উচ্চ গুণবৃক্ষে উড়াইল, তখনও সেই গৌড়ীয় তাঁতি বই গতি ছিল না!

কিন্তু হায়! কালে সকলই সম্ভবে! সংসারের গতি করাল কালের চালনায় রথ-চক্রের ন্যায় উল্টী পাল্টী ঘুরিতেছে—পর্ব্বত ডুবিয়া গভীর গহ্বর ও গভীর গহ্বর ঠেলিয়া উঠিয়া পর্ব্বতে পরিণত হইতেছে—দাতা গৃহীতা ও গৃহীতা দাতা হইয়া যাইতেছে! সেই অচ্ছেদ্য ঘটনা সূত্রে, যে বঙ্গীয় তাঁতি ইংলণ্ডের উলঙ্গ অধিবাসীগণকে বস্ত্র পরাইয়াছে, সেই তাঁতি এখন হাহা রবে তাঁত ছাড়িয়া বাজারে গিয়া বিলাতী ধুতি, সাটী, থান আনিয়া সপরিজনে লজ্জা নিবারণ করিতেছে!

আমি বলিয়াছি "হা হা রবে তাঁত ছাড়িয়া।" হা হা রবে কেন?—বেস্ তো, সুলভ বস্ত্র পাইল, আপনারা আর বুনিল না, ক্রয় করিয়া আনিল; তাহাতে হা হা রব কেন?

হা হা রব এই জন্য, যদি বস্ত্র ব্যতীত সংসারে আর কিছুর আবশ্যকতা না থাকিত, তবে বটে তাহাদের হা হা রব নিঃসারণ করা অন্যায় হইত! কিন্তু পোড়া উদর যে বুঝেনা—পোড়া সমাজ যে লোক লৌকিকতাও ছাড়ে না! সেই দুইটার সন্তোষের নিমিত্ত বস্ত্র ব্যতীত আর বহুপ্রকারের সামগ্রী যে চাই! সেই সব নানাবিধ দ্রব্যের জন্য টাকার যে প্রয়োজন! কিন্তু টাকা কি অমনি আইসে? তাঁত না চলিলে তাহাদের আর কোথা হইতে টাকা আসিবে? তাহাদের ইচ্ছাতেই তো তাঁত চলিবে না—দেশের লোক যে বিলাতী সস্তা কাপড় পাইয়া তাহাদের তাঁতের কাপড় আর ক্রয় করে না! সুতরাং অন্নাভাবে আর মান সম্ভ্রম সমর্থনের উপায়াভাবে নিতান্ত বিপন্ন দশায় পড়িয়া—নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অন্তর্দাহের জ্বালায় আপনা আপনি তাহাদের মুখ হইতে হা হা ধ্বনি বিনির্গত হয়!

আমাদের তন্তুবায় শ্রেণী দশলক্ষ লোকে পূর্ণ। সেই দশ লক্ষের যে নিদারুণ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্তই বর্ণনাতীত। দাবানল-বেষ্টিত বনচরগণ যেমন কোন্ দিগে ছুটিয়া গেলে প্রাণ রক্ষা করিতে পাইবে জানে না, তাহারা অভিন্ন সেইরূপে জঠরানলের নিদারুণ সন্তাপে কি করিলে এক মুষ্টি আহার পাইবে, জানিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিগে ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে! এক বৎসরের অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় অত্যন্ত

ব্যথিত হয়, কিন্তু আমাদের নিরীহ তন্তুবায় জাতি বারমেসে দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মহা যুদ্ধ কালে তুলার অভাবে ম্যাঞ্চাষ্টারের সূতার ও কাপড়ের কল চলিল না, এক বৎসর মাত্র নিষ্কর্ম্মা হওয়াতে তত্রত্য শ্রমজীবীগণের মৃতকল্প কষ্ট হয়—সেই ক্লেশ নিবারণার্থ ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া যায়—স্থানে স্থানে চান্দা সংগ্রহের সভা হয়,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া তাহাদের রুটী সংস্থান করিয়া দেওয়া হয়! কিন্তু হায়! আমাদের গ্রামে গ্রামে তেমন ম্যাঞ্চেষ্টারের দুর্ভিক্ষ কয়েক বৎসরাবধি নিত্য চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেহ দেখিবার লোক নাই—তাহারা ভীরু বাঙ্গালী, তায় হাবা তাঁতি; চীৎকার জানে না, তাহাদের হইয়াও কেহ চীৎকার করে না, করিলেও কেহ শুনে না, শুনিলেও সভা টভা কিছুই তো হয় না—ধর্ম্ম ভাবিয়াও এক পয়সা কেহ দেয় না!

হায়! সহস্র সহস্র বৎসর যে জাতি সমগ্র অবনীমণ্ডলকে পরিধেয় যোগাইয়া আসিতেছে, সহসা যে তাহাদের দশা এমন হইবে, ইহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই! এত একাধিপত্য হইতে এককালে এত অনাথের অবস্থা, একি সামান্য পরিতাপ!

ম্যাঞ্চেষ্টারে কল বসিয়াছে বলিয়াই কি তাঁতিদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে?

হাঁ, তাহাও এক কারণ বটে, কিন্তু অনুমান হয়, সুদ্ধ সে ঘটনাতেও এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। সেই কলের সঙ্গে কিছু বলের আর কিছু ছলের সহযোগ হওয়াতেই গোদের উপর যেন বিস্ফোটক হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার যে দ্বীপের একটী নগর সেই দ্বীপাধিপ নরপতি যদি ভারতের অধীশ্বর না থাকিতেন সুতরাং তদ্দ্বীপবাসী প্রভূত বীর্য্য চাতুর্য্যশালী স্বাধীন ইংরাজ জনগণ যদি একমাত্র স্বদেশীয় বণিক ও শিল্পীর মঙ্গলের দিগেই দৃষ্টি না করিতেন, তবে ল্যাঙ্কেসায়ারের মহা মহা যন্ত্রের সৃষ্টিতেও আমাদের তাঁতিকুলের এত ঘোর রিষ্টি ঘটিত না এবং হয় তো অধিক বিক্রয়ের স্থানাভাবে তত্রত্য কলের অত পুষ্টি হইতেও পারিত না!

এই সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ কথা বলেন এবং বিভিন্ন মতাক্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরা ইহা লইয়া কতই বাদানুবাদ করেন।

এক পক্ষ বলেন, আমাদের রাজপুরুষেরা যদি শুল্ক সম্বন্ধীয় নিয়ম সংস্থাপনে পক্ষপাত শূন্য অর্থাৎ স্বদেশীয় লোকের মুখ না চাহিয়া যে রাজ্য শাসন করিতে আসিয়াছেন, সেই রাজ্যের প্রজানিকরের প্রতি ন্যায়াচরণ ও দয়াবৃত্তি সঞ্চালন সহকারে শুল্কের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতেন, তবে আর এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত না।

পক্ষান্তরে ইহার প্রতিবাদে এইরূপ বলা হয়, যে, গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র

দোষ নাই; বস্ত্র প্রস্তুত করণে এদেশে হস্ত, সে দেশে কল; হস্ত-নির্ম্মিত বস্তু কি যন্ত্রোৎপাদিত বস্তুর নিকট তিষ্ঠিতে পারে? কি কারুকার্য্য, কি উৎপন্ন দ্রব্যের পারিপাট্য, কি পরিমাণ, কি সংখ্যা, কি মূল্য কিছুতেই হস্তজাত পদার্থ যন্ত্রজ দ্রব্যের সমকক্ষ হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি শুল্কের গুরু ভার চাপাইয়া দেন, তথাপি যন্ত্রজ বস্তু হস্তজাত দ্রব্যের অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইবে। অতএব যে দিন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার সেই সূত্রযন্ত্র ও বস্ত্রযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই দিনাবধি জানিবে তোমাদের দেশের তন্তুকাণ্ঠের অধিকাংশ ইন্ধন কাষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে—সেই দিনাবধি জানিবে, ভারতের অতি প্রাচীন বস্ত্র ব্যবসায়টী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে! তাঁহারা আরো বলেন, "তোমরা বৃথা কেন তাঁতির জন্য রোদন কর, তাহাদের বিপদ অপ্রতিবিধেয়; সুতরাং বিফল করুণা না করিয়া—মিছামিছি হাত পা আছড়াইয়া শরীর ও মনকে কষ্ট না দিয়া তাঁতিদের বল, তাহারা তাঁত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধারণ করুক! ভগবান তোমাদিগকে চাষী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তদনুসারে ভূমি চষিয়া সন্তুষ্ট থাক! আর তিনি ইংলণ্ডকে শিল্পজ পদার্থ প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট যোগ্যতা দান করিয়াছেন, তদধিবাসীরা তাহাই করুক—তোমরা তাহাদিগকে তণ্ডুল, শর্ষপ, তিসি, ভুষি, পাট প্রভৃতি দেও, তাহারা তোমাদিগকে কাচের বাসন; লৌহার অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্রাদি; সূতা ও বস্ত্র এবং মোহকরী মদিরা দানে চরিতার্থ করিতে থাকুন!"

তাঁহাদিগের দুই পক্ষেরই যুক্তি, গবেষণা ও পরামর্শ সংক্ষেপে শুনাইলাম। বড় আক্ষেপের বিষয়, এতন্মধ্যে একটা মধ্যস্থতা করিবার সাবকাশ পাইলাম না। বিশেষতঃ আমাদের দুর্ভাগ্য জন্মভূমি সুদ্ধ কৃষির স্থান, কি শিল্প, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি মনুষ্য লোকের উৎকৃষ্ট গুণ ও সম্পত্তির আধার, তাহা দেখাইবার অত্যন্ত বলবতী বাসনা সত্ত্বেও প্রস্তাবের দৈর্ঘ্যভয় ও সময়াভাব, উভয় কারণেই অদ্য তাহা পারিলাম না; সময়ান্তরে সে প্রসঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। আপাততঃ কেবল সমালোচিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন, তদুত্তরে কিঞ্চিৎ বলিতে বাধ্য হইতেছি।

তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্টের দোষ নাই, বাণিজ্যের স্বাভাবিক নিয়মে এদেশীয় বস্ত্রকারগণের ক্ষতি ঘটিতেছে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যে নিতান্ত নির্দ্দোষী, তাহা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ ভাবে শুল্কের নিয়ন্তা হইলেও বিলাতী বস্ত্র তথাপি এরূপ সুলভমূল্যে বিক্রীত হইবে, এই যে কথা ইহা কোনো কাজের কথা নয়। আমার বোধে, শুল্কের চাপ পড়িলে ম্যাঞ্চে-

ষ্টার এখন যত সস্তা বেচিতেছেন, তখন তাহা পারিবেন না, অবশ্যই দর চড়াইতে হইবে। তদবস্থায় এদেশীয় বস্ত্রের মূল্যাপেক্ষা বিলাতী বসন অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় সুলভ থাকিবে মাত্র। তখন এক যোড়া দেশী ধুতি যদি তিন টাকায় বিক্রীত হয়, সেই ধাতুর বিলাতী ধুতি ২৷৷০ টাকার ন্যূন মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে না। কয়েক আনা মাত্র বিভিন্ন। কিন্তু সকলেই জানেন, বিলাতী কাপড়ের অপেক্ষা দেশী বস্ত্র কেমন সুশ্রী ও কত দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং কয়েক আনা বেশী দিয়া লোকে যদি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাইতে পারে, তবে কেন আর দেশী ছাড়িয়া বিলাতী লইবে? ম্যাঞ্চেষ্টারের যন্ত্রাধ্যক্ষগণ ইহা উত্তমরূপ জানেন, এই জন্যই স্বজাতীয় রাজপুরুষগণকে নিরপেক্ষ হইতে দেন না! এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ নিয়ম স্থাপনে সাহসী হন না!

ভাল, এক কথা জিজ্ঞাসা করি। যদিও গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ হইলে তাঁতিদের কোনো উপকার না হয়, তাহা বলিয়া সভ্যতম খ্রীষ্টান নিয়ন্তাগণ কি পক্ষপাত দোষে দোষী হইবেন? তাঁতিদের উপকার হউক বা না হউক, তাঁহারা কেন ন্যায় ও দয়াসঙ্গত নিয়ম করিয়া ধর্ম্মের দ্বারে মুক্ত থাকুন না!

গবর্ণমেণ্ট সুদ্ধ এই অঙ্গেই দোষী নহেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে আমাদের আর একটী অভিযোগ আছে। তাঁহারা আমাদের রাজা, এ রাজ্যের ছোট বড় সকল শ্রেণীই তাঁহাদের পালিত প্রজা। কোনো সামাজিক, রাজকীয় বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কারণে কোনো অধীনজাতির যদি ঘোর অনিষ্ট ঘটে, তবে কি সাধ্যমত চেষ্টা দ্বারা তাহার নিবারণ করা রাজার কর্ত্তব্য কাজ নয়? দৈব বিগ্রহে দুর্ভিক্ষ কি মহামারী ইত্যাদি ঘটিলে তৎপ্রতিবিধানার্থ কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় ও যৎপরোনাস্তি কায়িক মানসিক পরিশ্রম করা যখন রাজার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল, তখন মানুষিক বিড়ম্বনা জনিত দুরবস্থা দূর করা তো শত গুণে অধিক কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের তাঁতি বংশে তাহাই ঘটিয়াছে। অপর দেশের কলের জন্য বঙ্গদেশের দশ লক্ষ প্রজা একপ্রকার নিরন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ইহা তো দৈব উৎপাত নয়, মানুষিক উৎপাত। ইহার প্রতিবিধান তো সহজ কথা। বাণিজ্যের স্বাধীনতা নাশ করিতে হয় না, অথচ বিপদও থাকেনা, এমন উপায় অনায়াসেই হইতে পারে। সে উপায় আর কিছুই না, এদেশীয় লোককে যন্ত্র নির্ম্মাণের, যন্ত্র স্থাপনের এবং যন্ত্র চালনার কৌশল শিখাইবার উপায় করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে এদেশে এদেশীয় প্রজাগণ দ্বারা যন্ত্র স্থাপিত হয়, তৎপক্ষে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা।

যদি বলেন, প্রজারা কেন আপনারা শিখুক না, গবর্ণমেণ্ট কেন শিখাইবেন? কেনই বা উপায় করিয়া দিবেন? তদুত্তর এই এক কথাতেই হয়, যে, সখ্ করিয়া বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক সাহিত্য, ইতিহাসাদি শিক্ষা দেওয়া যখন কর্ত্তব্য হইতেছে, তখন লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন রক্ষার নিমিত্ত একটা শিল্প বিদ্যার অধ্যাপনা ও প্রবর্ত্তনা কি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর নহে?

এ প্রস্তাবে প্রতিপক্ষবাদীরা অন্যপ্রকারের একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এদেশে সূতা কি বস্ত্রের কল হইবার নহে। ঘুসুড়ী প্রভৃতি কলিকাতার সান্নিধ্য দুই এক স্থলে ইউরোপীয় বণিকগণ দুই একবার ঐরূপ যন্ত্র স্থাপন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত সুতরাং ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াই এবং ইহা দেখাইয়াই তাঁহারা সুদৃঢ়রূপে ঐ নিরাশার কথা কহেন। তাঁহাদের মতে এদেশে যন্ত্র আনয়নের বহুব্যয় এবং যন্ত্র সঞ্চালনের নিমিত্ত ইউরোপীয় যন্ত্রী, অধ্যক্ষ ও ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির অধিক বেতন ইত্যাদি কারণে ম্যাঞ্চেষ্টারের ন্যায় স্বল্প মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় সম্ভবে না; অথচ অধিক মূল্যে বেচিতে গেলে ক্রেতা পাওয়া যায় না; সুতরাং কল চালানো অসম্ভব।

তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলেন, যেমন দুই চারিজন ইউরোপীয় রাখিতে বেশী বেতন লাগে, তেমন অন্যান্য অঙ্গে ম্যাঞ্চেষ্টারের যন্ত্রাধ্যক্ষ অপেক্ষা আমাদের বিস্তর সুসার আছে। এখান

হইতে গাঁইটবন্দির ব্যয়, রপ্তানির ব্যয়, জাহাজভাড়া, বিমা, হুণ্ডির খরচা ইত্যাদি দিয়া তুলা লইয়া গিয়া সূতা কি কাপড় প্রস্তুত করিতে এবং পুনর্ব্বার ঐ সমুদয় খরচা স্বীকার পূর্ব্বক তাহা পাঠাইয়া দিতে যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়; এদেশের তুলা এদেশেই সূতা কাটিয়া এদেশেই বস্ত্র বুনিয়া ফেলিতে সে টাকা তো বাঁচিয়া যায়। তাহা কি, ইউরোপীয় তত্ত্বাবধারক ও প্রধান যন্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণকে যাহা দিতে হইবে, তদপেক্ষা বহু পরিমাণে বেশী টাকা নয়? আবার ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে যে সব শত শত গোরা লোক কাজ করে, তাহাদিগের বেতন এদেশীয় কলে তাঁতি প্রভৃতি যে সমস্ত লোক কর্ম্ম করিবে, তাহাদের মজুরি অপেক্ষা অবশ্যই অনেক অধিক, সন্দেহ নাই। এতবিধ বিষয়ে ব্যয় লাঘব সত্ত্বেও এদেশে কল চালাইতে কেন যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পূর্ব্বে যাঁহারা অসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষতির অপর কোনো বিশেষ হেতু অবশ্যই থাকা সম্ভব। হয়তো তাঁহারা সুবিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন নাই; হয়তো সেই সেই কোম্পানি বুঝিয়া শুঝিয়া উপযুক্ত অধ্যক্ষ সভার হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করেন নাই; হয়তো তাঁহারা এককালেই বিস্তর ইউরোপীয় নিয়োগ দ্বারা অমিতব্যয়িতার অধীন হইয়াছিলেন; কিম্বা হয়তো অন্য

কোনো গূঢ় কারণ তাঁহাদিগের সাফল্যের পথে বিঘ্নরূপে দাঁড়াইয়াছিল। যাঁহারা কথায় কথায় তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত তুলিয়া নবোৎসাহ ও নবোদ্যোগ রূপ অগ্নিতে শীতল বারি নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা কি বিশেষরূপে তাঁহাদিগের অসিদ্ধির কারণানুসন্ধান বা তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন? কি এ পর্য্যন্ত কেহই কি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন? বোধ হয়—না; বোধ হয় ইউরোপীয় বণিকের উদ্যম বলিয়া লোকে ভাবিয়া থাকেন, যে, অবশ্যই যথাবিহিতরূপে কাজ করা হইয়াছিল; বোধ হয়, গুপ্ত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া সাধারণ বিজ্ঞাপন ও জনরবের প্রতি নির্ভর করিয়াই এই শুভহারী মহা বিঘ্নকারী মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে!

আমরা এত দিন একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না; আমরা বহু বৎসরাবধি যন্ত্রস্থাপনের নিতান্ত আবশ্যকতা ও সাফল্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে মনে আন্দোলন ও অনুধ্যান করিয়াও হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে ফুটিতে পারিতাম না; আমাদিগের দিকে অকাট্য গুরুতর যুক্তি আছে জানিয়াও প্রতিবাদী পক্ষের লঘুতর যুক্তিবাদ ও আপত্তিবাদ ছেদন করিবার উপযুক্ত শাণিত অস্ত্র পাইতাম না! এখন তাহা পাইয়াছি—এই জন্য এখন তাহা ফুটিতে পারিতেছি—এখন দৃষ্টান্তের প্রতিমুখে দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাদের অনর্থ যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হইতেছি!

যে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কথা বলিলাম, উহা কি? যে শুভ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, উহাই বা কি, এক্ষণে তাহা বলিব। সে আর কিছুই না, বোম্বাই প্রদেশে যে সব যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে ও দিন দিন আরো হইতেছে, তাহারি কথা। ধন্য বোম্বাইবাসী যশোরাশি স্বদেশ-হিতৈষী ধনরাশি মহাত্মাগণ! ধন্য, ধন্য, শত ধন্য, প্রাণের সহিত তোমাদের উদ্দেশে শত সহস্র ধন্যবাদ ঘোষণা করিতেছি! তোমাদিগের সাহসকে ধন্য! তোমাদিগের স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিকে ধন্য! তোমাদিগের চিত্তবলকে ধন্য! তোমাদের ধনের সার্থকতা-সাধক উন্নত বুদ্ধিকে ধন্য! তোমাদের ঐক্যবলকে শত ধন্য! সর্ব্বশেষে তোমাদিগের ইংরাজী শিক্ষাকে শত সহস্র ধন্য!

তোমরাই যথার্থ ইংরাজী শিখিয়াছিলে; ইংরাজী শিখিয়া যাহা যাহা করিতে হয়, সেই সব কর্ত্তব্য-গিরির সর্ব্বোচ্চ চূড়া স্বরূপ যে অনুষ্ঠান, তোমরা তাহারই শুভ সূত্রপাত করিয়াছ! তাই বলি—তাই আবার বলি, তোমরাই যথার্থ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলে! আমরা কেবল তোতাপাখী—রঙ্গভরা এই বঙ্গের আমরা কেবল মিল্‌টন, সেক্ষপীর, হ্যামিল্‌টন, মিল, বেন্থ্যাম ও ম্যাল্‌থস প্রভৃতির বুলিগুলি উত্তম আওড়াইতে পারি—ভারত মাতার সকল সন্তানের চেয়ে পরিস্কাররূপে ডাকিয়া, হাঁকিয়া, জাঁকিয়া, গলা ছাড়িয়া, হাত নাড়িয়া ভালরূপে আওড়াইতে পারি—আমরা তাহারি গ্যাদায় ফাটিয়া মরি!

হে বোম্বাইবাসী প্রাণের ভ্রাতৃগণ! ইংরাজী শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া তোমরাই তাহার সার নবনীত সদৃশ প্রকৃত ঐক্যামৃত তুলিতে পারিয়াছ! আমরা কেবল উপন্যাস আর কাব্যামৃত পানে বালকের ন্যায় মুগ্ধ আছি! আমরা যদিও ঐক্য-পীযুষের আস্বাদন করিতে চাই, তবে কিসে? তাহার পানপাত্র কি? কোথায় বসিয়া কিরূপে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হই? তোমাদের ন্যায় আমাদের মহদনুষ্ঠান রূপ পানপাত্র নাই, আমাদের মুখের কথাই সর্ব্বস্ব; তোমাদের মত আমরা ব্যবহারিক শিল্পালয়ে বসিয়া পান করিনা, আমাদের বিদ্যা ছট্‌কাইবার ও গবর্ণমেণ্টের দ্বারে দরখাস্ত দ্বারা ভিক্ষা চাহিবার জন্য বড় বড় সভা আছে, সেই সভাগৃহে বসিয়া ঐক্যামৃত পান করিয়া তাপিত জীবন যুড়াইয়া মহা স্পর্দ্ধা-মনে ঘরে ফিরিয়া আসি! তোমাদের মত আমরা যথার্থ স্বাধীনতা-সাধক ও জাতীয় তেজ-উৎপাদক উন্নতির উদ্যম যোগে ঐক্যামৃত পান করি না, আমাদের প্রণালী স্বতন্ত্র;—আমরা বরং স্বাধীনতা শোষক অধীনতা-বর্দ্ধক চাটুকারিতা দ্বারা এবং লোক দেখা'নে ও ইংরাজ ভুলা'নে গোটা কত দান ধ্যান ভাক্তদয়ার কার্য্য করিয়া রায়বাহাদুর ও রাজা উপাধি পাইবার আশায় সমস্ত জীবন লালায়িত হইয়া বেড়াই—সে উপাধি পাইবার পূর্ব্বে ও পরে, সকল সময়েই আমাদের হাত পা বাঁধা!—যাহাতে পুরস্কর্ত্তা প্রভুর অণুমাত্র অসন্তোষ জন্মাইতে পারে, তেমন কাজে আমাদের লিপ্ত হইবার যো নাই—বড় জোর সভা করিয়া সভার নামে আবেদন প্রেরণ—তাহাতে একা কিছু দোষী নই, গোলেমালে ধরিতে ছুঁইতেই আমি নই! অতএব আমরা কি তোমাদের ন্যায় খপ্ করিয়া অত বড় কাজটা করিয়া ফেলিতে পারি?

হা কলিকাতা! তুমি না ভারতের রাজধানী? বোম্বাই নগর না তোমার কনিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট? তুমি না আগে ইংরাজী শিখিয়াছ? তুমি না আগেই সভ্য হইয়াছ? তুমি না সর্ব্বাগ্রে মুদ্রাযন্ত্র, সম্বাদপত্র, রাজকীয় বিষয়ালোচক সভা, ধর্ম্ম সংস্কারক সমাজ প্রভৃতি মুখে আর কলমে যত দূর হয়, সে সব সৃষ্টি করিয়াছ? তুমি না সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা বড়? তবে কেন কাজের মত কাজের বেলা—প্রকৃত ব্যবহারিক উন্নতির কাজের বেলা জড় সড় হইয়া পিছু হটিয়া পড়? তুমি শ্রেষ্ঠ পদে অধিরূঢ় হইয়া শ্রেষ্ঠতার অভিমানে পরিপূর্ণ থাকিয়াও নামানুযায়ী পদ রক্ষায় যত্ন করিলে না? তোমার নিম্নশ্রেণীর জনপদ তোমার উপরের শ্রেণীতে উঠিল, তুমি অনায়াসে নিস্পন্দ শরীরে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছ!

হা ভারতের মহান্ আশার স্থল কলিকাতা! তোমার এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই! তুমি কোথায় পথ প্রদর্শক হইবে, না খঞ্জের ন্যায় বসিয়া রহিলে! কোথায় তোমার দেখাদেখি আর সকলে উন্নতি-তীর্থের যাত্রী হইবে, না তোমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া তোমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহারা চলিল! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ দেখি, তোমার কনিষ্ঠ কিন্তু গুণ-গরিষ্ঠ শ্রীবোম্বাই কি কার্য্য করিতেছে? বোম্বাই দেখিতে দেখিতে ১৮ টী মহা যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে। তাহার মূলধন দুই কোটী সওয়া চারি লক্ষ টাকা। তাহাতে চারি-হাজার আটশত তিরাশি খানি তাঁত চলিতেছে। তদ্ব্যতীত আর ১৭ টী কল বসাইবার উদ্যোগ হইতেছে। তন্মধ্যে ছয়টী প্রায় প্রস্তুত। এই সপ্তদশটীতে আরো দুই কোটী টাকা খাটিবে। অল্প কালের মধ্যে বোম্বাই চারি কোটী টাকার মূল ধন বাহির করিয়া স্বদেশের পূর্ব্ব মান সমর্থন, স্বদেশীয় বস্ত্র নির্ম্মাতাগণের জীবিকার উপায় এবং বৎসর বৎসর স্বদেশ হইতে বস্ত্রের মূল্য স্বরূপ সাত আট কোটী টাকা যে ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইত, তাহাতে দেশ যে ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছিল, দেশের সেই টাকা দেশের মধ্যেই রাখিতে আশাতিরিক্ত রূপে যত্ন ও অধ্যবসায়শীল হওয়াতে, আমাদের আনন্দ, আশীর্ব্বাদ, শুভ-প্রার্থনা এবং কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছে!

[ইহার পর অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে, কিন্তু প্রস্তাব দীর্ঘ হওয়াতে আমরা দুঃখের সহিত ইহার শেষ ভাগ আগামী সংখ্যার নিমিত্ত রাখিতে বাধ্য হইলাম।]

প্রাপ্ত।

বিভাণ্ডক-ক্রোধ।

১

ঋষিবর! যবে তুমি ধ্যানেতে মগন,
আছিলে মানস-বৃত্তি করিয়ে সংযত,
জানি নিজ যোগ বলে সুত-পলায়ন,
ক্রোধেতে জ্বলিলে দীপ্ত হুতাশন মত।
সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তব প্রাণের তনয়,
একমাত্র হায় তব নয়নের মণি,
যার মুখ তব কাছে সদা প্রেমময়,
হরেছে তাহারে দুষ্টা বারবিলাসিনী।

২

যার হিত তব এক জীবনের ব্রত,
ডরিতে না প্রাণ দিতে যেই সুত তরে,
যেই ছিল এককালে সদা যোগে রত,
বেশ্যাগণ হরে, হায়, সেই ঋষিবরে!
এ হেরি উঠিলে তুমি হ'তে যজ্ঞস্থান,
জ্বলিল তোমার হায় ভীম ক্রোধানল,
চাহিলে ঘূর্ণিত চক্ষে—দাবাগ্নি সমান—
তার তেজে চরাচর পুড়িল সকল।

৩

যে দিকে ফিরালে আঁখি—হইল শ্মশান।
পর্ব্বত, কানন, গৃহ হ'ল মরুময়,
স্থলচর, জলচর তেজিল পরাণ,
বিষম ভীষণ দৃশ্য সব অগ্নিময়।
দ্রুত পদক্ষেপে চলি নিজ সুত তরে
যাইলে যেখানে এবে ঋষ্যশৃঙ্গ হায়,
প্রশমিল ক্রোধ তব, হেরি পুত্রবরে
দিয়াছেন লোমপাদ শান্তা দুহিতায়।

৪

কেন মুনিবর! তব ক্রোধ প্রশমিল?
কেননা পোড়ালে হায় অভাগা ভারতে?
কেন তব ক্রোধ-অগ্নি সহসা নিবিল?
অধীনতা-হুতাশনে আবার পোড়াতে?
হায়রে! কেন গো তুমি ভস্মের সমান
করিলে না ভারতেরে, দীপ্ত ক্রোধানলে?
তাহা হ'লে হায়! পরাধীনতা পাষাণ
বহিতে হ'তনা আর এবে বক্ষঃস্থলে!

শ্রীমণি—

প্রাপ্ত।

নাগাশ্রম সম্বন্ধে

ভারত-সংস্কারকের উক্তি বিষয়ে উক্তি।

মধ্যস্থ মহাশয়!

ঈসপের মাণিকযোড় ও খেঁকশেয়ালের গল্পটী অনেকের জানা আছে। প্রিয়বন্ধু মাণিকযোড়কে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় বিবরে লইয়া গিয়া ধূর্ত্ত শৃগাল একটা চেপ্‌টা পাত্রে মাংসের ঝোল ঢালিয়া খাইতে দিল। মাণিকযোড় সরু ঠোঁঠে চেপ্‌টা পাত্রে ঠোকর মারিয়া কত খাইবে? তাহার ভোজনই হইল না। কিন্তু শৃগাল রসনা দ্বারা ঝটিতি চাটিয়া খাইল এবং এই বলিয়া মিত্রকে পরিহাস করিল "কেন বন্ধো, খাইতেছ না কেন? লজ্জা কি? খাও না!" ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর বাটী নূতন জামাই আইলে তামাসাচ্ছলে কলার এটে কাটিয়া ডাব, পিপুল পাতায় পান এবং চূণ-কেও দধি করিয়া খাওয়াইলে নব জামাতা যেমন ঠকিতে ও সহ্য করিতে বাধিত হয়, মাণিকযোড় সেইরূপে বন্ধুর তামাসা সহ্য করিল।

কিন্তু যৎকালে মাণিকযোড় প্রতিপরিহাস স্বরূপ শৃগাল মিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী গলা-সরু পাত্রে ঝোল রাখিয়া খাইতে দিল, তৎকালে শৃগাল ক্রোধে অন্ধ হইয়া বন্ধুর ঘাড় মট্‌কাইতেও ইচ্ছা করিয়াছিল!

কৈশব সম্প্রদায় শেষোক্ত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা দেবেন্দ্র বাবুর পুত্রের পৈতা এবং কান্তগিরি মহাশয়ের ও নবগোপাল বাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে, তথা আরো কোনো কোনো প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের সুপবিত্র প্রকাশ্য পত্র যোগে

যে সব রস, রঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ বিদ্রূপাদি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সাধারণ পাঠক সমাজ বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন।

বিগত ৬ ই ভাদ্র দিবসীয় ভারত-সংস্কারক পত্রে কোনো লেখক মহাশয় সুলভ সমাচারের কোনো কোনো পুরাতন সংখ্যা হইতে ঐরূপ দুই চারিটা রসিকতা উদ্ধার পূর্ব্বক যে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সকল না হউক, অধিকাংশই আমাদিগের অনুমোদনীয়; স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এস্থলে ঐ উদ্ধৃত বাক্যাবলীর কয়েকটা উদ্ধৃত হওয়া আবশ্যক হইতেছে। যথা;—

"ব্রাহ্মদিগের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হওয়ার পর স্ত্রী-মর্য্যাদাকারী সুলভ সমাচার সম্পাদক ১২৭৯ অব্দের ২রা শ্রাবণের পত্রে এই (রসিকতার) কথা গুলি লিখিয়াছেন "নাকে কাণে আষ্টে পীষ্ঠে ললাটে চৌদ্দ জায়গায় উল্‌কি দিয়া সাজান, বর্ণ-জ্ঞানহীন, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ভগিনী, কপিশ বরণী, পেচক বদনী, বিড়াল নয়নী, বায়স ভাষিণী, কচ্ছপগামিনী, বাগ্যদরীর জননী অসভ্য রমণীকে লইয়া রিফর্ম্মেসন করিতে বাহির হওয়া আর কাচা পরিয়া মাথা মুড়াইয়া গয়ায় পিণ্ড দিতে যাওয়া উভয়ই সমান!" ইত্যাদি। প্রচারকদিগের কেহ কেহ ইহা পড়িয়া লেখকের অত্যাশ্চর্য্য রসিকতা শক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। * * * সুলভ সমাচার বিলাতের ফেরতদিগকে "গুইরাম বাবু"—নবগোপাল মিত্রকে "নসিরাম" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছেন! * * * একজন বিলাতের ফেরত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের স্ত্রী সূতিকা গৃহে কি বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণ করিয়া সুলভ সমাচার "ফাদার রে" "মাদার রে" "আই ডাই রে" প্রভৃতি লিখিতে যখন সঙ্কুচিত হইলেন না, তখন সাপ্তাহিক সমাচারের একজন তরলমতি পত্র প্রেরক হাঁড়ির ইঙ্গিত করিবেন আশ্চর্য্য কি? সুলভসমাচার স্বয়ং "ষোড়শোপচারে রঙ্গপুরের বাবুর শ্রাদ্ধ" করিলেন; মিস্ একরয়েডের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাঁহারা সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা "এক মাস তিন দিনের পর বিবির সদ্গতি করিয়া শুদ্ধ হইলেন" লিখিলেন; বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরির গলায় দড়ি কলসী দিলেন; এই সকলের অনুকরণ এখনও অবশিষ্ট আছে। সুলভ সমাচার যত প্রকারে কুদৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে গেলে পুস্তক প্রমাণ হইয়া উঠে! যাঁহাদের আরো জানিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সংক্ষেপতঃ বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরির কন্যার বিবাহ; ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বিবরণ; বাবু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক বক্তৃতার এবং বাবু কালীমোহন দাসের বেথুন সোসাইটীর বক্তৃতার সমালোচনা ইত্যাদি পাঠ করিলেই বিলক্ষণ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।"

এইরূপে তাঁহারা বার বার চেপ্‌টা পাত্রে ঝোল ঢালিয়া মানিকযোড়কে দিয়াছেন, এখন কেঁড়েলের "নাগাশ্রমের অভিনয়" নামা গলা-সরু পাত্রে ঝোল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া অভদ্র লেখক টেখক বলিয়া প্রতিপরিহাসকারীর ঘাড় ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন!

যদি বলেন, ভারতসংস্কারক সম্পাদক তো সুলভের লেখার দায়ী নন; কিন্তু তিনিও তো তাঁহাদের একজন! তবে তিনি না হয় শান্ত ও ধীর-প্রকৃতি বিদ্বান—তিনি আপনি হাসেন না, কাহাকেও হাসাইতে জানেন না—তিনি ঠাট্টা মাট্টা ভাল বাসেন না—তিনি গম্ভীর। এজন্য নাগাশ্রমের অভিনয় দর্শনে চটিতে পারেন। কিন্তু যখন যখন দুর্ল্লভ রসিকতা-বল্লভ তাঁহাদের নিজের সুলভ ঐ সকল সরস পরিহাসের সৌরভ বিস্তার করেন, তখন তিনি কোথায় থাকেন? তখন কি কখনো প্রিয়বন্ধু সুলভ-সম্পাদককে অভদ্র লেখক বলিয়াছেন? তখন কি তাঁহার সাধুতা ও সুরুচি-প্রবণতা অভদ্রতার ধ্বনিতে আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই? তখন কি বঙ্গীয় সম্বাদ পত্রকে ও বঙ্গীয় সমাজকে অতিরিক্ত বিদ্রূপ ও অভদ্র লেখকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার আবশ্যকতা বোধ হইয়া উঠে নাই? অথবা তখন "মাকড় মা'ল্লে ধোকড় হয়" টোলের ভট্টাচার্য্যের এই ব্যবস্থা স্মরণ করিয়া স্বীয় গাম্ভীর্য্য-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র জল আলোড়িত করিতে ইচ্ছা হয় নাই! ফলতঃ তখন যদি "অভদ্র" বাক্য নিঃসারণ করিয়া থাকেন, তবে এখনও পারেন—অবশ্যই পারেন। কিন্তু তখন যদি না করিয়া কেবল এই প্রথম বার তদ্রূপ উক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে কাজটা বড় ভদ্র কাজ হয় নাই! কেননা, "Charity begins at home".

দোষ দেখিলে আত্মপর উভয় স্থলে সংশোধনের চেষ্টা করাই মহতের কাজ—বিশেষতঃ আগে আপন, পরে পর! নতুবা যে ব্যক্তি আত্মগৃহের দোষের প্রতি উপেক্ষা বা প্রশ্রয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পরগৃহের তদ্রূপ দোষের নিমিত্ত ঢাক ঢোল হইয়া "অভদ্র অভদ্র" করিয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে কি ভাল বলে? না মান্য করে? বরঞ্চ বোধ হয়, তাহার ব্যবহারের প্রতি লোকে ঘৃণাই করিয়া থাকে!

আমাদের পাড়ায় একজন প্রবীণ—কেবল বয়সে প্রবীণ ছিলেন; তাঁহার নাম ন-কর্ত্তা! নকর্ত্তার এক পুত্র, বড় আদুরে, নাম প্রতাপ। প্রতাপের প্রতাপে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ জ্বালাতন। প্রতাপ বালক বৃদ্ধ সকলকেই গালি দিত—সমবয়স্য মাত্রকেই মারিত—যে দিন না একটা ঘোর অত্যাচার করিয়া আসিত, সে দিনই নয়। নকর্ত্তার কাছে নিত্য অভিযোগ; কিন্তু নকর্ত্তা তাহাতে কিছুমাত্র বলিতেন না, বরং এই বলিয়া

প্রতিবাসীগণকে প্রবোধ দিতেন, "ও গো সা'রবে গো সা'রবে, বালক বৈতো না!" প্রতাপ আরো প্রশ্রয় পাইল; "তোর বাপকে ব'লে, দেব" ব'লে যদি কেহ ভয় দেখাইত, প্রতাপ তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর দিত "সে দিন তো বলিছিলি, কৈ আমার কি হ'লো?" প্রতাপের আরো প্রতাপ বাড়িল—সে ছোট বড় সকল ছেলেকেই মারিত। একদা অধর নামা বালককে প্রতাপ যেমন মারিল, অধর অমনি ঘাড় ধরিয়া বিলক্ষণ রূপে উত্তম মধ্যম দিয়া দিল—অধর অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান, সুতরাং এমন শাস্তি দিল যে, প্রতাপের বাটীর লোক আসিয়া প্রতাপকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতে বাধিত হইল। নকর্ত্তা শুনিবামাত্র অগ্নি অবতার—তৎক্ষণাৎ ৫।৭ জন চাকর ও রাইয়ত সঙ্গে দুঃখী অধরদের বাটীতে পড়িয়া তাহার মাতার লাউ, ঝিঙ্গা ও কলার গাছ কাটিয়া, চালের খড় ছিঁড়িয়া, অধিক কি, অধরের দুঃখিনী জননীর দৈহিক অপমান পর্য্যন্ত করিয়া অধরকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। সমস্ত রাত্রি জলবিছুটি প্রভৃতির যাতনা দিয়া প্রাতে ছাড়িয়া দিলেন। পাড়ায় ন-কর্ত্তার নামে যে ধন্য ধন্য রব উঠিল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন!

আমাদের বিজ্ঞ ধীর গম্ভীর ভারতসংস্কারক সম্পাদক মহাশয় প্রায় সেই ন-কর্ত্তা! ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্র সম্পাদকগণ স্বজাতীয় লোক কর্ত্তৃক এদেশীয় কাহারো প্রতি ঘোর অত্যাচার দেখিলেও নীরব থাকেন, কিন্তু যদি কোনো এদেশীয় ব্যক্তি ঘুণাগ্রে কোনো সামান্য ইউরোপীয়ের প্রতি কোনো সামান্য অত্যাচারও করে, অমনি খড়্গহস্ত হইয়া এদেশীয় সর্ব্ব সাধারণকে যদৃচ্ছা গালি পাড়েন। ভারতসংস্কারক অতদূর কটূক্তি করেন নাই; কিন্তু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। কেননা, তিনি ধীর, গম্ভীর—যতটুকু বলিয়াছেন, তাহা ধীর গম্ভীর লোকের রিপুর অত্যন্ত উদ্বেল না হইলে নির্গত হয় না!

তিনি কি জানেন না, "লা পর গাড়ি, গাড়ি পর লা!" এবঞ্চ "ইট্ কিল্‌টী মারিলে, পাট্‌কেল্‌টী খাইতে হয়!" তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ সম্প্রদায় অন্য কর্ত্তৃক আপনাদের মতের বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিলে সেই কার্য্যকারীকে অতি অভদ্র রূপে—অতি জঘন্য রূপে গ্লানিবাদ ও কুরসিকতা কণ্টকে বিদ্ধ করিতে থাকেন, এখন তাঁহাদের অতিগমন দোষ দেখিয়া তাঁহাদের প্রসঙ্গ লইয়া যদি কেহ দুইটা পরিহাস করে, তবে তাঁহাদের এত গাত্রদাহ হওয়া উচিত নয়। তাঁহারা যদি দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানাভিমানী, শ্রেষ্ঠ সভ্যাভিমানী এবং শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারকাভিমানী হইয়া পরকুৎসা ও কুরুচিময় পরিহাসের কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে যাঁহার কেঁড়েলি করা অভ্যাস, এমন লোক যো পাইলে ছাড়িবেন কেন? ভারতসংস্কারকের বন্ধুরা

নব ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক, বিশুদ্ধ প্রণালীর উপাসনা-শিক্ষক এবং দেশ, বিদেশ, বিলাত পর্য্যন্তের ধর্ম্ম-সংশোধক, তাঁহাদের চরিত্র নিতান্ত নির্ম্মল—তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক আচরণ নিতান্ত দোষস্পর্শশূন্য—তাঁহাদের সংবাদ পত্র কেবল পবিত্র সৎকথায় পূর্ণ—তাঁহাদের বাক্য উচ্চ ধাতুর ভাব-প্রকাশক হওয়াই সঙ্গত। তাহা না হইয়া অতি সামান্য সামান্য সূত্রে স্বদেশীয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি যদি পাঁচালীর ছড়া পাঁথিতে ও লহর গাইতে লাগিলেন, তবে যাহারা ঈশ্বর পরায়ণ বলিয়া লোকের নিকট আত্ম-পরিচয় দেয় না এবং ধর্ম্মভেক করিয়াও বেড়ায় না, বরং রসিকতা কেঁড়েলি ও পরিহাস করাই যাহাদের ব্যবসায় এমন স্পষ্ট জানাইয়া থাকে, তাহারা তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং যো পাইলে তাঁহাদের শিক্ষিত বিদ্যা তাঁহাদিগকেই দেখাইবে আশ্চর্য্য কি?

যদি বলেন "এক জনেরা মন্দ কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া কি অপরেও করিবে? না, ঐ পূর্ব্ব পক্ষের দোষ আছে বলিয়া পরপক্ষকে দোষের নিমিত্ত তিরস্কার করা অবৈধ হইবে?" তাহা হইবে না সত্য, কিন্তু অত উচ্চ ভাবের ভাবুক কয় জন? ভারত-সংস্কারক নিজে যেমন উচ্চ ধর্ম্ম নীতির আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠা ভার। এক জনের কিম্বা এক সম্প্রদায়ের প্রতি অপর ব্যক্তি বা অপর সম্প্রদায় অত্যাচার করিলে হিংসিত পক্ষ ধর্ম্ম নীতির উপদেশানুসারে প্রতিহিংসা যে করে না অথবা চুপ করিয়া যে থাকে, এমন ব্যক্তি ও এমন সম্প্রদায় জগতে এ পর্য্যন্ত অত্যল্পই দেখা গিয়াছে। সুতরাং কেঁড়েল মহাশয় "নাগাশ্রমের অভিনয়" প্রকাশ করাতে যদিও কিঞ্চিৎ উৎকট পরিহাসকারীর দোষে দোষী হইতেছেন, কিন্তু তিনি অস্বাভাবিক বা অভিনব দোষে দোষী নহেন! তাহার কারণ আরো কিছু বিশদ করিয়া সংক্ষেপে বলিব।

তাঁহার মতে অথবা তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক, সেই সম্প্রদায়ের মতে উন্নতিশীলেরা দেশের অশেষ অমঙ্গল বই কিছু মাত্র মঙ্গলানুষ্ঠান করিতেছেন না। তাঁহাদের মতে তাহার প্রমাণ এই;—

প্রথমতঃ।

তাঁহারা সমাজ সংস্করণ না করিয়া সমাজ ভঙ্গের চেষ্টায় আছেন। যদি তাঁহারা সমাজের মধ্যে থাকিয়া সামাজিকগণের সঙ্গে মিশিয়া ও তাহাদের বিশ্বাসপাত্র হইয়া সমাজের দোষ শোধনের শুভ যত্ন করিতেন, সমাজকে আপনাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সচ্চরিত্রতার আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালীতে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারিতেন, তবে তাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী—যথার্থ সংস্কারক নামে সকলেরই পূজ্য হইতেন। দেবেন্দ্র বাবু, অক্ষয় বাবু ও

রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ধার্ম্মিক মহাত্মারা তাহাই করিতেছিলেন। যখন কেশব বাবুর প্রথম অভ্যুত্থান হয়, তখন তিনিও যে ঐ শুভকরী দলের একজন অগ্রগণ্য হইবেন, এমন আশা জন্মিয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ মহতী আশার পাত্র সেই কেশব বাবু একবারে "অশ্ব উল্লংঘনে তৃণাহার" বৎ অতিগমন-দোষে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া সকল আশা ভরসা উড়াইয়া দিলেন। ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস রাজার সমকালীন পিউরিট্যানদের ন্যায় ইঁহাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল—ইঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন—ইঁহারা জন কত উগ্রচেতা গোঁয়ার যুবা একত্র দলবদ্ধ হইয়া মনে করিলেন "আর কি? কেল্লা তো মার দিয়া! ভারতকা সংস্কার তো কিয়া হ্যায়! সমাজকা সব কৈ তো হামলোক্কা ল্যাজ পাকড়্কে চলে গা!" ইত্যাদি। তাঁহারা দুই চারি জন বৈজাত্য বিবাহ করিয়া, দুই চারিজন বিলাত গিয়া, দুই চারিজন বড় বড ইংরাজের সঙ্গে খানা খাইয়া, দুই চারিশত জন প্যাঁজ রসুন মুর্গি ভক্ষণ করিয়া এবং ভ্রাতা ভগ্নীর স্বাধীনতার আশ্রম খুলিয়া মনে করিলেন, আমরা কি "হনু!" কিন্তু হায়, তিতুমিয়া যেমন কেল্লা বোধে একটা বাঁশের কাটগড়া বাঁধিয়া মনে জানিয়াছিল, "কোম্পানিকা মুলুক তো মার্লিয়া" ইঁহারাও তেমনি একটা গির্জা মন্দির বাঁধিয়া এবং একটা আশ্রম খুলিয়া মনে জানিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ তো ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; ভারতের বিশাল সমাজ তো সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়াছে এবং আমরা নিজেও তো জীবন্মুক্ত হইলাম! ইঁহারা ইহা না ভাবিলে, ইঁহাদের কর্ত্তারা কি ধর্ম্ম বিষয়ে ইংলণ্ড জয় করিতে যান? পূর্ব্বে ইঁহাদের বড় কর্ত্তা গিয়াছিলেন, তিনি বড় কিছু করিতে পারেন নাই; সম্প্রতি মধ্যম কর্ত্তাটী বিলাত হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ড যে অল্পকাল মধ্যেই কৈশব হইয়া উঠিবে, এমন আশা ও সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দিতেছেন! আমরা ক্রীশ্চান হেরালড্ পত্র হইতে সেই শুভ সংবাদটী এবং তৎসম্বন্ধে সম্পাদকের অভিপ্রায় বাক্যটীও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The Missionary of the Brahma Samaj of India to the English in England, thus records his triumph for the edification of his brethren in this country "I am working in this great country with faith and patience, and *with a sure hope of success.*"* * * So Babu Protap chunder Mozoomdar's mission of love is a *fait accompli*! England *is* a Brahma country, and all her sons and daughters *are* Brahmas! We marvel that Mr. Mozoomdar, while in India, should not have conjured his religion of the Brahma samaj into *all* his fellow country men."

যাহাদের অতিগমন দোষ ঘটে, তাহাদের সকল বিষয়েই অতি-দোষটী লক্ষিত হয়। "এই মহৎ রাজ্যখণ্ডে আমি ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিতেছি এবং সাফল্যের সম্পূর্ণ ভরসা আছে, ইত্যাদি।" এই সব উক্তি কি স্থির মস্তিষ্কের উক্তি? এই সব অতিগমনশীল উগ্রব্যক্তি যে আপনাদের অত্যুগ্র বুদ্ধি দোষে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাঁহারা কি তাহাও দেখিতে পান না? সুজন বেঙ্গাল খ্রীঃ হেরাল্ড্ সম্পাদক যে এই কথায় পরিহাস করিয়াছেন, তাহা কি তিনি করিতে পারেন না?

যাহারা লাফাইয়া চলে, তাহারা হয় বালক, নয় মদ্যপ, নয় পাগল! যাহারা পথাপথ—সুগম্য অগম্য পথ দেখিয়া না চলে, তাহারাই বিপদ্গ্রস্ত হয়। যাহারা এক দিনে কি একজনের জীবনে হিন্দু-সমাজের ন্যায় পুরাতন-প্রিয় প্রাচীনতম বৃহৎ সমাজকে কোনো আধুনিক মতে উন্নত করিবার আশা করে, তাহারা পাগল! উন্নতি কখনই এক দিনে হইবার নয়—ক্রমশঃ সিদ্ধ হওয়াই পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম। একটা বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, শাখা প্রশাখান্বিত ও ফল পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষ হইতে পারে না। চারা নিত্য বাড়ে, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু সহস্র মনুষ্য-চক্ষু প্রহরিতায় নিযুক্ত থাকিলেও তাহার বৃদ্ধিক্রম অর্থাৎ কখন্ যে কতটুকু বাড়িল, তাহা দেখিতে পায় না। স্বভাবের উন্নতি এইরূপ। ইংলণ্ডীয় কোনো মহাজ্ঞানী সামাজিক উন্নতির এইরূপ ক্রম হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের অত্যুগ্র উন্নতিশীল ভ্রাতারা তাহা না বুঝিয়া এক দিনেই এদেশকে ইউরোপ করিতে চাহেন—এক দিনেই এদেশীয়া যোষাগণকে বিলাতী ম্যাম সাহেব করিতে ব্যগ্র! তাঁহারা মনে ভাবেন, তাঁহাদের জনকত বীরকর্ত্তৃক লক্ষ ঝক্ষ বিকটদন্ত প্রকটিত হইলেই বুঝি সেই উন্নতি অকালে ফলিবে। এই জন্য তাঁহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ কাহারো অনুরোধ—স্থিরমতি প্রাজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্র কাহারো উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া সমাজ ছাড়িয়া জনকত যুটিয়া হুটগোল করিয়া বেড়াইতেছেন; যাহা যখন খেয়ালে উদিত হইতেছে তাহাই করিতেছেন; স্বেচ্ছাচার ও অযথা স্বাধীনতা প্রদর্শন দ্বারা আপনাদের ঘোর বাহাদুরী জানাইতেছেন! সুতরাং সমাজ সংস্করণ না করিয়া তাঁহারা কেবল সমাজ ভঙ্গের উদ্যোগেই আছেন! কিন্তু তাহাও পারিবেন না, কেবল আপনারাই সমাজচ্যুত হইলেন!

দ্বিতীয়তঃ।

তাঁহারা যে কুলে জন্মিয়া যাহাদের অর্থে সামর্থ্যে মানুষ হইয়াছেন, তাহাদের সকলের সহিতই চিপিটক ও অপক্ক কদলীর সম্পর্ক সমর্থনে প্রতি নিয়ত রত আছেন। একতো তাঁহারা

হিন্দু নাম ধারণে অনিচ্ছুক ; হিন্দু নাম শুনিলে হিন্দুরা যেমন মুচি মুদ্দফরাসের নামে ভক্তি জানায়, তাঁহারা তেমনি সমাদর করিয়া থাকেন ; (তাহার সাক্ষী তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যা বিনোদিনীর উক্তি !) তদুপরি হিন্দু সাধারণের সহিত তাঁহাদের রাজকীয়, সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতের এত বিভিন্নতা, ঠিক যেন তাঁহারা এই মুহূর্ত্ত জাহাজ হইতে নামিয়া আইলেন ! সমস্ত হিন্দু এক বাক্যে যে আচার বিচার, যে রাজবিধি, যে শাসনকর্ত্তাকে মন্দ বলিবে, তাঁহারা তাহাকেই ভাল বলিয়া তাহারই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন ! হিন্দুরা যদি কলিকাতার গঙ্গাকে দক্ষিণবাহিনী বলেন, তাঁহারা তবে অবশ্যই তাহাকে উত্তরবাহিনী সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবেন ! তদ্বাদে যাহাতে হিন্দু সমাজের সুখ কি সৌভাগ্য জন্মিবার সম্ভাবনা, তাঁহারা যেন তাহাতে প্রতিবাদী হইয়া বসিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত মধ্যস্থের আষাঢ়ের সংখ্যাতে জাজ্বল্যমান আছে ! অর্থাৎ জাতীয় সভার অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি স্বদেশ হিতৈষী মহাশয়েরা দেশীয় লোকের শারীরিক বল বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপকারক উপায় আলোচনা ও অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা তত্ত্বাবৎকে বিদ্রোহিতা ও ইংরাজ তাড়ানোর কল কৌশল বলিয়া ঘোর অনিষ্টের চেষ্টায় ফিরিতেছেন ! এই সব প্রবল কারণে তাঁহাদের প্রতি দেশের লোকে যত সন্তুষ্ট, তাঁহাদের সহিত সাধারণের যত সৌহৃদ্য হওন সম্ভব এবং তাঁহারা হিন্দু সমাজের যত হিতকারী বন্ধু, যত বিশ্বাস ভাজন ও যত আদরের বস্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য !

তৃতীয়তঃ।

কিন্তু তাঁহারাও তাহা হইতে চাহেন না—তাঁহাদের সংস্কারে হিন্দুধর্ম্ম অতি জঘন্য, পাপ-তাপ-পূর্ণ অতি ঘৃণ্য, সুতরাং তদ্ধর্ম্মাবলম্বী সমাজ তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে মিতুয়া জাতি অপেক্ষাও অসভ্য এবং অনাচারী ; আদিব্রাহ্ম সম্প্রদায় স্বজাতির পরম বান্ধব, পরমহিতৈষী ও পরম বিশ্বাসের স্থল, এজন্য আদি সমাজের সভ্যগণও তাঁহাদিগের দু চক্ষের বালি—আদিব্রাহ্মেরা উকুন হনতো অন্য ব্রাহ্মেরা নখে তুলিয়া মারেন ; বিশেষতঃ আদি ব্রাহ্মেরা যে অবধি সর্ব্ব ধর্ম্মোপরি হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা কপট, ধূর্ত্ত, অপদার্থ (হিন্দু অপেক্ষাও) ঘৃণিত ও ব্রাহ্ম নামের সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াছেন ! অতএব কি সাকার পঞ্চোপাসক হিন্দু, কি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক আদিব্রাহ্ম, ভারতে যাহাদের কিছু হিন্দু নামের সম্বন্ধ ও গন্ধ আছে, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না ; কাজেই তাহাদের উপকার করিতে কি তাহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে—তাহাদের নিকট আদর, বিশ্বাস বা প্রতিষ্ঠাদি পাইতে তাঁহারা ইচ্ছা করেন না ;

অথবা এক কথায় বলিতে গেলে, তাহাদের ছুয়ো বাহবা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না—তাহারা যত দিন দেব দেবী পূজা করিবে, জাতি ভেদ মানিবে, স্ত্রীলোককে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া না দিবে, খাদ্যাখাদ্যের ও পাত্রাপাত্রের বিচার করিবে এবং তাঁহাদের দলে নাম না লিখাইবে, তত দিন তাহারা মরুক বাঁচুক, চুলোয় যাউক, তাহাতে তাঁহাদের কি ? তাঁহারা যে ইংরাজজাতির মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন, যে ইংরাজ জাতির নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবনের সার কার্য্য জ্ঞান করিয়াছেন, সে পক্ষে কোনো ব্যাঘাত না ঘটিলেই হইল ! বাঙ্গালীদের ক্ষমতা কি ? তাহাদের প্রণয় অপ্রণয়, যশঃ নিন্দা ও বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আইসে যায় ? শিক্ষাগুরু সুসভ্যতম জেতৃ জাতির মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ হইল ! তাঁহারা যে এইরূপ সংস্কারাধীন এবং তাঁহাদের প্রবৃত্তি যে এই পথেই ধাবিতা, ইহার কি প্রমাণ দিতে হইবে ? বোধ করি দিতে হইবে না—যে বিষয় ছোট বড় সকলেরই সর্ব্বদা চাক্ষুস ও শ্রুত হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দান দ্বারা পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে একবার দেখি, কি কথার প্রসঙ্গে কি কি প্রমাণে কি প্রতিপন্ন হইল ?

কেঁড়েল মহাশয় অথবা তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক, তাঁহাদের মতে কেশব সম্প্রদায় দ্বারা সাধারণতঃ দেশের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইতেছে না। তাহার দৃষ্টান্ত ;—

প্রথমতঃ। তাঁহাদের দ্বারা সমাজ-সংস্করণ না হইয়া সমাজভঙ্গের উদ্যোগ হইতেছে। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ ভঙ্গ করা তাঁহাদের সাধ্য নহে, তথাপি তাঁহারা যে সমাজ-দ্রোহীর আকারে সমাজচ্যুত অর্থাৎ সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন, তাহাও অত্যন্ত আক্ষেপ ও ক্ষতির বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ। তাঁহারা উন্নতির নামে উন্মত্ত হইয়া যে কুলে জন্মিয়াছেন এবং যে সমাজের অর্থে সামর্থ্যে সাহায্যে মানুষ হইয়াছেন, সেই সমাজের সহিত একপ্রকার প্রকাশ্য যুদ্ধে মাতিয়াছেন এবং কোনো কোনো অঙ্গে তাহার অনিষ্ট চেষ্টাতেও পরাঙ্মুখ নহেন।

তৃতীয়তঃ। স্বজাতিকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না, কেবল রাজজাতির নিকট যশস্বী হইতে এবং রাজজাতির প্রসাদ অর্জনেই মহা ব্যস্ত।

সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দেশের অহিত বৈ হিত কৈ ? এমন সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারো পরিহাস-প্রবৃত্তি উত্তেজিতা হওয়া অস্বাভাবিক দোষ হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্তের জন্যই অত কথা হইল !

অপিচ, ভারতসংস্কারক মহাশয় কেশব বাবু যে দেশের একটী অমূল্য রত্ন তাহা সগৌরবে আপনি স্বীকার করিয়া নাগাশ্রম-লেখককেও অঙ্গীকার করা-

ইতে চান। কিন্তু তাঁহার ইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য, মনুষ্যের রুচি ও মত একবিধ নয়; এক সম্প্রদায় যাঁহাকে নরলোকের উপকারী পুরুষরত্ন বলিয়া মানেন, অন্য সম্প্রদায় সেই ব্যক্তিকেই নরলোকের ঘোর অপকারী বলিয়া জানেন। ভারত-সংস্কারকের মতাক্রান্ত মহাশয়েরা যে যে গুণের জন্য কেশব বাবুকে অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন মহোপকারী বন্ধু ও দেশের গৌরবাধার বলিয়া পূজা করেন, এদেশের অপর সাধারণে সেই সেই গুণকে বিপরীত দৃষ্টিতে দেখিয়া এইরূপ ভাবিয়া ও বলিয়া থাকেন, যে, "যদিও কেশব বাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও বাগ্মীতা শক্তি প্রভৃতি প্রচুর, কিন্তু স্থির বিবেচনার অভাবে সে সব বিকৃতি দশাপন্ন হইয়া দেশের অকল্যাণের কারণ হইয়াছে! তাঁহারা দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ মতের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, অগ্নির সদ্ব্যবহার জানিলে অগ্নি মহোপকারী, প্রয়োগের দোষ হইলে সর্ব্বনাশক হয়। সেইরূপে কেশব বাবুর অসাধারণ শক্তি সমূহ সদ্বিবেচনা ও ধৈর্য্যের সহিত চালিত হইলে দেশের মহা মহা উপকারই হইতে পারিত, দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্বাবতের অযথা-প্রয়োগ দোষে সর্ব্বনাশক হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহাদের মতে;—

"গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়!"

ভারত সংস্কারক কেশব বাবুকে রত্ন বলিয়াছেন, কেঁড়েলের পক্ষীয় লোক তাঁহাকে রত্ন বলেন না, রত্নে বিভূষিত অর্থাৎ বিদ্যারত্নে বিভূষিত বলেন; কিন্তু একটী দৃষ্টান্তের সহিত সেই উপাধিটী দিতে স্বীকৃত। তাঁহারা বলেন, কেশব বাবু রত্নধারী বটেন, কিন্তু মণিধারী ফণীর ন্যায় বড় ভয়ঙ্কর! অর্থাৎ

"মণিনা ভূষিতো সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ"।

এই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই তাঁহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া থাকেন!

বড় লোককে পরিহাস করা ভারত-সংস্কাররের মতে বড় দোষ। কেশব বাবু বড় লোক, কেঁড়েল মহাশয় নাগাশ্রম লিখিয়া সেই বড় লোককে বড় বড় ঠাট্টা করাতে ভারতসংস্কারক বড় রাগ করিয়াছেন।

কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য আছে। কি প্রাচীন কি নব্য ইউরোপে কি অন্যত্র আবহমান যত প্রহসন, বিদ্রূপ, রঙ্গ বা ব্যঙ্গ (Punch) প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি ছোট লোকের না বড় লোকের বিরুদ্ধে? ঐরূপ লিপিকর কবিকুল কি চাষা মুটে মজুরের চরিত্রের ক্ষীণাংশ লইয়া লেখনী সঞ্চালন করেন, না বহু গুণান্বিত প্রধানকল্প ব্যক্তিগণের দোষাংশ সংশোধনার্থ ব্যঙ্গ রঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন? ঐরূপ ব্যঙ্গকাব্য দ্বারা কি উপকার দর্শে না? বড় লোকে সতর্ক হইয়া তাঁহাদের বড়ত্ব রক্ষা করিবেন, এই মহদুদ্দেশ্য কি তদ্দ্বারা সংসাধিত হয় না?

ব্যঙ্গের মত ব্যঙ্গ হইলে তাহাতে দেশের অধিকাংশের উপকার, অতি-অল্প অংশেরই নামে মাত্র অপকার

হইয়া থাকে। "নামে মাত্র" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যঙ্গের লক্ষ্য যিনি বা যাঁহারা, তিনি বা তাঁহারা মনে করেন, আমার বা আমাদের অপকার হইল; বাস্তবিক তাঁহাদের অপকার না হইয়া বরং মহদুপকারই ঘটিয়া থাকে। কেন বা কিসে? তাহা বিজ্ঞ পাঠককে খুলিয়া বলিতে হইবে না; ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

কিন্তু আমরা জানি, ব্যঙ্গের মধ্যে নীচ পরিহাস ও নীচ রসিকতাও আছে—আমরা জানি মিথ্যাপবাদ বা গ্লানির উপকরণেও ব্যঙ্গ কাব্য রচিত হইতে পারে। সেরূপ অন্যান্য লিপি দ্বারা অবশ্যই অপকার জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু নাগাশ্রমের অভিনয় কি সেই ধাতুর লিপি? তাহাতে কোন্ কথাটা মিথ্যা? তাহার পরিহাস রূপী আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলে তাহাতে এই কয় প্রকারের অভিযোগ দৃষ্ট হইবে;—

১। প্রোলোগে; উন্নতিশীলেরা অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রয়াসী এবং অযথা-স্বাধীনতা-বিলাসী। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতার উপভোগ তাঁহাদের সাধ্যাতীত, অথচ স্বাধীনতার সখ্ মিটাইবার আবশ্যক; তা কিসে হয়? কোথায় হয়? আর কোথায় হইবে? আর কোথায় যাইবেন? ঘরে বুড়া মা বাপ আছেন, তাঁহাদেরই নিকটে স্বাধীনতার সাধ মিটাইয়া লন! অর্থাৎ তাঁহারা পিতা, মাতা, গুরুজনের বশ্যতার বাহির হইয়া এবং সামাজিক ও পারিবারিক সর্ব্বপ্রকার অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল পুং ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রথা প্রবর্ত্তনে উন্মত্ত আছেন!

কেমন পাঠক মহাশয়! এ অভিযোগ কি মিথ্যা? আপনারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে কি একথা সত্য না বলিয়া থাকিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে চিনিয়াছেন, তাঁহারা কদাচ ইহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না!

২। কৈশব সম্প্রদায়ের অনেকে কেশব বাবুর এত গাঢ় ভক্ত, যে, চৈতন্যের শিষ্যেরাও চৈতন্য দেবকে তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী ভক্তি করেন না। তাঁহারা কেশব বাবুর মত ও বাক্যকে অবিচার্য্যরূপে শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু দেশে এমত পর্য্যন্ত জনরব, যে, পূর্ব্বে কেহ কেহ কেশব বাবুর প্রতি দৈবাবতারের প্রাপ্য ভক্তিও নাকি অর্পণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। যত শুনা যায়, তত না হইলেও কতক যে সত্য, তাহা অনুমিত হইতে পারে। এবং যতদূর চাক্ষুষ করা গিয়াছে, তাহাও সামান্য নয়! সে যাহাহউক, এই ভাবটীও ব্যঙ্গচ্ছলে নাগাশ্রমে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা কি অনৃত? ইহা কি মিথ্যা গ্লানি?

৩। কেশব বাবু তাঁহার সম্প্রদায় ও সমাজ মধ্যে একাধিপতি হর্ত্তা কর্ত্তা—তিনি যাহা করেন, তাহা প্রায় খ-

ণ্ডিত হইবার নয়। তাঁহাদের অনেক নিয়ম ও অনুষ্ঠানও যেন কেমন কেমন—যেন পরিণত বুদ্ধি সম্ভূত কার্য্যের ন্যায় নহে—যেন এদেশের লোকের চক্ষে ও পক্ষে সম্পূর্ণ খাপ-ছাড়া—যেন দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অস্বাভাবিক। এই দুটী ভাবও নাগাশ্রমে স্থান পাইয়াছে। ইহা সত্য কি মিথ্যা, যদি কেহ সপ্রমাণ করিতে বলেন, তবে তাহাতেও আক্ষেপ থাকিবে না!

৪। নাগ, নাগিণী বলিয়া পরিহাস করাতে যদি কেহ দোষ ভাবেন, তদুত্তর একপ্রকার পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের মতে কৈশব সম্প্রদায় দেশের অনিষ্ট ও তরুণী তরুণগণকে পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা যে তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ বিষধর ভাবিবেন, ইহা কদাচই অস্বাভাবিক নহে। ভারত-সংস্কারক যেমন স্বীয় সম্প্রদায় ও স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাশয়কে সাধু সদাশয় বোধ করিয়া থাকেন, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক (জানিতে পারিলে কোটী কোটী লোকও) তেমন সেই সম্প্রদায়কেই, কেঁড়েল যাহা বলিয়া পরিচয় দিয়া দিয়াছেন, তাহাই ভাবিয়া থাকেন! অর্থাৎ তাঁহারা নাগলোক হইতে নরাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যহীন বঙ্গদেশকেই ক্রীড়াভূমি ও লীলাস্থান রূপে মনোনীত করিয়াছেন!

যদি তর্ক ও প্রতিবাদ স্থলে কোনো কর্কশ বা অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তবে পরিসমাপ্তি কালে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি, উন্নতিশীল ভ্রাতারা একটু ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত আপনাদের কর্ত্তব্যপালন দ্বারা ব্যঙ্গকারী বর্গকে নিরস্ত্র করিবেন—"অভদ্র ব্যঙ্গ" ইত্যাদি ভৎসনা ও ভয় প্রদর্শক কোনো অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার উপায় নহে!

কস্যচিৎ কেঁড়েল ভক্ত জনস্য।

নাগাশ্রমের অভিনয়।

[কেঁড়েল কৃত প্রহসন]

(গত বারের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

রসাতল—ঢোঁড়ার বিবর।

[ঢোঁড়ানী বোড়ানী, বোড়া, আড়িয়াল-বঙ্ক ও আড়ীয়াল-বঙ্কী উপস্থিত]

বোড়া। ভগ্নি ঢোঁড়ানি! তোমার কি চমৎকার কণ্ঠস্বর! মা মনসার জাত্ তোমার মুখে যেমন মিষ্ট লাগে, এমন আর কাক মুখে শুনিনে! তোমার প্রাণকান্ত ঢোঁড়া ভায়া বাসুকি মহারাজার যে জাত্টী বেঁধেছেন, সেইটী একবার গাও দেখি। প্রিয়ে বোড়ানি! তুমিও ভগ্নী ঢোঁড়ানীর সঙ্গে স্বর সংযোগ দেও;

—আমাদের নবীন ভ্রাতা আড়িয়াল-বঙ্ক শ্রবণ করুন, আর নূতন ভগ্নী আড়িয়াল-বঙ্কীও শিখে নিন।

আড়ি-বঙ্ক। হাঁ প্রিয়ভগ্নি! তবে তাই হ'ক্!

আড়ি-বঙ্কী। আমি পূর্ব্বে কখনো গান গাইনি, দয়া ক'রে আপনারা যদি শেখান—

বোড়া। অবশ্যই শেখাবেন—গাও তো ভগ্নি ঢোঁড়ানি!

(ঢোঁড়ানী ও বোড়ানী কর্ত্তৃক গান)

বাউলের সুর।

তারে কে ভাই পারে চিন্তে?
ও যার হাজার খানা, ধর্ম্মের ফণা,
বক্তৃতাতে, আমরি বক্তৃতাতে ফোঁস্,
ফোঁসন্তে!

সে ফণার, বাক্ যোজনার, বিষের
পানার, তার পেয়েছে যে,
শোনেনা মায়ের কান্না,
মানেনা বাপের ধান্না,
হিঁদুকে করে ঘেন্না,
মাখিয়ে দে তেল চন্না,
প'ড়ে রয় বাসুকীর ঐ, আমরি,
নাগরাজের ঐ চরণ প্রান্তে॥ ১॥

মুখে যার জ্ঞানের মণি, দিন্ রজনী,
দপ্‌দপানি জ্বলে;
সে মণির প্রভা কিবা,
নিশিতে যেন দিবা,
দিশী নয়—বিলিতি নিভা,
ইংলিস সভ্যতার বিভা,
সে আলো পারে ভাল, আমরি,
পারে ভাল শীকার আ'ন্তে! ২॥

মহিমা, কি অসীমা, গুণ্ গরিমা,
উপমা নাই ভবে!
হিঁদুদের গুপ্ত গড়ে,
ঘোম্‌টা দে থা'ক্তেম প'ড়ে,
তাঁর গুণে গর্ত্ত ছেড়ে,
সরমের খোলস ঝেড়ে,
হাঁফ ছেড়ে ন'ড়ে চ'ড়ে, আমরি,
স্বাধীনার সুখ পেলেম জান্তে! ৩

ল্যাজ্‌ধারী, আজ্ঞাকারী, স্বেচ্ছাচারী,
ভক্ত যারা তাঁর,
সেই নাগ নাগিনী দলে,
ধর্ম্ম রূপ কপি কলে,
হাঁক্‌রে দ্যান্ স্বর্গে তুলে—
যায় তারা শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে,
জয় বাসুকি বল্‌তে বল্‌তে—
আমরি, আলোক রথে চড়ে
জ্যান্তে! ৪॥

(ঢোঁড়ার প্রবেশ)

ঢোঁড়ানী। কেন কান্ত, আর্য্যপুত্র, ঢোঁড়ামণি! কেন তোমার স্বভাব-সুপ্রসন্ন কৃষ্ণ পীতবর্ণ বদন আ'জ্ বিবর্ণ বিষণ্ণ দেখ্‌ছি?

ঢোঁড়া। আর বিষণ্ণ! অন্ন মারা যায়, আর বিবর্ণ!

ঢোঁড়ানী। কেন প্রাণবল্লভ! অমৃত-দাতা বাসুকিরাজের মহৎ আশ্রয়ে থেকে আবার অন্ন চিন্তা?

বোড়ানী। সত্যই তো ভ্রাতঃ! তাঁর উপদেশ-পীযুষ পান ক'রে আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা—অন্নের চিন্তা?

বোড়া। বিশেষ তুমি নিজেই তাঁর গুণ-ব্যঞ্জক যে গান বেঁধেছ—আহা কি শুন্‌ছিলেম! "ধর্ম্মরূপ কপি কলে, হাঁক্‌রে দ্যান্ স্বর্গে তুলে, যায় তারা শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে—"

ঢোঁড়া। ঘণ্টা হাতেই হয়েছে! যেমন গান বেঁধেছিলেম, ঠিক সেইটী আমাকে দিয়েই ফ'লেছে—আর কাকুকে কপিকলে হাঁক্‌রে তুল্লুন আর না তুল্লুন, আমাকে তো বিলক্ষণ তুল্‌লেন—আর কেউ শূন্যপথে ঘণ্টা হাতে যা'ক্, না যা'ক্ আমাকে তো আ'জ্ শূন্য পকেটে ঘণ্টা হাতে আশ্রম থেকে যেতে হ'লো!

ঢোঁড়ানী। কেন নাথ! কি হয়েছে?

ঢোঁড়া। আর কি হবে? অবিচারে আমার বিষ কেড়ে নিচ্ছেন—

[কেবল স্থানাভাব জন্যই বহুলোকের অনুরোধের বিরুদ্ধেও এবারে আর প্রকাশিত হইল না। আগামীতে নিশ্চিত প্রকাশিতব্য]

পুস্তকাদির প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। দুঃখের বিষয় স্থানাভাবে এবার তত্তাবৎ সম্বন্ধে নিয়মিত উক্তি প্রকাশে সমর্থ হইলাম না। প্রার্থনা করি, এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব জন্য প্রেরক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

১—নগনলিনী নাটক। ২—ইতিহাসের চার্ট। ৩—সুহৃদ্। ৪—হিন্দুরঞ্জন। ৫—বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। ৬—ভারত-শ্রমজীবী। ৭—সাহিত্য কুসুম। ৮—নানা দেশীয় সঙ্গীত, ইংরাজী পুস্তক। ৯—স্বর্ণলতা নাটক। ১০—চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক বিজ্ঞাপন।

আমান্ন নৈবেদ্যের বৈধতা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কতিপয় পণ্ডিতের স্বাক্ষর সম্বলিত এক ব্যবস্থা পুস্তক প্রচার করেন। বিগ্রহ ও সালগ্রাম প্রভৃতি দেব পূজায় আমান্ন নৈবেদ্যের ব্যবহার যাহা প্রচলিত আছে, ঐ পুস্তকে তাহার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। শাস্ত্রানভিজ্ঞ আমরা তদ্দর্শনে এই ভাবে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম, যে, এত কাল এত বড় বড় স্মার্ত্ত মহোপাধ্যায় মণ্ডলী তবে কি বলিয়া এই অনুষ্ঠানকে বৈধরূপে সর্ব্বত্র প্রচলিত রাখিয়া আসিতেছিলেন? সুদ্ধ এই এক মাত্র কারণে গোস্বামী মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত মতের প্রতি আমাদের সন্দেহ ছিল।

অধুনা সমাজের কোনো প্রধান মহাশয় গোস্বামীজীর ঐ অভিনব মতের প্রতিবাদে বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকৃত যে উত্তর পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন এবং অতি শীঘ্র যাহা সাধারণ সমীপে প্রচারিত হইবে, তৎপাঠে সেই সন্দেহ ভঞ্জিত হইয়াছে। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার বহুলাংশ অতিরেক পত্রে প্রকাশিত হইল।

আমাদের অন্ন বস্ত্রের উপায় কি?

(গত সংখ্যার পর)

স্বদেশবন্ধু আমাদের এই জাতীয় সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁহার ন্যাসন্যাল পত্রে এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি সংবাদ পত্র হইতে যে কয়টী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এস্থলে তাহা পাঠ করিলেই সভ্যগণ বোম্বাইয়ের এই মহানুষ্ঠানের বিষয় সম্যগ্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(এস্থলে উক্ত পত্র পঠিত হয়)

কিন্তু গোলাপ কখনো কণ্টক বিরহিত হয় না! আমাদের এত আশা, ভরসা ও আনন্দের মধ্যে একটী শঙ্কা বা সন্দেহ আছে। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ইন্দুপ্রকাশ ও নেটিভ ওপিনিয়ন পাঠে জানা যায়, ঐ সব কলে ইতি মধ্যেই এত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, যে, পরিমিত ক্রেতার অভাবে রাশি রাশি বসন পড়িয়া আছে, সুতরাং প্রথমের ন্যায় অধুনা সুচারুরূপে যন্ত্র চালাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পঞ্জাব, কাবুল, মধ্য আসিয়া এবং আসিয়ার অন্যান্য সর্ব্ব স্থানের রুচি অনুসারে বিভিন্ন ধাতুর বস্ত্র নির্ম্মিত হইলে কদাচ কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিবে না। ম্যাঞ্চেষ্টার কি করিয়াছিল? এদেশের প্রত্যেক বিভাগের ও প্রতি শ্রেণীর লোক যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার প্রতি রকমের নমুনা লইয়া গিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার অনুকরণ করিল—প্রথমে আমাদের ধুতি শাটীর নকল অবিকল ঠিক করিতে পারে নাই, কিন্তু অধ্যবসায়ের নিকট অসাধ্য কি? ক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রায় সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র তৈয়ার করিয়া আমাদের দেশের তাঁত বন্ধ প্রায় করিয়া দিতেছে! আমরা অনুরোধ করি, বোম্বাইয়ের যন্ত্রাধ্যক্ষগণ ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুকরণে সমস্ত খণ্ডে যোগ্য লোক প্রেরণ দ্বারা নমুনা সংগ্রহ ও তদ্রূপ বস্ত্র বয়নের সম্পূর্ণ চেষ্টা করুন। তাহা হইলে অল্প কাল মধ্যেই ক্রেতার ক্ষুধার অপেক্ষা বেশী মাল প্রস্তুত হওনের যে আশঙ্কা ও তজ্জন্য ক্ষতির যে সন্দেহ, তাহা কদাচ থাকিবে না। ফলতঃ এত যন্ত্রে যত বস্ত্র জন্মিবে, তাহা কি সুদ্ধ স্থানীয় ক্রেতাদের দ্বারা নিঃশেষিত হইতে পারে? সুদ্ধ একবিধ বসন নির্ম্মাণ কদাচ বৈধ নয়, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার এবং নানাদেশের রুচির উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করা অবশ্য এবং আশু কর্ত্তব্য। বোধ হয়, অধ্যক্ষগণ অতি শীঘ্রই এই সব উপায় অবলম্বন করিবেন। যাঁহারা এতদূর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কি অল্পে ছাড়িবেন? প্রথম প্রথম কোনো কারণে কিছু ক্ষতি হইলেও বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। বৃহৎ অনুষ্ঠান মাত্রেই আদ্যা-

বস্থায় নানা বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন প্রথম বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহাদিগের কি প্রচুর ক্ষতি হয় নাই? ঘরে, বাহিরে, স্থলে, জলে কত বিবাদ, কত যুদ্ধ করিয়া শেষে তাঁহারা যাহা হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা বাহুল্য। অধ্যবসায় রূপ সুশাণিত অস্ত্রে কোন্ বাধা না ছেদিত হয়?

এস্থলে আর এক প্রবল বাধার সম্ভাবনার কথা স্মরণ হইল। সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা কি মনে করেন, প্রবল-পরাক্রম অদ্বিতীয় ধনশালী ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকরাজগণ নিদ্রিতের ন্যায় আপনাদের সর্ব্বপ্রধান বিক্রয়স্থান বা কাপড়ের হট্ট স্বরূপ ভারতবর্ষকে প্রতিযোগীর হস্তে অধিকৃত দেখিয়া সুস্থ ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তাঁহারা কি আপনাদের একচেটিয়া বস্ত্র ব্যবসায় রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন না? তাঁহারা কি সামান্য একটা বণিক সমাজ? ইংলণ্ড তাঁহাদের গুণেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশাপেক্ষা ধনশালিনী! রাজমন্ত্রীবর্গ তাঁহাদের অবশীভূত নন, তাঁহারা লক্ষ্মীর কৃপায় ও আপনাদের ঐক্য বাক্য অধ্যবসায় প্রভাবে না করিতে পারেন, এমন কাজ অতি অল্প। আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারীর সভায় তাঁহারা এক জন সভাসদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ ইহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিল, কৈ, সে অনুরোধ কি রক্ষা পাইল? অতএব তাঁহারা যে প্রাণপণে দেশীয় লোকের দ্বারা যন্ত্র চালনা ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা অর্পণ করিবেন, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। ন্যাসন্যাল পেপার হইতে যে প্রস্তাবটী পাঠ করিলাম, তাহাতেই আপনারা তাহার আভাস প্রাপ্ত হইতেছেন!

আবার কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন. বোম্বাই বাসী দেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় যখন যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় তাহাতে লাগিয়া যান; তাঁহারা খৃঃ ১৮৬৫ সালের জয়েণ্টষ্টকের সেয়ার-বিষয়ে ভয়ানক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতেই আশঙ্কা-কারীরা ঐ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু সে এক বিষয়, আর এ এক অনুষ্ঠান। সে সময় হাওয়ার উপর নির্ভর, এবারে কাজের মত কাজে লিপ্ত হওয়া। সুতরাং তদ্রূপ অশুভ আশঙ্কা হইতেই পারে না। সর্ব্ব শুভ-প্রেরয়িতা ইঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার অশিব ফল হইতে রক্ষা করুন!

কিন্তু পরে যাহাই হউক, পরের কথা পরে, অধুনা তাঁহারা যে স্বদেশের একটী বিশেষ অভাব নিবারণে এবং পরম হিত সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; রাশি রাশি অর্থ ও অপরিমিত যত্ন সামর্থ্য ব্যয় দ্বারা সেই শুভ উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর আছেন; ইহাতেই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠাবাদ করিতেছি—তাঁহারা, সুদ্ধ

উদ্যোগ জন্যই আমাদের নমস্য হইতেছেন!

প্রিয় কলিকাতা! বোম্বাই যাহা করিয়াছে ও করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা তো শুনিলে? তোমারও কি সেই রূপ করা উচিত নয়? যাঁহারা পূর্ব্বে তোমাকে ক্ষতির ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতেন, এখনও কি তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন না? এখনও কি তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, যে, এদেশে সূতার ও কাপড়ের কল অনায়াসে হইতে পারে? সুধু ঐ কল বলিয়া কেন, এই রত্নপ্রসূতা ভারত মাতার গর্ভে সমস্ত ভূলোক-প্রাপ্য সকল রত্নই প্রাপ্তব্য—সকল উপকরণই প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত রূপে অন্তর্নিবিষ্ট আছে! কেবল কৌশল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যত্ন, ঐক্য, উদ্যম হইলেই সর্ব্বদেশকে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে পরাস্ত করিয়া সেই পূর্ব্বোচ্চ ভারত আবার সর্ব্বোচ্চ হইতে পারে!

প্রিয় কলিকাতা! তোমাকেই তো জননীর সেই উন্নত পদ লাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে—এ কাজ যে নিতান্তই তোমার—বোম্বাই যাহা করিতেছে, সে তোমার সাহায্য করা বৈ তো নয়! তবে আর নিশ্চিন্ত কেন? তবে আর জড়বৎ নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম রহিয়াছ কেন?

তোমার অধীন সমগ্র রাজ্য খণ্ডের দশা কি স্বচক্ষে দেখিতেছ না? দশ লক্ষ তন্তুকার হাহাকার করিতেছে—তাহাদের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি! সামান্য শিল্পীদের সকলের কথাই বলিয়াছি, কেবল কর্ম্মকারের স্বতন্ত্র উল্লেখ অবশিষ্ট। শিল্পী শ্রেণীর মধ্যে কেবল বস্ত্রকার আর কর্ম্মকারের জন্যই বিষম চিন্তা—আর সকলে ঈশ্বরেচ্ছায় দুধে ভাতে আছে! কিন্তু আর সকলের সংখ্যা যত, বস্ত্রকার ও কর্ম্মকারের সমষ্টি সংখ্যা তাহার বেশী বই কম নয়। প্রায় দশ লক্ষ বস্ত্রকার আর প্রায় আড়াই লক্ষ কর্ম্মকার, এই দ্বাদশাধিক লক্ষ মানবের নিতান্ত হীন দশা ঘটিতেছে! কর্ম্মকারের দুঃখের কথা পৃথক্ বলা বাহুল্য! বস্ত্রকার দিগের সহিত তাহাদিগের দুরবস্থা প্রায় তুল্যানুতুল্য। ম্যাঞ্চেষ্টার এক সম্প্রদায়ের, সেফিল্ড ও বর্মিংহ্যাম অপর জাতির মাথা খাইল! এদেশে আর কেহ কি দেশীয় লৌহ গড়ন অধিক ক্রয় করিয়া থাকে? ছুরি, কাঁচি, অসি, বা'স্, কুদ্দাল প্রভৃতি নানাজাতি অস্ত্র শস্ত্র; চাবি, কুলুপ, প্রেক, স্ক্রু, স্প্রিং, সূচী, পীন পর্য্যন্ত এবং চতুষ্কোণ পাটি ও গোল দাণ্ডি ইত্যাদি কত শত রূপ লৌহ গঠন কি সব বিলাতী নয়? কেবল বঁটী, খাঁড়া, হাতা, বেড়ি, চিম্‌টা, ছিঁচ্‌কা, দা, কুড়াল, লাঙ্গলের ফাল, বিদে, কুদ্দাল প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল গড়ন—যাহার অধিকাংশে কোনো বিশেষগুণপণা ও বেশী লভ্য নাই, তত্তাবৎ মাত্রই দেশীয় লৌহকারের নিমিত্ত পরিত্যক্ত আছে!

সত্য বটে, ইংলণ্ডীয় কারুগণ সৌকর্য্য-সম্পাদক বিচিত্র গঠন নির্ম্মাণ করিয়া পাঠায়; সত্য বটে, আমরা উত্তম

দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাইতেছি; কিন্তু বস্ত্র সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, এ বিষয়েও তাহা সম্যগ্ প্রযুজ্য। অর্থাৎ আমাদের রাজা যদি দয়াবান হইতেন; কিম্বা হে কলিকাতা, তোমার ধনকুবের ও জ্ঞান-বৃহস্পতি সন্তানগণ যদি যথার্থ দেশ-হিতৈষিতার স্বাদ জানিতেন, তবে এত দিনে ভারতের খনিজাত লৌহ ভারতের বক্ষেই কৌশলযোগে ইংলণ্ডীয় যন্ত্রাদির ন্যায় নানা বিচিত্র আকারে পরিণত হইয়া লৌহকার জাতির সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি এবং সাধারণ উন্নতির সহিত দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিত!

হে প্রাসাদময়ি রাজধানি! তোমার কি এসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও তন্নির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বন করা আশু উচিত নয়?

আমার প্রস্তাবিত ষট্ শ্রেণীর মধ্যে শ্রমজীবী ও শিল্পী নামা শ্রেণীদ্বয়ের প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছি; অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর মধ্যে একটী ব্যতীত আর সকলের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কেননা, সেই শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বণিক্ বা বৃহৎ ব্যবসায়ী নামা শ্রেণী দুটীর অবস্থা কোনো ক্রমেই মন্দ বলা যায় না। এবং পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজক নামা অপর শ্রেণী যদিও নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা ন্যূনাতিরেকে দুঃস্থ হইয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধের দীর্ঘতা ভয়ে সে প্রসঙ্গের বাহুল্য করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয় নাই —তাঁহারা তবু কায় ক্লেশে সম্পূর্ণ অনটনের হস্তে মুক্ত আছেন।

কিন্তু অবশিষ্ট "চা'কুরে" নামা ষষ্ঠ শ্রেণীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইঁহাদের সংখ্যা সামান্য নয়; বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুর, বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের এই চারি বিভাগ ত্যাগ করিয়া সুদ্ধ বাঙ্গালার চা'কুরের সংখ্যা প্রায় সওয়া সাত লক্ষ নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত নূতন উমেদারের সংখ্যা দিন দিন যে কত বাড়িতেছে, তাহা নিশ্চিত হওয়া ভার।

চা'কুরের মধ্যে দুই প্রধান শ্রেণী; —ভদ্র ও অভদ্র। সামান্য গৃহকর্ম্মের চাকরদিগকেই অভদ্র বলিয়া উক্ত হইল, বাস্তব ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয় নাই।

এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত ইতর চা'কুরেদের অবস্থা মন্দ নহে; তাহারা বরং শ্রমজীবী শ্রেণীর ন্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা যে উন্নত অবস্থায় আরূঢ় হইতে পারিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়; কেননা দেখা যাইতেছে, একটী ভদ্র চাকরের পদ শূন্য হইলে শত শত প্রার্থী উপস্থিত হয়, কিন্তু একটী ইতর চাকরের প্রয়োজন হইলে শীঘ্র পাওয়া যায় না।

ইহার কারণ কি?

কারণ দ্বিবিধ; প্রথম, পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন লোকের অল্প আয়ে সংসার চলে না; সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ ধা-

ন্যের ভূমি থাকিলেই পূর্ব্বে যে সব ভদ্র লোকের চলিত, অধুনা তাহাতে কোনোক্রমেই নির্ব্বাহ হয় না; কাজে কাজেই সেই সব ভদ্র লোককে চাকরীর চেষ্টা দেখিতে হয়।

দ্বিতীয়, বিদ্যা শিক্ষার আধিক্য। পূর্ব্বে গুরু পাঠালয়ে অধিকাংশ ছাত্র অতি অল্প মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, অর্থাৎ গুরু পাঠশালে যতদূর শিক্ষা লাভ হইতে পারে, অধিকাংশের ততদূরও হইত না; তেজারতি, পাটোয়ারি বা আদালতী কাজ চালাইতে পারে, এমন লেখা পড়া অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের ভাগ্যে ঘটিত; সুতরাং অধিকাংশ বালক কেবল বর্ণজ্ঞান কি বড় হয় তো পুথি পড়া পর্য্যন্ত বিদ্যা উপার্জ্জন করিত, তাহারা আর চাকরীর চেষ্টা করিবে কি? ভদ্র সন্তান লেখা পড়া কম জানিলে যাহা করিতে হয়, তাহারা তাহাই করিত অর্থাৎ কিছুই করিত না! ইতর লোকের ন্যায় ইতর চাকরী, হলকর্ষণ, কি কামার, কুমার, ছুতারের কাজ অথবা মুদির দোকান পর্য্যন্ত যত ছোট কর্ম্ম কি ছোট ব্যবসায় আছে, তাহারা জাত্যভিমানে ও সামাজিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া তাহার কিছুই করিতে পারিত না, কাজেই তাহারা নিষ্কর্ম্মা ও অপকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। যদি বলেন, তাহাদের চলিত কিসে? চলিবার চিন্তা কি? আসঙ্গলিপ্সা ও দয়ার প্রধান চেলা বাঙ্গালী জাতি আত্মীয় পাঁচ জনকে না খাওয়াইয়া আপনার বদনে কখনই ওদন তুলিতে পারে না; সুতরাং ঐ নিষ্কর্ম্মা ভদ্র সন্তানেরা কোনো সমর্থ আত্মীয়ের চির-গলগ্রহ হইয়া কালক্ষেপণ করিত।

কেহ বা শ্বশুরালয়, কেহ মাতুলালয়, কেহ মাতুলের শ্বশুরালয়, কেহ শ্বশুরের শ্বশুরালয়, কেহ শাশুড়ীর পিতার মাতুলালয়, কেহ কেহ বা স্ত্রীর পিসী-কন্যার ভাশুরের শ্যালকালয়েও বাস করিত। উহারি মধ্যে যাহারা বড় ভাগ্যবান, তাহারাই খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, বা খুল্লতাত-জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের সংসারকে (সস্ত্রীক বাস দ্বারা) পবিত্র করিত! যাহারা বাপের অন্ন ভোগ করিতে পাইত, তাহারা তো বাপের ঠাকুর—তাহারা হাতে মাথা কাটিত! কিন্তু বাপের বেটা বা পৈতৃক বিষয়-ভোক্তারা এ দলে গণ্য হইতে পারে না, কেননা জগতে তেমন লোকই অধিক—"স্বনাম পুরুষ ধন্য" অতি অল্প! ফলতঃ যাহার পৈতৃক সম্পত্তি আছে, বাঙ্গালা দেশে সে ব্যক্তি প্রায় আর কোনো কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, ইহা নিতান্তই অপ্রার্থনীয়।

সে যাহাহউক, উপরে সে সব পরান্নভোজী অকর্ম্মা ও অপকর্ম্মাদের কথা বলিতেছিলাম, তাহাদের জীবনক্ষেপণ ব্যাপারটী অতি বিচিত্র। তাহারা প্রাতে উঠিত; বাড়ী বাগান কিছু কিছু দেখিত; এর ওর ক্ষেত বা গাছ হইতে ফলটী, পাকড়টী, ইঁচড়টী কাঁঠালটী, তরিতরকারী প্রভৃতি আহারের

জোগাড়টী করিয়া আনিত; অন্নদাতার স্ত্রী তাহাদের প্রতি অহর্নিশি বাঁকা মুখ, কেবল সেই সময় একটু হাসিয়া বলিতেন "গদাধর, এ যে দিব্বি মোচা, কোত্থেকে আন্‌লি?" তৎপরে গদাধর তৎপর হইয়া গিন্নির নিকট পয়সা লইয়া বাজারটীও করিত! গদাধর যে রন্ধনের ইন্ধন কাষ্ঠের যোগাড় করিয়া দিত না, তাহাও বলিতে পারিনা। গদাধরের আহার হইল; গদাধর চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রা সুখ অনুভব করিত! কোনো গদাধর বা বণ্ডার দল লইয়া হো হো শব্দে সারা দিন তাস পিটিতেন! গ্রামের যত অকর্ম্ম আর যত কুৎসিত কর্ম্ম প্রায় সেইরূপ গদাধরদিগের দ্বারাই অধিক হইত—কোনো কোনো গদাধর স্ত্রীর উত্তেজনায় নিজ খরচের জন্য রজনীতে চৌর্য্য কার্য্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেন! এতদ্ব্যতীত গ্রামে অতি দুঃস্থ নিরন্ন গৃহস্থের সন্তানও অনেক, তাহারা লেখাপড়া জানিত না, ভিক্ষা শিক্ষা নানা উপায়ে কোনোমতে জীবন যাপন করিত।

এখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, এখন সেই সম্প্রদায় সমূহের প্রায় তাবল্লোকের পুত্রেরা লেখা পড়া শিখিতেছে—প্রায় তদ্রূপ বালকেরাই বিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণ সচ্ছাত্র হয়। এখন তাহারা ভদ্র জনোচিত বিদ্যারত্নে বিভূষিত হইয়া সচ্চরিত্র ও সদ্বুদ্ধিমান হইতেছে—এখন তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ন্যায় নীচ সংসর্গে ও নীচ কর্ম্মে যাইবে কেন?—এখন তাহারা তাহাদের পিতা পিতামহ দিগের ন্যায় পরান্ন-ভোক্তা ও পরাধীন জীবন ক্ষেপণে সন্তুপ্ত থাকিবে কেন? এখন তাহারা স্বয়ং দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের অবস্থা ও জন্মভূমির সাধারণ অবস্থার উন্নতি সাধনে লোলুপ; কিন্তু সাহিত্য ইতিহাস গণিত গ্রন্থের পাঠ ব্যতীত তাহারা অর্থকরী অন্য কোনো বিদ্যা বা কোনোরূপ ব্যবসায় তো শিক্ষা করে নাই, সুতরাং এক চাকরীর চেষ্টা বই তাহাদের গত্যন্তর নাই—তাহাও অন্যরূপ নয়, হয় কেরানীগিরি, নয় পণ্ডিতী, নয় মাষ্টারী!

আবার বঙ্গদেশে অল্পে অল্পে আর এক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সন্তানেরাই লেখা পড়া শিখিতেন, অপর জাতির মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা যাহা ছিল, তাহা ধর্ত্তব্যই নয়। কিন্তু এক্ষণে তেলি, মালী, তামলি, বারুই, সদ্গোপ, নাপিত, কামার, কুমার মুদি প্রভৃতি নাইতর না ভদ্র এমন সকল জাতি এবং সেকরা, ধোপা, শুঁড়ি, কলু প্রভৃতি তন্নিকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তানেরাও কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির সন্তানদিগের সমকক্ষরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের শিক্ষার ফল এই হইতেছে, যে, তাহাদের বাপ দাদার সচ্ছল সংসারে অসচ্ছলতা বা অনাটন প্রবেশ করিতেছে! যাহারা স্বজাতীয় ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহারা কোথায় লেখা পড়া শিখিয়া সেই সেই ব্যবসায়ের সুরীতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অধিক আয়ের উপায় করিবে, না এককালে ঘোর বাবু হইয়া সৌভাগ্যকর পৈতৃক ব্যবসায়কে জন্মের মত জলাঞ্জলি দেয়! কোথায় তাহারা শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধি যোগে সুখের সংসারে আরো অধিক সুখ ও আনন্দ আনয়ন করিবে, না পিতৃ বিয়োগান্তে অন্নের নিমিত্ত হা হা করিয়া বেড়ায়! ইহার অপেক্ষা শিক্ষার মন্দ ফল এবং বঙ্গদেশের অবনতির কারণ, আর কিছুই দেখা যায় না!

কিন্তু ইটী তাহাদের দোষে নয়, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর একটী বিশেষ ত্রুটীতেই ঘটিতেছে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ যদি এমন নিয়ম করিয়া দেন, যে, বালকেরা বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পৈতৃক কাজও অভ্যাস করিবে, তবে আর এ দুর্গতি ঘটেনা। যদি রাজ্য মধ্যে অসংখ্য কেরাণী, মাষ্টার বা পণ্ডিতের আবশ্যকতা থাকিত, তবে বটে যে প্রণালীতে এখন শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উত্তম হইত। কিন্তু কেনা জানিতেছেন, কেনা দেখিতেছেন, যে, ঐ সকল পদ যত, প্রার্থী তাহার শতগুণে বেশী হইয়া পড়িয়াছে? সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির রূপান্তর করা কি উচিত নয়?

সত্য বটে বিদ্যা শিক্ষার ফলে মানব দেবত্ব পায়—সত্য বটে তজ্জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করা উচিত, কিন্তু অশন বসন আগে, না দেবত্ব আগে? যখন অন্নাভাবে অকালেই পঞ্চত্ব পাইয়া প্রেতত্ব ঘটে, তখন আর কাহার দেবত্ব হইবে? অতএব অগ্রে ভাবী জীবন পোষণের উপায় চিন্তা করিয়া পরে বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গদেশে তাহা করিতে গেলে, অবশ্যই জাতি ভেদ অনুসারে ব্যবসায় ভেদের যে সামাজিক নিয়ম আছে, শিক্ষাধ্যক্ষগণকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ লেখা পড়াও শিখাও, এবং যাহার যে জাতীয় ব্যবসায় তাহাকে তাহাতেও দীক্ষিত করিতে যত্ন পাও। তদ্ধেতু যদি এক বেলা বই বিদ্যা শিখানো না হয়, তাহাও কর্ত্তব্য—তদ্ধেতু যদি সেই সেই ছাত্রেরা প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা লাভ না করে, তাহাও স্বীকার্য্য—তদ্ধেতু যদি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্যের সন্তানগণের সহিত তাহাদের শিক্ষার নিয়ম পার্থক্য ঘটে, সে পক্ষপাতও অবলম্বনীয়!

যদি বলেন, তবে তো এক জাতিকে উচ্চ এক জাতিকে নীচ করা হইল। দায়ে পড়িয়াই তাহা বিহিত বলা যাইতেছে। যেহেতু সে নিয়মের অভাবে একের ইষ্ট অন্যের অনিষ্ট করা হইতেছে। এদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদিগের বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনো ব্যবসায় নাই, সুতরাং তাহারা অবাধে তাহাই শিখুক। ইচ্ছা হইলে তাহারা সেই সঙ্গে

ভরসা, নতুবা আশুকার্য্যকর কোনো বিশিষ্ট উপায় সহসা দৃষ্ট হয় না! যুক্তির পরামর্শে মুখে মুখে অনেক উপায় বলা যাইতে পারে,—যেমন কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্যতীত অপরাপর জাতীয় ছাত্রগণকে বিদ্যা ও জাতীয় ব্যবসায় উভয় শিক্ষা দানের সৎপরামর্শ ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,তেমন উপায় অনেক বলা যাইতে পারে, কিন্তু সহসা কার্য্যে পরিণত হয়, এমন উপায় কি?

এমন উপায় ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মে অধিক লিপ্ত হওয়া। চাকরী, চাকরী, চাকরী! এই রব দেশে অধিক পরিমাণে ন্যূন হওয়া উচিত। ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারী, এবং ডাক্তারী! তাহার দিনও গিয়াছে! সকলেই এই কয়টী মাত্র বর্ত্মে ঝুঁকিলে পরস্পরের বাধা জন্মানো বই শুভ ফলোৎপাদনের আশা অতি অল্প মাত্র দেখা যায়! অতএব যাহাতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মে বিশেষরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, এমন উপদেশ, এমন শিক্ষা, এমন সুগম উপায় এবং এমন উৎসাহ দেওয়া রাজপুরুষ, শিক্ষাধ্যক্ষ, সমাজ সংস্কারক এবং দেশহিতৈষী প্রভৃতি সকলেরই কর্ত্তব্য।

ব্যবসায় ও শিল্প বিবিধরূপ আছে। যাঁহাদের মূলধনের অসঙ্গতি নাই, তাঁহারা তো রীতিমত উত্তম ব্যবসায়েই লাগিতে পারেন। কিন্তু অধিক মূল ধনের প্রয়োজন রাখে না, এমন ব্যবসায়ও বহু দেখা যায়; তদ্বাদে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রকারের শিল্পকর্ম্ম দ্বারাও সচ্ছন্দে অর্থাগম হইতে পারে। এদেশে বহু প্রকার শিল্প অঙ্গরাগহীন হইয়া পড়িতেছে, তত্তাবতের পুনরুদ্দীপনে এবং নূতন নূতন ইউরোপীয় শিল্প (যেমন মুদ্রা যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ) বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের নিজের ও দেশের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে; স্বতঃ পরতঃ এই সকল সদুপায় অবলম্বন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত হইয়াছে। আমরা কি আজো আলস্যের জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগরিত হইব না? মনুষ্যের যতদূর হীনাবস্থা হইতে হয়, তাহা আমাদের হইয়াছে—আমরা খেতে পাইনা—ইহার অপেক্ষা অযোগ্যতা ও কাপুরুষতার কথা আর কি? সুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের দোষ দিলেই বা হইবে কেন? আমরা কি কচি খোকা? আমাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দান করিয়াছেন, আমরা ভাল মন্দ হিতাহিত বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি; কিঞ্চিৎ উদ্যম, কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় এবং পরস্পরে ঐক্য, এই তিনটী মূল ধন হইলেই সর্ব্ব বিধায়ে আমাদের লাভে ফাটিয়া যায়! অতএব ভ্রাতৃগণ! আপনারা এই বিষয়ে আর তিলার্দ্ধ ঔদাস্য করিবে ননা—ভরসা করি শিক্ষিত যুবাগণ, যাঁহারা চাকরীর উমেদারীতে সোনার জীবন অতি জঘন্যরূপে কাটাইতেছেন, তাঁহারা যুক্তিপূর্ব্বক সদ্ব্যবসায় বা সৎশিল্পে নিযুক্ত হউন। যদি পূর্ব্বে তাহাতে শিক্ষিত না হইয়া থাকেন, তবে অবিলম্বে এখনও তাহা শিক্ষা করা উচিত।

দ্বিতীয় মহৎ উপায়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশে যেরূপ সূত্র ও যন্ত্রের যন্ত্র সমূহ স্থাপিত হইতেছে, বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন যে কত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য। এই মহদনুষ্ঠানে সাধারণ হিতান্বেষী আমাদের ধনকুবের মহাশয়েরা এখনও যদি ঔদাস্য প্রদর্শন করেন, তবে জানিলাম, দেশের পরম দুর্ভাগ্য! ভাল, জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির প্রণালীতে এ কার্য্য করাও কি এত বড় বাঙ্গালায় সম্ভব হয় না? আপনারা কেহই কি তাহার প্রথম উদ্যোক্তা হইবেন না? এ কর্ম্ম বাণিজ্য ব্যবসায়ী বা সেই পথের পথিক অথচ সদ্বিদ্বান, দেশহিতৈষী, ধনবান ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; আমাদের মধ্যে তদ্রূপ সুযোগ্য লোকের অভাব কি? ভরসা করি, সপ্তাহ ফিরিতে না ফিরিতে ঐরূপ মহদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইয়াছে দেখিতে পাইব। প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়াছে, সুতরাং এই শুভ প্রার্থনাতেই উপসংহার করিতে বাধিত হইলাম!

নাগাশ্রমের অভিনয়।

(গত বারের পর)

বোড়া। সে কি? বিষ কেড়ে নিচ্ছেন? কিসে? কেমন ক'রে? কেন?

ঢোঁড়া। তবে একে একে আপনার ঐ তিন প্রকার প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হলো;—আপনি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কিসে? কিসে আর কি? আমার বিষ তো, মুদ্রাযন্ত্রই ছিল; তা কেড়ে নিলেই বিষ কেড়ে নেওয়া হলো! আর জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন, কেমন ক'রে? সে কথা ব'ল্লে আপনারা এখন বিশ্বাস ক'র্ব্বেন না, কিন্তু কা'ল্ সকাল বেলা কদম্ব, কর্কট আর শঙ্খচুর নাগ ভায়াদের জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই জা'ন্তে পার্ব্বেন।

বোড়া। তোমার কথা আবার বিশ্বাস ক'র্ব্বোনা? কি হয়েছে বলই না?

ঢোঁড়া। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, যেমন নিত্যই যন্ত্রালয়ে কাজ ক'র্ত্তে যাই, আজো তাই গেলুম—গিয়ে দেখি ঘোর অত্যাচার হ'য়েছে—আমার তালা ভেঙেছেন, আপনাদের একটা নূতন তালা দিয়েছেন! আমি প্রবেশ ক'র্ত্তেও পেলেম না—আমার নিজের যন্ত্রালয়েও প্রবেশ ক'র্ত্তে পেলেম না! রক্ষী প্রহরী ব'সেছে, তালা বন্ধ রয়েছে, প্রহরীর নিকট স্পষ্ট নিষেধ আছে, সুতরাং সাধ্য কি ভিতরে যাই! আর আপনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, কেন? কেন আর কি? ভাল ক'রে ছিলেম, এই অপরাধ! কলিতে ভাল ক'র্ত্তে নেই, তা ঠিক!

ভেসে ভেসে বেড়াতেন, এর দোরে তার দোরে নাগলোকের যত লেখা পড়া ছাপিয়ে ছাপিয়ে বেড়াতেন, আমি আপনাদের নিজের একটা বিষ সঞ্চালনের যন্ত্র স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝ্‌লেম; তার প্রস্তাব আর যোগাড় ক'ল্লেম; বহুমূল্য যন্ত্র আর যন্ত্রের সব উপকরণ অতি সুলভ মূল্যেই গাঁথ্‌লেম; রাজকোষ হ'তে প্রথম মূলধন ব'লে কেবল সাত শত রৌপ্য চাক্তির যা সাহায্য পেয়েছিলেম মাত্র। তার পর যতদূর পরিশ্রম ক'র্ত্তে হয়, তার কিছু মাত্র ত্রুটী করিনি—নিজের টাকা দিয়েও তাঁদের কাজ চালিয়ে আস্‌ছি। ভুজঙ্গকুলের স্বধর্ম্মতত্ত্ব, নাগবংশের বিখ্যাত মুখদর্পণ খানি এবং ভুজঙ্গিনীগণের জ্ঞানবর্দ্ধক আর চিত্তরঞ্জক "নাগিনী-বান্ধব" নামা সাময়িক প্রভৃতি হলাহল-প্রচলনের যত লিপি; আর রাজা, পাত্র, মহাপাত্র প্রভৃতি মহা নাগাবধি ক্ষুদ্র নাগ পর্য্যন্ত যখন যিনি যে কিছু বিষ বক্তৃতা ছলে উদ্গীরণ ক'রেছেন—যখন যাঁর যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি ছট্‌কাবার দরকার হ'য়েছে, তা সব একান্তমনে প্রাণপণে ছেপে বেঁধে প্রচার ক'রে দিয়েছি; তাতে কি গতর কি ট্যাঁক্, দুয়েরি শ্রাদ্ধ ক'রিছি—এক দিনের তরে আপত্তি, কি প্রতিবাদ, কি অনিচ্ছা প্রকাশ, কি সন্দেহ কি দ্বিধা ভাব করিনি। মনে ক'র্ত্তেম নাগবংশের যাতে উন্নতি হয়—যাতে দেশের ছেলে মেয়ে গুলো মার কোল শূন্য ক'রে স্বেচ্ছাচার বিষে জ্বেরে স্বাধীনতার মাজসে ভেসে রসাতলে চ'লে আসে, সাধ্যমত তার সাহায্য করা আমার উচিত—মনে ভা'ব্‌তেম, শিবকন্যার অনুচরেরা শিবের প্রকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে সত্যবাদী হ'য়েছেন, তাঁরা কখনো আপনাদের ঋণ পরিশোধে বিমুখ হবেন না—তাঁরা কখনই বঞ্চনার পথে যাবেন না—ঈশ্বর পরায়ণ এমন ধার্ম্মিক দল কখনই অধর্ম্ম ক'র্ব্বেন না—কখনই নীচ অকৃতজ্ঞতার দাস হবেন না! এই ভর্সাতেই বুকের বাঁধন শক্ত ক'রে রুকে কাজ কর্ত্তেম। দিন কতক বেস গেল হিঁদুদের শরৎকালের মহা পার্ব্বণ এলো—সেই যে যার দশ হাত—

আড়ি, বঙ্কী। দুর্গা ঠাকুরুণ?

ঢোঁড়া। আঃ! নাম কর কেন? ও নাম কি আমাদের ক'র্ত্তে আছে? ন', দশ হাত আমাদের দেখ্‌তে আছে?

বোড়ানী। সে বছর যার ঐ দশ-হাতের পূজোয় এক জন অবোধ হিঁদু কোনো নাগ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল ব'লে আমাদের নাগ সভা আর সম্পাদক দাদা তারে যাচ্ছেতাই ব'লে অপমান ক'রেছিলেন—

বোড়া। প্রিয়ে! সে কথা যেতে দেও, (ঢোঁড়ার প্রতি) তার পর ভ্রাতা?

ঢোঁড়া। তারপর মশাই, সেই মহা পার্ব্বণ এলো, আর যত হিঁদু পাওনাদার বেটারা যেন দুপুরে মাতনে মেতে উঠ্‌লো—এ বলে আমার টাকা দেও; ও বলে আমার হিসেব নিকেশ কর; সে বলে আমার বাচ্‌কাচের এখনও কাপড় হয়নি; আর এক বেটা বলে, আমার বাড়ীতে পূজো; কম্পোজিটর বেটারাও বলে, আমাদের দূর দেশে বাড়ী, আর থা'ক্তে পারিনে, আ'জ্ ষষ্ঠী, এখনও সুতো খেইটে হ'লো না! বেটাদের এত ক'রে পৌত্তুলিক উৎসবের দোষ দেখিয়ে দেই—এত ক'রে পবিত্র ধর্ম্মের কথা বোঝাই—এত ক'রে পরকালের ভয় দেখাই, কিছুতেই আসল কথা ভোলে না—"খায় দায় তত্ত্ব কথা ছাড়ে না!" হ্যাদে প্রেসম্যান বেটারা মোসলমান, সে বেটাদেরও সংক্রামক রোগে ধ'ল্লো—তারাও বলে, এ সময় মশাই চুকিয়ে দিতে হবে!

বোড়া। তা তুমি কেন গে মহাপ্রভুর কাঁছে জানালে না? যখন রাজকোষ হ'তে মূল ধনের সাহায্য হয়েছে, তখন বোধ হ'চ্ছে মহারাজও যন্ত্রের অংশী থা'ক্তে পারেন। সুতরাং তোমার তো একা দায় নয়?

ঢোঁড়া। ও মশাই, সেই দুঃখের কথাই তো ব'ল্‌ছি। তিনি অংশী না হ'লেও তাঁদের কাছে যা পাওনা, তার কতক পেলেই যে যথেষ্ট হ'তো। আমি আবার জানাই নি! হেঁটে হেঁটে খোলস ছিঁড়ে গেল—গ'গিয়ে গ'গিয়ে তালু শুষ্ক হয়েছিল—কিছুনা—কেউ গ্রাহ্যও ক'ল্লেন না!

বোড়ানী। তিনি তো এমন নন—তিনি সাক্ষাৎ দয়াময়—

ঢোঁড়া। কিন্তু আমার ভাগ্যে তো দয়াময় দয়ার গয়াময় হ'লেন!

বোড়া। যা'ক্, তার পর?

ঢোঁড়া। তার পর প্রিয়া ঢোঁড়ানীকে জিজ্ঞাসা করুন; নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে কি করি? শেষে প্রেয়সীর কোমল কমনীয় অঙ্গে হাত দিতে বাধিত হ'লেম!

বোড়ানী ও আড়ি, বঙ্কী। ওমা সে কি? প্রিয় ভগ্নীকে আপনি মাল্লেন?

ঢোঁড়া। আঃ! আপনারাও যে অজ্‌বুজ্ হ'লেন—মা'র্ব্বো কেন? ওঁর অঙ্গের আভরণ উন্মোচন ক'রে নে যেতে বাধিত হ'লেম! (চক্ষে রুমাল দানপূর্ব্বক ফোঁফাইয়া) সে দিন আমি যে কি নির্দ্দয় নৃশংস অসুরের কাজ করিছি, তা আমিই জানি আর আমার প্রাণই জানে!

ঢোঁড়ানী। (শশব্যস্তে অঞ্চল দিয়া পতির নয়ন মুছাইতে মুছাইতে) ও কি কান্ত? ছার গয়নার জন্যে রোদন! তোমার মান রাখা আগে, না আমার গা সাজানো আগে?

ঢোঁড়া। (বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন এবং কপোলে ও গণ্ডে চুম্বন) হায়! আমার সকল দুঃখ এখন মোচন হ'লো! যার এমন প্রিয়তমা, তার আবার অভাব কি? শত্রুতে আমার বিষ কেড়ে নে'ক্, আমি তোমায় গলায় বেঁধে নেড়া নেড়ির দলে মিশে যদি ভিক্ষে ক'রে খাই, তবু আমি বড় মানুষ—তবু আমায় দেখে স্বয়ং কুবেরও হিংসে ক'রে ম'র্ব্বে!

বোড়া। (জনান্তিকে বোড়ানীর

প্রতি) দেখ দেখ প্রিয়ে! ঢোঁড়ানী কেমন লক্ষ্মী—কেমন গুণবতী নাগিনী!

বোড়ানী। (সাভিমানে) কেন, আর কেউ কি অমন পারে না? আমি কি তোমায় বলিছি, তোমার দায় প'ড়লে গহনা দেব না? একবার দায় প'ড়িয়ে দেখ দেখি দিই কি না দিই?

বোড়া। না, তা ব'ল্‌ছিনে, তবে কি না, আমি মাসে মাসে যখন আমার মাসিক বেতন এনে তোমার হাতে দিই, তখন আমার বুড়ো মা মাগীকে কিছু খরচ পাঠাবার কথা ব'লে থাকি—তা নাকি এই তিন বছরে একবারও দেওয়া হ'লোনা, তাই এখন ভগ্নী ঢোঁড়ানীর কথাটা শুনে মনে প'ড়ে গেল!

বোড়ানী। আমি কি তোমার হাত ধ'রে বেঁধে রাখি? আফিস থেকে আন্‌বার সময় তুমি কেন সব ঘুচিয়ে দিয়ে এস না? তোমার টাকা, কে তোমায় মানা ক'র্ব্বে? তোমরাই তো ব'লে থাক, কেউ কারো হাত-তোলা খাওয়া কি নেওয়া কি দেওয়া উচিত নয়—তোমাদেরি মুখে শুন্তে পাই, শিব-লোকের মা বাপ ছেলের তক্কা রাখে না, বউ বেটাও বাপ মা আর শাশুড়ী শ্বশুরের কিছুমাত্র তক্কা রাখে না—আমাদেরি নাগ সভায় তো শুনিছি, একান্ন-প্রথা আর হাত তোলার প্রথাতে লোক কুড়ে হয়, হাত তোলা খেগোদের স্বভাব নীচ হয়, হাততোলায় দেশ গোল্লায় যায়! তাই আমি এই ভেবে দিতে দিইনে, যে, তবে তো আমার শাশুড়ীর স্বভাব নীচ হবে; তিনি কুড়ে হবেন; ঈশ্বর তাঁরে হাত পা দেছেন, তিনি সোঁদ্দের বাড়ী রান্না বান্না ক'রে অনাসে খা'চ্ছেন দা'চ্ছেন, আর যা মাইনে পা'চ্ছেন তা জমাচ্ছেন; তোমার কাছে মাসহরা পেলে কি তিনি আর রাঁধ্‌বেন? তবেই তাঁকে কুড়ে আর নীচ ক'রে দেওয়া হয়! সুধু তাই? তিনি যা মাসে মাসে জমাচ্ছেন, তিনি ম'রে গেলে সে তো আমাদেরি হবে—মাসহরা দিয়ে কি এখন তাও বন্ধ ক'রে দিতে চাও? পরিবারের মধ্যে যে যা পারে, আয় বাড়ান ভাল, না ইচ্ছা ক'রে কমিয়ে দেওয়া ভাল? সে দিন তক্ষক মশাই লোকযাত্রা বিধান বুঝিয়ে দিলেন তাও কি শোননি? আমি ভালর জন্যে মরি, আর তোমার এই ব্যাভার! এই কি কলির ধর্ম্ম? বলে—

"যার জন্যে চুরি করে সেই বলে চোর!"

(রোদন) তবে আর আমার এ প্রাণ রেখে ফল কি? মহাপ্রভুর মুখে আত্মহত্যার ঘোর নরক শুনিছি, নইলে দেখ্‌তে এখনি গলায় দড়ি দে ম'র্ত্তেম!

আড়ি, বক্ষ ও বক্ষী। ভগ্নি! ক্ষান্ত হও—উনি কথাটা স'ম্‌জে ব'ল্‌তে পারেন নি!

বোড়া। (পদধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও! আমি অপরাধ করিছি—আমি আ'জ্ অবধি ম্যাল্‌থস্ না প'ড়ে তোমার উপদেশই শুন্‌বো; আমি না বুঝে তোমার মত প্রেয়সীর অমর্য্যাদা করিছি—আমি নিতান্ত ভ্রান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ করিছি! (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) হা দয়াময় ঈশ্বর! ক্ষীণ-চেতা অধমের এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ, নিজ দয়াগুণে কি ক্ষমা ক'র্ব্বে? হে বিভু! আমার অভেদাত্মা প্রিয়তমার কোপ শান্তি কর—ভবিষ্যতে এদাসকে এমন কুমতি কুগতির হাতে রক্ষা কর!

ঢোঁড়ানী। (সহাস্যে পতির হস্তধারণ পূর্ব্বক) প্রাণবল্লভ! তোমার মত পতি ধন যার, তার অভিমান আর কতক্ষণ থা'ক্তে পারে? তোমার অনুতাপ শুনে আমার প্রাণ কাতর হ'চ্ছে—আমার প্রেমানুরাগ দ্বিগুণ হ'চ্ছে—করুণাময় প্রভু আর কখনো আমাদের এই ছাই কথার জন্যে মনোবেদনা যে দেবেন না, তা আমার বেস বিশ্বেস হ'চ্ছে! এস একবার অভিমান ত্যাগের প্রেমালিঙ্গন ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

গান।

রাগিণী জংলা বিভাস—তাল একতালা।

এই অভিমান গেল;
আছ তো হে ভাল? প্রাণনাথ বল?
বেঁধে প্রেমডোরে, রেখেছ যাহারে,
তারে সাধা কি ফলো?

ক্ষম হে, বঁধুহে, ধরিহে, চরণে।
এসো এসো ব'সো, ব'সো, হৃদি-
সরোজাসনে।
যে কমল প্রমুদিত ছিল,
সে কমল ফুল্ল হলো,
প্রাণ হে,
আশা পূরিল! ১।

সজনে, বিজনে, দুজনে, রহিব;
হিন্দু-মাতা (র), বিন্দু কথা, কর্ণে
না তুলিব!
যে বাসুকি পদে লিপ্ত মনো,
সে চরণো ধ্যানো জ্ঞানো,
সব হে,
সেই সম্বলো?

(উভয়ের প্রেমালিঙ্গনাদি নব সম্ভাষ)

বোড়া। (দণ্ডায়মান হইয়া) ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধিত হউক! বাসুকি রাজের গৌরব বর্দ্ধিত হউক! স্বাধীন ভ্রাতা ভগ্নীদের দাম্পত্য-সুখ বর্দ্ধিত হউক! যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্যে পবিত্র নাগাশ্রম মুক্ত হয়েছে, তা যেন পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারো কোনো অনুরোধে ব্যতিক্রম-গ্রস্ত না হয়! (উপবেশন পূর্ব্বক ঢোঁড়ার প্রতি) তার পর ভ্রাতঃ?

ঢোঁড়া। তার পর মশাই, কি আর ব'ল্‌বো? ব'ল্‌তে মুখে বাক্য এসে না? এতটা ক'রে মলুম—কত কল কৌশল ক'রে ছাপার কলের যে এত উন্নতি ক'ল্লুম—যার উন্নতিই আমার এক মাত্র

সম্বল, বাহুবল, হলাহল—আ'জ্ কিনা বিনা অপরাধে, বিনা হেতুতে, বিনা নোটীসে সেই মুখের গ্রাস আমার মুখ থেকে কেড়ে নিতে পারেন!

ঢোঁড়ানী। হায় হায়! একি সর্ব্বনাশ!

বোড়া ব্যতীত সকলে। তাই তো—এ যে ভয়ানক!

বোড়া। কিন্তু ভ্রাতঃ! এটী অশাস্ত্র হয়নি;—

ঢোঁড়া। (সবিস্ময়ে) অশাস্ত্র হয় নি! ও কি কথা?

বোড়ানী। যখন আর্য্যপুত্র ও কথা ব'লেছেন, তখন অবশ্যই কোনো গভীর অর্থ থা'কবে—

বোড়া। হাঁ গূঢ় অর্থই আছে—শাস্ত্রের কথা বলি শুন;—মনসার পুথিতে লেখা আছে, চাঁদ সদাগরের পূজা খাবার জন্য মা মনসা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত—চাঁদ সদাগর পূজা না ক'ল্লে জগতে তাঁর পূজা প্রচার হয় না! কিন্তু চাঁদ সদাগর হরগৌরীর একান্ত ভক্ত। গৌরী হ'চ্ছেন গে মা মনসার সত্ মা। সতিনঝিদের উপর সত্মাদের যত মায়া মমতা, তাতো জানই। গৌরী আড়ি ক'রে চাঁদ সদাগরকে ব'লে দিলেন, কাণী বেটীকে কক্ষণো পূজো করিস্নে! চাঁদ সদাগর শক্ত পুরুষ, মনসা তার সিদ্ধি জটা আর মহাজ্ঞান হ'রে নিলেন; ভার কেতনভুক্ ওঝা ধন্বন্তরীকে আর ঐ ওঝার দুই মহা শিষ্য ধনা মনাকেও মেরে ফেল্লেন; সদাগরের প্রাণতুল্য নাখরাবন আর চন্দনের গাছও ভস্ম ক'রে দিলেন; তবু চাঁদ সদাগর তাঁর পূজা ক'ল্লে না। নেত নামে মনসার এক মন্ত্রিণী ছিলেন, তাঁর মন্ত্রণাতে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে মেরে ফেল্‌তে মা মনসা মনস্থ ক'ল্লেন; ক'রে হাঁকার দে সব সাপকে ডা'ক্‌লেন। ডেকে ব'ল্লেন "চাঁদর ছ পুত্রকে মা'র্ত্তে কে পান নেবে ন্যাও।" চাঁদর ভয়ে কেউ এগোয় না; ঢোঁড়া সাপ গর্জ্জন ক'রে বুক ঠুকে ঝুকে ব'লে উঠ্‌লো "আমি পান নেব!" মনসা শুনে বড় খুসি হয়ে তারে রথে ক'রে মর্ত্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন।

আড়ি, বঙ্কী। কিন্তু ঢোঁড়া সাপের তো বিষ নেই, তবে সে যে বড় কামড়াতে গেল?

বোড়া। তখন ঢোঁড়ার বিষ ছিল—খুব তীক্ষ্ণ বিষ! তার পর শোনো আগে;—ঢোঁড়া রথে ক'রে যাচ্ছে; ভাদ্র মাস; চার্‌দিগে জলে জলময়—মাঠে খালে বিলে স্রোত চ'ল্‌ছে। চাষারা ঘুনি দোয়াড়ি পেতে রেখেছে; দোয়াড়িতে মেলাই মাছ প'ড়েছে; মাঠে কেউ কোত্থাও নেই, মাছ গুলো দোয়াড়ির মধ্যে খিল বিল্ ক'চ্ছে; দেখে ঢোঁড়ার নোলা সক্ সক্ ক'র্ত্তে লাগ্‌লো; অমনি রথ থামিয়ে রথ থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে এক ডুবে দোয়াড়ির মধ্যে গে সেঁধুলো। আঃ! এক ঠাঁই মেলা মাছ, ঢোঁড়া একবারে গলায় গলায় ভোজন ক'রে আধারের ভরে আর

ন'ড়্‌তে চ'ড়্‌তে পারে না; পা'ল্লেই বা বেরোয় কেমন ক'রে? দোয়াড়িতে ঢোকা যায়, বা'র হবার তো যো নেই—আগম আছে, নির্গম নেই! ঢোঁড়া প'ড়ে প'ড়ে ভেবেই অজ্ঞান—ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। এমন সময় চাষারা এসে দোয়াড়ি তুলে ডেঙ্গায় নিয়ে গে দেখে এক বিপরীত সাপ! বাপ্‌রে ব'লে যেমন দোয়াড়ি ফেলেছে, অম্‌নি সেটা উল্‌টে যাওয়াতে তার সেই ছোট দোরটা মাটীর দিগে প'ড়েছে—ঢোঁড়া বা'র হবার পথ পেলে; বেরুলো; কিন্তু যেমন বেরিয়েছে, অম্‌নি এক লাঠি! যা হ'ক্, কষ্টে সৃষ্টে ঢোঁড়া পালিয়ে গে রথে উঠে মা মনসার কাছেই ফিরে গেল—

আড়ি, বঙ্কী। কেন? চাঁদ সদাগরের বাড়ী গেল না কেন?

বোড়া। লাঠি খেয়ে কোমর ভেঙে গেছে, আর সেখানে যাবে কি? কাজেই কোঁতাতে কোঁতাতে ফিরে গেল। মা মনসা তার আক্কেল দেখে রাগে গর গর হ'য়ে তৎক্ষণাৎ তার বিষ কেড়ে নিলেন—সেই অবধি ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই! (ঢোঁড়ার প্রতি) তা ভ্রাতঃ! তুমিও তো কলির ঢোঁড়া, তুমি অবশ্যই তেম্‌নি কোনো দোষ অপরাধ ক'রে থা'ক্‌বে, তাইতেই বাসুকিরাজ তোমার বিষ কেড়ে নেছেন! সে যুগে নিছ্‌লেন মনসা, এ যুগে নিলেন বাসুকি—সে যুগে আর এ যুগে সব ঠিক মেলে না, কিন্তু সাধারণ লীলাটা প্রায় একই!

ঢোঁড়া। কৈ আমি তো সেরূপ কোনো অপরাধ করিনি?

বোড়া। ভায়া হে! রাজ-চরিত্র আর স্ত্রী-চরিত্র, এ বোঝা বড় শক্ত কাজ—রাজার আর স্ত্রীর মনের কথা কে ব'ল্‌তে পারে? কোন্ পুরুষ তাঁদের ঠিক মন যুগিয়ে প্রতিষ্ঠার সহিত জীবন কাটাতে পারে? রাজা আর স্ত্রী, এঁরা খেয়ালে চলেন—হুঁতে মাছি কাটেন!

ঢোঁড়ানী। তবু আপনার কি অনুমান হয়? মহারাজ খামকা এমন নির্দ্দয় কাজ কেন ক'ল্লেন? আপনি অবিশ্যি বুঝ্‌তে পারেন।

বোড়া। অনুমান না করা যেতে পারে এমন নয়। যখন কলির চাঁদ সদাগরকে চিনি, তখন একটা মোটামুটি অনুমানও হ'তে পারে—

সকলে। কে? কে? চাঁদ সদাগর কে?

বোড়া। কলির চাঁদ সদাগর "পেট্রিয়ট।" এই চাঁদ সদাগর লারেস্‌রূপী হরকে বিলক্ষণ ভক্তি করে, কিন্তু তাঁর "শাসনশক্তি" নাম্নী নন্দিনী মনসা দেবীকে কোনোমতেই পূজা ক'র্ত্তে চায় না! সে তো স্পষ্টই ব'লেছে, "বিরূপাক্ষ লারেস্ ঠাকুর আমাকে খুব স্নেহ দয়া ক'রে থাকেন, আমিও তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাবান আছি, কিন্তু তা ব'লে শাসনশক্তি নাম্নী তাঁর একচ'কো কন্যাকে কদাচ প্রতিষ্ঠা-পুষ্পে অর্চ্চনা ক'র্ব্বো না!" এখন বুঝে দেখ, আমাদের বাসুকি মহারাজ তো সেই শাসন-শক্তি

নাম্নী মনসা দেবীর প্রসাদেই বহুলাংশে এই অতুল সম্পদ রাজত্ব পদ পেয়েছেন—তা তো তোমরা সেদিন তক্ষক ভ্রাতা কর্ত্তৃক "বিষ বৃদ্ধির বিজ্ঞাপন" পাঠেই জ্ঞাত হয়েছ—বাসুকি রাজা মনসা দেবীরই চেলা; যাতে চাঁদ সদাগর মনসা দেবীর পূজা করে, সে বিষয়ে সহজেই তাঁর খুব চেষ্টা আর যত্ন হওয়া সম্ভব। "পেট্রিয়ট" রূপী চাঁদ সদাগর ঐ শক্তি-রূপিণী মনসার পূজা ক'ল্লেই দেশের মধ্যে তাঁর পূজার প্রচার হয়। তাই হয়তো আমাদের বাসুকি মহারাজ চাঁদ সদাগরকে জব্দ কর্‌বার জন্য ভায়ার উপর কোনো রকম কাজের ভার দিয়ে থা'ক্‌বেন; ভায়া হয় তো কোনো উপরোধ অনুরোধ রূপ মাছের লোভে প'ড়ে তা ভুলে গেছেন—কি তাতে বড় যোগ্যতা দেখাতে পারেন নি, তাই হয়তো মহারাজা রাগ ক'রে ওঁর বিষ কেড়ে নেছেন! কেমন এই বোধ হয় না?

বোড়ানী। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্! এম্নিই একটা কিছু হয়ে থা'ক্‌বে—

(কালাজ্ সাপের দ্রুত প্রবেশ)

কালা। ওরে ভাই ঢোঁড়া! ওরে ভাই শীঘ্র আয়—দাদা বোড়া মশাইও যে এখানে, আপনিও আসুন—আড়িয়াল বক্ষ ভাই, তুমিও এস—বড় মজা হ'য়েছে—(দন্তে রসনা ছেদন পূর্ব্বক) হায়! বড় দুঃখের বিষয়—মজা হ'য়েছে বলা আমার ভাল হয় নাই—ঈশ্বর ক্ষমা করুন—একথা যে আমার মুখ দে বা'র হ'লো, এ কেবল পাপিষ্ঠ হিঁদুর ঘরের সাবেক অভ্যাস!—যা হ'ক্, বড় দুঃখের কথা!

বোড়ানী। (উচ্চৈঃস্বরে ও হস্ত-ভঙ্গীতে) বলি কালাজ্ মশাই, তবে কি আমরাও যাব?

কালা। (কাণে হাত দিয়া) অ্যাঁ! কি ব'ল্লে? শুন্তে পেলেম না—

বোড়ানী। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি, আমরা কি যাবনা?

কালা। না, না, তা হবে না—স্ত্রীলোক গিয়ে কাজ নেই।

বোড়া। (ঐরূপ উচ্চৈঃস্বরে) কি হয়েছে বলই না?

কালা। এখন বল্‌বার নয়—এখানেও বল্‌বার নয়—আসুন আসুন, শীঘ্র আসুন—আমি কালা, শুন্তে পাইনে, চুপে চুপে যত কথা হ'চ্ছে, তা শুন্তে পাইনে ব'লেই আপনাদের ডা'ক্‌ছি—

[পুরুষ নাগত্রয়ের প্রস্থান।

ঢোঁড়ানী। এই তো ভগ্নিগণ! আমাদের দশা যা হ'লো শুন্‌লে। ভাই, বিদায় দেও; দোষ অপরাধ নিও না, অধম ভগ্নী ব'লে এক একবার মনে ক'রো—আমরা তো ভা'স্‌তে ভা'স্‌তে চ'ল্লেম, কোন্ কুলে গে যে ঠেক্‌বো, তা জগদীশ্বরই জানেন! পিতৃ-কুল, শ্বশুর-কুলকে তো বড় সন্তুষ্টই রেখেছি—এক নাগকুল নিয়েই ছিলেম, নাগকুলই বল বুদ্ধি ভর্সা সব—সে নাগকুল যখন প্রতিকূল হ'লেন, তখন আবার সেই হিন্দু-

ই গতি কি? আমরা গার রক্তের জোরে তখন বুঝ্‌তে পারিনি—সিলেটের কমলা লেবু লোণা খাজ্‌রিতে এসে কেবল গোঁড়া লেবু হয়ে প'ড়েছি—হায়! আমাদের তেজ টেজ সব ফুরিয়ে গেল—যাদের ঘৃণা ক'রে ছুড়ে ফেলে দে এসেছি, আবার কোন্ মুখে যে তাদের দোরে গে দাঁড়াব, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপ্‌ছে! কিন্তু তা নইলেই বা উপায় কি?

বোড়ানী। ছি ভগ্নি ঢোঁড়ানি, অমন নিরাশার কথা কেন কও? দয়াময়কে ভাব, তিনি কখনই সে নরকে আর তোমাদের পাঠাবেন না! কা'ল্ সকলে মিলে বাসুকি মহারাজকে ব'লে ক'য়ে সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

আড়ি, বক্ষী। আমি মহারাজের যে মহত্ত্ব দেখিছি—যে সুমধুর উপদেশ বাক্য শুনিছি, তাতে তিনি যে বিনা অপরাধে কারোকে দণ্ড দিবেন, কি খামকা কারো সর্ব্বস্ব ধন বিষ কেড়ে নেবেন, এ ভাই আমার বিশ্বাস হয় না—অবিশ্যি কোনো বিশেষ কারণ থা'ক্‌বে—

ঢোঁড়ানী। বিশেষ কারণ, এই পোড়া কপালীর মাথা—এই দুটো হতভাগ্যের কপাল! ভাল, নাগ কুলে তো বাস ক'র্ব্বে—তোমার পতিও তো স্কুল নামা একটা বিষের ভাণ্ডার সঙ্গে ক'রে এনেছেন; ভাল, বেঁচে থাকি তো, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে! আমি ব'ন্ বেশী কথা কইনে, কিন্তু তলে তলে সব বুঝি। আমাদের এই বিষ কেড়ে নেওয়ার যে কারণ ভ্রাতা বোড়া মহাশয় দেখালেন, তা কিছুই না। এর যা কারণ, তা এখন ফুট্‌তে চাইনে—

আড়ি, বক্ষী। তবু?

ঢোঁড়ানী। তবু আর কি? ঐ যে ব'ল্লেম বেঁচে থাকি তো, তখন আবার দেখা হবে—এখন যেমন ব'ল্‌ছো বিশ্বেস হয় না, তখন ঐ মুখেই আবার হয়তো এর চেয়েও বিশ্বেসের কথা শুন্তে পাব! জগদীশ্বর করুন, আমার অনুমান যেন মিথ্যাই হয়! কিন্তু হয় যে এমন বুঝিনে—

(ঢোঁড়ার প্রবেশ)

বোড়ানী। ভ্রাতঃ ঢোঁড়া! কাণ্ড খানা কি?

ঢোঁড়া। তা আর আপনাদের শুনে কাজ নেই! আমিও সেখানে অধিকক্ষণ থা'ক্তে ইচ্ছে ক'ল্লেম না—আমার মন এখন যে কোথায়, তার ঠিক নাই—আমার এখন সাধারণের ভাল মন্দতে থাক্‌বার সময় নয়—নির্জ্জলে প'ড়ে দুদণ্ড ভা'ব্‌তেই ভাল লা'গ্‌ছে!

আড়ি, বক্ষী। আপনি এলেন, তাঁরা এলেন না?

ঢোঁড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ সে কথা ব'ল্‌তেই ভুলে গিইছি—তাঁরা ব'লে দিলেন, তাঁরা আর এখানে আস্‌বেন না, একটু পরে একবারে তাঁদের গর্ত্তেই যাবেন—

বোড়ানী। তবে আমরা যাই।

ঢোঁড়া। যদি আমার অসুখ না হ'তো, তবে আপনাদের মধুর আলাপে আরো খানিক সুখী হ'তে পার্ত্তেম—তবে যদি আপনারা দয়া ক'রে আমায় বিদায় দে প্রিয়তমা ঢোঁড়ানীকে নে আমোদ আহ্লাদ করেন তো বাধিত হই—আমি একটু শুই গে। আপনাদের কাছে কা'ল্ সকালে বিদায় নে যাব; এখন কেবল এই ভিক্ষে, আপনারা এই দুটী দুঃখী দুঃখিনীকে ভুল্‌বেন না!

বোড়ানী। আপনিও যে অবুঝের মত ঐ অলক্ষ'ণে কথা বলেন! আমার বেস বোধ হ'চ্ছে, কা'ল্ সকালে সকলে মেলে মহারাজকে ধ'ল্লে, তাঁর রাগ কখনই থা'ক্তে পা'র্ব্বেনা—

ঢোঁড়া। আপনার এই শুভ ইচ্ছার জন্য বাধিত হ'লেম, কিন্তু এ সহবাসে আর না!—এই রসাতল রাজ্যে আর আমরা বাস ক'র্ব্বোনা! আমি আ'জ্‌ই শিবলোকের নন্দী ভৃঙ্গীর ধর্ম্মাধিকরণে * আর্দ্দাশ ক'র্ত্তে যাচ্ছিলেম, কেবল, দাঁড়াস্ ভায়ার সঙ্গে পথে দেখা হয়েই গোল বেঁধে গেল—তিনি জিদ ক'রে এই ব'লে ফিরিয়ে আন্‌লেন যে, কেউটে, গোখ্‌রো, তক্ষক, ময়াল আর তিনি এই পাঁচজনে প'ড়ে রফা ক'রে দেবেন।

বোড়ানী। তবে আর কি?

ঢোঁড়া। তবে আর কি? অমন কথা ব'ল্‌বেন না; রফাই হ'ক্, আর বিষের কিছু অংশই বা ফিরে পাই, কিন্তু যে অপমান হইছি,—লাখ্ টাকার যে মানটী হারিয়েছি, তাতো আর ফিরে পাব না! লোকের কাছে যা ব'লে সাধুতা জানা'ন্, আমি তো মনে মনে জা'ন্তে পেরেছি—আমি তো হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি! এই যে এত আনুরক্তি, এত বন্ধুত্ব, এত আত্মীয়তা ছিল, এ সম্পার্ক কিসের? এ বন্ধন কিসে হয়েছিল? তাঁর নামে যে লাল প'ড়্‌তো—তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌লে যে গা সিউরে উঠ্‌তো—ভক্তিতে আমাদের হৃদয়-পুকুর দিবা নিশি উল্‌সে উল্‌সে ছাপিয়ে ছাপিয়ে উঠ্‌তো, তা কিসে হ'তো? সে কি কেবল অদ্বিতীয় পবিত্র চরিত্র আর অসাধারণ সাধুতার ভাব ভেবে নয়? নিশ্চিত সংস্কার ছিল, তাঁর মত নির্ম্মলাত্মা স্বর্গে ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; আ'জ্ সে সংস্কার-গাছ উপ্‌ড়ে প'ড়েছে—আ'জ্ সে ভক্তির মন্দির ভেঙে গেছে—আ'জ্ সে পিরীতের বাঁধ ঘৃণা-দামোদরের বন্যাতে কোথায় ঢ'স্কে নে গেছে! আর না! যথেষ্ট হয়েছে! সব বুঝিছি!

আড়ি, বঙ্কী। আমি একটা কথা ব'ল্‌বো?

ঢোঁড়া। ব'ল্‌বেন না? অবশ্যই ব'ল্‌বেন—নাগাশ্রম স্বাধীনতার নামে উৎসৃষ্ট—যদিও আ'জ্ জেনেছি, এমন নীচ অধীনতার স্থান আর দ্বিতীয় নাই,—নাগ জাতির মত পরাধীন জা'ত্ তুর্কীরাও নয়—তবু যতক্ষণ এই বিবরটীকে আমার আপনার ঘর ব'লে অধিকারীর সত্ত্ব চালাতে সমর্থ হব, অন্ততঃ

* আদা. চে।

ততক্ষণও এই ক্ষুদ্র গর্ত্তে স্বাধীনতা দেবীর অপমান হ'তে দেব না! আপনি সচ্ছন্দে বলুন—মনের কথা ব'ল্‌বেন না? তবে আর ভ্রাতা ভগ্নী ব'লে ডাকাডাকি কি?

আড়ি, বঙ্কী। তবে ভ্রাতঃ ব'ল্‌তে কি? আমাদের অনাথবন্ধু, আঁধারের মণি, দয়াময় মহারাজার চরিত্রে আপনি যে রকম কলঙ্ক রটাচ্ছেন, তা কি আপনার উচিত? আমরা ঠিক্ জানি, যদি পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠে, আগুন যদি শীতল হয়, বরফ যদি দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে, তবু তাঁ হ'তে অন্যায় বা পক্ষপাত কখনই হবে না! আপনার আ'জ্ দুঃখ হয়েছে, তাই আপনি যা মুখে আ'স্‌ছে, তাই ব'ল্‌ছেন; কিন্তু তা ব'লে আমাদের তা কাণ পেতে শোনা কি উচিত হয়? অতএব দয়া ক'রে বিদায় দিন, আর আমি এখানে থা'ক্তে চাইনে—আর আমি মহা গুরুর নিন্দে শুনে পাপে ম'জ্‌তে চাইনে—(ঢোঁড়ানীর প্রতি) ভগ্নি! নমস্কার!

[প্রস্থান।

বোড়ানী। দাঁড়া—আমিও যাই আমিও কি এই পাপ কথায় আর থাকি?

[প্রস্থান।

ঢোঁড়া। (সক্রোধে) না থা'ক্‌লে তো বড় ব'য়েই গেল! ঐ সব মুখে চূণ কালী পড়ে কি না, তাও দেখা যাবে—তখন শুন্তে পাব!

ঢোঁড়ানী। ঐ গোঁড়ানী ছুঁড়িকে আমি তা আগেই ব'লে দিইছি—আমরাও এককালে অম্নি গোঁড়া গোঁড়ানী ছিলেম!

ঢোঁড়া। প্রিয়ে! তুমি প্রস্তুত হও—কা'ল্ সকাল বেলাই এই ভয়ানক যোগিনীচক্র ছেড়ে পালিয়ে যাব—এখানে দেখ্‌ছি কতক কপট ধূর্ত্ত, কতক অসার নির্ব্বোধ—এখানে থা'ক্‌লে মান যাবে— মান তো গেছেই—শেষ মা'র খাওয়া বাকী, তাও হবে! ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দূষিত হবে—লজ্জা সরম ভদ্রতা তো অর্দ্ধেক গেছে, যা বাকী আছে, তাও থা'ক্‌বে না—এখন নীচের বারিকে যে কাণ্ড দেখে এলেম, তা আর তোমার কাছে কি ব'ল্‌বো? এই দেখ, আমার বুকে হাত দে দেখ, যেন ঢেঁকির পাড় প'ড়্‌ছে!

ঢোঁড়ানী। (তদ্রূপে দেখিয়া) তাই তো, এ কি? বুক যে তোলপাড় ক'চ্ছে! (পতির কপালে হাত দিয়া) ইস্! মাথা যে আগুন! কেন? কি হ'য়েছে বল দেখি? আমাকে ব'ল্‌তে দোষ কি?

ঢোঁড়া। আর কি হবে? মেটেগিড়্‌গিড়ির গর্ত্তে বেত-আছড়া প্রবেশ ক'রেছিল!

ঢোঁড়ানী। বল কি? তার পর?

ঢোঁড়া। তার পর আর ছাই ভস্ম ব'ল্‌বো কি? আমরা যেই দেখা দিলেম, অম্নি ভণ্ড ছোঁড়া আমাদের মুখ পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বলে কি—

"তাই তো ব্রাদার! আমি কেন এখানে?" এই কথাটী এম্নি ভঙ্গীতে ব'ল্লে, যেন সে কিছু মাত্র জানেনা—যেন তার ঘরে সে ঘুমিয়ে ছিল, আর ভূতে যেন কোলে ক'রে মেটে গিড়্‌গিড়ির ঘরে তারে রেখে এসেছে! হাসিও পায়, কান্নাও আসে—এই দুঃখের সময় একটা কথা মনে প'ড়্‌লো, না ব'লেও থা'ক্তে পারিনে। একজনদের কানাচে একটা কাঁঠালগাছে বিস্তর কাঁঠাল ফ'লেছে; এক বেটা চোর এক দিন রেতের বেলা ঐ গাছে উঠে কাঁঠাল পা'ড়্‌ছে। বেটার সাহস বুঝো, তখনও চণ্ডীমণ্ডপে দশ জনে ব'সে গল্প গুজব্ ক'চ্ছে—তারা ঢুব্ ঢাব্ শব্দ শুনে আস্তে আস্তে সকলে গে কাঁঠাল গাছ ঘিরে ফেল্লে; আর তখনি মশাল এনে বেটাকে গাছ থেকে নামিয়ে মা'র্ত্তে ধ'র্ত্তে যায়; চোর বেটা চেনা লোক, পাড়ার তুফুনে গোয়ালা! তুফুনে হাত যোড় ক'রে ব'ল্লে, "মশাইরে আমায় মারেন কেন? আমি রা'তকাণা মানুষ।" সকলে ব'ল্লে "তুই রা'ত্‌কাণা, তা গাছে কেন?" "আজ্ঞে, পথ দেখ্‌তে না পেয়ে গাছে উঠে প'ড়েছি!" "ভাল, যেন গাছেই উঠ্‌লি, কাঁঠাল পা'ড়্‌লি কেন?" "কাঁঠাল পেড়েছি? তাইতো, এমন হ'লো কেন? তবে আমার গা পার ঘ্যাঁস লেগে কাঁঠাল প'ড়ে গে থা'কবে!" এমন সময় গৃহস্থেরা মশাল ধ'রে দেখে যে, উত্তর দক্ষিণ দুদিগের ডালেরই বড় বড় কাঁঠাল পেড়ে ফেলেছে। তাই দেখে এক জন ব'ল্লেন "তোর ঘ্যাঁস লেগে প'ড়্‌লো তো এমন তফাত তফাত ডালের কাঁঠাল প'ড়্‌লো কিসে?" "ডালের কাঁঠালও প'ড়েছে; তাই তো! আজ্ঞে, তবে ঐটীই আমার চুক হয়েছে!" বেত-আছড়ার কাণ্ডও তাই!

ঢোঁড়ানী। ছি, ছি, আর এখানে এক তিলও থাকা নয়—প্রভাতে যেন কারোর মুখ দেখ্‌তে না হয়!

ঢোঁড়া। তবে দ্বার দেও।

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে আউলের গান)

ঠাহর ক'রে দেখ্ দেখি;
ও তোর মনে মনে আছে কি?
ও তুই এক বলিস্ আর কাজে
করিস্, মনেরে ঠারিস্ আঁখি;
ও তুই পর বুঝায়ে ঘরে আসিস্,
আপ্‌নারে আপ্‌নি ফাকি! ১।

ওরে, আপ্‌নাকে যে জানে আপ্‌নি,
তার, জাঁক্ জমকে দরকার কি?
সেজন, কথায় বোবা, কাজে হাবা,
করেনা সে ঝক্‌ঝকি! ২॥

(চতুর্থাঙ্ক বিকল্পে প্রকাশ্য)

প্রাপ্ত।

জাগ্রত স্বপ্ন।

১

নিশীথ—নীরব দেখি প্রকৃতি এখন—
সবেমাত্র ঝিল্লী দলে, বসিয়া পাদপ তলে
করিতেছে রজনীর স্তব্ধতা ভঞ্জন;
পেচকেরা থেকে থেকে, কর্কশ আরাবে
ডেকে,
দিবাচর পাখীদের উৎপাদিছে ভয়;
শৃগাল নিনাদ ঘোর, চমকে হৃদয়।

২

সুনীল গগন-সরে—হীরার কমল!—
শীতকরময় চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ,
ভুলাইছে রমণীর চিত্ত সুবিমল!
কুসুম-সুরভি মেখে, যুবতীর মুখ দেখে,
সঞ্চরিছে বায়ু, ছাড়ি নিশ্বাস মৃদুল,
বিধুত তাহাতে যত ফুল্ল ফুল কুল।

৩

এ হেন সময়ে ত্যজি কুটীর ভবন,
যুবা যোগীবর এক, (প্রেম-যোগী, নহে
ভেক)
আসিলেন গঙ্গা-তটে চারু দরশন!
গৌর বরণ কায়, ভস্মরাশি মাখা তায়,
আয়ত লোচন দুটী (সুন্দর গঠন!)
ঘুরিতেছে যেন কার ক'রে অন্বেষণ।

৪

নবজাত জটা জাল পৃষ্ঠোপরে ঝুলে;
গৈরিক রঞ্জিত বাস, পরিধিত; পরকাশ
চারু জ্যোতিঃ কণ্ঠশোভা রুদ্রাক্ষের
মালে;
সুগন্ধ, সুষমাসার, গোলাপ কুসুম-হার,
যোগীর দক্ষিণ করে রয়েছে ঝুলিয়া,
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ
তুলিয়া।

৫

গঙ্গা তট-বিরাজিত উচ্চ প্রসারিত
বট মূলে যোগীবর, বসি সুললিত স্বর
ছাড়িয়া গাহিল এক প্রণয়ের গীত;—
"প্রেয়সি! তোমার তরে, ভস্মরাশি
কলেবরে
মেখেছি, এ জটাভার তোমারি কারণ,
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ ধারণ!

৬

'তোমারি কারণে আমি যোগী সাজিয়াছি!
পবিত্র প্রণয় দেবে, সেবিব অন্তরে ভেবে,
প্রণয়িনি, তোমা তরে হেতা আসিয়াছি!
এ ঘোর যামিনীভাগে, বল প্রিয়ে,
কে লো জাগে?
সকলেই শুয়ে আছে সুখের শয়নে;
আমি সুধু জেগে আছি, তোমারি
কারণে!

৭

"শয়নে কি সুখ?—সুখ সুখের স্বপন!
সুন্দর ঘটনাচয়, স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিন্তু লো তাহ'তে ভাল মম জাগরণ!
কারণ স্বপনে যাহা, দৃষ্ট হয় মিথ্যা
তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদয়
সত্যকার সুখ চায় আমার হৃদয়!

৮

"সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়ে কুটীর,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি, তোমা ধন লাভে আজি,
আসিয়াছি—মজিয়াছি—হয়েছি অস্থির!
মিথ্যা নয়, সত্যধন সুধাময় সুস্বপন,
দেখিব জাগিয়া আজি—করিয়াছি পণ,
তাহাই দেখিতে মম নিশি জাগরণ!

৯

"জাগ্রত স্বপনে রত্ন লভিবার আশে,
আসিয়াছি গঙ্গা-তটে, ভাগ্যে যদি তাহা ঘটে,
নিশি জাগরণ ফল পাব অনায়াসে;
নতুবা আমার মত, ত্রিজগতে ভাগ্যহত
কে আছে?—কেহই নাই, সকলেই সুখী;
তোমা বিনে আমিই দুখী লো বিধুমুখি!

১০

"ভস্মমাখা তবে, হায়, বিফল কেবল!
বিফল এ জটাভার; বিফল রুদ্রাক্ষহার;
গৈরিক-রঞ্জিত বাস তাও রে বিফল;
গলে তোর দিতে আজি গেঁথেছি, গোলাপ রাজি,
বিফল; বিফল আসা, নিশি জাগরণ,
বিফল আমার এই অসার জীবন!"

১১

নীরব হইল যোগী; স্তব্ধ চারিধার,
"টুঁ" শব্দ করিলে পরে, উড়ে যায় বায়ুভরে
কতদূর; তবে কি সে সঙ্গীত সুধার,
আবদ্ধ থাকিতে পারে, আশে পাশে চারিধারে,
চলিল সে গীতধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে,
পশিল অদূরবর্ত্তী কুটীর ভবনে।

১২

"সে কুটীর হ'তে এক যুবতী রতন,
সহসা বাহির হলো, কুটীরের দ্বারে আলো
উজলিল; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন!
যোগীরো মতন তার, ভূচুম্বিত জটাভার,
গৈরিক বসন পরা ঝুলিছে অঞ্চল;
সুধীরে খেলায় তায় সমীর চঞ্চল।

১৩

হাসি হাসি মুখ-শশী, আসি ধীরে ধীরে,
দোলায়ে রুদ্রাক্ষ মালা, যোগীর সমুখে বালা
দাঁড়াইল;—স্বর্গ-শোভা হলো গঙ্গা-তীরে।
কহিল মধুর স্বরে,—"আসিলে কেমন ক'রে,
এ ঘোর নিশীথে, নাথ, পরিহরি ভয়?
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয়?"

১৪

"ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগী বর,—
"কহ দেখি মোরে আগে, এ ঘোর যামিনী ভাগে,
কি সাহসে একাকিনী হলে আগুসার?"
হাসিয়া যুবতী কয়, "সেকি, নাথ কারে ভয়?
তুমি হে ভয়ের ভয় হৃদয়ে আমার!
তুমি যার পতি তার ভয় কি আবার?"

১৫

হাসিয়া কহিল যোগী "তবে কি কারণ,
চিত মম ভীত হবে? কমল লভিতে কবে,
কে ভীত হয়েছে ভাবি সলিলে মগন?
প্রণয়িণী তুমি যার, হৃদয়ে কি ভয় তার?
রূপে তব দিক্ আলো—গুণে এ হৃদয়,
তব জন্য অভিসারে আঁধারে কি ভয়?

১৬

"ব'সো ব'সো, প্রিয়তমে, সুচারু হাসিনি!
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অনুভব,
কত ক্লেশ, আসিতে লো মরাল গামিনি!
আমারি কারণে প্রিয়ে, কণ্টকিত পথ দিয়ে,
এসেছ, পেয়েছ ক্লেশ; ক্ষমাকর দান,
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান।

১৭

কি জানি কি গুণে প্রিয়ে, বেঁধেছ পরাণ—
চুম্বক উপল সম, তব প্রেম অনুপম,
সাধ্য কি রহিব ছেড়ে? সুধু পড়ে টান!
বিজ্ঞানের মহা মন্ত্র, দিগ্‌দরশন যন্ত্র,
উত্তরাস্য বই তাহা থাকে কি কখন?
তুমিলো উত্তর—আমি দিগ্‌দরশন!"

১৮

যুবতী যোগিনী হাসি যুবা যোগী পাশে,
বসিলেন কুতূহলে, আমরি সে বটতলে,
কি শোভা হইল, গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে!
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে, মিলায়ে প্রণয় তন্ত্রে,
কি পবিত্র একতান হইল বাদন!
ধন্য যোগীবর তব জাগ্রত স্বপন!!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রকৃতি পর্য্যালোচনা।

আদিম কালের অসভ্য, অশিক্ষিত এবং নিতান্ত স্বাভাবিক জ্ঞানের বশবর্ত্তী নরজাতির সহিত আধুনিক জন সমাজের তুলনা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এক মাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চাই যে আধুনিক উন্নতির মূল কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। উলঙ্গ বা বৃক্ষ বল্‌কল-পরিহিত আদিকালের মানবজাতির সহিত, সুন্দর বসন-সম্পন্ন বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর, এই মতের অনুমোদক হইবে। যেস্থানে গমন করা দুঃসাধ্য ছিল, এইক্ষণে সে স্থানে অতি সহজে—সুখে—সচ্ছন্দে গমন করিতে পারি। যে নদী বা সমুদ্র পুরাকালে অপার বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন তাহা প্রায় স্থলের ন্যায় নিঃশঙ্ক-সঞ্চরণীয় হইয়াছে; যে কার্য্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইত না—যন্নিষ্পাদনে বহু সময় লাগিত, এখন সেই কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অতি অল্প আয়াসে, অতি অল্প সংখ্যক লোকে এক মাত্র

বুদ্ধি কৌশলে সম্পন্ন করিতেছে। এ সমস্তই বিজ্ঞানের প্রসাদে। অতএব সুখ ও সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান ও শিল্প যেমন প্রয়োজনীয়, এমন আর কিছুই নহে।

অনেকে মনে করেন, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে শ্রম-জীবীদিগের অর্থাগমের হানি হইয়াছে। তাঁহারা বলেন "একটা যন্ত্রে প্রতি দিবস এক শত থান কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। ঐ কাপড় প্রস্তুত করিতে কত শত লোক নিযুক্ত থাকিত এবং সেই শ্রমার্জ্জিত অর্থে তাহাদের পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারিত।" ইহা সত্য, কিন্তু যন্ত্রাভাবে এক পক্ষে যেমন শত শত লোকের উপকার, অপর পক্ষে তেমন লক্ষ লক্ষ লোকের অপকার। বহু জনের দীর্ঘকাল-সাধ্য কার্য্য যন্ত্র উপায়ে অল্প লোকের দ্বারা অল্প সময়ে নিষ্পন্ন হওয়াতে তদুৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষাকৃত বহুগুণে অধিক সুলভ, সুতরাং উহাতে সমাজের ক্ষুদ্র এক বিভাগের স্বল্প দিবসের নিমিত্ত ক্লেশ করিয়া অপর সমুদয় বিভাগে অশেষবিধ সুখ সুবিধা বিধান করে।

ইংলণ্ডে এককালে পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রম-সঙ্কুল মত প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে, স্পিনিং জেনির (সূতার কলের) আবিষ্কর্ত্তা লোকের দৌরাত্ম্যে প্রাণের ভয়ে অনত্রে পলায়ন করিতে বাধিত হইয়াছিলেন! এক সময়ে ইংলণ্ডের ইতর লোকেরা এই ভ্রমাত্মক মতের বশবর্ত্তিতায় সমস্ত কৃষি-যন্ত্র প্রভৃতি ভগ্ন করিয়াছিল। কিন্তু তথায় যন্ত্রের সুখ পাইয়া অবধি এখন কি আর তদ্রূপ মত শুনা যায়?

আমরা এ দেশে শুনিতে পাই, অমুক দেবতা অমুক যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা—বিশেষতঃ বিশ্বকর্ম্মা তো সকল প্রকার শিল্পেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। গৃহ নির্ম্মাণ, নৌকাগঠন, বস্ত্রবয়ন, কর্ম্মকার সূত্রধরাদির কারু কার্য্য, অধিক কি পাদুকা নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সকল শিল্প কর্ম্মেই আমাদের দেশের লোক বিশ্বকর্ম্মাকেই মূল বলিয়া স্বীকার করেন। বহুকাল এই আবহমান বিশ্বাস প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; কাজেই এখন প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তাদের নাম আর জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। কি কারণে প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তাদের নাম লুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এক জনের নামেই সকল চলিয়া আসিতেছে, তাহাও নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। কেবল শিল্প সম্বন্ধেই নয়, গ্রন্থ রচনা বিষয়েও ঐপ্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পুরাণ উপপুরাণ মাত্রই বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পৃথক্ পৃথক্ পুরাণের রচনাগত আভ্যন্তরিক বিভিন্নতা এত দূর দেদীপ্যমান, যে, মনোযোগী পাঠক মাত্রই তত্তাবৎকে বিভিন্ন হস্তজাত পদার্থ না বলিয়া থাকিতে পারেন না; তথাপি সকলগুলিই এক পিতার সন্ততি রূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে! কোনো কোনো প্রমাণে কোনো কোনো গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা ধরা পড়েন, অন্য সকলের প্রণেতাগণকে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। বোপদেব ভগবদ্গীতার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কি কারণে একের গ্রন্থ অন্যের রচনা বলিয়া পরিচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা ভিন্ন অন্য কোনো বিশিষ্ট প্রমাণে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সুকঠিন। হয়তো বেদব্যাসের নাম দেখিলে লোকে নারায়ণ অংশাবতংশ ঋষির অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া অবিচার্য্যরূপে গ্রহণ করিবে, এই লোভে; কিম্বা তাঁহার প্রতি শিষ্যগণের অতিশয় ভক্তি জন্য; অথবা প্রতিবেশী, সমপাঠী ও সমকালবর্ত্তী সমব্যবসায়ী বর্গের ঈর্ষা হইতে মুক্তি লাভের আশায়; কিম্বা অন্য কোনো অনির্দ্দেশ্য হেতুতে তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শিল্প বিষয়েও প্রায় সেইরূপ;—হিন্দুজাতির ন্যায় পুরাতন-প্রিয় সমাজ কোনো বিষয়ে নূতন মত বা নূতন সাধন-প্রণালী অবলম্বনে শীঘ্র কদাচ সম্মত হয় না; যে সে ব্যক্তি অভিনব কৌশলের আবিষ্কার করিলে, তাহা কেহই গ্রাহ্য করিবে না—হয় তো তজ্জন্য তাহাকে যন্ত্রণারূপ পুরস্কার লাভ করিতে হইবে—হয় তো প্রতিবেশী সমব্যবসায়ীরা তাহাকে যাদুকর কি ডাইনের শিষ্য বলিয়া ধোপা নাপিত হুঁকা বন্ধ করাইয়া দিবে কিম্বা ঈর্ষাজনিত অন্যবিধ উপায়ে তাহাকে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও তাড়িত পর্য্যন্তও

হইতেও হইবে; অথচ তাহার প্রাণাধিক সাধের আবিষ্কারটী লোক সমাজে প্রচার না করিলেও নয়; সুতরাং সর্ব্বদিগ রক্ষার উদ্দেশেই বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি বলিয়া সেই আবিষ্কারকে এককালে আদরের স্রোতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত! লোকে যে অন্যের উদ্ভাবনের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঈর্ষা প্রকাশ ও বাধা প্রদান করিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরা স্থলান্তরে এ সম্বন্ধে আবশ্যক মত বলিব। আপাততঃ একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের দেশে এ প্রকার প্রবাদ আছে, বিশ্বকর্ম্মা এক খেই সূত্রে পাদুকা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নিকট তাঁহার পুত্র (নামটী মনে হইতেছে না—বেয়াল্লিশকর্ম্মা হইবেন!) এক খেই ঊর্ণনাভ-তন্তু দ্বারা অপর এক খণ্ড তদ্রূপ পাদুকা ঝুলাইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সন্তানের এই শিল্পোৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন!

যদি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা, অন্যের নয়, স্বীয় পুত্রের ঔৎকর্ষ দর্শনে ঈর্ষার হস্তে মুক্ত থাকিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার শিষ্য দলের মধ্যে অন্য পরে কা কথা! ফলতঃ ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে, পূর্ব্বকালে শিল্পের প্রতি বিশেষতঃ নবাবিষ্কারের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ ও অত্যাচার ছিল। সেই জন্য, যাহা কিছু নূতন প্রকাশিত হইত, অমনি তাহা কোনো বিখ্যাত মানব বা

দেবতার নামেই প্রচার পাইত। কিন্তু এই উন্নত কালে এখন আর তদ্রূপ দেখা যায় না, এখন বরং সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে আবিষ্কারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

যিনি বলেন "যন্ত্র ও অস্ত্রহীন মনুষ্য এবং হস্ত-পদ-শূন্য জীব উভয়ই তুল্য!" ব্যবহারিক বিজ্ঞানাভিজ্ঞ লোকের নিকট লৌহ, কর্দ্দম সদৃশ এবং সমুদ্র, সমতল-পরিস্কৃত-ভূভাগ তুল্য! ফলতঃ জল ও অগ্নি তাহাদের বাহন! কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ নূতন আবিষ্করণে অনুরক্ত। তাঁহারা নূতন সুসংস্কৃত প্রথাতেই সর্ব্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহেন। অর্থোপার্জ্জন কি সামান্য গৃহস্থালিতে তাঁহাদের চিত্ত তাদৃশ সমাকৃষ্ট নহে। পরিবার অন্নাভাবে হাহাকার করিলেও তাঁহাদিগের দৃষ্টি অন্য দিগে—আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তজ্জন্য তিরস্কার করিলেও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রূপ অয়স্ তত্ত্বাবিষ্কার নামা চুম্বকের দিগেই আকৃষ্ট রহিয়াছে! ভারতবর্ষে এরূপ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। আমরা দুই এক স্থানে সামান্য বিষয়ে এইরূপ ধাতুর লোক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা উৎসাহ ও উত্তেজনা অভাবে ক্রমেই ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। দেশীয় লোকে তাহাদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য দিলে, তাহাদের দ্বারা যে সামান্য শিল্পের অনেক কৌশল উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু পরমাক্ষেপের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিকগণ ঘোর নিদ্রিত—নিতান্তই নিরুদ্যম!

আবিষ্করণশীল মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে সুতীব্র সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই—সর্ব্ব বিষয়ে ধৈর্য্য চাই—একবার কি বার বার বিফল-যত্ন হইলেও পুনর্ব্বার কৃতকার্য্যতার আশায় দ্বিগুণ উদ্যমশীলতায় বলীয়ান হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। এ সকল গুণ যাহার না থাকে, তাহার আবিষ্কার কার্য্যে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা মাত্র!

আবার অসামান্য কৌতূহলই আবিষ্কারের মূল। আবিষ্কর্ত্তা হইতে হইলে বালকের ন্যায় কৌতূহলী ও বৃদ্ধ বিচারকের ন্যায় তন্ন তন্ন মীমাংসক হওয়া আবশ্যক। সাধারণ মনুষ্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাল্যাবস্থার ঐ মহদ্গুণ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। আমরা বাল্যকালে সকল বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে মহা উৎসুক। যাহা দেখি, তাহারই কারণ জিজ্ঞাসা করি। জননী ভাত রাঁধিতেছেন, শিশু সন্তান কাছে বসিয়া আছে। ভাত উথলিয়া উঠিল। শিশু ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "ও কি মা?" মাতা উত্তর করিলেন "ভাত ওথ্‌লাচ্ছে।" তৎক্ষণাৎ শিশু জিজ্ঞাসিল "কেন?" উত্তর হইল "কেন আমি জানিনে—মিছে বকাশ্‌নে বাপু!" শিশু ধমক খাইয়া চুপ করিল, কিন্তু আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, কারণ বুঝিতে পারিল না! শিশুর চঞ্চল মতি,

তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেল! কিন্তু বাল্যে আমরা সেই যে তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম, যদি বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের সেই ভাব থাকিত, তবে এই পৃথিবীতে আমাদের দ্বারাই কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতে পারিত। কিন্তু আমরা হয়তো সে প্রকৃতির লোক নই—হয়তো সে জন্য জন্মি নাই। যাঁহারা পরিণত বয়সেও শিশুর মত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তাঁহারাই প্রকৃতি দেবীর গুপ্ত ভাণ্ডারের অসংখ্য রত্নের অন্ততঃ একটা না একটা পাইতে পারেন—তাঁহারাই আবিষ্কর্ত্তার যোগ্য। নিউটন অদ্বিতীয় আবিষ্কর্ত্তা হইয়াও তথাপি বলিয়াছিলেন, "আমি বালকের ন্যায় সমুদ্র কূলে উপলখণ্ড লইয়াই ক্রীড়া করিতেছি!" এই বাক্যের দুই প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ হইতে পারে। অসীম স্বভাব-সমুদ্রের রত্ন সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া কেবল আমি যৎসামান্য উপল্ খণ্ড অর্থাৎ অতি সামান্য দুই চারিটা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছি মাত্র; এই এক অর্থ। আবার বালকের ন্যায় খেলা করিতে করিতে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছি, এ তাৎপর্য্যও কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি অন্য স্থলে বলিয়া গিয়াছেন "আমাতে যদি অনন্য সাধারণ কোনো গুণ থাকে, তবে সে গুণ আর কিছুই নয়—ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণ!" ফলতঃ তিনি একাগ্রচিত্ততা ও মতির অসামান্য স্থিরতা সহকারে স্বভাবকে দর্শন করিতেন, এজন্য প্রকৃতিও তাঁহাকে (ও তাঁহার দ্বারা সমগ্র জগতকে) সেই অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পারিতোষিক দান করিয়াছেন!

কিন্তু স্বভাবালোচনাতে যেমন সত্য আবিষ্কৃত হয়, তেমন ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ মতও বিস্তর আসিয়া পড়ে। অনেক তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্য যশেপ্সার অযথা প্রাবল্য বশতঃ অযথারূপে বা তাড়াতাড়ি স্বভাবের পর্য্যালোচনা দ্বারা ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া যান; অথবা আপনাদের পূর্ব্ব মত সমর্থনার্থ ভ্রান্তি সঙ্কুল প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপনাকে ও জগৎকে প্রতারিত করেন। এক পণ্ডিতের সহিত অপর পণ্ডিতের মতান্তর উপস্থিত কেন হয়? উভয়েই এক স্বভাবের পর্য্যালোচক—উভয়েই যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। এ কিছু কবিতা বা মনোবিজ্ঞানের কথা নয়, যে বিভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মত হওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের তত্ত্ব একপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। তথাপি প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের তারতম্য বশতঃ ফলের বিভিন্নতা ঘটে! যিনি যথা-মনঃসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতির পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তিনি যে প্রতারিত হইবেন, সন্দেহ কি? আবার যিনি কোনো তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র পাইয়াই সন্তুপ্ত ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন—চঞ্চলতা বশতঃ আবিষ্কৃত তত্ত্বটীর সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তিনি অধিকতর প্রতারিত হন। আবার যিনি ঐরূপ আভাষ পাইয়াও অধিক দূর প্রবেশের

অসম্ভাবিতা জ্ঞানে সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতারিত হইয়াছেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলে তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের বিরুদ্ধে এক প্রমাণ পাওয়া গেল। যদি নিউটনের মন দৃঢ় না হইত, তবে তিনি ঐ বাধাতেই আপন মতকে ভ্রান্ত জানিয়া এককালে পরিবর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপে ছাড়িবার লোক নহেন; তিনি অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত গাঢ়তর আয়াসে তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী ভূবেত্তা ও নাবিকবর্গের মধ্যে পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল। তৎকালে ভূগোল-বেত্তারা দ্রাঘিমার ডিগ্রি ৬০ মাইল অন্তরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; বস্তুতঃ উহা ৬৯৷৷০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। নিউটন সেই ভ্রান্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া গণনা পথের পথিক হইয়াছিলেন, সুতরাং অভিপ্সিত সত্য পাইবেন কেন? তৎপরে তিনি যেরূপ কঠোর অধ্যবসায়ে যে প্রক্রিয়াতে এই ভ্রান্তির হস্তে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্বরাশি আবিষ্কার করেন, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে এবং তাঁহার অসাধারণ স্থির বুদ্ধির ভূয়সী প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তিনি যদি সেরূপ অবিচলিত মতি-স্থৈর্য্য সহকারে অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে পরিচালিতা না করিয়া অবিমৃষ্যকারিতা পূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপনের যত্ন করিতেন, তবে হয় তো আনুষঙ্গিক শত শত ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইত—হয় তো তাঁহাকে প্রথম একটা ভ্রান্তি গোপন করিবার প্রয়োজনে কত অসংখ্য ভ্রান্ত যুক্তিকে আবরণ স্বরূপ আমন্ত্রণ দ্বারা আনিয়া প্রকৃত সরল সত্যকে নিতান্ত জটিল, কুটীল ও দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতে হইত! কিন্তু তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণের মহিয়সী তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া তিনি আর গণ্য ও পূজ্য হইতে পারিতেনা!

আবার, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে তত্ত্ব একবার আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনঃ পরীক্ষা বা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এ সংস্কারটীও ভ্রমাত্মক। পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্বে ভ্রম থাকিতে পারে; অথবা আলোচনা দ্বারা পূর্ব্ব তত্ত্বের বিস্তার হওন সম্ভব; অথবা আনুষঙ্গিক আর একটী অভিনব তত্ত্ব আয়ত্ত হওয়াও আশ্চর্য্য নয়; অথবা আলোচক নব তত্ত্বের সম্পূর্ণাবিষ্কারে সমর্থ না হইলেও আভাষ রাখিয়া যাইতে পারেন, ভবিষ্যতে অন্য পণ্ডিত সেই আভাষ সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্বের মুখাবলোকনে কৃতকার্য্য হয়েন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বায়ুমান যন্ত্রাবিষ্কারের বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

অনেকেই ফোয়ারা দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে ইটালি রাজ্যে ফোয়ারার বাহুল্য প্রচলন ছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা

ফোয়ারায় জল উঠিবার এই হেতু প্রদর্শন করিতেন, যে "স্বভাবে শূন্য স্থান থাকিতে পারে না।" দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মত প্রচলিত ছিল। একদা কোনো প্রয়োজন বশতঃ ফেলারেন্স নগরে ৩২ ফিটের অধিক দীর্ঘ একটী ফোয়ারা নির্ম্মাণ করা হইল। কিন্তু সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল, যে, সেই উৎসে জল উঠিল না! কারণ নিরূপণার্থ পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ গালিলিও পণ্ডিতও তন্মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই সাব্যস্ত করিলেন, যে, "স্বভাবে ৩২ ফিটের ঊর্দ্ধে শূন্য থাকিতে পারে না।" ফলতঃ বহু পরীক্ষাতে দৃষ্ট হইয়াছে, ফোয়ারাতে ৩২ ফিটের ঊর্দ্ধে জল উঠে না। কলের জলের নলও ৩২ ফিটের বেশী উচ্চ নির্ম্মিত হইলে সে নলে জল উঠিতে পারে না। সুতরাং পণ্ডিতেরা আর কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপই সিদ্ধান্ত করিলেন। অসামান্য মেধাবী গ্যালিলিও পণ্ডিতও উহাই নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য টরিচেলি ঐ মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে কারণানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিলেন। পরে তিনিই প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করেন। সে পর্য্যন্ত সকলের বিশ্বাস ছিল, উৎসের জল টানিয়া উঠে। টরিচেলি পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন, টানে উঠেনা, কেবল বায়ুর ভারেই জল বা জলীয় পদার্থ ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। এবং বায়ুর স্বাভাবিক ভার ও জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি তুলনা, গণনা বা বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই জ্ঞাত হইতে পারা যায়, যে, জলকে ৩২ ফিটের ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে বায়ু-ভারের ক্ষমতা নাই। টরিচেলি এই তত্ত্বটী নিঃসংশয়রূপে নিরূপণ করিবার জন্য একটা ৩ ফিট দীর্ঘ নলের মধ্যে পারদ পূর্ণ করিয়া একটী পারদ পূর্ণ পাত্রে উল্‌টা ভাবে সংস্থাপন করিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার ঈপ্সিত ফল লাভ দৃষ্ট হওয়াতে তিনি মহা হর্ষিত হইলেন। টরিচেলি এই পর্য্যন্তই করিয়া যান। কিন্তু তদুপলক্ষে তিনি যে জল-বায়ু-সম্বন্ধীয় ঐ তত্ত্ব ব্যতীত আর একটী মহা তত্ত্বের আবিষ্কার সূত্র করিয়া গেলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বায়ুর ভারে জলীয় পদার্থ উঠে কিনা, তৎপরীক্ষার্থ তিনি যে পারদ-নলের উপায় অবলম্বন করেন, সেই সূত্রই যে বায়ুমান যন্ত্রের মূলপত্তন হয়—তিনিই যে বায়ুমান যন্ত্রের প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান—ইহা তাঁহার গোচর হইল না! অথচ পাস্ক্যাল নামক পণ্ডিত তাঁহার আবিষ্কার ও প্রক্রিয়ার কথা শুনিয়া ভাবিলেন "যদি বায়ুর ভারে পারদ ঊর্দ্ধে উঠে, তবে পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চ ভূমিতে লইয়া গেলে এ তত্ত্বের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে; কারণ তত্তৎস্থলে বায়ুর ভার ভূতলস্থ বায়ব্য ভার অপেক্ষা অল্প; সুতরাং যদি বায়ুর ভারে জল বা পারদ ঊর্দ্ধে উঠিতে

পারে, তবে ভূতলে পারদ যতদূর উঠে, পর্ব্বতের উপর কদাচ তত উঠিবে না—অবশ্যই অপেক্ষাকৃত ন্যূন উঠিবে।” পাস্ক্যাল পরীক্ষা দ্বারা এই অনুমানের যাথার্থ্য জানিতে পারিলেন। এইরূপে একের আবিষ্কৃত এক তত্ত্বের সত্য অবলম্বন করিয়া অথবা এক তত্ত্বের আভাষ পাইয়া অন্য কর্ত্তৃক তদানুষঙ্গিক অন্য এক অভিনব তত্ত্ব জনসমাজের মহান্ উপকারার্থ প্রকাশিত হইল। এই বায়ুমান (Barometer.) যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঊর্দ্ধতা ও নিম্নতা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারিতেছি—তদ্দ্বারা যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তদুল্লেখ এস্থলে কত করিব।

আবার, যে কার্য্যে জন সাধারণের হিত সাধিত হয়, সে কার্য্যে কর্ম্মকর্ত্তার নিজেরও অসীম সুখ উৎপাদন করে। প্রকৃতির তত্ত্বাবিষ্কার সম্বন্ধে এ নিয়মের প্রাবল্য বই অন্যথা দৃষ্ট হয় না। যাঁহার দ্বারা জগতের কল্যাণকর কোনো একটী তত্ত্ব পরিস্ফুট রূপে প্রকাশিত হয়, তাঁহার যে কি আনন্দ তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে মধ্যস্থে “কাব্য কাহাকে বলে?” ইতি প্রস্তাব মধ্যে আর্কেমিডিস সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ হইয়াছিল। এ স্থলে প্রকৃতি-পর্য্যালোচক নব তত্ত্বপ্রকাশকের হৃদয়ে আবিষ্কার জনিত কি অতুল আনন্দ—বাতুলকারী কি অতুল আনন্দ যে জন্মিতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর্কিমেডিসের উক্ত ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।

সাইরেকিউজের রাজা হিরো এক জন স্বর্ণকারকে একখানি সুন্দর স্বর্ণ মুকুট গড়িতে দিয়াছিলেন। মুকুট প্রস্তুত হইলে স্বর্ণকার উহা রাজসভায় আনিল। সভাস্থ মুকুটের সৌন্দর্য্য দর্শনে পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। সেই সুষমায় রাজার মন এত মুগ্ধ হইয়াছিল, যে, উহাতে খা'দ্ আছে কি না? যদি থাকে কত? ইহা জাচাই করণার্থ মুকুটকে পোড়াইতে কি তাহার কোনো অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেখিতে স্বীকৃত হইলেন না। আর্কেমিডিস রাজসভার প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত—তাঁহার ন্যায় ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত তৎকালে কেহই ছিলেন না—তাঁহারই প্রতি রাজা এই ভার অর্পণ করিলেন। অর্থাৎ অগ্নিস্পর্শ ও ভঙ্গ ব্যতীত খা'দ্ নির্ণয় করিতে হইবে।

আর্কিমেডিসের গূঢ়ানুসন্ধায়ী চিন্তা ঐ কার্য্যের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইল—স্নান, ভোজন, শয়ন, সর্ব্ব সময়েই নিযুক্ত রহিল। এক দিন স্নানাগারে গিয়া বসন পরিত্যাগান্তর যেমন টবে নিমর্জ্জিত হইলেন, অমনি টবের জল উচ্ছ্বসিত ও অপসারিত হইয়া পড়িল। এই ঘটনার প্রতি তাঁহার চিত্তও নিমর্জ্জিত হইল। তিনি যখনি স্নানার্থ টবে বসিতেন, তখনি তো জল পড়িত—অন্য দিন পড়িত, আজিও পড়িল—তবে অন্য দিন সে ঘটনাতে তাঁহার

মন এত নিমগ্ন না হইয়া অদ্যই বা কেন হইল? তাহার হেতু,—অদ্য তাঁহার প্রতি একটী গুরুতর বিষয়ের ভার অর্পিত হওয়াতে তাঁহার চিন্তা শক্তি প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় সমধিক নিবিষ্টা হইয়াছে—তাঁহার মন যাহাতে তাহাতে উপায় অনুসন্ধান করিতেছে! তাঁহার স্নান ঘুরিয়া গেল; তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলেন, আমার শরীরের গুরুত্বানুসারে জলের উচ্ছ্বাস যখন প্রকৃতি-সিদ্ধ, তখন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতুর স্বাভাবিক লঘুত্ব গুরুত্বানুসারে জলোচ্ছ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে। এবং কি পরিমাণে কোন্ ধাতুর খা'দ্ কত মিশ্রিত থাকিলে স্বর্ণ দ্বারা কি পরিমাণে জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা, তন্নিরূপণ তো তাঁহার পক্ষে সহজ কথা; সুতরাং তিনি স্বর্ণ মুকুটের খা'দ্ নিরূপণের সুগম পন্থা দেখিতে পাইলেন। যেই মাত্র মনে মনে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তিনি অমনি অসীম আনন্দে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া যেরূপ উলঙ্গাবস্থায় স্নান করিতেছিলেন, সেই নগ্ন শরীরেই স্নানাগার হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া প্রকাশ্য রাজ-বর্ত্মে গিয়া (Ereka Ereka !) “পেয়েছি! পেয়েছি!” বাক্যটী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে দৌড়িতে লাগিলেন! তাঁহার আত্মীয় জন, তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিলেন। মুকুটেরও পরীক্ষা হইয়া গেল। আবিষ্কারের সময় আবিষ্কর্ত্তাদের হৃদয় যে এইরূপ অতুল হর্ষে উন্মত্ত প্রায় হইয়া থাকে তদ্দৃষ্টান্ত আরো আছে, হয়তো প্রসঙ্গক্রমে পরে প্রকাশ পাইতে পারে।

যিনি এইরূপ পবিত্র আনন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করেন; যিনি তত্ত্বাবিষ্কার রূপ মহদুপায় দ্বারা জনসমাজের স্থায়ী উপকার সাধনের সঙ্গে স্বয়ং মনুষ্যজাতির পরম পূজ্য ও শূরবীরাপেক্ষাও অধিক স্মরণীয় হইতে চাহেন; যিনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দরিদ্রকে দান করা অপেক্ষা একটী প্রাকৃতিক তত্ত্ব প্রকাশকে অধিক গৌরবের—অধিকতর সুখের—সংসারের চির-উপকারের অনুষ্ঠান বলিয়া জানেন এবং জানিয়া সেই মহান্ ব্রতে জীবনকে উৎসর্জ্জিত করিয়া দিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার পক্ষে স্থির চিত্তে—প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সহিত—পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহের সম্যগ্ জ্ঞানের সহিত—স্বভাব পর্য্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট হওয়া ভিন্ন অন্য উপায়ে মনোভীষ্ট সংপূরণের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি-পর্য্যালোচনাই আবিষ্কারের এক মাত্র খনি—প্রকৃতিই আবিষ্করণ কার্য্যের এক মাত্র উপকরণ-দাত্রী! স্বভাব সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাহার মঙ্গলগর্ভ নিয়মাবলীর প্রকাশার্থ আহ্বান করিতেছেন। আমরা অলস—আমরা অমনোযোগী—আমরা হেলায় হারাই! আ-

মরা যদিও কখনো কোনো বিষয়ে নিযুক্ত হই, কিয়দ্দূর গমন করিয়াই পরিশ্রমের ভয়ে ফিরিয়া আসি। বিশেষতঃ আমরা দুর্ভাগ্য আসিয়া-নিবাসী! আমরা ধূসর বর্ণকে শাদা মনে করিয়াই সন্তুষ্ট থাকি—আট ও এগার যোগ করিলে যে উনিশ হয়, আলস্যক্রমে তাহাও ঠিক্ করিতে চাহিনা, "প্রায় কুড়ি" বলিয়াই সারি! এবং এই পর্য্যন্ত করিয়াই মনে করি, যথেষ্ট পরিশ্রম—যথেষ্ট যত্ন—যথেষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি!

কিন্তু স্বভাব-দর্শন এরূপ লোকের কার্য্য নহে—উহাতে বুদ্ধির স্থিরতা; স্থির বুদ্ধিকে প্রকৃতির গাঢ়ানুসন্ধানে প্রেরণ; স্থূল স্থূল জ্ঞান পর্য্যাপ্ত মনে না করা; এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বের অভাব জ্ঞান থাকা; এই কয়টী নিতান্ত আবশ্যক। রিনি বলেন, প্রকৃতির প্রকৃত মর্ম্ম বিজ্ঞান-নয়নে দর্শন না করাতেই এ পর্য্যন্ত অসংখ্য তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে; আমরা যদি মানবজাতি ও ইতর প্রাণীর গঠন ও তাহাদের কার্য্য প্রণালী কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন করি, তবে বহুবিধ নব নব তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। গ্যাল্‌ভ্যানিজম্ কিরূপে আবিষ্কৃত হইল? সে কি কেবল মৃত ভেকের অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র দর্শন করিয়া হয় নাই? সেই প্রকার জীব আর সেইরূপ ঘটনা কি আমাদের চক্ষে পড়ে না? আমরা কি কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি? আমরা চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ, তাহার আর ভুল নাই! প্রস্তাব-লেখকই যে সেই দলছাড়া, এই প্রবন্ধ লেখাতে কেহ যেন সে ভ্রমে না পড়েন। ইংরাজী গ্রন্থে প্রকৃতি আলোচনার বহুবিধ কথা আছে; তদ্রূপ দুই এক খানা গ্রন্থ দৈবাৎ হাতে পড়িল, কি পূর্ব্বে কোনো গ্রন্থে সেইরূপ কথা পাঠ করা গিয়াছে, তাহারই সাহায্য লইয়া একটা প্রস্তাব লিখিবার ভাবনা কি? যদি বলেন, তবে লিখ কেন? লিখি এই জন্য, আপনারা পারিলাম না বলিয়া দেশের কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় যে পারিবেন না, তাহার কিছু অর্থ নাই। যদি এই উত্তেজনাতে তাঁহারা উত্তেজিত হন—যদি সাহিত্য পাঠরূপ মধুর রসের সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির অসীম দুর্দ্দশা ভাবিয়া কেহ স্বভাবালোচনা রূপ আপাত-তিক্ত রসে নিমগ্ন হন—কিছু দিনের পর সে তিক্তের তিক্ততা থাকিবে না, সে আবার সাহিত্য সুধার অপেক্ষাও মিষ্ট লাগিবে! যদি কেহ এই রসের রসিক হন, এই উচ্চ আশাতেই এ প্রস্তাবের সূচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের উৎসাহ উদ্দেশেই আমরা কিছুকাল এ প্রসঙ্গে লিপ্ত থাকিতে মানস করি। ইহাতে উৎসাহ, আমোদ ও উপদেশ তিনই হইতে পারিবে সন্দেহ মাত্র নাই। অধুনা মূল কথা;—

যেস্থলে প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা কোনো তত্ত্বের ঈষৎমাত্র আভাষ পাওয়া যায়, আবিষ্করণেচ্ছু ব্যক্তির উচিত যে, বিবিধ প্রমাণ সহকারে সেই তত্ত্বের আভাষ যথার্থ কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। মনে কর, যদি তাঁহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়, যে, শূন্যগর্ভ বংশ খণ্ডের মধ্যে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া রাখিলে তদবস্থ পদার্থটী সামান্য মৃত্তিকা হইতে শক্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সে বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। স্বভাব পর্য্যালোচনা ঘরে বসিয়া হয়না। জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতির নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে এক ঘরে নির্জ্জনে বসিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেও হইতে পারে; কিন্তু বাহ্য বস্তু সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন না করিলে বস্তুর গুণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বস্তুর গুণ পরীক্ষা করিয়া কিছু স্থিরীকৃত হইলে সে বিষয়ে আর কাহারও কিছু বলিবার কথা থাকে না। এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ এক বিষয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়, ক্রিয়া-সিদ্ধ পদার্থ-বিদ্যাতে সেরূপ ভিন্ন মত প্রায় দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, একজন কুতার্কিক ডায়োজিনিস্‌কে তর্ক দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন, যে, তাঁহার গমন-শক্তি নাই! ডায়োজিনিস্ দুই চারিপদ গমন করিয়া তার্কিকের কথার অসারতা দেখাইয়া দিলেন। যদি আমাদের এরূপ বোধ হয় যে আমরা অমুক বিষয় আবিষ্কার করিতে পারি, তখন সে বোধ কতদূর সুসঙ্গত, তাহার বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। নতুবা লৌকিক প্রবাদে কর্ণপাত করিলে অথবা লোক নিন্দা ও উপহাস শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইলে আবিষ্করণে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। ব্রিণ্ডিলি, ইয়র-ওয়েল নদীর উপর প্রায় চল্লিশ ফিট ঊর্দ্ধে একটী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়া একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের মত জিজ্ঞাসা করেন। ইঞ্জিনিয়ার উপহাস করিয়া বলিলেন "আমি আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু কোনো স্থানে নির্ম্মিত হইতে পারে সে কথা শুনি নাই, এই নূতন শুনিলাম!" ব্রিণ্ডিলি এই সকল কথায় নিরুৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রস্তাব যে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাঁহার মনে এমন সম্ভাবনা বোধ বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল; তদনুসারে বহু আয়াসে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

নিকৃষ্ট প্রাণীর কার্য্য প্রণালী দর্শন করিলেও আমরা অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারি। লর্ড ব্রোহাম বলেন, মধুমক্ষিকার একটী অসাধারণ ক্ষমতা আছে; মনুষ্য জাতি এ পর্য্যন্ত সে ক্ষমতার অনুরূপও কোনো গুণ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। আমরা ইতর জন্তুকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে আমাদের আমোদ ও ব্যবহারের কার্য্যে পারদর্শী করিয়া লইতে পারি—শিক্ষা গুণে বানর নাচে, ভল্লুক তম্বুরা বাজায়, হস্তী অতি অদ্ভুত অমানুষিক কার্য্য করে; এসকল শিক্ষার

ফলে ঘটে। কিন্তু শিক্ষা অথবা আহারের প্রভাবে আমরা ইতর জন্তুর স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারি না। কিন্তু মধুমক্ষিকারা তাহা পারে। বোধহয় অনেকেই জানেন, মধুমক্ষিকাদের পালে রাণী থাকে। রাণীর মৃত্যু হইলে মক্ষিকারা শ্রমশীল বিভাগ হইতে একটা সদ্য বা অল্পদিন জাত মক্ষিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ দ্রব্য আহার করায় ও বিশেষ যত্নে প্রতিপালন করে। দিন কয়েকের মধ্যেই এই কীট স্বীয় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন জীবের ন্যায় শরীর প্রাপ্ত হয়। সে আর পিতৃকুলের ধার ধারে না—সে ধরণ ধারণ কিছুই রাখে না—সে তখন রাণী! আমাদের এদেশে একরূপ বোল্‌তা আছে, উহারা আপনাদিগের ন্যায় অপর ক্ষুদ্র প্রাণীগণকে প্রায় বধ করিয়া স্বীয় গর্ত্তের ভিতর লইয়া যায়। তৎপরে কয়েক দিবস পরে দেখা যায়, যে, সেই পূর্ব্বমৃত বা মৃতবৎ প্রাণী পিতৃকুলের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বোল্‌তার দত্তক পুত্র স্বরূপ হইয়া পড়ে! তাহার সে আকার নাই, সে বর্ণ নাই, সে একবারে নূতন জীব! ইতর জাতি দিগের মধ্যেও দত্তক গ্রহণের রীতি আছে কিনা, বোধহয়, আমাদের বি, এল, ভায়ারা বলিতে পারেন! নতুবা আমাদের শাদা বুদ্ধিতে বাহির হওয়া ভার! ফলতঃ আমরা ঐ দুই ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া থাকি। কিন্তু এ ঘটনার মূল সূত্র কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নহি। চেষ্টা করিলে মনুষ্য কি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না? কে জানে? কিন্তু চেষ্টা করা যে উচিত, তাহাতে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়!

ব্রুনেল টেমস্ নদীর সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, এক জাতীয় কীটের আবাস নির্ম্মাণ দর্শন করিয়াই ঐ অদ্ভুত শিল্প তত্ত্বের ভাব তাঁহার মনে আবির্ভূত হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, প্রকৃতি দেবীই শিল্প আবিষ্করণেরও জননী! যে পর্য্যন্ত কোনো আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং এই মতের প্রতিবাদ না করিবেন, আমরা সে পর্য্যন্ত স্বীকার করিব, যে, স্বভাব হইতেই তাঁহারা সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। পুত্তিকা আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিল—সুন্দররূপ স্তরে স্তরে মৃত্তিকা সাজাইল—মনুষ্য বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা জানিয়াও পিরামিড্ বা অট্টালিকা প্রস্তুত করিল না, সে দোষ মনুষ্যের। অথবা আদর্শ ছিল, কেবল উপকরণ আবিষ্কারের বিলম্ব জন্যই বিলম্ব। বীবর বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া নৈপুণ্যের সহিত সেতু প্রস্তুত করিল, মনুষ্য তাহা দেখিয়াও দেখিল না; কতকাল পরে তদ্দর্শনে কোনো ধীর আবিষ্কর্ত্তা স্বজাতির অভাব নিবারণার্থ উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তখন সেই সেতু প্রস্তুত হইল। আবার অনেকে মনে করেন দৈব বশতঃ আমরা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকি; ইহাও এক-প্রকার অসঙ্গত নহে। আমরা স্বভাব

দর্শনে যত কেন মনস্থির করিয়া থাকি না, তথাপি অনেক সময় অনেক বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেও হয় তো তাহাতে চিত্ত-সংযোগ ঘটেনা। কিন্তু আবার সহসা তদ্রূপ অবস্থায় এমন মনঃস্থির হইয়া উঠে, যে, তাহা নিতান্তই আশাতিরিক্ত। শাখা হইতে আতা পড়া নিউটনের পূর্ব্বে কি কেহ দেখে নাই? নিউটনই কি তৎপূর্ব্বে ঊর্দ্ধ হইতে মাটিতে কিছু পড়িতে দেখেন নাই? সেই দিনই তাঁহার বুদ্ধি কেন উহা অত করিয়া ধরিয়া বসিল? গ্যালিলিও একটা ঝাড় দুলিতে দেখিয়া ঘড়ির দোলক (Pendulum) প্রস্তুত করিলেন; তাঁহার পূর্ব্বে কি কেহ দোদুল্যমান পদার্থ দেখেন নাই? লোহাতে জল থাকিলে মরিচা পড়ে, একথা সকলেই জানে, কিন্তু প্রিন্স রূপার্ট তাহা হইতেই মূর্ত্তি বিশেষ খোদিত করিবার নূতন কৌশল আবিষ্কার করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—

এক দিবস প্রাতে তিনি সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ কালে দেখিলেন, জনৈক সৈনিক বন্দুকের মরিচা পরিষ্কার করিতেছে। পূর্ব্ব দিবসীয় নীহার সংশ্রবেই বন্দুকে মরিচা ধরিয়াছে। রাজকুমার দেখিলেন, যে স্থানে মরিচা পড়িয়াছে, তথায় শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরের ন্যায় হইয়াছে। ইহা দেখিয়াই তাঁহার মনে এই ভাব উদিত হইল, যে, যদি তাম্র ফলকে ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর করিয়া মসী রঞ্জন পূর্ব্বক কাগজে চাপিয়া ধরা যায়, তবে কাগজ কৃষ্ণ চিহ্নে চিহ্নিত হইতে পারে এবং ফলকের স্থানে স্থানে কর্ত্তিত ও মার্জ্জিত করিলে তত্তৎ স্থান মসীবর্জ্জিত থাকাতে কাগজেও কোনো চিহ্ন লক্ষিত না হইতে পারে। এই চিন্তার কয়েক দিবস পরেই তিনি বহু দণ্ডযুক্ত এক প্রকার লৌহ রোলার (Roller) প্রস্তুত করিলেন। তাম্র ফলক ঐ রোলার দ্বারা পেশিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর হইল। তৎপরে ঘর্ষিত ও মার্জ্জিত করিলেই মূর্ত্তি খোদিত করিবার উপযুক্ত উপায় হইয়া উঠিল। মেজোটিণ্টো (Mezzotinto) নামক মূর্ত্তি খোদিত করণের যন্ত্রও এইরূপ সামান্য সূত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ব্যোমযানের আবিষ্কার আরো সহজ সূত্রে উদ্ভূত হয়। প্রবাদ এই, মণ্ট গল্‌ফিয়ার একটী পাত্রে জল তপ্ত করিতেছিলেন—এক খণ্ড কাগজ পাত্রের উপর ঢাকা ছিল। বাষ্পীয় গতিতে কাগজ খানি এক এক বার উঠিতেছিল। তিনি তাহা হইতেই বেলুনের সৃষ্টির সূত্রপাত করিলেন। ওরূপ ঘটনা কি আর কখনো কেহই দেখে নাই?

প্রত্যুত, এ পর্য্যন্ত যত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মূল অতি সহজ—অতি সামান্য! কিন্তু উপলক্ষ সামান্য হইলে কি হয়, গভীর মনোযোগ সহকারে স্বভাব পর্য্যালোচনা ব্যতীত কোনো তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইতে পারে

না। যাঁহারা মনে করেন, এখন আর নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইবার নাই, তাঁহাদের সে ভ্রমাপনোদন এ প্রস্তাবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

বিস্তর সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট! আমাদের ইচ্ছা, প্রাপ্ত পুস্তকাদির দোষ গুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উক্তি প্রকাশ করি। অর্থাৎ সেই সেই রচনাবলী পাঠে মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া ভাল লেখার গুণ সমূহ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়া তদ্রূপ রচনার প্রতি সমুচিত উৎসাহ দান এবং মন্দের সংশোধনার্থ তন্ন তন্ন রূপে দোষ প্রদর্শনে যথোচিত যত্ন করি। কিন্তু এককালে অধিক পুস্তক হস্তগত হইলে তাহা পারা যায় না। "বাঁশ বনে ডোম কাণা!" এক চাপটে নানাবিধ লিপি সম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা হওয়াতে কোনো খানিরই ইচ্ছামত আলোচনা করিতে সুযোগ পাই না। দুই চারি কথায় গ্রন্থের দোষ গুণ বলিয়া দেওয়া, আর আধা ডিক্রি আধা ডিস্‌মিস্ হুকুম দেওয়া প্রায় একই কথা! একখানি গ্রন্থ কত যত্নে, কত শ্রমে ও মস্তিষ্কের কত কার্দ্দানিতে প্রস্তুত হয়, তাহা যাঁহারা গ্রন্থ লিখেন, তাঁহারাই জানেন। হয় তা লেখকের জীবন-সুখের সমুদয় অংশ তাঁহার প্রিয় গ্রন্থের সুযশের উপরই নির্ভর করে। এমন শবসাধনোৎপন্ন পদার্থকে বিশিষ্ট হেতু প্রদর্শন ব্যতীত সহসা মন্দ বলিয়া পাকতঃ সাধারণকে তৎপাঠে নিষেধ করা কত বড় গুরুতর ব্যাপার, তাহা বিজ্ঞজন বুঝিতে পারেন। কিন্তু কি করা যায়? বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের সময়, সুযোগ ও অবস্থা যেরূপ এবং আলোচনার কালবিলম্বও লেখকগণের যেরূপ অসহ্য, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রি ডিস্‌মিস্ প্রথাই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তবে বড় বড় নামজাদা সম্পাদকেরা যেমন "না বিইয়েই হ'রের মা!"—না পড়িয়াই আলোচক হন, ক্ষুদ্র সম্পাদক আমরা ততদূর করিতে (ধর্ম্মের ভয়ে) সাহসী হই না! ফলতঃ যেরূপ অল্প কথায় ও ঔদাস্যভাবে বঙ্গীয় সম্পাদকগণ দ্বারা সমালোচনার কার্য্যটা নির্ব্বাহিত হয়, তাহা সাহিত্য সংসারের শুভকর নহে—তাহাতে অনেক ভাল পুস্তক মন্দর দলে মিশিয়া যায়!

সে যাহাহউক, গত সংখ্যায় যে দশ খানি প্রাপ্ত গ্রন্থাদির নাম করিয়াছি, এবারে তদ্বাদে সকৃতজ্ঞ চিত্তে নিম্নলিখিত কয়েকখানির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ১—বাহুলীন তত্ত্ব। ২—ব্যায়াম-শিক্ষা, প্রথমভাগ। ৩—কুমুদিনী। ৪—উচিত বক্তা।

যখন যাহার পর যাহা পাই, তখনই তাহার পর তাহা সংখ্যাবদ্ধ করিয়া থাকি। সেই সংখ্যানুক্রমে প্রত্যেকের প্রতি স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিব। তাহাতে অত্র সংখ্যায় ঐ চতুর্দ্দশ খানির সমস্তই বিবেচিত হইয়া উঠিবে কিনা, বলিতে পারি না! দেখা যাউক, যতদূর হয়।

১। নগনলিনী নাটক।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণে উৎসৃষ্ট। লেখক নাটক লিখিতে যে না পারেন, তাহা নহে। তবে কিনা, লঘুকৌতুক-বিলাসী পাঠকগণের বেশী মনস্তুষ্টি জন্মাইতে গিয়া স্বীয় রুচির দোষ দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বিফল রসিকতা ও অসার বাচালতা যত, সৎরসিকতা এবং সারবত্তা তাহার অনেকাংশে কম! গল্পরচনা-চাতুর্য্যের সহিত লেখকের বিশেষ সম্বন্ধই নাই; কেননা তিনি যে গল্পটী আশ্রয় করিয়া এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, ইংরাজীতে তাহা আমরা পড়িয়াছি। তবে যাঁহারা শশীবাবুর "প্লে লিভ্‌স" নামক গ্রন্থ পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার গল্পটী প্রীতিপ্রদ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে উহা পড়িয়াছেন, বোধ করি, তাঁহারা ভাবিতে পারেন, সেই মনোহর গল্পটীকে বরং নষ্ট করাই হইয়াছে। অধিকন্তু এ গ্রন্থের দুই চারি স্থলে "প্রণয় পরীক্ষা" নাটকের ভাবানুরূপ দৃষ্ট হইল। ইহা অন্যে না বুঝুন, নগনলিনীর গ্রন্থকার স্বীয় হৃদয়ে হাত দিয়া তাহা বুঝিতে পারিবেন! যাহাহউক, তাহাতে তাঁহার নিজের পুস্তকের বই প্রণয়পরীক্ষার কোনো হানির সম্ভাবনা দেখি না। গ্রন্থকার বরং সুললিত কবিতা লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা গুলি অযথাস্থানে অযথারূপে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে বিরক্তিকর বই তৃপ্তিকর হইতে পারে নাই। আমরা স্বতন্ত্র স্থলে স্বতন্ত্র বিষয়ে তাঁহার কবিতা দেখিতে ইচ্ছা করি।

২। ভারতেতিহাসের চার্ট।

ইহাতে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চার্টের প্রণালীতে বিবৃত আছে। "শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত সঙ্কলিত।" ওয়েলিংটন প্রেসে উত্তমরূপে মুদ্রিত। এখানি সুদ্ধ শিক্ষার্থীদিগের নয়, সকলেরই উপকারী হইয়াছে।

৩। সুহৃদ্।

"মাসিকপত্র ও সমালোচন। বিনা মূল্যে বিতরিত।" আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করি, তখন একবার কৃতবিদ্যগণ বিনামূল্যে মাসিকপত্র বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি। সেখানি

উত্তম-হইয়াছিল ; কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্রই তাহা উঠিয়া যায়। অধুনা আবার তদ্রূপ সমাজ-হিতৈষী চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। সুহৃদদের কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম, লেখাও উত্তম ; কেবল কলেবর ক্ষুদ্র। মাসে এক ফরম অবশ্যই অল্প কার্য্যকর। কিন্তু বিনা মূল্যে যত টুকু জ্ঞানের চর্চ্চা হয়, তত-টুকুই ভাল! আমরা সমাজ হিতার্থী সুহৃদ্ অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন তেলা মাথার তেল না দেন—যে সকল শিক্ষিত ভদ্র যুবক অনবরত নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র দেখিতে পান, তাঁহাদিগকেই যেন বিতরণ না করেন। বড় বাজার, বহুবাজার, শোভাবাজার, সিমুলিয়ার বাজার প্রভৃতি কলিকাতায় যে সব বাজার ও গঞ্জ আছে, তত্রত্য দোকানদারদিগকে যেন সুহৃদ্ পাঠাইয়া দেন। অন্ততঃ প্রতি বাজারে দুই তিন খানি করিয়া দিয়া সরকার দ্বারা বলিয়া পাঠান, যে, এক-কের পড়া হইলে সে ব্যক্তি অপরকে পড়িতে দেয়। এইরূপে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মাঝামাঝি শ্রেণীর লোকে রাজ্যের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সুহৃদ্দের কার্য্যালয়, ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। আমরা ইহার ৩য় অর্থাৎ আশ্বিনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি।

৪। হিন্দুরঞ্জন।

ডিমাই ৮ পেজি ফরমের এক এক ফরম প্রতিবারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা। এখানি বড় উপকারী পত্র। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। "দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্করণ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।" কিন্তু এত ক্ষুদ্র দেহে এত বৃহৎকাজ কিরূপে সমাধা হইবে, তাহা অনেকে সন্দেহ করেন। সুদ্ধ ইহাই নহে, "কাব্য, সাহিত্য, শাস্ত্র, নবন্যাস, নাটক ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা দ্বারা বালক, বালিকা, যুবক ও পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হয়—যাহাতে যথার্থ নীতি-বিশারদ ও পরিপক্ক জ্ঞান লাভ হয়, এমন কি, আপামর সাধারণ সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও সকলেরই মানস রঞ্জন হয় তদ্রূপ প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত থাকিবে।" প্রকাশক আপনিই লিখিয়াছেন "এরূপ পত্র অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হওয়া শ্রুতিগোচর হয় না।" ইহার আকার দেখিয়া সংকল্পের সিদ্ধি সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু সংকল্প যাহাই হউক, তিন সংখ্যা যাহা হস্তগত হইয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে, শরীর সঞ্চালনের শিক্ষা দানই এ পত্রের মূল উদ্দেশ্য। "মল্লক্রীড়া, ইংলণ্ডীয় ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, অশ্বক্রীড়া (Circus) রজ্জুক্রীড়া (Ropedance) আয়ুধক্রীড়া (ধনুর্ব্বিদ্যা, করবারি-চালন, আগ্নেয়াস্ত্র-চালন, শেলক্রীড়া, ছোরা চালনা প্রভৃতি) যষ্টি চালন, সন্তরণ, তরণীবাহন, ক্ষেত্রকর্ষণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম বিদ্যা প্রকাশ করত ইত্যাদি।"

পাঠকগণ দেখুন, সামাজিক ও সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ক অসংখ্য প্রস্তাব ব্যতীতও এক ব্যায়ামের অঙ্গ শিখাইতে হিন্দুরঞ্জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট ইহার চতুঃষষ্ঠি অংশের একাংশ পাইলেই ইঁহাকে দেশের পরমবন্ধু বলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিব। এই ক্ষুদ্রশরীরী সহযোগীর অন্য কিছুতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, সে সব কাজ করিবার বিস্তর লোক আছে, তিনি সুদ্ধ যে ব্যায়াম বিষয় লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহাতেই থাকুন—তাহাই এক্ষণে দেশের বড় অভাব—তাহাতেই দেশের অশেষ কল্যাণ হইতে পারিবে। তিনি তাহার যত অঙ্গের নাম করিয়াছেন, তত অঙ্গও একবারে স্পর্শ করিয়া কাজ নাই, যাহা রয় সয়, তাহাই ভাল,—তাহাই করুন—তাহাতেই স্বদেশের পরম উপকারী বন্ধু হইতে পারিবেন। নতুবা মধ্যস্থে লিখিত "মোহনীয়া" শঙ্খের ন্যায় সুদ্ধ "দশ লাখ লেও ক্রোর লেও—ক্যা লাখ্ লেও গে!" ইত্যাকারের প্রলাপ বাক্যই হইয়া পড়িবে। ফল কথা, আমরা তাঁহাকে যথার্থ উপকারী "মোহরীয়া" শঙ্খ হইতে বলি—তিনি কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছেন—তবে বৃথা কেন "মোহনীয়া" শঙ্খের ন্যায় কতকগুলা বুলি ছাড়েন? সর্ব্বশেষে প্রার্থনা, সাধারণে যেন এই মহোপকারী পত্রিকার প্রতি যথোচিত উৎসাহ দানে কৃপণ না হয়েন। ইহার ঠিকানা শিকদার বাগান. হিন্দু বিদ্যালয়। এখানি হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীন হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সচিত্র ব্যায়াম পদ্ধতি ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। ভরসা করি, দেশীয় পূর্ব্বসর্ব্ব ব্যায়াম-পদ্ধতিও ইহাতে সর্ব্বদা প্রকটিত হয়।

৫। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।

"শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এলাহাবাদ বিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত।" নামেতেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিষয় বুঝা যাইতেছে। ঈশান বাবু সুদ্ধ সন্ধান করেন নাই, মধ্যে মধ্যে স্বাভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তাঁহার বিশেষ চিন্তাশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সামাজিক বিষয়ের চিন্তা-স্রোত ফিরিবার ক্রম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গটী ঠিক হয় নাই। তিনি যাহাদিগের নাম করিয়াছেন, সে সব লোকের পূর্ব্বেও যাঁহারা সেই স্রোত ফিরাইবার জন্য প্রথম প্রথম বিশেষ যত্ন করেন, তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। যাহাহউক পুস্তক খানি শিক্ষিত যুবকগণ পাঠ করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৬। ভারতশ্রমজীবী।

এখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বর্ত্তমান সালের বৈশাখ হইতে বরাহনগরবাসী প্রসিদ্ধ-নামা শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দোপাধ্যায়-প্রমুখ দেশহিতৈষী মহাশয়গণ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। এখানি ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও ক্ষুদ্রাক্ষরে অনেক প্রয়োজনীয় ও নিম্নশ্রেণীর বিশেষ উপকারক বিষয় সকল ইহাতে লিখিত হইতেছে। যথার্থ শ্রমজীবী লোক লেখা পড়া না জানাতে এতদ্দ্বারা উপকৃত হইতে না পারুক, কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহু নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে এখানি নিতান্ত উপকারী হইয়াছে! ইহা সুলভের ন্যায় দলাদলি ও গালাগালির কাগজ নহে; ইহা পাঠে সাধারণ লোকে জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। বিশেষতঃ ভাল ভাল জ্ঞাতব্য বিষয়ের চিত্র থাকাতে আরো সুন্দর হইতেছে। ইহার মূল্য এক পয়সা, ডাকমাসুল নাই, ডিমাই ৮ পেজি আকারের এক ফরম। উক্ত বাবুর মুখেই শুনিয়াছি, ইহার দশহাজার সংখ্যা করিয়া ছাপা হইতেছে। বড় আহ্লাদের বিষয়।

৭। সাহিত্য কুসুম।

মাসিক পত্র। ডিমাই চারি পেজির দুই ফরম। গত বৈশাখ ও জৈষ্ঠের দুই সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। হুগলি বুধোদয় যন্ত্র হইতে প্রকাশিত, মূল্য অগ্রিম বার্ষিক বার আনা। লেখা মন্দ হইতেছে না।

৮। নানাদেশের সঙ্গীত ও স্বরলিপি।

এখানি ইংরাজী গ্রন্থ। বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক রেজিষ্ট্রার বাবু লোকনাথ ঘোষ ইহার প্রণেতা। লোকনাথ বাবু "Music's appeal to India" নামক সঙ্গীত বিষয়ক আর এক খানি ইংরাজী গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। সে পুস্তকের আলোচনা বিগত পৌষের মধ্যস্থে প্রকটিত হইয়াছিল। লোকনাথ বাবু যেমন ইংরাজীতে সুদক্ষ, সঙ্গীত বিদ্যায় তেমনি নিপুণতা প্রকাশ করিতেছেন। ইনি বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়েই সঙ্গীত শিক্ষা করেন; এরূপ স্বদেশ-হিত-বৎসল সুপণ্ডিত ছাত্র হইতেই বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের দিন দিন গৌরব বাড়িতেছে—মুখোজ্জ্বল হইতেছে!

সমালোচ্য গ্রন্থ মধ্যে লোকনাথ বাবু যেরূপ প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসা, বহু অধ্যয়ন, বহুদর্শিতা, ধীর বুদ্ধিমত্তা এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রতিষ্ঠার যোগ্য এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই অনুকরণের আস্পদ। অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী, গদ্য-পদ্যময়ী কবিতা লিখনে বা ইতিহাসাদির অনুবাদ করণেই ব্যস্ত—তাঁহারা তাহা করিয়াই মনে করেন, যথেষ্ট করিলাম! কিন্তু তাহাই যে যথেষ্ট নহে, সেটী তাঁহারা লোকনাথ বাবুর গ্রন্থ পড়িলেই

জানিতে পারিবেন! কিসে ও কেন, তাহা বলিতেছি।

আ'জ্ কা'ল্ ভারতের লক্ষ্মী ইংরাজের ঘরে। পুরাকালে ভারতের ন্যায় সর্ব্ব বিদ্যায় ও নির্দ্দোষ সভ্যতায় কোনো প্রাচীন দেশ উন্নত হইতে পারে নাই। কালধর্ম্মে এখন সেই ভারত অবনত, পূর্ব্বকার বন্য জাতিরা মহোন্নত হইয়াছে। জর্ম্ম্যাণ পণ্ডিতেরা না থাকিলে ইংরাজেরা আমাদিগের পূর্ব্ব-সভ্যতা আমলেই আনিতেন না। সংস্কৃতের ভগ্নাবশেষ মধ্যেও শিল্প, বিজ্ঞান ও রসময়ী নানা বিদ্যার এত ঔৎকর্ষ-নিদর্শন যে প্রত্যহ আবিষ্কৃত হইতেছে, তথাপি বলদর্পিত মদান্ধ ইংরাজেরা সহজে সে সকল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যদি বলেন, তাঁহারা সে সব আমলে নাই আনিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে;—প্রথমতঃ, তাঁহারা যদি নিঃসংশয়ে জানিতে পারেন, আমরা জ্যেঠা মহাশয়ের বংশ, তবে আমাদের কাছে তাঁহারা অত জ্যেঠামি—অত বড়াই করিতে পারেন না—নিদান কিছু কুণ্ঠিতও হন! দ্বিতীয়তঃ, আমাদের যে সব বিষয়ে বাস্তব অভাব নাই বরং ঔৎকর্ষই আছে, সে সব ব্যাপারে তাঁহাদের দেশের উন্নতি এদেশের সমাজে অস্বাভাবিক রূপে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করাইতে আর বৃথা চেষ্টা পান না! তৃতীয়তঃ, আমাদের ঘরের ভাঙ্গা উন্নতির চেলা ছোঁড়ারা বিলাতী সভ্যতার জন্য অত হেংলা হইয়া বেড়ায় না!

এই সব প্রবল কারণে এদেশের পূর্ব্ব তত্ত্ব যত পরিস্ফুট হয়, ততই অশেষ মঙ্গল। আ'জ্ কা'ল্ ইংরাজেরা আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ; তাঁহারা ধনে, লক্ষ্মীভাগ্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সভ্যতায়, বলে, সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের দেশ সভ্যতার আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে; এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এবং এদেশীয় যাঁহারা তাঁহাদের নিতান্ত ভক্ত, এই সব মহাত্মারা সার বুঝিয়া রাখিয়াছেন, যে, সে-দেশের সকলই ভাল—এদেশের সমস্তই মন্দ! তাঁহারা স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করেন, এদেশের পূর্ব্ব রীতি নীতি সভ্যতা প্রভৃতি সমুদায় সমূলে উৎপাটিত হইয়া যত দিন সেদেশের সেই সমস্ত আসিয়া বদ্ধমূল না হইতেছে, তত দিন এদেশ প্রকৃতরূপে সভ্য হইতে পারিতেছে না! আমরা স্বীকার করি, সেদেশের গুটীকত বিষয় মাত্র এদেশের চেয়ে ভাল (যেমন ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কতকগুলি শিল্প ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি) তত্তাবতের প্রচলন ও অনুকরণ অবশ্যই প্রার্থনীয়। কিন্তু তাঁহারা যে সর্ব্ব বিষয়েই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, ইহা স্বীকার করিব না। একি পাতার তাড়ি, না বাকইয়ের পানের গোছা, যে, ভিতরে ছেঁড়া খোঁড়া পচা সড়া যাই থাকুক, বোঁটা গুদ্ধিতে চলিয়া যাইবে? তাঁহা-

দের অনেক বিষয় উত্তম বলিয়াই কি সব ভাল বলিতে হইবে? তাহারা সাক্ষী, অন্যান্য রসময়ী বিদ্যাতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়াকি সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিতে বাধ্য হইব? কদাচ নয়। এ অঙ্গে তাঁহার, আমাদিগকে হারাইতে পারিবেন না—আমরা অন্যান্য বিষয়ে হীন হইয়াও এ ব্যাপারে অবশ্যই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি! যে সকল তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহামনোপাধ্যায় ইংরাজ এ বিষয়ের প্রকৃষ্টরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে এই সত্যটী স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি ইংরাজ এমনি গর্ব্বান্ধ জাতি, যে, অদ্যাপিও মাঝে মাঝে দুই একটী অবতারের মুখে তাঁহাদের স্বজাতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা এবং হিন্দুসঙ্গীতের অপকৃষ্টতা শ্রুত হয়! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য!

আবার আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য এই, আমাদের দুর্ভাগ্যবতী জন্মভূমির গর্ভে আজ কাল এমন অসার অপদার্থ সন্তানও জন্মিতেছে, যাহারা সঙ্গীতের কিছুই জানেনা, অথচ ইংরাজের প্রতি অযথা-ভক্তি বশতঃ অথবা ইংরাজ প্রভুর সন্তোষোৎপাদনার্থ যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে—মাঝিদের গানকে সংস্কৃত গান ও উচ্চ রাগ রাগিণীর তান বলিয়া প্রভুকে বুঝাইয়া দেয়—কলিকাতা রিবিউ পুস্তকে ও ইংলিসম্যানের উচ্চ সংবাদ পত্রাদিতে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় গায়ক রূপে চিত্রিত হইবার লোভে প্রভুর অভিপ্রায়-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অতুল্য অমূল্য আর্য্য সঙ্গীতের অমূলক দোষ প্রদর্শন করে!

এই সব উৎপাত কাটাইয়া—এই সব অহেতুক অবাস্তব কলঙ্ক হইতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের অদ্ভুত সঙ্গীত-কীর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য যে মহাত্মাগণ প্রভূত যত্ন-পরায়ণ হয়েন, তাঁহারা যে স্বদেশীয় সকলের নমস্য, চিন্তাশীল মাত্রেরই ভক্তির আস্পদ এবং স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই প্রেমের পাত্র, তাহাতে কি অণুমাত্র সন্দেহ আছে? পাথুরিয়া ঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয়ই সেই মহাত্মাদিগের মস্তক—মুখ—প্রধান! তিনি-স্বদেশীয় সঙ্গীতোৎকর্ষের উদ্দেশে ধন, মন, জীবন অনবসাদে অকপটে সমর্পণ করিয়াছেন—তাঁহার অসীম যত্নেই হিন্দু-সঙ্গীত বিজ্ঞানাকারে সুগম্য সহজ-শিক্ষণীয় রূপে পরিণত হইতেছে। তিনিই স্বজাতীয় সঙ্গীতকে ঐ সব বিদেশীয় ও স্বদেশীয় নিন্দুকের কলঙ্ক-কবল হইতে রক্ষা করিতেছেন—তিনিই হিন্দুপেট্রিয়টের অতিরেক পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-প্রস্তাব প্রকটন করিয়াছেন এবং বোধ হয় তাঁহারি প্রেরণায়, তাঁহারি সম্পূর্ণ সহায়তায় লোকনাথ বাবু এই পুস্তক খণ্ড প্রচার দ্বারা স্ব-সমাজের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পুস্তকে যে সব বিষয়

আছে, তাহা বহু অধ্যয়ন ও বহু অভিজ্ঞতার ফল। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়াছে এজন্য আলোচ্য গ্রন্থের লৈপিক বিষয়ে কি অন্যান্য অঙ্গে অধিক লিখিতে পারিলাম না; কেবল উক্তপ্রকার গ্রন্থ প্রচারের যে অসীম শুভ ফল, তন্নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম!

মহাপুরুষের বিজ্ঞাপন।

ধার্ম্মিক পাঠকগণ! আপনারা কেউ যদি মুক্তি চান, তবে আমাদের মহাপুরুষের নিকট আসুন। কলিকাতায় এক মহাপুরুষ অবতার হয়েছেন; ইনি সেই সেকেলে অসভ্য উলঙ্গ মহাপুরুষ নন—দিব্য ব্রিচ-কোট-জামা-যোড়া-পরা; সুতরাং আপনাদিগকে অশ্লীলতা নিবারণী সভার ভয় করিতে হইবে না! ইনি বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে গুহায় ধ্যানরত বা সমাধিস্থ নন—দিব্য তেতলা সালি-খড়্‌খড়ী-ওয়ালা বালাখানায় বাস করেন; সুতরাং আপনাদিগকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয়েও সশঙ্কিত থা'কতে হবে না! ইনি সেকেলে মহাপুরুষদের ন্যায় দিবারাত্রি মুদ্রিত নয়নে থাকেন না—উপাসনার সময় চক্ষু বুজেন বটে, তবু মাঝে মাঝে কত লোক আইল, কাহার কি ভাব, তাহাও দেখিবার জন্য অনেক বার চক্ষু খুলেন—ফলতঃ চক্ষু দুটী খুলিয়া বা বুজিয়া থাকুন, আপনারা তাহা দেখিতে পাইবেন না, কেননা পাতার উপর দিব্য চসমা তক্ তক্ করে; সুতরাং আপনাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন মুদিত চক্ষুর মুরদ দেখিয়া বিরক্ত হ'তে হবেনা! ইনি মৌনব্রতী মুনি নন; দিব্য বক্তৃতায় পাষাণ পর্য্যন্ত গ'লিয়ে ফেলেন; সুতরাং আপনাদিগকে নিস্তব্ধ তপোবনের দুঃখানুভবও ক'র্ত্তে হবে না, বরং স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-ভেদী বক্তৃতার হু হু শব্দ শ্রবনের যে সুখ, তাও আপনাদের লব্ধ হবে! ইনি সেকেলে যোগীদের ন্যায় যোগাসনে স্তম্ভিত ভাবেই থাকেন না; ইনি দিব্য গাড়ী পাল্‌কী চড়েন—শিষ্যগণকেও চড়ান; সুতরাং আপনাদিগকে যোগের কঠোর সাধনার কষ্ট ভোগও ভুগ্‌তে হবে না! ইনি কটু কষা ফলমূলাশী, কিম্বা নীরাহারী, বাতাহারী কি পর্ণাহারীও নন; ইনি দিব্য আহার্য্য—ইস্তক চা'ল্ কড়াই ভাজা লুচিমণ্ডা, নাগা'দ্ ফাউল করি মটন্‌চপ প্রভৃতি যাহা দিবেন, তাহাই খাইতে পারেন—কিছুতেই আপত্তি নাই—কিছুতেই অরুচি নাই—শিষ্যগণের প্রতিও কোনো বাধা নাই; সুতরাং আপনাদিগকে ভোজন কষ্টও পেতে হবে না!

ইনি সেকালের মহাপুরুষদের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য নন; এঁর দিব্য বাহ্যজ্ঞান—এঁর গায় গুল পুড়িয়ে চেপে ধ'রে বাহ্যজ্ঞানের পরক ক'র্ত্তে হয় না—এ-

কটী চিম্‌টী কাটারও ভর সয় না—এঁর নাম ধ'রেও ডা'ক্‌তে হয় না—খবরের কাগজে এঁর আশ্রমের এক আদ্‌টা কাণ্ডের কথা, আর শিষ্যদের রা'শ্‌ নাম ধ'রে দু এক বার ডাকা, এ হ'লেই এঁর সাড়া পাওয়া যায়—বিলক্ষণ সাড়া পাওয়া যায়—অম্‌নি এঁর স্পর্শেন্দ্রিয় লোম খাড়া ক'রে উঠে—অম্‌নি এঁর ত্বগিন্দ্রিয় সেই বাহ্যজ্ঞানের অগ্নিকে তাড়িৎ বেগে মস্তিষ্কে ল'য়ে যায়; গিয়ে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড করে; প্রথমেই তো ধৈর্য্য, তিতিক্ষা আর লজ্জার বাসাবাড়ী তিনটে পুড়িয়ে ছার খার ক'রে দেয়—সে বেচারারা আর থা'ক্‌বার বাসা পায় না, কাজেই পলায়ন ক'রে প্রকৃত বিভুভক্তদের কাছে গে লুকিয়ে থাকে! আবার সেই আগুনে মহাপুরুষের মস্তিষ্ক-বাসী—মনোরাজ্যের কয়েকটী প্রধান কর্ম্মচারীকে একবারে ঘোরতররূপে তাতিয়ে তুলে। তাদের নাম—হিংসা, দ্বেষ, জিগীষা, জিঘাংসা! তারা এত ক্ষেপে ওঠে, যে, মহাপুরুষকে আদালত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি ক'র্ত্তে হয়! তাদের ভীষণ উত্তেজনায় মহাপুরুষ সশিষ্য রণ-বেশে কুচ করেন—অদ্বিতীয় রণ-বাদ্যকর কলঙ্ক-ঢুলি ঢোল ঢাক রামকাড়া জগঝম্প সানি বেণু বাজা'তে বাজা'তে আগে আগে চ'লে যায়! সেই বাদ্যোদমে চেলা সহিত মহাপুরুষ আরো উন্মত্ত হ'য়ে নেচে নেচে যান—পা আর থামে না!

মহাপুরুষ মনে ক'ল্লে সংবাদপত্রে যে যা ব'লেছিল, তার প্রতিবাদ ক'ল্লেই চুকে যেতো, কিন্তু তিনি তা ক'র্ব্বেন কেন? তিনি যে মহাপুরুষ!

মহাপুরুষের শত্রুরা বলে, খবরের কাগজে যে যা লিখেছিল, খবর কাগজে তার প্রতিবাদের জন্য যদি মুন্সীগিরি খা'ট্‌তো, তবে তিনি অবশ্যই তা খাটাতেন—তবে আর আদালতে যেতেন না! কিন্তু এ সব তাঁর শত্রুদের কথা, এ কথা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি গ্রাহ্য না ক'রে থা'ক্‌তে পারেন?

আর এক দল বিপক্ষে বলে, মহাপুরুষ আসল দুটো কথা ছেড়ে আগড় বাগড় কথা নিয়েই আদালতে গেলেন; অর্থাৎ স্কুল আর ছাপাখানার কথাই পাকা কাজের কথা—মহাপুরুষের পূর্ব্বকার এক চেলা হরনাথ স্কুলের কথা, আর এক চেলা যোগীন্দ্র ছাপাখানার কথা ছাপালেন, শত্রুরা বলে "কৈ? সে দুটো কথার জন্য নালিস হ'লোনা কেন?" দেখ একবার দুষ্ট লোকের দুষ্টমি কত দূর! যিনি মহাপুরুষ—যিনি অভ্রান্ত—যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখী কথা কন—দুষ্ট লোকে তাঁর অভিপ্রায়ের প্রতিও সন্দেহ করে! বাঙ্গালী লোক বড় দুষ্ট! আরে ম'লো; তিনি যে কথা ধ'রে নালিস করুন না কেন, তোদের তাতে কি?

দুষ্টেরা আবার নাকি বলে "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসে ছেপেছিল ব'লেই নালিসের প্রয়োজন হ'লো; ধবলকায়

দেবতাদের কাছে মান রাখাই কলির মহাপুরুষ অবতারদের প্রধান কাজ—কৃষ্ণ-লোকে যাই হ'ক, শিবলোকে সুনামটা না রা'খ্‌লেই নয়—কাজেই মহাপুরুষকে আদালতের সাহায্যে দুর্নাম কাটাতে হয়!" দেখ্‌লেন একবার, নষ্ট লোকের নষ্টামির কথা!

মহাপুরুষের পূর্ব্ব চেলাদের মধ্যে শিবু আর নগেন্দ্র যা ব'লেছেন, তাও কি নষ্ট লোকে শুনেনি? জগতের হিতের নিমিত্ত কালে কালে যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম টাম অবতার হ'য়েছিলেন—পাপী তরাতে যেমন যীশুখ্রীষ্ট আর চৈতন্য টৈতন্য এয়েছিলেন, এই মহাপুরুষও যে তেম্নি কাজে এসেছেন, তাও কি অবোধেরা বুঝ্‌বিনে? চেলা নগেন্দ্র স্পষ্ট ব'লেছেন, ভক্তেরা নিজ চক্ষে তাঁর মহাপুরুষত্ব বা দেবত্ব বা অবতারত্ব দেখ্‌তে পায়—তারা আড়ি পেতে শুনেছে, ভক্তগণের কর্ত্তব্য কাজ ঈশ্বর এসে মহাপুরুষকে ব'লে দে যান। "আমি মুদীর দোকান খুলি, কি কাটের কারবার করি?" কোনো ভক্তের মনে এই প্রশ্নের তোলা পাড়া—এই আগ্‌মানী সন্দেহের ঝট্‌পটানি—এই বিষম সমস্যা দোদুল্যমান হ'চ্ছিল; এমন সময় (শোন্‌রে সব অবিশ্বাসকারী পাতকীরা!) প্রভু এসে মনের গুপ্ত কোণে ব'সে ব'লে দে গেলেন "বৎস! তুমি হ্যাও ক'রোনা, ও হোও ক'রোনা, তুমি বাপের ঠাকুর, চুপ ক'রে থেকেই লোকের স্কন্ধে ব'সে খাও!" আর এক দিন আর এক ভক্ত আর এক বিষম দায়ে প'ড়েছিলেন—ইটী বুঝি আশ্রমে—"আ'জ্‌ মুগের ডা'ল্‌ রাঁধি কি অড়হর ডা'ল?" এর মীমাংসাও প্রভু ক'রে দে গিছ্‌লেন!!!

আবার হে অভক্তগণ! তোমরা কি রাজনারায়ণের বক্তৃতাতেও একটা আশ্চর্য্য কথা শুননি? ঈশ্বর পাপীদের উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষকে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হন নি—ঈশ্বর স্বয়ং এসে তাদের পেছনে তাড়াতাড়িও ধর্‌পাকড়ও ক'রে থাকেন! মহাপুরুষ স্বচক্ষে দেখে ধর্ম্মতত্ত্বে না মহাপুরুষতত্ত্বে লিখে দেছেন "ঈশ্বর আগে এসে স্বামীকে ধ'ল্লেন, স্বামী দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিল—তার পর গিয়ে স্ত্রীকে ধ'ল্লেন, স্ত্রীও দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল ইত্যাদি!" আর এক দিন মহাপুরুষ দেখেছেন "পাপী লোকে ঈশ্বরকে পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে!" মহাপুরুষ আর তাঁর চেলারা ঈশ্বরের এম্নি এম্নি কাজ মেলাই দেখেছেন—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বুলি টুলিও বিস্তর শুনেছেন, আমরা নরলোক, আমাদের বুদ্ধি সে সব ধারণা ক'র্ত্তে পারে না—যাও পারে, আ'জ্‌কের কাগজে আর ধরে না!

কেমন পাঠক! এমন গাছপাকা মহাপুরুষ আর কখনো দেখেছ? দেখা থা'ক্‌, কখনো চর্ম্মকর্ণে কি শুনেছ? মহাপুরুষ পাপী তরাতে এসেছেন; তাঁর মহিমা আমাদের পাপরসনা কত ব'লে

উঠবে? মহাপুরুষ বিশাল সমাজ ক'রেছেন—বৃহৎ মন্দির খুলেছেন—গির্জা-মন্দির-মসিদ, তিনকে এক ক'রে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ক'রেছেন—মহাপুরুষ চৈতন্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন; খৃষ্টের ন্যায় প্রিচ্ করেন; শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিচার করেন; বুদ্ধের ন্যায় অহিংসা দেখান; মহম্মদের ন্যায় এক হাতে আইনরূপ অসি, অন্য হাতে স্বীয় বাক্যরূপ কোরাণ, এই প্রণালীতে স্বীয় অবতারত্ব স্থাপন করেন; ন'দের চাঁদের ন্যায় জাতিভেদ উঠান; আউলচাঁদের ন্যায় প্রেম যাচেন; বাউলচাঁদের ন্যায় গান করেন; ঘোষপাড়ার ঈশ্বরঘোষের ন্যায় ভ্রাতা ভগ্নীর মেলা খুলেন! নেড়া চাঁদেদ্দের ন্যায় তাঁর দশায় পায়—নেড়েচাঁদেদ্দের ন্যায় হ্যাঁচ্ছুর নামে তাঁর এবং তাঁর চেলাদের বিষম গাত্রদাহ হয়! এমন যে কলিযুগের মিশ্র মহাপুরুষ, হে পাঠক, তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন!

এস পাঠক, পুনশ্চ বলি, যদি মুক্তি চাও, তবে চ'লে এস; এসে সেই মহাপুরুষের মরণ-হরা দুর্ল্লভ চরণ শরণ লয়ে তাঁর অনুরক্ত, সংসার-বিরক্ত অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ ত্যক্ত, ঈর্যাসক্ত, গর্ব্বেপোক্ত, রাগে-রক্ত, দ্বেষে-ভুক্ত, স্বেচ্ছাচারে-ব্যাসক্ত, স্বাধীনতার রসে সিক্ত, ইনিস্পিরেসন আর অবতার-বাদে সম্পৃক্ত, সার-শূন্য গুড়াক্ত, ঔদ্ধত্য-গুণযুক্ত, সমাজ-ভঙ্গে নিযুক্ত, আত্মজনে বিযুক্ত, দেশানুরাগে বিমুক্ত, উচ্ছেদে আসক্ত, বিচ্ছেদে বিভক্ত, আগ্রহে আরক্ত, চীৎকারে শক্ত, জাঁকে পোক্ত, হস্ত-রিক্ত, মেজাজ-তিক্ত এমন যে সব শরম-ফোক্ত পরম ভাক্ত ভক্ত বৃন্দ আছেন, তাঁদের দল-ভুক্ত ও গলযুক্ত হও এসে—হাতে হাতে মুক্তি পাবে—গুরু লঘু জ্ঞানে একবারে জীবন্মুক্ত হবে—"কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা বন্ধু, গুরুজীই সব—আর বধূজীই সব!" এই পরম তত্ত্বে শীঘ্রই দীক্ষিত হবে—পরমপিতার প্রতি আন্তরিক প্রেম না ক'রেও শুধু তাঁর প্রিয় মহাপুরুষের আজ্ঞাবহ হ'লেই সাক্ষাৎ ইনিস্পিরেসন পাবে—ভক্তির জোর থাকে তো দেখ্তে দেখ্তে দুমাস যেতে না যেতে মেলষ্টীমার রূপ আলোক রথে চ'ড়ে মহাপুরুষের সঙ্গে সশরীরে বিলাত-স্বর্গেও যেতে পার্ব্বে! এর চেয়ে মানব-জীবনের সার্থকতা আর কি আছে? অতএব, পাপী, তাপী যে কেউ থাক, চ'লে এস—শীঘ্র এস—এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই চলে এস!

কস্যচিৎ শিষ্য চেলা।

প্রেরিতপত্র সম্বন্ধে উক্তি।

১। "শ্রীঃ" স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরকের প্রতি নিবেদন; আমরা সংবাদ প্রকাশ করি না। কোনো ব্রাহ্ম উপাচার্য্য দ্বারা কোনো ভদ্র পরিবারের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের বিধবা কন্যাকে গোপনীয় পত্র যোগে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত করানো এবং সেই পত্র যোগেই ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ব্যবহারটী অবশ্যই নিন্দনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ করি, তিনি আইন মতে দণ্ডনীয় এবং অধিক কি, সাহেবদের সামাজিক মতেও নিন্দনীয় হইতে পারেন!

(মলাটে দেখ।)

বিজয়া।

বঙ্গীয় হিন্দুর এমন সুখের দিন—এমন উৎসাহের দিন—এমন শান্তির দিন আর হইবে না! অতি বড় শত্রুও আ'জ্ শাত্রবতা ছাড়িয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইতে আইসে! খল, কপট, ধূর্ত্ত ও হিংস্র মহাশয়েরাও আ'জ্ স্ব স্ব স্বভাব লুকাইতে ব্যস্ত! লক্ষপতি কনিষ্ঠ সম্বৎসর কাল দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্ব জ্যেষ্ঠের দিগে ফিরিয়াও চাহেন নাই, আ'জ্ কিন্তু তাঁহাদের চরণ তলে সেই লক্ষেশ্বরকে লুণ্ঠিত হইতে ও তাঁহাদের বিশুষ্ক মুক্ত হৃদয়ে স্বীয় স্বর্ণ চে'ন্ শোভিত ও বহুমূল্য বস্ত্রমণ্ডিত হৃদয়টী মিলাইতে হইবে! গ্রাম-সম্পর্কে দাদা, কি খুড়া জ্যেঠা, দুঃখের দশার অনুরোধে তাঁহার নিকট চাকরী করিতেছেন—প্রত্যহ পাঁচ ছয় বার ধমক খাইতেছেন—ভয়ে বাবুর নিকট যাইতেও তটস্থ ছিলেন, তেমন আজ্ঞাবহ গমস্তা, মুহুরী বা সরকার ভৃত্যের চরণতলেও প্রভুকে নত-মস্তক হইয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক কোলাকুলি করিতে হইবে! কি চমৎকার!

যদি ভিন্ন দেশীয় অহিন্দু কোনো বন্ধু বিজয়ার সায়ংকালে হিন্দু ভবনে উপস্থিত থাকেন, তিনি দেখিয়া কি অবাক্ হন না? এমন সৌজন্য-রীতি—এমন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব—এমন গুরু লঘু জ্ঞান—এমন আশ্চর্য্য শিষ্টাচার কি আর কোনো সভ্যাভিমানী সমাজে পাওয়া যায়? তন্ন তন্ন রূপে চিরিয়া দেখিলে আর্য্য-রীতি-পদ্ধতির অধিকাংশের মূলেই ধর্ম্মমূলক মহত্ত্ব ও সুজনোচিত সভ্যতা সু-দৃষ্ট হইবে! যেখানে বহু সুনীতি, সেখানে কিছু দুর্নীতিও থাকে। যেখানে মুক্তা-শূক্তি, সেইখানে ঝিনুকও থাকে; সুবোধ লোকে শূক্তিরই অন্বেষণ ও আহরণে নিযুক্ত; নির্ব্বোধ লোকে "দূরহ'ক্ শুগ্‌লি ঝিনুকে দেক্ ক'ল্লে" বলিয়া সিংহলের সিন্ধুকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যায়!

প্রাণাধিক নবশিক্ষিত তরুণগণ! সাবধান! শেষোক্ত ছলান্বেষী খল দলের বাহ্য যুক্তিতে—বাহ্য দর্শনে ভুলিও না! পদ্মযুক্ত পুষ্করিণীতে ভ্রমর মধু পান করে—শূকর পঙ্ক মধ্যে মুখ দিয়া তাহার স্বভাবানুরূপ খাদ্যই খুঁজিয়া খায়!

বিজয়ার নিশিতে হৃদয়ের কি একটী সুবিমল প্রশান্ত স্ফূর্ত্তি জন্মে, তাহা যে ভাগ্যধর হিন্দু সন্তানেরা বাড়ী বাড়ী প্রণাম দান ও গ্রহণ এবং পুংমণ্ডলে কোলাকুলি করিয়া বেড়াইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন! ঔদ্ধত্যের ব্রতদাস উচ্ছেদশীল হিন্দুবংশাবতার কুল-মগ্নকারীরা তাহার সুধাস্বাদ কি জানিবে?

মধ্যস্থের অনুগ্রাহক পাঠকমণ্ডলীতে প্রথমোক্তই সব—অতএব তাঁহাদিগের সুগভীর ভাবের কন্দরে এই উক্তি যে প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই!

কেমন প্রিয় পাঠক! অদ্য এই বিজয়ার যামিনীতে তোমার অন্তঃকরণে একটী নব উৎসাহ, একটী নব উল্লাস, একটী নবীন নির্ম্মল শান্তি, একটী অকপট সারল্যের ভাব এবং একটী নিরহঙ্কার বিনয়-নম্রতার অধিষ্ঠান অনুভূত হইতেছে কিনা? যখন তুমি গুরুজনকে প্রণাম কর, আর তাঁহারা অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে (পুরুষ হন তো) পরম স্নেহানুরাগে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন দান করেন, তখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার মনে কি হয়? যখন তোমার প্রাণতুল্য তনুজ, কি অনুজ, কি সম্পর্কে অন্য কোনো নিকৃষ্ট আসিয়া তোমার চরণে প্রণতি করে, তখন তোমার হৃদয় কি অকপট বাৎসল্য-রসে পরিপ্লুত হয় না? আবার এই সামাবর্ষ মঙ্গলাচরণের দিনে ঐরূপ শিষ্টাচারে যতটা হর্ষোৎসাহের স্রোত অনিবার্য্যরূপে প্রবাহিত হয়, বৎসরের অন্য কোনো দিবস অন্য কোনো উপলক্ষে সেই প্রণাম ও সেই কোলাকুলিতো কত ঘটিয়া থাকে, কৈ? তাহাতে কি এত সর্ব্বব্যাপী ও অন্তরের সর্ব্বত্র-ব্যাপী সুখামোদ জন্মিয়া থাকে?

প্রিয়তম পাঠকমণ্ডলি! আমরা যাহা বলিলাম, এ ইঙ্গিত মাত্র—এ কি যথার্থ ভাবের উপযুক্ত ও ঠিক্ বর্ণনা? বিজয়ার কোলাকুলিতে হিন্দুর হৃদয় এতদূর দ্রবীভূত হয়, যে, অনেকের নয়ন দ্বার দিয়াও সেই আনন্দ-উৎসের বারি বহির্গত হইতে দেখা যায়! ছল ছল সজল আঁখি তো সচরাচর দৃষ্ট বিষয়! ফলতঃ অন্তঃকরণ ও হৃদয়-ভাব কেমন একপ্রকার সুকোমল, সকরুণ, উৎফুল্ল, সহর্ষ বা সদুৎসাহী হয়! যাহা ঘটে, তাহা বাক্যে কখনই অনুবাদিত হইবার নয়!

যাঁহাদের সেরূপ না হয়, তাঁহারা হয় তো ঘোর বিষয়ী অর্থদাস; নয় তাঁহারা স্বজাতি-দ্বেষী বা পিতৃ-কুল-দ্বেষী (হিন্দুহিতৈষিণীর প্রদত্ত নামানুসারে বলিতে গেলে) উচ্ছেদশীল দলাক্রান্ত, সন্দেহ নাই!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধ্যস্থের অনুকূল পাঠক মাত্রেই তাহা নন—অতএব পূজ্যবর, সুহৃদ্বর বা প্রিয়বর পাঠকমণ্ডলি! আসুন, পাত্র ভেদে আপনাদের অনুগ্রহাধীন সমাজদাস মধ্যস্থের প্রণতি ও প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দান করুন—আপনাদের সহিত প্রেমময় বিজয়ার কোলাকুলি করিয়া নবোৎসাহে কর্ত্তব্য কর্ম্মে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হই!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদিগের মত।

সুগভীর সুবিস্তৃত সংস্কৃত সিন্ধু-মধ্যে প্রায় সকল রত্নই প্রাপ্য, কেবল ইতিহাস নাই! এককালে যে নাই, এমন নয়; কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী আছে।

কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। এত বহু সহস্র বর্ষাবধি ভারত কত শত বার কত শত খণ্ড-রাজ্যে বিভাজিত হইল; সেই সব খণ্ড রাজ্য কত বার কত একচ্ছত্রা ধরাপালের অধীনে মহারাজ্য ও সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করিল; সেই অপরিমেয় কাল মধ্যে কতরূপ রাজ-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবাদি কত অসংখ্যবিধ ঘটনা ঘটিল—কত মহা মহা যুদ্ধ হইয়া গেল—কত স্পার্টা, কত এথেন্স, কত মাসিডন, কত রোম, কত কার্থেজের সাহস, বীর্য্য, দিগ্বিজয়, স্ত্রী-শূরত্ব পর্য্যন্ত ঘটিল—আশ্চর্য্য কবিত্ব, সূক্ষ্মতম দর্শনশাস্ত্র, তৎকালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, গণিত, স্থপতি-বিদ্যা, ভৈষজ্য, সর্ব্বোত্তম সঙ্গীত প্রভৃতি মনুষ্যত্ব ও সভ্যত্ব-সাধক সর্ব্ব বিষয়েরই উন্নতি এবং (হায়!) অবনতিও হইয়া গেল—ভারতে না হইয়াছিল কি? হইয়া না গিয়াছেই বা কি? সুতরাং এত অসংখ্য রাজ্য খণ্ডের এত অসংখ্য কাণ্ডের মধ্যে সুদ্ধ একটী ক্ষুদ্রাংশ কাশ্মীরের রাজাবলীর নামাবলী ঘটিত একখানি যৎসামান্য ইতিহাস লইয়া সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দানের কাজ বই আর কি হইবে?

আর্য্য জাতির সকল কর্ম্মই জাঁকজমক হীন। কেহ দান করিবে, চুপি চুপি গ্রহীতার মুষ্টি পূর্ণ করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় "অতি সামান্য হইল, কেহ যেন শুনে না!" এরূপ দাতার যত সুখ্যাতি শুনা যায়, প্রকাশ্যরূপে দানকর্ত্তার তত নয়। কেহ কোনো সৎক্রিয়া করিবে, প্রাণান্তেও প্রাক্ জল্পনা ঘটিতে দিবে না।

"মনসা চিন্তয়েৎ কার্য্যং বচসা ন প্রকাশয়েৎ!"

অন্য দেশে ইটী রাজকীয় বা সামরিক মন্ত্রণা বিষয়েই অধিক মান্য, এদেশে সর্ব্ব ব্যাপারেই ইহা বেদবাক্য। অধিক কি, প্রাণ সত্ত্বে একের ইষ্ট দেবের মূল মন্ত্র, কি সে দেবতার নামটী পর্য্যন্তও অপরে শুনিতে পাইবে না—স্ত্রী স্বামীর, স্বামী স্ত্রীর উপাস্য দেবতার কিছু মাত্র সন্ধান পাইতে পারেন না!

সে জাতি যে ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের অধোচিত ভক্ত হইবে, সম্ভবে না। কিন্তু হায়! যদি আমাদের সেকালের আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত ইতিহাস থাকিত, তবে অন্যান্য শতবিধ মহোপকারের মধ্যে এই একটী পরম আধুনিক তৃপ্তির বিষয় হইত, যে, মদান্ধ আধুনিক সভ্যাভিমানী জনকত লোক, যে যাহা মুখে আইসে তাহা বলিয়াই অস্থি ভাজা ভাজা করিতেছে, অন্ততঃ যে রাহুগ্রাস হইতেও ভারত মাতার গৌরব-শশধর মুক্ত থাকিতে পারিত!

হা বাল্মীকি! তুমি নাকি ইলিয়েড পড়িয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলে? বেদব্যাসদেব! তুমিও নাকি বাইবেল পড়িয়া শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলে? ভরতমুনে! তুমি নাকি তোমাদের ঘৃণ্য অন্য দেশে সঙ্গীত শিখিয়া আসিয়া

ছিলে? হা গৌতম! হা কপিল! হা জৈমিনি! তোমরা আপনাদের জীবনবৃত্ত ও স্বদেশের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাও নাই বলিয়া তোমাদের শিষ্যানুশিষ্য—ভস্য শিষ্য যাহারা, তাহারা এখন তোমাদের শিষ্যগণকেই তোমাদের গুরু করিয়া দিতেছে! সেই কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিরা, পাছে তাহাদের ইউরোপ খাট হয়, সুদ্ধ এই ঈর্ষাতেই অবিচার পূর্ব্বক বলিয়া থাকে, তোমরা নাকি পিথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক জ্ঞানীদের নিকট দর্শনের আদর্শ পাইয়াছিলে? হায়! কাল-নির্ণায়ক দুই একটা ছত্র তোমাদের অনুপম গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়া গেলেই তোমাদের অকৃতী সন্তানগণকে আর এ জ্বালা যন্ত্রণা সহিতে হইত না!

ভাগ্যে জ্ঞানের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার স্বরূপ সুসভ্য ইউরোপে ঐরূপ ধাতুর ক্ষুদ্রাশয় লোক ব্যতীত মহত্তর প্রকৃতির প্রকৃত-সত্যানুসন্ধায়ী মহাত্মা পণ্ডিতগণ ছিলেন ও অদ্যাপিও আছেন—তাঁরা আছে পরেও অধিক সংখ্যায় জন্মিবেন, তাই নিতান্ত ভ্রান্ত মতের প্রতারণা-জাল হইতে নিস্তার পাইবার উপায় আছে, তাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাদিগের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, দর্শনাদির অন্তর্ভেদ পূর্ব্বক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গূঢ় সত্য সকল আবিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। পূর্ব্বে সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা গ্রীস দেশকেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ভূমি ও মিসর রাজ্যকেই একমাত্র আদি আকর বলিয়া জানিত। এখন ভারতবর্ষকেও মিসরের সহচর ও অনেক বিষয়ে তদ্রূপ সভ্যতার স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু এখনও ঠিক হয় নাই; এখনও ইরান ও ভারতবর্ষকে সকলের আদি আদর্শ—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও শেষোক্ত স্থানকে উচ্চতম সভ্যভূমি বলিয়া এক বাক্যে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহারা যেন একটু আদ্‌টু কুণ্ঠিত ও অনিচ্ছুক আছেন; এখনও তাঁহাদের ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকার একটু শেষ আছে—এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গকে আরো অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে—আরো গূঢ়ানুসন্ধান করিতে হইবে—করিলেই অনতিবিলম্বে ঐ ঘোরটুকু ভাঙ্গিয়া যাইবে! সে ঘোর ভাঙ্গিলে ভারতকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইবে, সন্দেহ নাস্তি!

আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে কলম্বসের কথা কেহ গ্রাহ্য করিতে চাহে নাই—পোতমধ্যস্থ তাঁহার সহচরগণও বিদ্রোহী হইয়াছিল। পরে যখন সেই মহাদ্বীপ যথার্থই প্রকাশ পাইল, তখন বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিল না!

আলেক্‌জন্দরের সমভিব্যাহারী ও পরবর্ত্তী অন্যান্য যুনানী গ্রন্থকর্ত্তারা ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, শাসন, সভ্যতাদি সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের লেখার পূর্ব্বে কোনো সভ্যাভিমানী ইউরোপীয় তাহার সর্ব্বাংশ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের ভাবা উচিত ছিল, ভিন্ন দেশীয়েরা—বিশেষতঃ বৈরী পক্ষ কি অপর পক্ষের গুণ বর্ণনায় সহজে সম্মত হয়? তাঁহারা তাহা না ভাবিয়া এই ভাবিতেন, যে, "কি? যে জাতিকে আমাদের ভূগোল অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া থাকে—যাহাদিগকে পট্ পট্ করিয়া যুদ্ধে হারাইয়া পদানত করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাদিগের দেশ আবার কোনো কালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল—ইহাও কি মনে লাগে?" অধুনা সংস্কৃত-সাগর মন্থন দ্বারা প্রাজ্ঞ লেখকেরা সেই সব গ্রীক বর্ণনার সত্যতা পক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য দেওয়াতে সেই সব অপ্রত্যয়কারীরা আর প্রত্যয় না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তথাপি এখনও গ্রীক-লিপির কোনো কোনো কথাকে অতি-বর্ণনা ও বাহুল্য বর্ণনা বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। করুন—আরো কিছু কাল করিতে থাকুন—শেষে কিন্তু যখন অধিকতর প্রমাণ সুলব্ধ হইবে—তখন তাহার এক বর্ণকেও "অতি-লিপি" বলিতে আর প্রবৃত্তি হইবে না! তখন রামের বস্তু রামকেই দিতে হইবে, যাহার যেরূপ গৌরব যথার্থ প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিতেই হইবে! কেননা, অবশেষে ন্যায় ও সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী! ফল কথা, এ দোষ তাঁহাদিগের অস্বাভাবিক নয়, ভিন্ন দেশের উচ্চ প্রতিষ্ঠাবাদ সহসা লোকের হৃদয় স্বীকার করিতে চাহে না, সে কার্য্য অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে; তাহাই হইতেছে।

এক্ষণে মূল বিষয়। অর্থাৎ গ্রীক পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ইংরাজীতে অশিক্ষিত পাঠক মহাশয়গণের বিদিতার্থ নিম্নে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিতেছি! কিয়ৎকাল হইল, কোনো সহযোগী মহাশয় প্রসঙ্গতঃ এ বিষয়ে কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু সে কেবল দুই তিন বিষয় সম্বন্ধীয় উক্তি বৈ নয়, তদ্ব্যতীত আরো অনেক কথা বলিতে অবশিষ্ট। কিন্তু তাঁহার সেই লেখাই আমাদের প্রবর্ত্তক। তিনি যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সম্পূর্ণতার অনুরোধে তাহারও কোনো কোনো অঙ্গ প্রথমেই আমাদের গৃহীতব্য হইতেছে!

এ সংগ্রহের ফল কি?

ফল এই, যে, আমরা জানিতে পারিব, আমাদের মাতৃভূমি তখনই বা কি ছিলেন, এখনই বা কি হইয়াছেন?

যদি বলেন, তাহাতো অনুমানেই জানা যাইতেছে।

অনুমানের এক কথা; আর বাহিরের দর্শকেরা দেখিয়া কি বলিয়াছেন, সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আর এক কথা!

গ্রীকেরা হিন্দু জাতিকে সাত বর্ণে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের ভুল স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। পরজাতীয় সমাজের আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম ব্যাপারে ভুল হওয়া আশ্চর্য্যও নয়। তাঁহারা রাজমন্ত্রী ও রাজ-

কর-সংগ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র বর্ণ মনে করিয়াছিলেন; বৈশ্য জাতিকে কৃষক ও পশুপাল দুই ভাগে ধরিয়াছিলেন; তাঁহারা রাজার গুপ্তচর শ্রেণীকেও পৃথক্ বর্ণ ভাবিয়াছিলেন; এবং শূদ্র বর্ণকে মূলেই ধর্ত্তব্য করেন নাই। এই ভ্রান্তি ব্যতীত বর্ণবিভাগের বর্ণনা তাঁহারা যথাযথ করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে পূর্ব্বকালে আশ্রম-ভেদ ও সমাবর্ত্তন প্রভৃতি অবস্থার যে তারতম্য ছিল, তাঁহারা তত্তাবতের সূক্ষ্ম ভাবও বুঝিতে না পারিয়া তদ্বিষয় বিবৃতি কালেও কিঞ্চিৎ গোলযোগ করিয়াছেন। তাঁহারা এক শ্রেণী ব্রাহ্মণকে "তার্কিক" বা "কুতার্কিক" (Sophists) নাম দিয়াছেন। তাঁহারা জানিতে পারেন নাই, যে, যে ব্রাহ্মণ সমাবর্ত্তনান্তর ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই আশ্রম চতুষ্টয়ের অধিকারী, সেই ব্রাহ্মণই তার্কিক, সেই ব্রাহ্মণই ধর্ম্মযাজক, সেই ব্রাহ্মণই রাজমন্ত্রী প্রভৃতি বহু বহু উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হওনের যোগ্য!

এরূপ বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়; বরং তাঁহারা যে এতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। কোনো প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা লিখেন;—

"We shall find more reason to admire the accuracy of the early *(Greek)* authors, than to wonder at the mistakes into which they fell, in a country so new and so different from their own, and where they had every thing to learn by means of interpreters, generally through the medium of more languages than one."

অর্থাৎ ভারতবর্ষ তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত নূতন ও তাঁহাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুর স্থান; বিশেষতঃ একাধিক ভাষাবিদ্ দ্বিভাষীর মৌখিক অনুবাদ উপায়ে জানিয়া লওয়া; এমত স্থলে তাঁহাদের ভ্রান্তিতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নয়; বরং অধিকাংশ বিষয়ে তাঁহারা যে সঠিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য প্রচুর প্রতিষ্ঠাবাদই করা যাইতে পারে।"

ফলতঃ গ্রীকেরা অন্ততঃ দুই জন দ্বিতাষীর সাহায্যে হিন্দুদের সহিত কথোপকথন করিতে বাধিত হইতেন। একজন এদেশীয় ভাষা হইতে পারসীক ভাষায়; অপর ব্যক্তি পারসীক হইতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিত। এই কঠিন বাধা অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা যে অধিকাংশ বিষয়ের স্বরূপ বর্ণনায় সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের অধ্যবসায়, জ্ঞান-লালসা ও সত্য-প্রিয়তার প্রতি ভূয়সী ধন্যবাদ দিতে হয়।

স্ত্রাবো ব্রাহ্মণদিগের তাৎকালিক মতের এইরূপ সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—"বাহ্য পদার্থে আসক্ত না থাকা এবং সুখ দুঃখ ও জন্ম মরণে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারাই মানব জীবনের সম্পূর্ণতা। তাঁহারা ইহ-জীবনকে ঠিক যেন সদ্যোজাত শিশুর জীবন মনে করেন এবং মৃত্যুর দিনকেই প্রকৃত জীবনের প্রথম আরম্ভ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা পাপ পুণ্য মানেন না এবং তাঁহাদের মতে বাহ্য পদার্থের প্রভাবে ক্লিষ্ট বা সন্তুষ্ট হওয়া কথাটা কিছুই নয়, সে কেবল জাগ্রত-স্বপ্নের ভ্রম মাত্র!"

পাঠকগণ! স্মরণ করিবেন, আমেরিকার বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ প্রেতবাদী ও আধ্যাত্মিক মতবাদী শ্রীযুক্ত ডেবিস সাহেবও প্রায় ঐরূপ মতই এক্ষণে প্রচলন করিতেছেন, কেবল শেষের বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধীয় কথাটী তাঁহার মতানুযায়ী নহে।

গ্রীক লেখকেরা ব্রাহ্মণ, শর্ম্মণঃ ও তার্কিকাদি নাম দিয়া দণ্ডী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মোদাসীন শ্রেণীদিগের কথা বিস্তর উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, তৎকালে মহা মহা পণ্ডিত যোগী ও উদাসীনের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহ জীবনের সকল বিষয়েই ঘোর অনাস্থা, বাহ্য জগৎ সকলই মায়ার বিকার এবং পরজীবনের চিন্তাই মনুষ্যের সার কর্ম্ম, এই স্রোতের প্রাবল্য বশতঃই আর্য্যজাতি যে ক্রমে ঐহিক উন্নতির প্রতি অধিক মমতা শূন্য, সুতরাং পরমার্থ-তত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্যমের প্রতি হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন ও প্রতিফল আ'জ্ এই আমাদের সর্ব্ববিষয়িণী দীনতা ও রাজ্য-বিষয়িণী অধীনতাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে!

আলেক্জন্দর ঐরূপ উদাসীন যোগীগণের সহিত আলাপ করিতে অত্যন্ত স্পৃহাবান হন। এবং তদুদ্দেশে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। "যাহার প্রয়োজন হইবে, আমাদের নিকট আসিবে, আমাদের কাহারো নিকট যাইবার প্রয়োজন নাই" এই উত্তর আইসে। এই উত্তরেই বাহ্য জগৎ যে তাঁহাদিগের নিকট অগ্রাহ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে। অমন দিগ্বিজয়ী আলেক্জন্দরকেও এই উত্তর!

যাহাহউক, আলেক্জন্দর স্বয়ং না গিয়া ওনেসিক্রাইটস্কে প্রেরণ করেন। ওনেসিক্রাইটস্ নগরের প্রায় এক ক্রোশান্তরে পঞ্চদশ যতিকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা নগ্ন ও প্রখর সূর্য্যোত্তাপে কেহ বসিয়া, কেহ দাণ্ডাইয়া, কেহ শয়ন করিয়া অবস্থিত—প্রাতঃকালাবধি সায়াহ্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেকে একভাবে এক স্থানেই অবস্থিত! তাঁহাদিগের সহিত ওনেসিক্রাইটস্ অনেক আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে স্থবিরতম ও বিজ্ঞতম মন্দনিশ ঋষির কথা বার্ত্তা ও ব্যবহারে তিনি পরম প্রীত হন। এরিয়ান বলেন, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার জন্য আলেক্জন্দর বহু যত্ন করেন, মন্দনিশ (গ্রীক সম্রাটের মতে

দণ্ডনিশ) কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু কল্যাণ নামা ঋষি সেরূপ পার্থিব বা মর্য্যাদার লোভ সম্বরণে অসমর্থতা প্রযুক্ত সহচরগণের প্রতিষেধ ও ভৎর্সনা উপেক্ষা করিয়া আলেক্‌জন্দরের সঙ্গে যান। গ্রীকেরা তাঁহাকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বকই রাখিয়াছিলেন। পারস্য রাজ্যে গিয়া তিনি পীড়িত হন; তাঁহাকে ঔষধ সেবনার্থ বিস্তর অনুরোধ করা হয়, তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া জ্বলচ্চিতারোহণে ইহ মায়িক দেহ পরিত্যাগ করেন! তাঁহাকে এই ভয়ানক সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য আলেক্‌জন্দর বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন, তিনি ইহাতে দৃঢ়ব্রতী, তখন আর কি করেন? তখন অতি সমারোহে তাঁহার শেষ সময় পর্য্যন্ত নানারূপ সেবা শুশ্রূষা মান গৌরব দান ও ধন রত্ন অর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। কল্যাণ সেই ধনরত্ন সমভিব্যাহারী বান্ধবমণ্ডলীতে বিতরণ পূর্ব্বক নানা দাহ্য পদার্থময় চিতা-শয্যায় অম্লান বদনে শয়ন করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। এইরূপে অলৌকিক প্রশান্তি ও তিতিক্ষার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া গ্রীকেরা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল!

কেমন পাঠক! এখন তেমন ব্রাহ্মণ আর আছেন? কেহ যেন মনে করেন না, আমরা ঐ আত্মহত্যার অনুমোদন করিতেছি। কেবল আশ্চর্য্য একাগ্রতা, ধর্ম্মোদ্দেশে ঐকান্তিকতা ও অলৌকিক সহিষ্ণুতার কথাই বলিতেছি। এখনকার ব্রাহ্মণ মহাশয়দের মুখের জারীতে কেবল গগন ফাটিয়া যায়! প্রভুরা কথায় কথায় বামনাই ফলান, ওদিগে প্রকৃত কর্ম্মে অষ্টরম্ভা!

এক্ষণে মহাদেবের অবধূত সন্ন্যাসীরা যেমন জটাজূটে সজ্জিত, স্ত্রাবোর বর্ণনায় জানা যায়, তৎকালে এইরূপ জটাজালের ঘোর ঘটার বাহুল্যই ছিল। স্ত্রাবো আরো বলেন, ঐ প্রকারের ঋষি বা উদাসীনেরা পীড়িত হওয়াকে অত্যন্ত লজ্জাজনক বোধ করিতেন! বোধ হয়, ব্যাধিকে ইহ বা পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিয়াই তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল। এজন্য পীড়িত হইলেই তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেন। কিন্তু মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, যে, তৎকালের জ্ঞানী বা দার্শনিক ব্রাহ্মণেরা আত্ম-হত্যার অনুমোদন করিতেন না, বরং আত্ম মৃত্যুকে লঘুচেতার কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেন।

একটী বড় আশ্চর্য্য; কোনো গ্রীক বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। অথচ আলেক্‌জন্দরের দিগ্বিজয়ের দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও ইহার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তী আর এক শতাব্দীর মধ্যেই ইহা ভারতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে আকার প্রকারগত এমন কিছু প্রভেদ ছিল না, যাহাতে গ্রীকেরা নির্ব্বাচনে সমর্থ হইবে। কিন্তু যখন গ্রীকেরা বর্ণভেদ ও ধর্ম্ম কর্ম্মের এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহারা তদ্রূপ সাধারণ ধর্ম্মভেদ জানিতে পারেন নাই, ইহাও বিচিত্র। আমাদের বোধ হয়, সাধারণ্যে তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রচার না হইয়া থাকিবে।

অনেকে লিখিয়াছেন, এক বর্ণের সহিত বর্ণান্তরের বিবাহ নিয়ম প্রচলিত ছিল না এবং এক শ্রেণীর ব্যবসায় বা কর্ম্ম অন্যে করিতে পারিত না।

মনুর সময় শূদ্র জাতি যত হেয় ছিল, গ্রীকদিগের আগমন কালে সে হেয়ত্বের যে বহু হ্রাসতা হইয়াছিল, তাহা গ্রীক বিবরণ পাঠে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়।

এরিয়ান মহা অনুরাগ ও প্রতিষ্ঠাবাদের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন, যে প্রত্যেক ভারতবাসীই স্বাধীন মানব। ল্যাসিডিমোনিয়ান সমাজের ন্যায় কোনো অধিবাসীই ক্রীত দাস হইতে পারিত না। অর্থাৎ ল্যাসিডিমোনিয়ানেরা যেমন অপর জাতীয় লোকদিগকে (অথবা আধুনিক কালে অনেক দেশের লোক যেমন নিগ্রোদিগকে) বলপূর্ব্বক নীচ দাসত্বে আবদ্ধ রাখিত, ভারতবর্ষের লোক সেরূপ জঘন্য ও নিষ্ঠুর উপায়ে অন্য কোনো জাতিকে ক্রীতদাসত্বে রাখিত না। তিনি বলেন, তদ্রূপ ঘৃণ্য দাসত্ব যে হইতে পারে, ভারতের লোকের তাহা জানাও ছিল না।

এই কথায় কোনো কোনো ইংলণ্ডীয় ইতিবৃত্ত লেখক মনু সংহিতার শূদ্র জাতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর ইংরাজ পণ্ডিত অনুমান করেন, মনুর সমকালিক শূদ্র জাতি গ্রীক আক্রমণ সময়ে অবশ্যই উন্নতাবস্থায় উত্থিত হইয়া থাকিবে। আমরা এই শেষের মীমাংসাকেই যুক্তিযুক্ত বোধ করি।

ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্য খণ্ডের সংখ্যা চিরকালই বিস্তর। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, উপকথা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে এ কথার সাক্ষ্য দেয়। মধ্যে মধ্যে কোনো প্রবল পরাক্রান্ত মহীপাল যে সেই সমুদায়কে কি ভারতের অধিকাংশকে অধীন করিয়া একচ্ছত্রা সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিতেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে কেবল সেই সেই স্বাধীন অংশের রাজার নিকট অধীনতা স্বীকার সূচক কিছু কিছু কর বা উপহারাদি মান গ্রহণেই পর্য্যাপ্ত হইত—যবন সম্রাট কি ইংরাজদের ন্যায়

সুবাদার, নবাব বা গবর্ণর নামা জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা একাধিপত্য স্থাপন করা হইত না। রাজা যুধিষ্ঠির একচ্ছত্রা হইয়াছিলেন। কিরূপে? তাঁহার ভ্রাতারা দিগ্বিজয় করাতে সমস্ত রাজবর্গের বশ্যতা বা অধীনতার অঙ্গীকার ও রত্ন ধন উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপহার প্রাপ্তি পর্য্যন্তই সেই চক্রবর্ত্তিত্বের সীমা হইয়াছিল! বড় জোর তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া তাঁহার সার্ব্বভৌমিক প্রধান পদ স্বীকার করিয়া গেলেন। ফলতঃ বহু স্বাধীন খণ্ডে ভারত চিরকালই বিভক্ত।

গ্রীকেরাও ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। আলেক্জন্দর ভারতের একাংশ মাত্রের জেতা ও দর্শক, তথাপি সেই একাংশেই বহু স্বাধীন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস শুনিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বশুদ্ধ এক শত অষ্টাদশ সংখ্যক স্বাধীন রাজ্য ছিল! ইহার অধিকাংশই এক এক রাজার অধীনতা স্বীকার করিত। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির মধ্যে সাধারণতন্ত্রতা ও প্রধানতন্ত্রতারূপ শাসন প্রণালীদ্বয় প্রচলিত বলিয়া গ্রীক লেখকেরা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাতে বোধ হয়, কোনো কোনো বিস্তৃত অংশ রাজোপাধি বিশিষ্ট কোনো এক বিখ্যাত ছত্রধরের অধীন না থাকিয়া তাহার অংশানুঅংশগুলি এখনকার সামান্য সামান্য সর্দ্দারের ন্যায় ভূস্বামীদিগের দ্বারা শাসিত হইত। এবং "ভূঁঞ্যা" নামা আধুনিক গ্রামপতিদের ন্যায় তখনও বহু বহু গ্রাম স্বাধীন অবস্থায় আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত কিম্বা পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিয়া সুনিয়মে আপনাদের রাজকার্য্য আপনারাই চালাইত। অথবা বিশেষ বিশেষ রাজবিপ্লব ও বিগ্রহাদি বিপদের সময়েও অনেকানেক নগর যে প্রকৃত স্বাধীনাবস্থায় পঞ্চায়েত প্রণালীতে শাসিত হইত, তাহাও বিজ্ঞ ইতিহাসবেত্তারা অনুমান করেন। গ্রীস দেশে সাধারণতন্ত্র ও কুলীনতন্ত্র পদ্ধতির প্রাবল্য বশতঃ গ্রীক লেখকেরা ঐ ঐ রূপ হিন্দু প্রণালীকে স্বদেশের অনুরূপ ভাবিয়া থাকিবেন। নতুবা ইউরোপীয়েরা যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাতন্ত্র শাসন বলিয়া থাকেন, ঠিক তাহাই যে আমাদের দেশে কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার কোনো বিশিষ্ট প্রমাণ কোনো শাস্ত্রেই কি জন প্রবাদেও পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপ এদেশের প্রণালীতে যথার্থ স্বা-

ধীন জনপদের সত্ত্বাসম্বন্ধে অভ্রান্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"A more perfect example of such villages could not be found than existed but lately in Hariana, a country contiguous to those occupied by the Cathai and Malli in Alexander's time. One of those (Biwani) required, in 1809, a reguler siege by a large British force and would probably have opposed to the Macedonians as obstinate a resistance as Sangala or any of the villages, districts, which make so great a figure in the operations of Alexander."

অর্থাৎ সম্প্রতি হরিয়ানা প্রদেশে কতকগুলি গ্রাম ঐরূপ স্বাধীন গ্রামের যেরূপ চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, এমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে এক দল বৃহৎ ব্রিটিস বাহিনীকে সেই সব গ্রাম আক্রমণে পূরা সরঞ্জামে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল! এই হরিয়াণার সন্নিহিত স্থলেই সঙ্গলা* প্রভৃতি জনপদ এবং কাথী ও মালী প্রভৃতি জাতির নাম আলেক্জন্দরের ইতিহাসবেত্তারা উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় আলেক্জন্দর সহজে জয়ী হইতে পারেন নাই। এত অবসানের অবস্থাতেও যখন হরিয়ানার স্বাধীন গ্রাম্য লোক ব্রিটিস সিংহকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছে, তখন ভারতের পরিপূর্ণ উন্নতির সময়ে গ্রীকদিগকে যে রক্তারক্তি ও শক্তাশক্তিতে ঠেকাইয়াছিল, ইহার বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, ভারতে না ছিল, এমন বিষয়ই নাই—প্রজাতন্ত্রতাও (যেরূপ হউক) ছিল!

গ্রীকেরা হিন্দুরাজবর্গের সৈন্য সামন্তের সংখ্যাও করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা তাহা অতি-বর্ণনা বলেন। তাঁহারা এই অবিশ্বাসের হেতু নির্দ্দেশও করিয়া থাকেন। সে হেতু এই;—

গ্রীকদিগের লিপ্যনুসারে এক পঞ্জাবাধিপতি পুরুরাজের দুই শত হস্তী, তিন শত রথ, চারি সহস্র অশ্ব এবং বিংশতি সহস্র পদাতিক ছিল। স্যার বর্ণেস বলেন, যদি রথের পরিবর্ত্তে কামান ধরা যায়, তবে আধুনিক পঞ্জাবসিংহ রণজিৎ সিংহেরও ঠিক তত সংখ্যক বাহিনী সমষ্টি হইত। কিন্তু রণজিৎ সুদ্ধ পঞ্জাব নয়; কাশ্মীর, মুলতান পেশোয়ার, শতদ্রুর এপার এবং অন্যান্য রাজ্য খণ্ডাদিরও অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের মতে এত দেশের কর্ত্তা রণজিতের যত সংখ্যক সামন্ত, সুদ্ধ পঞ্জাব-

* হয়তো জঙ্গলা হইতে পারে।

ধিকারী পুরুরাজের কি তত হওয়া সম্ভবে?

এ কথায় আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। ইঁহারা এত বিজ্ঞ হইয়াও দ্বিসহস্র বর্ষেরও বহু পূর্ব্বকার ভারতের সহিত যবন বিদলিত খৃষ্ট ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সমান তুলনা করিতে ও সমান অবস্থা দেখিতে চান! পুরুরাজের সময় আর রণজিতের সময়ে কি পঞ্জাবের সমান দশা ছিল? তাঁহারা রণজিতের শাসিত লাহোর ও সমস্ত পঞ্জাব কি স্বচক্ষে দেখেন নাই? আমরা হুলীনের জীবন বিবরণ মধ্যে লাহোরের পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের ধ্বংসাবশেষের যে সকল কথা কহিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকপুঞ্জ তাহা বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন। গুরু গোবিন্দের পর হইতে শিখ্‌জাতি মুসলমানদিগের হস্তে যেরূপ ভয়ানক উৎপীড়ন সহ্য করে, তাহাতে যে শিখ্‌জাতি এককালে সমূলে উৎসন্ন হইয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। সেই ধ্বংসাবশেষ লইয়া দ্বাদশটী মিসল হয়। রণজিৎ সেই মিসল একত্র বশীভূত করিয়া মহারাজ হয়েন। সুতরাং তাঁহার বাহিনী যে আরো অধিক হইতে পারে নাই, তাহার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। রণজিৎ যদি আর বিংশতি বৎসর কাল জীবিত থাকিতেন, কিম্বা তাঁহার ন্যায় প্রভাব-সম্পন্ন কোনো উত্তরাধিকারী তাঁহার সিংহাসনে বসিত, তবে দেখিতেন রণজিতের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণিত হইতেও পারিত। অতএব রণজিতের যত, পুরু রাজনের তত সৈন্য হওয়া সম্ভব নয়, এ কথা কথাই নহে! সুদ্ধ এই এক অসার অনুমানে গ্রীক ইতিবৃত্ত লেখকগণের বর্ণনার প্রতি সন্দেহ করা কি উচিত? কোনো বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত অমন জগদ্বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লেখকগণের কথাকে অমূলক বলিবার অধিকার কাহারো নাই!

গ্রীকদিগের বর্ণনা যে সাধারণতঃ সত্য, তাহার আর এক প্রমাণ এই;—তাঁহারা আলেক্‌জন্দরের প্রতিপক্ষ বাহিনী অর্থাৎ হিন্দু সৈন্যের গজ, বাজি, রথ, পদাতিক, এই যে চারিটী শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ আর্য্য-শাস্ত্র-সম্মত—মনু মহাশয় এই বিভাগ চতুষ্টয়েরই বিধান করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রাবো দ্বারা যে তদ্ব্যতীত আরো দুইটী বিভাগের নাম (নৌ-সৈনিক Naval এবং ভাণ্ডার সৈনিক Commissariat) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও সত্য। আর্য্য জাতি যে সমুদ্র যাত্রা করিতেন, তাহা বহু অখণ্ডিত প্রমাণে নিশ্চিত হইয়াছে। এবং সৈন্যগণের রসদাদি যোগাইবার ব্যবস্থা থাকা সর্ব্ব কালে সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক! কিন্তু নৌ-সৈনিক চতুরঙ্গ বাহিনী হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণী কি তাহারাই, তাহার স্থিরতা কি? এবং ভাণ্ডার-সৈনিক চতুরঙ্গের সহকারী মাত্র। সুতরাং স্ত্রাবোর মতানুযায়ী আর্য্য বাহিনী ষড়ঙ্গ নহে—চতুরঙ্গই ছিল!

প্রভাকরের কীর্ত্তি।

অনতিকাল পূর্ব্বে অস্মৎহিতৈষী প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় এক দিবস লিখিয়া বসিলেন, মধ্যস্থ লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংবাদটী তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কার্ত্তিকের শেষে এক দিন উক্ত পত্রের সহকারী সম্পাদক মহাশয় আমাদের যন্ত্রালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কথায় কথায় আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভারতচিত্র প্রচারার্থ আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু মধ্যস্থ এবং ভারতচিত্র উভয় লিপিব্রতই কঠোর, সুতরাং ভারতচিত্র চালাইতে হইলে হয় তো আমাদিগকে মধ্যস্থ প্রকাশ বা রহিত করিতে হয়। অথচ সেই কথোপকথন মধ্যে নিশ্চয়াত্মক ভাব বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছুমাত্র উল্লেখ হয় নাই। সে কেবল সুহৃদ্ জনের সহিত কোনো কল্পনার আলোচনা বা বৈধাবৈধতার পরামর্শ যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল মাত্র। তথাপি সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় অবলীলাক্রমে গভীর দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক মধ্যস্থকে পরলোক বাসী করিয়া দিলেন!

এরূপ ব্যবহার দুই তিন বিভিন্ন কারণে হইতে পারে;—প্রথমতঃ, হয় তো কোনো বিশেষ আনন্দজনক কারণে কল্পনা শক্তি বিশেষ উষ্ণ ও বিশেষ রূপে উদ্রিক্ত হইয়া কম্পনশীল হস্তকে কি লিখাইতে কি লেখায়—উৎসাহে আরক্ত ও বিঘূর্ণিত নয়ন তাহা দেখিয়াও দেখে না! তদবস্থায় পূর্ব্ব কথোপকথনের কিয়দংশ স্মৃতি হইতে খসিয়া যায় এবং কিয়দংশ অত্যন্ত প্রখর জ্যোতিতে কল্পনার সঙ্গে খেলা করিতে থাকে! সুতরাং ভারতচিত্রের অভ্যুদয়ে মধ্য-

স্থের অস্তগমন সম্ভাবনা, এই যে ভাবটী ইহা তাঁহার স্মরণ-চ্যুত হইয়া কেবল প্রিয় বস্তুর অস্ত গমন ভাবটী অন্তঃকরণে অতিশয় উদ্দীপ্ত হওয়াতে সুজন সম্পাদক শোকে আচ্ছন্ন ও দুঃখে মগ্ন হইয়া সময়োচিত বাক্যই প্রসব করিয়াছেন!

দ্বিতীয়তঃ। মনুষ্যের হৃদয়ে যে বিষয়ের বাসনা অত্যন্ত বলবতী, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভাবনা দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ সেই সামান্য সূত্র অবলম্বনেই কামনার পূর্ণতা কল্পনা করিয়া লয়! ইহা না হইলে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মস্তক পাইয়াই পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক ভাবিয়া অত হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন না! আমরা সুযোগ্য সহযোগীর উক্ত লেখার শেষ ভাগে বিশেষ শ্লেষ না দেখিলে এত কথা কহিতাম না। যাহা হউক, তিনি যে লিখিয়াছেন, মধ্যস্থ দুই বৎসর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নহে, প্রায় পৌনে তিন বৎসর! এবং যদিও মধ্যস্থের লোকান্তর হয়, কিন্তু উপযুক্ত বংশধর না রাখিয়া যাইবে না! (তাহারই বা এক্ষণে স্থিরতা কি?) সুতরাং মধ্যস্থের বান্ধবগণ যে নিতান্ত দুঃখিত এবং অপর পক্ষ যে নিতান্ত হর্ষিত হইতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প!

তৃতীয়তঃ। কার্ত্তিক মাসের মধ্যস্থ প্রকাশে কিছু কালবিলম্ব দেখিয়া যদি ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তাহাতেও হাস্য সম্বরণ করা ভার। যে সব সাময়িক পত্র এক ব্যক্তির লৈপিক সাহায্যের উপর প্রায় সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে, তত্তাবতের প্রকাশ-দিনের স্থৈর্য্য রক্ষা সুদূরপরাহত। কেননা শারীরিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক অবস্থাগত প্রচুর প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই স্বাভাবিক। অন্য পরে কা কথা, বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি বহু হস্ত লিখিত পত্রাদিরও এতদপেক্ষা বহুগুণে বেশী অনিয়ম ঘটিয়াছে!

কিন্তু অন্যের দৃষ্টান্ত আনিতে হইবে না, প্রভাকর স্বীয় অঙ্গে হস্ত বুলাইলেই ইহার অপরিমেয় নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন! বরং সাপ্তাহিক কাগজ এক দিন পরে প্রকাশ হইলে চলিতে পারে, কিন্তু দৈনিক কাগজকে কে কোথায় সোমবারের পত্র মঙ্গলবারের অপরাহ্নে বহির্গত হইতে দেখিয়াছেন? প্রাচীন প্রভাকর সচরাচর তাহাও দেখাইয়া থাকেন—কখনো কখনো আরো বেশী!

আবার মাসিক প্রভাকরের কথা উল্লেখ করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পরলোক গমনাবধি মাসিক প্রভাকর প্রকাশের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারো অগোচর নাই—তাহাও এই সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের তেজস্বী আমলে! এস্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—ঈশ্বর বাবু স্বীয় উইল পত্রে না মাসিক প্রভাকর প্রকাশের অলঙ্ঘনীয় আদেশ ও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? তবে তাহার দশা এরূপ হইল কেন? প্রথম প্রথম কয়েক মাসান্তে এক এক খণ্ড দেখা যাইত, এখন একবারে বিলুপ্তকর হইবার কারণ কি?

হায়! যে প্রভাকর সমুজ্জ্বল তেজস্কর কান্তিতে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্বীয় বিমল কর বিকীর্ণ করিতেন, সেই প্রভাকরের এবম্প্রকার হীনকর দেখিয়া কাহার হৃদয় না শীতল-শোকে স্তম্ভিত হয়? হায়! সেই দিগন্তব্যাপী প্রভাকর কি আ'জ্ এমন কোনো ভয়ানক হস্তের কক্ষতলস্থ হইয়াছেন, যে, বহু কষ্টে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাঁহার লুক্কায়িত কিরণজালের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছটা দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র! পতিহন্তা বিবসনা অর্দ্ধ-জলমগ্না কুলটাকে শিবা বলিয়াছিল;—

"আত্মাছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
স্বহস্তে পতিং হত্বা সা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা?"

আমাদিগকেও কি তাহাই বলিয়া সরল সহযোগীর চৈতন্য জন্মাইতে হইবে? কিন্তু তাঁহার চৈতন্য হউক বা না হউক, তাহাতে কোনো আশা ভরসা নাই; দুঃখের মধ্যে পরম মাননীয় স্মরণীয় গুপ্ত মহাশয়ের সুশীল কনিষ্ঠ মহাশয় আজো চৈতন্য লাভ করিলেন না—এতেও উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রভাকরের উচ্চ মান রক্ষা করিতে শি-

খিলেন না! এখন যাহা করিতেছেন, সে যেন মুষ্টিযোগে কোনোমতে প্রভাকরের অস্থি খানা রক্ষা করা—যেন কোনোমতে তালপুকুরের পাড় ভাঙিতে না দেওয়া! আমরা তাঁহাকে নিশ্চিত জানাইতেছি, প্রভাকরের সহস্র সহস্র পূর্ব্ব হিতৈষী বন্ধুরা অদ্যাপি তাহার পূর্ব্ব গৌরবকে পুনর্জীবিত দেখিতে ও তৎপক্ষে যাহার যেমন সাধ্য, সাহায্য করিতে নিতান্ত ব্যগ্র আছেন, তিনি কেবল আলস্য ঘুচাইয়া যোগ্য হস্তে পত্র খানিকে সমর্পণ করিলেই এই প্রার্থনীয় অবস্থা এখনও উদয় হইতে পারে! আ'জ্ কা'ল্ বঙ্গদেশে সুনিপুণ লেখকের তো অভাব নাই, তবে কি জন্য প্রভাকর ভক্তবৃন্দের মনস্কামনা পূর্ণ করেন না বলিতে পারি না!

এ সকল কথা অপ্রকাশ্য স্থলেই বলা উচিত, পূর্ব্বে তাহাই বলিয়াছি; এবং চিরকালই সেইরূপ বলিতাম; কিন্তু তাঁহারাই এই প্রকাশ্যরূপে না বলাইয়া ছাড়িলেন না, আমরা কি করিব? অবশেষে প্রার্থনা, নিতান্ত বন্ধুভাবে যাহা কিছু অদ্য এস্থলে বলা হইল, তাহাতে যেন গুপ্ত মহাশয় কিছু মনে না করেন।

রায়জী মহাশয়।

(২১১ পৃষ্ঠার পর)

"ভ্রমণ রমণ কি না দেখনা নয়ন—
শোক তাপ চিন্তা আর আছে কি তেমন?"

হা মানব! কেন বৃথা গর্ব্ব কর? তোমার রূপ, যৌবন, ধন, জন—যত কিছু তোমার দম্ভের কারণ, সে সব কি মুহূর্ত্তে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে না? চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র মুখে এই হাসি এই কান্না দেখিয়াও কি তোমার চৈতন্য হয় না?

রায়জীর যেমন অপরিমেয় দুঃখ, তেমনি অপরিমেয় সুখ হইয়াছিল—হায়! আবার সে সুখ কোথায় গেল? যেন নিশির স্বপ্নবৎ চারি পাঁচ বৎসর মাত্র সুখের উচ্চ পতাকা উড়িল, দেখিতে দেখিতে দুর্ভাগ্য বাত্যায় তাহাকে খণ্ড বিখণ্ডরূপে ছিঁড়িয়া ফেলিল!

প্রাণ ধন রঞ্জনের মৃত দেহ সুন্দরীর ক্রোড় হইতে আত্মীয় লোকে

যেমন কাড়িয়া লইয়া গেল, অমনি সুন্দরী মূর্চ্ছাগতা হইলেন—সেই অবধি সুন্দরী আর উঠিয়া দাঁড়ান নাই—সেই অবধি ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে জ্ঞান, ক্ষণে হা হতোস্মি, ক্ষণে নিস্তব্ধতা, ক্ষণে কম্প, ক্ষণে প্রলাপ, ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে কান্না—সেই অবধি যে কয় দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, ঘোর বাতশ্লেষ্মা ব্যাধির বিবিধ প্রকার লক্ষণ সমূহ দেখা দিয়াছিল—উন্মাদ, কি পক্ষঘাত, কি বাতব্বল বিকার, প্রথমে ইহার নিরূপণই হইতে পারে নাই!

এ সংসারে নবপ্রসূতীর সুরূপ পুত্র ধনে বঞ্চিত হওয়া নূতন কি অসাধারণ ব্যাপার নহে, কিন্তু এরূপে এরূপ সর্ব্বনাশ হওয়া নিতান্তই নূতন! বড় হর্ষে, বড় সাধে, বড় আশায় পিতার ক্রোড়ে পুত্র রত্ন সমর্পণ করিতে গিয়া পিশাচ পিতার দ্বারা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা, এ যে কি মর্ম্মবিদারক শোক, তাহা কেবল সেই কোমল-হৃদয়া সুন্দরীই জানিয়াছিলেন—ভগবান যেন আর কারোকে কস্মিন্‌কালে জানিতেও না দেন!

প্রাণে, হৃদয়ে, মস্তিষ্কে কি এক প্রকার ভয়ানক আঘাত লাগিল, যে, সুন্দরীর জীবনীশক্তি আর কিছুতেই তেজ করিয়া উঠিতে পারিল না। এত চিকিৎসা, এত তত্ত্বাবধান, বহু দূর হইতেও (বাবুর অর্থে) বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনয়ন প্রভৃতি কত চেষ্টা হইল, তথাপি কিছুতেই ফল দর্শিল না—রায়জীর সর্ব্বস্ব ধন সুন্দরী রতন তাঁহার সুখের কুটীর আঁধার করিয়া যোগ্য ধামে চলিয়া গেল!

হায়! সেই হইতে রায়জী আর সে রায়জী রহিলেন না—তাঁহার দেহ সহগমন না করিলেও তাঁহার মন, প্রাণ, সুখ, শান্তি, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, চৈতন্য সব সুন্দরীর সঙ্গে চলিয়া গেল—তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় উন্মাদই হইয়া উঠিলেন—বাবু, বাবুর স্ত্রী, সমবয়স্কগণ, ভগ্নীদ্বয় এবং বহু আত্মীয়জন এত বুঝাইলেন, এত আশা ভরসা দিলেন, আবার এক পরমা সুন্দরী কন্যার লোভ দেখাইতে লাগিলেন, কিছুতেই রায়জীর আগ্নেয় গিরিবৎ শোকাকুল মন শীতল হইল না!

সেই দিনাবধি দুই তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি আর ঘরের বাহির হন

নাই—বাবুর বাটীতেও না—কর্ম্ম কাজ তো দূর হইলই! শেষে একদা একবস্ত্রে নিঃসম্বলে একখানি খঞ্জনী মাত্র হাতে লইয়া পশ্চিমে পলায়ন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে দুই জন ভদ্র যুবার সহিত মিলন হইল—তাঁহারাও তাঁহার ন্যায় সঙ্গীত রসের সুরসিক—তাঁহারাও তাঁহার ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় রিক্ত হস্তেই ভ্রমণ পরায়ণ!

যাহা হউক তিনের মিলনে তিনেরই মহা উপকার হইল—তিনের মধ্যে এক দিনেই গাঢ় সখ্যতা জন্মিল—সমান বয়স, সমান অবস্থা, সমান রুচি ইত্যাদি কারণে সমবেদনাশীল আবাল বন্ধুর ন্যায় তিনের হৃদয় গলিয়া একীভূত হইল!

পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা কখনো ঐরূপ পথের মধ্যে ঐরূপ সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই জানেন, যে, ঐরূপ সৌহার্দ্দ হইতে তৎকালে কি একটী অনুপম অভিনব আনন্দের উৎস হৃদয় মধ্যে উৎসারিত হইতে থাকে। সে আনন্দের এত দূর ক্ষমতা, যে সুন্দরীর ন্যায় প্রেয়সীর শোক জ্বালাও বহুলাংশে শীতল হইয়াছিল! সুতরাং রায়জী মহাশয় নব মিত্রদ্বয়ের সঙ্গে হাসিতে খেলিতে গাইতে বাজাইতে অর্থাৎ আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে কাশী গমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের হাতে একটী সেতার, এক জনের হাতে বাঁশী এবং রায়জীর হস্তে খঞ্জনী—তাঁহারা তিন জনেই বাদক, তিন জনেই গায়ক, কেহই মাদক সেবক ছিলেন না, সুতরাং যেখানে যান, সুমধুর গীত বাদ্য শুনাইয়া অনুরাগ, ভক্তি ও পাথেয় স্বরূপ অর্থ সাহায্য লাভ করিতে লাগিলেন—বিশেষতঃ রায়জীর সুশ্রী বদনের সুমিষ্ট বক্তৃতায়, বহুদর্শন জনিত সদালাপে এবং সরল সদ্ব্যবহারে সর্ব্বত্রই সমাদর ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। তিন জনের মধ্যে তিনিই দলপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন—সঙ্গীদ্বয় ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন!

প্রিয় বন্ধু রায়জী মহাশয়ের পশ্চিম-বাস-বৃত্তান্ত আমরা বর্ণন করিব না। সে প্রসঙ্গ কয়টী কথা-

তেই সমাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ঐরূপ যুবকগণ পশ্চিমে গিয়া যেরূপে কাল হরণ করেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন, কেবল নেশা মাত্রই কখনো স্পর্শ করেন নাই। তিনি বহুকাল বারাণশী ধামে ছিলেন; তথায় প্রচুররূপে সঙ্গীত আলোচনা এবং কবি ও পাঁচালি ইত্যাদি বঙ্গীয় সঙ্গীতে তথাকার বাঙ্গালী ভায়াদের বিস্তর আমোদ উৎপাদন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আমোদের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম—সেখানেই তাঁহার সহিত আমাদের আলাপ, পরিচয় ও গাঢ় বন্ধুতা জন্মে—তাঁহার গুণে কাশীর বাঙ্গালী সমাজ এত বদ্ধ হইয়াছিলেন, যে, অদ্যাপি তাঁহার বিরহে পুরাতন লোক মাত্রেই ব্যথিত হৃদয় আছেন!

বহু বৎসর কাশীতে থাকিয়া তিনি লাহোর পেশোয়ার পর্য্যন্ত বহু স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থান করেন। মধ্যে মধ্যে বিষয় কর্ম্মও করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে যখন গিয়াছিলেন, সেখানেই আবাল বৃদ্ধ সকলকেই মহা সন্তুষ্ট ও নানামোদে আমোদী করিয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসরের পর আবার কাশীধামে পুনরাগমন করেন। কিন্তু স্বদেশানুরাগ মনুষ্যের হৃদয়ে এত বদ্ধমূল, যে, যিনি যে কারণেই স্বদেশের প্রতি বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া গৃহ হইতে বাহির কেন হউন না, তাঁহারে কিছুকালে আবার সেই জন্মভূমির অচ্ছেদ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট যে হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

অতএব আমাদের প্রিয় বন্ধু দ্বাদশ বর্ষের পর পুনর্ব্বার স্বদেশ আগমন করিলেন। এবার আসিয়া আবার যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিব।

"ভ্রমণ রমণ বটে কিছু কাল তরে—
স্বদেশ চুম্বকে মন আকর্ষণ করে।

রায়জী স্বদেশে আইলেন, কিন্তু একবারেই গৃহে যাইতে পারিলেন না, কলিকাতায় আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। এই দ্বাদশ বর্ষ নিজ গ্রামের ও ভবনের কোনো তত্ত্বই রাখেন নাই, এখন জ্ঞাত হইতে পারিলেন। জ্ঞাত হইয়া চক্ষের জলে কেবল বক্ষ ভাসিতে লাগিল!

কি জ্ঞাত হইলেন? সংক্ষেপে তাহা বলা উচিত। তাঁহার বিদেশ

গমনের পর দয়ার সাগর জমীদার বাবু এবং তাঁহার গুণবতী পত্নী রায়জীর জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীর সম্যগ্ প্রকারেই তত্ত্বাবধান করিতেন—অধিক কি, সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহারা ভ্রাতৃ শোকে নিতান্ত কাতরা না হন, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ অশেষ বিশেষরূপে বিস্তর চেষ্টা ও যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠার শোক ও বিষাদ এত গভীর—এত অস্থিভেদী হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগের এবং তরঙ্গিণীর অসীম স্নেহ যত্ন সকলই বিফল হইল—দিদী দুই বৎসর কাল আশা ও নিরাশার মধ্যে ছট্ ফট্ করিয়া অবশেষে মৃত্যুর সহায়তায় পার্থিব সকল যন্ত্রণা হইতেই অব্যাহতি পাইলেন।

দিদীর পরলোক গমনে তরঙ্গিণীর মনের অবস্থা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। সাক্ষাৎ কমলা রূপিণী সুন্দরীর আবির্ভাবে কি সুখের সংসার—কি জাঁকের সংসার—কি সৌভাগ্যের গৃহস্থালীই হইয়াছিল! হায় এখন সেই গৃহ যেন অদ্বিতীয় শ্মশান বা বিজন বন হইতেও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে! তরঙ্গিণী বড় বুদ্ধিমতী ও অন্তঃসারবতী রমণী, তাহাতে বাবু ও বাবুর গৃহিণীর আশাতিরিক্ত দয়া, সৌজন্য ও সাহায্য, তথাপি তাঁহার প্রাণ হু হু করিয়া উঠিত—যখন বুক ফাটিয়া যায় এমন বোধ হইত, তখন কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন, দাদার অলক্ষণ হইবে ভাবিয়া পরক্ষণে উঠিয়া ঘর দ্বার পরিষ্কার কি সন্ধ্যা দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণের কাজ করিতেন—যথাকালে এক মুষ্টি আতব তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া নিতান্ত না খাইলে নয়, এই ভাবেই যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিতেন, কিন্তু দিবসের অধিকাংশ সময় শূন্য কুটীরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া হয় বাবুর বাড়ী, নয় কোনো হিতৈষী পড়সীর গৃহে গিয়া পাঁচ কাজে বা পাঁচ কথায় কাল কাটাইতেন!

কিন্তু দুর্নিবার দুঃখের বাত্যা বহিতে থাকিলে অল্পে ছাড়ে না! এত দুঃখের মধ্যেও এই একটী বিশেষ সুখ ছিল, যে, উদরের অন্ন বস্ত্রের জন্য তরঙ্গিণীকে কাহারো দ্বারস্থ হইতে হইত না—বাবুর কৃপায় লোকের অজ্ঞাতসারে প্রচুররূপেই

তাহার সংস্থান ছিল। কুচক্রী অদৃষ্ট এ সুখও দেখিতে পারিল না! হায় বলিতে বুক ফাটে—রায়জীর গমনের ছয় বৎসর পরে সেই স্বদেশ-হিতৈষী, সর্ব্ব-গুণাকর ভূস্বামী বাবু অকালে সর্ব্বসংহর্ত্তা কালের ভয়ানক কবলে পতিত হইলেন! দেশ সুদ্ধ হাহাকার পড়িল—পর্ব্বতচূড়া যেন চূর্ণ হইয়া গেল! বহু বহু অনাথ দীন দরিদ্র উপায়হীন হইল, কিন্তু বাবুর গুণবতী পত্নী এবং আমাদের তরঙ্গিণী দেবীর যে ক্ষতি, যে সর্ব্বনাশ হইল, তেমন আর কাহারো নয়—তেমন দুর্দ্দৈব যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়?

বাবুর বিধবা রমণী এমনি গুণশালিনী, এমনি করুণাবতী, যে, এমন বিপৎপাতেও তিনি তরঙ্গিণীকে ভুলেন নাই, বরং এখন আরো অধিক স্নেহ মমতার সহিত তরঙ্গিণীকে সর্ব্বদা নিকটে ডাকাইয়া অহর্নিশি একত্রে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরের সান্ত্বনার চেষ্টা পাইতেন এবং পূর্ব্ববৎ আহার্য্য ব্যবহার্য্য প্রদান পূর্ব্বক সকলই বজায় রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু কুগ্রহ দেখিল এততেও জব্দ হইল না—এখনও স্বচ্ছন্দে আছে, অতএব "র'সো তোমায় দেখাচ্ছি!" যেন এইরূপই আক্রোশ করিয়া কোথা হইতে বাবুর পত্নীর এক শত্রু যুটাইয়া দিল—সে ব্যক্তি বাবুর জ্ঞাতিপুত্র, বাবুর অন্নে পালিত, বাবু ভিন্ন জানিত না, বাবুর অতি প্রিয় বিশ্বাস-পাত্র ছিল, কোম্পানীর কাগজ, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সমস্তই তাহার নিকট থাকিত, চিরদিন বিশ্বাসের সহিত ধার্ম্মিক ও কৃতজ্ঞ বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, বাবুর মৃত্যুর পরেও কিছুকাল যথোচিত ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু কালমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য অথবা পূর্ব্বোক্ত কুগ্রহ দ্বারা চালিত হইয়া সেই মিত্র ঘোর শত্রু হইয়া বসিল!

তাহার নিকট সমুদয় দলিল দস্তাবেজ থাকাতে তাহার দুরভিসন্ধির সুবিধা হইল। এক খানি জাল বন্ধকী পত্র প্রস্তুত করিয়া ইংরাজের সুচিকণ আদালতের সাহায্যে তালুক মুলুক সমস্ত সম্পত্তি বাবুর পত্নীর অধিকারচ্যুত ও স্বীয় হস্তগত করিয়া লইল—ক্রমে নিরুপায় অব-

লাকে তাঁহার নিজ পুরী হইতেও বহিষ্কৃত করিয়া দিল! তিনি তরঙ্গিণীর ও অন্যান্য আত্মীয়ের পরামর্শে গৃহের অস্থাবর সম্পত্তি সমুদায় বিক্রয় দ্বারা নগদ টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয়ে গমন করিলেন! কিন্তু সেই দুরবস্থার সময়েও তরঙ্গিণীকে ভুলেন নাই—তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বিস্তর জিদ্ করিলেন; কিন্তু পাছে দাদার ভিটায় সন্ধ্যা না পায়—পাছে জ্ঞাতি গোত্র ইটের পাঁজা দুটী এবং ভিটাটুকু পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লয়, এই আশঙ্কায় তরঙ্গিণী যাইতে পারিলেন না! উভয়ে গলাগলি অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন!

এঘটনা রায়জীর স্বদেশাগমনের তিন বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এই তিন বৎসর কাল তরঙ্গিণী যে দুঃখে দিনপাত করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে গেলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়! মধ্যে মধ্যে বাবুর পত্নীর পিত্রালয়ে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন, সুখের মধ্যে সেই টুকুই যা ছিল। সেই সেই সাক্ষাৎ কালে বাবুর পত্নী যাহা কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে পারিতেন, (তরঙ্গিণী লইতে চাহিতেন না, বাবুর পত্নী না দিয়া ছাড়িতেন না) তাহাতেই এবং কোনো দিন বা অনশনে, কোনো দিন বা অর্দ্ধাশনে, এইরূপে কোনোমতে জীবন ধারণ করিতেন।

রায়জী কলিকাতায় আসিয়া যখন এই সব হৃদয়-বিদারক কুসংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন ভাগ্যকে এবং ভাগ্যের অপেক্ষা শতগুণে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—মনে মনে এই বলিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইলেন, যে, "হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! আমি কি স্বার্থসুখান্বেষী! এক স্ত্রীর জন্য—যে স্ত্রী কয়েক দিন মাত্র আমার সঙ্গিনী হইয়াছিল—যে স্ত্রীকে পাইয়া আমি যেমন সুখী, আমার ভগ্নীরাও ততোধিক সুখিনী হইয়াছিলেন, আমি সেই স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথায় এত দূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, যে, আমার চির-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী নিরাশ্রয়া সহোদরা ভগ্নীদের স্নেহ মমতা এবং তাহাদের প্রতি আমার অখণ্ডনীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, সমুদয় বিস্মৃত হইয়া পাগলের ন্যায় দেশ ত্যাগ করিয়া গেলাম! হায়, আমার এ পাপে ইহকাল পরকাল কদাচ ভাল হইবে না! হায় আমি স্ত্রীহত্যা ও অগ্রজা-হত্যা-পাপে ঘোর লিপ্ত হইয়াছি; প্রাণতুল্যা কনিষ্ঠা ভগ্নীকেও যৎপরোনাস্তি যাতনা দিয়াছি; এবং বোধ হয়, আমি দেশে থাকিলে বাবুর দুরাশয় নির্দ্দয় জ্ঞাতি এরূপে তাঁহার সরলা বিধবার প্রতি প্রবঞ্চনা সাধন করিতে পারিত না! কি হয় তো আমি কাছে থাকিলে বাবু মৃত্যুকালে আমার হস্তেই সব ন্যস্ত করিয়া যাইতেন, সুতরাং আমার দয়াময়ী জননীরূপা তাঁহার অবীরা স্ত্রী কখনই আপন সম্পত্তি সুখে বঞ্চিতা হইতেন না! অতএব আমার পাপের ইয়ত্তা নাই!"

তাঁহার ইত্যাকার অনুতাপ ও অনুশোচনাদি শুনিয়া আমরা তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইয়া বাটী পাঠাইয়া দিলাম। বলিলাম, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন যাহাতে অবশিষ্ট অবলাহত্যা না ঘটে, তাহার যত্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য।

এইরূপ পরামর্শের পর তিনি স্বধামে চলিয়া যান। তাঁহাকে দেখিয়া তরঙ্গিণী যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইয়াছিলেন। রায়জী অনুজা সঙ্গে অবিলম্বে বাবুর পত্নীর পিত্রালয়ে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আইনজ্ঞ বিজ্ঞ লোক লইয়া বিস্তর পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, প্রবঞ্চকের হস্ত হইতে বিষয় উদ্ধারের কোনো উপায় আছে কি না? যখন দেখিলেন, ধূর্ত্ত সকল দিগেই আট ঘাট বাঁধিয়া লইয়াছে, তখন কাজেই হতাশ্বাস হইয়া পরম দুঃখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এমনি গুণ যে, অল্প দিনেই আবার তিনি স্বদেশের সকলেরই অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং সমবয়স্ক দল তাঁহার নিতান্ত বশীভূত হইয়া তাঁহাকে লইয়া অশেষ আমোদে মত্ত হইল! কিন্তু "অন্নচিন্তা চমৎকারা!" সকলে জানিত, তিনি পশ্চিম হইতে অর্থ আনিয়াছেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সে বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল! সকলেই তাঁহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত; সকলেই বিবিধ চেষ্টা দেখিতে

লাগিলেন। অবশেষে সন্নিহিত কোনো গ্রামে এক জন ক্ষত্রিয় জমীদারের সরকারে একটী সামান্য গোমস্তাগিরি কর্ম্ম যুটিল। সেরূপ কর্ম্মে তাঁহার নিতান্ত অরুচি, কিন্তু কি করেন, উপায় নাই, অগত্যা তাহাতেই নিযুক্ত হইতে হইল। কিন্তু অন্যান্য গোমস্তার ন্যায় তিনি নির্দ্দয়-হৃদয় ছিলেন না; প্রজাদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার না করিলে জমীদারের গোমস্তারা কদাচ উপার্জ্জন করিতে পারে না; তাঁহার অন্তঃকরণ সেরূপ জঘন্য উপার্জ্জনে কিছুতেই সম্মত হইল না; সুতরাং তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে দুই ভাই ভগ্নার অতি কষ্টে সৃষ্টে দিনপা ৩ হওয়াও ভার!

এই সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক ও বন্ধু-বান্ধবগণ ভাবিতে লাগিলেন আবার বিবাহ না দিলে তাঁহাকে সংসারে রাখা ভার হইবে। অতএব সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন এবং তরঙ্গিণী অত্যন্ত কাতরতা সহকারে জিদ্ করিয়া ধরিলেন। যদিও সুন্দরীর প্রতিবিম্ব হৃদয় হইতে চিরদিনেও অন্তর্হিত হইবার নয়, তথাপি এত অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু টাকার কি? সেবারে যেন সুন্দরীর অসাধারণ গুণে বিনা ব্যয়ে শুভ কর্ম্ম সমাধা হইয়াছিল, এবারে তো তেমন সুযোগের আর সম্ভাবনা নাই—অতএব টাকার কি? রায়জীর এই প্রশ্ন শুনিয়া তরঙ্গিণী বলিলেন "কেন? ইট তো আছে—বংশ লোপ হইলে ইট লইয়া কি ধুইয়া খাইব? তুমি বেঁচে থাক, তোমার সন্তান হ'ক্, তারা নয় কুঁড়ে ঘরে থেকে ভিক্ষা ক'রে দিন কাটাবে, তবু বাপের বংশ তো রবে!"

এই কথায় সকলেই মহোল্লাসে সম্মত হইল। সেই দিন হইতেই সকলে সম্বন্ধ ও ইটের খরিদার দেখিতে লাগিল। সম্বন্ধ স্থির হইল। সে গ্রাম হইতে চারিক্রোশ দূরে এক পাঁঠি-বেচার মেয়ে—বয়স বার কি তের বৎসর—দেখিতে সুন্দরীর মত তত সুন্দরী না হউক, (হায়! তেমন কি আর হইতে পারে?) কিন্তু সুশ্রী বটে—দর হইল চারিশত!

ইট বেচিয়া হইল তিন শত—

তখন ইটের দর এবং সকল জিনিষের দরই এখনকার অপেক্ষা অনেক সুলভ ছিল—বাকী টাকার উপায় কি? তদ্বাদে দুই একখান গহনাও চাই! এবং অন্য ব্যয়ও আছে। গ্রামে বন্ধুমণ্ডলে চান্দা করিয়া বহু চেষ্টাতেও পঞ্চাশ যাইট টাকার অধিক হইল না!

কিন্তু দয়াময়ী বাবুর পত্নী শুনিবামাত্র অবশিষ্ট টাকা প্রেরণ করিলেন। রায়জীর কোনো মতে ইচ্ছা ছিল না, সে টাকা গ্রহণ করেন, কিন্তু উপায়াভাব—বিশেষতঃ সকলে বলিল, টাকা না লইলে সাহায্যদাত্রী অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। ঘটনাসূত্রে সেই সময় রায়জীর কর্ম্মটুকুও গেল। রায়জী ভাবিতে লাগিলেন, বিবাহ তো করিব, কিন্তু বিবাহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইব কি? তরঙ্গিণী বলিলেন, অবশ্যই ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন!

যাহাহউক লগ্ন স্থির হইল। কিন্তু কন্যাকর্ত্তা বলিয়া পাঠাইলেন, সুদ্ধ বর, পুরোহিত ও নাপিত, এ ভিন্ন আর যেন কেহ সঙ্গে না আইসে। তাহার তাৎপর্য্য, বরযাত্রীগণকে খাইতে দিতে পারিবেন না!

জুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

৩য় ভাগ—৫ম অধ্যায়।

প্রভাতে রীতিমত কুচ হইল। মধ্যাহ্নে ছাউনি এবং অপরাহ্নে সৈনিক শিক্ষা ও পরীক্ষা, কয় দিবস ধরিয়া এইরূপ চলিতে লাগিল। পথি মধ্যে এমন ঘটনা আর কিছুই ঘটে নাই, যাহা বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়। কেবল হাকিম সিংহ নামক এক শিখ যে ঘোড়াটী চড়িয়া আসিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য শ্রমসহিষ্ণুতা ও বলবত্তা প্রভৃতি গুণ দেখিয়া জুলীন তাহার পরীক্ষা লইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। অশ্বটী দেখিতে পনি ঘোড়ার অপেক্ষা বড় বড় নয়, কিন্তু নানা গুণে বাহিনীর সকল ঘোটকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্রমে দৃষ্ট হইল, তাহার প্রভু হাকিম সিংহও নানা গুণে ভূষিত এবং বিশ্বাসভাজন। সে ল্যাস্কার দলভুক্ত ছিল।

ডুলীন তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া স্বীয় সমীপবর্ত্তী কর্ম্মচারীদের মধ্যে গণ্য করিয়া লংলেন। হাকিম সিংহের তৎপরতা দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত—সে সর্ব্বদা হাজির; আজ্ঞা বহনে সর্ব্বদাই তৎপর; অত্যন্ত নম্র ও বশীভূত—যেমন তাহার অশ্ব, নিজেও তেমনি কর্ম্মঠ! এইরূপে আর একজন বিশ্বাসী অনুগত লাভ করিয়া ডুলীন মহা হর্ষে ও মহোৎসাহে কোট কাংরার সন্নিহিত হইলেন।

আর এক দিবস কুচ করিলেই কাংরার দুর্গ পাওয়া যায়, এমন স্থলে ছাউনি ক[illegible]বিয়া ডুলীন বিবেচনা করিলেন, একবারেই [illegible] সসৈন্যে নিজের যাওয়া উচিত নয়—অগ্রে জনৈক দূত প্রেরণ আবশ্যক। অতএব কাংরার শাসনকর্ত্তা দণ্ডবর সিংহের নামে সৌজন্য ও ভদ্রতা সহকৃত প্রকৃত প্রসঙ্গ ঘটিত এক খানি লিপি লিখিয়া বিশ্বাসী পেস্‌খেজ্‌মত্তগার হাঁসনালীর হস্তে পাঠাইয়া দিলেন। হাঁসনালীর প্রত্যাগমনের মধ্যে বাহিনীর অবস্থা পরিদর্শনে সাহেব নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সৈনিকের এবং অশ্বগণেরও স্বাস্থ্য ও উৎসাহের বৃদ্ধি বই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাসতা লক্ষিত হইল না; বিশেষতঃ বাহিনীর কোনো ভাগে কোনো বিষয়ে দেশীয় নায়কাধীন সামন্তের ন্যায় কোনো গোলযোগ, অনিয়ম বা অশাসন মাত্র ছিল না—বরং বিগত কয়েক সপ্তাহের সুশিক্ষা, সুশাসন ও সুব্যবস্থাতে অবিকল ইউরোপীয় বাহিনীর ন্যায় সকলই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ স্বাস্থ্যকর জল বায়ুময় পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করাতে এবং সুনিয়ম ও বিশেষ তত্ত্বাবধানে ভোজন অবস্থানাদি হওয়াতে প্রতি সৈনিক যেন আরো বলিষ্ঠ, আরো রণকুশল ও আরো রণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দর্শনে ডুলীন মনে মনে আহ্লাদিত ও ভরসান্বিত হইলেন।

যথা সময়ে কোট কাংরা হইতে হাঁসনালী পত্রোত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। দণ্ডবর সিংহের পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ;—

"সাহেব বাহাদুরের ন্যায় সুযোগ্য হস্তে কাংরা সমর্পিত হওয়াতে দণ্ডধর সিং আপনাকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বিবেচনা করেন; কিন্তু একটী কথা এই, মহারাজ সুদৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত ভিন্ন কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না—আমার পুত্র কি আমি স্বয়ং আইলেও দিবে না! সাহেব বাহাদুর সদ্বিবেচক জ্ঞানী, তিনিই বিচার করিয়া দেখুন, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত? আমি কি মহারাজের এমন দৃঢ় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি? অতএব সাহেব বাহাদুর কাংরা প্রদেশ হইতে তাঁহার বাহিনী স্থানান্তর করত পরম বাধিত করিবেন!"

ডুলীন এই উত্তরে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কাপ্তেন ফেরেব খাঁকে বাছা বাছা দুই শত পদাতিক এবং এক শত অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া নিম্ন লিখিত পত্র সহ পাঠাইয়া দিলেন। পাছে সুদ্ধ কথায় ও পত্রোক্ত যুক্তি মালায় কাজ না দেখে, এ জন্য কিঞ্চিৎ ভয় দেখাইতে এবং সাহেব যে দুর্গাধিকার না করিয়া ফিরিয়া যাইবার নন, তাহার চিহ্ন প্রদর্শনার্থই উক্ত সৈনিক আয়োজন সহ দূত প্রেরণের প্রয়োজন হইল। ডুলীনের দ্বিতীয় পত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ;—

"শ্রীযুক্ত দণ্ডধর সিংহ বাহাদুর এক জন জ্ঞানী বীর এবং মহারাজার বিশ্বাসী ভৃত্য—তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। তাঁহার গুণের অনুকরণ করা পত্রলেখকের নিতান্ত ইচ্ছা। তাহা করিতে গেলে মহারাজা প্রকাশ্য দরবার মধ্যে বসিয়া এ অধীনকে যে আদেশ পত্র দান করিয়াছেন, তাহা যেরূপে হউক আমাকে পালন করিতেই হইবে। সেই আজ্ঞানুসারে কার্য্য না করিয়া অমনি অমনি ফিরিয়া গেলে রাজসভায় আমার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিবে এবং নামে চিরকলঙ্কের কালি পড়িবে! অতএব বিজ্ঞ দণ্ডবীর সিংহ বুঝিতেই পারিতেছেন, যে, এ কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করিতে পারি না। অথচ বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের বয়স, গুণ ও মর্য্যাদা বিবেচনায় আমার একান্ত বাঞ্ছা এই কার্য্যটী সৌজন্যে সমাধা হয়।

যেরূপ আদেশের কথা আপনি লিখিয়াছেন, আপনার প্রতি মহারাজার সেই প্রকার অনুমতি ছিল সত্য, কিন্তু আপনি বহুকাল দরবার হইতে স্থানান্তরিত ও দূরস্থ আছেন, সুতরাং আধুনিক নব ভাব ও নব পরিবর্ত্তনাদির বিষয় পরি-

জ্ঞাত না থাকিতে পারেন। এখনকার দরবারের ভাবগতিক এবং সামরিক যন্ত্র কৌশলাদি সকলই যে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্য আপনার এ অধীন বন্ধু এতৎসঙ্গে একরকম গোলার নমুনা পাঠাইতেছে, তৎপরীক্ষা দ্বারাই আপনি আধুনিক কালের নব উন্নতির ভাব গ্রহণে সমর্থ হইবেন। সম্প্রতি ইংরাজদের নিকট এই প্রকার গোলার সৃষ্টি ব্যবহার শিক্ষা হইয়াছে—আমার কামানের জন্য এইরূপ গোলা বিস্তর আসিয়াছে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপারি মেঘদল মধ্যে বসিয়া থাকিলেও নিম্ন দেশ হইতে এ গোলা কামানের সাহায্যে তথায় যাইতে পারে; গোলা-লগ্ন পলিতা ধরিতে ধরিতে গোলা উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছে; মৃত্তিকায় পড়িতে পড়িতেই গোলা ভাঙ্গিয়া তন্নিহিত ভয়ানক পদার্থ সমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তদ্দ্বারা এক নিমেষ মধ্যে যমদূতের ভীষণ কার্য্য সমূহ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা সম্ভ্রান্ত বন্ধু পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন! যদ্যপি পরীক্ষার ইচ্ছা হয়, তবে তদুপযুক্ত কামানও এ সঙ্গে প্রেরিত হইতেছ, আজ্ঞা মাত্র আমার কর্ম্মচারীরা প্রদর্শন করিতে পারে! বিজ্ঞ দণ্ডবর সিংহকে অধিক লেখা বাহুল্য ইত্যাদি।”

এই স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং রণসজ্জা—অর্থাৎ ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন, কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার কারণ পরে প্রকাশ পাইল; গোলাপ সিংহ গোপনে দুর্গ প্রদানে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং দণ্ডবর সিংহের পৃষ্ঠবল স্বরূপ বহুদর্শী বহু সুনিপুণ কর্ম্মচারী ও সৈনিক প্রেরণ দ্বারা দুর্গরক্ষকের সাহস ও বাহুবল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। দণ্ডবর সিংহ যে গোলাপ সিংহের অধীন লোক এবং কাংরা রাজ্য যে তাঁহারই গুপ্ত আধিপত্যের অধীন, ইহা সকলেই জানে!

দুলীনকে কাজে কাজেই রণসাজে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইতে হইল; কিন্তু দুর্গের গোলায় স্বীয় সৈন্যের অনিষ্ট হইতে না পারে তিনি এমন স্থানেই ছাউনি করিলেন। দৃষ্ট হইল, কাংরার গিরি-দুর্গটী সামান্য দুর্গ নহে। তদঞ্চলে “অভেদ্য” নামে যে ইহার খ্যাতি ছিল, দুলীন সাহে-

বকে তাহার সত্যতা স্বীকার করিতে হইল। একটী দুর্গম পর্ব্বতোপরি ইহা অবস্থিত; বাণ-গঙ্গা দ্বারা তিন দিগে সুবেষ্টিত; বর্ষাকালের তো কথাই নাই, অন্য কালেও তাহাতে বুক জল; সুতরাং উপরিস্থ কামানের অগ্নি বৃষ্টির প্রতিমুখে সহজে বৈরিপক্ষ পার হইতে পারে না। দুর্গের চতুর্থ দিগে প্রধান প্রবেশ পথ; সে দিগে অর্দ্ধক্রোশ প্রশস্ত একটী গভীর উপত্যকা দুই পর্ব্বতের মধ্যে আছে; অর্থাৎ একদিগে ঐ কাংরা দুর্গ এবং অপর দিগে জয়ন্তী নামক দ্বি-বাহু বিশিষ্ট গিরি। জয়ন্তীর ঐ দুইটী বাহু উপত্যকার উপর দুর্গাভিমুখে অনেক দূর আসিয়াছে। জয়ন্তীর শিরে জয়ন্তী-মঠ নামা সুপ্রসিদ্ধ দেবী-মন্দির আছে, সেই তীর্থ স্থলের নাম দেবী স্থান। এই শেখর দেশে অথবা পূর্ব্বোক্ত বাহুদ্বয়ের উপর কামান বসাইয়া ভয়ানক সেল্ গোলা ছুড়িতে পারিলে দুর্গের মধ্যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটানো যাইতে পারে। দুলীন দেখিলেন, এই অভেদ্য দুর্গ অধিকারার্থ এই এক সহজ উপায়; নতুবা সৈন্য ক্ষয় স্বীকার পূর্ব্বক আর আর দিগে আক্রমণ করা। কিন্তু এই দুই কৌশলের বিরুদ্ধেই দণ্ডবর সিং সম্যগ্ প্রস্তুত আছেন। দুর্গের সর্ব্ব দিগ্ রক্ষার নিমিত্ত অভ্যন্তরে ও মুরচাদির উপর যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে। জয়ন্তী পর্ব্বতের উপর দুলীন তিষ্ঠিতে না পারেন, দণ্ডবর এই ভাবেই দুর্গের কামান সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আবার শ্রুত হইল, দণ্ডবর সিং দুর্গ মধ্যে এত খাদ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, যে, দুই তিন বর্ষ ব্যাপিয়া অবরোধ চলিলেও শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ গোলাপ সিংহের সৈন্য-সংযোগে তাঁহার সামন্ত সমষ্টি দুলীনের চমূ হইতেও সংখ্যায় বেশী হইয়াছে, সুতরাং সাহস সহকারে যথারীতি পরিচালিত হইলে দুলীনের দ্বারা তাহাদের অবরোধে থাকিবারই বা সম্ভাবনা কি?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(প্রাপ্ত) বঙ্গীয় কবি।

মধ্যস্থ মহাশয়!

আপনি মধ্যস্থ, মধ্যস্থ হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়টীর যথার্থ মীমাংসা করিয়া আপ

নার মধ্যস্থ নামের গৌরব বৃদ্ধি ও আমায় বাধিত করিবেন।

দ্বিতীয় সংখ্যা আর্য্যদর্শন পাইয়া, কবি, কাব্য ও কবিত্ব বলিয়া যে প্রস্তাবটী আছে, আহ্লাদের সহিত সেইটী পাঠ করিতে লাগিলাম, কিন্তু পাঠ করিতে করিতে আমার সে আহ্লাদ বিষাদে পরিণত হইল। ভাবিয়াছিলাম আর্য্যদর্শন হইতে বঙ্গদর্শনরূপ দ্বিরদ-পদ-দলিত দুর্ভাগ্য প্রাচীন কবিগণ পুনরুজ্জীবিত হইবেন; কিন্তু হায়! সে আশা কোথায়? দেখিলাম আর্য্যদর্শন অগ্রজের চরণ চিহ্ন ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন!

প্রথম সংখ্যায় এই প্রস্তাবে যাহা দেখিয়াছিলাম, সে বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। দ্বিতীয় সংখ্যায় দেখিলাম বাঙ্গালার মধ্যে প্রকৃত কবি কবিকঙ্কণ, মদনমোহন, মাইকেল ও হেমচন্দ্র। ভারত, রামপ্রসাদ, ঈশ্বরগুপ্ত, এ তিনজন হতভাগ্য কবির নাম উল্লিখিত হয় নাই! মাইকেল ও হেম বাবু যে প্রকৃত কবি, সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু মদনমোহন ও কবিকঙ্কণ কোন্ গুণে এ তিন জন (ভারত, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্ত) হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতে পারি না।

যাঁহার লেখনী হইতে অবিশ্রান্ত অমৃত বর্ষণ হইতেছে, যাঁহার সুমধুর কবিতা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে, যাঁহার কবিতা যখনই পাঠ করি তখনই নূতন বোধ হয়, তিনি কি এক জন প্রকৃত কবি হইবেন না? প্যারী বাবু "মদনাগরলে" অন্নদা মঙ্গলের সমালোচনায় লিখিয়াছেন—

"ভীষ্ম. দ্রোণ, কর্ণ গেল শল্য হলো রথী."

ইত্যাদি, বোধ হয় সকলেরই তাহা স্মরণ আছে। হেম বাবু মেঘনাদবধের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন;—"আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্য চন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় এত দিনের পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল! এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি অস্বীকার করিতেছি,

তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই।" ইহাতে কি বুঝাইতেছে? ভারতচন্দ্র যে প্রকৃত কবি (born poet) ছিলেন, তাহা কি বুঝাইতেছে না? যদি বলেন না, তবে কি জন্য এত দিন মদনমোহন আদি শ্রেষ্ঠ গুণ বিশিষ্ট প্রকৃত কবিগণ থাকিতে ভারতচন্দ্রকে পূজা করা হইতেছিল? তাঁহার মনোহর কবিতারূপ মধুপানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিকুলের চক্রবর্ত্তী" ভাবিয়া পূজা করা কি হইতেছিল না? মহাশয়ের অভিপ্রায় কি? আপনি কি ভারতচন্দ্রকে প্রকৃত কবি বলিতে অস্বীকৃত? না, তাহা কখনই নহে! আপনি বরাবর ভারতকে প্রকৃত কবি বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ "ভারত-গ্রহণে" স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, ভারতচন্দ্র যে প্রকৃত কবি ছিলেন তৎপক্ষে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

যে কবি কাব্য লিখিতে লিখিতে হাঁড়ি হাঁড়ি পুঁই শাক, মোচার ঘণ্ট, হাঁড়ি হাঁড়ি শাক শড়শড়ি, থোড়ের ডাঁল্না ইত্যাদি নানা প্রকার রন্ধন করিয়া ভগবান ভবানী পতিকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান; যাঁহার কালকেতু গাদা গাদা অন্ন, গাদা গাদা তরকারি খাইয়া ফেলে; তিনি কি ভারত-গৌরব ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন? কবিদিগের চিন্তা কি পুঁই শাকের দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে?

রামপ্রসাদের বিষয় আপনার মধ্যস্থে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে, তাঁহার বিষয় আমার আর বক্তব্য নাই।

ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রকৃত কবি ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার বোধেন্দু-বিকাশ ও প্রভাকর স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে।

বোধ করি যিনি কবি, কাব্য ও কবিত্ব, এই প্রস্তাবটী লিখিতেছেন, তিনি কবি নহেন। কবি না হইয়া কবি, কাব্য ও কবিত্বের বিষয় বর্ণন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কারণ যাঁহার কাব্যে taste অর্থাৎ রুচি নাই, তাঁহার পক্ষে এ বিষয় নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার প্রমাণ মাইকেলের কবিতাবলীতে ও মেঘনাদ বধের মুখবন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কবিবর মাইকেল ঈ-

শ্বর বাবুর মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন! তাঁহার কবিতাবলীতে ঈশ্বর গুপ্তের উপর যে কবিতাটী লিখিত হইয়াছে, সেটী পাঠ করিলেই, ঈশ্বর গুপ্ত প্রকৃত কবি ছিলেন কি না, বেস বুঝা যাইতে পারে। মাইকেল এই ভাবে লিখিতেছেন;—"হায়, আমাদের দেশে কি এমন সদাশয় ব্যক্তি কেহই নাই যিনি তোমার চিতার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তোমার মহৎ নামের গৌরব বৃদ্ধি করেন?" মাইকেলের মতে গুপ্ত মহাশয় যদি প্রকৃত কবি না হইতেন তবে কি মাইকেল এ প্রকার লিখিতেন?

বাসবদত্তাই মদনমোহনের প্রধান কাব্য বা গ্রন্থ। বাসবদত্তায় তিনি যেরূপ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা বাসবদত্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বেস বুঝিয়াছেন। এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বাসবদত্তা পাঠে কাহার মন "কবিতারূপ পীযুষ" পানে মুগ্ধ হইয়াছে! উত্তর, কাহারও নহে! বরং পদে পদে ভারতের অনুবাদ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখ ও বিরক্তি জন্মিতে থাকে। ইনি ভারতকে পরাস্ত করিবার ইচ্ছায় বাসবদত্তা লিখেন, কিন্তু যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাসবদত্তা পাঠ করিতে করিতে স্পষ্ট বোধ হইতে থাকে, মদনমোহন বিদ্যাসুন্দর সম্মুখে রাখিয়া বাসবদত্তা লিখিয়াছেন—বিদ্যাসুন্দরের কথা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া বাসবদত্তায় দিয়াছেন। কিন্তু হায়! তবু কি বাসবদত্তা পাঠ করিবার যোগ্য? এস্থলে ইহা স্বীকার্য্য, যে, মদনমোহনের প্রভাত বর্ণন আর হরিহর দর্শন, এই দুইটী কবিতা অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা বলিয়া মদনমোহন কখনই ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ কবি নহেন!

আমি আপনার অপরিচিত, কিন্তু আপনাকে মধ্যস্থ জানিয়া সাহসপূর্ব্বক লিখিতেছি, অনুগ্রহে আপনি এই বিষয়টীকে আপনার প্রত্রিকার পার্শ্বে স্থান দান ও ইহার যথার্থরূপ বিচার করত আমায় বাধিত করিবেন। ইতি ১৬ ই আগষ্ট ১৮৭৪।

আপনার একান্ত বশম্বদ।

শ্রী:

এই প্রাপ্ত পত্রের সমালোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আগামী সংখ্যায় লিখিবার মানস রহিল। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই, আমাদের বিবেচনায় লেখক মহাশয়ের অধিকাংশ অভিপ্রায় সদাশয়তা ও সুরুচি-মূলক, কেবল কবিকঙ্কণের ব্যঞ্জন চাকিবার সময় তাঁহার রসনা ঠিক করিতে পারে নাই'—হয় তো অন্য রাঁধুনীর বেশী ঝালের ব্যঞ্জনে তখন তাঁহার নোলা পুড়িয়া গিয়া থাকিবে!—যাহা হউক; আগামীতে বিশেষ বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমধ্যস্থ।

মেঘ গর্জ্জনে বিয়োগীর ভাবোচ্ছ্বাস।

১

সুনীল অম্বরে অই জলধর ডাকিছে,
পুচ্ছ নাড়ি শিখী পাখী তালে তালে নাচিছে,
সিহরি আপন বাসে, কেতকী আপনি হাসে,
থেকে থেকে তালে তালে সেও মাথা নাড়িছে;
সুমন্দ পবন বয়, নীলজল জলাশয়,
বিরহিণী সম যেন সিহরিয়া উঠিছে।
সুনীল অম্বরে অই জলধর ডাকিছে!

২

ধূনিত কার্পাস সম জলধর গগনে,
নীল-কায় বিষ্ণু অঙ্গ চর্চ্চিত রে চন্দনে!
অথবা প্রকৃতি যেন, মনোহর বেশে হেন,
উড়ায় অম্বর দেশে নিজাঞ্চল সঘনে,
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছেরে গগনে!

৩

মধুর! মধুর ধ্বনি! অই শুন গগনে।
প্রাণ যে আকুল করে পশি রব শ্রবণে।
মনেতে নাই রে শান্তি, বিষয়েতে বোধ ভ্রান্তি,
নিশ্চয় জেনেছি সুখ নাই তিন ভুবনে,
তবে কেন হেন রব কাঁদায় রে পরাণে?

৪

রাখিতে নারি রে আর অশ্রুজল নয়নে,
হৃদয় বিদরে মোর পূর্ব্ব কথা স্মরণে;
মানস বিরলে বসি, সদা অশ্রুজলে ভাসি,
নিভাই দুরন্ত জ্বালা নেত্রনীর বর্ষণে।
অভাগার সুখ নাই এই তিন ভুবনে॥

৫

সুনীল অম্বরে অই মনোহর শোভিছে;
স্তরে স্তরে জলধর, ধরি বেশ মনোহর,
পবনের কোলে দুলি ধীরে ধীরে চলিছে!
পতি পাশে যেন বালা হাসি হাসি যাইছে!

৬

হায়রে পড়িছে মনে, সেই দিন এইক্ষণে,
এমনি সুচারু শোভা ধরেছিল গগনে;
প্রেয়সীর কণ্ঠ ধরি, মুখ উন্নমিত করি,
বলিনু, দেখলো প্রিয়ে! অয়ি চারু দর্শনে!
কেমন গগন শোভা, কিবা রূপ মনোলোভা,
হাসিছে জাহ্নবী কিবা সুগভীর বদনে!

৭

বিধিরে! সে কথা তোর সহিলনা শ্রবণে।
কাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করালি রে গগনে;
বায়ু উগ্র মূর্ত্তি ধরি, তরি আন্দোলন করি,
ডুবালি জীবন রত্ন জাহ্নবীর জীবনে—
সে কথা কি বিধি তোর সহিলনা শ্রবণে?

৮

প্রাণের পুতুলী মোর কোথায় রে রয়েছে?
তার তরে এ অভাগা কোথায় না ঘুরিছে?
এস প্রিয়ে! একবার, সরলতা প্রেমাধার
তোমার দর্শন, প্রিয়ে! তব পতি যাচিছে,
সুনীল অম্বরে অই জলধর ডাকিছে!

শ্রীবিজয় সিংহ-লেখক।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

ভাদ্র ও আশ্বিনের মধ্যস্থে যে কয় খানি পুস্তক প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমুদায়ের আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই অধিকন্তু আবার অনেকগুলি পুস্তক পত্রিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা অতি সংক্ষেপে গতাজি শেষ করিয়া এবং নব-প্রাপ্ত পুস্তকাদির মধ্যে যে কয় খানা হইয় উঠে, তত্তাবৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয় অবশিষ্টের নামোল্লেখ পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রাপ্তি স্বীকার মাত্র করিতে বাধিত হইতেছি।

১। স্বর্ণলতা।

"শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত; ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।" এদেশে কোর্টসিপ-মূলক বিবাহ প্রথার উৎসাহ উদ্দেশে এই নাটক প্রচারিত হইয়া থাকিবে! যাঁহারা তদ্ভাবের ভাবুক, গ্রন্থের ভাবে তাঁহারা গলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের অসভ্য হৃদয় বিরাগ বা বীতরাগ শৈত্যে আরো কঠিন হইয়া উঠিল! পুস্তকের ভাষা ও রুচি কোর্টসিপের ভক্ত জনেরও ভাল লাগা দুর্ঘট। এত পদ্যই বা কেন? অভিনয় কালে যে বিপজ্জনক হইবে, তাহা কি প্রণেতা মহাশয় জানেন না? কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা মন্দ চিত্রিত হয় নাই, কিন্তু স্বামী মন্দ বলিয়া শ্বশুরালয় হইতে পলাইয়া আসিয়া যুবতী পিত্রালয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে, এ ঘটনাটী স্বভাবানুযায়ী চিত্রিত না হওয়াতে স্থল বিশেষের সৌন্দর্য্যও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

২। চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন।

বিখ্যাত ডাক্তার বাবু ভুবনমোহন সরকার মহাশয়ের অবিচলিত যত্নোৎসাহে উক্ত বালিকা শিক্ষালয়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই ষষ্ঠ বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠে আমরা মহা সন্তুষ্ট হইলাম। অধিক প্রতিষ্ঠার বিষয় এই, যে, রাশি রাশি রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়াও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে যাহা হইতেছে, জাঁক-জমক-রহিত ও বিলাতী বিবী-বর্জ্জিত চোরবাগানের এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টী তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতেছে!

লোকসানের রেলপথে বাঙ্গালী অধ্যক্ষ লাভ দেখাইতেছে; প্রধানতম বিচারালয়ে বাঙ্গালী জজ আশ্চর্য্য গুণপণা দেখাইয়াছে; পুলিস ও পূর্ত্ত বিভাগাদিতে যেখানে বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্ব, সেখানেই সমধিক সুশৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার সহিত নিপুণতা দৃষ্ট হইতেছে; দেশীয় কত স্বাধীন রাজ্যে বাঙ্গালী মন্ত্রীরা আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিতেছে; বাঙ্গালী বিলাতে গিয়া পদপ্রার্থী বা র‍্যাংলার, যাহাই হউক, সর্ব্বত্রই সর্ব্বজাতীয়কে হারাইয়া দিতেছে; অধ্যাপনা কার্য্যেও কয়েক টাকা মাত্র মাসিক ব্যয়ে (কয়েক শত টাকাওয়ালা) বিলাতী শিক্ষয়িত্রীর অধীন শিক্ষালয়কেও হারাইয়া দিল, তথাপি বাঙ্গালীর হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট এত কৃপণ! আমাদের কপাল, তাঁদের দোষ কি?

৩। বাহুলীন-তত্ত্ব।

৪। ইংরাজীতে হিন্দু-সঙ্গীত গ্রন্থ।

বাহুলীন, অর্থাৎ বেহালা শিক্ষার গ্রন্থ। "বেহালা যন্ত্রের অবয়ব, সুরবন্ধন, ধারণ ও বাদন প্রভৃতি যে সকল নিয়ম অত্যাবশ্যক, সে সমুদায়ই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে ও সম্পূর্ণ সাহায্যে বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিক্ষার নিমিত্ত" উক্ত বিদ্যালয়ের ত্রিতন্ত্রী-শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বাহ্যিক সৌষ্ঠব যেমন, ইহার আন্তরিক গুণও তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। যে মহাত্মার "সম্পূর্ণ সাহায্যে" এবং বোধ করি সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, সেই স্বদেশহিতৈষী ও স্বদেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের এক মাত্র

পরিত্রাতা মহাশয় যখন যে গ্রন্থ প্রকাশ বা সঙ্গীত সম্বন্ধে যখন যে অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন তাহাই উৎকৃষ্ট—তাহাই সুরুচি-সম্পন্ন—তাহাই সাধারণের প্রীতি-প্রদ হইতেছে।

এই বাহুলীন-তত্ত্ব প্রকাশের পরেই "Hindu Music" অর্থাৎ "হিন্দু সঙ্গীত" নামা এক খানি ইংরাজী গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা হিন্দু পেটিয়ট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানির গুণের আলোচনা স্বতন্ত্র করিবার কল্পনা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব। আশ্বিনের মধ্যস্থে ইহার কতক আভাস আছে। মেং C. B. ক্লার্ক সাহেব হিন্দু সঙ্গীতের কতকগুলি অভাব প্রদর্শন এবং তাহার উপর কতকগুলি কলঙ্ক ও দোষারোপ করিয়াছিলেন; ফলে তত্তাবৎ অলিক। বঙ্গ দেশে এত বিদ্বানাভিমানী এবং পূর্ব্বানুসন্ধিৎসু নামধারী মহা মহা শূরবীর আছেন, কিন্তু কাহাকেও সেই কলঙ্ক দুরীকরণার্থ ও জাতীয় গৌরব সমর্থনার্থ অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। কেবল এই মহাত্মাই অতিরেক হিন্দু পেট্রিয়ট যোগে উক্ত সাহেব এবং তন্মতাবলম্বী অন্যান্য দেশ বিদেশীয় মহাশয় গণের ভ্রান্ত সংস্কারের প্রতিবাদ যুদ্ধে যুক্তি চর্ম্ম এবং অকাট্য প্রমাণ-অসি-ধারী হইয়া ঘোরতর সমর কার্য্য সাধন পূর্ব্বক অধুনা স্বজাতীয় উচ্চ মানের অবনত মস্তককে যথোচিতরূপে উন্নত করিতে পারিয়াছেন! সেই অতিরেক পেটিয়টের লিপিই এক্ষণে আলোচ্য পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। ভূমণ্ডল মধ্যে হিন্দু সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ এই পুস্তকখানি আমাদের অমোঘ অস্ত্র হইয়াছে। ভরসা করি পাঠক মণ্ডলী ইহার রসাস্বাদে বঞ্চিত না থাকেন। আমাদের বেশী স্থান থাকিলে আমরা গ্রন্থের বহু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতাম।

আবার সুদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারাই তিনি যুদ্ধ করিতেছেন না। সম্প্রতি বরদা হইতে সমাগত অদ্বিতীয় গায়ক ও বীণাবাদক শ্রীযুক্ত মৌলাবক্স খাঁ সাহেবকে স্বর্ণপদক পারিতোষিক অর্পণ উপলক্ষে বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বৃহৎ হলে এক সুমহৎ সভা করেন। তাহাতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এবং এদেশীয় মান্য মহোদয়েরা সমবেত হইয়াছিলেন। মৌলাবক্স এবং বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সভাস্থলে যে সব সঙ্গীতের প্রকরণ দেখাইয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে দর্শক মাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া অজ্ঞাতসারে ধন্য ধন্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ সাহেব বিবীরা হিন্দু সঙ্গীতের পারিপাট্য ও শ্রুতি-বিভাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অতএব যাঁহার অপরিমিত ব্যয়, যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে আমাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের এত মান বৃদ্ধি এবং তৎশিক্ষার পথ এত পরিস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইতেছে, তিনি কি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র নহেন?

৫। ব্যায়াম শিক্ষা, ১ ম ভাগ।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত; দ্বিতীয়বার মুদ্রিত; মূল্য চারি আনা। এ সময়ে এরূপ গ্রন্থ যতই প্রচারিত হয়, ততই উপকার। স্বজাতীয় শারীরিক বল, বীর্য্য ও স্বাস্থ্য সাধক উপায় অবলম্বনে (বাচনিক, লৈপিক বা আনুষ্ঠানিক) যিনি যেরূপে অগ্রসর হউন, তিনিই আমাদের নমস্য! গ্রন্থখানি সচিত্র অর্থাৎ ব্যায়ামের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি চিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হওয়াতে আরো হিতকারক হইয়াছে।

৬। কুমুদিনী। ৭। উচিত বক্তা।

এই দুই নামে দুই খানি স্বতন্ত্র সাময়িক পত্র আমরা পাইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় কোন্ মহাশয় লইয়া গিয়াছেন, আর দিলেন না; এ জন্য আলোচনা কালে তাহাদের প্রাপ্তি অভাবে কিছুই বলিতে পারিলাম না!

৮। বলদ মহিমা নাটক।

এখন ঝুড়ি ঝুড়ি যে সব নাটকাদি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অধিকাংশের প্রতি বিদ্রূপচ্ছলে বঙ্গদর্শন সম্পাদক ভাবী লেখকগণকে "বলদ মহিমা নাটক, মুরগী নাটক" ইত্যাদি লিখিতে অনুরোধ করেন। এই নাটক খানি সেই অনুরোধের প্রতিপোষক বা প্রতিপালক অনুষ্ঠান। নাটক খানির গুণাগুণ আমরা কি বলিব, অনুরোধকারীর প্রতিই সে ভার থাকিল! লাভে হইতে অনুরোধ করিয়া সুযোগ্য সহযোগী যে এই প্রথম অনুরোধ রক্ষ-

কের নিকট বিশিষ্টরূপে গালি খাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাকেও খাওয়াইয়াছেন, ইহাই ইহার কৌতুক!

৯। স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। মুল্য ।৵০ আনা। এই ঈশান বাবুর অপর এক খানি পুস্তকের সমালোচনা গত সংখ্যায় হইয়াছে। সাহিত্য সংসারে ইনি পরিচিত গ্রন্থকার। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তক খানি বড় উপকারী ও নীতিপ্রদ হইয়াছে। ইহাকে স্ত্রী লোকের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিতে পারা যায়। ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন "ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তিনটী স্ত্রীলোকে আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ও আরো কোন কোন স্ত্রীলোককে এক এক সময়ে যথাশক্তি (লিখিত) উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সকল উপদেশ স্ত্রী-সাধারণের পক্ষে কিঞ্চিৎ উপকারে আসিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায় এই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।"

আর একটী ভাব তিনি উত্তম লিখিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিকট বা গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা শিক্ষিতা হইতেন না; প্রাচীনা গৃহিণীগণের মৌখিক উপদেশ ও অনুকরণ উপায়েই শিক্ষা লাভ করিতেন। এখন আমরা তাঁহাদিগের শিক্ষা ভার লইয়া নূতন প্রকারের দায়িত্ব স্কন্ধে করিয়াছি। এই গুরুতর কার্য্যে সাবধানতার কত প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। স্ত্রীশিক্ষার গ্রন্থ লেখক ও উপদেষ্টাগণ যেন হিত করিতে বিপরীত না করেন। ঈশান বাবুর অধিকাংশ উপদেশ যে হিতের দিকেই কার্য্য করিবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর বলিবার আছে, অদ্য তাহা বলিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ইচ্ছা আছে, এই অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে আমরা স্বতন্ত্র একটা প্রস্তাব লিখিব। আপাততঃ অনুরোধ করি, আলোচ্য পুস্তক খানি সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ পূর্ব্বক পুরস্ক্রীমণ্ডলে প্রচলিত করিয়া দেন।

স্থানাভাবে এ সংখ্যায় অন্যান্য গ্রন্থাদি সম্বন্ধে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে না পারিয়া কেবল তত্তাবতের নামোল্লেখ করিতে বাধিত হইতেছি; ভবিষ্যতে সমালোচনার বাসনা রহিল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের নাম।

১ ভারত অধীন। ২ বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক পত্রিকা। ৩ সঙ্গীত প্রবন্ধ। ৪ An Address to the students by Babu Braja Lal saha. । ৫ মেনকা, গীতী কাব্য। ৬ বঙ্গের সুখাবসান নাটক। ৭ ধ্রুববাদী অগস্ত্ কোম্ত।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য, ডিমাই অর্দ্ধ ত্রক্তা কাগজে মুদ্রিত একটী কবিতা বা নামাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার নাম "উন্নতিশীল ব্রাহ্মের শত নাম।" এখানির আলোচনা না করিয়া পাঠকগণের বিচার জন্য তাহার সমুদায়াংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—

উন্নতিশীল ব্রাহ্মের শত নাম।

অত্যুন্নতশীল ব্রাহ্ম নাম লোকে দিল।
গৃহযোগী নাম গৃহীগণেতে রাখিল॥
নরসুন্দরেতে নাম দেয় শ্মশ্রুধারী।
গান বাদ্য ভজনায় নাম আড়ম্বরী॥
দেবদেবী-ভক্ত, হয়ে আচারে বিস্ময়,
দেবদেষ্টা দেবীদেষ্টা রাখে নাম দ্বয়।
মাঘোৎসবে ঢলাঢলি দেখে সর্ব্বজাতি,
মাঘোৎসবী রাখে নাম হয়ে হৃষ্টমতি॥
বিবাদী হইল নাম বিনোদিনী জন্য।
ছিন্নাম্বর নাম সদা পরি বস্ত্র ছিন্ন॥
ম্লান বস্ত্র প'রে নাম মলিন অম্বর।
আপনা আপনি নাম দিল রিফর্ম্মর॥
চসমাতে চক্ষু ঢাকা হেতু চস্মাধারী।
কার্য্যগুণে নাম হলো বুজরুককারী।
পরম সন্তোষ পান বলিলে অহিন্দু।
নগরে বিখ্যাত নাম বাঙ্গালের বন্ধু॥
বিশ্বজন নিঃস্ব নাম সকৌতুকে রাখে।
ছেলেধরা ব'লে সব জননীরা ডাকে॥
মধ্যস্থ রাখিল নাম নাগাশ্রম-বাসী।
বেশ্যাবন্ধু নাম দিল সোনামণি দাসী॥
দাগাব্রাহ্ম বলে সব পেলো গোয়ালায়।
পিতৃমাতৃত্যাগী নাম দিল বাপ মায়॥
ইংরাজে কহেন ব্রাহ্ম বাইবেল্ সম্মত।
যজ্ঞসূত্রত্যাগী নাম জগৎ বিখ্যাত॥
ধর্ম্মজয়ী, ঘোরবীর, তিতুমির সেনা,
কে দিল এসব নাম নাহি যায় জানা॥
সৌদামিনী বসু আদি শব্দের বিন্যাসে,
স্ত্রী-লিঙ্গাজ্ঞ নাম দিয়া পণ্ডিতেরা হাসে
কৈশব শৈশব নাম হারাণের দত্ত।
শাস্ত্র-দেষ্টা নাম দিল মিলে সব স্মার্ত্ত॥
পতাকা ধরিয়া নাম হইল পতাকী।
অবতার পূজে নাম হইল পাতকী॥

সন্ধ্যাত্য গী. গোত্রত্যাগী, নাম স্বেচ্ছাচারী
নাম ব বতীর বিবাহের বৈরী ॥
বৈদ্য-শিষ্য, কেশ র চরণাবনত।
অকাল-প্রপক্ক, নাম অধম পতিত ॥
বোধ হয় হতে পারে কথার জাহাজ।
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নাম করিয়া অকাজ ॥
ছাত্রগণ দিল নাম কেশোবাইটাদি।
অত্র স্ক, তথাচ নাম হ না ব্রহ্মবাদী ॥
হালিসহরেতে নাম দিল বৃক্ষজাত।
মায়াময় যাদুকর, বিশ্বের উৎপাত।
অসবর্ণা-পরিণেতা, সমাজ বর্জ্জিত।
একাকার-পন্থী নাম জগতে বিদিত ॥
অতিরেক, নিজ স্ত্রীর বিয়ে দিতে চেয়ে।
পত্নীদত্তা হলো নাম মোর মাথা খেয়ে!
বয়োজ্যেষ্ঠ-পরিণেতা, শ্বেতদ্বীপগামী।
অদ্ভুত পদার্থ নাম সুখে দেই আমি।
বিধবা-রঞ্জন নাম বিধবা গ্রহণে।
অকর্ম্মী, অবোধবন্ধু বলে সর্ব্ব জনে ॥
শিশু-প্রামাণিক নাম জেটামো করিয়া
প্রচারক নাম নিজ ধর্ম্ম প্রচারিয়া।
মস্‌জিদ গির্জা রূপ নির্ম্মিয়া মন্দির,
বিমিশ্র-মন্দিরী নাম হইয়াছে স্থির ॥
আপন প্রত্যয়ে ধর্ম্ম করিয়া প্রত্যয়,
স্বোপার্জ্জিত-ধর্ম্মী ব'লে বিজ্ঞ লোকে কয়
অপেয় করিয়া পান অপেয়-পায়ক।
অখাদ্য খাইয়া নাম অখাদ্য-খাদক ॥
কৈশব, কেশব-দূত, ঘোর দুস্তার্কিক।
অশাস্ত্রীয় বিবাহের সম্পূর্ণ মালিক ॥
হালিসহরের নাম বদরিকাশ্রমী।
কুল ত্যাগ দোষে নাম কুম্ভিপাকগামী!
উপাসনা কালে বাদ্য করাতে মৃদঙ্গ,
মৃদঙ্গী রাখিল নাম যত অন্তরঙ্গ।
নিরপেক্ষ, ভ্রান্ত, বিড়ম্বিত, মর্জ্জাহীন,
ইত্যাদি রাখিল নাম যতেক প্রবীণ ॥
অত্যজ্য-স্বজন-ত্যাগী ত্যজিয়া স্বজন।
গৌরব-বিশিষ্ট নাম হলো উৎপাদন ॥
শাস্ত্রী নাম দিয়া নাম উপাধির দাতা।
পদ্ধতি-প্রচারি নাম পদ্ধতি-প্রণেতা ॥
অন্ন ভোক্তা রাখে নাম দক্ষিণে ডোঙ্গাড়ে
মগরায় যার অন্ন খান সবে কেড়ে ॥
চরণের স্রষ্টা সৃজি ব্রহ্মের চরণ।
ধর্ম্মে ভাঁজ দিয়া নাম হইল ভরণ।
ইতর বিবাহ পক্ষে প্রচারি আইন,
হিন্দু-কুলাঙ্গারসার নাম লজ্জাহীন।
আপনাকে ক'রে স্থির নিতান্ত অভ্রান্ত,
পাইলেন মান্য নাম উন্মত্ত সিদ্ধান্ত ॥
দেশে দেশে সংস্থাপিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মশালা,
কালাপাড় দিল নাম যতেক মহিলা!
দেবী পূজা স্থানে যেতে শঙ্কা দুর্নিবার,
তাই অজ নাম দিল বলির কামার ॥
মন্দভাগ্য অক্রভক্ত নামের প্রচার।
কৌশলে মিরার পাত্রে করে অধিকার।
কুক্কুর কলহী নাম নিয়ত কলহে।
অবিসাদী নহে দুঃখী বন্ধুর বিরহে ॥
সঙ্খ্যাবহু মৃত্যু কাছে ইত্যাদি লক্ষণে,
পাখাযুক্ত পিপীলিকা, বলে সর্ব্বজনে ॥
স্বজাতি-বিদ্বেষী নাম স্বজাতিতে দিল।
স্বদেশী-বিদ্বেষী নাম স্বদেশী রাখিল ॥
ভ্রমসংস্কারযুক্ত গোবুদ্ধি সম্পন্ন।
তন্ত্রবেত্তা তিন দিনে বুঝে তন্ত্র তন্ত্র ॥
যমের অরুচি নাম দিল সর্ব্বলোক।
ইতি ব্রাহ্ম * শত নাম নরক-দায়ক।

কস্যচিৎ ফক্কাবারিণঃ—

কেঁড়েল ডাকিয়া কয়, শূন্য সংখ্যা ভাল নয়,
একোত্তর শত হ'লে চুকে যায় ল্যাটা—
শত নাম বলিয়াছ. সেরা যেটী ভুলিয়াছ,
সুবিখ্যাত নাম সেটী—"দুই কাণ-কাটা" !!!

* উন্নতিশীল।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদিগের মত।

(৩০১ পৃষ্ঠার পর)

গ্রীকেরা লিখিয়াছেন, ভারতীয় সৈনিক মাত্রই ক্ষত্রিয়। সন্ধি বা বি- উভয় কালেই তাহারা রাজার
মিত বেতন প্রাপ্ত হইত,
ভূমির উপস্বত্ব-
গের ঘোট-
যান শস্ত্র
রাজ-সংসার হইতে
যাবনিক কালের ন্যায় সৈন
আপনাপন ব্যয়ে সজ্জিত হইতে
হইত না। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের অসামরিক কর্ম্ম অর্থাৎ গৃহ-কাজ ও সেবা শুশ্রূষাদির নিমিত্ত রাজ-ব্যয়ে ভৃত্য নিয়োজিত থাকিত। ফল কথা, আর্য্য জাতি চিরকালই যে নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহ ও দয়া-পরবশ, এতদ্দ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে!

গ্রীক লেখকেরা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, যে, সৈনিকগণ কর্ত্তৃক দেশে কোনোরূপ অত্যাচার দৃষ্ট হইত না—তাহারা আধুনিক দুরাত্মাদের ন্যায় বলপূর্ব্বক আহার্য্য ব্যবহার্য্যাদি সংগ্রহ, বা কাহারো অনিচ্ছাতে বেগার ধরা, বা অন্যরূপে স্ত্রী পুরুষ কাহারো স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি দুরাচরণ কখনই করিত না! অধিক কি, যে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীরা ঘোর যুদ্ধে মত্ত, সে খণ্ডের কৃষকেরাও অবাধে এবং অবলীলাক্রমে আপনাদিগের ক্ষেত্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিত! ইংরাজ লেখকেরা এই বর্ণনার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া ইহাকে অতি-বর্ণনা
ছেন। তাঁহারা অনুমান ক-
রা মনুসংহিতা পড়িয়া
ভাব কল্পনা করিয়া লইয়া
পাঠকগণ! আপনারা
করেন? শ্যাম দেশের
কট উত্তর ইউরোপের
জদূত হিমশিলার গল্প
ন—তিনি বলিয়াছি-
দের দেশে নদী ও স-
মিয়া যায়, যে, মনুষ্য
য়াসে তাহার উপর
জল জমিয়া পর্ব্ব-
গত হয়।" এই গ-
র কারাবাস হইয়া-
বিলেন, যে ব্যক্তি
দী, তাহার সহিত
াথা দূরে থাকুক,

REPAIRED DOCUMENT

তাহাকে দণ্ড দেওয়াই উচিত।—আবার উপকথায় শুনিতে পাই, এক-ঠ্যাঙোর দেশে দ্বিপদ মনুষ্য গেলে তাহারা তাহার এক খানি পা কাটিয়া দেয়!—আবার শুনি, গলায় দ’ড়েরা (কিসে তাহাদের দল বাড়িবে এই চেষ্টায়) দড়ি হাতে করিয়া লোকের পেছনে পেছনে বেড়ায়! আমাদের জেতৃজাতীয় ইতিহাসবেত্তাদের [illegible]ও অবিকল সেই রূপ! তাঁহাদের দেশে এবং [illegible]মান ইতিহাসেও ইত[illegible] সমাজে দয়া-ধর্ম্ম-মূলক [illegible]তা প্রায় কখনই দেখিতে পান না, এই জন্য অন্য কোনো দেশে যে তদ্রূপ উচ্চ ভাব ছিল, ইহা তাঁহাদের মনে ধারণা হয় না! কিন্তু তাঁহাদের ভাবা উচিত ছিল, যে, শুদ্ধ এক জন নয়, বহু গ্রীক লেখক যখন স্পষ্ট-রূপে জানাইয়া গিয়াছেন, যে, তাঁহারা ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিতেছেন, তখন তাঁহাদের বর্ণনা যে গ্রন্থ পাঠের ফল, ইহা সিদ্ধান্ত করা ঘোর প্রগল্ভতা ও অবিচার ভিন্ন আর কি? বিশেষতঃ গ্রীকেরা সংস্কৃত জানিতেন না এবং বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত প্রতিযোগী ও বিপক্ষ জাতির প্রশংসা যে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহাও কি সঙ্গত ও স্বাভাবিক?

ক্ষত্রিয় জাতির বল বীর্য্য সাহস সম্বন্ধে গ্রীকেরা যে প্রতিষ্ঠাপ[illegible]খিয়া গিয়াছেন, তাহ[illegible] গৌরবের বিষয় [illegible]ক বাক্যে ক[illegible]কজন্দর আ[illegible]র সহিত যুদ্ধ [illegible], তন্মধ্যে হিন্দুর ন্যায় [illegible]বেরী আর কুত্রাপি দেখেন নাই। এবং ইরান্ সাম্রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ডেরায়সের যুদ্ধে তাঁহার যত সৈন্য পড়ে, হিন্দু-গ্রহণে তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী বলক্ষয় হইয়াছিল। হিন্দুদিগের অস্ত্র শস্ত্র তখন যাহা যাহা ছিল, বারুদাস্ত্র ব্যতীত এখনও প্রায় তাহাই আছে। এরিয়ান বলেন, হিন্দুরা পদ-সাহায্যে ধনুর্গুণ টানিয়া চারি হস্ত পরিমিত শর নিক্ষেপ করিত। এরূপ ধনুর্ব্বাণ কেবল ভারতবর্ষেই ছিল এবং অদ্যাপিও বহু পার্ব্বত্য জাতি মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিনি তাহাদিগের সুদীর্ঘ অসি এবং লৌহ ভল্লের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অস্ত্র এখনও স্থল বিশেষে দৃষ্ট হয়। হিন্দুদিগের অশ্বচালনার নৈপুণ্য বিষয়ে গ্রীকেরা যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, আধুনিক কাল পর্য্যন্তও সে সুনাম বলবৎ ছিল—হায়! অদ্যকার কালেও অনুসন্ধান করিলে স্থলে স্থলে তদ্রূপ হিন্দু আরোহী মিলিতে পারে!

দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাটকে আর্য্য নৃপতিগণ যে সব দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহাতে সৌভাগ্য ও সম্পদ ভোগের নিদর্শন সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এবং গ্রীকেরা ভারতের যে যে ভাগ দর্শন করিয়াছিলেন, তৎ সমুদয়ই ("teeming with population, and enjoying the highest degree of prosperity.") জনপূর্ণ এবং উচ্চতম পরিমাণে সৌভাগ্যশালী ছিল!

অ্যাপলোডোরস্ লিখিয়াছেন, হাইড্যাস্পিস এবং হাইপ্যানিস নদীদ্বয়ের মধ্যে ১৫০০ নগর ছিল; তাহার একটীও পরিমাণে এক ক্রোশের ন্যূন নহে। এস্থলে কিঞ্চিৎ অতি-বর্ণনার সম্ভাবনা স্বত্বেও তৎপ্রদেশ যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ও সুশাসিত রাজ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্ণিত আছে, পালিবথরা নগরী দৈর্ঘ্যে চারি ক্রোশ এবং প্রস্থে পৌনে এক ক্রোশ; গভীর পরিখা, উচ্চ মুরচা এবং ৫৭০ প্রহরী-স্তম্ভে রক্ষিত; এবং তাহার চতুঃষষ্ঠি সংখ্যক তোরণদ্বার ছিল।

ঐ সব লেখকের বহু পরেও পেরিপ্লস নামা ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষে অসংখ্য বাণিজ্য-বন্দর ও নগরে বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্য প্রচুর পরিমাণে চলিতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে কি প্রকাশ পায়? ইহাতে স্বাধীন কালে ভারত যে অসীম সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়াছে, ইহাই কি বুঝায় না? হায়! সে সব এখন স্বপ্নের বস্তু ও উপন্যাসের কথা হইয়া উঠিয়াছে!

হিন্দুদিগের শান্তি রক্ষা অর্থাৎ পুলিসের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও গ্রীক লেখকেরা প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। মেগাস্থিনিস, (যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বহু দিন অবস্থান করেন) এক স্থলে লিখিয়াছেন, যে, চন্দ্রগুপ্তের সেনা-নিবাস মধ্যে চারি-লক্ষ লোক ছিল, তথাপি গড়ে তথায় প্রত্যহ ত্রিংশৎ রৌপ্য মুদ্রার (ভিক্টোরিয়া) বেশী চুরি হয়

নাই। এই হাস্যজনক গণনায় আমরা এখন কিছুই বুঝিতে না পারি, কিন্তু বোধ হয়, তৎকালে সর্ব্ব দেশে চৌর্য্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকাতে তাঁহারা উক্ত অপহরণকে সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

রাজা এবং রাজনিযুক্ত বিচারকগণ দ্বারাই বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। গ্রীকেরা যে অল্পসংখ্যক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মনুসংহিতার নিয়মাবলীর প্রতিরূপ স্বরূপেই প্রতিভাত বোধ হয়। এ বিষয়ে গ্রীকেরা বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারেন নাই—অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনাও অল্প ছিল। কেননা, কোনো দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্রের সমালোচক হইতে হইলে তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতীত সে মানস কদাচ সিদ্ধ হইতে পারে না—সুদ্ধ বাচনিক বিবরণ সংগ্রহ তৎপক্ষে যথেষ্ট হইবার নহে। বরং পণ্ডিতের পক্ষে জ্যোতিষ ও দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম মুখে মুখে জানিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু ব্যবস্থা শাস্ত্রের অসংখ্য ধারা পঠন ব্যতীত সুলব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং গ্রীকেরা ভারতবর্ষে অন্যান্য বহু বিষয় শুনিয়া শিখিয়াও এ বিষয়ে অধিক পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত গ্রন্থাদির বিষয়ে এতদূর অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, যে, অনায়াসে "ভারতবর্ষীয়েরা বর্ণ ব্যবহারে অজ্ঞ" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন! কিন্তু এরূপ প্রলাপ অতি অল্পসংখ্যক লেখকের লেখনীই প্রসব করিয়াছে, অন্যান্য মহাশয়রা তদ্বিপরীতে বরং "ভারতবর্ষের হস্তাক্ষর সুদৃশ্য ও সুন্দর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন!

এরিয়ানের মতে হিন্দু রাজার রাজস্ব ত্রিবিধ;—কৃষিজাত, শিল্পজাত ও বাণিজ্যজাত। স্ত্রাবো লিখিয়াছেন, উৎপন্ন বস্তুর চতুর্থাংশ রাজার। মনুর ব্যবস্থাও এইরূপ। স্ত্রাবো পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন, ভূসম্পত্তি মাত্রেরই স্বত্বাধিকারী রাজা; তিনি ঐ রাজস্ব নিয়মে প্রজাগণকে কর্ষণ ও রোপণাদি করিতে ভূমি দিয়া থাকেন। তিনি আর এক স্থলে বলেন, কোনো কোনো গ্রামের লোক সমবেতভাবে ভূমি কর্ষণ করে; তাহাদের

কৃষি কার্য্য ও উৎপন্ন দ্রব্য সাধারণ বিষয়। এরূপ সাধারণ পদ্ধতি অদ্যাপিও ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে প্রচলিত আছে।

সামান্য শিল্পী প্রভৃতির দেয় রাজস্বাদির বিবরণ বাহুল্য ভয়ে আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, সে সব বিষয়ে মনুর ব্যবস্থা ও স্ত্রাবোর লিপিতে অধিক প্রভেদ নাই। এবং হট্টের প্রধান (এখনকার চৌধুরী); ভূমির মাপ; খাল খনন; জল বিতরণ; গ্রাম্য বিচার; রাজস্ব সংগ্রহ; ব্যবসায় ও প্রকাশ্য পথের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বহু বিষয় এখন যেমন সকল প্রদেশে পাটেল বা পাটোয়ার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, স্ত্রাবোর সময়েও প্রায় সেইরূপই হইত—কেবল গ্রামের ও হট্টাদির কর্ত্তার নাম অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় ছিল—এখন তাহা ঠিক জানিবারও উপায়াভাব।

প্রাচীন আর্য্য জাতির ধর্ম্ম বিষয়ে গ্রীকেরা অল্পই বলিয়াছেন। কেবল ইন্দ্র, গঙ্গা ও স্থানীয় অন্যান্য দেব দেবীর পূজার উল্লেখ আছে এবং যজ্ঞ কালে আর্য্যেরা মুকুটাদি শিরোভূষণ ব্যবহার করিতেন না এবং বলির পশুকে ছেদন না করিয়া শ্বাস রোধ পূর্ব্বক বধ করা হইত, ইত্যাদি। শেষের ঘটনাটী, বোধ হয় কোনো সম্প্রদায় বিশেষের অনুষ্ঠানে লক্ষিত হইয়া থাকিবে। এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য, যে, সুবিখ্যাত সেং কোল্‌ব্রুক সাহেব এসিয়াটিক রিসার্চেস পুস্তকে বহু প্রাচীন লেখকের প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, সে কালের আর্য্যেরা এখনকার অপেক্ষা অধিকতর সূর্য্যপূজক ছিলেন।

গ্রীকেরা আর্য্য-শাস্ত্র-সিন্ধু মধ্যে যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহা এক প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্য জাতির গাঢ় বিদ্যাবত্তা এবং উচ্চতম জ্ঞানের সত্ত্বা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল। তাঁহারা হিন্দু-দর্শন শাস্ত্রের কতক আভাসও লিখিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সভায় বহু দিন ছিলেন, এজন্য তিনি অনেক জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত মত এইরূপ বিবৃত করিয়া-

ছেন, যথা ;—" গ্রীকদের সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে মতৈকতা আছে ; তাহারা বিশ্বাস করে, পৃথিবীর আদি ছিল, কালে ধ্বংসও হইবে ; পৃথিবী গোলাকার এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাতে ব্যাপ্ত থাকিয়া শাসন করিতেছেন ; সকল পদার্থই বিবিধ কারণসম্ভূত—কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ; এই ভূমণ্ডল জল হইতে জন্মিয়াছে ; পার্থিব ভূত চতুষ্টয় ব্যতীত অপর এক মহাভূত আছে, যাহা হইতে স্বর্গ ও জ্যোতিষ্কগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; এই পৃথিবী জগতের মধ্য বিন্দু, ইত্যাদি।"

উক্ত লেখক আরো বলেন, যে, "মনুষ্যের আত্মা সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রীক ও হিন্দুদের একই মত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় হিন্দু-জ্ঞানীরাও গল্পচ্ছলে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং মৃত্যুর পর মহা বিচার প্রভৃতি তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।" মেগাস্থিনিসের এই লেখা আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না, অথচ সেরূপ গ্রন্থ অধুনা সুপ্রাপ্য কি না, তাহাও জানি না।

আধুনিক কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন, যে, ভারতবর্ষীয়েরা গ্রীকদিগের নিকট দর্শন বিদ্যাদি অভ্যাস করিয়াছিল! কিন্তু উপরোল্লিখিত গ্রীক লেখকদিগের একটী কথাতেও কি তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে? এক মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন "যদি ব্রাহ্মণেরা গ্রীকদের নিকট শিখিয়া থাকে, তবে তাহা আলেক্‌জন্দরের পূর্ব্বে ; নচেৎ তৎকালের ও তৎপরবর্ত্তী গ্রীক লেখকেরা তাহার উল্লেখ করিয়া যাইতেন।"

পাঠকমণ্ডলি! যাঁহারা এই সব কল্পিত কথা লিখেন, প্রাচীন গ্রীকেরা তাঁহাদের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ও সমধর্ম্মাবলম্বীও নহেন, কেবল তাঁহারা উভয়েই ইউরোপীয়, এবং ব্রাহ্মণেরা আসিয়াটিক, এই পর্য্যন্ত! ইহাতেই ইংরাজ জাতির এত দূর টান্—না জানি, গ্রীকেরা ইংলণ্ডের কুটুম্ব বা জ্ঞাতি হইলে কি না করিতেন!

ব্রাহ্মণেরা যে গ্রীকদিগের নিকট কিছুই শিখেন নাই এবং ব্রাহ্মণেরা যে পরকীয় ম্লেচ্ছ জাতির নিকট কোনো বিষয় শিখিতে বা ধার করিতে বা অন্যরূপে লইতে ঘৃণা

করিতেন, আধুনিক ইউরোপীয় লেখকেরা ইহা জানিয়াও জানিবেন না—তাঁহারা স্বকীয় মহাদ্বীপবাসীদের মায়ায় মুগ্ধ ও পক্ষপাতে অন্ধ!

ঋষিদিগের সহিত দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রীক জ্ঞানী অনিসিক্রাইটস্ যে সব কথোপকথন করিয়াছিলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছি। সেই অনিসিক্রাইটস স্বয়ং সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন, যে, উক্ত তপোধনেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, গ্রীস দেশেও কি দর্শন বিদ্যার এরূপ আলোচনা হইয়া থাকে? ইত্যাকার বহু প্রশ্ন ও উত্তরে অনিসিক্রাইটস্ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, যে, গ্রীস দেশের বিজ্ঞান দর্শনাদির সত্ত্বা বিষয়েও ব্রাহ্মণেরা নিতান্তই অনভিজ্ঞ ছিলেন। ইহাতেও কি স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, যে, ব্রাহ্মণেরা গ্রীকদের দ্বারা কস্মিন্ কালেও শিক্ষিত হয়েন নাই?

গ্রীকেরা ভারতবর্ষের স্থপতিবিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। ভারতের উত্তরাংশ মাত্র তাঁহারা সম্যক্ দর্শন করিয়াছিলেন, তথায় কোনো কালেই উত্তম মন্দিরাদি নাই। সুতরাং মধ্য আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে যে সব আশ্চর্য্য পুরীনির্ম্মাণ-কৌশল হইয়া গিয়াছে, তৎপরীক্ষার সুযোগ তাঁহারা না পাইয়া থাকিবেন।

তাঁহারা হিন্দু সঙ্গীতেরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁহারা কহেন, হিন্দুরা নৃত্য গীতের আমোদে অত্যন্ত উৎসাহী বটে, কিন্তু তাহাদের যৎসামান্য স্থূল বাদন-যন্ত্র ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের কিছুই নাই।—হায়! যে হিন্দুসঙ্গীত ও হিন্দুযন্ত্র অদ্যাপি ভূমণ্ডলের সর্ব্ব সভ্য সমাজেও শ্রেষ্ঠত্ব পদ রক্ষা করিতেছে, সেই সঙ্গীত ও যন্ত্রাদির স্বাদ গ্রীকেরা এইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন! অথবা হয় তো তাঁহারা সমর-যাত্রী ও বর-যাত্রী সঙ্গীত মাত্রই শুনিয়া থাকিবেন! অথবা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত ও ব্যবস্থা শাস্ত্র শীঘ্র বুঝিবার যো নাই, একারণেও তাঁহারা হিন্দু-সঙ্গীত-সুধায় বঞ্চিত থাকিতে পারেন!

অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে ইংরাজী ইতিহাসবেত্তা বলেন, যে, সে সব তখন যেরূপ ছিল, এখনও সেই অবস্থায় আছে। কিন্তু আমরা অনু-

মান করি, সেকালের অপেক্ষা একালে অনেক শিল্প কৌশলের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। মধ্যে যবন সাম্রাজ্য না হইলে তত্তাবৎ অটুট্ থাকিতে পারিত। মুসলমানদিগের আধিপত্য কারণে অনেকবিধ শিল্পের অবসান ও বহু নূতন প্রকারের অভ্যুত্থান যে হইয়াছে এবং ইংরাজ আমলে হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমাদের দেশজাত বিবিধ বর্ণের ঔৎকর্ষ ও উজ্জ্বলতা এবং অধিবাসীদের শিল্প সম্বন্ধীয় নিপুণতা—বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় কারু কার্য্যের অনুকরণ চাতুর্য্য প্রভৃতির ভূয়োভূয়ো প্রতিষ্ঠা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তখন তাম্র পাত্রের অধিক প্রচলন ছিল; এখনকার ন্যায় পীত্তল এত চলিত ছিল না। এ কথা যে সত্য, তাহা আমাদের দেব সেবার তৈজসেই বুঝা যায়।

বৎসরে দুই ফসল; এবং চিনি, তুলা, মসলা ও বিবিধ সৌগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি তখনও যেমন জন্মিত, এখনও সেইরূপ জন্মিতেছে। এবং আমাদের ক্ষেত্র সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দে বা খণ্ডে বিভক্ত হওয়া ও আলি বন্ধন জল সেচনাদি ব্যাপার পূর্ব্বে যেরূপ হইত, অদ্যাপিও তদ্বৎ হইতেছে। সুতরাং তত্তাবৎ সম্বন্ধে গ্রীক লেখকেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বলা অনাবশ্যক।

তাঁহারা লিখিয়াছেন, সাংগ্রামিক রথ সমরক্ষেত্রে অশ্ব দ্বারা, কিন্তু কুচের সময় বলদ বা কখনো উটের দ্বারা চালিত হইত। বড় বড় উৎসব ও সমারোহের সময়ে বৈভব চিহ্ন স্বরূপ হস্তী রথেরও ব্যবহার ছিল। আধুনিক কালে হস্তী রথের সদ্ভাব প্রায় শুনা যায় না। হস্তী ধরার কৌশল গ্রীকেরা যাহা লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রণালী হইতে তাহা কিছুমাত্র ভিন্ন নহে।

স্ত্রাবোর লিপিতে রাজবর্ত্ম ও ক্রোশ-চিহ্নের প্রস্তর সমূহের উল্লেখ দেখিয়া অনায়াসে অনুমিত হইতেছে, যে, আর্য্য রাজগণ পথ নির্ম্মাণাদি পূর্ত্ত কার্য্যে শাস্ত্রের উপদেশ যথোচিত রূপে কার্য্যতঃ পালন করিতেন।

হিন্দু মহোৎসব ও সমারোহের বর্ণনায় স্ত্রাবো এইরূপ লিখিয়াছেন;—"সুবর্ণ রজতাদি মণ্ডিত হস্তী, চারি অশ্ব যোজিত রথ এবং বলীবর্দ্ধ চালিত শকট সমূহ সমারোহের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। যথাস্থানে উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধ রূপে চলিতেছে। স্বর্ণ রোপ্য মণিমুক্তাদামে বিখচিত সিংহাসন, পদ্মাসন, সুখাসন, বৃহৎ বৃহৎ পাত্র ইত্যাদি বাহক স্কন্ধে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বিবিধ লোকের বিবিধ সজ্জা—মণি মুক্তা স্বর্ণ যোগে সুবিচিত্র ও সুদৃশ্য। বংশী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যের সহিত নানা বর্ণের নানা গঠনের মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ চলিত বৃক্ষোপরি বসিয়া মধুর আলাপ ও কলধ্বনি ছাড়িতেছে—ঐ সব বৃক্ষ বৃহৎ বৃহৎ গো-শকটোপরি বসাইয়া বহু বলদের সাহায্যে সঞ্চালিত হইতেছে।* আবার পিঞ্জরবদ্ধ পালিত সিংহ শার্দ্দূলাদি ভয়ানক পশু সকলও সহযাত্রী হইয়া নানা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভয়-রসের গাম্ভীর্য্যও উৎপাদন করিতেছে।"

এরিয়ান বলেন, পবিত্র উদ্বাহ

* অধুনা বঙ্গ দেশে তাহারই অনুকরণে বিবাহাদি উৎসবে কৃত্রিম বাগান ও বৃক্ষ লতা এবং কৃত্রিম পক্ষী সকল লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুস্থানে পূর্ব্ব প্রথার কিছুই আর দৃষ্ট হয় না।

কার্য্যে হিন্দু জাতীয় কন্যাকর্ত্তা বা বরকর্ত্তা কেহই পণ স্বরূপ কিছুই গ্রহণ করিত না। অন্যান্য লেখকেরাও এই বাক্যের পোষক, কেবল ম্যাগাস্থিনিস ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা অনুমান করি, উভয় পক্ষীয় বর্ণনাই সত্য। হিন্দু জাতি নানা বর্ণে বিভক্ত; হয় তো কোনো কোনো শ্রেণীতে পণ গ্রহণের প্রথা ছিল। অথবা প্রদেশ ভেদে আচার ভেদ ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, সে কালে অধিকাংশ ভদ্র লোকের কুলরীতি যে প্রথমোক্ত বর্ণনানুযায়ী নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ ছিল, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় মীমাংসিত হইতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্র কেন, বর্ত্তমান ভদ্র-প্রথাও তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

গ্রীকেরা আর্য্য রমণীর বিমল সতীত্ব রত্নের তত্ত্ব যে পাইয়াছিলেন এবং তাহা যে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ইহা ভারতীয় আর্য্য সন্তান মাত্রেরই সামান্য সন্তোষের ও সামান্য গৌরবের বিষয় নহে! কেননা, আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে গৌরববর্দ্ধক আর সমস্ত গুণ ও দর্প-

ব্যঞ্জক আর সমুদয় পদার্থই হয় বিনষ্ট, নয় খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, কেবল সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণীয়, সমাদরণীয় ও পূজনীয় সতীত্ব নিধি যে এত বিপদ বাত্যার মধ্যেও অটুট আছে, তাহা নিতান্তই পূর্ব্ব পুরুষদের ধর্ম্মমূলক সভ্যতা ও পূর্ব্ব মাতৃবর্গের অতুলিত পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফল সন্দেহ মাত্র নাই!—কিন্তু হায়! জন্মভূমির আধুনিক অবোধ সন্তানেরা পরদেশীয় বাহ্য সভ্যতায় ঘোর মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি যে প্রণালীতে স্ত্রী-শিক্ষা ও সংসার মধ্যে যে সমস্ত অস্বাভাবিক আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহাতে সেই অমূল্য নিধি যে পবিত্র প্রভায় রক্ষা পায়, এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না!—বাচালতাপ্রিয় বালকেরা এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে নবোদ্যোগের বিষ ফল ফলিতে আরম্ভ হইলেই তাঁহাদিগের মনস্তাপের ইয়ত্তা থাকিবে না! অতএব প্রার্থনা করি, তাঁহারা এখনও ক্ষান্ত হউন—অন্ততঃ আমাদের আপত্তিগুলি বুঝিবার সময় লউন!

হায়! গমনশীল নিরুপদ্রব ভুজঙ্গ আঘাত পাইলে যেমন ফণা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, আমাদের দশাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে—আমরা পূর্ব্বেতিহাস পথে যাইতেছিলাম, সতীত্বের ব্যাঘাতাশঙ্কা রূপ আঘাত পাইয়া মূল বর্ত্ম হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছি! যাহাহউক, এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাগমন করি।

সহগমন প্রথা তখনও ছিল, কিন্তু বিশিষ্টরূপে বলবতী নয়। জনক ও দ্রৌপদ রাজা যেমন ধনুর্ভঙ্গ ও লক্ষ্য ভেদ পণ করিয়াছিলেন, সেরূপ পণ বিশেষে কন্যাদান প্রথা গ্রীকদের আগমন সময়েও প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। তদ্‌যথা;—

"The practice of giving their daughters to the Victor in prescribed trials of force and skill, which give rise to several adventures in the Hindu heroic poems, is spoken of by Arrian as usual in common life."

পরিচারিকা দ্বারা রাজারা পরিবৃত থাকিতেন; এমন কি মৃগয়া কালেও তাহারা সঙ্গে যাইত। কিন্তু ইউরোপের ন্যায় স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না, অথচ যবন আধিপত্যের পরে

যত দূর অবরোধের অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাও নয়। আর্য্যেরা আপনাদের ভূপতির নিমিত্ত দেব দ্বারে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু পারসিক জাতির ন্যায় রাজ সমক্ষে অত নত-দেহ হইতেন না।

তৎকালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কিরূপ সজ্জা পরিধান করিতেন, ইহা জানিতে হিন্দু পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। এরিয়ান এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝায়, আমাদিগের প্রাচীন বাঙ্গালী ও ভারতবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ন্যায় আর্য্যেরা তখন দুই খানি মাত্র সূত্র বস্ত্র সচরাচর ব্যবহার করিতেন—অবশ্যই এক খানি পরিধেয় ধুতি এবং অপর খানি দোপাট্টা, দোছট বা চাদর। ইহাতে বোধ হইতে পারে, হিন্দুস্থানী জামা যোড়া পাগ প্রভৃতি যত পোষাক, তাহার সমুদায় না হউক, অধিকাংশ অবশ্যই পরের অনুকরণ এবং নব্য রুচির ফল! তবে যে তুলাভরা অঙ্গরাখা এবং বড় লোকের নিমিত্ত বহুমূল্য সুবেশ ছিল না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। গ্রীকদের নিজের লেখাই তাহার প্রমাণ; তাঁহারা বলেন, যদিও শ্বেত সূত্র-বস্ত্রই সচরাচর ব্যবহৃত হইত, কিন্তু নানা বর্ণের বিচিত্র বিচিত্র বসন এবং কুসুমাঙ্কিত ছিট্ বস্ত্রও প্রচুর দেখা যাইত! আবার স্ত্রাবো এক স্থলে লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা অন্যান্য বিষয়ে মিত-ব্যয়ী হইলেও শরীর সজ্জার বেশ, (বসন) ভূষা জন্য অপরিমিত ব্যয় করিত—তাহাদের দেহ জহরত ও সুবর্ণে বিলক্ষণ ভূষিত থাকিত। মণি মুক্তা তাহাদের সচরাচর ব্যবহারের বস্তু! বড় লোকে মস্তকোপরি ছত্র ধরাইয়া চলিত। কর্ণবলয় ও জরির পাদুকা সর্ব্বদা ব্যবহার করিত।"

লিখিত আছে, আর্য্যেরা নানা বর্ণ দ্বারা শ্মশ্রু রঞ্জিত করিতেন। এখনকার হিন্দুস্থানে বড় জোর কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণ মাখানো হয়, কিন্তু তখন নাকি সবুজ, নীল ও বেগুণে দাড়িও দৃষ্ট হইত!

আর্য্যদিগের ভোজনাদির শুদ্ধাচার বিষয়ে কিছুই বলিতে হইবে না—তাঁহারা ভিন্ন জাতীয়ের সহিত খাইতেন না, এজন্য গ্রীকেরা তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে অসামাজিক আখ্যা

দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তণ্ডুল-জনিত সুরা পান করিতেন, এমন উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আমরা অনুমান করি, তাহা সম্প্রদায় বিশেষেই দৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

এরিয়ানের বর্ণনা অনুবাদ দ্বারাই আমরা এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব। তিনি বলেন;—

"উত্তর ভারতের লোক গৌর এবং দক্ষিণ ভারতবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ—সামান্যতঃ কটা-চর্ম্মই অধিক। কিন্তু তাহারা (হিন্দুরা) দীর্ঘাকার, সুশ্রী, লঘুগতি এবং তৎপর। সাহসিকতা তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম; অন্যান্য এসিয়াটিক জাতি সমূহ হইতে তাহাদের রণ-নৈপুণ্য সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। তাহারা ধীর, মিতাচারী এবং প্রশান্ত। তাহারা উত্তম সৈনিক, উত্তম কৃষক। তাহারা সত্যশীলতা, সততা ও সরলতার ব্যবহার নিমিত্ত বিখ্যাত। তাহারা এত ন্যায়-পরায়ণ, যে, রাজ-দ্বারে অভিযোগার্থ প্রায় তাহাদের যাইতে হয় না। তাহারা এত বিশ্বাসী, যে, তাহাদের দ্বারে চাবি-বন্ধ বা একরার পত্র দ্বারা সম্মতি লিপিবদ্ধ করিতেও হয় না। সর্ব্বোপরি, ভারতের কোনো লোককে মিথ্যা কহিতে দেখা যায় নাই!"

এই প্রতিষ্ঠা পাঠে কোনো সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা বলেন, যে, "পরস্পরের বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, হিন্দুদিগের শাস্ত্র পাঠে তাহার সত্যতার প্রতি প্রবল সন্দেহ হয়।" কিন্তু কোন্ শাস্ত্রের কিরূপ লেখা পড়িয়া তাঁহার এই সন্দেহ জন্মিল, তাহা তিনি লিখেন নাই। এক জাতির প্রশংসা বিলোপ করিতে এরূপ যৎসামান্য প্রমাণ প্রয়োগ অথবা কোনো প্রমাণই উপস্থিত না করা কি ভদ্র লেখকের উচিত? যাঁহারা হিন্দুদিগের পূর্ব্ব শাস্ত্র সম্যগ্ রূপে আলোচনা করিয়াছেন, কৈ তাঁহারা তো কখনই এমন কথা বলেন নাই! আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠে বরং এরিয়ানের লেখাই সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং উক্ত ইতিহাস লেখক যে কুসংস্কারের বশে লিখিয়াছেন, আমাদের এমন বলিবার কি অধিকার নাই?

প্রাচীন আর্য্য জাতির সত্যশীলতা বিষয়েও ঐ লেখক ঐরূপ অকারণ সন্দেহ করিয়াছেন। এ বিষয়েও যে ঐরূপ কুসংস্কার মাত্র তাঁহার প্রবর্ত্তক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তিনি একটী কথা ঠিক বলিয়াছেন; তিনি বলেন "যে ভারতবাসীরা ম্যাসিডনিয়ান গ্রীকদিগের দৃষ্টিতে এত মহৎ ও সত্যপরায়ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহাদিগেরই বংশধরেরা এখন এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে, বৈদেশিক দর্শক তাহাদিগের অসত্যানুরাগ ও অভিযোগানুরাগ দেখিয়া অবাক হয়!"

হায়! স্বাধীনতা! এক তোমার অভাবেই সেই বীর্য্যবন্ত, ধর্ম্মবন্ত ও সত্যশীল আর্য্য বংশের এই অপার অধোগতি হইয়াছে!!

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত মেং বা স্কোয়ের সাহেব-বাবুদিগের প্রতি প্রশ্ন।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই কয়টী প্রশ্ন প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া বিদ্যা শিখিয়া বা পদ লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা স্বয়ং বা তাঁহাদের হইয়া অন্য কোনো মহাশয় এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিয়া আমাদিগকে বাধিত, তাঁহাদিগের আত্মীয়গণকে প্রবুদ্ধ এবং স্বদেশীয় জন সাধারণকে সন্তুষ্ট করিবেন! তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ এমন থাকেন, যিনি বা যাঁহারা নেটিবকে ও নেটিবের ম্যানার কষ্টমকে ঘৃণা না করেন, তবে তাঁহার বা তাঁহাদের উদ্দেশে এ প্রশ্ন নহে—এ কেবল নেটিব ঘৃণাকারী বিলাতের ফেরত Mr. বা Sqr. বাবুদিগের নবজাত ইংলিস স্পিরিটের উদ্দেশেই সমর্পিত!

প্রশ্ন।

১। আপনারা কি উদ্দেশে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন? সুদ্ধ কি আত্মোৎকর্ষ, না জন্ম-ভূমির কোনোরূপ নাম গন্ধ উপকার সম্বন্ধ তাহাতে মিশ্রিত আছে?

২। যদি শেষের কথা সত্য হয়, তবে সে উপকারের আকার প্রকার কি প্রকার?

৩। সে উপকার যে প্রকার হউক, আপনারা সচরাচর যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে কি তাহা সিদ্ধ হইতে পারে?

৪। যে দেশ এবং যে সমাজ আপনাদিগকে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও সুশিক্ষিত করিয়া অধিকতর উপকারের আশায় বিলাত পাঠাইয়া দিল, সেই

দেশ ও সেই সমাজ আপনাদের কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা, স্নেহ, মমতা প্রভৃতির পাত্র, না ঘৃণার পদার্থ হওয়া উচিত?

৫। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ জিজ্ঞাস্য আছে—তাঁহারা নিজে অল্পজ্ঞানী বা সামান্য পদ মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াও এবং সাধ্যাতীত ব্যয় ও বিয়োগ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাদিগকে যে অযুত ক্রোশান্তরে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কি আপনাদিগের নিতান্ত মঙ্গলাভিপ্রায়ে—আপনাদিগকে তাঁহাদের নিজের অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানী, মানী, ধনী ও পদস্থ দেখিবার আশয়ে নয়?

৬। যদি উহা সত্য হয়, তবে কি ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহাদের সেই পরম কারুণিক শুভ আকিঞ্চনের প্রতিশোধ দেওয়া উচিত? না, আন্তরিক ভক্তি, প্রেম, দয়া ও কৃতজ্ঞতা নামা মানসিক বৃত্তি সমূহ যেরূপ আচরণ করিতে বলে, অবিচলিত চিত্তে তাহা করাই শ্রেয়?

৭। মনে করুন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়—মনে করুন, বিলাতে গিয়া যাহা দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহার তুলনায় এদেশে সমস্ত বিষয়ই নিকৃষ্ট—মনে করুন, এদেশের লোক অতি জঘন্য, অতি অসভ্য, অতি অনাচারী, অতি মিথ্যাবাদী, অতি মন্দ—অতি মন্দেরও মন্দ—তার বাড়াও মন্দ—এত মন্দ, যত মন্দ মনুষ্যে হইতে পারে—মনে করুন, আহা! ইংরাজ সমাজে খাইতে শুইতে বসিতে দাঁড়াইতে চলিতে বলিতে দেখিতে শুনিতে ব্যবহার করিতে কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি চমৎকার! কি চমৎকার! মনে করুন, আপনাদের জন্মভূমিস্থ অসভ্য সমাজে সে সব বিষয় অতি কুৎসিত, সব বিপরীত; কিন্তু তাহা বলিয়া কি এ সমাজ ত্যাগ করিয়া সে সমাজে ভর্ত্তি হইতে প্রয়াস পাওয়া আপনাদের উচিত? স্বদেশীয় লোকের হীন দশা দেখিয়া কি হৃদয় পরিতপ্ত হয় না? এ অবস্থায় শিক্ষিত মানবের সুমার্জ্জিত হৃদয়ে দয়া ও করুণা হওয়া উচিত, কি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক স্বাভাবিক? যখন এখানকার বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন কি মনে হইত? তখন কি এমন সংকল্প মনোমধ্যে উদিত হইত না, যে, "আমি উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখিয়া উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতা জ্ঞাতি বন্ধুকে সুখী করিব—জন্ম ভূমির অবস্থা উন্নত করিব—স্বদেশ হিতৈষিতায় জীবন সমর্পণ করিব?" এখন কি বাহ্য সভ্যতার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সে শুভ সংকল্প ভুলিয়া গেলেন? তোমাদের নিকট তোমাদের নিজের ও অপরের (আঃ! দেশ সুদ্ধ তাবতের) এত যে আশা ভরসা ছিল, দুদিন বিলাত গিয়া কি সব জলাঞ্জলি দিলে? স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি তোমাদের পৈতৃক সমাজ মন্দ হয়, তাহাকে ভাল করিয়া লওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য নয়? ভাল করিতে গেলে আপনাদের কি বাহিরে থাকা যুক্তিসিদ্ধ? বাহিরের লোকের কথায় কি ঘরের দোষ কেহ সংশোধন করে? না সে কথা কেউ কাণে লয়?

৮। যদি বলেন, সংশোধন করিয়া লইতে বহু কাল-সাপেক্ষ—তত দিন যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তদুত্তরে প্রশ্ন;—কিরূপ যন্ত্রণা? কেবল শিক্ষাজনিত নব সংস্কারমূলক অসুবিধা বই আর কি যন্ত্রণা? যদি আপনারা বিলাত না যাইতেন, তবে কি সে সকলকে যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইত? সুতরাং নূতন শিক্ষা দ্বারা যাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাতে লিপ্ত থাকা বই আর কি যন্ত্রণা? কিন্তু কৌশল জানিলে পূর্ব্ব বন্ধু বান্ধব ও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীকে, অর্থাৎ স্বদেশের সমাজকে স্নেহ দয়ার সহিত সন্তুষ্ট রাখিয়া এবং তাহাদের মনে ব্যথা না দিয়াও কি আপনারা সেই নিকৃষ্টতার হাতে মুক্ত থাকিতে পারেন না? স্বকীয় নবরুচি ক্ষুণ্ন হইবে না—শিক্ষাজনিত অসুবিধা ঘটিবে না, অথচ স্বদেশের হৃদয়ের সহিত আপনাদের হৃদয় মিলিবে এবং স্বদেশীয় অল্পজ্ঞানী ভ্রাতারা আপনাদের উচ্চতর জ্ঞানের আনুকূল্য পাইবে—তদ্দ্বারা জন্মভূমির অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, এমন কি হয় না? ইহা কি এতই দুঃসাধ্য? ইহার পথ-প্রদর্শক কি কেহ হয়েন নাই? কোনো প্রত্যাগত ভ্রাতা কি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন না? সেই ব্যবহার জন্য তিনি কি সকলের প্রেমাস্পদ, মানাস্পদ ও উচ্চ পদারূঢ় হইয়া স্বয়ং মহাসুখী এবং যাঁহাদের ঔরসে জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের সহিত আজন্ম মানুষ হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের চিরস্নেহ ও চির-আশার ধনরূপে আপনাকে জানিয়া আসিতেছেন, সেই সব আপনার জনকেও কি পরম সুখে সুখী করিতেছেন না?

৯। যদি তেমন কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকে কি আপনাদের সকলেরই আদর্শ-ছাঁচ করা উচিত নয়? এবং তেমন যদি কেহ না থাকেন, তবে আপনাদের সকলেরই কি তেমন হওয়া অপরিহার্য্যরূপে অবশ্য-কর্ত্তব্য নয়?

১০। তেমন না হইতে পারিলে তবে আপনারা কি কোনো মানব জাতি মধ্যে গণ্য হইতে পারেন? যে সাহেবদের অনুকরণ করেন, তাঁহারা কি আপনাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রস্তুত আ-

ছেন? একবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে সাহেব সমাজে সাহেব হইতে যাউন দেখি—কেমন না প্রেকমারা স্থূল বুটের আগা, মাঝা, গোড়ালির ঘা খাইয়া কালি চূণ মাখিয়া (ঝোঁঝানি) রক্ত মুছিতে মুছিতে দুই চক্ষে শত ধারা ফেলিতে ফেলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়? সে দিন গড়ের মাঠে করিন্থিয়ান থিয়েটরে জন দুই মেং বাবু বা স্কোয়ের বাবু টাকা দিয়া সিট্ কিনিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন—কি দশা হইয়াছে, জানেন তো? পদাঘাতের চোটে গড়ের মাঠ হইতে গড়াইতে গড়াইতে বাঙালীপাড়ার নোংরা নর্দ্দমায় আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতে কি হয় নাই? অতএব যদি ইংরাজ হইতে না পারিলেন তবে আর কি হইবেন? য়ীহুদী, চিনেম্যান বা মুসলমান কিছু হইবেন না! সেও তো এসিয়াটিক—সেও তো এক প্রকার নেটিভ! তবে আর ছাই কি হইবেন? মানব জাতির কোনো শ্রেণীভুক্ত না থাকা অপেক্ষা কি কালা-বাঙালী হওয়া—গরিব নেটিভ হওয়া ভাল নয়? তবু বাপ দাদার জা'ত্ বলিয়াও কি মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন না? আমরা এত কথা বলিতাম না, কিন্তু ঐরূপ বিলাতের ফেরত কোনো সাহেববাবু (শুনিতে পাই) স্পষ্টই স্বজাতির প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক বাহাদুরি করিয়া বেড়ান!—হায় তাঁদের দশা কি হইবে? তাঁহারা না হিন্দু, না মুসলমান, না সাহেব—না হোমের না যজ্ঞের!—তাঁদের সম্বন্ধে আরো প্রশ্ন আছে, উত্তর পাইলে হয়তো বাহির করিব।

রায়জী মহাশয়।

(৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

যদিও কন্যাকর্ত্তা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যে, পুরোহিত ও নাপিত ব্যতীত আর কেহই না আইসে, তথাপি রায়জীর সমবয়স্ক বান্ধব মণ্ডলী যাইবার জন্য মহা উৎসুক হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তো সে চামারের বাটী আহার করিব না, তবে তাহার নিষেধ বিধিতে কি আইসে যায়? আমরা বাটী হইতে বা পথে আহার করিয়া যাইব, সেখানে কেবল তামাক আর শয়নের স্থান মাত্র চাই, তাহাতেও কি চণ্ডাল কাতর হইবে?" গ্রামস্থ ভদ্রলোক শুনিয়া বলিলেন "এমন কি হইতে পারে? দু ছিলিম তামাক আর শয়নের স্থান কি আর দিবে না? বিশেষতঃ সে দিউক বা না দিউক, তবু তোমাদের যাওয়া উচিত; কেননা এত টাকা সঙ্গে, সুদ্ধ বৃদ্ধ পুরোহিত ও খোঁড়া নাপিত লইয়া ভিন্ন গ্রামে যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ নহে—তায় কন্যাকর্ত্তা যে রূপ অর্থপিশাচ, অনায়াসে বিবাহ না দিয়া টাকা কাড়িয়া লইতে পারে!"

এই পরামর্শ ধার্য্য হওয়াতে কুড়িপঁচিশ জন ভদ্র যুবা যথা সময়ে বর সাজাইয়া, আপনারাও কঠিন কাষ্ঠের যষ্টি হস্তে সজ্জিত হইয়া এবং দুই তিন জন পাইক সঙ্গে লইয়া শুভ যাত্রা করিলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন বাটীতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলেন।

কিন্তু বর পাল্‌কীতে উঠিয়া বাটীর বাহির হইতে না হইতে মাতঙ্গিনীর চক্ষে জল ধারা বহিতে লাগিল; এমন শুভ কাজে অশ্রু বর্ষণ নিতান্ত অবৈধ জানিয়াও তিনি থাকিতে পারিলেন না—সুন্দরী সেই মোহিনী মূর্ত্তিতে যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন!

বরও পাল্কীর মধ্যে যেন মূমুর্ষুবৎ স্তম্ভিত ভাবেই চলিলেন—যে সুন্দরীর রূপ গুণের স্মৃতি তাঁহার সহোদরার চিত্তকে এত দূর মুগ্ধ করিল, তাহা যে সহস্র গুণ অধিক জ্যোতিতে তাঁহার কল্পনা মুকুরে প্রতিভাত হইবে, তাহাও কি বলিবার অপেক্ষা আছে? এ সংসারে সুন্দরী একটী রমণী রত্নই জন্মিয়াছিল—যে কেহ সে রত্নের সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ মাত্রেরও ভাগী হইতে পারিয়াছিল, তাহার কি আর ইহজন্মে কখনই সে রত্নকে ভুলিবার যো ছিল? এমন স্থলে আ'জ্ রায়জীর হৃদয়ভাব কি রূপ হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ পাঠক অনুধ্যান করিয়া দেখুন! আবার সেই সঙ্গে দয়ার সাগর বাবুর কথা মনে পড়িয়া বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল!—হায়! সপত্নীক ভূস্বামী বাবুর অসাধারণ দয়া সৌজন্য গুণে এবং সুন্দরীর অকৃত্রিম পবিত্র প্রেম প্রভাবে রায়জীর প্রথম বিবাহ ব্যাপার কি অনুপম সুখের কাণ্ডই হইয়াছিল! হায়, তত্তলনায় এই দ্বিতীয় বিবাহ যাত্রা যেন শবদাহার্থ গমনের ন্যায় বোধ হইতেছে! কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মানব সংসার দুরাশার মায়ায় এমনি মুগ্ধ, যে, পুরাতনকে ভুলিয়া সুখের নূতন

পন্থা পাইবার লালসায় সকলেই ব্যস্ত—কেহ ব্যস্ত না হইলেও আত্মীয় লোকে তাহাকে ব্যস্ত না করিয়া ছাড়ে না!

পাঁঠী-বেচা ব্রাহ্মণদিগের বাড়ীতে কন্যার শুভোদ্বাহ বা শুভ-বিক্রয় কাজে যেরূপ সমারোহ, উদ্যোগ, অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা কাহারো অগোচর নাই; সুতরাং সে বর্ণনার হাতে আমরা ত্রাণ পাইতে পারি! বর উপস্থিত মাত্র অন্তঃপুর হইতে একটা শঙ্খের শব্দ হওয়া সাধারণ রীতি—তাহাও হইল না! কর্ত্তা বকুল পাতার নলে তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আইলেন; বাহিরে একখানি চালাও নাই—সুতরাং নাপিতেরা বরকে একবারে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। বর যে বসিবেন, এমন শয্যা মাত্রই দৃষ্ট হইল না! নাপিত (সেই গ্রামের নাপিত) ঘরে হইতে মাদুর টাদুর কিছু আনিয়া যে বসিতে দিবে, তাহারও যো নাই; কেননা ঘরের দ্বার বন্ধ—ভিতরে খিল দেওয়া! ফলতঃ সে বাটীতে সম্বৎসরের মধ্যে যে কোনো বিবাহ ঘটিবে, এমন কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। অতএব বরের নাপিত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এই বাড়ী কি? ব্যায়রারা ভুলে আনিনি তো?" এমন সময় ঘটক ঠাকুর আসিয়া বলিলেন "এই বাড়ী বৈ কি, এই যে বাবা, বসো না।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি চালের বাতা হইতে একটা গুণ লইয়া সযত্নে হাতিনায় পাতিয়া দিয়া বরকে এক প্রকার বল পূর্ব্বক বসাইলেন—কেননা, বর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বসিতে সম্মত ছিলেন না!

এদিগে বাহির বাটীতে তুমুল কাণ্ড; এত বরযাত্রী দেখিয়া কর্ত্তা একবারে খাণ্ডবদাহনের অগ্নি পরিমাণে জ্বলিয়া উঠিলেন! "এসব কি? এসব কি? ভদ্রলোকের কথার ঠিক নেই, আমি এমন পাত্রে কক্ষণো মেয়ে দেবনা!" ইত্যাকারের অভ্যর্থনা ও মিষ্ট সম্ভাষণাদি শুনিয়া বরযাত্রীগণও মুখ ধরিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, যে, "তোমার বাটীতে আমাদের আহার থাকুক, প্র—বও করিতে আসি নাই—তুমি বায়না লইয়াছ, বাকী টাকা লও, লইয়া বাপের সুপুত্র হইয়া কন্যাদান কর, আমরা দেখিয়া চলিয়া যাই!" তখন কন্যা-

কর্ত্তা সে ব্যাপারে একটু প্রবুদ্ধ হইয়া টাকা বাড়াইবার জন্য নূতন ছল কৌশল আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "কথা দেওয়া গিছলো বটে, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণীকে বরের বয়সের কথা আগে বলা হয় নি; সে এখন কার মুখে কি শুনেছে; শুনে মেয়ে নিয়ে ঘরে দোর দে আছে—উজ্জুগ সুজ্জুগ কিছুই হয়নি, কাজেই আ'জ্ আর কিরূপে হয়?"

রায়জীর পরম বন্ধু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামা একজন যোত্রাপন্ন ব্রাহ্মণকুমার বরযাত্রীদের সঙ্গে অথবা মুখপাত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি খানি মধ্যম পাণ্ডবের কাছাকাছি—প্রকৃতিও অধিক ভিন্ন নয়! তাঁহার নয়ন ভঙ্গী দেখিলে জমীদারের তৈনিতিরাও ভয় পাইত। তিনি পাইকদের খেলাতেও মজবুত। তাঁহার গায় তুলা ভরা জামা, পায় সেফায়ে নাগরা, হাতে এক গাছি তদুপযুক্ত হেঁতালের লাঠি! তিনি অগ্রসর হইয়া কুলালচক্রবৎ চক্ষু দুটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং সময়োচিত হাব ভাব ভঙ্গীর সহিত যষ্টি গাছি সুপ্রদর্শন করিতে করিতে এই কয়টী কথা বলিলেন, "শোনো হরিবোল খুড়ো! না, হরির খুড়ো! তোমায় এক কথায় ব'লে দিচ্ছি, যদি সমানে ভদ্র লোকের মত মেয়ের বে দেও তো ভালই, নইলে এই লাঠিতে (মাথার উপর তুলিয়া রীতিমত প্রদর্শন) তোমার মাথা, তোমার ব্রাহ্মণীর মাজা আর সেই ঘটক বাম্নের ঠ্যাং ভাংবোই ভাংবো!" যেমন বলা, অম্নি সজোরে লাঠি গাছটী নিকটস্থ লাউয়ের মাচার উপর পড়া!—যেমন পড়া, অম্নি হুড় মুড় রবে নূতন ফলন্ত (ফল ফুল সুদ্ধ) লাউগাছ সহিত মাচাটী ভাঙ্গিয়া পড়া!

ব্রাহ্মণ এম্নি একটী চীৎকার করিয়া উঠিল, যেন সত্য সত্য তাহারই মস্তক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সেই চীৎকারে অন্তঃপুরের গৃহদ্বার খুলিয়া দ্বিগুণ চীৎকারের সহিত ব্রাহ্মণীও ছুটিয়া আসিয়া একবারে বাহির বাটীতে উপস্থিত এবং বর, নাপিত, প্রতিবাসী দুই চারি জন পুরুষও সবিস্ময়ে সমাগত।

এই গোল মিটাইতে, প্রতিবাসীদের বুঝাইতে, স্ত্রী পুরুষে অগত্যা সম্মত হইতে এবং একটী একটী করিয়া টাকা পরকিয়া গণিয়া ল-

ইতে কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। অবশেষে শুভ সম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতিবাসীরা সমাপ্তি পর্য্যন্তও রহিল না—কন্যাকর্ত্তার অভ্যর্থনার এত গুণ! স্ত্রীআচার চমৎকার হইল—ব্রাহ্মণী একাই সব! যাহা হউক হইয়া গেল! বরক'নে বাসরঘরে শয়ন করিল—রায়জী দেখিয়া শুনিয়া মনের ঘৃণা ও লজ্জা বশতঃ বাহিরে আর আইলেন না—প্রিয় বন্ধুগণ কোথায় থাকিবেন, এত রাত্রে বাটী যাইবেন কি না, কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিলেন না—দুঃখাবেগে নিতান্ত ম্রিয়মাণ ভাবে বাসরঘরেই পড়িয়া রহিলেন!

আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, যেই মাত্র বরক'নে স্ত্রীআচারে গেল, কন্যাকর্ত্তা অমনি কতকগুলি মুড়ি এবং কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় আনিয়া বেহারাদিগকে দিয়া বলিল "যাও বাবা, আ'জ্ তোমরা বাড়ী যাও, কা'ল্ সকালে এসে বরক'নে নিয়ে যেয়ো—দেখ্ছো তো আমার স্থান নেই, শোবে কোথা?" তাহারা পেট ভরিয়া খাইবার জন্য গোল করিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তার মুখে বারম্বার রুক্ষ জবাব পাইয়া আর কি করে—কাজেই তাহাদিগকে কুটুম্ব সাক্ষাতের বাড়ী অথবা দোকানে যাইয়া আহার অবস্থানের চেষ্টা পাইতে হইল—যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে খোরাকী পয়সা দিয়া মিষ্ট কথায় বিদায় করিলেন।

বেহারা বিদায় হইলে ভদ্র বরযাত্রীগণকে বিদায় করিবার জন্যও হরিবোল ঠাকুর বার বার বলিতে লাগিলেন "আর কেন? বিয়ে তো হয়ে গেল, আর তোমরা কষ্ট পাও কেন?" কিন্তু তাঁহারা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিলেন, "বাসরঘরে বরক'নে না গেলে আমরা যাব না।" এই উত্তর পাইয়া ব্রাহ্মণ অতি সত্বরেই সকল অঙ্গ সম্পন্ন করিয়া বরক'নেকে বাসরঘরে পাঠাইলেন। বরযাত্রীরা আর কোনো ছুতা না পাইয়া এবং রায়জীর অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কাজে কাজেই প্রস্থান করিতে বাধিত হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা কোন্ বৈকালে কিছু কিছু খাইয়া আসিয়াছেন, তাহার পর এত পথ চলা, এত বকা ঝকা, এত উদ্বেগে এত রাত্রি পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকা, ইহাতে অরুচি-রোগাক্রান্ত উদরেরও ক্ষুধা হয়, তাঁহাদের যৌবনকালের সুস্থ বলিষ্ঠ দেহের জঠরানল যে অসহনীয়রূপে উদ্দীপ্ত হইবে, ইহা কি বড় কথা? অতএব বাটীর বাহির হইয়া যজ্ঞেশ্বর ঘোর হাস্যের সহিত বলিলেন, "তা তো সব হলো, এখন পেটের জ্বালা যায় কিসে? ব'ল্তে কি ভাই, আমি তো আর দাঁড়াতে পারিনে!" সকলেই যে এ কথার পোষক হইলেন, বলা বাহুল্য!

হাস্য পরিহাসে উপায় ভাবিতে ভাবিতে কথায় কথায় যাইতেছেন, কিয়দ্দূর গিয়াই একখানি চণ্ডীমণ্ডপ এবং তাহার সম্মুখে বৃহৎ দাঁড়ঘরা দেখিয়া একজন প্রস্তাব করিলেন, "ভাই! এই তো দিব্য গোছাল গৃহস্থের বাড়ী দেখ্ছি, এস এখানেই আমরা ডাকাত্ পড়ি—এরাত্রে আর কোথায়ই বা যাই?"

প্রস্তাবটী তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববাদীসম্মত গ্রাহ্য হইল। সকলেই বাটীর দ্বারে গিয়া করাঘাত ও ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। বাটীর কর্ত্তা তখনও নিদ্রিত হয়েন নাই, তিনি ঘর হইতে "কে? কি বৃত্তান্ত?" জিজ্ঞাসিয়া যখন মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলেন, তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্বার মোচন পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া যথাবিহিত ভদ্রোচিত স্বাগত সম্ভাষণের সহিত ভৃত্য ডাকিয়া পদপ্রক্ষালণের জল আনাইয়া দিলেন। বরযাত্রীরা পরম পরিতুষ্ট অন্তঃকরণে পরিচয় লইয়া যখন জানিতে পারিলেন, তিনি কায়স্থ, তখন প্রত্যেকেই শত মুখে সাধুবাদ পূর্ব্বক বলিলেন "না হবে কেন, কায়স্থ নইলে ভদ্রতা আর অতিথি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা আর কে জান্বে?"

(ক্রমশঃ)

অমরনাথ তীর্থ।

অমরনাথ হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ ও প্রধান তীর্থ। কাশ্মীরের পূর্ব্ব প্রান্তে চিরনীহার মণ্ডলস্থ বিজনপ্রদেশের গুহাভ্যন্তরে মহাদেবের স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গ আছে। প্রতি বৎসর কেবলমাত্র ভাদ্র মাসের রাখী পৌর্ণমাসী দিবসে ইহার দর্শন হইয়া থাকে। এই স্থান যেরূপ তুষারমণ্ডিত, নিভৃত, জীবশূন্য ও উদ্ভিজবর্জ্জিত ভীষণ, তাহাতে অপর কোনো দিবসে এস্থলে একাকী গমন ক-

রিতে গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের সাহস বা সাধ্য হয় না। একারণ উক্ত দিবসে সহস্র সহস্র যাত্রী সমবেত হইয়া দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু কোনো কোনো নির্ভীক উদাসীন এস্থলে উপর্য্যুপরি দুই তিন মাস বা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে। হিন্দুস্থানের সমুদায় অংশ হইতে দর্শনাভিলাষী লোক সমাগত হয় এবং প্রতি বৎসর স্ত্রী ও পুরুষে দ্বিসহস্রাধিক যাত্রী হইয়া থাকে। রাখী পূর্ণিমার পোনর দিবস পূর্ব্বে সকলকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কাশ্মীরাধীপতির "ঝাণ্ডী" বা "ছটী" অর্থাৎ পতাকা শ্রীনগরের সন্নিকটবর্ত্তী রামবাগ নামক উপবনে উড্ডীন হয় এবং আট দিবস থাকিতে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। সন্ন্যাসী-প্রভৃতি দুঃখী যাত্রীদিগকে মহারাজা পাথেয় খরচ দিয়া থাকেন।

অনন্তনাগে পতাকা পৌঁছিলে যাত্রীদিগের যে যেখানে থাকে, সকলে আসিয়া একত্র হয় এবং পথে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না বলিয়া এখান হইতে সকলেই স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয়। পরে পতাকা সর্ব্বাগ্রে উড্ডীন হইয়া নীত হইতে থাকে এবং যাত্রীগণ উহার অনুসরণ করে। অনন্তনাগ হইতে অমরনাথ ২৮ ক্রোশ এবং পাঁচ আড্ডা। পথ যেরূপ দুর্গম ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহা বলিবার শব্দ নাই। ইহা যেমন কঠিন, তেমনি সমূহ বিপদজনক। কারণ কোনো কোনো স্থান এমন ভয়ঙ্কর যে, পদশব্দ বা বাক্যোচ্চারণে পর্ব্বতশিখরাগ্রস্থিত পতনোন্মুখ হিমশিলা ও শিলাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া শব্দকারিদিগের মস্তকোপরি পতিত হয় এবং উহাদিগকে একবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে। বৃষ্টির তো কথাই নাই। আবার মধ্যে মধ্যে ভয়ানক নীহারপাতও হইয়া থাকে। এই সমুদয় কারণ বশতঃ প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে এবং অনেকেই পথ হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হয়।

অমরনাথের এক ক্রোশ থাকিতে পঞ্চতরণী নামে একটী নির্ঝরিণী পার হইতে হয়। ইহার পাঁচ শাখা। একারণ ইহাকে পঞ্চতরণী কহে। যাত্রীগণ ইহার জলে স্নান পূর্ব্বক বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করে। অনন্তর সকলে ভূর্জ্জপত্রের কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক (কেহ কেহ উলঙ্গাবস্থাতেও) মহাদেবের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গুহার পুরোবর্ত্তী হইতে থাকে।

এই কন্দর অতি বৃহৎ। প্রবেশদ্বার ৫০ ফিট প্রশস্ত। ইহাতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ন্যূনাধিক ৭৫ ফিট সরলভাবে গমন করিতে হয়। পরে দক্ষিণভাগে ঈষৎ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায় ১২৫ ফিট যাইতে হয়। ইহা ১০ হইতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। গুহাভ্যন্তর অতিশয় শীতল এবং ছাদ হইতে সর্ব্বত্র অনবরত জলবিন্দু নিপতিত হইতেছে। এইস্থলে মহাদেবের স্ফটিক সদৃশ হিমানীর লিঙ্গ আছে। ইহা যে কাহারো দ্বারা স্থাপিত নহে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যে সমুদায় মহাত্মারা এই স্থলে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি, যে প্রত্যেক পৌর্ণমাসীতে এই লিঙ্গ পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট থাকে। পরে প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া হ্রাস হইয়া অমাবস্যাতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়। অনন্তর প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমা দিবসে পুনরায় ষোলকলা পূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে শশধরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শশিভূষণের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। এই লিঙ্গ ব্যতীত একটী পাষাণ নির্ম্মিত শঙ্করবাহন আছে এবং কতিপয় দেবদেবীর ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিও ইতস্তত দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্ব্বাচীনেরা কহিয়া থাকে, যে, অমরনাথ (লিঙ্গ ব্যতীত) কপোতরূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অলীক। পাণ্ডা (পুরোহিত) গণ পূর্ব্ব হইতে কতিপয় কপোত বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া যায়। পরে গুহার সমীপবর্ত্তী হইয়া উহাদিগকে উড্ডীন করিয়া দেয়। যাত্রীগণ মহাদেবকে দর্শন ও পূজা করিয়াই প্রত্যাগমন করে। এস্থলে কেহ রাত্রিযাপন করে না। একদা মহারাজা গোলাপ সিংহ রাত্রিবাস করিয়াছিলেন এবং কিম্বদন্তী আছে, যে মহেশ্বর সর্পাকারে দর্শন দিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে যাত্রীরা অপর পথ অবলম্বন করে এবং তৃতীয় আড্ডা বন্ধনবাড়ী নামক স্থানে আসিয়া পূর্ব্ব পথের সহিত মিলিত হয়।

শাল প্রভৃতি ঊর্ণাবস্ত্র।

অনেকে কহিয়া থাকেন, যে, ইং ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে পর বাদশাহেরা ইয়ার্কন্দ প্রভৃতি উত্তর ভাগস্থ জনপদ হইতে তন্তুবায় আনাইয়া এখানে শাল প্রস্তুত করিবার শিল্প-কৌশল প্রথম প্রচার করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, যে, মোগল সম্রাটদিগের অধিকার কালের ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সন ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে জানালবউদ্দীন নামে এক জন অতি প্রতাপান্বিত অধিপতি ছি-

লেন। তিনি শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধন করেন। তিনিই সর্ব্বাদৌ তুরকীস্থান হইতে তন্তুবায় প্রভৃতি আনাইয়া আপন প্রজাদিগকে শাল প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা দেন। প্রত্যুত, যে কোনো সময়ে শাল প্রথম প্রস্তুত হউক না কেন, মোগল সম্রাটদিগের শাসন কালে ইহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এমত আর কোনো সময়ে হয় নাই, এবং বোধ হয়, আর কোনো সময়ে হইবেও না। তৎকালে ১৬০০০ তন্তু চলিত এবং প্রায় সমুদায় কাশ্মীরী এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু এক্ষণে কেবল ২০০০ তন্তু আছে এবং শালবাফ * ও শাক্‌রেৎদিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র হইবে। সকলেই অবগত আছেন, পূর্ব্বে যেরূপ কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর সে প্রকার শাল বা স্বালোয়ান চক্ষে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, অমৃতসরে প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং ক্রেতাদিগের রুচি ও উৎসাহ হ্রাস হইতেছে। অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে যে সমুদায় শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, যদিও তাহা কাশ্মীরী শালের তুলনায় সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট, তথাপি উহাদের মূল্য স্বল্প বলিয়া সকলেই তত্তাবতকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। অপর, ইউরোপের সমুদায় স্থানাপেক্ষা ফরাশী দেশে কাশ্মীরী শাল অধিক বিক্রয় হইয়া আসিতেছিল। উহাদের প্রত্যেকের মূল্য অধিক নহে এবং প্রায় সমুদায়ই এক্কোয়ার অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং ইউরোপীয়দিগের ব্যবহার্য্য। তথাপি প্রতি বৎসর বিস্তর টাকার রফ্‌তানি হইত বলিয়া শালবাফ্‌ কর্ম্মের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফরাশী যুদ্ধের প্রারম্ভাবধি সেই প্রয়োজন হ্রাস হওয়াতে শালের বাজারও একবারে নত হইয়াছে। মহারাজা ইহার উন্নতি সাধন করিবার জন্য নিজ কোষের হানি করিয়াও ইহার কর অনেক কম করিয়াছেন। অপরন্তু কেবল তিনিই মধ্যে মধ্যে অধিক

* শালের তন্তুবায়দিগকে শালবাফ কহে এবং তাহাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মকারীদিগকে শাক্‌রেৎ কহিয়া থাকে।

মূল্যের শাল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ডিউক্‌ অব্‌ এডিন্‌বরা এতদ্দেশে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য যে শাল প্রস্তুত করান, তাহাতে তাঁহার ২০,০০০ টাকা চিলকি অর্থাৎ ১৫৬২০ টাকা ব্যয় হয়। নচেৎ, ক্রেতাভাবে এক্ষণে অধিক মূল্যের শাল প্রস্তুত হয় না। সচরাচর যে জামেয়ার বা রুমাল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মূল্য ৫০০ হইতে ৩০০০ পর্য্যন্ত এবং শাল পচন্দী জোড়া ২০০০ হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত। আলোয়ানের গজ সাধারণতঃ দ্বাদশ মুদ্রার অধিক নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, কাশ্মীরের ছাগলের লোমে শাল হয়; ফলতঃ তাহা সত্য নহে। এখানকার ছাগলের লোমে লুই প্রভৃতি সামান্য ঊর্ণাবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে লোমে শাল হয়, উহা উত্তর ভাগস্থ লদাখ, চিরবক, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে আইসে। তত্রত্য শাল-ছাগ আকারে বৃহৎ নহে এবং উহার সমুদয় গাত্রলোমে পশ্‌মিনা * হয় না। যে পশম অর্থাৎ লোম ঠিক চর্ম্মের উপরি ভাগে থাকে, এবং যাহা কেবল অতি সূক্ষ্ম, তাহা হইতেই পশ্‌মিনা উৎপন্ন হয়। দেশ ভেদে ও জলবায়ুর তারতম্যানুসারে পশ্‌মিনা ছাগের পশমের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কারণ, যে সমুদয় তিব্বতীয় বা অপর স্থানীয় ছাগ এখানকার উপত্যকার বা পর্ব্বতে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহাদের পশম তত উৎকৃষ্ট হয় না। এই পশম দ্বিপ্রকার;—প্রথম শ্বেত; দ্বিতীয় শ্বেত-মিশ্রিত ধূসর বর্ণ। শ্বেত পশম অধিক আদরণীয় এবং মূল্যবান। শেষোক্ত বর্ণকে খোদ্‌রঙ্গি অর্থাৎ নিজরঙ্গ-বিশিষ্ট কহে। এই পশমে যে পশ্‌মিনা প্রস্তুত হয়, তাহাতে অপর কোনো রঙ্গ প্রয়োগ করে না এবং অন্যান্য রঙ্গও কোনোকালে অপনীত হয় না।

পশম কর্ত্তন করা দৃঢ়কায় পুরুষদিগের কঠিন হস্তের কর্ম্ম নহে। এ কারণ ইহা কোমলাঙ্গিনীদিগের কোমল করে কর্ত্তিত হইয়াথাকে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বালিকাদিগের পুষ্পসম সুকুমার করে ইহা যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে,

* শাল, জোড়া, জামেয়ার, রুমাল, গলাবন্ধ, আলোয়ান প্রভৃতি যে সমুদয় সূক্ষ্ম দ্রব্য পশম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগের সাধারণ নাম পশ্‌মিনা; লুই প্রভৃতি সামান্য ঊর্ণাবস্ত্র ইহার অন্তর্গত নহে।

বয়স্থা কামিনীগণের অপেক্ষাকৃত কঠিন হস্তে সেরূপ হয়না। এজন্য বালিকাদিগকেই অধিক পশম কাটিতে দেখা যায়।

শালবাফী কর্ম্মে আদর্শ উদ্ভাবক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাকে নকাশ্ কহে। কাশ্মীরে এপ্রকার লোক অতি অল্প। ক্রেতাদিগের অভিরুচ্যনুসারে নূতন নূতন আদর্শ উদ্ভাবন করা নকাশের কর্ম্ম। নকাশ্ আদর্শ কাগজে অঙ্কিত করে, পরে যথাস্থলে উপযোগী রঙ্গ সন্নিবেশ করিয়া থাকে। এইরূপে আদর্শ প্রস্তুত ও ক্রেতার মনোনীত হইলে গণকের কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য। কারণ, গণককে প্রত্যেক রঙ্গের কত তন্তু আবশ্যক, কোন্ বর্ণের তন্তুর পরে অপর কোন্ বর্ণের কত তন্তু চাহি, সমুদয় ঠিক করিয়া গণনা করিতে হইবে। গণক ইহা ধার্য্য করিয়া আদর্শানুসারে তন্তুবায়দিগের উপদেশার্থ ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ডে বা কাগজে এইরূপ লিখিয়া দেয়;—১ শ্বেত, ৩ লাল, ১ হরিদ্রা, ২ ঈষৎ নীল, ২ গভীর নীল, ৩ সবুজ ইত্যাদি। অনন্তর শালবাফেরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এক ব্যক্তি গুরুমহাশয়ের ন্যায় উক্ত কাষ্ঠ বা কাগজ খণ্ড উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে। শালবাফেরা অনন্যমনে শ্রবণ করতঃ তাহার উপদেশমত নানাবিধ রঙ্গের তন্তু প্রয়োগ করিতে থাকে।

পশ্‌মিনার তন্তু, বস্ত্র বুনিবার যন্ত্র হইতে ভিন্ন নহে। তন্তু দ্বারা যে শাল প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কানি" বা "কানিকার" কহে। কানি প্রথমে টুকুরা টুকুরা অংশ করিয়া প্রস্তুত করে, পরে সমুদয় একত্র জোড়া দিলে এক ফর্দ্দ অর্থাৎ শাল হইয়া থাকে। এইরূপে জামেয়ার, রুমাল ও হাঁসিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিন্তু আলোয়ানের কেবলমাত্র পার্শ্বদেশে (কিনারাতে) কানিকর্ম্ম বা জিঞ্জির (ছোট পাল্লা) অথবা গলাবন্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে অগত্যা একবারে বুনিতে হয়। অপর, বুনিবার সময় সোজা দিক নীচে এবং উল্‌টা দিক উপরিভাগে রাখিয়া বুনিয়া থাকে অর্থাৎ ইহা কারপেট বুনিবার রীতির ঠিক বিপরীত।

ছুঁচের কর্ম্মকে "আম্‌লি" বা "আম্‌লিকার" কহে। ইহার নক্সা অর্থাৎ আদর্শ প্রস্তুত হইলে প্রথমে উহা ছিদ্র করিয়া লয়, পরে

উহা আলোয়ানের উপর রাখিয়া কালী বা চূর্ণের গুঁড়া সম্বলিত পুঁটুলি ঘসিয়া দাগ করে। পরে কলম দিয়া সেই সমুদয় চিহ্ন স্পষ্ট অঙ্কিত করিয়া থাকে। কিন্তু পঞ্জাবে ওরূপ না করিয়া একবারে ছাপ দিয়া লয়। সূচিকর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নানাবিধ রঙ্গ যথোচিত স্থানে সন্নিবেশ পূর্ব্বক গ্রহীতা বা ক্রেতার ইচ্ছানুরূপ একটুকুরা নমুনা প্রস্তুত করে। এই আদর্শ মনোনীত হইলে উক্ত চিহ্নিত আলোয়ানের উপর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে।

শালবাফদিগের কারুকর্ম্মের ইয়ত্তা নাই। উহাদিগকে যেরূপ আদর্শ দেখাইবে, উহারা ঠিক তাহাই প্রস্তুত করিতে পারে। কোনো কোনো শালের দুইদিক সমান বুনিয়া থাকে অর্থাৎ উহার বিপরীত ভাগ থাকে না—যে দিক দেখ, সেই দিকই সোজা! আবার কোনো কোনো শালের এক দিকে মখ্‌মল্ এবং অপর দিকে কিংখাপ বুনিতে দেখা গিয়াছে।

আলোয়ান মর্দ্দন করাকে "মলিদা" অর্থাৎ মর্দ্দিত কহে। এরূপ করিলে আলোয়ানের অবয়ব হ্রাস হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা উহা কোমল, সুন্দর এবং ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট হয়। পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে আলোয়ানকে অল্প বা অধিক মলিদা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে নাগরিক ভদ্রদের বর্ণনা উপলক্ষে লেখা গিয়াছে, যে, উহার পার্শ্বৈকদেশে পশ্‌মিনা ধৌত করিবার কতিপয় প্রস্তর আছে। পৃথিবীর অপর কোনো স্থলে এখানকার ন্যায় শাল প্রস্তুত না হইবার প্রধান কারণ এক জল এবং অপর কারণ এখানকার নির্ম্মল বায়ু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হিন্দু এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক শালবাফ্ এখান হইতে পলায়ন করিয়া অম্বতসরে গিয়া বাস করিতেছে। তাহারা পূর্ব্বে যে সমুদায় উপকরণ পদার্থ দ্বারা এখানে যেরূপ শাল প্রস্তুত করিত, এক্ষণে সেই সমুদয় দ্বারা তথায় সেরূপ শাল কোনোমতে প্রস্তুত করিতে পারে না। অপর, অনেক শালবাফ্ গ্রাম্ম ঋতুতে এখানে এবং শীতাগমে তথায় গমন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু দেশভেদে তাহাদিগেরও হস্তোৎপন্ন দ্রব্যের বিলক্ষণ

বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। সুতরাং সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, কেবল মাত্র জলবায়ু এরূপ প্রভেদ হইবার কারণ। আবার, এই জলের এমনি গুণ, যে উহাতে পশ্‌মিনা প্রক্ষালিত হইলে যেমন কোমল ও উজ্জ্বল হইবে, উহার কিয়দ্দূরে ধৌত করিলে তেমন উৎকৃষ্ট না হইয়া বরং অপকৃষ্টই হইবে।

লদাঘ ও তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে এক প্রকার পশ্‌মিনা (আলোয়ান) আসিয়া থাকে। উহা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্‌মীরী পশ্‌মিনার ন্যায় উহা কোমল, সুন্দর ও স্থায়ী নহে। অপর উহাতে বৃষ্টিজল লাগিলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

মেষ লোমে ও ছাগের স্থূল লোমে এত প্রকার ঊর্ণাবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাকে পট্টু কহে। ইহা পশ্‌মিনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সুন্দর এবং স্থায়ী পশ্‌মিনার ন্যায় ইহার বর্ণ দ্বিবিধ;—এক শ্বেত এবং অপর খোদ্‌রঙ্গি। শ্বেত পট্টু সবুজ, লাল, প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গে শোভিত করিয়া বিক্রয় করে। উৎকৃষ্ট শ্বেত পট্টু দূর হইতে আলোয়ানের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং উত্তম রং বিশিষ্ট হইলে পট্টু বলিয়া সহজে বোধ হয় না। এতদ্দ্বারা কাশ্‌মীরী প্রভৃতি সকলেই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রত্যেক থান ৮৷৷০ হইতে ৮৸০ গজ দীর্ঘ এবং এক হস্ত প্রস্থ। ইহার মূল্য ৪ হইতে ৪৸০ টাকা পর্য্যন্ত, সুতরাং এক এক থানে এক পেণ্টুলন, এক কোট এবং এক ওয়েষ্ট কোট অথবা এক পেণ্টুলন এবং এক চাপকান প্রস্তুত হইতে পারে। এ কারণ কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী যাঁহারা কাশ্‌মীরে ভ্রমণ করিতে আইসেন, তাঁহারা ইহার পরিচ্ছদ করিয়া থাকেন। সূত্র ও ঊর্ণা মিশ্রিত করিয়া আর এক প্রকার পট্টু হয়। উহা সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত পট্টুর সদৃশ, বরং উহা অপেক্ষা কোমল এবং পোষাক প্রস্তুত পক্ষে অতি উপযোগী।

আলোয়ান ও পট্টুর ন্যায় তন্তু দ্বারা লুই বুনিয়া থাকে। ইহার মূল্য তিন হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত। কাশ্মীর বাসীরা প্রতি বৎসর নূতন লুই বস্ত্রই ব্যবহার করে। পরে উহাতে মলিদা করিয়া আপনাপন আলখাল্লা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উহাদের মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে যেরূপ দুর্জ্জয় শীত, ঈশ্বর তত্তৎ স্থানে উহার নিবারণোপযোগী উপকরণও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং মনুষ্য আপন বুদ্ধি বলে তৎসমুদয় সংকলন পূর্ব্বক গুরুতর শীত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। এখানে যেরূপ ভয়ঙ্কর শীত, তাহাতে "পোস্তিন" ব্যতীত উহা কোনো মতে নিবারণ হইবার নহে। এই পোস্তিন কোনো লোম বিশিষ্ট জীবের গাত্র চর্ম্মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা আকারে ইংরাজী কোটের সদৃশ। অধিকাংশের আস্তিন অর্দ্ধ এবং উপরিভাগে অবস্থানুসারে আলোয়ান, কিংখাপ অথবা ছিট দিয়া থাকে। পোস্তিন নানাবিধ। প্রথম, নীলজু। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জলচর পক্ষী। ইহার পক্ষ নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত, সুতরাং ইহা দেখিতে অতিশয় সুন্দর। কাশ্‌মীরীরা ইহার মাংস ভক্ষণ করে। কেবল ইহার শির এবং গ্রীবার চর্ম্মেই পোস্তিন হইয়া থাকে। সুতরাং শত শত নিরপরাধী ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ বধ না করিলে একটী পোস্তিন প্রস্তুত হয় না। এ কারণ, ইহা দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ। এপ্রকার এক একটী পোস্তিনের মূল্য ২০০ হইতে ৫০০ মুদ্রা পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম সোমুর। ইহা এক প্রকার লোম বিশিষ্ট প্রাণীর চর্ম্ম। ইহাও অতি সুন্দর এবং কোমল। ইহা ইয়র্কন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে আইসে। ইহার মূল্য ৫০ হইতে ১৫০ মুদ্রা পর্য্যন্ত। তৃতীয়ের নাম কল্‌হুন্। ইহার অপর নাম উদ্রু বা উদড়্। ইহাকে আমাদের দেশে উদ্বিরাল কহে। চতুর্থ, উৎ গোগ্রু। ইহা ইন্দুর জাতীয় এবং ইহা বাবু অক্ষয়কুমার দত্তমহাশয়ের চারুপাঠের বর্ণিত বিষয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার পোস্তিন দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে—ইহার লোম দুই বা তিন বৎসরের মধ্যেই শিথিল হইয়া যায় এবং দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। পঞ্চম, চোরু। ইহা মেষ শাবক। ইহার পোস্তিন সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং স্বল্প-মূল্য অর্থাৎ ৫ হইতে ১৫ মুদ্রা পর্য্যন্ত দরে পাওয়া যায়।

চন্দ্র দর্শনে ভাব।

১

সুনীল গগনোপরি, মনোহর রূপ ধরি,
হাসি হাসি মুখখানি, কে তুমিহে উঠেছ?
সুগভীর নীল জলে, সুবিমল পরিমলে,
সোণার কমল যেন, উজলিয়ে ফুটেছ!
বিতরি পীযূষ কর, শীতলিছ চরাচর—
সাগর, ধরণী, বন, মরু, তরু, ভূধরে;
কিবা সেই সুধা ধারা, তাপ-হরা নিরাকারা,
অকাতরে ঢালিতেছ চকোরের অধরে!
কি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ধীরে, হীরার মুকুট শিরে,
চলিতে আকাশ পথে সুমধুর হাসিছ?
বল কোথা হতে আসি, ধরণীর তমোরাশি,
স্বর্গীয় আলোকে নাশি, মনোসুখে ভাসিছ?

২

প্রতিপূর্ণিমার রেতে, এরূপে দেখিছে যেতে,
পরে নিত্য ভিন্নরূপ ক্ষুণ্ণ কেন নিরখি?
কে তুমি? কি আশা কর? কিসে এত শোভাকর?
কেন বাড়ো, কেন কমো, দয়া ক'রে কবে কি?
একপক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে, সুষমায় ধরা ছেয়ে,
ভারতের পূর্ব্বভাব দেখাইয়ে যাও কি?
ক্ষয়পক্ষে হও দীন, অনুদিন তনু ক্ষীণ,
ভারতের এ দুর্দ্দিন, ছলে ব'লে দাও কি?
তোমার কৌশল আমি, বুঝেছি হে নিশাস্বামি
মাতৃভূমি শুভগামী সুত যারা ভারতে,
জননীর ক্ষয় পক্ষ, তাদের হৃদয়ে লক্ষ্য,
রাখিতে যতন তব—ধন্য তুমি জগতে!

৩

কৌমুদীজনক শশি! তোমার হৃদয়ে মসী!
এ কলঙ্ক দাগ ধ'রে, তবু এত হাসিছ!
একাকী কলঙ্কী হলে, সুখে কি পড়িতে গ'লে?
অবশ্য পেয়েছ যুটী, তাই রসে ভাসিছ!
বুঝেছি বুঝেছি চাঁদ, কিসে এ হাসির ছাঁদ,
তোমার মতন দাগী আর্য্যভূমি হয়েছে—
তুমিবা উজ্জ্বল কিবা? তোমাহতে দীপ্ত বিভা,
শতগুণে ছিল তাঁর—এখন তা গিয়েছে!
ভারত ধরণীমাজে, সাজি অতুলিত সাজে,
ত্রিদিব জিনিয়া রূপ ধরেছিল একদা;
যশের মুকুট পরা, কীর্ত্তিছত্র শিরে ধরা,
ধন্য মান্য পুণ্য ভূমি সর্ব্ব শুভ শর্ম্মদা!
জ্ঞানধর্ম্মে মনোরমা, ধনে জনে অনুপমা,
কে ছিল তাহার সমা, সর্ব্বজনে বরদা?
সভ্যতা আদর্শধাম, সর্ব্বরাজ্যোপরি নাম,
কৈলাস ভূধরে পূজ্য যথা হর-প্রমদা!

৪

আহা সে সৌভাগ্যকালে, ভারতের সুকপালে
কতই যে ছিল সুখ কে পারে তা বলিতে?
সুরেন্দ্র কুমার মত, বীরেন্দ্র কুমার যত,
জনমিয়ে ছিল অরি পরিকরে দলিতে।
তাদের প্রতাপদাপে, খরশর ভীম চাপে,
উঠেছিল দেশ উচ্চ উন্নতির সোপানে;
স্বাধীনতা প্রিয় ছেলে, সকলে একত্র মিলে,
গাইত ভারত-জয় একরবে সুতানে!
কিন্তু হায় যেইক্ষণে, বিধাতার বিড়ম্বনে,
বীরেন্দ্র তনয়কুল কালগ্রাসে পশিল,
তদবধি দিনে দিনে, সে সব তনয় বিনে,
ভারতমাতারে শোক-দুঃখ-নিশি ঘেরিল!

৫

তত সর্ব্ব হলো লয়, সব অমঙ্গলময়,
অজ্ঞা তমোজালে মার বিধুমুখ ঢাকিল।
বিধাতা বিমুখ হয়ে, কুমুখী লেখনী লয়ে,
অধীনতা-কলঙ্কের গাঢ় দাগ আঁকিল!
তুমি তা দেখিবে ব'লে, উঠেছ গগনতলে,
দেখ দেখ, শশধর, যেই দশা তোমারো;
সেই দশা ভারতের, অধীনতা কলঙ্কের,
রয়েছে দারুণ দাগ! ভাল করি নেহারো।
কিন্তু মনে জেনো শশি! অখণ্ডিত তব মসী,
চির দিনে ধৌত কভু হবেনা হে হবেনা!
মায়ের কলঙ্ক রেখা, দীর্ঘস্থায়ীরূপে লেখা,
কিন্তু কাঁচাবর্ণ—শেষে রবেনা হে রবেনা!!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়
এবং
শ্রীকেঁড়েল।

ন্যায়-দর্শন।

প্রথম প্রস্তাব।

আর্য্যজাতির ষড়দর্শন জগদ্বিখ্যাত। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, ও বেদান্ত—ইহারাই এই ষড়দর্শন রূপে গণনীয়। ইহাদিগের প্রত্যেকেই যে পৃথক্ পৃথক্ দার্শনিক বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছে, তাহা নহে; দুই তিন খানি হয় তো একই বিষয়ে ব্যস্ত; কোনো খানি বা অপর শাস্ত্রের প্রতিপোষক মাত্র—যথা, মীমাংসা—এটী একটী বিশেষ প্রকৃত দর্শন নহে, বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা টীকামাত্র। ইহাতে কেবল মাঝে মাঝে দর্শনের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি দর্শন আছে; যথা, চার্ব্বাক, আর্হত ইত্যাদি। তন্মধ্যে এতৎ প্রবন্ধে আমরা ন্যায় দর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রথম প্রস্তাবে ন্যায়-কর্ত্তা কে, তন্নিরূপণার্থ প্রয়াস পাইব।

ন্যায় গৌতম প্রণীত। সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এতদ্দর্শন পুরাকালে জন-সমাজের অধিকতর আদরণীয় ও আলোচনীয় ছিল। * সুতরাং

* No department of Science or literature has more engaged the attention of the Hindus than the Nyaya.

Colebrooke's Essays.
Vol I. P. 284.

অন্যশাস্ত্র-পারদর্শীদিগের সহিত তুলনা করিলে আমরা ইতিহাসে নৈয়ায়িকদিগের নামোল্লেখই অধিক দেখিতে পাই। তন্মধ্যে মিথিলা-নিবাসী গঙ্গেশোপাধ্যায়ই প্রধান।* ন্যায়দর্শন যে গৌতম মুনি (গোতম) প্রণীত, তৎসম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু আমরা গৌতম নামে অনেককে দেখিতে পাই। অতএব তন্মধ্যে কোন্ গৌতম এতদ্দর্শন-প্রণেতা, তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অগ্রে একটী কথা বলিয়া রাখি।

যাঁহারা ন্যায়-পথাবলম্বী, যুক্তিই যাঁহাদিগের একমাত্র সহায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিক। অনুমান ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে না, সুতরাং যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অনুমানের সাহায্য গ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক। অনুমান তাঁহাদের পক্ষে স্বপ্নবৎ; চাক্ষুষ প্রমাণ ও যুক্তি-সম্মত তত্ত্ব ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না। এই জন্যই তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, পরলোক স্বীকার করেন না, বেদ এবং অন্যান্য যে সকল শাস্ত্র অনাদি বলিয়া কথিত, তাহাদের প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। ইহকালের সুখ দুঃখ, ইহকালের পাপ পুণ্য, ইহকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহকালেই পর্য্যবসিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের ধারণা। লোকে কহিয়া থাকে, মনুষ্যের আত্মা আছে, পশুদিগের আত্মা নাই। মনুষ্যের মৃত্যু নাই, শরীরের ধ্বংস মৃত্যু বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। তাহাদিগের আত্মার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থানই আত্মার জন্মভূমি; শরীর সেই জন্মভূমি প্রবেশের দ্বার মাত্র, শরীর ধ্বংস না হইলে সেখানে যাইবার আর অন্য উপায় নাই। এ কথা যুক্তি পথাবলম্বীরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যদি মনুষ্যের আত্মা থাকে, পশুদিগের কেন

* One of the most celebrated of the mediæval logicians was Gangesa Upadhyaya of Mithila, who wrote a large treatise called the Chintamoni in four sections, on perception, inference. comparision and testimony.

Ibid—P. 284.

না থাকিবে? হস্তী, বানর ও কুক্কুরাদি জাতির ধূর্ত্ততা ও বুদ্ধির সহিত মনুষ্যের তুলনা কর, দেখিবে যে উভয়ের মধ্যে এত অল্প ভেদ, যে, একের আত্মা আছে অপরের নাই, একথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাহাকে ইংরাজীতে ইন্‌স্টিংক্ট্ (Instinct) বলে, তাহা আর কিছুই নহে, পূর্ণতা অপ্রাপ্ত আত্মামাত্র (Soul in an undevaloped state) অতএব যদি মনুষ্যেরও আত্মা রহিল, পশুদিগেরও আত্মা রহিল; যদি উভয়কেই সমভাবে দেখিলাম; তবে একের ধ্বংস হইবে, অপরের হইবেনা; এই পৃথিবীই একের আধার, অপরে অন্যলোকে যাইবে, একের শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা বিনাশ পাইবে; অপরের শরীরের সহিত আত্মা লয় পাইবে না, একথা কি করিয়া বলি? এই যুক্তি-অনুরাগীদিগের মধ্যে আমরা চার্ব্বাক, কপিল, বৃহস্পতি, কোম্‌ৎ প্রভৃতিদিগের নামোল্লেখ দেখিতে পাই।

ন্যায়দর্শনেও যুক্তি এবং প্রমাণের অপ্রতুল নাই, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই।

এই ভূমিকার পর এক্ষণে আমরা ন্যায়-দর্শন-প্রণেতা গৌতম কে, তাহারই স্থিরীকরণে প্রবৃত্ত হই। তৎপক্ষে ঐ ভূমিকাটী বিশেষ কাজে লাগিবে, এই জন্যই এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মস্থাপয়িতা শাক্যমুনিকে অনেকে ন্যায়দর্শন-প্রণেতা বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, শাক্যমুনি যুক্তি, প্রমাণ ও বিজ্ঞানের ঘোর পক্ষপাতী এবং তিনি ঈশ্বর ও পরলোক অবিশ্বাস করেন না। আবার বৌদ্ধধর্ম্মসৃষ্টিকর্ত্তা শাক্যের আর একটী নাম গৌতম, এবং ন্যায়দর্শন-প্রণেতার নামও গৌতম। এই দুই কারণে সহজেই মনে উদিত হয়, যে, বৌদ্ধধর্ম্মসৃষ্টিকর্ত্তা গৌতমই ন্যায়দর্শনের প্রণেতা। কিন্তু তিনি যে ন্যায়প্রণেতা নহেন, তাহা সহজেই প্রমাণ হইতে পারে। তজ্জন্য দুইটী বিষয় বিচার করা আবশ্যক।

১ম। গৌতমের সহিত ন্যায়দর্শনের মতের ঐক্য আছে কি নাই?

২য়। গৌতমের জীবনকাল এবং ন্যায়দর্শন প্রণয়ন কাল এক কিনা?

প্রথমটীর উত্তরে বলা যাইতে

পারে, যে, যদিও আমরা শাক্যসিংহকে আস্তিক বলিয়াছি, কারণ তিনি পরলোক বিশ্বাস করেন, কিন্তু তিনি বেদ অমান্য করেন বলিয়া হিন্দুপণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঘোর নাস্তিক বলিয়াই জানেন। এদিগে ন্যায়কর্ত্তা বেদকে শিরোধার্য্য ও ঈশবাক্যরূপে গ্রাহ্য করেন, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মস্থাপক গৌতম ও ন্যায়কর্ত্তা গৌতম কদাচ এক ব্যক্তি নহেন।

এক্ষণে দ্বিতীয় বিচার্য্য বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, গৌতমের জীবনকাল সম্বন্ধে অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ কোল্‌ব্রুক সাহেব বলেন, যে, গৌতম খৃষ্টের ৫৪৩ বা ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করেন।* তিনি শতবর্ষ জীবিত ছিলেন, এরূপ কল্পনাও যদি করা যায়, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টের ৬৪৩ বা ৫৭৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে ইহাই দেখাইব, যে, ন্যায়দর্শন ইহার বহু পূর্ব্বেও প্রণীত হইয়াছিল। বৃহস্পতি বলেন, "যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মনির্ণয়ে সমর্থ হয়।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, ন্যায় বৃহস্পতির পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে। এক্ষণে বৃহস্পতির আবির্ভাব কবে, এবং ইনি কোন্ বৃহস্পতি, তাহা দেখা যাউক। আমরা দুই জন বৃহস্পতি নামা ব্যক্তিকে দেখিতে পাই; তন্মধ্যে এক জন আস্তিক, অপর নাস্তিক। আমাদের এই বৃহস্পতির কাল নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ইনি আস্তিক কি নাস্তিক তাহা স্থির করা আবশ্যক। বৃহস্পতি বচনের যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বেস দেখা যাইতেছে, যে, তাঁহার শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল না এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, যাঁহারা বেদ এবং শাস্ত্র প্রমাণ অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারাই হিন্দু পণ্ডিতদিগের মতে নাস্তিক পদ বাচ্য। সুতরাং আমরা এই বৃহস্পতিকে নাস্তিক বৃহস্পতি বলিয়া স্থির করিলাম।

পরে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে

* The supposed date of his death differs widely in the various Buddhist countries; but the most probable date is B. C. 543 or 477.

Colebrooke's Essays Vol I. P. 414.

আমরা বৃহস্পতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই,—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তা কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥

* * * *

ইনিও পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃহস্পতি, কি আস্তিক, তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে এবং তাহা জানিবারও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। ফলে ইহা নিশ্চয়, যে, নাস্তিক চূড়ামণি বৃহস্পতির জন্ম ন্যায় প্রণয়নের পরে হইয়াছে। মাধবাচার্য্যও কহেন, যে, নাস্তিক চার্ব্বাক এই বৃহস্পতির পদানুসারী। ভট্ট মোক্ষমূলরের মতে, এই বৃহস্পতি খৃষ্টের আট নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সুতরাং (খৃঃ পূঃ) নবম দশম শতাব্দীর পূর্ব্বেও ন্যায়াস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে; এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপয়িতার জীবনকাল (খৃঃ পূঃ) সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। এমতে বৃহস্পতি ইঁহার দুই তিন শতবর্ষ পূর্ব্বেও আবির্ভূত ছিলেন; তাঁহারও বহু পূর্ব্বে যে তর্কশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে শাক্যসিংহ বা গৌতম যে এতদ্দর্শন-প্রণেতা নহেন, তদ্বিষয়ে আর দ্বিধা রহিতেছে না।

এক্ষণে তবে দেখা আবশ্যক, আমরা অন্য কোনো গৌতমের সন্ধান পাইতে পারি কিনা?

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতাদক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"

এই তো এক গৌতম; আবার রামচন্দ্র যখন মিথিলান্তর্গত "উপবনে এক পুরাতন সুরম্য নির্জ্জন তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 'ভগবন! মুনিজন-সংশ্রবশূন্য আশ্রম-সদৃশ এইটী কোন্ স্থান? পূর্ব্বে ইহা কাহারইবা তপোবন ছিল; বলুন শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।' তখন তপোধন বিশ্বামিত্র কি উত্তর করিলেন?

গৌতমস্য বরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ॥
স চাত্র তপ আতিষ্ঠদ্ অহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্র! মহাযশঃ!॥

"এই দেব পূজিত দিব্যাশ্রমসদৃশ আশ্রমপদ পূর্ব্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই

স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।”

আবার পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে গৌতমের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ;—

কৃতেতু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃকলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ।।

পুনশ্চ মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে লিখিত আছে;

“শূদ্রাবেদী পতত্যত্রে রুতথ্য তনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।।

অর্থাৎ,

“অত্রির এবং উতথ্যপুত্রের (অর্থাৎ গৌতমের) এই মত, যে, শূদ্রাকে বিবাহ করিলে (ব্রাহ্মণ) ; আর শৌনকের এই মত যে (শূদ্রাতে) সন্তানোৎপত্তি করিলে (ক্ষত্রিয়) ; এবং ভৃগুর এই মত যে, ঐ (শূদ্রাতে জাত) পুত্রের পুত্রোৎপত্তি হইলে (বৈশ্য) পতিতের ন্যায় হয়।”

এতদ্ভিন্ন মহাভারতের আদিপর্ব্বেও গৌতমের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থলে তাঁহাকে উতথ্যের পুত্র না বলিয়া পৌত্র বলা হইয়াছে।

এক্ষণে এই কয়েকটী গৌতমের মধ্যে ন্যায়প্রণেতা গৌতম আছেন কিনা, মীমাংসা করা আবশ্যক।

যাজ্ঞবল্ক্যোল্লিখিত গৌতম এবং পরাশর-সংহিতার গৌতম এক ব্যক্তি, কারণ উভয় স্থলেই তিনি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রযোজক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এ প্রকার অনুমান যদি অযুক্তিসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি ত্রেতাযুগেই জীবিত ছিলেন ; যেহেতু “ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ” এরূপ উক্তি পরাশর-সংহিতায় বর্ত্তমান। আবার যদি ত্রেতাযুগে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রামায়ণোক্ত গৌতম যে ইঁহাদিগের হইতে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন না, একথা বলা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমরা পুনশ্চ রামায়ণে দেখিতে পাই,—

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
লক্ষরোমা মহাতেজা শতানন্দো মহাতপাঃ।
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ।।

“অনন্তর তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী শতানন্দ ধীমান্ বিশ্বামিত্রের

মুখে জননীর শাপমোচন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ রাম-সন্দর্শন লাভে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।”

ইহাতে আমরা জানিতে পারিতেছি, যে, শতানন্দ গৌতমের পুত্র। শতানন্দ আবার রাজর্ষি জনকের পুরোহিত। জনকরাজ ত্রেতাযুগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং গৌতমও ত্রেতাযুগ কালিক। এবং পূর্ব্বোক্ত গৌতমদ্বয়কেও ত্রেতাযুগকালিক বলা হইয়াছে ; সুতরাং ইনি ভিন্ন অন্য এক গৌতমের কল্পনা করিবার সূত্র ও আবশ্যকতা কি ? অর্থাৎ বোধ হয়, এই তিন গৌতমই এক ব্যক্তি। কিন্তু ইনি ন্যায়-প্রণেতা ছিলেন না, কারণ যদিও আমরা শুনিতে পাই, যে, দেবরাজ ইন্দ্র এই গৌতমের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু তিনি যে দেবরাজকে ন্যায় পড়াইতেন, অথবা তিনি যে এক জন নৈয়ায়িক বা ন্যায়-প্রণেতা ছিলেন, তাহা কোথাও স্পষ্টরূপে কথিত নাই। এক্ষণে অবশিষ্ট দুই গৌতমের কথা বক্তব্য।

মনুসংহিতার গৌতম উতথ্যের পুত্র, মহাভারতের গৌতম উতথ্যের পৌত্র। কোল্‌ব্রুক সাহেব ইঁহাদিগকে ন্যায়-প্রণেতা বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও ইঁহাদিগকে ন্যায় প্রণেতা বলিলাম। বোধ হয়, উতথ্যের পুত্র প্রথমতঃ ন্যায়-দর্শন প্রণয়ন করেন, পরে তাঁহার পৌত্র ঐ শাস্ত্রের পুষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকিবেন। অথবা গৌতম তাঁহাদের বংশের নামও হইতে পারে। আমরা ইঁহাদিগকে ন্যায়-দর্শন-রচয়িতা বলিলেও ন্যায়-প্রণয়নের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ।

কারণ আমরা শাস্ত্রে ঋষিদিগের অখণ্ড পরমায়ু দেখিতে পাই। যে নারদ ঋষি সত্যযুগে ধ্রুবের কাণে কাণে মন্ত্র দিয়াছিলেন, সেই নারদই ত্রেতাযুগে বাল্মীকি ঋষিকে রামগুণগানে প্রবৃত্ত করেন। এবং দ্বাপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় গিয়া সেই নারদই সভার শোভা বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এক জনও জীবিত নাই। সুতরাং আমরা উপর্য্যুক্ত বিষয় হইতে ন্যায়ের কাল নির্ণয় করিতে অক্ষম।

অতএব দেখা যাউক, ইহার

আর কোনো উপায় আছে কিনা?

বেদব্যাস লিখিয়াছেন "আমি এই আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছি।"

ন্যায় শাস্ত্রে অনুমানের প্রাচুর্য্য থাকাতে লোকে ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র কহিয়া থাকে। সুতরাং বেদব্যাসের এরূপ বাক্যে তাঁহার পূর্ব্বেও ন্যায়ের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বেদব্যাস কখন্ জীবিত ছিলেন?

বরদা বাবুর প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের অবতরণিকায় কথিত হইয়াছে, "কলির দ্বাদশ সহস্র বৎসর গত হইলে অর্থাৎ প্রায় বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করেন। এতদনুসারে বিষ্ণুপুরাণের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৩৬০০ বৎসর হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কলির ৭০০ বৎসর গত হইলে গোনর্দ্দ কাশ্মীরের অধিপতি হন। তিনি দ্বারকায় গমন করিয়া নগরী অবরোধ পূর্ব্বক যাদবগণের সহিত সংগ্রাম করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আইলেন। বলদেব জাতক্রোধ হইয়া ইহার দুই এক বৎসর পরে কাশ্মীর অবরোধ করিয়াছিলেন। এবং তিনি মহারাজ গোনর্দ্দকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে সংহার করেন। পরে গোনর্দ্দের শিশু-সন্তান ও রাজমহিষী আসিয়া বলদেবের পদতলে পতিত হইলে তিনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঐ শিশুসন্তানকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এতদনুসারে বেদব্যাসের সময় প্রায় ৪৩০০ বৎসর হইতেছে।"

এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ন্যায়ের বয়ঃক্রম ৪৩০০ বৎসরেরও অধিক হইতে পারে। ফলতঃ এতদ্দর্শন বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে; এমন কি, সকল দর্শন অপেক্ষা ইহার প্রাগস্তিত্বের প্রমাণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আর অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, কারণ বেদব্যাসের কত পূর্ব্বে ইহা প্রণীত হইয়াছে, তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত করা অতিশয় দুরূহ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে, মনুসংহিতা প্রভৃতিরও পূর্ব্বে ন্যায়-দর্শন রচিত হইয়াছে। কেননা, গৌতম যে উতথ্যের পুত্র, তাহা মনু মহাশয় স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

যাহার পর যে পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার পর তাহারই আলোচনা করা প্রায়ই আমাদের রীতি। এজন্য পূর্ব্ব সংখ্যায় যে কয় খানির প্রাপ্তি অঙ্গীকার করিয়াছি, অগ্রে তত্তাবৎ সম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব। কিন্তু "এ কাল সে কাল" পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে ভুল হইয়াছিল; সেখানি অদ্যকার পঞ্চম হওয়া উচিত।

১। ভারত অধীন?

"শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত; শ্রীবিহারীলাল মিত্র দ্বারা প্রকাশিত।" শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট। উপহারে লেখা আছে, এখানি "হিন্দু-দেব-দ্বেষী সুলতান মামুদের চতুর্থবার ভারতাক্রমণের কোন ঘটনা বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক রচনা" হইয়াছে। এখানি নাটক-চ্ছলে রচিত, কিন্তু নাটকও ন', প্রহসনও না। মহারণ্যে এক বৃদ্ধ রাজা যবন ভয়ে পলাইয়া তাঁহার মহিষী ও বিজলী নাম্নী কন্যার সহিত দীন বেশে ক্লান্ত ভাবে বসিয়াছিলেন। বিজলীর পতি যবন-সমরে মরিয়াছেন, তদ্বিরহে এবং ভারতের অধীনতা দুঃখে কাতর হইয়া তিনি শোক-মূলক একটী গান এবং করুণা ও বীর রসাত্মক (স্বগত) একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। এমন সময় ঘোটক শব্দ শ্রবণে যবনাগমন ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে যবন নয়, তাঁহার ভ্রাতা রঞ্জন। রঞ্জন আসিয়া বীর রসের দীর্ঘ কবিতা পাঠ করিলেন। বিজলী উঠিয়া প্রস্তাব করিলেন, চল দাদা আমরা দুজনে যুদ্ধ করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিগে।

এমতে দুই ভাই ভগ্নীতে গিয়া কয়েক জন যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাহাতে উভয় পক্ষের সব পড়িল, কেবল বিজলী বাঁচিলেন। তাহার পর পট পরিবর্ত্তন হইয়া প্রজ্জ্বলিত চিতার নিকট রাজলক্ষ্মী দাঁড়াইয়া "কেন রে ভারতে নিরখি মলিন?" ইত্যাকারের একটী গান গাইলেন। তাহার পর বিজলী "কি হলো কি হলো হায় কি হলো" ইতি ভাবের একটী গান গাইয়া চিতায় ঝম্পাদান করিলেন—পুস্তকও সমাপ্ত হইল!

পুস্তকের ভাষা ভাল, কিন্তু কোনো কৌশল নাই এবং রসের আবির্ভাব বলা যায়, এমন কোনো রসই নাই—না চক্ষে জল আইসে, না প্রাণ কাতর হয়, না বীররসে মন মাতিয়া উঠে। ভরসা

করি, ভবিষ্যতে যাহাতে এই ক্ষুণ্ণতা নিবারণ হয়, কুঞ্জ বাবু এমন ভাবের পুস্তক রচনা করিবেন।

২। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক পত্রিকা।

১৭ সংখ্যা। ১১ ই পৌষ, ১২৮০।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসরে আমরা এই সভার উদ্দেশ্য ও দাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। সুতরাং এবারে তৎসম্বন্ধে আবার নূতন স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা বাহুল্য। উপস্থিত পুস্তকে জানা গেল, সভার সাহায্যদাতার সংখ্যা ও অনুরাগের হ্রাসতা হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা-সনাতন-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ন্যায় এই সভাও সভাপতি-বিয়োগ-দুঃখে কাতর আছেন। এই পুস্তকে সম্পাদক মহাশয়ের যে গদ্য পদ্য বক্তৃতা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা কি ভাষা, কি নীতি, কি ধর্ম্মচর্চ্চা, সর্ব্ব অঙ্গেই বিনোদ ও উপদেশ-প্রদ।

৩। সঙ্গীত-প্রবন্ধ।

"কুমারখালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজলাল সাহা" মহাশয় যৎকালে ঐ স্থানের ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা করিতেন, তৎকালে তত্রত্য "একবিশেষ সভায় সঙ্গীত বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতাটী "সঙ্গীত-প্রবন্ধ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।"

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে লেখকের প্রগাঢ় ভাবগ্রাহিতা, রসাস্বাদ, বহুদর্শন, স্বদেশানুরাগ এবং নীতি-প্রিয়তা প্রভৃতি শক্তি ও গুণমালা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যদিও দুই এক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতৈকতা ঘটিতেছে না, তথাপি এখানি সুপ্রতিষ্ঠার যোগ্য। মতের অনৈকতা আর কিছু না, তিনি আদিরস ঘটিত সঙ্গীত ও কথকতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মতে আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ নয়। তিনি আদিরসের গীতি মাত্রকেই যেরূপ ঘোর অপবিত্র পদার্থ বলিয়া জানেন এবং কথক মাত্রকেই যেরূপ দুশ্চরিত্র বোধ করেন, আমরা তাহা করি না। তিনি বলেন "আদিরস ঘটিত অপবিত্র সংগীত" ভোগবিলাসের সখা। আমরা বলি "অপবিত্র আদিরস-ঘটিত সঙ্গীতই" তাই! অর্থাৎ আমাদের মতে আদিরসের মধ্যেও পবিত্রতা আছে—অপবিত্র লোকে তাহাকে অপবিত্রতা দোষে কলুষিত করে বলিয়া সে গরিবের অপরাধ কি?

আর, তিনি হয় তো এখনকার দুই এক জন দুশ্চরিত্র কথকের অত্যাচার শুনিয়া কথক শ্রেণীকে একবারে সমাজ হইতে দূর করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা সৎস্বভাবী ও সুচরিত্র অনেক কথক দেখিয়াছি এবং

পূর্ব্বকালে তেমন বা তদপেক্ষা উচ্চতর পূত-চরিত্র বহু বহু কথক যে ছিলেন, তাহাও শুনিয়াছি। তাঁহাদের প্রতিভা ও আশ্চর্য্য বাগ্মীতা গুণে সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ে সদ্ভাব ও সন্নীতির প্রবৃত্তি যে উত্তেজিত হইত, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৪। An Address to the Students of the Mohespur Aided School.

মহেশপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বণ্টন কালের প্রকাশ্য অধিবেশন স্থলে এই ইংরাজী বক্তৃতাটী উক্ত "সঙ্গীত-প্রবন্ধ" লেখক বাবু ব্রজলাল সাহা মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছিল। এখানি সঙ্গীত প্রবন্ধ অপেক্ষাও আমাদিগকে প্রীতি দান করিয়াছে। ইহাতে ছাত্রগণের প্রতি যে সব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মহা সারবান, অল্প কথায় বহু সদ্ভাবময় এবং ইতিহাস-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। ইনি যে এক জন পারদর্শী ও ছাত্রের মনগঠক সুশিক্ষক, তাহা তাঁহার ঐ বক্তৃতা পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। দেশে এমন শিক্ষকের সংখ্যা যদি বহুল হয়, তবে আমাদের প্রিয় ছাত্র কদম্ব যে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মনীতির কৃতার্থতা লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভরসা করি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি শিক্ষক ও ছাত্র মাত্রেই পাঠ করেন। শুনিয়াছি, ব্রজ বাবু এক্ষণে শ্যামবাজারের স্কুলে অধ্যাপনা করিতেছেন।

৫। সেকাল একাল।

পাঠকগণ আপনারা না পড়িলে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রসাস্বাদন ও গুণগ্রহণে সমর্থ হইবেন না। তথাপি আমরা ইহার জন্মের ইতিহাস ও গুণের পরিচয় কিছু দিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশেরপরম দুর্ভাগ্য বশতঃ অদ্বিতীয় লেখক সুপ্রসিদ্ধ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দৈহিক পীড়া দ্বারা অভিভূত হইয়া বালিগ্রামে ঋষির আশ্রমের ন্যায় এক উপবন ও কুঞ্জমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। যদিও তিনি ঐ শোচনীয় দৌর্ব্বল্য জন্য জন-মোহন তাঁহার প্রগাঢ় লেখনীকে স্বয়ং আর সঞ্চালন করিতে সমর্থ না হউন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি স্বদেশের হিত-চিন্তায় ক্ষণেকের তরেও বিরত নন—যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং দুদণ্ড কাল যিনি তাঁহার সহিত আলাপ করেন, তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধ করিতে পারেন। কিসে মাতৃভাষা ও পৈতৃক সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে—কিসে এখনকার উন্মার্গ ও অতিমার্গ-গামী শিক্ষিত যুবকেরা প্রকৃত সমাজ-বন্ধন ও ধর্ম্ম-বন্ধনে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিবে, এ চিন্তাতে তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি ও

কল্পনা যে অনবরত ব্যস্ত, তাহা তাঁহার সারগর্ভ প্রভৃতি বাক্যেই প্রকাশ পায়।

একদা গুণশীল বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানবৃদ্ধ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার নানা সৎপ্রসঙ্গের কথা হইতে হইতে তিনি "প্রস্তাব করিলেন, যে, সে কালের সঙ্গে একালের তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" সদ্ভাবুক ও সদ্বক্তা বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ বাড়াইয়া সেই প্রার্থনীয় ভারটী গ্রহণ করেন। তদনুসারে জাতীয় সভায় বিগত চৈত্র মাসিক অধিবেশনে উক্ত শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয় "সেকাল আর একাল" নামা প্রসঙ্গোপরি একটী সুবিস্তৃত, সুখদ ও নীতিপ্রদ মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাবু ঈশানচন্দ্র বসু তাহার নোট্ রাখেন। "সেই সকল নোট্ হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রবন্ধটী লিখিয়া অক্ষয় বাবুকে দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্ত্তন অথবা যে সকল স্থানে নূতন বিষয় সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা" রাজনারায়ণ বাবু করিয়া দিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বলিতে ইচ্ছা করি, যে, যে সময়ে অক্ষয় বাবুকে ঐ প্রবন্ধ শুনানো হয়, তৎকালে আমরাও উপস্থিত ছিলাম; পূর্ব্বে আমাদের মনে মনে এমন একটী ভাব ছিল, যে, পীড়া বশতঃ অক্ষয় বাবুর বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; কিন্তু আহ্লাদ পূর্ব্বক দেশের লোককে জানাইতেছি, যে, তাহা নহে—তিনি যেরূপে ঐ প্রবন্ধের মাঝে মাঝে স্বাভিপ্রায় ও সদ্যুক্তি সমূহ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল, যে, বরং "দুধটুকু মরিয়া ক্ষীর টুকুই" হইয়াছে!

এই তো গেল প্রবন্ধের জন্ম-কোষ্ঠী, এক্ষণে ইহার গুণাংশেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, বহু গ্রন্থাদির আলোচনা এক এক সংখ্যায় করিবার প্রয়োজন থাকাতে বাসনামত কোনো খানিরই আলোচনা করিতে পারিনা, সুতরাং এই বলিয়াই ক্ষান্ত পাইতে হইবে, যে, রাজনারায়ণ বাবু যে এত হাসাইতে পারেন, তাহা আমরা এই বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে জানিতাম না! বক্তৃতা কালে তিনি এই বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লইয়াছিলেন, যে, "সে কাল আর এ কাল; এই নামটীই কৌতুকজনক। বস্তুতঃ আমি আপনাদের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ

করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রূপ আমি হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া আপনাদের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু ভরসা করি, অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদ জনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে। কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।"

হিন্দু কলেজ স্থাপন দ্বারা দেশে ইংরাজী চর্চ্চার বাহুল্য ঘটিয়া সমাজের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। সুতরাং তিনি কলেজের অভ্যুদয় কালাবধি সময়কে একাল এবং তৎ পূর্ব্বকার কালকে সেকাল রূপে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সে কালের সংক্ষেপ বিবরণ, পরে একালের বর্ণনা; মধ্যে মধ্যে উভকালের তুলনা ও নীতি আকর্ষণ, ইতি প্রণালীতে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যৎকালে সে কালের সাহেবদের গুণমালা; কর্ম্ম স্থানাদির সময় ও কার্য্য রীতি; হিন্দুদিগের সংস্কারের ও ধর্ম্মের প্রতি জেতৃ জাতীয় সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের সম্মান ও দয়াভাব; দেওয়ানের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করা ও চন্দ্র পুলি খাওয়া; একালের সাহেবদিগের তদ্বিপরীত ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করেন, তখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ও আমাদের সময়ের সাহেবেরা যে এক জাতীয় লোক, ইহাতে সন্দেহ জন্মিয়া অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।

তাহার পর তিনি গুরু মহাশয়দিগের নাড়ুগোপাল ইত্যাদি বিষয়, এমন ভঙ্গীতে বলেন, যে, কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, গুরু পাঠশালায় "রামনারায়ণ নামে আমার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে গুরু মহাশয় যখন রামনায়ায়ণ! বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়-সূচক একটী শারীরিক ক্রিয়া হইত!"

তাহার পর সে কালের আখন্‌জী, ভট্টাচার্য্য, আমলা, ধনী এবং অপরাপর লোকের বর্ণনাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উপদেশক ও মধ্যে মধ্যে হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। ওস্তাদী কবি প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদের কথাতেও সামান্য আমোদ হয় নাই।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম অবস্থার (ইংরাজী) স্কুল-মাষ্টার ও সাহেবদের নিজের সরকার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ হাসিতে হাসিতে পার্শ্বে বেদনাগ্রস্তবৎ হইয়াছিলেন! পাঠকগণের আমোদ জন্য আ-

মরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তাহার পর কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা ও সামাজিক অন্যান্য বহু বিষয়, (সে কাল একালের তুলনায়) এবং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি চালনাদি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, তাঁহার মন্তব্য সকলের অধিকাংশই কলিকাতা ও তদন্তঃপাতি স্থানেই প্রযুজ্য —কোনো কোনো বিষয় কেবল সাধারণ বঙ্গীয় সমাজে খাটে, নতুবা পল্লীগ্রামের সামাজিক অবস্থা অতি অল্প মাত্রাতেই চিত্রিত হইয়াছে। যাহা হউক পুস্তকখানি অতি উপাদেয় বস্তু রূপেই গণনীয়। ভবিষ্যতে এরূপ গ্রন্থের যে অসীম আদর হইবে, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে কেন, অধুনাও সহস্র সহস্র যুবক এতৎ পাঠে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানিতে ও সমাজ-নীতির বহুল উপদেশ পাইতে পারিবেন। অতএব প্রার্থনা করি, পাঠক মহাশয়েরা ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা একবার পাঠ করিয়া দেখেন। মূল্য ॥০ মাত্র।

(সেকাল একাল হইতে উদ্ধৃত)

"যখন বঙ্গ সমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্ত্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না স্কুল মাষ্টার। প্রথমে তাঁহার বেশ ভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আসিতেন! * * * কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন, লোকে মনে করিত তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ নাই। * * তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল। বিবাহ সভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। How do you spell Nebuchadnezar? " ইত্যাদি। আবার "what denomination put your papa?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—God ঈশ্বর Lord ঈশ্বর ইত্যাদি। এক একটী ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একবারে সাধিতে হইত। যথা; Well—আচ্ছা, ভাল, পাতকো। Bear—সহ, বহ, ভল্লুক। সে কালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একবারে অভ্যাস করিতেন। যথা; ফ্লোর ফুল, ফ্লোর ময়দা, ফ্লোর মেজে। তখন লোকে ডিক্সনরী মুখস্থ করিত। তাঁহারা এক এক জন Walking Dictionary ছিলেন। * * তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ, পয়ারচ্ছন্দে গ্রথিত কোনো দ্রব্য-শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্ত বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন; স্কুল মাষ্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ঘোষাব? গেডেন (garden) না স্পাইস (Spice) ঘোষাব? * * যদি স্থির হইল গেডেন ঘোষাও, তবে সর্দ্দার প'ড়ো চেঁচিয়ে বলিল Pumkin লাউ কুমড়ো— অমনি আর সকলেও তাই বলিল— কাকোম্বর (Cucumbor) শসা—Brinjal বার্ত্তাকু—প্লোমেন (Ploughman) চাষা। এই সকল শব্দ একত্র করিলে একটী কবিতা উৎপন্ন হয়—

পম্ কিন্ লাউ কুম্ড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লোমেন্ চাষা॥

কখন কখন সঙ্গীত আকারেও ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী। তাল ঠুংরী।

বাই কাছে, নিয়র কাছে, নিয়ারেষ্ট অতি কাছে।
কট্ কাট্, কট্ খাট্, ফলোয়িং পাছে॥

এ ছাড়া আবার আরবি নাইটের পালা গাওয়া হইত। অর্থাৎ তবলা ঢোল মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে আরেবিয়ান্ নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। এক জন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল "Master can live, Master can die" অর্থাৎ মাষ্টার রাখিতে মারিতে পারেন! সাহেব "what, Master can die?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে; তখন "Stop there" বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল "ডাই মি" অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন! "ইফ্ মাষ্টার ডাই, দেন্ আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোর্টীন জেনেরেষণ ডাই!" অস্যার্থ;—"যদ্যপি মনিব মারেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাক্ষ্টোন্ অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার চৌদ্দপুরুষ মরিবে!" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "কা'ল কেন আইস নাই?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে, ভাবিয়া আকুল! শেষে বলিয়া উঠিল "চর্চ্চ"। রথের আকার গি-

জর্জ্জার মত, তাই এই কথাটী উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল—"উডেন চর্চ্চ।" তাতেও সাহেব না বুঝাতে আরো ব্যাখ্যার দরকার হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই—গাড্ আল্‌মাইটী সিট্ অপন্—লাং লাং রোপ্—থৌজণ্ড ম্যান ক্যাচ্—পুল্ পুল্ পুল্—রন্ এওয়ে, রন্ এওয়ে—হরি হরি বোল!"

তপনের পরিণয়।

১

দেব দিবাকর হরষিত মনে,
অমর-নগর-কনক-তোরণে,—
সারথী অরুণে কহিলা হাসিয়া;—
"রাখ রথ, আমি দেখি হে নামিয়া—
কে আছে রূপসী অমর-পুরে।—
চিরকাল ঘুরি আকাশে আকাশে,
যাইতে না পাই অমর নিবাসে;
সুর বটি, সুর-সুন্দরী-বদন,—
বহু কাল নাহি করি দরশন—
আজি তা দেখিব নয়ন পূরে!"

২

এত বলি রবি, ধরি রূপ ধরি,
রূপে আলো করি ত্রিদিব নগরী,
পশিলা। তথায় অতুল তুলনা,
খেলিছে দুলিছে অমর-ললনা—
অমিয় বরষে হাসিয়া কেহ—
কেহ বা নাচিছে, কেহ বা গাইছে,
কেহ তাল দিছে, কেহ বাজাইছে,
কোনো সুর-রামা পাঁথে ফুল-মালা
অগুরু লেপিয়া কোনো সুরবালা,
ভূষণে ভূষিত করিছে দেহ।

৩

তপন যেমন মন কুতূহলে,
দাঁড়াইলা, সুর-রমণী মণ্ডলে,
নয়নে নয়ন মিলিল যেমতি,
আনত বদনে, যত সুরসতী,
সলাজে ফিরিয়া দাঁড়া'ল সবে।
অমর-কামিনী-শরীর শোভিত,
মণি মরকত রতন খচিত,
তদুপরি পড়ি রবির কিরণ,
হলো শতগুণ উজল বরণ;
সুরবালা কুল অবাক্ সবে।—

৪

এক এক করি, বিধু মুখ যত,
দেখিতে লাগিলা উন্মাদের মত;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা,
উদিল বিবাহ-বাসনা—লালসা!
তাই ঘন চাহে বদন পানে!
দেখিলা সবারি সিঁথির উপরে
সিঁদূরের ফোঁটা শির শোভা করে,
পরিণীতা তারা জানিয়া তপন,
হতাশে ফিরিলা বিষণ্ণ বদন,—
সারথী অরুণ আছে যেখানে।—

৫

"সবেগে চালাও হীরকের রথ,
চলরে পলকে প্রহরের পথ,
চল নর লোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা!"
সারথী অরুণে কহিলা রবি।
চলে রথ ঘন গরজি গভীর,
সহায় আবার হইল সমীর;
ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশদিক,
ভীত নরলোক, চিত চমকিত!
ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি!

৬

নিমিষে বিমানে বিমান শোভিল;
ধরা শিরে ধীরে চলিতে লাগিল;
দেখিলা মিহির চাহিয়া তখন,
ভূমে কোন্ বালা রূপসী রতন,—
যুবতী, অথচ অনূঢ়া মেয়ে!
পরিণয় সাধ, অনূঢ়া মিলিলে!
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে;
সুর-পুরে হায় পেয়ে মনক্ষোভ,
দ্বিগুণ বেড়েছে পিরীতি-লোভ!
ব্যাকুলে দেখিলা ভূতলে চেয়ে!

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন মাঝারে,
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে,
শোভিত করিছে নিখিল কানন;
প্রেম-রস-লোভে লোলুপ তপন,
অনিমিষে চায় তাদের পানে!
মাধবী, মালতী, গোলাপ, সেঁউতী;
জাতী, যূথী, বেলা, সেফালিকা সতী,
হেম-রূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,
নাগরী টগরী বিনাদ বরণী,
বন-বিহারিণী কত সেখানে।

৮

দেখিলা তপন, সকলেরি মুখ;
তাঁরে হেরি তারা হইল বিমুখ!
সবে নতমুখী শুকালো শরীর,
খর করে তাঁর হইয়া অধীর,
তাপিত সকল কুসুম-বালা!
"কেন হেন হলো?" ভাবিয়া তপন,
নিরাশে বিষাদে মন উচাটন!
জানিলা তখন ইহার কারণ,
তাঁহারি প্রখর দারুণ কিরণ,
রূপবতী কুলে দিতেছে জ্বালা!

৯

নিন্দি আপনারে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে; "দুখের আকর
জীবন আমার, কিছু সুখ নাই,
নিজে জ্বলি, অন্য সবারে জ্বালাই,
কি বালাই ছিছি—কি হবে, হায়!
রে দারুণ বিধি! কি বিধি তোমার!
অনলের রাশি এ দেহ আমার!
সোণার কিরীটী সবার কপালে,
আমার কপালে হুতাশন জ্বলে,
এ জ্বলন জ্বালা জানাব কায়?

১১

"আসিলাম কোথা রূপসী খুঁজিতে,

সরল প্রণয়-রসেতে মজিতে ;
কোথা মোরে দেখে বন-বিহারিণী—
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী—
প্রাণ ভ'রে আজি সুখিনী হবে ;
তা না হয়ে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিনু তাদের সন্তাপ অনলে !
পোড়া তেজে মোর ফুলনারী কুল,
মলিন বদন, নীরস, আকুল !
কোমল শরীরে কত বা সবে ?

১২

এ পোড়া কপালে কিছুই হলোনা,
বুঝিনু এসব বিধির ছলনা ;
মনেই রহিল মনের বাসনা,
হায় চিরকাল এ ঘোর যাতনা ;
সহিব—স্মরিব কপাল-দোষ !
নরলোকে, আহা, এরূপ ললনা,
রূপের আধার মিলে না তুলনা ;
অভাগা রবির কপালে হলোনা—
এ হতে কি দুখ আছেরে বল না !
মোরে বিধি তোর এতই রোষ !"

১৩

নিন্দি আপনারে এরূপে তপন,
আবার চাহিলা ফিরায়ে নয়ন ;
বিবাহ বাসনা যে কালে জেগেছে,
প্রেমের বাতাস যে কালে লেগেছে,
সে কালে কি আর থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুক চিতে,
যদি কোনো বালা প্রেম-ধন দিতে,
নিদয় না হয় বিধুর রবিরে ;
কিন্তু কোনো বালা চাহিল না ফিরে,
সবাই ব্যাকুল তপন-করে !

১৪

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি পুন সরোবরে চায়—
কুমুদী-নয়নে পড়িল নয়ন,
কুমুদী নয়ন করি নিমীলন,
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ !
তা দেখি রবির সন্তাপ-আগুন,
জ্বলিল হৃদয়ে হইয়া দ্বিগুণ,
হতাশে, মানসে ভাবিলা তখন,
" হলো না হলো না সুখের ঘটন,
অভাগা-কপালে সুধুই দুখ ! "

১৫

জ্বলন-জ্বলিত নয়নের কোলে,
দুখ-অশ্রু-ধারা বহিল হিল্লোলে,
উষ্ণ অতিশয় ; সীতাকুণ্ড জল,
শতগুণে, হায়, তা হতে শীতল ;
ভাসিল ভানুর হৃদয় তায়।
মুছি আঁখি-বারি তাপিত তপন,
ফিরে ফিরে ফের করে অন্বেষণ !
ভগ্নপ্রায় দেখি ভানুর হৃদয়,
এই বার বিধি হইলা সদয় ;
শুভ ভাগ্য আহা, হইল উদয়,
অতুল হরষে নাচিল হৃদয়,
সরোবরে একি ? একিরূপ হায় !

১৬

প্রেম বিলাসিনী স্মিত-কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিনী—
সামান্য কুসুম যে তাপে পুড়িল ;
সে আতপে, রস নলিনী পাইল—
প্রেমে গর গর হাসিয়া সুখে ;
অমিয় জিমিত মুখ-মধু দান,
করিয়া রবির তুষিল পরাণ ;
পতি ব'লে সতী যদি না ডাকিল ;
কিন্তু জগ-জন জানিতে পারিল—
ব্যাস কালীদাস বাল্মিকী মুখে !

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ন্যায়-দর্শন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে যদিও ন্যায় প্রণয়নের প্রকৃত সময় নির্ণয় করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা ইহা স্থির করিয়াছি, যে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসকল প্রণীত হইবার বহু পূর্ব্বেও এতদ্দর্শন রচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ন্যায় প্রণেতা গৌতমের মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমতঃ "গৌতম আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন, যে, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবাদ এই ;—

পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ ॥

জাতস্য বালস্য এতজ্জন্মাননুভূতেষ্বপি হর্ষাদিহেতুষু সৎসু হর্ষাদীনাং সম্প্রতিপত্তিঃ উৎপত্তিস্তস্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বানুভবাধীনস্মৃতি সম্বন্ধাদেব সম্ভবাৎ ইত্থঞ্চেদানীন্তনস্যাত্মনঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসিদ্ধো তস্যানাদিত্বমনাদিত্বমনাদেশ্চ ভাবস্য ন নাশ ইতি নিত্যত্বসিদ্ধিরিতিভাবঃ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক হইয়া থাকে *।" শিশু অদ্য জন্মিল, জন্মগ্রহণ করিয়াই স্তনপান করিতে আরম্ভ করিল। কেন করিল ? গৌতম বলেন, পূর্ব্বজন্মে শিশুর শোক, হর্ষ, ভয় ছিল ; সে জন্মের দেহ মরিয়াছে, কিন্তু আত্মা মরে নাই, যেহেতু তাঁহার মতে আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই, শিশু আবার জন্মিল, সেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্বজন্মের শক্তি সকল (Innate Ideas)* একে একে তাহাকে আশ্রয় করিল। সুতরাং শিশু জন্মিয়াই স্তনপানে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে মনুষ্য একবার জন্মে, মরে, আবার জন্মে—ইহাই গৌতমের মত। অর্থাৎ তিনি জন্মের পৌনঃপুন্য (Transmigration of soul) বিশ্বাস করিতেন। প্লেটোও

* ষড়্দর্শন সংবাদ—১০৭ পৃষ্ঠা।

* " Among writers on the science of mind there was formerly much controversy in regard to the origin of our ideas. * * * * and some added a third class which they called *innate ideas* and which were supposed to exist in the mind itself independently of, and prior to, the exercise either of perception or reflection." Abercrombie's Intellectual Powers. Part II.

(Plato) বলেন, যে, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিই আমাদিগের বাল্যকালের ভয় শোক প্রভৃতির কারণ হইয়া থাকে। ইহাতে বেস বুঝা যাইতেছে, যে, তিনিও এতৎ সম্বন্ধে (জন্মের পৌনঃপুন্য) গৌতম-মতের পোষকতা করেন। গৌতম আবার জন্মকে দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

" দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখংজন্মোৎপত্তিঃ।"

ইহাতে এই অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ, যে, গৌতমের মতে জন্মই দুঃখের আকর, অর্থাৎ জন্ম হইলেই অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; এবং সেই দুঃখ ও ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জন্ম না হওয়াই ভাল। গৌতমের মতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে আত্মার উন্নতি লাভ হইতে থাকে, এবং পরে যখন সেই আত্মা যথার্থ বিশুদ্ধতাকে প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায়। ইহাকেই মুক্তি বলে। এক্ষণে এই দেখা কর্ত্তব্য, কিসে সেই আত্মার উন্নতি হয় এবং কিসে সেই মুক্তি লাভ করা যায়।

গৌতম বলেন—

" প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়ব তর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডা হেত্বাভাস ছলজাতি নিগ্রহস্থানানান্তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধনঃ।"

অর্থাৎ তিনি এই ষোলটী পদার্থের (Predicaments) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, ও নিগ্রহস্থান। এবং ইহাদের তত্ত্বজ্ঞানকেই তিনি মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে "তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ, তাহাই নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ পুরুষার্থ।"

তবে গৌতমের মতে, মানুষ যত দিন না পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, ততদিন তাহাকে প্রেতাভাবানুসারে (Transmigration of soul) দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ—গৌতম আস্তিক—তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, অনুমান ব্যতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে না। তাঁহার অনুমান এইরূপ;—সকল দ্রব্যেরই কর্ত্তা আছে; এইটী ঘট, ইহার কর্ত্তা কে? কুম্ভকার। এই এক খানি বস্ত্র, ইহার কর্ত্তা আছে। কে? তন্তুবায়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে, কেহ কোনো দ্রব্য না করিলে, সে দ্রব্য থাকিতে পারে না; কর্ত্তা না থাকিলে দ্রব্য কোথা হইতে আসিবে? সেইরূপ মনে কর, যে সকল স্থান আমাদিগের অগম্য, যেস্থানে যাইবার আমাদিগের কোনো উপায় নাই, সেখানেও বৃক্ষাদি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য দেখা যায়, তাহাদেরও কর্ত্তা আছে, কিন্তু সে কর্ত্তা কে? মানুষ হইতে পারে না, কারণ সে স্থল তাহার অগম্য। তবে মানুষ হইতে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহাদিগের কর্ত্তা—তাঁহাকেই গৌতম ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ। গৌতম বলেন, যে, সকল জীবের আত্মা এক নহে। যদ্যপি এক হইত, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিত। এক জনের সুখে অন্যে সুখী হইত, এক জনের দুঃখে অপরে দুঃখী হইত। কিন্তু যখন এরূপ হয় না, তখন সকলের যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ হইতে পারে? অন্য দার্শনিকমতে চক্ষু কর্ণাদিই আত্মা। গৌতম তন্মত খণ্ডনার্থ বলেন " নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলা, তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে; কারণ যদি নয়নাদি স্বরূপই আত্মা হইত, তবে " আমি চক্ষু" ইত্যাদি ব্যবহার হইত ও নয়নাদির বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইত এবং যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে, পূর্ব্ব দৃষ্ট পদার্থ সকলের স্মরণ হইত না; যেহেতু ঐ পদার্থ-দ্রষ্টা চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং চক্ষু কর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ আর কোন্ ব্যক্তি স্মরণ করিবে?"

'আমি চক্ষু' 'আমি কর্ণ' প্রভৃতি বাক্য যে অসঙ্গত, তাহা দেখাইবার জন্য অধিক প্রমাণ এবং

বহু কথারও প্রয়োজন করে না। 'আমি' এবং 'আমার' এই দুইটী ভিন্ন পদার্থ। আমি বলিলেই সাধারণতঃ আত্মাকে বুঝায়। অতএব "আমি চক্ষু" বলিলে চক্ষুকে আত্মা বলা হইল, কিন্তু চক্ষু কখনই আত্মা হইতে পারে না। 'আমি' যে আত্মাকে বুঝায়, এবং এই 'আমি' যে চক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য হইতে এক বিভিন্ন পদার্থ, তাহার বিশেষ প্রমাণার্থ, সুবিখ্যাত প্লেটোকৃত "প্রথম এল্‌সিবাইডিস" (First Alcibiades) নামক পুস্তকের যে অংশ দর্শনবেত্তা হ্যামিল্‌টন্ (Hamilton) তাঁহার দর্শনশাস্ত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি;—

সক্রেটিস্ (Socrates) এবং এল্‌সিবাইডজ্ (Alcibiades) কথোপকথন করিতেছেন;—

সক্রেটিস। তুমি এখন কাহার সহিত কথা কহিতেছ? আমার সহিত তো?

এল। হাঁ।

সক্রে। এবং আমিও তোমার সহিত কথা কহিতেছি তো?

এল। অবশ্য।

সক্রে। তবে সক্রেটিস্ তোমার সহিত কথা কহিতেছে?

এল। হাঁ।

সক্রে। এবং এল্‌সিবাইডিজ্ শ্রবণ করিতেছে?

এল। অবশ্য।

সক্রে। আমি কি ভাষার দ্বারা কথা কহিতেছি না?

এল। কি? বুঝিতে পারিলাম না—

সক্রে। কথা কওয়া এবং ভাষা ব্যবহার করা কি সমান নয়?

এল। সমান।

সক্রে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো দ্রব্য ব্যবহার করে, এবং যাহা ব্যবহার করে, এই দুইটী কি স্বতন্ত্র নহে?

এল। কি বলিতেছ?

সক্রে। মনে কর, এক জন মাংসচ্ছেদক — সে কি তাহার ছুরিকা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে?

এল। স্বতন্ত্র।

সক্রে। মনে কর বীণাবাদক— সে কি তাহার বীণা হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে?

এল। অবশ্য।

সক্রে। ইহারই কথা আমি তোমাকে বলিতেছিলাম; যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে ব্যবহারকারী ব্যক্তি ব্যবহৃত বস্তু হইতে কি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

এল। তার আর সন্দেহ কি?

সক্রে। আর এক কথা;—মাংসচ্ছেদক কেবল কি ছুরিকা দ্বারা তাহার মাংস ছেদন করে, অথবা তাহার হস্ত দ্বারাও ছেদন করে?

এল। হস্ত দ্বারাও।

সক্রে। তবে সে তাহার হস্তও ব্যবহার করে?

এল। হাঁ।

সক্রে। এবং সেই প্রকারে তাহার কর্ম্মে সে তাহার চক্ষুকেও ব্যবহার করিয়া থাকে?

এল। অবশ্য।

সক্রে। এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ব্যবহারকারী এবং ব্যবহৃত দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ।

এল। হাঁ।

সক্রে। তবে মাংস-ছেদক, এবং বীণাবাদক তাহাদিগের চক্ষু এবং হস্ত হইতে বিভিন্ন পদার্থ।*

* Hamilton's Metaphysics. Lecture IX. page 162—163.

সেইরূপ আমিও আমার চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতিকে ব্যবহার করিয়া থাকি; এবং পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে আমি তবে আমার চক্ষু এবং কর্ণ প্রভৃতি হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ হইলাম এবং সেই 'আমি' পদার্থকেই গৌতম আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত 'আমি চক্ষু' 'আমি কর্ণ' প্রভৃতি বাক্যের অসঙ্গতি দেখাইবার আর কিছু বাকী রহিল না।

বেস কথা; কিন্তু যখন চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা—

অহং স্থূলকৃশোঽস্মীতি সামান্যাধিকরণতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা নচাপর॥

—এই কথা বলিয়া (অর্থাৎ 'আমি চক্ষু' 'আমি কর্ণ' এপ্রকারের বাক্য আমরা কখনো প্রয়োগ করি না বটে, কিন্তু 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' প্রভৃতি যখন আমরা বলিয়া থাকি, তখন আত্মাকেই স্থূল এবং কৃশ বলা হইতেছে) দেহ হইতে আত্মা যে এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই প্রমাণ করিবেন, তখন গৌতম

কি উত্তর দিবেন? গৌতম বলিবেন, যদি আত্মাকেই স্থূল এবং আত্মাকেই কৃশ বলি, তাহা হইলে আত্মার সাকারত্ব প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু আত্মার আকার নাই। সুতরাং 'আমি স্থূল,' 'আমি কৃশ' প্রভৃতি ন্যায়-সিদ্ধ বাক্য নহে। যদিও আমরা এরূপ বাক্য সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সেটা লৌকিক ব্যবহার মাত্র। 'আমার শরীর স্থূল' 'আমার শরীর কৃশ' ইহাই আমাদিগের বলা উচিত; কিন্তু তাহা না বলিয়া যে 'আমি স্থূল; 'আমি কৃশ' বলিয়া থাকি, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা হইলে 'আমি' এই শব্দে আমার 'শরীরকেই' বলিলাম।

আবার যখন 'আমার দেহ' 'আমার কর্ণ' 'আমার চক্ষু' এরূপ কথা বলি, তখন 'আমি' পদার্থটী দেহ, কর্ণ, চক্ষু হইতে যে ভিন্ন, ইহা বলিবার আর বাকী রহিল না। কিন্তু আবার যখন 'আমার আত্মা' বলি; তখন 'আমি' এই পদার্থটীকে আত্মা হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলা হইতেছে, তবে যদি 'আমি' এই পদার্থটীকে দেহ হইতেও এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিলাম, এবং আত্মা হইতেও এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিলাম, তবে 'আমি' কি? গৌতম বলিবেন, 'আমার দেহ' এটী যুক্তিযুক্ত কথা, কিন্তু 'আমার আত্মা' এটী লৌকিক ব্যবহার মাত্র। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'আমিই' আত্মা, তবে 'আমার আত্মা' শব্দে 'আত্মারই আত্মা' বলা হইল, ইহাতে কি বুঝিলাম—কিছুই নহে। তবে 'আমার আত্মা' এ কথাও ন্যায়সিদ্ধ নহে, লৌকিক ব্যবহার মাত্র। কিন্তু গৌতম এতৎসম্বন্ধে আর একটী কারণ দেখান—

"আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল বা আমি কৃশ" ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলিয়া যে স্বীকার করা তাহাও স্থূলদর্শিতার কর্ম্ম বলিতে হইবে, কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে কোনো ব্যক্তিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না, যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে? স্বর্গ বা নরকাদিকে অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? কারণ তাহা হইলে কোনো ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া যাগাদি করিত না এবং পরদার গমনাদিরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেও নিবৃত্ত হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।*"

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শ্রীঃ—

* বাঙ্গালা "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।"

তেমন মানুষ কি হবে?

"মানুষ মানুষ সবাই বলে—
মনের মানুষ কৈ মেলে—তা কৈ মেলে?"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

তেমন মানুষ কি হবে? কেমন মানুষ? যেমন মানুষকে আমি চাই; তুমি চাও; দেশ চায়; সমাজ চায়; এবং সময়ও চায়!

ইহাতে পুনর্ব্বার সেই প্রশ্নই উঠিতেছে—কেমন মানুষ? এবং সে মানুষ কি করিবে? এই দুইটী জিজ্ঞাস্যের সদুত্তর দিতে অবশ্যই চেষ্টা করিব।

প্রেম-তৃষাতুরা কোনো নাগরী স্বীয় কল্পনার সাহায্যে আপনার মনের মত একটী পুরুষকে মনে মনে গঠন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে পারে;—

"তেমন মানুষ কৈ মেলে?
তা কৈ মেলে?"

আমরা সেরূপ কল্পিত পুরুষের কথা তুলিয়া কবির বাটপ্পার বিরহ গান বাঁধিতে বসি নাই!

আবার ধর্ম্ম-তত্ত্ব-পরায়ণ বিবেকী অন্তঃকরণ লোকের কপটত্ব ও ধর্ম্ম-ভেকে জ্বালাতন হইয়া মনে মনে একটী পরম সাধু পুরুষকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঐরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিতে পারে;—

তেমন পুরুষ কৈ মেলে?
তা কৈ মেলে?"

আমরা তাহাও করিতেছি না, কিন্তু তাহার কাছাকাছি ভাবে অভি-

ভূত হইয়াছি বটে!—কিসে?—ক্রমে খুলিব।

আমরা সদর্পে বলিয়া থাকি, এবং মান্দ্রাজ, বোম্বে, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব সভ্য স্থানের লোকেরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী বাবুরা সভ্য, শিক্ষিত ও উন্নত হইয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নয়, লোকে বলে এবং আমরাও বলি, যে আমরা স্বদেশহিতৈষী হইয়াছি। এরূপ খ্যাতি বিস্তারের কতক কারণও আছে—কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবেনা।

যে সম্রাজ্যের কোটী কোটী মানব বহুকাল হইতে রাজকীয় জ্ঞান ও রাজকীয় কর্ত্তব্য এককালে ভুলিয়া গিয়াছিল,—যে দেশের অধিবাসীরা কেবল খাইতে, পরিতে, টাকা আনিতে এবং উৎসবাদি সামাজিক ও বিবাহাদি পারিবারিক আমোদ আহ্লাদ ধর্ম্মালোচনাদি করিতে পাইলেই মনুষ্যত্বের চরম সীমা জ্ঞান করিত—যাহারা ভ্রমেও ভাবিত না, যে, ঐ সব ব্যতীত মনুষ্যের আরো গুরুতর সামাজিক ও রাজকীয় কর্ত্তব্য আছে—যাহারা মূলেই জানিত না, যে রাজা বা রাজপুরুষদিগের কৃত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান সমূহের উপরেই তাহাদিগের নিজের ও সাধারণ সমাজের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং এক ব্যক্তির দুর্দ্দশা হওয়াও যা, সকলের হওয়াও তা—যাহারা কিছুমাত্র বুঝিত না, যে, রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজনিয়ম, সমগ্র সমাজ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, ইহাদের প্রত্যেকে, পরস্পরে ও সকলে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে দৃঢ় বদ্ধ, যে, এক জলাশয়ের চারি ঘাটের জলের ন্যায় এক ঘাট দূষিত হইলেই ন্যূনাতিরেকে সকল ঘাটই কলুষিত হইবে! অধিক কি, রাজ্য তন্ত্রে কোথায় কি হইতেছে, কখন্ কোন্ ব্যবস্থাদি দ্বারা শুভাশুভ কি ঘটিতেছে এবং তাহার তরঙ্গ আসিয়া নিজের অঙ্গে আঘাত লাগিতে কত বিলম্বই বা আছে, তাহারা তাহার কোনো তত্ত্বই রাখিত না—এমত অবস্থায় প্রতিবাদ করা বা সমবেত চেষ্টা দ্বারা অনিষ্টের নিবারণ ও ইষ্টমুলক প্রস্তাব প্রেরণ করা তো বহু দূরের কথা!

যে দেশে এইরূপ ঘোরতম ঔদাসীন্য ও জঘন্য স্বার্থপরায়ণতা ছিল, সে রাজ্য খণ্ডের জনকত অধিবাসী জেতৃজাতীয় সাহিত্যের জ্ঞান ও ব্যবহারের দৃষ্টান্তানুকরণে রাজকীয় স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্য-প্রমুখতার আগ্রহ দেখাইলে—যে স্থলে সকলে নিদ্রিত ও শয়িত, সেখানে জনকতকও অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠিলে—যেদেশে চন্দ্রিকা বিরহিত, সেদেশে খদ্যোতিকা উড়িয়া বেড়াইলে—যে ভূখণ্ডে মহাদ্রুম ছিল না, তথায় এরণ্ড জন্মিলে কি নবোৎসাহ, নব আনন্দ ও নূতন প্রকারের প্রতিষ্ঠাধ্বনি উত্থিত হয় না?

কিয়ৎকালাবধি বঙ্গদেশে তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা সংবাদ পত্র প্রচার, সভাস্থাপন ও টাউন হালে পর্য্যন্ত বক্তৃতাদি করিতে শিখিয়াছি। আমরা সেই সেই উপায়ে রাজকীয় কর্ত্তব্য ও অভাব আন্দোলন করিতেছি—কোন্ ব্যবস্থা ও কোন্ অনুষ্ঠান আমাদের হিতকর বা অহিতকর, তাহা জানিতেছি এবং রাজদ্বারে জানাইতেছি। ইতি প্রকরণের কতকগুলি বাহ্য বার্য্য দেখিয়া আমরা পরস্পরে বাহবা দিতেছি—বহির্ভাগ হইতেও পাইতেছি। কখনো কখনো এত স্পর্দ্ধা ও আনন্দে গলিতেছি, যে, ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করিতেছি। মনে ভাবিতেছি, আর কি, কেল্লা তো ফতে কিয়া!—আমরা কি ছিনু, কি হনু!—আমরা কি সামান্য? আমরা এক জন হয়েছি! যে রাজপুত, যে শিখ্, যে মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতি নিচয় ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য মান্য ছিল; আমরা এক জ্ঞান বলে তাহাদিগকেও হারাইয়া দিয়াছি!—যে বাঙ্গালী জাতি "ভেতো" নামে হেয় ছিল—উপরের ঐ সকলের তুলনায় যাহাদের নামযশঃ ইতিহাসের পাতায় কিছু মাত্র অঙ্কিত ছিল না, আমরা জনকত ইংরাজী শিখিয়া সেই বাঙ্গালী নামে ধি ধি শব্দ জাঁকাইয়া তুলিয়াছি!—অধিক কি, লণ্ডন টাইম্‌স, স্যাটর্‌ডে রিভিউ, লণ্ডন ডেলি নিউস প্রভৃতি উচ্চতম সংবাদ ও সাহিত্য পত্রেও সর্ব্বদা আমরা ঝুলিতেছি!—আমাদের আর পায় কে?

কিন্তু স্থির হও—শাম্য হও—ঠাণ্ডা হও—মস্তিষ্ককে শীতল কর—স্নিগ্ধ স্মরণের ছায়ায় বসিয়া বেস

করিয়া ঠাহরিয়া দেখ দেখি, তোমরা ঐ ধি ধি শব্দের পাত্র হইয়াও এ পর্য্যন্ত কি কার্য্য করিতে পারিয়াছ? রাজপুত, শিখ্, মহারাষ্ট্রীয় এখন যতই কেন মগ্নাবস্থায় পতিত হউক না, তবু তো তাহারা এক এক সময়ে এমন সকল বীর-বৃত্তি ও স্থির কীর্ত্তি করিতে পারিয়াছে, যাহা পাঠ করিলে ধরা ধামে এমন কোনো জাতীয় পুরুষ নাই, যাহাকে (অনুরাগের) হৃৎকম্প অনুভব করিতে না হয়, হইতেছে ও চিরকালই হইবে!

তোমরা তেমন কি করিয়াছ? যদি বল, তেমন করিবার সুযোগ তো এখনও আমরা পাই নাই; তেমন যোগ্যতা ধারণের শিক্ষাও তো আমাদের কপালে ঘটে নাই; আমরা সাহিত্য বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইয়াছি, জ্ঞানে যাহা হইতে পারে, আমরা তাহাই করিতেছি।

কৈ? তোমাদের দ্বারা তাহারই বা কি হইয়াছে? কেরাণীগিরি ও সরকারগিরি বই আর কি করিতেছ? বড় জোর, জন কত নয় সদরমেট ও ডাক্তার এবং আরো অল্পতর সংখ্যায় মুৎসুদ্দি, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ বা উকীল হইতে পারিয়াছ! উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং সুশিক্ষিতের অধ্যবসায় ও যত্নে মনুষ্য যাহা করিতে পারে, কৈ এ পর্য্যন্ত তোমরা তাহার কি করিয়াছ? তোমরা কি কেহ বাষ্প যন্ত্র, তড়িত যন্ত্র ও অন্য শতবিধ শিল্প ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনোরূপ কৌশল নির্ম্মাণে, পরিচালনে, সংশোধনে বা মৎস ধনে সমর্থ হইয়াছ? তোমরা কি এপর্য্যন্ত কেহ হিমালয়ের শেখরে শেখরে বেড়াইয়া বা গুহা গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কোনো প্রকার প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছ? কেহ কি ভূগর্ভ ভেদ করিয়া স্তর-সম্বন্ধীয়, খনি-সম্বন্ধীয় বা ভূতত্ত্ব-বিদ্যার কোনো প্রকরণ-সম্বন্ধীয় কোনো জ্ঞানার্জ্জন বা তত্ত্বাবিষ্কারের যোগ্যতা দেখাইয়াছ? কেহ কি বেলুনারোহণে বায়ব্য সাগরে কখনো ভাসমান হইতে পারিয়াছ? কেহ কি এ পর্য্যন্ত অর্ণব-পোত নির্ম্মাণ, পরিচালন বা প্রকৃত বাণিজ্যের আশায় তদারোহণ করিয়াছ? কেহ কি এ পর্য্যন্ত স্বদেশীয় শিল্পের ও শিল্পীগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া

জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির রীত্যবলম্বনে সূতার কল, বস্ত্রের কল, লৌহ-অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের কল প্রভৃতি স্থাপনার্থ মূল ধন সংগ্রহ; আদর্শ সংগ্রহ; শিক্ষক সংগ্রহ এবং স্বদেশীয় সাধারণের উৎসাহ সংগ্রহের কোনো সামান্য চেষ্টাও করিয়াছ?

তবে তোমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও জ্ঞানের গর্ব্ব কিসে ও কি সে? তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইংরাজী জানিতেন না—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। তোমরা এই নূতন আলোকে প্রদীপ্তমনা হইয়াছ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের সহিত তোমাদের বিভিন্নতা কতটুকু? তাঁহারা খাইতেন, পরিতেন, হাসিতেন, বেড়াইতেন, তোমরাও তাই করিতেছ। তাঁহাদের অধিকাংশ অগম্যাগমন রূপ পাপকে গুরুপাপ ভাবিতেন না, তোমাদেরও অধিকাংশ তাহা ভাবেন না। তাঁহাদের মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি অল্প সংখ্যায় ছিলেন, তোমাদের মধ্যেও তাই। বাড়ার ভাগ, তাঁহারা এক মন এক ধ্যানে স্বধর্ম্ম-পালক ও ঈশ্বর সেবক ছিলেন, তোমাদের স্বধর্ম্ম যে কি, তাহা তোমরাই জান—তোমরা কোন্ ঈশ্বরের কিরূপ সেবক, তাহাও তোমরাই জান! আবার বাড়ার ভাগে তাঁহাদের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি, কেতাবী বিদ্যা ও তজ্জনিত গুণগুলি না থাকুক, কিন্তু যতটুকু বুদ্ধি ও যতটুকু বিদ্যা ছিল, তাহা নিজের বস্তু, স্বাভাবিক বস্তু ও বিশুদ্ধ বস্তু রূপেই বহাল তবিয়তে ভোগ দখল করিতেন; তোমাদের বড় বুদ্ধি ও বড় বিদ্যা যেমন পরকীয় উচ্ছিষ্ট বস্তু, অস্বাভাবিক রুচির জনক এবং পান দোষাদিতে ঘোর কলুষিত ও বিকৃত, তাঁহাদের সেরূপ ছিল না!

আবার প্রাচীন সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ এবং আপেক্ষিক নব্য কালের দৃষ্টান্ত ও লোকাচারের নিকট তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, তাহাতে রাজার অত্যাচার তাঁহাদের দৃষ্টিতে (এখনকার আমাদের দৃষ্টির ন্যায়) তত ভীষণ পদার্থ বলিয়া বোধ হইত না। কেননা, রাজাই মা বাপ, রাজাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ, পিতা অপেক্ষাও রাজা মান্য—রাজাদেশ শিরোধার্য্য—রাজদর্শন মহাপুণ্য—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!"

এমন দৃঢ় সংস্কারের ও অচলা ভক্তির নিকট বিকট প্রজাপীড়নও অন্তঃকরণকে বিশেষ পীড়া দিতে পারিত না! মুসলমানদের যে সব অত্যাচার পড়িয়া আমরা এত কাতর হই, তাঁহারা ভুক্তভোগী হইয়াও তত অন্তর্বেদনা পাইতেন না—শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস, দেশাচার প্রভৃতি সে বেদনার চমৎকার ঔষধ! সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা এবিষয়েও আমরা অধিকতর কষ্টের জীবন বহন করি!

(বড় দুঃখের বিষয়, কোনো বিশেষ কারণ বশতঃ এ প্রস্তাবটী এ সংখ্যায় শেষ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় সেই কারণ সহিত ইহার শেষাংশ প্রকাশ করিব)

ভিখারিণী।

১

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি ফিরি চায়,
কে রে ও রমণী ধূলি মাখা গায়;
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা ক্ষুধায়,
দু পা না যাইতে বসিয়া পড়ে!
বদন-কমল মলিন হয়েছে,
না জানি ও বালা কি জ্বালা সয়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান রয়েছে—
ঐ দেখ জল নয়নে পড়ে!

২

রুক্ষ কেশভার, খড়ি উঠে গায়,
শত গ্রন্থি দেওয়া আঁচল মাথায়,
ট'লে ট'লে চলে, ঠেকা ঠেকি পায়,
ভাঙ্গা লাঠি খানি রয়েছে করে!
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহারে
নিদয় সবাই, করে না দয়ারে!
দয়া কি নাই রে জগত মাঝারে?
দয়া কি নাই রে পামর নরে?

৩

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায় বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী,
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে!
হেন দুখিনীরে করুণ লোচনে
চেয়ে দেখি কেহ যাতনা মোচনে
আগুসর নয়; ছি ছি, কি শরম!
মানব জাতির এই কি ধরম,
বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে?

৪

যদি দয়া ধন থাকিত জগতে,
এ নারী কি আ'জো কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে,
আ'জো কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই!
যেই দিকে চাই দয়া লেশ নাই,
সেই রে নিদয় নিরখি যায়!

৫

ঐ শুন কাণে, ঐ উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে!

নীরস কঠিন পাষাণ বিদরে,
তবুও মানব করে না দয়া!
ধিক নরকুলে, দয়া ধর্ম্ম ভুলে,
অধর্ম্ম-পতাকা আকাশেতে তুলে,
বৃথা অহঙ্কারে ঘুরে মরে ফুলে,
নিদয় হৃদয় বিহীন মায়া!

৬

ঐ শুন কাণে, ঐ উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে;—
"হায় রে বিধাতঃ, অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম!
বিমুখ বিধাতঃ কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কাঙ্গালিনী,
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাড়ালি নিঠুর, নিঠুর নাম!

৭

"কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার?
কি পাপে হরিলি সকলি আমার?
কি পাপে খোদিলি দুখের পাথার,
কি পাপে করিলি এ হেন দশা?
কি পাপে কাড়িলি রাজ সিংহাসন?
কি পাপে পোড়ালি সোণার ভবন?
কি পাপে ভাঙ্গিলি সুখের স্বপন?
কি পাপে কাঙ্গালী সরলা যোষা?

৮

"কে আছে?—কাহারে ডাকিব এবার?
যাতনা মোচনে যতন কাহার?
কঠিন হৃদয় নিরখি সবার,
ভিখারিণী পানে কেউ না চায়!
থাকিতে আমার, নাই রে আমার,
লুঠিল ডাকাতে রতন অপার,
তাড়াইল দূরে করিয়া প্রহার,
অসির নিশানা এখনো গায়!

৯

"এখনো বেদনা হৃদয়ে রয়েছে,
দস্যু দল মোরে যে জ্বালা দিয়েছে,
অবলা রমণী কতই সয়েছে—
সহিছে—সহিবে জনম মত!
এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
যাবে না—যাবে না—কখনো যাবে না!
সুখের সে দিন কপালে হবে না,
ভুগিব জীবনে যাতনা শত!

১০

"একদা আমার ছিল রে সুদিন,
ছিল কত সুত সময় প্রবীণ,
হইত অরুক ভীরুতা-মলিন,
শুনিলে যাদের অসির নাদ।
সে সব সুতের সময়ে আমার
আছিল গরিমা অবনী-মাঝার,
মাননীয়া আমি ছিলাম সবার,
হায়, বিধি তায় সাধিলি বাদ!

১১

"এখনো তো মোর শত শত ছেলে,
কিন্তু কেহ নয় কেন রে সেকেলে?
মনে করে যদি পারে অবহেলে,
এ দুখ আমার করিতে নাশ;
যে উদরে হলো জনম তাদের,
সে গর্ভে জনম নয় কি এদের?

পা'র না কি এরা দুখিনী মায়ের,
পূরণ করিতে মনের আশ?

১২

"মনে যদি করে, এখনি তা পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী মাঝারে
আগেকার মত চির সুখিনী।
কিন্তু কারো, হায়, নাহি সে যতন,
একটীও নয় তাদের মতন,
কপালের দোষে সে সুখঘটন
হবে না—রহিব চির দুখিনী।

১৩

"দিবা নিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের ব্যভার কেমন,
দুখিনী মায়ের অশ্রু বিমোচন
করিতে কারই বাসনা নাই!
থাকিতে ইহারা, ডাকাতে আমারে
কাঙ্গালিনী ক'রে দুখের পাথারে
দিল রে ভাসায়ে! কব তা কাহারে?
এ জগতে হেন কাহারে পাই?

১৪

"কারে বা জানাব? কেই বা আসিবে?
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে?
আমি কাঁদি বটে, সে যে রে হাসিবে,
বাড়িবে দ্বিগুণ মরম-জ্বালা!
কাজ নাই আর, বলিব না কারে;
নরের অসাধ্য বিপদ এবারে;
তাই দয়াময় ডাকিছে তোমারে;
ভিখারিণী আমি ভারত বালা!"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

দৃশ্য কাব্য।

(সম্ভ্রান্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

"কালে হন্ত কৃতান্ত রাহুবদনং তস্মিন্ কবীন্দ্রৌগতে, সংপ্রাপ্তং মলিনং কবিত্ব-কুমুদং হা! শোচনীয়াং দশাং।"

এই শ্লোকটী কি হৃদয়-বিদারক! যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই বোধ হইবে, ভারতবর্ষে কবিত্বের অসীম অধোগতি হইতেছে। যখন সেই দিবসের কথা আমাদের স্মৃতি পথে উদয় হয়, যে সময় জয়দেব আপনার কবিত্ব শক্তি প্রভাবে গীত গোবিন্দ লিখিয়া আবাল বৃদ্ধ সমগ্র জনগণের চিত্তহরণ করিয়াছিলেন; যখন মনে করি, শূদ্রক নিজে রাজা হইয়াও দৈব শক্তির উৎসাহিতা গুণে মৃচ্ছকটিক নাটক প্রণয়ন দ্বারা নাটকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশ এবং নাটকের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন; যখন স্মরণ হয়, কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ

রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও অভিনয় কার্য্যে উৎসাহ দানার্থ স্বয়ং রত্নাবলী নামক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং সমস্ত লোককে আহ্লাদ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; যখন মনে উদিত হয়, নাগপুর-নিবাসী কবিবর ভবভূতি মালতী-মাধব, উত্তর রাম চরিত ও মহাবীর-চরিত প্রচারিত করিয়া জন-মনোরঞ্জন পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব প্রভাবে এখনও যেন সজীব রহিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি যখন ইহা আমাদের স্মরণপথে উপস্থিত হয়, যে, প্রসিদ্ধ কবিকুল-শ্রেষ্ঠ কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নররত্ন সভা সমুজ্জ্বল করিয়া বিক্রমাদিত্যের উৎসাহে তাঁহার কবিতার সাক্ষ্যস্থল, সকলের পরিচিত শকুন্তলা নাটক প্রণয়ন পূর্ব্বক এখন পর্য্যন্তও সমস্ত ভারতের—সুদ্ধ ভারত কেন—এক জন ইংরাজ বলিয়াছেন সমস্ত পৃথিবীর—শ্রেষ্ঠ মানাকর্ষণ ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, আবার যখন এক্ষণকার যৎসামান্য জঘন্য অকর্ম্মণ্য নাটকাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমরা কি অভূতপূর্ব্ব দুঃখ ভারে আক্রান্ত হই! কিন্তু উপমা-বিরহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে এক্ষণকার নাটক সমস্ত যথার্থ সে-রূপ জঘন্য না হইলেও হইতে যখন আমরা সেই পুরাকালিক আধুনিক, উভয়ের তুলনা করি, তখন বটে তাহাদের মধ্যে আকাশ তাল ভিন্নতা দেখিতে পাই। সেই বিশুদ্ধ স্বাভাবিক পদার্থর সহিত কি এক্ষণকার উদ্ভাবিত অনুবাদিত বস্তু সকল তুল্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি উৎকৃষ্ট বিমল বস্তু সকল দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কি অন্য হইতে গৃহীত সমান পদার্থ দর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয়? হীরকের সহিত কি সামান্য কাচের সাদৃশ্য হইতে পারে? কিন্তু যখন যেমন, তখন তেমন, এটীও সারবান প্রাচীন বচন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত বলিয়া কেহ কি অগঙ্গদেশে সরোবরে স্নান করিবে না? সুতরাং তুলনা ভুলিয়া এখন যাহা পাইতেছি তাহারই উত্তমাধম নির্ব্বাচিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ঈশ্বরের এমনি চমৎকার নিয়ম, যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কাহারও কখনো হয় না। অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের দর্শন পাওয়া

পা'র না কি এরা দুখিনী মায়ের,
পূরণ করিতে মনের আশ?

১২

"মনে যদি করে, এখনি তা পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী মাঝারে
আগেকার মত চির সুখিনী।
কিন্তু কারো, হায়, নাহি সে যতন,
একটীও নয় তাদের মতন,
কপালের দোষে সে সুখঘটন
হবে না—রহিব চির দুখিনী।

১৩

"দিবা নিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের ব্যভার কেমন,
দুখিনী মায়ের অশ্রু বিমোচন
করিতে কারই বাসনা নাই!
থাকিতে ইহারা, ডাকাতে আমারে
কাঙ্গালিনী ক'রে দুখের পাথারে
দিল রে ভাসায়ে! কব তা কাহারে?
এ জগতে হেন কাহারে পাই?

১৪

"কারে বা জানাব? কেই বা আসিবে?
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে?
আমি কাঁদি বটে, সে যে রে হাসিবে,
বাড়িবে দ্বিগুণ মরম-জ্বালা!
কাজ নাই আর, বলিব না কারে;
নরের অসাধ্য বিপদ এবারে;
তাই দয়াময় ডাকিছে তোমারে;
ভিখারিণী আমি ভারত বালা!"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

দৃশ্য কাব্য।

(সম্ভ্রান্ত বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

"কালে হন্ত কৃতান্ত রাহুবদনং ভস্মিন্ কবীন্দ্রোগতে, সংপ্রাপ্তং মলিনং কবিত্ব-কুমুদং হা! শোচনীয়াং দশাং।"

এই শ্লোকটী কি হৃদয়-বিদারক! যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই বোধ হইবে, ভারতবর্ষে কবিত্বের অসীম অধোগতি হইতেছে। যখন সেই দিবসের কথা আমাদের স্মৃতি পথে উদয় হয়, যে সময় জয়দেব আপনার কবিত্ব শক্তি প্রভাবে গীত গোবিন্দ লিখিয়া আবাল বৃদ্ধ সমগ্র জনগণের চিত্তহরণ করিয়াছিলেন; যখন মনে করি, শূদ্রক নিজে রাজা হইয়াও দৈব শক্তির উৎসাহিতা গুণে মৃচ্ছকটিক নাটক প্রণয়ন দ্বারা নাটকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্ন প্রকাশ এবং নাটকের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন; যখন স্মরণ হয়, কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ

রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও অভিনয় কার্য্যে উৎসাহ দানার্থ স্বয়ং রত্নাবলী নামক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং সমস্ত লোককে আহ্লাদ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; যখন মনে উদিত হয়, নাগপুর-নিবাসী কবিবর ভবভূতি মালতী-মাধব, উত্তর রাম চরিত ও মহাবীর-চরিত প্রচারিত করিয়া জন-মনোরঞ্জন পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব প্রভাবে এখনও যেন সজীব রহিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি যখন ইহা আমাদের স্মরণপথে উপস্থিত হয়, যে, প্রসিদ্ধ কবিকুল-শ্রেষ্ঠ কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নররত্ন সভা সমুজ্জ্বল করিয়া বিক্রমাদিত্যের উৎসাহে তাঁহার কবিতার সাক্ষ্যস্থল, সকলের পরিচিত শকুন্তলা নাটক প্রণয়ন পূর্ব্বক এখন পর্য্যন্তও সমস্ত ভারতের—সুদ্ধ ভারত কেন—এক জন ইংরাজ বলিয়াছেন সমস্ত পৃথিবীর—শ্রেষ্ঠ মানা কর্ষণ ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, আবার যখন এক্ষণকার যৎসামান্য জঘন্য অকর্ম্মণ্য নাটকাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমরা কি অভূতপূর্ব্ব দুঃখ ভারে আক্রান্ত হই! কিন্তু উপমা-বিরহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে এক্ষণকার নাটক সমস্ত যথার্থ সে-রূপ জঘন্য না হইলেও হইতে যখন আমরা সেই পুরাকালিক আধুনিক, উভয়ের তুলনা করি, তখন বটে তাহাদের মধ্যে আকাশ তাল ভিন্নতা দেখিতে পাই। সেই বিশুদ্ধ স্বাভাবিক পদার্থর সহিত কি এক্ষণকার উদ্গীরিত অনুবাদিত বস্তু সকল তুল্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি পূর্ব্বাবধি উৎকৃষ্ট বিমল বস্তু সকল দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কি অন্য হইতে গৃহীত সমস্ত পদার্থ দর্শন করিতে প্রবৃত্তি হয়? হীরকের সহিত কি সামান্য কাচের সাদৃশ্য হইতে পারে? কিন্তু যখন যেমন, তখন তেমন, এটীও সারবান প্রাচীন বচন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত বলিয়া কেহ কি অগঙ্গদেশে সরোবরে স্নান করিবেনা? সুতরাং তুলনা ভুলিয়া এখন যাহা পাইতেছি তাহারই উত্তমাধম নির্ব্বাচিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ঈশ্বরের এমনি চমৎকার নিয়ম, যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কাহারও কখনো হয় না। অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের দর্শন পাওয়া

যায়। চতুর্দ্দিক বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর ভূমির মধ্যেও নির্ম্মল জল-পূরিত উৎস দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ অভিনয় ব্যাপারে অস্মদ্দেশ বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া অধুনা তৎপিপাসা শান্তির কথঞ্চিৎ উপায় দৃষ্ট হইতেছে। অশ্লীল ও অস্বাভাবিক যাত্রার স্থলে সৎভাবোত্তেজক নাট্যশালা সমূহ দেখা দিতেছে। জঘন্য ছড়া, পাঁচালি, গীত-পালা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, রামাভিষেক, লীলাবতী প্রভৃতি উদিত হইয়া সেই জঘন্যতার অপনোদন করিতেছে। আবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অভিনয় কার্য্য যে প্রণালীতে ও যেভাবে নির্ব্বাহিত হইত, এখন ক্রমে তাহাতেও উন্নতি হইতেছে। পূর্ব্বে কোনো ধনী নিজ ব্যয়ে বা কতিপয় বন্ধু বান্ধব চান্দা সংগ্রহে আত্মীয় সাধারণের পরিতোষার্থ, কেহবা তামাসাচ্ছলে, কেহবা স্বদ্ধ আমোদ আশায়, কেহবা স্বার্থমূলক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্মান লাভার্থ, কেহবা প্রতিহিংসার বশে, কেহবা সখের প্রাণের ব্যাকুলতায়, কেহ কেহ বা কেবলই ইয়ার্কি ও মজার অনুরোধে এবং কেহ কেহ বা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধিতে স্বল্প কালের নিমিত্ত রঙ্গ ভূমি নির্ম্মাণ দ্বারা অভিনয় করিতেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাইতে পাইত না, সুতরাং তাহা সাধারণ বস্তু ছিল না। এখন কয়েকটী বৈতনিক সম্প্রদায় হওয়াতে সে অভাব নিবারিত হইয়াছে ও ক্রমে আরো হইতে চলিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, যদি উদ্দেশ্য স্মরণে রাখিয়া বিবেচনার সহিত চলেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা উপকার ও বিশুদ্ধ আমোদ, দুই হওনের সম্ভব। নচেৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া মত্ততার সহিত চলিলে ঘোর অপকার ও পূর্ব্বাপেক্ষাও নীচ আমোদ যে জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই! পূর্ব্বে এক খানি নাটকের অভিনয় বৎসরান্তেও হওয়া কঠিন বোধ হইত, তাহাও উত্তম রূপে নির্ব্বাহিত হইত না, এক্ষণে তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে তাহা করিয়া—প্রতি সপ্তাহে নব নব নাটকাভিনয় করিয়া আপনাদের পারদর্শিতা প্রদর্শন সহকারে আনন্দোৎপাদনে সমর্থ হইতেছেন। তাঁহারা যে চান্দা না তুলিয়া একবারে টিকিট বিক্রয় দ্বারা

নিজের উপার্জ্জনে নিজের কীর্ত্তি রক্ষ করিতে পারিতেছেন, ইহা সাধারণের সামান্য আসান ও তাঁহাদের সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। এক্ষণে ভরসা করি, তাঁহারা যে কাব্যামোদ কুমুদের বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যত্নে কালে যেন তাহা অতি সুন্দর পুষ্প-লতিকার পরিণত হয়! ইতিহাসে পাঠ করা যায়, সকল দেশেই নাট্যালয় স্থাপন দ্বারা দৃশ্যকাব্যের উন্নতি ও উৎসাহ হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে দেশের আচার, ব্যবহার, রুচি ইত্যাদির শুভ দিগেই পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হওয়া স্বাভাবিক ও প্রার্থনীয় ফল; ভরসা করি এখানেও সেইরূপ হইবে। কিন্তু এই মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ বর্ত্তমান অবস্থায় নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

১ম। সাধারণতঃ বলিতেছি, যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এ পর্য্যন্ত নাটক প্রস্তুত হয় নাই, তাহার প্রণয়ন জন্য উৎসাহ দিয়া তৎপরে তত্তদ্বিষয়ের অভিনয় করা।

২য়। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে সকল স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অসীম উৎসাহ সহকারে মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন, তদবলম্বনে নাটক লিখিতে উৎসাহ দান ও অভিনয় করা।

৩য়। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা প্রভৃতির নাটক সমুদয়ের মধ্যে এক একটী বিশেষ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে; পরবর্ত্তী বাঙ্গালা নাটক সমূহে যাহাতে সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বজাতীয় নির্দ্দিষ্টভাব বা পদ্ধতি বিশেষ থাকে, তাহার জন্য উৎসাহ ও যত্ন করা।

৪র্থ। যদিও রামাভিষেক, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, রুক্মিণী হরণ, সীতাহরণ, সীতার বনবাস, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটক সকল পৌরাণিক ঘটনা সম্বন্ধীয় নাটক; যদিও আরো দুই একজন পৌরাণিক নাটকাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; তথাপি তদতিরিক্ত আমাদের প্রধান পুরাণ শাস্ত্র রামায়ণ ও মহাভরতে এত অধিক ঘটনা আছে—এত বিষয়, এত চরিত্র, এত নীতি, এত রস আছে, যে, যদি সে সমুদয়ের অবলম্বনে এক এক খানি নাটক প্রস্তুত হয়, তবে আমাদের দেশে সন্নীতিমূলক ও সুরুচিবর্দ্ধক নাট-

কের অভাবমাত্র থাকে না। আমরা নাটক প্রণয়নের এত উপকরণ রাশি পাইয়া—এমন অক্ষয় ভাণ্ডার পাইয়াও কি জন্য তাহার সুবিধা পরিত্যাগ করি? কেনই বা সেইরূপ নাটক লিখিতে বিরত থাকি? এমন সুযোগ সত্ত্বেও তাহার অবহেলা করা অল্প অজ্ঞতার কার্য্য নহে! অতএব তাহাতে যত্ন করা, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা, আমাদের এক্ষণে সম্পূর্ণ উচিত।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটক এ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে ও অভাবানুযায়ী প্রণীত বা অভিনীত হয় নাই। কেহ উক্ত অভাব পূরণার্থ ইংরাজী ঐতিহাসিকের ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু সেটী তাঁহাদের ভ্রম। তাহাতে আমাদের কোনো বিশেষরূপ উপকারই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়, যে সময়ে অনুপম সাহস বীর্য্য শালিনী বীরাঙ্গনারা স্বয়ং যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন; যে সময়ে

"——ক্ষত্রিয় ললনা——
খুলি স্বর্ণ অলঙ্কার, খুলি চারু রত্নহার,
সমরের ব্যয় তরে দিয়াছে অঙ্গনা;
রণে পাঠায়েছে সুতে করি উত্তেজনা!"

যে সময়ে অতুল বল-বিক্রম সহকারে মহারাষ্ট্রীয়েরা যবন-সমর-প্রাঙ্গণে নিপতিত হইয়া আপনাদের কীর্ত্তি-মন্দির অবিনশ্বররূপে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে; যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর রণজিৎ সিংহ বীরাগ্রগণ্য নিজ সৈন্য শিকদিগের সহিত পঞ্জাব রাজ্য বিপক্ষ শোণিতে ধৌত করিয়াছিলেন; এবং যে সময়ে ঝান্সী রাণীর ও কুমার সিংহের অতুল বীরত্ব, অসীম রণদক্ষতা সকলের মুখেই ধ্বনিত হইয়াছিল; সেই সময়ের—ভারতের সেই প্রকৃত ঐতিহাসিক সময়ের—এমন অনেক কথা, অনেক ঘটনা আছে, যাহা নাটকাকারে অভিনীত হইলে আমরা সেই ঐতিহাসিক কালের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সমাজ পদ্ধতি বিষয় সকল জানিতে সক্ষম হই; সেই সময়ের নানা প্রকার সাহিত্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি; বিশেষতঃ তখনকার অসমসাহসিকতা, অসীম বীরত্ব ও অসাধারণ স্বদেশপ্রিয়তার বিষয় শিক্ষা করিতে পারি এবং তৎসঙ্গে সূক্ষ্মতর

ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভেও সমর্থ হই। অতএব উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করা, উৎসাহ দেওয়া, যত্নবান হওয়া আমাদের নাট্য সমাজ সমূহের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন, যে, সামাজিক এত বিষয় থাকিতে ঐতিহাসিক বিষয়ে এত হস্তক্ষেপ কেন? হাঁ যথার্থ বটে যে প্রয়োজনীয় সামাজিক বিষয় লইয়া নাটক করাও শ্রেয়ঃ; তাহাতে সামাজিক পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া সচ্চরিত্রতার প্রবৃত্তি উদয় হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল সামাজিক বিষয়ই যথা সর্ব্বস্ব করা কর্ত্তব্য নহে; তৎসঙ্গে ঐতিহাসিক বহু বিষয়ও গ্রহণ করা বিধেয়। কারণ ঐতিহাসিক কার্য্য লইয়া নাটক করিলে নাটকের ও নাটকত্বের বিশেষ সৌন্দর্য্য ও সাহস এবং সন্নীতির বৃদ্ধি হইবে; জাতীয় সাধারণ উন্নতি সাধন করা ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবে না!

পূর্ব্ব বলিয়াছি, ইংরাজী ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যে প্রায়ই এক একটী স্বাতন্ত্রিক নির্দ্দিষ্ট ভাব ও পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত নাটক সকলের নায়ক নায়িকারা প্রায় দেব দেবী বা বীর ও বীরাঙ্গনা। বীরোচিত কার্য্য দ্বারা সেই সকল নাটকের শেষ হয়। উক্ত নাটক সকল পাঁচ হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্কে বিভক্ত থাকে। এবং প্রতি অঙ্কের শেষে অভিনায়কদের প্রস্থান হয়। ভদ্র ব্যক্তিদিগের কথোপকথন সংস্কৃত ভাষায় এবং নিম্ন শ্রেণী লোকদিগের কথা বার্ত্তা প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক সকল উপরূপক নামে অভিহিত হয়। ইহা এক হইতে চারি পর্য্যন্ত অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহাতে সামান্য মনুষ্যের আচার ব্যবহারাদি বর্ণিত থাকে। এইরূপ সংস্কৃত নাটক সকলের একটী স্বতন্ত্র রীতি বা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে। ইংরাজীতেও শ্রেণী বিভাগ, বিষয় বিভাগ, পদ্ধতি বিভাগ আছে। বাহুল্য ভয়ে এবং অধিকাংশ পাঠক জ্ঞাত আছেন বলিয়া তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিলাম না। বাঙ্গালাভাষার দৃশ্য কাব্য জন্য সেইরূপ স্বতন্ত্র প্রণালী রীতি, ভাব, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হওয়াও উচিত।

স্বয়ম্বর।

(বঙ্গবালার উক্তি)

১

হায় হায় কি পাপের দায়—
হায় কিবা খণ্ড তপস্যায়—
হায় কি অধর্ম্ম বলে, এসে এই ধরাতলে,
নারী জন্ম হলো বাঙ্গালায়!

২

এদেশের কতই কুরীতি,
ভাবিলে ব্যাকুল করে ভীতি;
আমরা অবলা নারী, কিছুই করিতে নারি,
কেবল চ'কের জলে তিতি!

৩

বলেছে ঘটক কালীবর,
আগে নাকি ছিল স্বয়ম্বর,
যে মেয়ের হবে বিয়ে, সভাস্থলে সেই গিয়ে
মনোমত বেছে নিত বর!

৪

ভারতের রূপ গুণরাশি,
শত শশী এক ঠাঁই বসি,
মালা গেঁথে নানাফুলে, মনোচাঁদে মন খুলে
গলে দিতে পারিত রূপসী!

৫

লাজেতে দিত না মাত্র বাধা—
কাজেই হতো না কোনো ধাঁধা;
দুজনে দুজনা চায়, দুজনার মন ভায়,
পড়িত সরল প্রেমে বাঁধা!

৬

এখন ঘটেছে ভাগ্যে ছাই,
মন জানা মাত্র আর নাই;
মা বাপের মুখচেয়ে, সাপখর বেজী মেয়ে,
দুজনার দুখে ম'রে যাই!

৭

একালে কেবল লোকে বলে,
অমুকের তপস্যার ফলে,
পে য়েছিল সোণামেয়ে, তারদিকে নাহিচেয়ে
অনায়াসে ফেলে দিল জলে!

৮

বর্ণ যেন স্বর্ণ চাঁপা ফুল,
পা সমান এক গোছা চুল,
মুখখানি বড় খাসা, চ'কদুটী ভাসা ভাসা,
ঠিক যেন চিত্রের পুতুল!

৯

বাছা যেন রূপে ভগবতী,
লিখিতে পড়িতে সরস্বতী,
সবেগায় গুণমালা, মন অতি খোলাখোলা
সুবুদ্ধি সুশীলা শান্তমতি।

১০

এ কি লাজ! জনক ঠাকুর,
মাথা খেয়ে দুইটী চক্ষুর,
বড় কুলীনের ঘর, আনিল বাছিয়া বর,
ঠিক যেন মুটিয়া মজুর!

১১

মেয়ে যবে একথা শুনিল,
একবারে মরমে মরিল—
অসুখ হয়েছে ব'লে, নির্জ্জন শয়নছলে,
মুখ গুঁজে কতই কাঁদিল!

১২

হায় বঙ্গবাসিনী দুঃখিনী—
পিঞ্জরে আবদ্ধা বিহঙ্গিনী—
দেশাচারেবাক্‌রোধ, বোধসত্ত্বেহীনবোধ,
মর্ম্মে জাগে মর্ম্মের কাহিনী!

১৩

চিরকাল সুখ দুঃখ ভার;
সমর্পিত হবে করে যার,
হেনপতি বেছেনিতে, নাহিশক্তি মতদিতে,
ধন্য ধন্য ধন্য দেশাচার!

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

বৈরনাগ উৎস।

কাশ্মীরে বৈরনাগ অতি রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উৎস। ইহাকে উৎস না বলিয়া প্রকৃত জলাশয় নামে বাচ্য করা যাইতে পারে। কারণ, এই জলাশয় রূপ উৎসের জলাধার অষ্ট কোণ বিশিষ্ট, প্রায় ১১০ ফিট প্রশস্ত এবং ৫০ ফিট গভীর। ইহার চতুষ্পার্শে ৬ ফিট প্রস্থ পথ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর আছে। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে প্রাচীরের উপরি ভাগে অট্টালিকাদি নির্ম্মিত ছিল। ইহার গাত্রে জলাশয়ের দিকে ২৪ টী খিলান আছে। মধ্যভাগস্থ খিলানে এক খণ্ড পাষাণোপরি নিম্নলিখিত গদ্য ও পদ্য পারসীক ভাষায় লিখিত আছে;—

গদ্য।

পাদশায়ে হফ্‌ৎ কিস্‌বর, সেয়েন শায়ে, আদালত গুস্তর, আবুল মুজাফ্‌ফর, নুর উদ্দীন, জেহাঙ্গির পাদশা, ইব্‌নে আকবর পাদশাহে গ জী, বিতারিখ সন ১৫ জলুস দরিঁ সর্‌ চশমে ফয়েজ আইন নজুলে ইজ্‌লাল ফরমুদন্দ্‌। তা ই ইমারৎ বহকুমে আঁ হজরৎ সুরতে এৎমাম ইয়াফ্‌ৎ।

পদ্য।

আজ্‌ জেহাঙ্গির শাহে আকবর শা।
ইঁ বিনা সর্‌ কশীদ্‌ বর্‌ আফ্‌লাক্‌॥
বানীয়ে আকল্‌ ইয়াফ্‌ৎ তারিখস্‌
কসর্‌ আবাদ্‌ যশমে বৈরনাগ।—
সন ১০২৯।

গদ্যার্থ।

স্বধর্ম্ম রক্ষক আকবর বাদশাহের পুত্র জেহাঙ্গির বাদশাহ, যিনি সপ্ত সাম্রাজ্যের সম্রাট, অধীশ্বরের অধীশ্বর, ন্যায়পথাবলম্বী, জয়ের পিতা অর্থাৎ সর্ব্বত্র জয়শীল, এবং ধর্ম্মের জ্যোতিঃ স্বরূপ, তিনি পঞ্চ-

দশ বৎসর শাসনকালে এই পরমোপকারী এবং স্বচ্ছ উৎস তটে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করন। তাঁহার আদেশ ক্রমে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

পদ্যার্থ।

আকবর শাহের পুত্র জেহাঙ্গির শা হইতে এই হর্ম্ম্য মস্তকোত্তোলন করিয়া গগনস্পর্শ করিয়াছে।

শেষ চরণ অর্থাৎ "কসর্ আবাদ্ চশমে বৈর নাগ" শব্দ চতুষ্টয়ের সাঙ্কেতিক গণনা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণ কাল বুঝিয়া লইবেন।

প্রাগুক্ত শব্দ চতুষ্টয়ের গণনা ১০২৪ এবং পদ্যাংশের নীচে সন ১০২৯ অঙ্কিত আছে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, সন ১০২৪ সালে জেহাঙ্গির বাদশাহের আদেশ ক্রমে এই জলাশয় ও হর্ম্ম্যাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। সন ১০২৯ সালে উহা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে উক্ত উৎকীরণ যথা স্থলে স্থাপিত হইয়াছে।

জলাশয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য মৎস্য আছে। উহাদিগের বধ নিষিদ্ধ। উহারা নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—আহার্য্য বস্তু নিক্ষেপ মাত্রেই সহস্র সহস্র এক স্থলে পিণ্ডাকারে সংগ্রহ হয়—এক অপরের উপর শয়িত—উহাদিগের কল্ কল্ শব্দে ও পুচ্ছাঘাতে মনোহর ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে—আহার লইয়া পরস্পরে বিবাদ করিতেছে—দেখিতে পরম রমণীয়। জলাশয়স্থ জল নীলমিশ্রিত গভীর সবুজ। কিন্তু যৎকালে প্রবাহ দ্বারা বহির্দ্দেশে নিঃসৃত হইতেছে এবং ব্যবহারার্থ উত্তোলন করা যায়, তখন এমনি স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক রংবিশিষ্ট দেখায়, যে, পরস্পরের বৈলক্ষণ্য দর্শনে অবাক্ হইতে হয় এবং একটী উৎসের জল নয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। অপর, উহা এমনি শীতল, যে, দারুণ নিদাঘকালে স্পর্শ করিলে অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে।

এগার ফিট প্রস্থ ও ন্যূনাধিক তিন ফিট গভীর পাষাণ নির্ম্মিত এক প্রণালী দ্বারা জল নিয়ত অনর্গল ভাবে ও প্রবলবেগে বহির্ভাগে নিঃসৃত হইতেছে, তথাপি জলাশয়ের জল কিছু মাত্র হ্রাস হয় না। এই প্রণালীর উপরিভাগে বর্ত্তমান

নরপতি ভ্রমণকারীদিগের নিমিত্ত এক অত্যুত্তম বারাদরি অর্থাৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই প্রবাহ জলাশয় পরিত্যাগ করিয়াই দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী মৃত্তিকার ভিতর দিয়া গমন করতঃ কিয়দ্দূরে যাইয়া দুই স্থলে ফোয়ারার ন্যায় স্ফীত হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপর প্রবাহের সহিত মিলিত হওতঃ ক্ষুদ্র নদীর আকারে প্রবাহিত হইয়া বিতস্তা নদীর আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন, যে, বৈরনাগ হইতে বিতস্তা নদী উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু ইহা ভ্রমমূলক।

উক্ত প্রণালীর বহির্দ্দারের বামভাগস্থ প্রাচীরে এক পাষাণ খণ্ডে নিম্ন লিখিত সুললিত, রসপূর্ণ ও অর্থগর্ভ পারস্য কবিতা খোদিত আছে;—

হাইদর বহুকুমে শাহে জাহান
পাদশায়ে দহর্।
শুকুরে খোদা কি সাক্ত চে কিঁ
আব্ সর্ জোয়ে॥
ইঁ জোয়ে দাদা অস্ত্ ব জোয়ে
বেহিস্ত আব্।
জিঁ আব্সর্ ইয়াফ্তা কাশ্মির
আব্রু॥
তারিখ জোয়ে আব্ বুগুফ্তা
শরোনে গ্যায়েব্।
আজ্ চশ্মে বেহিস্ত বেরু আমদা অস্ত্ জোয়ে॥

অন্যার্থ।

হাইদর ঈশ্বরানুগৃহীত ও সার্ব্বভৌম শাজেহান সম্রাটের অনুমত্যনুসারে এই প্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। এই প্রবাহ স্বর্গীয় জল ধারাকে বিশুদ্ধ করিতেছে এবং এতদ্দ্বারা কাশ্মীরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

সুরলোক বাসীরা কহিতেছেন, "চশ্মে বেহিস্ত" হইতে "জোয়ে" উৎপন্ন হইয়াছে—(শেষ চরণ দেখ) অর্থাৎ "চশ্মে বেহিস্ত" (স্বর্গীয় প্রস্রবণ) হইতে এই "জোয়ে" (প্রবাহ) উৎপন্ন হইয়াছে। এই চরণের অপর অর্থ এই, যে, "চশ্মে বেহিস্ত" শব্দের গণনা হইতে "জোয়ে" শব্দের গণনা অন্তর করিলে এই প্রবাহের নির্ম্মাণ দিন অবধারিত হইতেছে। অর্থাৎ "চশ্মে বেহিস্ত" শব্দের সাংকেতিক গণনা বা চিহ্ন ১০৬৩ এবং

"জোয়ে" শব্দের চিহ্ন ১৯ বাদ দিলে ১০৪৪ হইল। সুতরাং সন ১০৪৪ সালে এই প্রবাহ নির্ম্মিত হয়।

প্রত্যুত, বৈরনাগ অতি রমণীয় স্থান। বাদশাহদিগের শাসন কালে ইহা আরো উৎকৃষ্ট ছিল। চিহ্ন নিচয় দেখিয়া স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, এস্থলে অনেক হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত এবং প্রবাহে ফোয়ারা মালা বিরাজিত ছিল। কথিত আছে, জেহাঙ্গির সম্রাটের প্রিয়তমা রাজ্ঞী নূরমহল বা নূরজেহান তৎ সমুদায় আপন অভিরুচি অনুসারে বিন্যাস করেন। এই স্থান সমুদয় দিল্লীশ্বর অপেক্ষা জেহাঙ্গির বাদসাহের অধিকতর প্রিয়বিলাসস্থান ছিল। যৎ কালে তিনি কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বরমগোলা নামক আড্ডাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেন জীবদ্দশায় আপন প্রিয় বিলাসভবন বৈরনাগে যাইতে পারেন। অথবা, যদি কৃতান্ত একান্তই জীবিত যাইতে না দেয়, তাহা হইলেও যেন বৈরনাগে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়! কিন্তু বেগম নূরজেহান তাঁহার মৃতশরীর লাহোরের সন্নিকটস্থ সাদেরা নামক স্থানে লইয়া গিয়া গোর দেন এবং তথায় আপন বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেন।

নিরাশা।

আর কেন? অনেক হয়েছে!
অভাগার প্রাণে অনেক সয়েছে!
কেন বার বার, অশনি প্রহার
কর শিরে?
যা'ক্ সব ফিরে,
জনমের মত, আগেকার যত
সুভাব কুভাব!
আর নাহি চাব,
স্নেহদয়া আশে ওমুখ পানে!
আগে যথা চেয়েছি অজ্ঞানে!
আগে যদি জানিতাম, লভিতে অমরধাম,
নরকের অগ্নিকুণ্ডে আছাড়িয়া পড়িব;
অথবা সুধার আশে, করযোড়ে শশী-
পাশে,
প্রার্থনা করিয়া শেষে হলাহল পাইব;
অথবা সলিল-তরে, সম্বোধি জলদবরে,
ভীষণ অশনিপাতে জ্বলে পুড়ে মরিব;
তা হলে উন্নত নেত্রে, স্বরগের নীলক্ষেত্রে,
অনিমেষ এত কাল কেন চেয়ে থাকিব?
দোষ গুণ ভুলে যাও;
মোরেও ভুলিতে দাও;
স্মৃতি হতে পুঁছে ফেল এই অভাগারে!
অভাগার শেষ ভিক্ষা এই এ সংসারে!

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ,
ভবানীপুর।

মোগল সম্রাটগণের তালিকা।

(All rights reserved.)

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপতের প্রথম যুদ্ধে সম্রাট বাবর (বাবুর) পাঠান বংশীয় শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদিকে পরাভূত করিয়া ভারতবর্ষে মোগলাধিপত্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে যদিও তদীয় পূর্ব্বপুরুষ তৈমুর (তৈমুরলঙ্গ) বাদশাহ এবং মাতামহের পূর্ব্বপুরুষ জঙ্গিস খাঁ ক্রমান্বয়ে দুইবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই শাসন ভার গ্রহণ করেন নাই। কেবল বহুমূল্য রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। তৈমুর হইতে বাবর ষষ্ঠ সম্রাটের পদে গণনীয়। ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাট বলিয়া যাঁহাদিগকে গণনা করা যায়, তন্মধ্যে সম্রাট বাবরই প্রথম। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে আরো পাঁচ জন মোগল সম্রাটের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ভারতবহির্ভূত সম্রাট। ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে বাবর হইতে ঔরঙ্গজেব (খৃঃ ১৭০৭) পর্য্যন্ত ছয় জন সম্রাট বিশেষরূপ ক্ষমতাপন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী মহম্মদ আজিম শা* হইতে মহম্মদ শা (১৭৪৮ খৃঃ) পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটদিগের পূর্ব্বকার প্রখর প্রতাপের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনঃ পুনঃ মোগল সম্রাটদিগের উপর নিরতিশয় ক্ষমতা প্রকাশ করে। ইহাই সম্রাটদিগের হীনপ্রভাবের আর একটী কারণ হইয়াছিল। তদনন্তর মহম্মদ শার স্থানাভিষিক্ত আহম্মদ শা হইতে পরবর্ত্তী যে কয়েক জন ব্যক্তি সম্রাট হন, তাঁহাদিগকে নামমাত্র সম্রাট বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। আলি গৌহার দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা নিম্নে মোগল সম্রাটদিগের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দি-

* ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ কয়েকখানি ইংরাজী ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, তথায় এই সম্রাটের নাম পাইলাম না কিন্তু পারস্য ইতিহাসে আছে। ইংরাজী ইতিহাসে এই নামটী না থাকায় একটী বিষম ভ্রম বোধ হয়।

তেছি, দুই এক খানি পারস্য বা উর্দ্দু ইতিহাস ভিন্ন অপরাপর ইতিহাসে ঈদৃশ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পাওয়া দুর্ঘট।

আমীর তৈমুর (হিজিরা ৭৩৬ বা খৃঃ ১৩৩৫ অব্দ) হইতে আলি গৌহার দ্বিতীয় শাহ আলম (হিজিরা ১২১৯ বা খৃঃ ১৮০৬ অব্দ) পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটদিগের বিবরণ নিম্নোক্ত তালিকায় প্রকাশ কর যাইতেছে।

১। আমীর তৈমুর সাহিবকুইরান্, ফরদোস্ মুকান।

পিতার নাম আমীর তরাগাজী। মাতার নাম তকিনু খানুম হিজিরা ৭৩৬ কুশ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজিরা ৭৭১ বালখ নগরে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিজিরা ৮০৭, সমরকুণ্ড (সমরকন্দ) নামক স্থানের প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে অব্বার (অভ্র) গ্রামে কলেবর ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৪ টী পুত্র রাখিয়া যান।

সমরকুণ্ড শহরতলীতে কবর দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চান্দ্র ৭০ বৎসর ১১ মাস ২২ দিন। রাজত্বকাল চান্দ্র ৩৫ বৎসর ১১ মাস ৫ দিন।

২। মীরন্ শা জেলালুদ্দীন।

পিতার নাম আমীর তৈমুর।

হিজিরা ৭৬৯ সমরকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ৮০৭ অজুরবৈজন ও সমরকুণ্ডের মধ্যস্থলে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ৮১০ মিজা যুসুফ তুর্কমানের সহিত যুদ্ধে হত হন। মৃত্যুকালে ৮ টী পুত্র রাখিয়া যান।

তব্রিজ শহরতলীর মধ্যে দায়ুদ উদ্যানে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৪০-৭-১০। রাজত্বকাল চাং ২-৪-১০।

৩। মির্জা সুলতান মহম্মদ।

পিতা—মীরন্ শা জেলালুদ্দীন। মাতা মীহ্রনশ।

হিং ৮১০ সমরকুণ্ডের সন্নিকটে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ৮৫৫ শারীরিক পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ২টী পুত্র রাখিয়া যান।

কুশ নগরের শামসুদ্দীন কুলারের মস্‌জিদের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। চাং ৪৫ বৎসর রাজত্বকাল।

৪। সুলতান অবুসিউইদ্।

পিতা—সুলতান মহম্মদ মির্জা।

হিং ৮৩৭ সমরকুণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ৮৫৫ গিজনী (ঘজনিন্) নগরে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ৮৭৩, হোসেন বেগ তুর্কমানের

সহিত যুদ্ধে হত হন। মৃত্যুকালে ৯ টী পুত্র রাখিয়া যান।

সমরকুণ্ডে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৩৬ বৎসর। রাজত্বকাল চাং ১৮ বৎসর।

৫। সুলতান ওমর সেখ মির্জা।

পিতা—সুলতান অবুসিউইদ।

হিং ৮৬০ সমরকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ৮৭৩ কর্ম্মানু নামক স্থানে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ৮৯৯ কপোত-গৃহের ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৩ টী পুত্র এবং ৫ টী কন্যা রাখিয়া যান।

সমরকুণ্ডের নিকটে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৩৯ বৎসর। রাজত্বকাল চাং ২৬ বৎসর।

৬। বাবুর জহিরুদ্দীন ফারদোস্ মুকানি।

পিতা—ওমর সেখ মির্জা। মাতা জঙ্গিস খাঁর বংশোদ্ভব য়ুসন্ খাঁর কন্যা কুতলুক নিগর খানুম।

হিং ৮৮৮ ফর্ম্মানু নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ৮৯৯, কুশ এবং ইন্দজান নামক স্থানের মধ্যে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ৯৩৭ আকবরাবাদস্থ চিহার নামক উদ্যানে শারীরিক পীড়া বশতঃ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৪টী পুত্র এবং ৩টী কন্যা রাখিয়া যান।

কাবুলে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৪৯ বৎসর ৪ মাস ১ দিন। রাজত্বকাল চাং ৩৭ বৎসর। তন্মধ্যে ৫ বৎসর ১০ দিন হিন্দুস্থানে অতিবাহিত করেন।

৭। হুমায়ুন নসিরুদ্দীন জন্নৎ আসিয়ানি।

পিতা—বাবুর। মাতা আহম্মদ জামের পৌত্রী মাহম বেগম।

হিং ৯১৩ কাবুলের দুর্গ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ৯৩৭ আগ্রা বা আকবরাবাদ নগরে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। হিং ৯৬৩ দিল্লী নগরীস্থ রাজপুস্তকালয়ের সোপানে স্খলিতপদ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে ১ টী পুত্র রাখিয়া যান।

প্রাচীন দিল্লীস্থ মহুবি ইলাহির মস্‌জিদের নিকটে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৪৯ বৎসর ৪ মাস ৯ দিন। রাজত্বকাল চাং ২৫ বৎসর ১০ মাস ২৮ দিন।

৮। আকবর জেলালুদ্দীন অর্ফিয়াসিয়ানি।

পিতা—হুমায়ুন। মাতা আহম্মদ জামের পৌত্রী হুমিদুবানু বেগম।

হিং ৯৪৯ লাহোরের অন্তঃপাতী

অমরকোটের দুর্গ মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ৯৬৩লাহোরের অন্তঃপাতী ঈদগাহ কুলনর নামক স্থানে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১০১৪ শারীরিক পীড়িত হইয়া কলেবর বিসর্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে ৩টী পুত্র রাখিয়া যান।

আগ্রার নিকটস্থ সেকেন্দার নামক স্থানে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৬৪ বৎসর ১১ মাস ৭ দিন। রাজত্বকাল চাং ৫২ বৎসর ২ মাস ৯ দিন।

৯। জাহাঙ্গীর নুরুদ্দীন জন্নৎ মুকান।

পিতা—আকবর। মাতা—রাজা বিহারীমলের কন্যা।

হিং ৯৭৭ আগ্রার অন্তঃপাতী ফতেপুর শিকরি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১০১৪ আগ্রার দুর্গে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। হিং ১০৩৭ চলুরহাটী গ্রামে শ্বাসরোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৫টী পুত্র এবং ২টী কন্যা রাখিয়া যান।

লাহোরের নিকটে নুরজুহান বেগমের উদ্যানে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৫৯ বৎসর ১১ মাস ১২ দিন। রাজত্বকাল চাং ২২ বৎসর ৯ মাস ২৫ দিন।

১০। শাজিহান সাহবুদ্দীন ফরদোস্ আসিয়ানি।

পিতা—জাহাঙ্গীর। মাতা রাজা মুলদীন বুন্দেলার কন্যা জৎবাই।

হিং ১০০০ লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১০৩৭ লাহোরের দুর্গ মধ্যে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১০৭৬ আগ্রার দুর্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বররোগে কলেবর ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৪টী পুত্র এবং ৩টী কন্যা রাখিয়া যান।

আগ্রা নগরে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৭৬ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন। রাজত্বকাল ৩০ বৎসর ৩ মাস ২৬ দিন। তন্মধ্যে আগ্রা দুর্গের কারাগার মধ্যে ৯ বৎসর অতিবাহিত করেন।

১১। ঔরঙ্গজেব মহিজুদ্দীন, আলমগীর খুল্দ মুকান।

পিতা—সাজিহান। মাতা আসফ খাঁর কন্যা মুতাজমহল।

হিং ১০২৮ গুজরাটের অন্তঃপাতী দোহদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১০৬৮ সরহিন্দের নিকটস্থ বিজাবাদ উদ্যানে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১১৮ দক্ষিণ প্রদেশে শারীরিক পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৪টী পুত্র রাখিয়া যান।

ঔরঙ্গাবাদের ৮ ক্রোশ দূরে খুল্দাবাদস্থ সেখ জৈনুদ্দীনের মসজিদের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৯১ বৎসর ১৩ মাস। রাজত্বকাল চাং ৫১ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন।

১২। মহম্মদ আজিম শা।

পিতা—ঔরঙ্গজেব। মাতা শা নুবাজ খাঁর কন্যা বানুবেগম।

হিং ১০৬৩ দক্ষিণ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হিং১১১৮ আহম্মদাবাদের অন্তর্গত সালামর উদ্যানে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১১৯ আগ্রার অন্তর্ব্বর্ত্তী জাজিউ পরগণায় বাহাদুর সার সহিত যুদ্ধে হত হন।

হুমায়ুন বাদশাহের মস্জিদ মধ্যে কবর দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৫৫ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন। মালোয়া দুর্গে রাজত্বকাল চাং ৩ মাস ২০ দিন।

১৩। বাহাদুর শা ১ম শাহ আলম খুল্দমন্জিল।

পিতা—ঔরঙ্গজেব। মাতা নুবাব বাঁই।

হিং ১০৫৩ দক্ষিণ প্রদেশস্থ হাইদরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১১১৮ আজিমশার সহিত যুদ্ধযাত্রার সময় জাজিউ নগরে রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন।

হিং ১১২৪ লাহোর নগরে শারীরিক পীড়ায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে ৪টী পুত্র রাখিয়া যান।

দিল্লী নগরে খাজা কুতবুদ্দীনের সমাধিমন্দিরের নিকটে কবর দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৬৯ বৎসর ৫ মাস ১৮ দিন রাজত্বকাল ভারতবর্ষের মধ্যে চাং ৫ বৎসর ৮ মাস।

(পরে প্রকাশ্য)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বর্ত্তমান লেখকগণ।

মধ্যস্থ মহাশয়! ইহাঁদিগের বিষয় ভাবিলে হাসিতেও হয় কাঁদিতেও হয়। কাব্য লিখুন, নাটক লিখুন, নবন্যাস লিখুন, যিনি যাহাই লিখুন না কেন, ব্রিটিস ভাণ্ডার হইতে রত্ন অপহরণ না করিলে কাহারও এক কলম লিখিবার সাধ্য নাই। আচ্ছা, সে উত্তম কথাই—পিতৃপিতামহগণ তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রদিগের জন্যই ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া যান। কেহ যদি সেই পিতৃপিতামহাদির উপকার স্বীকার না করে, তবে কি যার পর নাই অন্যায় করা হয় না? ফলতঃ কৃতজ্ঞতার সহিত সেই ধনসম্পত্তি ব্যবহার করা উচিত। স্বার্থপর নব্যলেখকদের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা যার ধনে মানুষ, তাহাকেই অবজ্ঞা ও তাহার প্রতিই দারুণ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছা আপনাদের পেট ভরিলেই হইল; তোমারই খাইব আর তোমারই ঘাড় ভাঙ্গিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি, তাঁহারই প্রথম ভাগ পড়িয়া বঙ্কিমবাবু মানুষ, এখন কিনা তিনি

সেই বিদ্যাসাগরেরই ঘাড় ভাঙ্গিতে চান! একি কম আস্পর্দ্ধা ও অহঙ্কারের কথা! শুনিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে! অজ্ঞান বঙ্কিমবাবুর ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে, চাম্‌চিকা কখন পক্ষীরাজ গরুড়ের সমযোগ্য নহে; হিমাদ্রি কখন সামান্য মলয় হিল্লোলে বিচলিত হয়েন না; খদ্যোতিকার ক্ষীণালোকে পূর্ণশশী মলিন হয়েন না। কিন্তু হায়! অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া বঙ্কিম বাবু জ্ঞান-শূন্য! এক্ষণে তাঁর বিচার শক্তি কোথায়? নহিলে তিনি 'ঢাকের কাছে ট্যামটেমীর বাদ্য আরম্ভ করিবেন কেন? নিতান্ত বাতুলের কার্য্য! * সে যাহা হউক, আর্য্যদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় "মধুমক্ষিকাদংশন" বলিয়া একটী কবিতা আছে। তাহার ভাবটী অতীব চমৎকার। রাজকৃষ্ণ বাবু সেটীর রচয়িতা হইয়া আপনাকে বড় করিতে চাহেন; আপাততঃ তাঁহারই রচিত বলিতে হইবে; কিন্তু তিনি সেটীর রচয়িতা না হইয়া আপনাকে অনুবাদক বলিলে, বোধ হয়, সত্য বজায় থাকিত, তাঁহারও মানের হানি হইত না। যাঁহার রচিত তাঁহারও গৌরব বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু যশোলাভাশায় অন্ধ হইয়া আপনার অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদানার্থ প্রকৃত কবির গৌরব গোপন করিয়াছেন। ইটী তাঁহার নিতান্ত ভুলের কার্য্য হইয়াছে। আলোক গিরি কহিনুর আমি শিরে ধারণ করিলে কেহ কি সে মণিকে আমার কহিবে? সবলেই বলিবে আমি তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছি।

"কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে" ইত্যাদি কবিতাকে কেহ কি রঙ্গলাল বাবুর কহিবে, সেক্ষপীরের বলিয়াই অবশ্য সকলে স্বীকার করিবেন। তাহা দেখুন;

> To gild refined gold, to paint the sky,
> To throw a perfume on the violet,
> Is wasteful and ridiculous indeed.

রাজকৃষ্ণ বাবুর তাহাই হইয়াছে। ও কবিতাটী তাঁহার হইবে না; উনি এর অনুবাদক। যাঁহার কাব্যভাণ্ডার হইতে এ রত্নটী অপহৃত হইয়াছে তিনি আসিতেছেন, এখন প্রকাশিত হইয়া আপনার রত্নের দাওয়া করিবেন। রাজকৃষ্ণ বাবু! ভয় কি? তিনি আপনার উপর বড় খুসি হইয়াছেন, কারণ আপনা হইতেই আজ্ এদেশে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হইল। কেবল তাঁহার নামটী যে প্রকাশ করেন নাই এইটীই গোলযোগের কথা!

মহাশয়! টমাস মুর হইতে এই কবিতাটী অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর এটী গোপন রাখা অত্যন্ত অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবু! আপনার গুপ্তকথা এই প্রকাশ হয়, রাগ করিবেন না!

Moore's Poetical works.

THE ODES OF ANACREON.

ODE. XXXIV,

Cupid once, upon a bed
Of roses laid his weary head;
Luckless urchin, not to see
Within the leaves a slumbering bee!
The bee awaked, with anger wild—
The bee awaked and stung the child.
Loud and piteous are his cries;
To Venus quick he runs—he flies!
" O mother!——I am wounded through—
I die with pain——in sooth I do!
Stung by some little angry thing,
Some serpent on a tiny wing—
A bee it was—for once, I know,
I heard a rustic call it so."
Thus he spoke, and she the while
Heard him with a soothing smile;
Then said, "My infant, if so much
Thou feel the little wild bee's touch,
How must the heart, ah Cupid! be
The hapless heart that's stung by thee."

৫ই মাঘ, ১২৮১ সাল।

শ্রীউচিত বক্তা।
বাহুতাসাহিত্যসমাজ।

* বিদ্যাসাগর-বিষয়ক বঙ্গদর্শনের লিপি যে বঙ্কিম বাবুর লেখা; ইহা উচিতবক্তা কিরূপে জানিলেন? শ্রীমধ্যস্থ।

বাঙ্গালীর সাহসের হ্রাস।

যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমরকুশলতায় বাঙ্গালী অনভিজ্ঞ ছিল এবং সমরাঙ্গণে প্রায় কখনই সৈনিককার্য্য করিত না, কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালী সাহসিককার্য্যে এককালেই যে বিরত ছিল, এমত নহে। পূর্ব্বে প্রায় প্রতি গ্রামেই— বিশেষতঃ কোনো কোনো জিলার প্রায় প্রতি বাটীতেই অসি-ক্রীড়ক, তীরেন্দাজ, লাঠিয়াল বা মল্লযোদ্ধার সংখ্যা বিস্তর দৃষ্ট হইত। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান অবস্থার শান্তি-সম্বন্ধীয় শাসনের শৈথিল্যাতিশয্য ঘটাতে ডাকাইতির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। কতক লোক দস্যুদলে সংশ্লিষ্ট থাকা জন্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক দস্যুহস্তে আপনাদের ও প্রতিবাসীদের সম্পত্তি রক্ষা করণাভিপ্রায়ে অসি, সড়্‌কী ও লাঠিখেলা এবং তীরক্ষেপণকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা এবং সর্ব্বদা অভ্যাস করিত। সুদ্ধ ইতরলোক নহে, ভদ্রসন্তানেরাও ঐ ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিপুণ হইতেন। খিড়কীসদরে ডা-

কাইতের ঘাঁটা বসিয়াছে, দরজা কাটিতেছে, ভাস্কর চীৎকার ধ্বনিতে গগন ভেদ করিতেছে, পুরন্ধ্রীবর্গ ধন, মান, প্রাণের আশায় নিরাশ হইয়া ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র জপিতেছে, এমন সময় দস্যুদলে শব্দ উঠিল "জাল গুটো জাল গুটো" কয়েক নিমেষ মধ্যেই সেই ভীষণ আততায়ীদল অন্তর্দ্ধান হইল।

কেন তাহারা পলাইল, তাহা তখন কেহ জানিল না; কিন্তু পরক্ষণে প্রকাশ পাইল, বাটীর কর্ত্তা ছাদের উপর হইতে বা কোনো সুনিপুণ প্রতিবাসী নিকটস্থ কোনো বৃক্ষান্তরাল হইতে এমন সুলক্ষ্যে তীর ছুড়িয়াছিলেন, যে, দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ প্রাণে হতাশ্বাস হইয়া অগত্যা আপনাদের মুখের শীকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধিত হইল!

অ বা পাইকবিদ্যায় সুশিক্ষিত কোনে মহাশয় কিম্বা বেতনভুক্ কোনো পাইক একাকী দুর্বৃত্তদলের সম্মুখীন হইয়া এরূপ প্রতিযোগিতা এবং সাহসিকতা দেখাইয়াছেন, যে, ডাকাইতেরা কোনো মতেই আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

এরূপ আখ্যায়িকা আমরা বালককালে বিস্তর শুনিতাম—দুই একটা এক প্রকার প্রত্যক্ষও করা হইয়াছিল। আমাদের গ্রামে বর্দ্ধমান অঞ্চলের একজন গুরুমহাশয় থাকিতেন; তিনি একদা এক তলবীদার ভৃত্য সঙ্গে হুগলি জিলার মধ্য দিয়া স্বীয় গ্রামাভিমুখে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে একটী দীর্ঘ প্রান্তর ও বিল মধ্যে গিয়া পড়িলেন। মাঠের পরে এক খানি গ্রাম দেখা যাইতেছে। বেলা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, তাহাও ডুবিল। তখনও মাঠের ছয় আনা কি সিকি ভাগ অতিক্রম করিতে আছে। এমত কালে সম্মুখস্থ একটী পুরাতন দীর্ঘিকার পাড়ের অভ্যন্তর হইতে একটী নরমস্তক উন্নত হইয়া তাহাদিগকে যেন দেখিতে লাগিল। তলবীদার আতঙ্কে কম্পিত ও পতিত প্রায় হইয়া উঠিল। গুরু মহাশয় তাহাকে প্রচুর সাহসবাক্যে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহাতেও ভীরু ভৃত্য সাহসী না হওয়াতে গুরুমহাশয় তাহার মস্তক হইতে তলবীটী নামাইয়া তন্মধ্যে যে দীর্ঘ ভোজালিখানি ছিল, তাহা

হস্তে লইয়া বলিলেন "আর তোর ভ কি? তুই আমাকে তো জানিস—এই অস্ত্র আমার হাতে থাকিলে দশ জন দস্যু আইলেও চিন্তা নাই!" ভৃত্য কথঞ্চিৎ সাহসী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল।

ওদিগে এক এক করিয়া তিনটী মস্তক ক্রমে উঠিল। তলবীদার পশ্চাতে ও পার্শ্বে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া সভয়ে বলিল "মহাশয়! আবার ঐ বামদিকে দেখুন—দূরবর্ত্তী ঐ আর একটী পুকুরের পাড় হইতে আর দুই জন যেন নামিয়া আসিতেছে" বাস্তবিক তাহাই বটে। কিন্তু তাহারা তখনও অনেক দূরে। অতএব গুরুমহাশয় ভাবিলেন, তাহারা না আসিতে আসিতে ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে।

ডাকাইত তিন জন ক্রমে ঘেরাওভাবে তাহাদের পথ রোধ করিয়া ডাকিয়া কহিল "যদি প্রাণ চা'স্ তবে সঙ্গে যা কিছু আছে রেখে চ'লে যা।" তলবীদার তাহাদের ভীষণ রব শুনিবামাত্র মস্তক হইতে তলবীটী ফেলিয়া ছুটিয়া এক দিকে পলাইল। দুর্বৃত্তেরা তাহাকে কিছুমাত্র বলিল না। গুরুমহাশয় দেখিলেন, এক জন মনুষ্য তবু নিকটে খাড়া থাকিত, ভৃত্যের ভীরুতায় তাহাও হইল না। এখন নিজের বাহুবল ও সাহস ভিন্ন বাঁচিবার উপায় নাই। অতএব সজোরে উত্তর দিলেন "তোরাও যদি বাঁচ্‌তে চাস্, তবে চ'লে যা—কেন আর ব্রাহ্মণের কোপানলে পুড়ে ম'র্ব্বি?" দস্যুরা হাসিয়া উঠিল—তাহারা ভাবিল, এব্যক্তি বাম্‌নাই ফলাইতেছে। একজন বলিল "ওরে বাঘকে আবার গোবধের পাপ কি! তোর মতন কত বা'ম্‌নের মাথা এই বিলে গড়াগড়ি যাচ্ছে!" ইত্যাকারের বাক্‌যুদ্ধের পর তিনজনে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি যদি নিরস্ত্র হইতেন, তবে তাহারা অত সাবধানে আসিত না। এক জনের হস্তে এক লোহাবাঁধা লাঠি, এক জনের হাতে তলবার ও ঢাল এবং তৃতীয়ের হস্তে চাবিজাল; শেষে অস্ত্রই ভয়ানক—গুরুমহাশয় প্রথম দুইটীর জন্য কিছুমাত্র ভীত হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন—নিজ

গ্রাম হইতে অ..ক ডাকাইতকে ভাগাইয়াছেন। সেই পিতার পুত্র, এবং বাল্যাবধি তাঁহারইনিকট শিক্ষিত—মধ্যে কেবল এ অঞ্চলে গুরুমহাশয়গিরি করাতে অস্ত্রচালনার অভ্যাস কমিয়াছে—তথাপি অন্যের পর্ব্বত!

তিনি ছল ক্রমে যেন তলবীটী ভালরূপে বাঁধিবার চেষ্টা পাইতেছেন, এমনি ভঙ্গী দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার খগ-চক্ষু দুর্ব্বৃত্তদিগের প্রত্যেকের প্রতি সম্পূর্ণ অবহিত আছে। তিনি দেখিলেন, লাঠিয়াল জালধারীকে ইঙ্গিত করিল—জালধারী জাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্ষেপণ করে আর কি, এমন সময় তিনি সহসা ভয়ানক এক লম্ফ দিয়া লাঠিয়ালকে কাটিয়া অম্নি নিমেষ মধ্যে ঘুরিয়া জালধারীর পশ্চাতে গিয়া তাহার জানুদেশে স্বীয় তীক্ষ্ণ ভোজালির এক ঘা মারিলেন! অমনি প্রপতিত—তৃতীয় দস্যু যৎপলায়তে স জীবতি!"

এ গল্পের শেষ করিতে গেলে অনেক বাহুল্য হইয়া পড়ে। সেই রাত্রিতে তিনি সম্মুখস্থ গ্রামে গিয়া ও তাঁহার যে সব বিপদ ঘটিয়াছিল—যেহেতু সেই গ্রাম সুদ্ধই প্রায় ডাকাইত—তিনি যেরূপ অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও কৌশলে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহার সমুদয় বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। একটী দয়াশীলা বৃদ্ধার কৃপাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। সে অনেক কথার কথা। ফলে আমাদের এই দেখানো অভিপ্রায়, যে তখন চতুর্দ্দিগে বিপদও যেমন বহুল, অস্ত্রালক সাহসীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। ব্রিটিস শাসনে সেসব বিপদ গিয়াছে—দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে—ভালই হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কিন্তু হায়! সেই সবল সাহসিকতা যে এককালে তিরোহিত হইয়াছে, এ ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবার নহে! রাজা যদি তৎপরিবর্ত্তে যুদ্ধবিদ্যায় আমাদিগকে অভ্যস্ত রাখিতেন, কিম্বা গ্রাম্য সাহসিকতা ও অস্ত্রাদি চালনার কোনোরূপ উৎসাহজনক পদ্ধতি করিয়া দিতেন, তবেই যথার্থ প্রজা-হিতৈষী ভূপতির ন্যায় আমাদের নমস্য হইতে পারিতেন। তাঁহারা বঙ্গদেশকে এককালে যে নির্ব্বীর্য্য তোতা পাখীর দেশ করিয়া তুলিলেন, তাঁহাদের এ অপরাধ আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না!

সম্প্রতি বিদ্যালয় সমূহে যে ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিবে বটে, কিন্তু যথেষ্ট নহে। তাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য, অঙ্গচালনার স্ফূর্ত্তি এবং বল জন্মিবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র চালনার শিক্ষা ব্যতীত আততায়ী মনুষ্য ও হিংস্র জন্তু হস্তে আত্মরক্ষার আশা কি? সম্প্রতি বদনগঞ্জে একটী ব্যাঘ্র আসিয়া ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে, দেশের লোক তাহার কিছুই করিতে পারিতেছে না। এত লোকে কিছু পারিল না, কিন্তু যদি একজন মাত্র ইংরাজ তথায় থাকিত, তবে কি এমন দশা ঘটে? আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ এডুকেশন গেজেট হইতে সেই ব্যাঘ্র দৌরাত্ম্য বৃত্তান্তটী অবিকল উদ্ধার করিতেছি, এতৎ পাঠে বাঙ্গালীর হীনতা এবং অস্ত্র শস্ত্র চালনার আবশ্যকতা আরো সহস্রগুণে উপলব্ধ হইতে পারিবে। অতএব এই দীর্ঘ প্রস্তাবোদ্ধারের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হইব না, বরং আশা করি এতৎপাঠে সাধারণের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

"ব্যাঘ্রের উপদ্রব।

মহাশয়! আমাদিগের এই বদনগঞ্জ একটী বিশিষ্ট গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিম ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে বগড়ি এবং বিষ্ণুপুর পরগণার অধিকারে যে সকল ঝাড়ি শাল জঙ্গল আছে, সেই সকল জঙ্গল মধ্যে এক এক সময় ভল্লুক প্রভৃতি বন্য পশু সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল পশুর মধ্যে কেবল ভল্লুক এই শীত ঋতু সময়ে কখন কখন এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর ইক্ষু ক্ষেত্রে আসিয়া ইক্ষু ফসল নষ্ট ও অন্যান্য উপদ্রব মাত্র করিয়া থাকে; বস্তুতঃ নরমাংস লোলুপ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুদিগকে কখন পল্লীর মধ্যে আসিয়া কোন দৌরাত্ম্য করিতে দেখা যায় না এবং শুনাও যায় না।

সম্প্রতি এই গ্রামের সান্নিধ্যে ফুলুই গ্রামে একটা বৃহৎ চিতা ব্যাঘ্র সহসা আসিয়া মনুষ্যের প্রতি ভারি উপদ্রব করিতেছে। তাহার ভীষণ অত্যাচারের শঙ্কা প্রযুক্ত ঐ স্থানের নিকট নিবাসী ব্যক্তি মাত্রেই গৃহের বাহির হইতে পারে না। সূর্য্য অস্ত হইলেই এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী যাওয়া সুদুষ্কর।

বলিতে কি, বিগত ১৯ শে পৌষ দিবা ১ ঘণ্টা বাকী থাকিতে ঐ ফুলুই গ্রামের "লেজপাড়ায়" সদ্গোপ জাতীয় মধু লেজ নামক এক ব্যক্তি নিজ কার্য্য উপলক্ষে আপন বাটীর নিকটস্থ ইক্ষু ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছিল; এমন সময় ঐ দুষ্ট ব্যাঘ্র ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া মধুর প্রতি আক্রমণ করায় মধুর চীৎকারে ২।৩ জন প্রতিবাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যাঘ্রটা কেবল নখের দ্বারা মধুর অঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া দিয়া ঐ ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করে। মধু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক এইরূপ সামান্যতঃ আক্রান্ত হইয়া আপন গৃহের দিকে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যাঘ্রটা পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া মধুর বাটীতে গিয়া মধুর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ সারদাকে সম্মুখে পাইয়াই তাহাকে আক্রমণ করে; মধুর ভ্রাতৃজায়া শিবানী ইহা দেখিয়া নিজ বধূর প্রাণরক্ষার্থ একগাছা মার্জ্জনী হস্তে লইয়া ব্যাঘ্রকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে, ফলতঃ মার্জ্জনীর প্রহারে তাহার কি হইতে পারে? সে মার্জ্জনীকে ভয় করিবে কেন? ব্যাঘ্র গোটাকত মার্জ্জনীর ঘা সহ্য করিয়া যখন ঐ বধূকে ছাড়িয়া দিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক শিবানীকে ধরিল, তখন মধুর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হস্তে এক কুঠার লইয়া ঐ কুঠারটী ব্যাঘ্রের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়ায়, অমনি ব্যাঘ্র শিবানীকে ছাড়িয়া দিয়া রামলালকে ধরিল।

এদিকে শিবানী গার জ্বালায় অস্থির হইয়া জ্বালা নিবৃত্তির জন্য নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া গোটাকত ডুব দিয়াই পুনর্ব্বার স্নেহ ও মায়া-প্রযুক্ত ব্যাঘ্রের করাল কবল হইতে আপনার পুত্রকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত একটী সামান্য আঁইস বঁটী লইয়া সেই বঁটী ব্যাঘ্রের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া দিয়া সজোরে টান মারায় ব্যাঘ্রের দন্ত একটী খসিয়া পড়াতে ব্যাঘ্র রামলালকে ছাড়িয়া দিয়া পুনর্ব্বার শিবানীকে ধরিল, এইরূপ কিয়ৎক্ষণ ধরাধরি ও পরস্পর টানাটানি হওয়াতে অন্যান্য প্রতিবাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে শঙ্কা প্রযুক্তই হউক, বা দন্তের জ্বালাতেই হউক, ব্যাঘ্রটা শিবানী, রামলাল ও শারদাকে ছাড়িয়া দিয়া নিকটস্থ একটী বাঁশ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করায় সেই অবকাশে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত শরীরে শিবানী, রামলাল, শারদা এবং মধু প্রভৃতি পরিবার সমস্ত আপন আপন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলে ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার বাঁশ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ৭ টা হইতে ২।৩ টা পর্য্যন্ত ঐ গৃহস্থের বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিয়া

এরূপ বিকট মূর্ত্তি ধারণ এবং ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন করে যে, সমস্ত গৃহস্থকে ঘরের ভিতর মৃতবৎ নিঃশব্দ ভাবে থাকিতে হইয়াছিল; এবং তদ্দর্শনে দর্শকেরাও পলাইয়া যে যাহার ঘরে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। কি গৃহস্থ, কি প্রতিবাসী সকলেরই দ্বার বন্ধ থাকাতে নরমুখ দর্শন অভাবে ব্যাঘ্র আপনার আধিপত্য ক্রমে শিথিল করিয়া রাত্রি শেষে ঐ স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গেলে পর "বাঘ নাই, বাঘ নাই" যখন অধিবাসী কর্ত্তৃক প্রাতে এই অভয় শব্দ হইল, তখন গৃহস্থেরা যে যাহার দ্বার মোচন করিয়া গৃহ হইতে বাহির হয় এবং তাহাদের জনৈক ব্যক্তি এই স্থানের আউট পোষ্টে আসিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। উক্ত সংবাদদ্বারা অত্রত্য পুলিস ষ্টেশনের হেড কনষ্টেবল কতিপয় কনষ্টেবল ও চৌকীদার প্রহরী সমভিব্যাবারে ঘটনা স্থলে গিয়াছিলেন সত্য বটে, পরন্তু তাহারা ব্যাঘ্রের অন্বেষণাদি কিছুই করিতে পারে নাই, কি করিয়াই বা করিবে? একে তো তাহাদের বন্দুকাদি সজ্জা নাই, তাহাতে কেহই আবার শীকারী নয়; সৌভাগ্যবশতঃ ব্যাঘ্রও তাহাদের ভাগ্যে তিরোহিত। আর কি হইবে? যে বেচারারা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়াছিল, পুলিস কেবল তাহাদিগকে লইয়াই ডাক্তারখানায় পাঠাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হওয়ায় শিবানীর মৃত্যু হয়। বক্রী যে তিনজন জীবিত ছিল, শকটারোহণে পুলিস তাহাদিগকে লইয়াই এখানকার গবর্ণমেণ্ট এণ্ডেমিক চিকিৎসালয়ের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবুর সমীপে উপস্থিত হইলে ডাক্তার বাবু কর্ত্তৃক ঐ তিন জনের জখমের চিকিৎসা হইতেছিল; কিন্তু —"অভাগার ভাগ্যে বৈকুণ্ঠেও সুখ নাই" বিগত কল্য শারদার মৃত্যু হইয়াছে, অবশিষ্ট দুইজন জীবিত আছে; তাহাদের ক্ষতঘায়ের বিশেষ প্রতীকার হইতেছে না। সুতরাং তাহাদের জীবনলাভের সম্ভাবনাও অত্যল্প।

এক্ষণে এইরূপ কিংবদন্তী যে, ব্যাঘ্রটী এ পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত হয় নাই। ঐ স্থানের নিকট ভয়ানক বাঁশের জঙ্গল ও ইক্ষুক্ষেত্র থাকায় ব্যাঘ্র তন্মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর সত্য, ইহার অনুসন্ধান আর কে করে? বাস্তবিক এ পর্য্যন্তও আছে। এখন রাত্রি উপস্থিত হইলে মাঠে ঘাটে যিনি যাহাই দেখিতেছেন, শঙ্কাপ্রযুক্ত "ঐ বাঘ ঐ বাঘ" বলিয়া দেশে মহা একটা হুল স্থূল ব্যাপার পড়িয়াছে ও সকলেরই অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।

মহাশয়! এখানে উপযুক্ত শীকারী

নাই, উপযুক্ত প্রহরী নাই, সাহসিক শান্তিরক্ষকও নাই। যে সকল প্রহরী আছে, তাহারা কেবল নামে মাত্র। পূর্ব্বে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ আউট পোষ্ট প্রভৃতির পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে এক একটী তোষদান বন্দুক দিয়াছিলেন, জানি না, কি কারণে তাহা আবার হরণ করিয়াছেন, এখন এখানকার পুলিসের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নাই। যাহা হউক, জঙ্গলের নিকটস্থ এমন সকল ভয়ানক স্থানের নিমিত্ত প্রজার শান্তিবিধানার্থ লাইনের সুশিক্ষিত এক এক জন বন্দুকধারী কনষ্টেবলকে বন্দুক দানের সহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, বর্দ্ধমানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহা করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

কেননা, অবশ্যই আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে, যে, গৃহস্থ হীনবীর্য্য হইয়াও সামান্য বঁটী ও কুঠার লইয়া ব্যাঘ্রের সহিত যে কতক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং যত টুকু সময় পাওয়া গিয়াছিল, একজন শীকারী থাকিলে ঐ সময় টুকুর মধ্যে ব্যাঘ্রটা কখনই শীকারীর হাত এড়াইতে পারিত না। শীকারী অভাবেই ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে।

শ্রীঃ— বদনগঞ্জ।"

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

[পূর্ব্ব-স্বীকৃত পুস্তকাবলীর অবশিষ্ট কয়েকখানির আলোচনা এসংখ্যায় প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কোনো গুরু কার্য্য ভারে আক্রান্ত থাকাতে আমরা স্বয়ং সকলগুলির পাঠ ও আলোচনা করিতে সময় পাই নাই এজন্য জনৈক সুযোগ্য সহকারী বান্ধব দ্বারা কোনো কোনো গ্রন্থের সমালোচন লিখাইয়া লইতে বাধিত হইয়াছি। যে কয়েকটীর নিম্ন দেশে "বি" চিহ্ন অঙ্কিত, সেই কয়টীই সেই রূপ লিপি]

১। কুসুমে কীট নাটক।

"শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।" আজ্‌কাল্‌চারিদিগে নাটক, নবন্যাস, উপন্যাস, পদ্যময় পুস্তক, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক এবং নানা প্রকৃতির সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদ পত্রাদি আমাদের মাতৃ ভাষায় প্রচারিত হইতেছে। সত্য বটে, এবম্বিধ উপায়েই ক্রমে ক্রমে বঙ্গ ভাষার উন্নতি হইবে, কিন্তু (শিরস্থিত) সমালোচ্য এই নাটকের ন্যায় পুস্তক প্রচার হইলেই উন্নতির স্থলে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। একথা কেন বলি, তাহাও কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ। পুস্তকের নামকরণ। বোধ হয়, গ্রন্থকর্ত্তা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার মানসেই বিশেষ তাৎপর্য্য-হীন একটী নাম দ্বারা স্বীয় গ্রন্থকে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন। যে নামে গ্রন্থের সার ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, এমন নামেই অথবা নায়ক নায়িকা ঘটিত নামেই গ্রন্থকর্ত্তারা আপনাদের গ্রন্থের শুভ নামকরণ করিয়া থাকেন, ইনি সেই পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় নাটককে এমন একটী সংজ্ঞা দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধ ও অর্থ বুঝিবার জন্য পাঠককে সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া গিয়া শেষে একটী বাক্যরূপ কূপের মধ্য হইতে গ্রন্থকর্ত্তার গভীর উদ্দেশ্য তুলিয়া লইতে হইবে!

আমরা আদ্যন্ত পড়িয়া অনেক ঠাহরিয়া এই বুঝিয়াছি, যে, পাত্র বিশেষের দুশ্চরিত্রতা ও তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার এবং এক কুমারীর প্রতি তাহার দুরভিসন্ধি বা অন্যায্য রূপে বিবাহ বাসনা ইত্যাদি কারণেই বোধ হয় পুস্তকের নাম "কুসুমে কীট" হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। ভাষা উত্তম বটে, কিন্তু প্রাঞ্জল নহে। অর্থাৎ নাটকের ভাষা যেমন হওয়া উচিত, তদ্রূপ না হইয়া অযথা রূপে সাধু ভাষার ব্যবহার হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ। ভাব। দীনবন্ধু বাবু কি শুভক্ষণেই লীলাবতী নাটক লিখিয়াছেন। পুস্তকের অনেক স্থলে লীলাবতীর ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

লীলাবতীর হেমচাঁদ তাহার স্ত্রী শারদা সুন্দরীর নিকট নোট চায়, কিন্তু শারদা অস্বীকৃতা হওয়াতে হেমচাঁদ বলিয়াছিল "তোমার বাবার নোট।" সেইরূপ আলোচ্য পুস্তকের জমীদার বিনোদ তাহার স্ত্রী প্রমদাকেও কথায় কথায় বলিয়াছেন "তোমার বাবার বাড়ী।" অধিক কি, কুসুমে কীটের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক ও লীলাবতীর ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অপিচ, লীলাবতীর ৩য় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে লীলাবতীর রূপ বর্ণনা বিষয়ক ললিতের উক্তি ও কুসুমে কীটের ২৩ পৃষ্ঠায় জিতেন্দ্র কর্ত্তৃক নলিনীর রূপ বর্ণনারও সাদৃশ্য প্রচুর। ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। পদ্যগুলি অতীব নীরস। এবং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে

নাট্যকার অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ আদৌ লিখিতে অক্ষম। কেবল ৩৯ পৃষ্ঠার পদ্যটী একটু যেন ভাল লাগিল, কিন্তু তাহাও অশ্লীলতা দোষে দূষিত।

পঞ্চমতঃ। অশ্লীলতা দোষটী ঐ স্থানেই বলিয়া নয়, মাঝে মাঝে তাহার অভাব নাই। বিশেষতঃ ১৭ পৃষ্ঠা (১৬, ১৭, ১৮ পংক্তি) এবং ৩৮ পৃষ্ঠা (১৩, ১৪, ১৫, পংক্তি) ইত্যাদি।

উপসংহারে আমরা প্রমথ বাবুকে এই অনুরোধ করি, তিনি মনুষ্য চরিত্রে ও স্বভাবে উত্তমরূপে পরিপক্ক হইয়া নাটক লিখেন। যদি কল্পনা জনিত কোনো সুকৌশল, রচনার কোনো বিশেষ চাতুর্য্য বা স্বভাবোক্তিরও কোনো সৌন্দর্য্য থাকিত, তবু আমরা ঐসব উপেক্ষা করিতে পারিতাম। বি

২। মেনকা গীতি কাব্য।

"শ্রীঅধর নাথ সেন বিরচিত।" অধর বাবু পাঠক সমাজে আজ নূতন পরিচিত নন। পূর্ব্বে ইনি ললিতা সুন্দরী নামে আর এক খানি সুন্দর কাব্যও লিখিয়াছেন। এখানিও সেখানির ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। যদিও ইহার ভাব ইংরাজী হইতে গৃহীত, কিন্তু পদ্য রচনায় অধর বাবুর উত্তম ক্ষমতা জন্মিয়াছে ইনি ভবিষ্যতে এক জন সুকবি হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। এই পুস্তকের দোষ গুণসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ উক্তি প্রকাশের ইচ্ছা আছে। সমান্তরে সে বাসনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইব। অদ্য কেবল পাঠকগণের পরিতোষার্থ দুই একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

৭৩

"কি মধুর আজি নিশীথ এখন!
বিরাজে গগনে রোহিণীরমণ,
ঝুরু ঝুরু করি অনিল বায়;
বিকাশ-বদন কুসুম চয়,
সুবাসে ধরণী আমোদময়;
কল কল স্বরে তমসার জল
বহিছে পীতাভ কিরণ-উজল,
যেন রে করুণ প্রেমের সঙ্গীত
হৃদয় ভিতরে গাহিয়ে যায়।

৭৪

বিরাজে তারকা গগন উপর,
বিরাজে তারকা জলের উপর
কিরণ উজল লহরী মাঝে;

যেন পীত-প্রভ বসন' পরে
কনক-কুসুম সুষমা ধরে;
যেন সুবিস্তার মাঠের মাঝার,
বিকসিত আছে কনক-নীহার;—
আহা! এই চারু চন্দ্রিকা বসনে
আজি রে রজনী কেমন সাজে!

৭৫

এক খানি মেঘ আকাশ উপরে
বিহরে সুন্দর অনলের ভরে,
চাঁদের আলোকে উজল-প্রভা;
যেন সোণামুখী তরণী চলে
হেলিতে দুলিতে জাহ্নবী জলে;
যেন ত্যাগ করি ত্রিদিব বিভব,
ত্যজি শচী সতী, দেবেশ বাসব
নীরদ বিমানে আরোহণ করি,
দেখেন কেমন ধরণী শোভা।

৭৬

চারিদিক স্থির; মেদুর সমীরে
মাধবিকা লতা দুলিতেছে ধীরে
সহকার বরে উরসে ধরি,
যেন কহে ধনী প্রণয় কথা,
জুড়ায় বিজনে বিজন-ব্যথা;
যেন সহকারে বহু দিন পরে
পেয়েছে সুন্দরী হৃদয় উপরে,
খুলিয়ে দিয়েছে হৃদয় ভাণ্ডার
আবরণ যেন মোচন করি!

* * * *

৯৫

"মা নিষাদ" এই ঈরিত হইল,
ভুবনে নবীন বাজনা বাজিল,
বাজিল হৃদয়ে সঙ্গীত সার;
যমুনার জলে উজান গেল,
জাহ্নবীতে শত লহরী হ'ল;
শত চন্দ্র যেন আকাশে উঠিল,
শত বীণা যেন একত্রে বাজিল,
শত শতদল একত্রে ফুটিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর।

৯৬

"মা নিষাদ" এই ঈরিত হইল,
স্বরগে নবীন বাজনা বাজিল,
বাজিল হৃদয়ে সঙ্গীত সার;
মন্দাকিনী জলে উজান গেল,
মানসেতে শত লহরী হ'ল;
বিদ্যাধরী বীণা আপনি বাজিল,
হাসিয়ে সারদা মরতে নামিল,
দস্যু তাপসেরে হরষে বরিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর!

৯৭

"মা নিষাদ" এই ঈরিত হইল,
স্বরগের দ্বার আপনি খুলিল,
নামিল ভূতলে শতেক পরী,
ভেটিবারে চিরদয়িতা জনে,
সম্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে;

আসিল ভূ লে উর্ব্বশী সুন্দরী,
চিত্রলেখা আর কত বিদ্যাধরী,
পারিজাতমালে খেলিতে খেলিতে,
মোহিত জগতে মোহিত করি!"

৩। শরৎ-সরোজিনী নাটক।

"৺ দুর্গাদাস দাস প্রণীত। ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।" আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। কতক লোকের মতে এ নাটকখানি অতি উত্তম হইয়াছে; কতক লোকের মতে নাটক লেখকের ক্ষমতা সত্ত্বেও নাটক অতি-চিত্রিত, সুতরাং দোষাশ্রিত হইয়াছে। আমরা উভয় মতকেই মান্য করি। নাটকের অনেক গুণ ইহাতে আছে। ইহা দ্বারা দুর্গাদাস বাবুর কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থলে উত্তম উত্তম ভাব আছে, ভাষাও অধিকাংশ স্থলে উত্তম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্রও আদ্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বহুগুণে এখানি উত্তম নাটক। কিন্তু ইহার বিজ্ঞাপনে উপেন্দ্র বাবু (Ironically) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষেও লেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ অনেক স্থলে হীনপ্রভ, অনেক স্থলে অতি-রঞ্জিত। শুনা গিয়াছে, বহু লোকের রুচিতে বৈরক্তিকর বোধ হইয়া থাকে। তদ্বাদে, ইহার নায়ক নায়িকা প্রভৃতি বহু চরিত্রে বৈদেশিক গন্ধ পাওয়া যায়। এই পুস্তক পাঠকালে আমাদের বোধ হইয়াছিল, আমরা যেন কোনো ইংরাজী নাটক অথবা নবন্যাস পড়িতেছি। সুকুমারী ও সরোজিনীর চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের পক্ষে যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের—বঙ্গদেশের শিক্ষিতা কামিনীরাও আ'জ্ পর্য্যন্ত এতদূর স্বাধীনা এবং লজ্জাহীনা হয় নাই, যে, হঠাৎ এক জন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আসিয়া স্বতঃই আলাপ করিতে প্রবৃত্তা হয়। অপিচ, যাহারা বঁটি, জাঁতি ও সামান্য গৃহস্থালীর উপযুক্ত অস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য অস্ত্রাদি দেখিলে ভয় পায়, তাহারা হঠাৎ বারুদ ও গুলি পোরা বন্দুকে যে হাত দিবে ও ছুড়িতে পারিবে ইহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

দুর্গাদাস বাবু জীবিত নাই, তাঁহার দোষ বর্ণনা অপেক্ষা গুণ স্মরণেই স্বভাবতঃ হৃদয় অধিক ব্যগ্র হয়। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, এই নাটকখানি গড়ে উত্তম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে সব দোষ আছে, তাহা সামান্য। নাটক রচনাতে ইহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে আরো দুই এক খানি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, প্রকাশক যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা কি রাজ-দ্বারে মুক্তি লভার্থ? এমন বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রায় দেখা যায় না! ইহা গ্রন্থের দোষ কি গুণ-বিভাসক, তাহা তৎপাঠে অনেকেই বুঝিতে পারেন না; কিন্তু বক্র বোদ্ধারা বুঝিতে না পারেন এমন নহে। বি

৪। ধ্রুববাদী অগস্ত্ কোম্ত্।

ভূ-বিখ্যাত অগস্ত্ কোম্তের জীবনাখ্যায়িকা এবং দার্শনিক মতবৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষায় সংকলিত হওয়া অতীব প্রার্থনীয় পদার্থ। সুদ্ধ তাঁহার বলিয়া নয়, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ব সভ্য সমাজের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দর্শনবিদ্ প্রভৃতি জ্ঞানী মহাত্মাদের জীবন ও দর্শন (অন্ততঃ তাঁহাদের দার্শনিক মতামত) যত

দিন বঙ্গ ভাষায় প্রবিষ্ট না হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত একটী মহৎ অভাব অনুভূত হইতে থাকিবে। যাঁহারা তদভাব মোচনার্থ পরিশ্রম ও যত্ন করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বীয় সমাজের মহোপকারী বন্ধু বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিব।

কিন্তু সেই মহৎ কার্য্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিবার জন্য সংগ্রাহক বা অনুবাদকের পক্ষে দুইটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সেই দুইটী কি, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা উচিত।

প্রথম, যথার্থ বা যথা বর্ণনা। অর্থাৎ এরূপ বিষয়ে (কাব্য ও নবন্যাসের ন্যায়) যাহা মনে আইল, অথবা ভাষান্তরের দুরূহতা দূর করিতে যাহা ভাল লাগে, তাহাই লেখা উচিত নয়। মূল গ্রন্থাদির প্রকৃত ভাবাভিপ্রায় সম্যগ্ উপলব্ধি করিয়া লিখন সময়ে যাহাতে সম্যগ্রূপে তত্তাবতের মূল প্রকৃতি রক্ষা পায়, অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মব্রতের ন্যায় তচ্চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপীয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে একথা বলিয়া দিতে বা উল্লেখ করাতেও হয় না—তাঁহারা ভিন্ন দে

শীয় সাহিত্য বিজ্ঞান রূপ সিন্ধু হইতে সঠিক ভাবরূপ সাঁচা রত্ন কিরূপে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জানেন এবং সঠিক সংগ্রহের মূল্য যে কত, তাহাও চিনেন। আমাদের সাহিত্য সংসার অদ্যাপি সুগঠিত হয় নাই—উচ্চ অঙ্গের কোনো বিষয়েরই কোনো নিয়ম বা পদ্ধতি আজো দাঁড়ায় নাই—উচ্চ ধাতুর বস্তুই জন্মে নাই, তাহার গঠনের নিয়ম ও সংগ্রহ-প্রণালী জন্মিবে কিসে? কোনো কোনো শাখায় সবেমাত্র হামাগুড়ির চেষ্টা—কোনো ব্যাপারে বা সবেমাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা! যদি বলেন, তবে যে রাশি রাশি এত পুস্তক বাহির হইতেছে, সে কিসের? সে আর কিছু না, এক এক ছেলে যেমন হাঁটিবার পূর্ব্বেই তোতা পাখী—পাকা পাকা কথায় পাড়ার লোককে অবাক্ করে, আমরাও তেমনি উচ্চ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বেই কেবল জ্যেঠামিতে দেশ বিদেশ ফাটাইয়া দিতেছি! সেই জ্যেঠামির প্রধান অঙ্গ এই যে, যাহা কিছু লিখি, তাহা সত্য তত্ত্বমূলক ও প্রকৃত উপকারক হউক বা না হউক, কিসে ভাল শুনাইবে ও লঘু রুচির পাঠকগণের ভাল লাগিবে, সেইদিগেই মন প্রাণ সমর্পণ! অধিকাংশ বাঙ্গালা লেখক মূল উপকরণের প্রগাঢ় বা যথার্থ ভাবকে উপেক্ষা পূর্ব্বক কেবল ভাসা ভাবে ভাষান্তর বা রূপান্তর করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উপকার কখনই সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই বঙ্গভাষায় উচ্চ ধাতুর জ্ঞান অদ্যাপি প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না। অতএব যথার্থ ও যথাবর্ণনার সুপ্রাপ্তি নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ পাঠকেরাও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারেন, এমন ভাষায় অনুবাদ বা সংগ্রহ করা উচিত। তদ্ভিন্ন, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারের কোনো প্রয়োজন ও উপকারিত্ব দেখি না। যাঁহারা ইংরাজী কি সংস্কৃত উত্তম জানেন, তাঁহারা তো মূল গ্রন্থই পড়িতে পারেন—তাঁহাদের নিমিত্ত ভাষান্তরের আবশ্যকতা কি? যাঁহারা তাহা জানেন না, তাঁহাদিগের জন্যই কি অনুবাদ ও সঙ্কলন নয়? অতএব যেমন প্রকৃত ভাবাভিপ্রায়ের প্রতি আবশ্যক দৃষ্টি রাখা, তেমনই সুপ্রযুজ্য শব্দাবলীর সাহায্যে সুবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে দুই অঙ্গের উল্লেখ হইল, ঐ দুইটীই প্রধান অঙ্গ—ইহার একটীর প্রতিও অবহেলা করিলে অনর্থ ঘটিবে। অভিপ্রায়ে তাচ্ছিল্য করিয়া কেবল ভাষাঞ্জনে যেমন অসারত্ব দোষ ঘটে, ভাষার প্রতি উদাসীন হইয়া কেবলই ভাবের পথে গেলে তেমনি দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রীতিকর বস্তু হইয়া উঠিবে।

সমালোচ্য পুস্তক লেখক অথবা অনুবাদক মহাশয় (গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই) প্রথমের দিগে অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিয়াছেন; পুস্তকের নাম ও বিষয় পড়িয়া আমরা ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে বসিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, ইহার বহু বহু স্থলে এমন কদর্য্য বাঙ্গালা, যে, মূল গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত সেই সেই স্থানের অর্থ স্ফূর্ত্তি হওয়া ভার। যদিও বিষয় বিবেচনায় ইহার সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সুদূর-পরাহত, কিন্তু অসাধ্য কি দুঃসাধ্যও নয়। লেখক মহাশয় এককালে অবিকল অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সঠিক ভাবাভিপ্রায় সমর্থনের অর্থ অবিকল ভাষান্তর নহে, এক ভাষার প্রকৃত ভাবটী অপর ভাষার যথা রীতি ক্রমে অভিব্যক্ত হওয়াই প্রকৃত অনুবাদ। আমরা অবিকল-অনুবাদক নামাপেক্ষা অবিকল ভাবগ্রাহী নামটী বড় ভাল বাসি। বরং অবিকল সংগ্রহকর্ত্তা হইব, তথাপি দুর্বোধ্য ও ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার যোগে অবিকল অনুবাদক নামা উচ্চ পদের অভিলাষী নহি। আলোচ্য গ্রন্থে ফিরিঙ্গী বাঙ্গালাও বিস্তর—স্থান থাকিলে উদ্ধৃত করিয়া অনেক দেখাইতে পারিতাম। আরো আশ্চর্য্য এই, যে, স্থলে স্থলে অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় মূল গ্রন্থের যথা অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে এই বুঝায়, যে, লেখক মহাশয়ের ক্ষমতা আছে, তিনি ইচ্ছা ও যত্ন করিলে সর্ব্বত্রই সেই রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। একাংশের পাঠ সমাপন করিয়া অপরাংশে উপনীত হইয়াই এমনি বোধ হয়, যেন অপর লেখকের রচ-

নায় আসিয়া পড়িলাম। সুশাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যে যেমন পার্ব্বতীয় জাতি নিচয়ের রাজ্যতন্ত্র দেখিয়া ভ্রামককে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়, ধ্রুববাদের স্থলিত লেখার মধ্যে মধ্যে বিকৃতাঙ্গ বঙ্গ ভাষা ও দুরূহ তির্য্যক্-প্রযুজ্য শব্দাবলীর বক্র বিন্যাসে তেমনি অপ্রীত ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে হয়! রচনার প্রকার দেখিয়া মনে লাগে, যেন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপানো হইয়াছে। তখন স্বভাবতঃ এই আক্ষেপ জন্মে, যে, হায়! মুদ্রিত হওনের পূর্ব্বে যদি কোনো গতিকে এ পুস্তক হস্তগত হইত, তবে গ্রন্থকর্ত্তাকে অমুক অমুক স্থল পরিবর্ত্তিত না করাইয়া ছাড়িতাম না। এখনও ভরসা করি, অনুবাদক মহাশয় অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মুদ্রিত পুস্তকগুলি চাপিয়া রাখুন, সংশোধন ও পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ইহাকে নব মুদ্রাঙ্কণ পূর্ব্বক সাধারণ সমীপে প্রেরণ করুন!

৫। বঙ্গের সুখাবসান নাটক।

"শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় প্রণীত।" আমরা এই নাটকখানিও পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, রচনা-চাতুর্য্য উত্তম, ভাবও মন্দ নহে। যদিও গ্রন্থকর্ত্তা অন্যকীয় কল্পনার কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এমন বোধ হয়, অর্থাৎ দুই একটী চরিত্র ও ভাব বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী হইতে গৃহীত বলিয়া স্পষ্ট মনে লাগে—যথা, মৃণালিনীর মাধবাচার্য্য আর বঙ্গের সুখাবসানের গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য; মৃণালিনীর হেমচন্দ্র, আর ইহার বিরাট সেন এবং মৃণালিনীর পশুপতি ও ইহার মহেন্দ্র প্রায়ই তুল্য; তথাপি তাহাতে অতৃপ্তিকর ফল জন্মে নাই। অন্যের কল্পনানুকূল্যে গ্রন্থ রচনা না করেন, এমন গ্রন্থকার কয় জন? এককালে প্রতিবাসীর সাহায্য সাপেক্ষ না হইয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন, এমন ক্রিয়া কর্ত্তাই বা কে? তাহার মধ্যে কথা এই, যিনি আপন অর্থে সামর্থ্যে অধিকাংশ আয়োজন ও আহরণ করিয়া অপরের দ্রব্যাদি ও শ্রমাদির যথা সম্ভব সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহার নিন্দা না হইয়া বরং প্রতিষ্ঠাই হয়—যিনি ফাকি দিবার মতলবে কেবলই চাহিয়া চিন্তিয়া ও পরের উপর মাদার দিয়া ক্রিয়াবান নাম পাইতে লোলুপ, তাঁহার যেরূপ যশ হয়, তাহা কে না জানেন? সেইরূপ যে লেখক কেবলই পরের লইয়া ফাকি দিয়া গ্রন্থকার নাম উপার্জ্জনে ব্যগ্র, তিনিই নিন্দনীয়। নতুবা অন্যের সাহায্য লইলেও যে মন্দ হয়, তাহা নহে। সুতরাং হরলাল বাবুকে আমরা নিন্দা করিতেছি না; যেহেতু তাহার নিজের সুপ্রসবিনী কল্পনার ক্রোড়ে প্রতিবাদীর দুই একটা শিশুকে খেলা করিতে দেখিয়া কেনই বা "না বিইয়ে কানাইয়ের মা" বাক্যে ভৎসনা করিব? তবে ঐ কয়টা চরিত্রে অল্পানুকরণ না হইয়া কিছু অধিক হইয়াছে, এই জন্যই সুধীগণ যদি দোষ বলিয়া গণ্য করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

লাক্ষ্মণ্য সেন, বাক্তিয়ার খিলিজি, মোরাদ খিলিজি, গোপাল, মহেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। গয়ারাম ও নিধিরামের চরিত্রও স্বভাবানুযায়ী বলিতে হইবে। মহাকুমারীর চরিত্র বিয়দংশে দৃষ্টান্ত ও অনুকরণ যোগ্য। ব্রহ্মময়ীর চরিত্র ঠিক হয় নাই। আমাদের মতে যাহা হইলে প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যবহার, তাঁহার পক্ষে মানহানিকর বলিয়া বোধ হয়। উদাহরণ, ৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ হইতে ৮ পৃষ্ঠার শেষাংশে প্রাপ্য। বিরাটের ও হরিপ্রসাদের বন্ধুত্ব উত্তম চিত্রিত হইয়াছে।

নাটকের কোনো কোনো স্থান পাঠ করিতে করিতে আমাদিগের মন চঞ্চল ও সাহস উত্তেজিত হইয়াছিল। সুতরাং নাটকখানি দোষ শূন্য না হইলেও উত্তম হইয়াছে। গুণের ভাগই বেশী। হরলাল বাবুর প্রতি অনুরোধ, দ্বিতীয় সংস্করণে দোষ গুলি সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত করেন। ফলতঃ হরলাল বাবু দ্বারা ক্রমে যে ভাল নাটক রচিত হইবে, এমন আশা করা যায়।

উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা যে কয়খানি নাটকের সমালোচনা করিলাম, দুঃখের বিষয়, তাহার সকলগুলিই প্রায় গান শূন্য। বরং পূর্ব্বালোচিত দুইখানিতে একটা আদটা আছে, বঙ্গের সুখাবসানে গানের নাম গন্ধও নাই। হায়! আজ্ কাল্ আমাদের দেশে ইংরাজী অনুকরণ-প্রিয়তা এত প্রবল হইয়াছে, যে, অশন, বসন, শয়ন, গমন, দর্শন, প্রভৃতি তাবৎ ক্রিয়াতেই তাহা প্রবিষ্ট হইয়াও তবু যথেষ্ট হয় নাই, আমাদের যে সব বিশুদ্ধ আমোদের বস্তু—যাহা ইউরোপীয়দের হইতেও উৎকৃষ্ট—যাহা বিমল আনন্দ দাতা বই কো-

নোমতেই দোষাকর ও হানিকর নহে—স্থির বিবেচনাতেও যে সব রুচি প্রশংসনীয় ও সর্ব্বথা রক্ষণীয়, হায়! পোড়া অনুকরণানুরাগ তাহাতেও সাধে বাদ ঘটাইতেছে! সতীনাটক-লেখক তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকাতে যথার্থই লিখিয়াছেন, যে;—

"ইউরোপে নাটক কাব্যে গান প্রায় থাকে না, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচি ভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ধারাপাত-পাঠ পর্য্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না, যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য্য-বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না, যে দেশের অপর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্ব্ব প্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব্ব গান্ধর্ব্ব বিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা-রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, আখ্‌ড়াই, কীর্ত্তন, তর্জ্জা, মরিচা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি, যে দেশের দিবা ভিক্ষুক ও রা'ত্‌ভিক্ষারীরাও গান না শুনাইলে পর্য্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্য কাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? একথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে;—অনুকরণভক্ত কতকগুলি ভাক্ত উন্নতির শিষ্য ইউরোপের আদর্শ দেখিয়া বলিয়া থাকেন "নাটকে গান কেন?" তাঁহারা বাহির দেখেন, স্বীয় সমাজের অভ্যন্তর দেখেন না! সমাজের হৃদয় খানি যে সুস্বর-সুধালোলুপ-বাহ্য-জ্ঞানহীন মৃগ-হৃদয়বৎ, তাহা তাঁহারা অনুভব করেন না!"

ফলতঃ অভিনয়ের কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতির অন্তে বা মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত স্থলে যদি গান হয়, তবে তাহা যেমন মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়-দ্রবকর হইতে পারে, এমন সূক্ষ্ম বচনে ঘটে না। কেবল দেখা চাই, গান যেন অস্বাভাবিক স্থলে না বসে। সেই বিবেচনাটী ঠিক রাখিতে পারিলে, গানের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়! অতএব এমন সুন্দর জাতীয় রুচিকে কেন নির্ব্বাসিত কর? যে প্রবৃত্তি এত বড় প্রাচীন জাতির ছোট বড় তাবল্লোকের অন্তস্তলে অপরিহার্য্যরূপে নিহিত হইয়া আছে, তাহার মূলোৎপাটন কদাচ হইবার নহে—উৎপাটনের জন্য যে চেষ্টা করে, সে পাগল—বিনা দোষে ও অকারণে (সূক্ষ্ম অসার অনুকরণের অনুরোধে) তেমন রত্নকে দূরে নিক্ষেপ করা সদ্বিবেচক স্বদেশ-হিতৈষীরও কর্ম্ম নয়।

[এ বিষয়টী বড় গুরু বিষয়—নিতান্ত দোহাই পাড়িবার বিষয়, এই জন্যই আমরা অন্যান্য প্রাপ্ত গ্রন্থের আলোচনা রহিত করিয়াও প্রসঙ্গতঃ এত বাহুল্য বলিতে বাধ্য হইলাম। ভরসাকরি, এই দোহাই ধ্বনি আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের এ কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া ও কর্ণরন্ধ্র যোগে বহির্গত না হয়।

উত্তরা বিলাপ কাব্য ও কবিতা কৌমুদীর আলোচনা আগামীতে প্রকাশ্য]

অমর সিংহ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস, বরাহ মিহির, ক্ষপণক, বেতালভট্ট, শঙ্কু, বররুচি, ধন্বন্তরি, ঘটকর্পর এবং অমর সিংহ এই নয় জন সুপ্রসিদ্ধ রত্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুকবি। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগের বিবিধ বিষয়ক পাণ্ডিত্য ও কাব্য-সৃজন ক্ষমতা দেখিয়া "নবরত্ন" বলিতেন। এই প্রস্তাবে উক্ত নবরত্নের অন্যতর রত্ন অমর সিংহের বিষয়ই কেবল লিখিব।

ইতিহাস ও জীবনাখ্যায়িকাদির সম্যগ্ অভাব বশতঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাত্মারা কে কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করা সাতিশয় দুর্ঘট। তবে শাস্ত্রগত আভ্যন্তরিক প্রমাণাদি ও অনুমান দ্বারা কতক কতক অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্ব বিষয়ে সঠিক হয় না। এমন কি, এক ব্যক্তির কাল নির্ণয় অনেকে অনেক প্রকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, যত দূর হইয়া উঠে তত দূরই ভাল, এই বিবেচনায় চেষ্টা পাইতে হানি কি?

ঐরূপ অনুমিতির প্রতি নির্ভর করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, খৃষ্টাব্দের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য জীবিত ছিলেন। সুতরাং অমর সিংহও সেই সময়ের লোক। তিনি এক জন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে অমর সিংহের বিশেষ আস্থা ছিল, তৎপক্ষে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তৎকৃত "অমর কোষ" নামক উৎকৃষ্ট অভিধানের মধ্যে প্রথমেই তাহার অন্যতর প্রমাণ পাওয়া যায় যথা;—

'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ'
ইত্যাদি। স্বর্গ বর্গ—৮ শ্লোক।

এস্থলে পাঠক মহাশয়েরা প্রশ্ন করিতে পারেন, যে, ঐ আভিধানিক বর্ণনা দ্বারা অমর সিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, কিরূপে বুঝা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই;—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা কোনো বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্ব প্রথমে স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার নাম লিখিতেন। এখনো এরূপ রীতি প্রচলিত দৃষ্ট

চয়। অমর সিংহ তাঁহার অমর কোষের প্রথম সাতটী শ্লোকের চৌদ্দ পংক্তিতে স্বর্গাদির নাম মালা লিখিয়া দেবতাদিগের নামাবলী আরম্ভের আদিতে বুদ্ধ দেবের নামাবলী সংন্যস্ত করিয়াছেন। তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি যে দেবীগণের নাম লিখিয়াছেন। ইহাতেই জানা যাইতেছে তিনি অবশ্য বৌদ্ধ ছিলেন। আবার, তদীয় অমরকোষের অন্যতম টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত অমর সিংহকে জৈনমতাবলম্বী বলেন। জৈন হইলেও অমর সিংহকে বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ জৈন ধর্ম্মের অন্তর্ভাব বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত প্রায় একবিধ, কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র। যেমন রাম মন্ত্রে দীক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষিত সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বৌদ্ধ ও জৈনদিগেরও মূল এক কেবল নিয়ম পদ্ধতির কিছু কিছু তারতম্য মাত্র। সুতরাং অমর সিংহকে জৈন মতাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিলেও তিনি নিঃসন্দেহ বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ দেবের আর একটী নাম জিন, অমরকোষে তাহাও লিখিত আছে;—

"সর্ব্বজ্ঞ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্র ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥"

স্বর্গ বর্গ ৮ শ্লোক।

অমর সিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। যৎকালে শঙ্করাচার্য্য ও উদয়নাচার্য্য বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে প্রকারতঃ দূর করিয়া দেন, সেই সময়ে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অনেক গ্রন্থাদিও নষ্ট করিয়া ফেলেন। অমর সিংহের গ্রন্থাবলীরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপরাপর পুস্তক নষ্ট করিয়া কেবল অমরকোষ খানি উচ্ছিন্ন করেন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উহা অভিধান—উৎকৃষ্ট অভিধান বলিয়াই রাখিয়া দেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইলে আজ আমরা অমর সিংহের এই অমর "অমরকোষ" দেখিতে পাইতাম না। শঙ্কর ও উদয়নাচার্য্যের শাস্ত্র বিচারে বৌদ্ধেরা পরাভূত ও তাড়িত হইয়া

লাসত (তিব্বতের বর্ত্তমান রাজধানী লাসা), ভোট, সিংহল, ব্রহ্ম দেশ ও চীন রাজ্য প্রভৃতি দূরস্থ জনপদে পলায়ন করেন। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষ-সঞ্জাত বৌদ্ধ ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত তত্তৎ দেশে চলিয়া আসিতেছে।

অমর সিংহের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ প্রমাণও সুপ্রাপ্য। গয়া নগরীর তিন ক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধগয়ায় একটী প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে, যে, অমর সিংহ সেখানে একটী মন্দির স্থাপন করেন। আমরা দেখিতে পাই, যে, বুদ্ধ দেবই বুদ্ধগয়ার সৃষ্টি করেন, তাঁহার নামানুসারেই স্থানটীরও নাম হইয়াছে। বুদ্ধগয়ায় যত মন্দির, তাহার সকলগুলির মধ্যেই বুদ্ধ দেবের যোগ-নিবিষ্ট মূর্ত্তি সকল সংস্থাপিত। সেই সকল মূর্ত্তি দেখিলে অনেক কালের প্রাচীন বলিয়া বুঝা যায়। হোয়েন্‌সাঙ্ প্রভৃতি চৈন পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষ পর্য্যটনে আসিয়া সকলেই বুদ্ধগয়া দর্শন করিতেন। আদৌ বুদ্ধগয়া দর্শন করিবার জন্যই চীনেরা ভারতবর্ষে আসিতেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চীনেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং বুদ্ধগয়ায় অমর সিংহ মন্দির স্থাপন করাতে তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা কি বুঝাইতেছে না?

এক্ষণে অমর সিংহকৃত অমরকোষ অভিধান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা উচিত। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলি অভিধান আছে, তন্মধ্যে অমরকোষাভিধান এক খানি উৎকৃষ্ট শব্দকোষ। অপরাপর সংস্কৃত অভিধান, বিশদ রূপে অভ্যাস করিবার জন্য, যেরূপ ছন্দোমালায় গ্রথিত হইত; অমরকোষও সেই পদ্ধতির অনুসারী। অধুনা অকারাদি বর্ণানুক্রমে অভিধান প্রণীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। তখন স্মৃতিতে ধারণার জন্য প্রায় শ্লোকেই রচিত হইত। ভারতবর্ষের প্রাচীন কোষাবলীর অধিকাংশই এই বাক্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

অমরকোষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৯০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এবং দশ সহস্রের অধিক শব্দ ইহাতে নাই। সংস্কৃত ভাষা সমুদ্র বিশেষ, তন্মধ্যে দশ সহস্র শব্দ অনধিক বলিয়া কেনা বিশ্বাস করিবেন? কিন্তু

অমর সিংহ যে অভিপ্রায়ে অমরকোষ প্রস্তুত করেন, তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সুতরাং অমরকোষ স্বল্প শব্দ বিষয়ীভূত হইলেও তৎ প্রণেতা বিশেষ প্রশংসার পাত্র। অমর সিংহ সর্ব্ব সম্মত অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অমরকোষকে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটী পরিচ্ছেদ বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল সহকারে প্রস্তুত করাতে তিনি উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রথম হইতে পঞ্চ দশ পরিচ্ছেদের মধ্যে স্বর্গ বর্গ, পাতাল বর্গ, ভূমি বর্গ, পুর বর্গ, শৈল বর্গ, বনৌষধি বর্গ, সিংহাদি বর্গ, মনুষ্য বর্গ, ব্রহ্ম বর্গ, ক্ষত্রিয় বর্গ, বৈশ্য বর্গ, শূদ্র বর্গ, প্রাণি বর্গ, বিশেষ্য নিঘ্ন বর্গ এবং সঙ্কীর্ণ বর্গ লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চ দশ বর্গের মধ্যে তুল্যার্থক শব্দ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সংগ্রহ কৌশল সাতিশয় পরিপাটী ও পরিশ্রমসাধ্য। ষোড়শ পরিচ্ছেদে নানার্থ-বোধক কতকগুলি শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। অমর সিংহ অপরাপর প্রাচীন অভিধান কর্ত্তাদিগের শব্দ-যোজনার অনুসরণ করিয়া ব্যঞ্জনান্ত বর্ণানুসারে নানার্থ বোধক শব্দগুলি বিন্যাস করিয়াছেন। যথা কান্ত, খান্ত, গান্ত অর্থাৎ ক-অন্ত; খ-অন্ত; ইত্যাদি। কান্ত বর্গ হইতে তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"আকাশে ত্রিদিবে নাকো লোকস্তু ভুবনে জনে।
পদ্যে যশসি চ শ্লোকঃ শরে খড়্গে চ শায়কঃ॥"

নানার্থ—১১৩৩ শ্লোক।

নাক শব্দে আকাশ ও স্বর্গ। লোক শব্দে চতুর্দ্দশ ভুবন ও জন। শ্লোক শব্দে পদ্য ও যশ। শায়ক শব্দে বাণ ও খড়্গ।

এইরূপ কান্ত বর্গ হইতে হান্ত বর্গ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

সপ্ত দশ পরিচ্ছেদে কতকগুলি অব্যয় শব্দ লিখিত এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিশেষ্য পদের কতকগুলি লিঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে।

অমরকোষের কোনো কোনো টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন, যে, অমর সিংহ "অমর মালা" নামে আর এক খানি শব্দকোষ সংগ্রহ করেন। কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিবারও উপায় নাই।

অমরকোষের অনেকগুলি টীকা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অমরকোষস্থ বিশেষ্য পদগুলির ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যা এবং ইহার কতিপয় বিশেষ ভ্রমের নিরাকরণ করাই সেই সকল টীকা গ্রন্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। অমরকোষ সম্বন্ধে যতগুলি টীকা গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে "পদচন্দ্রিকা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহার প্রণেতা বৃহস্পতি মুকুট, অপর উপাধি রায় মুকুট মণি। বৃহস্পতি পুরাতন ষোল খানি টীকা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পদচন্দ্রিকা সংগ্রহ করেন। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে উহা সংগৃহীত হইয়াছিল। (Asiatick Researches. Vol. VII. P. 215.) অচ্যুত জল্লসি 'ভাষ্য প্রদীপ" নামে অমরকোষের আর এক খানি টীকা করেন। সে খানি বৃহস্পতি মুকুটকৃত পদচন্দ্রিকা হইতে সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু অচ্যুত জল্লসি তাহা স্বীকার করেন নাই। ভানুজী দীক্ষিত বৃহস্পতির পদচন্দ্রিকা অনেকাংশে সংশোধন করিয়া "ভাষ্যসুধা" নামে আর এক খানি টীকা গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। উহা বিশেষ রূপে মার্জ্জিত হওয়াতে এক খানি উৎকৃষ্ট টীকা গ্রন্থ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অমরকোষের আরো কয়েক খানি টীকা আছে, সেগুলি বড় উচ্চ ধরণের নয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

মোগল সম্রাটগণের তালিকা।

(গত প্রকাশিতের পর)

১৪। মহম্মদ জুহান্দর শা মইজুদ্দিন।

পিতা—বাহাদুর শা।

হিং ১০৭২, দক্ষিণ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ১১২৪ সালে লাহোরে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১২৪ দিল্লী নগরের দুর্গে গুপ্ত হত্যায় দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে ২ টী পুত্র রাখিয়া যান।

হুমায়ুনের মস্‌জিদের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম বাং ৫২ বৎসর ৯ মাস। রাজত্ব কাল চাং ১১ মাস ৫ দিন।

১৫। মহম্মদ ফরুখ্‌শিয়র শাহি শহিদ।

পিতা—বাহাদুর শার পুত্র আজিমুশ্‌শান।

হিং ১০৯৮, দক্ষিণে যুদ্ধের সময় বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১১২৪ দিল্লীর দুর্গে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১৩১ কারারুদ্ধ হন। এবং সেই বৎসরে উৎপাটিত-চক্ষু হইয়া কারা-গৃহে হত হন।

হুমায়ুনের মস্‌জিদের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চান্দ্র ৩৬ বৎসর। রাজত্বকাল চাং ৬ বৎসর ৩ মাস ১৫ দিন।

১৬। রফিউদ্‌ দুরজৎ।

পিতা—বাহাদুর শার পুত্র রফি-উশ্‌শান। মাতা সেখ নুজুম্ বাবুর কন্যা নুরুন্নিশা বেগম।

জমাদিয়স সানি মাসে দিল্লীর দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১১৩১ দিল্লী নগরীর সন্নিকটে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১৩১ আগ্রার নিকটে ক্ষয় রোগে কলেবর ত্যাগ করেন।

হুমায়ুনের সমাধি মন্দির মধ্যে ক-বর দেওয়া হয়। রাজত্ব কালে চাং ৩ মাস ১০ দিন।

১৭। রফিউদ্দৌলা।

পিতা—বাহাদুর শার পুত্র রসি-উশ্‌শান। গিজনি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ১১৩১ আগ্রার সন্নিকটে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১৩১ অধিক মাত্রায় অহিফেণ সেবন বশতঃ আগ্রার সন্নিকটে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন।

হুমায়ুনের মস্‌জিদের মধ্যে স-মাধি দেওয়া হয়। রাজত্ব কাল চাং ৩ মাস ২৮ দিন।

১৮। মহম্মদ শা রোশন্‌ অখ্‌তর ফরদুস্‌ আরামগা।

পিতা—বাহাদুর শার পুত্র জুয়ান শা। মাতা নবাব কুদ্‌শিহু।

হিং ১১১৪ গিজ্‌নি (গজ্‌নিন্‌) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ১১৩১ আগ্রার ৮ ক্রোশ দূরে কুরুবলী গ্রামে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১৬১ বৃহস্পতিবার উদরী রো-গাক্রান্ত হইয়া দিল্লীর দুর্গে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে ১ টী পুত্র এবং এ-কটী কন্যা রাখিয়া যান।

সেখ নিজামুদ্দীনের মস্‌জিদের স-ম্মুখে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৪৭ বৎসর ১ মাস ৩ দিন। রাজত্ব কাল চাং ৩০ বৎসর ৬ মাস ১০ দিন।

১৯। আহম্মদ শা।

পিতা—মহম্মদ শা। মাতা উধম বাই।

হিং ১১৩৮ দিল্লীর দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। হিং ১১৬১ পানিপতে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

হিং ১১৬৭ কারারুদ্ধ এবং উৎপা-টিত চক্ষু হন। হিং ১১৮৮ শারীরিক পী-ড়ায় দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে ২ টী পুত্র রাখিয়া যান।

দিল্লীস্থ কুতুমি সরিফের মস্‌জিদের সম্মুখে মুরিহম মুকানির মস্‌জিদের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৪৮ বৎসর ৬ মাস ১১ দিন। রাজত্ব কাল চাং ৬ বৎসর ৩ মাস ৮ দিন।

২০। ২য় আলমগীর আজিজুদ্দীন অর্শমঞ্জিল।

পিতা মৈজুদ্দিন জুহান্দর শা। মাতা অনুপ বাই।

হিং ১০৯৯ মুলতানের সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। হিং ১১৬৭ মঙ্গল-বার দিল্লীর দুর্গে রাজ সিংহাসন গ্রহণ করেন।

হিং ১১৭৩ (খৃঃ ১৭৬০) দিল্লীতে ২য় গাজিউদ্দীন কর্ত্তৃক নৃশংস রূপে হত হন।

হুমায়ুনের মস্‌জিদের সম্মুখে স-মাধি দেওয়া হয়। বয়ঃক্রম চাং ৭৪ বৎসর।

২১। আলি গৌহার ২য় শাহালম।

পিতা—২য় আলমগির।

ইনিই তৈমুর বংশীয় শেষ সম্রাট। ইহাঁর নিকট হইতে ইংরাজেরা ভারত-বর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া আধি-পত্য স্থাপন করিয়াছেন। ১৭৮৮ খৃঃ আগষ্ট মাসে গোলাম কাদির কর্ত্তৃক ইহার চক্ষু উৎপাটিত হয়। ১৮০৬ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বরে ইনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

প্রকৃতি পর্য্যালোচনা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নরদেহের কৌশলানুসারী আবিষ্কার।

নরদেহের বিভিন্ন অঙ্গের নি-র্মাণ দর্শন করিলে, অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাইতে পারে। অ-নেকগুলি প্রয়োজনীয় পদার্থ আমা-দের অঙ্গের প্রতিরূপ। "হাতা", হস্তের কদর্য্য প্রতিরূপ। "চিমটা" চিমটীর অনুকরণ। এসকল সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হাত হইতে যে হাতার সৃষ্টি ও তজ্জন্য যে উ-হার ঐ নাম; এবং "চিমটির" কা-র্য্য দর্শনে যে চিমটার নির্ম্মাণ, ও উহার ঐ সংজ্ঞা, এসম্বন্ধে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না।

ইংরেজদিগের "কাঁটা" (fork) অঙ্গুলির আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাঁটার চারিটী পৃথক পৃথক দন্ত

আছে, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অনুরূপ কোনো কাঁটা নাই, সুতরাং আমাদের পাণির কদর্য্য অনুরূপ। ইহা স্বীকার্য্য, যে, মন ব্যতীত হস্ত দ্বারা কোনো কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের হস্ত দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক কার্য্যসাধক কোনো যন্ত্র যদি প্রস্তুত হয়, তবে তন্নির্ম্মাতাকে অসাধারণ ধীসম্পন্ন আবিষ্কারক বলিয়া গণ্য করিব।

হস্তের পরে একবার "কব্জার" প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। শারীরিক সম্মিলনী অংশগুলি, ঈশ্বরের অসাধারণ নির্ম্মাণ কৌশল বিজ্ঞাপন করিতেছে। উহাদের নির্ম্মাণ প্রণালী এরূপ অদ্ভুত ও সুচারু কৌশলময়, যে, সংযুক্ত অংশগুলি বিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। বিচ্ছেদ করিবার যত্ন করিলে, ভগ্ন হইয়া যায়। যাঁহারা কোনো জন্তুর কঙ্কাল মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এ বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহারা শবচ্ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, জীবিত দেহে, সংযোগি অংশগুলি (কব্জা) কিরূপ আশ্চর্য্য-ভাবে নির্ম্মিত। যে ব্যক্তি কপাটের কব্জা প্রস্তুত করিয়াছে, সে কি জীবের সংযোগি গ্রন্থীকে আদর্শ লইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। অনুমানে বোধ হয়, তাহা সম্ভব বটে। দেহগ্রন্থীর অসাধারণগুণ এই, যে, জীবগণ সর্ব্বদা তাহার ব্যবহার করিতেছে এবং সর্ব্বক্ষণ তাহার উপর বল প্রয়োগ করিতেছে, কিন্তু গ্রন্থীর কোনো অপচয় হয় না। মনুষ্য নির্ম্মিত কব্জা সে প্রকৃতির নহে; যত্ন করিলে যে তদ্রূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে না, এরূপ বোধ হয় না।

নরদেহের বিভিন্ন অংশে, অনেক তত্ত্বের মূল সূত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে লিখিতে গেলে, পারিভাষিক শব্দ এত ব্যবহার করিতে হয়, যে, চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাহাতে অতি অল্পই আমোদ পাইবেন। এজন্য আমরা সে অংশ পরিত্যাগ করিলাম।

বোধ হয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন, শব্দ তরঙ্গ কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পটহের ন্যায় এক

খণ্ড সূক্ষ্ম চর্ম্মে প্রতিঘাত হয়, এবং শব্দ তরঙ্গ কর্ণরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইতে পারে না। এই মূল সূত্র হইতে ডাওনিসিয়াস্ এইটী ভাক্ত কর্ণ প্রস্তুত করেন। সাইরাকিউস নগরের প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শক এক জন ভ্রমণকারী বলেন, "এই নগরে পর্ব্বত কাটিয়া অনেকগুলি অপূর্ব্ব আবাস গৃহ নির্ম্মিত আছে; একটী আবাস গৃহের উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র পথ আছে—পথটী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ। কথিত আছে এই গৃহটী ডাওনিসিয়াস্ রাজদ্রোহীগণের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করেন। এবং গৃহের ছাদের উপর যে পথ ছিল তাহার প্রান্ত ভাগে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় বসিয়া, রাজদ্রোহীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় রাজবিরুদ্ধে যে সকল মন্ত্রণা করিত, তাহা তিনি অনায়াসে শুনিতে পাইতেন।" অর্থাৎ ঐ গৃহটী ঠিক শ্রবণেন্দ্রিয়ের আদর্শে কৌশল বিশেষে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

চক্ষুর আকার ও নির্ম্মাণ অতি কৌশলময়। ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিতে যে Camera obscura নামক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তৎ সদৃশ পদার্থ চক্ষুতে আছে। আমরা যাহা দর্শন করি, তাহার প্রতিকৃতি চক্ষু মধ্যে সন্নিবেশিত হয়—প্রতিকৃতি অতি ক্ষুদ্র কিন্তু নির্ভুল। এক বর্গ ক্রোশের আকৃতি অর্দ্ধ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে প্রতিভাত হয়। রজার বেকনের সময় পূর্ব্বোক্ত পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যে হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

চক্ষুর মধ্যে অনেকগুলি মধ্যস্থল "পরদা" আছে। উহার গুণ এই, যে, দৃষ্ট পদার্থ সম্ভূত রশ্মিজালকে একত্র সন্নিবেশিত করে সুতরাং দূরস্থ পদার্থ সম্যগ্রূপে দর্শন করিতে পারা যায়। এই তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকাতেই সে কালের লোক দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম ছিলেন না। ফলতঃ ঐ দুইটী যন্ত্র নির্ম্মাণ পক্ষে অক্ষি-তত্ত্ব যে বিপুল সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না, পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র নির্ম্মাতা চক্ষুকে কিরূপ আদর্শ করিয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন; আমরা এইমাত্র বলি, প্র-

কৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও উক্ত দুই যন্ত্রের নির্ম্মাণ সাধন বহুতর বৎসর পূর্ব্বেও হইতে পারিত।

সেলহেমার বলেন, বক্ষস্থলের মধ্যভাগ (thorax) হাফরের উত্তম আদর্শ। এ আদর্শ অতি অপূর্ব্ব। পাঠক মহাশয়! চেষ্টা করিতে পারেন?

শরীরের মধ্য স্থলে রক্তাধার বা হৃদয় আছে। উহা কলের ন্যায় দিবারাত্র কার্য্য করিতেছে এবং শরীরের প্রান্তভাগ সমূহেও রক্ত চালিত করিতেছে। ইহা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০০০ চারি হাজারবার সঙ্কুচিত হয় এবং ঐ সময়ে প্রায় ৭৫ সের রক্ত ইহার মধ্যে চালিত হয়। প্রথমতঃ ধমনীর মধ্যে রক্ত চালিত হয়, সেস্থান হইতে আবার শিরাতে রক্ত প্রধাবিত হয়—তৎ স্থান হইতে আবার ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম শিরাতে রক্ত চালিত হয়। কলের জল যে কলিকাতার সর্ব্বত্র চালিত হইতেছে—তাহার সহিত হৃদয়স্থ রক্ত চালনের কেমন সাদৃশ্য! যিনি কলদ্বারা জল সঞ্চালনের উপায় আবিষ্কার করেন, তিনি হৃদয়ের রক্ত চালনকে আদর্শ করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধমনী বহুধা বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালিত করে। ধমনীর ক্ষুদ্র শাখা (কৈশিক শিরা) গুলি আবার তদপেক্ষা বৃহৎ শিরাতে মিলিত হয়—সে সকল আবার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিরাতে সংযুক্ত হয়—এই রূপে দূষিত রক্ত আবার ক্রমশঃ বৃহৎ পথে হৃদয়ে পুনরুপস্থিত হইতেছে। দূষিত রক্ত হৃদয়ে প্রবেশ কালে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য কতগুলি কপাট (valves) আছে। তন্মধ্যদিয়া রক্ত একবার প্রবেশ করিলে আর তৎপথ দিয়া বহির্গত হইতে পারে না। এই রূপে দূষিত রক্ত যথানিয়মে হৃদয়ে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত ছিলনা। তৎকালের লোকেরা এরূপ কপাটের অস্তিত্বও জানিতেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, শেষোক্ত ধমনী প্রভৃতি বায়ু পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্বোক্ত ধমনীদ্বারা রক্ত চলাচল করে। ডাক্তার হার্বি সাহেব এই রক্ত সঞ্চালন আবিষ্কার করেন। তাঁহার পরিশ্রমের এই পুরস্কার হইয়াছিল, যে, লোকে

তাঁহাকে হাতুড়ে বলিয়া ডাকিত এবং তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিত!

মস্তকের সংযোগ স্থল অতি আশ্চর্য্য ভাবে নির্ম্মিত। যে দুই অংশ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার একের বর্দ্ধিতাংশ অপরের বিচ্ছিন্ন বিভাগে কেমন সুন্দর ভাবে সম্মিলিত! ইহাতে সংযোগ-স্থল দৃঢ় হইয়াছে অথচ কিছুমাত্র বন্ধুর হয় নাই। সম্মিলন স্থান দৃঢ় করিবার এমন সুন্দর আদর্শ আর কুত্রাপি হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, "আমাদের নিকৃষ্ট অঙ্গের আদর্শে ঝাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।" এ মতটী কতদূর সুসঙ্গত, তাহা পাঠক মহাশয় নির্ব্বাচন করিবেন।

আর্কিডকন প্যালি বলেন, "সময় নিরূপক যন্ত্র অথবা কল দেখিলে আমাদের বিস্ময়ের ইয়ত্তা থাকে না; কিন্তু জীবগণের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিলে আমাদের চিত্ত কেন যে আকৃষ্ট হয় না, বলিতে পারি না। একটী কারণ এই হইতে পারে, যে, জীব দেহ কোমল উপাদানে (যথা মাংস, মাংসপেশী প্রভৃতি) দ্বারা নির্ম্মিত, কিন্তু মানব নির্ম্মিত কল কঠিনতর বস্তু নির্ম্মিত। আমাদের অভ্যাসের দোষে যে আমরা প্রাণীদেহে নির্ম্মাণকৌশল দেখিতে পারি না, তাহার কোনো সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বৃক্ষ, লতা ও পুষ্প হইতে আবিষ্কার।

ইহা সহজেই অনুমেয়, যে, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেকেই অনুমান করেন, বৃক্ষ হইতে মনুষ্য জাতি বহুবিধ বিষয়ের মূল তত্ত্ব অবগত হইয়াছে। "অভাবই আবিষ্কারের জননী।" কোনো বিষয়ের অভাব বোধ না হইলে, কেহ বুদ্ধি খাটাইতে এবং পরিশ্রম ও উদ্যম করিতে চাহে না। আদিম অসভ্য লোক মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিত। মৃগয়া করিতে করিতে দেখিল, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয়—পর্ব্বতগুহা শীতাতপ হইতে রক্ষা করে; দেখিয়া মনুষ্যও গর্ত্ত খুড়িতে আরম্ভ করিল। মনুষ্য মৃগয়ানুসরণ বা পশুচারণের সময় দেখিল, যে, বৃক্ষ বা গুল্মলতা বাতাতপ হইতে

রক্ষা করে, তখন তিনিও বেড়া দিতে শিক্ষা করিলেন। আমাদের আদিম আবাস গৃহ আস্ত একটী বাঁশ ঝোড়; আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি, বাঁশ ঝোড় দেখিয়াই আমরা গৃহ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছি।

বৃক্ষ হইতে গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। "গথিক" খিলান এবং স্তম্ভ, পথপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাগ্র সম্মিলনের অনুকরণ মাত্র। বট বৃক্ষের "ব" অনেকেই দেখিয়াছেন; এক একটী ডাল হইতে ৬। ৭টী করিয়া ব নামে এবং কালক্রমে ঐ সকল মৃত্তিকায় বদ্ধমূল হইয়া যায়, স্তম্ভ সম্পন্ন গৃহের ছাদ উহার কেমন সুন্দর অনুকরণ! কববিয়ারবার (Cub beer-bur) নামক বৃক্ষে ৩৫০ প্রধান শাখা ও ৩০০০ প্রশাখা ছিল। উহার ছায়ায় ৭০০০ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে পারিত। মিল্‌টন ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"* * * * Spreads her arms,
Branching so broad and long, that in the ground
The bending twigs take root, and daughters grow
About the mother tree : *a pillared shade,*
High over arched, with echoing walks between."

Milton.

আম্র বৃক্ষ নরম মাটীর উপর জন্মিয়া থাকে; উহার মূল অনেকেই দেখিয়াছেন। এই বৃক্ষের চতুর্দ্দিক-বিস্তারিত মূলগুলি বক্রভাবে মৃত্তিকার উপর দৃঢ় সংলগ্ন—যেন মৃত্তিকাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকে এই সকল মূল খিলান স্বরূপ; বৃক্ষের গুঁড়ি এই খিলানের উপর সংস্থাপিত। এই সকল শিকড় হইতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় লম্বভাবে বহির্গত হইয়াছে; সে গুলিও মাতৃ-স্বভাব-বশতঃ বক্র ভাবাপন্ন। স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার এমন সুন্দর আদর্শ আর কোথাও নাই।

দীর্ঘ, সরল, ভার-সহিষ্ণু, ঘাত-সিহষ্ণু স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, নিম্ন ভাগে অধিক পরিমাণে "মসল্লা" দিতে হয় এবং স্তম্ভটী শুণ্ডাকৃতি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ভার, আঘাত, নির্ম্মাণোপদান, আঘাতের স্বভাব ও তাহার বিশেষ-দিকে সঞ্চালনের প্রবৃত্তি, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শুণ্ডাকৃতির তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু তারতম্য করা সহজ কথা নহে। স্বভাবে ইহার অতি সুন্দর আদর্শ আছে। শুপারি, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।

তালবৃন্ত আতপত্রের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবভূতি উত্তর রামচরিতে বর্ণনা করিয়াছেন, বনবাসাবস্থায় রামচন্দ্র জানকীকে আতপ তাপে ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহার মস্তকে তালবৃন্ত ধারণ করিয়া রৌদ্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যথা—

"সীতা। অলং দাব এ দিনা; পেকখামি দাব অজ্জউত্তহল্য ধরিদ তাল বেণ্টাদবত্তং অত্তণো দক্‌খিণারণ্ণপ্পবেশা রুত্তং।"

আমাদের বোধ হয়, আদিম কালে রৌদ্রোত্তাপে ক্লান্ত হইলে লোকে ঐরূপ করিত। তৎপরে যখন দেখা গেল, বৃন্ত ধারণে সুবিধা হয় না, তখন মধ্যস্থলে বৃন্ত স্থাপনের যত্ন করা হইল। ক্রমে ক্রমে তালের ছাতি—তৎপরে কাপড়ের ছাতির সৃষ্টি। কাপড়ের ছাতির লোহার ডাঁটগুলি সম্ভবতঃ তালপত্র আদর্শ হইতে গৃহীত।

শুষ্ক পত্র কয়েক দিন পরেই যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার তাৎকালিক অবস্থা ঠিক জালের মত। জাল কি ঐ আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে?

লূতা জাল প্রস্তুত করিয়া মক্ষিকা অবস্থান করে। কিন্তু সে জানে না যে, "রাক্ষসের উপরেও খোক্কস" আছে। ভেনাস্ ফ্লাই ট্রাপ নামক বৃক্ষ পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। এই বৃক্ষ স্প্রিংট্র্যাপের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ। বৃক্ষ পত্রের কতকগুলিতে এক সারি বড় বড় কাঁটা আছে; এবং এই পত্রগুলির গুণ এই, যে, ইহাদের উভয় প্রান্ত দৃঢ় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। ইহার উপরে কোনো কীট পতঙ্গ পতিত হইলে, ইহার পত্র অমনি যোড়া লাগে—কীটাদির আর পলাইবার যো থাকে না। পত্রের প্রত্যেক শিরাতে তিনটী করিয়া কাঁটা আছে; উহাতে স্বল্পমাত্র স্পর্শ করিলে পত্রের দুই প্রান্ত দৃঢ় সম্মিলিত হয়, ধৃত কীট পলাইতে পারে না—সে যতই অঙ্গ সঞ্চালন করে, ততই পত্র দৃঢ়তর সংশ্লিষ্ট হয়; এবং ইন্দুর মারিবার লোহার কলে যেরূপ ইন্দুর পলাইতে না পারিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, ধৃত দুর্ভাগ্য প্রাণীর দশাও তদ্রূপ হয়। এই বৃক্ষের পত্রের দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে কজ্জার মত পদার্থ আছে।

উত্তর আমেরিকায় ডগস্‌বেন নামক এক প্রকার পুষ্প আছে; উহাতে কোনো মক্ষিকা উপবেশন করিলে, তাহার মৃত্যু হয়। প্রস্ফুটিত পুষ্পের মকরন্দ-গন্ধে মক্ষিকা ব্যাকুল হইয়া তদুপরি উপবেশন

করে। উপবেশন মাত্রেই পুষ্পের দল জড়িয়া ধরে; তখন নিরুপায় মক্ষিকা শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। মক্ষিকার মৃত্যু হইলেই অমনি আবার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

বৃক্ষ হইতে, ফাঁদ অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের মূল সূত্র অবগত হওয়া যায়। বায়ু তাড়িত নমিত বৃক্ষের সবলে পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হওয়া দর্শন করিয়া বোধ হয় ধনুকের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আমাদের গ্লাস, বাঁশ অথবা নলের "চুঙ্গি" দেখিয়া সৃষ্টি করিয়াছি; করণ্ডকে আদর্শ লইয়া আমরা বাটী প্রস্তুত করিয়াছি; এইরূপ অধিকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই স্বভাবের অনুকরণ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। লেখক, তাঁহার এক জন আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছেন, কুকিরা আপনাদের সঙ্গে চাউল লইয়া স্থানান্তরে গমন করে; যখন ক্ষুধা পায়, তখন অস্ত্রদ্বারা বংশ খণ্ড ছেদন করিয়া তন্মধ্যে তণ্ডুল পূর্ণ করে এবং একরূপ লতা হইতে জল লইয়া তৎসঙ্গে মিশ্রিত করে; পরে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করতঃ অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া বংশ খণ্ড তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে—যখন অন্ন সিদ্ধ হয় তখন বংশ খণ্ডিত করিয়া তন্মধ্যস্থ সিদ্ধ অন্ন ভোজন করে। আদিম কালের লোক মাত্রেই ঐরূপ ভোজন পাত্রে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সন্দেহ নাই; তৎপরে সেই সকল পদার্থের অনুকরণ করিয়া প্রয়োজনীয় তৈজস সমূহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

আমাদের ব্যবহৃত বাটি নারিকেলের মালাইয়ের অনুকরণ বলিয়া অনুমান হয়। ভিক্ষোপজীবীগণ বাটির অভাবে নারিকেলের মালা ব্যবহার করিয়া থাকে। এবং ইহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে, যে, বাটির সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা অথবা তদনুরূপ (যথা করণ্ড প্রভৃতি) দ্রব্যের ব্যবহার ছিল এবং উহাদিগের আদর্শ দ্বারাই বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

আমাদের (হিন্দুদের) একটী বিশ্বাস আছে, যে, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি বোধ হয়, ইষ্টদেবও তাহাতে তুষ্ট হন, এই জন্য, হিন্দুগণ দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন; এই জন্য অগ্রহায়ণ মাসে নব তণ্ডুলে দৈব ও পিতৃযজ্ঞ হইয়া থাকে; এই জন্যই ঋতু বিশেষে পিতৃপুরুষদিগকে তোয়াঞ্জলি প্রদান করা হয়। এসকল কতদূর মহানুভাবকতার কার্য্য তাহা আমাদের এস্থলে বক্তব্য নহে।

যিনি পিতৃপুরুষদিগকে তোয়াঞ্জলি প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন, তিনি দেখিলেন, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে হস্তস্থিত জল পড়িয়া যায়—স্বেচ্ছানুরূপ তর্পণ করিতে পারেন না। তখন তিনি করণ্ড (করণ্ড ব্যতীত পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণদিগের আর কি জল পাত্র ছিল?) লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া জল প্রদান করিতে লাগিলেন, কোশার সৃষ্টির সেই মূল কারণ।

বৃক্ষ লতার পুষ্প হইতে শিল্প সম্বন্ধে আমরা অল্প জ্ঞান লাভ করি নাই। রমণী জাতি স্বভাবতই ভূষণ প্রিয়। প্রাচীন কালে যখন সুবর্ণ খনিরই আবিষ্কার হয় নাই, তখন তাঁহারা সুবর্ণ অলঙ্কার কোথায় পাইবেন? তাঁহারা তখন বনপুষ্পে বিভূষিত হইতেন। মুনি কন্যাগণের অলঙ্কার যে একমাত্র পুষ্প ছিল, তাহা বহুবিধ কাব্য নাটকে স্পষ্ট লিখিত আছে এবং কোনো কোনো স্থানবাসী মনুষ্য সমাজে অদ্যাপি তৎ প্রচলন দৃষ্ট হয়। ফুলকে আদর্শ লইয়া স্বর্ণ রজত নির্ম্মিত বহুবিধ অলঙ্কার সৃষ্ট হইয়াছে। লবঙ্গফুল, ঝুমকা, এলাচিদানা, বনমালা প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক অলঙ্কার, সেই সেই নাম বিশিষ্ট পুষ্পকে আদর্শ করিয়া যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিসর দেশের প্যাপিরাস নামক বৃক্ষ-বাকলের আদর্শে কাগজ প্রস্তুত করার বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের বল্কল হইতে যে ভাবে কাগজ প্রস্তুত হয়, শণ, পাট, তুলা প্রভৃতি দ্বারা কাগজ নির্ম্মাণ প্রকরণ তদপেক্ষা অধিক বিভিন্ন নয়। মিসর দেশে ও সিসিলির কোনো কোনো স্থলে ঐ বৃক্ষ জন্মে; অন্যত্র উহাকে রোপন করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

বাঁশ হইতে চুঙ্গি, জলের নল, উপাধারণ "খোল" প্রভৃতির মূল সূত্র থাকিবে। মালবোপদ্বীপে একরূপ লতা আছে, উহা আশ্রিত বৃক্ষকে "বড়শীর" মত ধরিয়া রাখে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েরও আদর্শ স্বভাব হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে অদ্যও স্মরণ করিয়া দিতেছি যে আমাদের এই প্রস্তাব লিখিবার উদ্দেশ্য এই, যে, আমরা সাধ্যানু-

সারে দেখাইব. আমরা যাহা কিছু আপনারা করিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করি, তৎসমুদায়েরই অনুরূপ পদার্থ স্বভাবে বিদ্যমান আছে এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এখনও অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। পাঠক মহাশয়েরা মনে রাখিবেন, প্রকৃতি অনন্ত—মনুষ্যের অভাবও অনন্ত—মনুষ্যের উন্নতিও ক্রমশঃ ভাবে অনন্ত! অতএব আবিষ্কারের এখনও কত আশা! শ্রীপ্রঃ—

ন্যায় দর্শন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে ন্যায়-প্রণেতা গৌতমের কতকগুলি মতের উল্লেখ করিয়াছি। এবং ইহাও বলা হইয়াছে, যে, তিনি ষোড়শটী পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। আমরা এক্ষণে এই ষোড়শটী পদার্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম। প্রমাণ।

প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা কার্য্য নির্ণয় করা যায়, তাহাকেই প্রমাণ বলে। কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা কার্য্যের নির্ণয় অনেকরূপে হইতে পারে।

১ম। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা।

চক্ষের দ্বারা কোনো বস্তু দেখিলাম—সুতরাং ঐ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার আর কোনো সংশয় রহিল না। ইহাকে চাক্ষুষ প্রমাণ কহে।

নাসিকাতে কোনো সুগন্ধ প্রবেশ করিল, জানিলাম, নিকটে কোনো পুষ্প অথবা আর কোনো সুগন্ধ দ্রব্য আছে। ইহাকে ঘ্রাণজ প্রমাণ কহে।

কর্ণে বীণার স্বর প্রবেশ করিল, জানিলাম নিকটে কেহ বাজাইতেছে। ইহাকে শ্রাবণ প্রমাণ কহে।

কোনো দ্রব্য খাইয়া মিষ্ট লাগিল, জানিলাম দ্রব্যটী সুস্বাদু। ইহাকে রাসন প্রমাণ কহে।

কোনো দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দ্রব্যটী উষ্ণ বা শীতল জানিলাম, ইহাকে ত্বাচ প্রমাণ কহে।

এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। গুরুত্ব এবং লঘুত্বের যে স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়, তাহা গৌতম বিশ্বাস করেন না। বল্লভাচার্য্য এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

বায়ুরও ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়।

আমি চিন্তা করিতে পারি, স্মরণ করিতে পারি, ইহাতে জানিলাম আমার আত্মা আছে। ইহাকেই মানস-প্রমাণ কহে।

সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা ছয় প্রকার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে—চাক্ষুষ, ঘ্রাণজ, শ্রাবণ, রাসন, ত্বাচ এবং মানস।

ইহাদিগের প্রত্যেকগুলিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ (Perception) বলে।

২য়। অনুমিতি (Inference) অথবা অনুমান দ্বারা।

"ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতি কহে।" একটী পদার্থ দেখিয়া অন্য একটী পদার্থের সম্ভাবনা করিলাম, পূর্ব্ব পদার্থটী ব্যাপ্য এবং পরের পদার্থটী ব্যাপক হইল। যেমন, ধূম দেখিয়া অগ্নির সম্ভাবনা, এস্থলে ধূম ব্যাপ্য, অগ্নি ব্যাপক। আবার অগ্নি দেখিয়া ধূমের সম্ভাবনা করিলাম, এস্থলে বিপরীত ভাব হইবে। সুতরাং উহারা পরস্পরে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

অনুমিতি আবার তিন প্রকার।

১। পূর্ব্ববৎ (Antecedent)
২। শেষবৎ (Consequent)
৩। সামান্যতো দৃষ্ট (Analogous)

১। পূর্ব্ববৎ—কারণ দেখিয়া কার্য্যের (Effect) অনুমান করাকে পূর্ব্ববৎ অনুমিতি কহে। অগ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমান করিতে পারি, কারণ অগ্নি ধূমের কারণ। আবার জানি, অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়িয়া যাইবে, কারণ অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে।

২। শেষবৎ—কার্য্য হইতে কারণের অনুমান করাকে শেষবৎ অনুমিতি কহে। ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করিলাম, ইহাই শেষবৎ অনুমিতি, যেহেতু অগ্নি কারণ এবং ধূম কার্য্য। আবার হাত পুড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিতে পারি, অগ্নিই ইহার কারণ।

অনেক নৈয়ায়িকেরা এই অনুমানটীকে অনুমান বলিয়াই গণনা করেন না—এটী ভ্রান্তিমূলক অনুমান, সুতরাং অনুমানই নহে। ফাউলার সাহেব বলেন, আমরা কারণ দেখি। কার্য্যের অনুমান করিতে পারি বটে, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া কোনো একটী বিশেষ কারণের অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।* কোনো স্থলে

* এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক বলিয়াছেন, "Affirm the antecedent, affirm the consequent, deny the antecedent, deny the consequent, affirm the consequent or deny the antecedent, nothing follows."

বহ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমান করিতে পারি বটে, কিন্তু ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে পারি না, কারণ অন্য কোনো কারণে ধূম উত্থিত হইতে পারে। অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়িয়া যাইবে বলিতে পারি, কিন্তু হাত পুড়িলেই বলিতে পারি না, যে, অগ্নিতেই পুড়িয়াছে। কারণ কষ্টিক্ প্রভৃতি অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যেও হাত পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩। সামান্যতো দৃষ্ট—"কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু, তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয়, তাহাকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর দর্শনে শুক্ল পক্ষের অনুমান।" সুতরাং তিন প্রকার অনুমানের দ্বারা আমরা কোনো বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারি, (১) পূর্ব্ববৎ; (২ শেষবৎ; (৩) সামান্যতো দৃষ্ট।

এক্ষণে তৃতীয় প্রকার প্রমাণের কথা বলা যাউক।

৩য়। উপমিতি বা উপমানের দ্বারা (Comparison)

ইহা এক প্রকার তুলনা করা। আমি জানি, যে, যাহার চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, পদ আছে, যাহার বুদ্ধি আছে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আছে, তাহাই মনুষ্য পদে বাচ্য। আমি কোনো বস্তুতে এই গুলি দেখিলাম, তখনই তাহাকে মনুষ্য বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহাকেই উপমিতি কহে।

৪র্থ। শব্দবোধ (Affirmation)

শব্দ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শব্দবোধ কহা যায়। ইহা এক প্রকার অর্থ বিশেষ।

"শব্দেণোচ্চার্য্য মানেন যদ্ বস্তু প্রতিপদ্যতে। তস্য শব্দস্য তদ্ বস্তু জ্ঞাতার্মর্থসংজ্ঞে।" "ঘট বলিলে এই বস্তুটাকে বুঝাইল, পট বলিলে আর একটা বস্তুকে বুঝাইল, সুতরাং আমার ঘট এবং পটের শব্দে বোধ হইল।

শব্দ প্রমাণ আবার দুই প্রকার।

১। দৃষ্টার্থক।
২। অদৃষ্টার্থক।

যাহা উচ্চারণ করিলেই আমরা বোধ ও অনুভব করিতে পারি, তাহাকে দৃষ্টার্থক বলে। যেমন,

ঘট ও পট বলিলেই, আমরা দুইটা বস্তু অনুভব করিতে পারি।

যাহা বলিলে কোনো বস্তু বা ব্যক্তি আমরা ঠিক অনুভব করিতে পারিনা, তাহাকেই অদৃষ্টার্থক বলে। যেমন অতি ভোজন করিলে পীড়া হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে লোকে স্বর্গে যায়, ইত্যাদি।

আমরা এক্ষণে চারি প্রকার প্রমাণের কথা বলিলাম ঃ—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, ও শব্দে বোধ। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক গুলিতেই সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি। হয় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ, নয় উপমান উপমেয় সম্বন্ধ নতুবা অন্য প্রকার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আবার দুই প্রকার ;—

১। সংযোগ (Simple conjunction)
২। সমবায় (Intimate and constant relation.)

যে দুইটী পদার্থ এরূপ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, যে, একটীর ধ্বংস হইলে অপরটীর ধ্বংস হইবে, তাহাদের মধ্যে সমবায় বর্ত্তমান; যেমন, কাপড় এবং সূতা, একটী না থাকিলে অপরটী থাকিবেনা। কিন্তু যখন একের অস্তিত্ব অপরের উপর নির্ভর করেনা, তখন যে সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সংযোগ বলে।* যেমন, তন্তুযন্ত্র ও বস্ত্র।

এই সম্বন্ধ গুলিকে কারণও বলা যায়।†

প্রমাণ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা উচিত। সকল প্রমাণই তাহার পূর্ব্বের প্রমাণের উপর নির্ভর করে। এই জন্য গৌতম-মত-বিরোধীরা বলেন, যে, 'প্রমাণ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণান্তরের প্রয়োজন, অতএব

* Parts and that which is composed of them as yarn and cloth; for so long as the yarn subsists, the cloth remains. Here the conviction of the yarn and cloth is intimate relation, but that of the loom is simple conjunction.

Colebrooke's Essays. Vol I. page—288.

† The instrumental cause (nimitta or karana,) I may here add that the Hindoos usually 'give the two halves' as the intimate cause of the hot, their 'conjunction' as the non-intimate or mediate, and the 'potter's stick' as the instrumental. So for 'desire' (ichchha) the intimate cause is soul—the non-intimate is 'the conjunction of soul and its internal organ, mind'—the instrumental is 'knowledge.'

Ibid. Note. I

সকল প্রমাণের ধারাবাহিক প্রমাণান্তর আবশ্যক এবং তৎসমুদয় ভাবে কোনো প্রমাণ সিদ্ধ নহে। * * * গৌতম এই সকল কুতর্কের উত্তরে সংক্ষেপে কহেন, যে, কোনো প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে কুতর্কির প্রতেষেধও সিদ্ধ নহে। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা কোনো প্রমাণ সিদ্ধ না হয়, তবে কুতর্কির বাক্য প্রয়োগও প্রলাপ মাত্র " *

প্রমাণ সিদ্ধির জন্য প্রমাণান্তরের আশ্রয় লওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এবং সে প্রমাণের আবার সিদ্ধির জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপ সকল প্রমাণের ধারাবাহিক প্রমাণান্তর প্রয়োজন বটে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, এইরূপ করিতে করিতে অর্থাৎ একটী প্রমাণের সিদ্ধির জন্য অন্য প্রমাণের আশ্রয় লইতে লইতে আমরা এমন একটী প্রমাণে উপস্থিত হইব যাহা স্বতঃসিদ্ধ—যাহার সিদ্ধির জন্য আর অন্য কোনো প্রমাণের সাহায্য লইতে হইবে না। *

প্রমাণের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা হইল, এক্ষণে প্রমেয় সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক।

দ্বিতীয়। প্রমেয় (That which is to be known or proven.)

প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার,—আত্মা, মন, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, ও অপবর্গ।

১। আত্মা—ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি, আত্মা এবং 'আমি' এই দুইটী অভিন্ন পদার্থ "আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোনো কার্য্য সম্পন্ন হইতনা। যেমত রথ গমন দ্বারা সারথির অনুমান করা যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে। চৈতন্য শক্তি শরীরাদির সম্ভবেনা; কারণ যদি ঐ শক্তি শরীরাদির থাকিত, তবে মৃত ব্যক্তির শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হইত সন্দেহ নাই।"

২। মন—যাহা দ্বারা আমরা ইচ্ছা করি এবং সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিতে পারি, তাহাকেই মন বলা যায়। সুতরাং মন যে কি পদার্থ তাহা আমরা জানিনা, কেবল আমরা তাহার কার্য্য ও শক্তি জানিতে পারি। একথা প্রায় সকল নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। *

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, গৌতম আত্মা এবং মনকে দুইটী পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু কেহ কেহ দুইটীকেই এক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের মীমাংসা পাঠে এই তর্কটী উদিত হয়, যে, যদি তাহাদিগকে দুইটী অভিন্ন পদার্থ বলিয়া জানিলাম, তবে আমরা সেই দুইটীকে পৃথক্ নামে কেন উল্লেখ করি? তদুত্তরে তাঁহারা এই বলেন, যে, পদার্থটী এক, ইহাকে বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে দেখা যাইতে পারে। মনে কর, এক ব্যক্তি দুইটী সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। এক সম্বন্ধে ধরিতে গেলে তাহাকে এক জনের পিতা বলা যাইতে পারে, অপর সম্বন্ধে তাহাকে এক জনের পুত্র বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে পিতা, এবং পিতা সম্বন্ধে পুত্র। অতএব পিতা এবং পুত্র এই দুইটী নামই তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ একটী পদার্থ, যখন ইহাকে সুখ দুঃখাদির অনুভব শক্তি সম্বন্ধে দেখি, তখন ইহাকে মন বলিয়া থাকি, এবং যখন অমরত্ব ও পর-

* ষড়দর্শন সংবাদ।

* For in every process of reasoning, we proceed by founding one step upon another which has gone before it; and when we trace such a process backwards, we must arrive at certain truths which are recognised as fundamental, requiring no proof, and admitting of none. These are usually called First Truths.

Abercrombies' Intellectual Powers. Section. II.

* The mind is that part of our being which thinks and wills—remembers and reasons; we know nothing of it except from these functions.

Abercrombie's Intellectual Powers. Part I.

What we mean by mind is simply that which perceives, thinks, feels, wills, desires &c.

Hamilton's Metaphysics, Lecture IX.

কাল সম্বন্ধে দেখি, তখন ইহাকে আত্মা বলিয়া থাকি। আর এক দল বলেন যে, একের ভিতর আর একটী বর্ত্তমান। অর্থাৎ মন আত্মার অন্তর্গত। আত্মা বলিলেই মন বুঝাইবে, কিন্তু মন বলিলে আত্মা বুঝায় না। ইংরাজীতে ইহাদিগকে (Soul) এবং (Mind) বলে। তাঁহাদিগের কথা। তবে আত্মা বলিলে মন হইতে কিছু অধিক বুঝায়, যেহেতু আত্মা বলিলে আত্মা এবং মন উভয়কেই বুঝায়, কিন্তু মন বলিলে আত্মাকে বুঝায় না।

৩। শরীর—শরীর বলিলে দেহকে বুঝায়। এটী আত্মা এবং মন উভয় হইতেই এক স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা শরীরকে চালায়, এবং শরীর আত্মা কর্ত্তৃক চালিত হয়। 'যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষু বক্র হইয়াছে, এরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।"

৪। ইন্দ্রিয়—শরীরের অংশকে ইন্দ্রিয় বলে, যথা চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি। সকল ইন্দ্রিয় একত্র করিলেই তাহাকে শরীর বলা যায়।

৫। অর্থ—অর্থ পাঁচ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ ভেদ।

( ) রূপ—"নীল পীতাদি বর্ণকে রূপ বলে।" আমরা যাহা দেখি, তাহারই রূপ আছে। রূপ না থাকিলে আমরা কোনো বস্তুর দর্শনানুভব করিতে পাই না। আমরা যে দ্রব্য দেখিনা কেন, গোলাকারই হউক বা ত্রিকোণ বিশিষ্টই হউক, সেই দ্রব্যটী বর্ণবিশিষ্ট (রূপবিশিষ্ট) না হইলে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। * রূপ বর্ণভেদে নানা প্রকার হইতে পারে, এই রূপ তর্কামৃত গ্রন্থের মতে শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র এই সপ্ত প্রকার।" রূপ বা বর্ণ কি? এই পুস্তকের যে

* Those who hold that we see extension, admit that we see it only as coloured.

Again,—

we cannot even represent extension to the mind except as coloured.

Hamilton's Metaphysics.

sect XXVIII.

অংশ শ্বেতবর্ণ দেখা যাইতেছে, তাহা কি? অনেক নৈয়ায়িক ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে, সূর্য্যের কিরণ ইহাতে পতিত হওয়াতে কোনোস্থল শ্বেত, কোনোস্থল কৃষ্ণ বা অন্যপ্রকার বর্ণ বিশিষ্ট দেখা যাইতেছে। ফলে, শ্বেত বা কৃষ্ণ বলিয়া বিশেষ কোনো দ্রব্য পৃথিবীতে নাই। তাহা যদি না হইবে, তবে অন্ধকার গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে কণামাত্রও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না, সেখানে এই পুস্তক লইয়া গেলে তাহা এবং গৃহস্থিত অন্যান্য তাবৎ পদার্থই কাল দেখাইবে কেন? এতৎ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সকল এখানে বিচার্য্য নহে।

(২) রস—রস যে ছয় প্রকার, তাহা সকলেই জানেন, যথা; কটু, কষায়, অম্ল, তিক্ত, লবণ ও মধুর। কোনো দ্রব্য আস্বাদন করিলাম, মৎসম্বন্ধে ইহা মধুর বা অন্য কোনো রসবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, য, এই মিষ্টতা বা অন্য কোনো রস এই দ্রব্যে আছে, অথবা ইহা আর কোথাও আছে? অনেক নৈয়ায়িকেরা বলেন, যে, ইহারা অর্থাৎ মধুরতা প্রভৃতি রসসমূহ দ্রব্যে কখনই থাকিতে পারে না। * কারণ তাহা হইলে সর্প-দষ্ট ব্যক্তি লবণাস্বাদন করিলে কেন লবণরস অনুভব করিতে সক্ষম হয় না? ইহাও এস্থলে বিচার্য্য নহে।

(৩) গন্ধ—গন্ধ দুই প্রকার। সৌরভ ও অসৌরভ। পুষ্পাদির গন্ধ প্রথমান্তর্গত এবং দুর্গন্ধ দ্রব্যাদি দ্বিতীয়ের অন্তর্গত।

(৪) স্পর্শ—আমরা স্পার্শন প্রত্যক্ষের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং দুই এক কথাতেই এ বিষয় শেষ করিব। স্পর্শ সাধারণতঃ তিন প্রকার।

১ম। উষ্ণ।

২য়। অনুষ্ণ বা শীতল।

৩য়। অনুষ্ণাশীতল—অর্থাৎ যাহা উষ্ণও নহে, শীতলও নহে।

কাঠিন্য এবং কোমলত্বেও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

কিন্তু অনেক নৈয়ায়িকেরা বলেন, যে, কেবল স্পর্শদ্বারা (Touch)

* See Locke on *secondary qualities.*

আমরা কঠিন বা কোমল বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা আমাদিগের শারীরিক ক্ষমতা প্রকাশ করি, * তাহা হইলেই কাঠিন্য ও কোমলত্বের জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে।

কোনো দ্রব্যের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্পর্শ ও গতি দ্বারা হয়। † চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারাও হইয়া থাকে।

(৫) শব্দ ভেদ—শব্দ, ভেদ এবং শাব্দবোধে কোনো বিশেষ নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আর এ-স্থলে কিছু বলা গেল না।

৬। বুদ্ধি—"বুদ্ধিশব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা, প্রমা ও ভ্রম। যাহার যে যে গুণ আছে, ও দোষ আছে, তাহাকে তত্তৎ গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান এবং প্রমা কহে। যেমত জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা। এবং যাহার যে যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান অথবা ভ্রম কহে; যেমত পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। ভ্রমের একটী অনুগত কারণ কিছুই নাই, এক এক ভ্রম এক এক দোষ বশতঃ হইয়া থাকে; পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখা যায়। * * * দেখ, শঙ্খ অতিশুভ্র, শঙ্খ শুভ্র ব্যতীত পীত হয় না, এইরূপ শত শতরূপ উপদেশ পাইলেও, কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও, যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোনোক্রমে শংখকে পীত বই আর শ্বেত বোধ হয় না।" *

৭। প্রবৃত্তি—প্রবৃত্তি অর্থে বাসনা। কোনো কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি হইল, অর্থাৎ সেই কার্য্য করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা হইল।

৮। দোষ—দোষ তিন প্রকার—রাগ, দ্বেষ ও মোহ।

*Touch combined with muscular force.

† Touch combined with muscular motion.

* বাঙ্গালা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

(১) রাগ—সাধারণ কথায় আমরা ক্রোধকেই রাগ বলিয়া থাকি। কিন্তু গৌতম রাগ নানা-প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরদ্রব্যহরণেচ্ছা, পর দ্রব্যে লোভ, ব্যয়কুণ্ঠতা প্রভৃতিও তাঁহার মতে রাগ পদার্থান্তর্গত।

(২) দ্বেষ—হিংসাকেই আমরা দ্বেষ বলিয়া থাকি। কিন্তু গৌতম ঈর্ষা, অমর্ষ, অভিমানাদিকেও দ্বেষ পদার্থান্তর্গত করিয়াছেন।

(৩) মোহ—"বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয়, শোকাদিভেদে মোহও নানা প্রকার। অযথার্থ নিশ্চয়াত্মক বিপর্য্যয় কহে, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া নিশ্চয় করা। যে যে গুণ বাস্তবিক নিজের নাই, সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকেই মান বলে। এক বিষয়কে পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ক্ষণকাল পরেই পুনরায় তাহাকেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করাকে (অর্থাৎ মতির অস্থিরতাকে) প্রমাদ কহে। অনিষ্টজনক কোনো ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয় আর ইষ্টবস্তুর বিয়োগ হইলে পুনরায় তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে শোক কহে।"

এখানে আমরা বিপর্য্যয় সম্বন্ধে কেবল দু এক কথা বলিয়া দোষপদার্থের ইতি করিব। গৌতম যাহাকে বিপর্য্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে মিথ্যাজ্ঞান (False Perception) বলা গিয়া থাকে। এ জ্ঞান এতদ্‌জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইবার নহে। মনে কর, তিনি দেখিলেন, পূর্ণিমার চন্দ্র কৃষ্ণ। তিনি বেস জানেন যে, চন্দ্র কখনো কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না তথাপি তিনি যদি চন্দ্রকে কৃষ্ণ দেখেন, তাহা হইলে গৌতম মতে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দারুণ জ্বর অথবা অন্য কোনো পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে অনেকের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, দেখা যায়। ডাক্তার এবারক্রম্বি এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ ও উদাহরণ দিয়াছেন। *

এখানে আর একটী কথা উল্লেখিতব্য। আমরা পূর্ব্বে যে "ভ-

* See Abercrombie's Intellectual Powers. False Perception.

১২

তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,
ভারতের দুঃখ কত, কত দুঃখে অশ্রু অত
গভীর সাগর গর্ভ করেছে পূরণ!
বুঝিবে তখন তুমি, অধোগত জন্মভূমি,
নানা পাপে নানা তাপে, কত জ্বালা সয়!
বহুকাল দীনা, হীনা, ক্ষীণা অতিশয়!

১৩

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁর, বহিছে শাসন-ভার,
সুখ দুখ দুই তাঁরে কহিও বিবরি।
যেরূপে ভারতবাসী, ভুঞ্জে সুধু দুঃখ রাশি,
হাসি চেয়ে কান্না বেশী দেখিছ যেমন—
তিনি মন দিলে হয় কান্না নিবারণ!

১৪

ভারতের প্রিয় বন্ধু ফসেট সুজন,
যিনি আমাদের তরে, মন প্রাণ পণ ক'রে,
করিছেন পরিশ্রম, কে আছে তেমন?
আমাদের দুঃখগুলি, ক'য়ো তাঁরে খোলা-
খুলি,
যে কিছু নিগূঢ় আজো না জানেন তিনি।
তাঁর গুণে সুখী তবু ভারত দুখিনী!

১৫

কেন এত বলিলাম? আছে হে কারণ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা?
বলিব কেন বা এত? কিবা প্রয়োজন?
বন্ধু অনুরোধ রেখো, দেখো ভাই, দেখো২
ভুলনা একটী কথা—ভুলনা কখন,
জন্মভূমি দশা যেন থাকে হে স্মরণ!

১৬

এ দেশীয়, হায়, যারা বিলাতে গিয়াছে,
গিয়ে সারা করে পুনঃ দেশে আসিয়াছে,
তাদের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তাই রহিয়াছে!
কোথা তারা ফিরে আসি, ভারতের দুখরাশি
নাশিতে নিরত হবে যতন সহিত;
তা না হ'য়ে তাদের সকলি বিপরীত!

১৭

বিলাতে যাবার কালে করে তারা পণ,
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির; কভু তার হবে না লঙ্ঘন;
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন!"
কত মত কথা কয়, কতই আশ্বাস দেয়;—
"শরীর পতন কিম্বা প্রতিজ্ঞা পূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিরে এসে, দেখা দেয় অন্য
বেশে,
সে যেন সে নহে আর ভারত-কুমার,
বিলাতী বাতাস লেগে বিলাতী ব্যভার!

১৮

বিলাতের মাটী বুঝি ইন্দ্রজাল ময়:
এ দেশী। তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা
ছুঁয়ে,
স্বজাতির স্নেহ মায়া তাই ভুলে রয়!
দেখিয়ে দেশের দুখ, অসাড় পাষাণ বুক,
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়!
বিলাতী শিক্ষার ফল এরেই কি কয়?

১৯

তাই বলি, দেখো ভাই, ভাদের মতন,
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন;
তার চেয়ে দেশে থাক, ক'রো না গমন।
যাইয়ে সাগর পার, ভারতের দুখ ভার,
কণা পরিমাণেতেও ন কর মোচন,
তা হ'লে কি লাভ করি বিলাত গমন?

যদি বল নিজে তুমি হইবে 'বদ্বান্,
তার চেয়ে মুর্খ ভাল শাস্ত্রের প্রমাণ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

স্যার রিচার্ড টেম্পল্।

ভূতপূর্ব্ব ছোটকর্ত্তার শুভ গমনাবধি কনিষ্ঠ রাজ সংসার সম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই প্রায় বলি নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বর্ত্তমান ছোটকর্ত্তা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দুর্ব্বৃত্ত দুর্ভিক্ষ দৈত্যের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং তদীয় হাব, ভাব, শাসন-প্রণালীর প্রকৃতি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। যদিও তাঁহার শাসন-কালের যৌবনাবস্থা গত ও পরিণত প্রৌঢ়াবস্থা এখনও আগত হয় নাই—যদিও তৎসময়ের সীমা এখনও কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী, তথাপি তাঁহার ভাব গতিক কি বুঝা যাইতেছেনা? বায়ু কোন্‌দিগে বহিবে, তাহা জানিতে কি অবশিষ্ট আছে? অতএব এ সময় একবার তাঁহার কার্য্য-প্রণালী ও অনুষ্ঠানাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা আমাদের আশা পূরণ কত দূর হইল ও কত দূর হইবার সম্ভাবনা, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যস্থের জন্ম গ্রহণাবধি কনিষ্ঠ রাজ প্রতিনিধির সদ্গুণ গান ও সুযশ ঘোষণার পক্ষে সুযোগাধ্য প্রাপ্ত না হওয়াতে অন্তঃকরণ বড় ক্ষুব্ধ ছিল। যেহেতু, স্যার জর্জ কাম্বেল বাহাদুরই তত্তাবৎকাল ছোট প্রভু ছিলেন—তাঁহার ভূয়সী ক্ষমতা ও অসাধারণ কার্য্য-কুশলতা সত্ত্বেও তাঁহার স্থির বিবেচনা ছিল না; অন্যের সুমন্ত্রণাও শুনিতেন না; কল্পনা দেবী কোনো মন্ত্রণা দিবা মাত্রই অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যস্তবাগীশের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া বসিতেন—করণীয় বিষয়ের সর্ব্ববয়ব বা আদ্যন্ত দেখিবার জন্য সময় লইতেন না; এবং সুশাসনের প্রধান সহায় প্রজাবাৎসল্য ধর্ম্মকে স্বীয় হৃদয়ে স্থান দিতে বড় সম্মত হইতেন না! শাসনকর্ত্তার অসামান্য প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, শাসিতের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও তাদের কল্যাণ সাধনে একান্তি-

১২

তা হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,
ভারতের দুঃখ কত, কত দুঃখে অশ্রু অত
গভীর সাগর গর্ভ করেছে পূরণ!
বুঝিবে তখন তুমি, অধোগত জন্মভূমি,
নানা পাপে নানা তাপে, কত জ্বালা সয়!
বহুকাল দীনা, হীনা, ক্ষীণা অতিশয়!

১৩

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁর, বহিছে শাসন-ভার,
সুখ দুখ দুই তাঁরে কহিও বিবরি।
যেরূপে ভারতবাসী, ভুঞ্জে সুধু দুঃখ রাশি,
হাসি চেয়ে কান্না বেশী দেখিছ যেমন—
তিনি মন দিলে হয় কান্না নিবারণ!

১৪

ভারতের প্রিয় বন্ধু ফসেট সুজন,
যিনি আমাদের তরে, মন প্রাণ পণ ক'রে,
করিছেন পরিশ্রম, কে আছে তেমন?
আমাদের দুখগুলি, ক'য়ো তাঁরে খোলা-
খুলি,
যে কিছু নিগূঢ় আজো না জানেন তিনি।
তাঁর গুণে সুধা তবু ভারত দুখিনী!

১৫

কেন এত বলিলাম? আছে হে কারণ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা?
বলিব কেন বা এত? কিবা প্রয়োজন?
বন্ধু অনুরোধ রেখো, দেখো ভাই, দেখো২
ভুলনা একটী কথা—ভুলনা কখন,
জন্মভূমি দশা যেন থাকে হে স্মরণ!

১৬

এ দেশীয়, হায়, যারা বিলাতে গিয়াছে,
গিয়ে যারা ফিরে পুনঃ দেশে আসিয়াছে,
তাদের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তাই রহিয়াছে!
কোথা তারা ফিরে আসি, ভারতের দুখরাশি
নাশিতে নিরত হবে যতন সহিত;
তা না হ'য়ে তাদের সকলি বিপরীত!

১৭

বিলাতে যাবার কালে করে তারা পণ,
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির; কভু তার হবে না লঙ্ঘন;
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন!"
কত মত কথা কয়, কতই আশ্বাস দেয়;—
"শরীর পতন কিম্বা প্রতিজ্ঞা পূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিরে এসে, দেখা দেয় অন্য
বেশে,
সে যেন সে নহে আর ভারত-কুমার,
বিলাতী বাতাস লেগে বিলাতী ব্যভার!

১৮

বিলাতের মাটী বুঝি ইন্দ্রজাল ময়:
এ দেশীয় তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা
ছুঁয়ে,
স্বজাতির স্নেহ মায়া তাই ভুলে রয়!
দেখিয়ে দেশের দুখ, অসাড় পাষাণ বুক,
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়!
বিলাতী শিক্ষার ফল এরেই কি কয়?

১৯

তাই বলি, দেখো ভাই, তাদের মতন,
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন;
তার চেয়ে দেশে থাক, ক'রো না গমন।
যাইয়ে সাগর পার, ভারতের দুখ ভার,
কণা পরিমাণেতেও না কর মোচন,
তা হ'লে কি লাভ করি বিলাত গমন?
যদি বল নিজে তুমি হইবে বিদ্বান্,
তার চেয়ে মূর্খ ভাল শাস্ত্রের প্রমাণ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

স্যার রিচার্ড টেম্পল্।

ভূতপূর্ব্ব ছোটকর্ত্তার শুভ গমনাবধি কনিষ্ঠ রাজ সংসার সম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই প্রায় বলি নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বর্ত্তমান ছোটকর্ত্তা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দুর্ব্বৃত্ত দুর্ভিক্ষ দৈত্যের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং তদীয় হাব, ভাব, শাসন-প্রণালীর প্রকৃতি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। যদিও তাঁহার শাসন-কালের যৌবনাবস্থা গত ও পরিণত প্রৌঢ়াবস্থা এখনও আগত হয় নাই—যদিও তৎসময়ের সীমা এখনও কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী, তথাপি তাঁহার ভাব গতিক কি বুঝা যাইতেছেনা? বায়ু কোন্ দিগে বহিবে, তাহা জানিতে কি অবশিষ্ট আছে? অতএব এ সময় একবার তাঁহার কার্য্য-প্রণালী ও অনুষ্ঠানাবলীর উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা আমাদের আশা পূরণ কত দূর হইল ও কত দূর হইবার সম্ভাবনা, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যস্থের জন্ম গ্রহণাবধি কনিষ্ঠ রাজ প্রতিনিধির সদ্গুণ গান ও সুযশ ঘোষণার পক্ষে সুযোগ ধরা প্রাপ্ত না হওয়াতে অন্তঃকরণ বড় ক্ষুব্ধ ছিল। যেহেতু, স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বাহাদুরই তত্তাবৎকাল ছোট প্রভু ছিলেন—তাঁহার ভুয়সী ক্ষমতা ও অসাধারণ কার্য্য-কুশলতা সত্ত্বেও তাঁহার স্থির বিবেচনা ছিল না; অন্যের সুমন্ত্রণাও শুনিতেন না; কল্পনা দেবী কোনো মন্ত্রণা দিবা মাত্রই অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যস্তবাগীশের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া বসিতেন—করণীয় বিষয়ের সর্ব্বাবয়ব বা আদ্যন্ত দেখিবার জন্য সময় লইতেন না; এবং সুশাসনের প্রধান সহায় প্রজাবাৎসল্য ধর্ম্মকে স্বীয় হৃদয়ে স্থান দিতে বড় সম্মত হইতেন না! শাসনকর্ত্তার অসামান্য প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, শাসিতের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও [illegible]দের ক[illegible] সাধনে প্রবৃত্তি-

কতা থাকিলেই মধ্যাবস্থ গুণবন্ত শাসকেরাও যে সুনয়ামক প্রজাপতি নামে প্রকৃতিপুঞ্জের পূজ্য ও স্মরণীয় হইতে পারেন, তাহা গ্রাণ্ট আর গ্রে মাহোদয় দ্বয়ের শাসনফল স্মরণ করিলেই সম্যগ্ প্রতীতি হইতে পারে!

মোক্ষদার স্বামী ধনবান, রূপবান, বিদ্বান, ক্রিয়াবান, সদ্বক্তা, সদালাপী, কবি, বিজ্ঞ, সকলি; কিন্তু মোক্ষদার প্রতি প্রেম-শূন্য এবং অন্যাশক্ত; তাতে মোক্ষদার যেমন সুখ, আমাদের কোনো প্রতিভান্বিত যোগ্য শাসনকর্ত্তা আমাদের প্রতি স্নেহ মমতাহীন এবং নিয়ত ঘৃণাকারী হইলেও আমাদের অবিকল তেম্নি সুখই হইয়া থাকে। রাম বসুর একটী গানে আছে;—

"সে যে রসিক নয়, তা নয়;
কিন্তু সে রস পরের কাছে হয়—
আমার কাছে নয়!—
লোকে কয়, তারে রসময়,
কিন্তু ঘরে এলে সে যেন, সই,
সে রসিক আর নয়।"

ইহাও তাই! স্নেহ-শূন্যতা হেতু স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের নিপুণতা ও অনেক শুভ সংকল্প আমাদের পোড়া অদৃষ্টে বিকৃতির আকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল!

এক্ষণে আমরা তাঁহার পদে যাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহার গুণগরিমা ও বুদ্ধি-বৃত্তির তত তীব্রতা—তত ঔজ্জ্বল্য—তত চাক্‌চিক্য—তত জগদ্বিভাসক দীপ্তি না থাকিলেও তাঁহার কার্য্য-চাতুর্য্য যে মাধুর্য্য-রসগর্ভ এবং স্নেহ-কারুণ্য-পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই যে ইনি দারুণ দুর্ভিক্ষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ, যত্ন, পরিশ্রম ও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই কি বঙ্গবাসীর চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন নাই? যদিও তিনি তৎকার্য্য সম্পাদনকালে সম্পূর্ণ মিত-ব্যয়িতা সমর্থনে সমর্থ হয়েন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণের কোনো দোষ লক্ষিত হয় না—বিবেচনারও বিশেষ ত্রুটী বলা যায় না—কেননা, স্নিগ্ধভাবে কার্য্য করিবার সময় তখন নয়। গৃহ দাহ কালে কোন্ পার্শ্ব হইতে কত কলসী জল ঢালিলে জলের অপচয় হইবে না, এবথা তখন কে

বিচার করিয়া থাকে? অথবা কোন্ সাহসী তৎপর পুরুষ তখন আপনার হাত পা একটু পুড়িবে কি না, সে দিগে বেশী দৃষ্টি রাখিতে পারে? অতএব তিনি যে লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয় তাহাই দেখিতে চায়—অর্থ অপচয় জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতে তাহার তত প্রবৃত্তিই হয় না।

কিন্তু অনেকে বলেন, যদি কেবল প্রজার প্রাণ রক্ষার জন্য অতি-আগ্রহে এবং অবশ্যম্ভাবী ত্বরা ও তৎপরতা কারণে অর্থের অপচয় ঘটিত, তবে কোনো কথা কওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইত। সেই সঙ্গে আর একটী আপত্তিজনক দূষ্য হেতু ছিল। অর্থাৎ অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে দুর্ভিক্ষের রণক্ষেত্রে না আনিয়া যদি এদেশীয় যোগ্য সহকারীগণ দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইত এবং নীলকর সাহেবদিগকে আমদানি রপ্তানির একচেটে ঠিকা দেওয়া না হইত, তবে কখনই এত রাশি রাশি অর্থ অনর্থ উড়িয়া যাইত না।

এ অভিযোগ আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটী কথা আছে; স্বজাতির প্রতি অপর জাতি অপেক্ষা অধিক স্নেহ দৃষ্টিপাত এবং অধিক বিশ্বাস স্থাপন না করে, এমন লোক এ সংসারে অত্যল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষীণতাটী সুদ্ধ ইঁহার বলিয়া নয়, অধিকাংশ ক্ষমতাশালীতেই বর্ত্তমান। বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি স্বজাতীয় ব্যক্তি ও বস্তু প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েই—জাতীয় ভাব মাত্রেই এক কালে ঢল ঢল—টল টল—ডগ মগ আছেন—জাতীয় ভাবে কোন্ স্বাধীন জাতিই বা ঢল ঢল নয়—জাতীয়ভাবে অধোগত আধুনিক হিন্দু জাতি ব্যতীত কোন্ জাতিই বা ডগ মগ নয়? তবে সুসভ্য শাসনকর্ত্তাদের নিকট আমরা নাকি অতিরিক্ত জাতীয় পক্ষপাতের আশা করি না—আমরা নাকি তাঁহাদিগের আশ্রিত, প্রতিপালিত, শিষ্য, তাঁহাদিগকে দেবতুল্য দেখিয়া থাকি এবং পক্ষপাত যে ভয়ানক দোষ, তাহা নাকি তাঁহাদিগেরই মুখে শুনিতেছি এবং তাঁহাদিগেরই নিকট

লিখিতেছি, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের ধাতা, পাতা, পথ-দর্শক, তেমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণকে সে দোষে মুক্ত দেখিব বলিয়াই নাকি আশা করিয়া থাকি, এই জন্যই অমন প্রাণদানের মহৎ কার্য্য মধ্যেও ঐ দোষটী দেখিয়া—পয়ঃসুধা পূর্ণ কলসে গোমূত্র বিন্দু দেখিয়া সন্তাপিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হই। ভাবিয়া দেখুন, ঐ ক্ষুদ্র খুঁতটী না হইলে কেমন নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুবিমল সৎকার্য্যটী হইত এবং তাহাতে রাজকোষের (সুতরাং যে দুঃখী জনগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন তাহাদের) কত অর্থ বাঁচিয়া যাইত! যাহা হউক, সেটী উপেক্ষা করিয়াও আমাদের প্রথম আলোচ্য ব্যাপারে স্যার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুরের প্রতি প্রতিষ্ঠাবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন পরবর্ত্তী অনেক কার্য্যে তিনি আমাদের হিত জন্য আন্তরিক যত্ন ও বাসনা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম' এই বাক্যই এস্থলে স্মরণ করা চাই।

দ্বিতীয়তঃ দেশের সমস্ত লোকের মত, প্রার্থনা ও সকরুণ চীৎকারের বিরুদ্ধেও ভূতপূর্ব্ব ছোটকর্ত্তাটী যে সকল কার্য্য বা অকার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ক্রমে ক্রমে তত্তাবতের পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নবদ্বীপকে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্যার জর্জ তদঞ্চলের অধিবাসীগণকে কি মহা মনস্তাপই দিয়াছিলেন! ইনি সেই নদীয়াকে নদীয়া জিলায় পুনঃস্থাপিত করাতে "বায়ু কোন্ দিগে প্রবাহিত" তাহা কি বুঝা যাইতেছেনা? ক্যাম্বেল বাহাদুরের 'নেটিভ সিবিল সার্ভিস' প্রণালী প্রবর্ত্তনে যে যে মন্দ ফলের আশঙ্কা হইয়াছিল, ইনি তাহার বেগ ফিরাইতে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে অবস্থানুযায়ী উত্তম ব্যবস্থাই বলিতে হইবে।

শিক্ষা বিভাগে যে সব ভয়ানক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বকর্ত্তাটী করিয়া গিয়াছেন, তত্তাবৎ অটুট থাকিলে অনিষ্ট ও অবনতির ইয়ত্তা থাকিত না।

ইনি ডিরেক্টরকে কেরাণীগিরি হইতে পুনর্ব্বার ডিরেক্টরী পদে উঠাইতেছেন। ইনি সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার সাধন করিতেছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের পুনর্ব্বার ঐক্যমত্য স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন, এমন আভাস যেন সে দিনগ্রন্থকারগণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি প্রদেশস্থ উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ শ্রেণীর পুনঃস্থাপন পক্ষে বিশেষ অনুকূল বন্ধুই আছেন।

সম্প্রতি যে কারণে তাঁহার গুণ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় আপীল সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার যে একটী অভিনব পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের বিশেষ শঙ্কা জন্মিয়াছিল। প্রাদেশিক বিচারালয় সমূহে এক্ষণে যে পদ্ধতিতে এবং যে প্রকার বিচারকগণ দ্বারা বিচার কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে তত্রত্য মীমাংসা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে অর্থাৎ প্রধানতম বিচারালয় পর্য্যন্ত তাহার আপীল না থাকিলে দেশে যে কত অন্যায় বিচার হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রজামণ্ডলিতে যে কি হাহাকাররব উঠিবে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী কি স্থূলদর্শী পর্য্যন্ত সকলেই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। একারণ উক্ত পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বহু বহু আন্দোলন ও বহু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন প্রেরণও হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমাদের প্রধান নিয়ন্তা অনরেবল ষ্টিফেন মহাশয় স্বাভিপ্রেত হইতে এক পদও বিচলিত হইতেন কি না সন্দেহ—হইতেন না, ইহাই এক প্রকার স্থির ছিল! এমত অবস্থায় বর্ত্তমান লেঃ গবর্ণর বাহাদুর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং অধীন প্রজামণ্ডলীর মধ্যে সদ্যুক্তি ও সৎসংকল্প সহকারে দণ্ডায়মান হওয়াতে কতদূর সুযোগ্য ও প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তার গুণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার

ইহাই উচিত—ইহাই স্বাভাবিক। তিনি কি কেবলই আমাদের শাসক? তিনি কি আমাদের রক্ষক নন? তাঁহার উপরে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার নিম্নে আমরা। তিনি মধ্যস্থলে থাকিয়া আমাদের কথা উপরে জানাইবেন, উপর হইতে অনভিজ্ঞতাজনিত কোনো অন্যায্য কার্য্য বা প্রস্তাব হইলে তিনি আমাদের হইয়া তাহা দেখিবেন—আমাদের হইয়া স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। আবার নিম্নদেশে কোনো অবিহিত অভিপ্রায় প্রচলিত হইলে তিনিই তৎসংশোধনের চেষ্টা ও উপায় দেখিবেন। এরূপ আচরণই বঙ্গপালকের উপযুক্ত আচরণ। নতুবা কেবলই কাট্ কাট্ মার্ মার্—"প্রজার কথামাত্র শুনিব না—আমার যদৃচ্ছা তাহাই করিব—তোরা তোদের ভাল মন্দ বুঝিস্ না, আমাকে যখন মহারাণী তোদের প্রভু করিয়াছেন, তখন তোদের ভাল মন্দ আমিই বুঝিব—অন্যের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই!" এপ্রকার ক্যাম্বেলী মত ও ব্যবহারে রাজা প্রজা কাহারোই সন্তোষ, সুখ ও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

স্যার রিচার্ড টেম্পল আপীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজানিচয়ের আপত্তির মর্ম্ম সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—প্রাদেশিক বিচারালয় সমূহের অপূর্ণাবস্থা ও অভাবগুলি সুচারুরূপেই বুঝিয়াছেন এবং বৈরাক্তিকর অসংখ্য আপীল সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের যে সদভিপ্রায় তাহারও যথার্থ মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছেন। হইয়াই এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, "এখন এ পাণ্ডুলিপি স্থগিত রাখুন; আমি প্রাদেশিক ধর্ম্মাধিকরণ সমূহের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন পক্ষে বিশেষ বিবেচনা ও চেষ্টাপরায়ণ আছি; অতি শীঘ্র তাহা অবধারণ পূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিব; তাহার পর তদুপযোগী ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হইলেই যথার্থ উপকারের বস্তু হইতে পারিবে; নতুবা বিচারালয় সমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টের সুবিচার বিতরণের উদ্দেশ্যটী বহু বহু স্থলে অসিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি।"

স্যার রিচার্ড মহাশয়ের এই

প্রস্তাবে আমরা পরম প্রীত ও নিতান্ত আশ্বস্ত হইয়াছি। এক তো ব্যবস্থাপক সভায় এপ্রকার জিদের পাণ্ডুলিপিকে স্থগিত রাখা অসাধারণ ব্যাপার। তাহাতে বিচারালয় সমূহের সংস্কোদ্ধার এবং উন্নত কোনো উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রবর্ত্তন কতদূর প্রার্থনীয় বিষয়, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। যদিও কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, এখনও পাকা অবধারিত হয় নাই, কিন্তু তাহার যতদূর আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং স্যার রিচার্ডের যেরূপ ভাবগতিক দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে প্রজাগণের হিতকর ও তুষ্টিকর পরিবর্ত্তনই যে হইবে, এমন আশা ভরসা করিতে পারা যায়। অতএব ঐ পাণ্ডুলেখ্য স্থগিত রাখার জন্য তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি এবং ঐ ভাবী উন্নতির উদ্দেশে আমরা তাঁহাকে আগ্রম ধন্যবাদ দিতেছি!

সম্প্রতি তাঁহার দ্বারা আর দুইটী সদনুষ্ঠান হইয়াছে। উপরের লিখিত গুরুতর রাজকার্য্য ও রাজনৈতিক বিষয়াদির তুলনায় যদিও সে দুইটী ক্ষুদ্র, কিন্তু বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় সে দুইটী যে মহৎ কার্য্য, তাহা সদ্বিবেচক দেশহিতৈষীমাত্রেই অঙ্গীকার করিবেন।

তাহার প্রথমটীতে ব্যায়ামের প্রতি এবং দ্বিতীয়টীতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি প্রচুর উৎসাহ দান হইয়াছে। আলিপুরস্থ সুপ্রসিদ্ধ বেল্‌ভিডিয়ার ভবনে বা উদ্যানে ঐ দুই অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম। সমুদয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-নিপুণ ছাত্রগণকে তাঁহার রাজ-প্রাসাদে আহ্বান পূর্ব্বক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই প্রথা প্রবর্ত্তন দ্বারা সামান্য উৎসাহের কাজ হয় নাই। পূর্ব্বকার কোনো কোনো লেঃ গবর্ণ. কোনো কোনো বিদ্যালয়ে গিয়া এ বিষয়ে কিছু কিছু উৎসাহ দিতেন বটে, কিন্তু অভিনব ব্যায়াম-পদ্ধতির উন্নতি পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত না। স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর এ বিষয়ে অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেশের শাসনকর্ত্তা নিজ ভবনে ছাত্রগণকে

আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজের চক্ষের উপরে তাহাদিগকে সৎপ্রতিযোগিতায় উত্তেজিত করাতে যার পর নাই উৎসাহ ও অনুরাগের বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব এ মতলবটী অতি উত্তম ও মহোপকারক বলিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় লইয়াই এই মহদনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যান্য পাঠালয়ের ছাত্রগণকে সেই প্রতিযোগিতায় বঞ্চিত করা নিতান্তই অপ্রার্থনীয় ও অননুমোদনীয়। ভরসা করি, আগামী বর্ষ হইতে এ ত্রুটী সংশোধিত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়। এতাবৎকাল কেবল জমীদার, সদাগর ও কতিপয় (ইংরাজীতে) বিখ্যাত বিদ্বান্ প্রভৃতি দেশীয় ধনী মানীগণকেই গবর্ণমেণ্ট ভবনে নিমন্ত্রণ করা হইত—যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য-ভূমিতে হল কর্ষণ ও সুবীজ বপনার্থ দিবা নিশি অতি কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, সেই বঙ্গভাষার গরিব গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণকে কেহ পদ-নখ দ্বারাও স্পর্শ করিতেন না।

হায়! তাঁহাদের জীবন-গতি কি ভয়ানক—কি শোচনীয়! গরিবেরা মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও পৈতৃক সমাজের উন্নতি জন্য কায়-মনোবাক্যে অপরিসীম আয়াস ও যত্ন করেন—তজ্জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন দেন; সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত; এমন কি, যে অর্থ নইলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়াভাব, সে অর্থকেও অবহেলা করেন—ধনোপার্জ্জনের যে সকল প্রবল প্রকৃত পন্থা, তত্তাবতের নিকট "হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেলার" ন্যায় জন্মের মত বিদায় লন! ফলতঃ বঙ্গীয় সমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে, স্বদেশীয় ভাষা সম্বন্ধে ও সামাজিক বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্ত কেবল সেই হতভাগ্য লেখকগণেরই লেখনী সাহায্য ব্যতীত কদাচ ঘটিত না। কিন্তু এত করিয়া তাহাদের পুরস্কার কি? পুরস্কারের প্রধান কয়টীর নাম উল্লেখ করিতেছি;—

১। "চালে খড়্ বাড়ে মাটি্ শ্লোক পড়ি সারে!" গৃহে সর্ব্বদাই হাঁড়ি ঢন্ ঢন্, সুতরাং গৃহিনীর সহিত সর্ব্বদাই খন্ খন্ ঝন্ ঝন্! মহা কবি ভারতচন্দ্র উপরের ঐ পদ্য চরণে এবং নীচের লিখিত দুটী চরণে আত্ম-অবস্থা কি সুন্দরই বর্ণনা করিয়াছেন।—

"শাঁখা সাড়ী রাঙা, সোণা না পরিনু কভু—
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু!"

২। যে যশ ও মানের জন্য তাঁহারা অত ত্যাগস্বীকার করেন, তল্লাভেই বা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েন কৈ? রাজাই দেশের মানদাতা; কিন্তু আমাদের রাজা ভিন্ন দেশীয়—ভিন্ন জাতীয়—ভিন্ন ভাষাবিদ্। সুতরাং তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থের ভাবাপেক্ষা তাঁহাদের পালিত কুক্কুরগণের মনের ভাবও বরং বেশী বুঝিতে সক্ষম হন! যে যাহা না বুঝে, সে তাহার গৌরব কি করিবে?

দেশের বড় লোকেরা মান দানের দ্বিতীয় উৎস। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় এখন আর মাতৃ ভাষার সল্লেখকগণকে যথার্থরূপে উৎসাহ দেন, এমন ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁহারা নিজে ইংরাজীতে শিক্ষিত—

অনেকে বাঙ্গালা বুঝেন না—যদিও বুঝেন, নানা কারণে ঘৃণা পূর্ব্বক তাহা স্পর্শও করেন না—তাঁহারা সাহেব লইয়াই ব্যতিব্যস্ত এবং যে সকল কর্ম্মে সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইবেন, সভ্য বলিবেন অথবা গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজা-বাহাদুর উপাধি ও ষ্টার অব ইণ্ডিয়া রূপ রাজপ্রসাদ চিহ্ন পাইতে পারিবেন, তেমন অনুষ্ঠানাবলীকেই জীবনের সারের সার ব্রত করিয়া থাকেন! সুতরাং গরিব বাঙ্গালা গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ আর কাহার কাছে দাঁড়াইবে?

৩। সাধারণের নিকট সাহায্য। সে গুড়েও বালি। অদ্যাপি সমাজের এত উন্নত অবস্থা হয় নাই, সুতরাং পাঠকের সংখ্যা এত বেশী হয় নাই, যাহাতে পুস্তক ও পত্রিকাদির মূল্য সংগ্রহ দ্বারা লেখকগণের উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে। যদিও ক্রমে ক্রমে পাঠ প্রবৃত্তি প্রচুর হইতেছে, কিন্তু সেরূপ প্রবৃত্তির লোক শ্রেণীর অধিকাংশই "স্বয়ম্সিদ্ধ" অর্থাৎ আপনারাই খেতে পায় না, গ্রন্থকার ও সম্পাদককে খাওয়াইবে

কি? দৃষ্ট হইতেছে, এক পাড়া বা এক গ্রামের এক জন এক খানি পুস্তক বা পত্রিকা ক্রয় করিলে, বহু জনে তাহাই চাহিয়া চাহিয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িবার সখ্ মিটাইয়া লয়! ফলতঃ যদিও এখন সখ্ বাড়িয়াছে, কিন্তু কেবলই "সখ্ আছে আর ফুঁ আছে, বাতীও নাই, তুগ্ধও নাই!"

বিস্তারক্রমে লিখিতে গেলে বঙ্গীয় ভাষার লেখকগণের পর্ব্বতাকার দুঃখ ও রাশি রাশি বিঘ্ন বাধার বর্ণনায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। এত সব অতিক্রম করিয়াও যাঁহারা স্বদেশের সাহিত্য রূপ অকূল সমুদ্রে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিদান দুই চারিটা মিষ্ট সম্ভাষণের কথা বলাও রিক্ত মনের ব্যবহার দেখানো কি দেশাধিপতি ও দেশের ধনাধিপতিবর্গের কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এতাবৎকাল রাজ প্রতিনিধিরা সেই সামান্য অনুগ্রহ প্রকাশেও কাতর হইতেন! অনেক ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষা তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের পরিচালক, সাধারণ প্রজার প্রতিনিধি ও সমাজের যথার্থই উন্নতিকারক, তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন, অথচ ঐ ধনী ও ঐরূপ বিদ্বান লোক যাইয়া শাসনকর্ত্তাদের নিকট মান্য ও লোক-প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইবেন, ইহাই কি উচিত হয়? প্রকৃতিবর্গের প্রকৃত অভাব, প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃত ভাবগতিক জানা যদি গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় যদি প্রকৃতিবর্গকে জানানো আবশ্যক হয়, তবে দেশীয় ভাষার লেখকগণ যেমন সুন্দর উপায় ও যথার্থ যন্ত্র, এমন অন্যে নহেন। অতএব তাঁহাদিগকে নিজ ভাবে লইয়া গিয়া সম্মানিত ও শিষ্টাচারে বাধিত করাতে স্যার রিচার্ড টেম্পল সুযোগ্য রাজনীতিদর্শীর কার্য্যই করিয়াছেন। যখনি কোনো কারণ উপলক্ষে দেশীয় সম্ভ্রান্তগণকে গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক হইবে, তখনই গ্রন্থকারগণকেও আহ্বান করা উচিত। স্যার রিচার্ড তাহাই করিয়াছেন। প্রথমে এক দিন সুদ্ধ গ্রন্থকারগণকে লইয়া

যান। পরে এক দিবস এদেশীয় তাবৎ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিতও তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এতদ্দর্শনে আমরা মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি—শাসনকর্ত্তার উচিত কার্য্যই হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গভাষার সম্পাদকগণকে সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইতে না দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ আছি; ভরসা করি, এ আক্ষেপও যেন শীঘ্র নিবারিত হয়।

ফল কথা, আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় অবিমৃষ্যকারিতা, উগ্রতা বা স্নেহরাহিত্য ইত্যাদি দোষে কদাচ দোষী হইবেন না, বরং তদ্বিপরীতে প্রজানুরাগ, প্রজার রোদনে কর্ণদান, প্রজার অভাবে মনোযোগ এবং প্রজার তুষ্টি উৎপাদনে সাধ্যমত যত্ন ইত্যাদি সদ্গুণ সমূহে বিভূষিত—তিনি যে সুশাসন দ্বারা আমাদিগকে সুখী করিতে ও নিজে প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে পারিবেন, এমন সদাশা অন্তঃকরণে স্থান পাইতেছে।

প্রাপ্ত।

হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয়।*

বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গনাট্যসমাজের অবৈতনিক রঙ্গভূমিতে বাবু মনোমহন বসুকৃত হরিশ্চ নাটকের অভিনয় হইতেছে। আমরা বারদ্বয় দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।

সত্য, সরলতা ও সন্নীতির প্রতি ভক্তি এবং মিথ্যা, কপটতা ও দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা জন্মানো যদি অভিনয়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে, উক্ত রঙ্গভূমির অভিনেতা মহাশয়েরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয়ের অধিকাংশ স্থলই সম্পূর্ণ স্বভাবানুযায়ী—অধিকাংশ কেন, প্রায় সকল অংশই! সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে যদিও কোনো কোনো স্থলে অল্প

* এই প্রস্তাব মধ্যে অভিনয় সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই মুদ্রিত হইল—গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সব প্রতিষ্ঠা বাক্য লেখা ছিল, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

শ্রীমধ্যস্থ।

স্বল্প খুঁত ধৃত হয়, তাহা এই কারণেই, যে, মনুষ্যের কার্য্য এককালে পূর্ণতা, বা পরিপূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ফলতঃ ইঁহাদের অভিনয় এত সুন্দর ও প্রীতিকর হইতেছে, যে, অনেক সুমেধাবী দর্শক বলেন, অভিনয়ের এত গুণরাশির মধ্যে দোষ অন্বেষণের প্রবৃত্তিই হয় না!

অভিনয় দর্শনে যেমন, ইঁহাদের গানেতেও তেমনি চিত্ত রঞ্জন ও নানা রসোৎপাদন করিতেছে। সদামোদের সঙ্গে সদ্ভাব উত্তেজিত করাই নাট্যাভিনয়ের প্রধান কাজ। এ অভিনয়ে তাহাই হইতেছে। প্রগাঢ় ধর্ম্ম ভাবময় শান্তিরস, স্থলে স্থলে রৌদ্র ও বীররস, কিয়দংশে অদ্ভুত রস, বহুলাংশে দাম্পত্য প্রেম ও সখ্য-প্রেম, রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি, স্বদেশ-হিতৈষা এবং প্রচুর পরিমাণে হাস্য ও করুণা রসের আবির্ভাব জন্য ইঁহাদের অভিনয় বঙ্গীয় রঙ্গ ভূমির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দর্শক শ্রেণীতে না কাঁদিয়াছেন ও না হাসিয়াছেন, এমন লোক দেখা যায় নাই। ক্রন্দন ও হাস্য এক আধবার নয়, পুনঃ পুনঃ। সার্দ্ধ দ্বিশত ব্যক্তির হা হতোস্মি ও রোদনের (ফোঁত্ ফোঁত্) শব্দে রঙ্গ ভূমি আশ্চর্য্য ভাবময় হইয়া উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই এত আনন্দ ও হাস্য তরঙ্গ উঠিতে থাকে, যে, অন্তঃকরণ বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত ও মহা মহা সুখী হয়!

যাঁহারা দেখিতে গিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকেই এই বর্ণনার সত্যাসত্যতা পক্ষে সাক্ষী মানিতেছি আমি অন্যের সহিত ইঁহাদের তুলনা করিব না—এরূপ বিষয়ে তুলনা অসন্তোষকর হওনের সম্ভাবনা। কিন্তু আমার এবং যে সব দর্শকের সহিত আমার কথা হইয়াছে, তাঁহাদেরও মতে বঙ্গীয় কোনো নাট্য সমাজে এমন সুন্দর অভিনয় প্রায় দেখা যায় নাই।

কোন্ অভিনেতার কোন্ অভিনয়টী কিরূপ হইয়াছিল, তদ্বর্ণনা দ্বারা লিপি বাহুল্য করিতে চাহি না—তাহার বিশেষ প্রয়োজনও দেখি না। কিন্তু যে বালকটী রোহিতাস্য সাজিয়াছিল, তাহার অভিনয় ও শ্রীছাঁদ দর্শনে দর্শক মাত্রেই যে বিমোহিত ও আশ্চর্য্য হইয়াছেন, ইটী উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইঁহাদের কৃত অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচারেও সকলে পরম প্রীত হয়েন। ইঁহাদের রঙ্গ ভূমিতে প্রতিবারেই এইরূপ সদ্ব্যবস্থা, সদভিনয় ও বহু সদ্ব্যয় হইয়া থাকে। ভরসা করি, সমাজ-হিতৈষী এই সম্ভ্রান্ত নট মহাশয়েরা বৎসর বৎসর আমাদিগকে এইরূপ সদ্ভাবোত্তেজক সদামোদ প্রদানে রত থাকেন!

* * * *

শ্রীবিঃ—

প্রেরিত।

উচিত বক্তার পত্রোত্তর।

মধ্যস্থ মহাশয়!

আপনার গত পৌষ মাসের মধ্যস্থে "বর্ত্তমান লেখকগণ" শিরোনামাঙ্কিত প্রস্তাব লেখক "শ্রী—উচিত বক্তা" মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় এই প্রস্তাবটী আপনার সুপ্রসিদ্ধ মধ্যস্থ পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ। শ্রীউচিতবক্তা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "যিনি যাহাই লিখুন না কেন, ব্রিটিস ভাণ্ডার হইতে রত্ন অপহরণ না করিলে কাহারও এক কলম লিখিবার সাধ্য নাই।" উচিত বক্তার এরূপ অসঙ্গত কথা বলায় অবিমৃষ্যকারিতার দোষ লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা; হরিমোহন বাবুর শকুন্তলা (পদ্য); রামনারায়ণ তর্করত্নের রুক্মিণীহরণ নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মনোমোহন বাবুর সতী নাটক, রামাভিষেক নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ কি ব্রিটিস ভাণ্ডার হইতে চুরি করা হইয়াছে? আমার একথায় উচিত বক্তা বলিতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি লেখকগণ সেকেলে লোক। কিন্তু এরূপ বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত, যে, তাঁহারই লেখনী প্রসূত "বর্ত্তমান লেখকগণ" শিরোনামের আভিধানিক প্রকৃত অর্থ কি? আবার বলি, মনোমোহন বাবু প্রভৃতি লেখকেরা কোন্ কেলে লোক?

দ্বিতীয়তঃ। তিনি আর এক

স্থানে লিখিয়াছে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি।" একথাটীও বলা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বাঙ্গালা ভাষার অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা আপামর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে, কিন্তু উচিত বক্তার ন্যায় 'সৃষ্টি" বলিতে কেহই অগ্রসর হইবে না।

তৃতীয়তঃ। তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন "তাঁহারই (বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই) প্রথম ভাগ পড়িয়া বঙ্কিম বাবু মানুষ, এখন কিনা তিনি সেই বিদ্যাসাগরেরই ঘাড় ভাঙ্গিতে চান!" ইত্যাদি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্কিম বাবু কেবল এককই বঙ্গদর্শনে লিখেন না—অনেক লেখকেরই প্রস্তাব উহাতে প্রকাশিত হয়। অতএব উচিতবক্তা কিরূপে নিশ্চয় জানিলেন, যে, বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাব বঙ্কিম বাবুই লিখিয়াছেন? সুতরাং সহসা একজন ভদ্রলোকের নিন্দা করা উচিতবক্তার উচিত হয় নাই।

চতুর্থতঃ। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, রঙ্গলাল বাবুর "কোন্ মূঢ় চিত্রকর, পদ্ম দেহ চিত্র করে" ইত্যাদি কবিতাংশটী মহা কবি সেক্ষপীরের "To gild refined gold" ইত্যাদি কবিতাংশের সহিত ভাবৈক্য হইয়াছে বলিয়া, সেটী রঙ্গলাল বাবুর হইতে পারে না। মধ্যস্থ মহাশয়! উচিতবক্তা কি নিঃসন্দেহ জানিয়াছেন, যে, এক জনের কবিতার ভাবের সহিত অপরের কবিতার ভাব কিয়দংশে মিলিত হইলেই তাহা অনুবাদিত বা অপহৃত পদ বাচ্য হয়? তবে তিনি রবার্ট বরন্সকেও চোর বলিতে পারেন। কারণ, উক্ত কবির

"O ! happy, happy may he be,"
"That's dearest to thy bosom !"

মহাকবি কালিদাসের 'নজাত ভোক্তারংনে কামহ সমুপস্থ সাতি বিধিঃ" পদের ভাবাংশের সহিত কিঞ্চিৎ মিলিতেছে। এবং কবিবর ভারতচন্দ্রের "সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ" কবিতার্দ্ধের ভাবের সহিত উপার উক্ত স্কচ্ কবির "Dusty was the kiss that I got frae the miller" কবিতার্দ্ধও কতক মিলিতেছে! সুতরাং

উচিতবক্তার বিবেচনায় বরন্স ভারতবর্ষীয় কবিদিগের রত্নাপহারক!

পঞ্চমতঃ। আর এক স্থানে উচিতবক্তা লিখিয়াছেন, "আর্য্যদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মধুমক্ষিকার দংশন' বলিয়া একটী কবিতা আছে। তাহার ভাবটী অতীব চমৎকার। রাজকৃষ্ণ বাবু সেটীর রচয়িতা হইয়া আপনাকে বড় করিতে চাহেন; আপাততঃ তাঁহারই রচিত বলিতে হইবে; কিন্তু তিনি সেটীর রচয়িতা না হইয়া আপনাকে অনুবাদক বলিলে, বোধ হয়, সত্য বজায় থাকিত তাঁহার ও মানের হানি হইত না। যাঁহার রচিত তাঁহারও গৌরব বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু যশোলাভাশায় অন্ধ হইয়া আপনার অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদানার্থ প্রকৃত কবির গৌরব গোপন করিয়াছেন। ইটা তাঁহার নিতান্ত ভুলের কার্য্য হইয়াছে।" মধ্যস্থ মহাশয়! উচিতবক্তা কিরূপে বুঝিলেন, যে, রাজকৃষ্ণ বাবু পরের কবিতা হইতে উল্লিখিত কবিতাটী অনুবাদ করিয়াছেন? আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচিতবক্তা মহাশয়ের একটী মহৎ গুণ এই যে, তিনি কাহারও লেখার সহিত অপর কাহারও লেখার বিন্দুমাত্র ভাব-মিল দেখিলেই "রচয়িতা না হইয়া আপনাকে অনুবাদক বলিলে" ভাল হইত বলিয়া বসেন। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ গুণের উপর আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দোষারোপ করা উচিত নহে!

ষষ্ঠতঃ। আর পক্ষে, এমন কি সাধারণের পক্ষে ইহা সুখের বিষয়, যে, উচিতবক্তা মহাশয় চোর ধরিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত চোরকে ছাড়িয়া সাধুকে ধরিবেন, ইহা বড় লজ্জার বিষয়! যদি তাঁহার যথার্থ চোর ধরিবার ইচ্ছা থাকে, তবে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিম বাবুকে, অধর বাবুকে এবং অনুসন্ধান করিয়া অপরাপর আরো দুই চারিজনকে গ্রেপ্তার করুন্। কারণ, দুর্গেশনন্দিনী এবং মেনকা প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক ব্রিটিস ভাণ্ডারের রত্নরাশি হইতে আদ্যোপান্ত "ছাঁকা চুরি।" যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের ধন চুরি করিয়া নবন্যাসলেখক (Novelist) ও কবি (Poet) হইতে চাহেন, অথচ পিতৃপিতামহ গণের

নাম মাত্রও স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁহাদিগকেই খাড়া ওয়ারেণ্ট্ বাহির করিয়া ধরা উচিত। যদ্যপি কেহ আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে স্যার ওয়াল্টর স্কটের "আইভান্হো" খুলিয়া দুর্গেশনন্দিনীর সহিত এবং টমাস মুরের "লালা রুক্" (ওরফে "পরী এবং পারাডাইস") খুলিয়া মেনকার সহিত মিলাইয়া লইবেন। উচিতবক্তা যদ্যপি এইরূপ চোর ধরিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলেই বাহাদুরী ছিল।

সপ্তমতঃ। আমি না হয় স্বীকার করিলাম, যে, রাজকৃষ্ণ বাবু টমাস মুর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে ভাব লইয়া উপরি-উক্ত কবিতাটী লিখিয়াছেন; কিন্তু উচিতবক্তা কিরূপে বলিলেন "টমাস মুর হইতে এই কবিতাটী অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে"? 'অবিকল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, উচিতবক্তা যদি জানিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ অসম্বদ্ধ কথা বলিতেন না। গত বারের মধ্যস্থে তাঁহার পত্র মধ্যে মুরের কবিতা প্রকাশ পাইয়াছে, এবারে আমি আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এবং আর্য্য দর্শন হইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর "মধুমক্ষিকা দংশন" কিয়দংশ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"অধীর হইয়ে বিষের জ্বালায়,
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পলায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতেছিলেন মালতী ফুল।

৪

"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিলা রতিরে
রতিনাথ "প্রাণ যায় যে—অচিরে
ফেল ফুলমালা, চেয়ে দেখ ফিরে,
একি জ্বালা, উহু, হইল হায়।
কেন শুইলাম বিছাইয়ে ফুল?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,
বিষের জ্বালায় হয়েছি আকুল,
কি হবে—কি করি—প্রাণ যে যায়!"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে অথচ হাসিয়ে
কহে কামে রতি সমীপে আসিয়ে,
"ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে"
বিষ ভরা হুল তোমার পায়;
তাই তুমি, নাথ হইলে কাতর?
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর,
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিধিঁতে যায়?"

অষ্টমতঃ। এক্ষণে দেখা উচিত যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর "মধুমক্ষিকাদংশন" কবিবর মুরের উপরি উদ্ধৃত গীতি (Ode) হইতে অনেক উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এরূপ কথোপকথন মাতা পুত্রের মধ্যে না হইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হওয়া যে অধিকতর সঙ্গত, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? অতএব ইহা কি কবিদিগের পক্ষে নিন্দনা? অনেক সামান্য সামান্য উপন্যাস ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া মহা কবি সেক্ষপীর কি অপূর্ব্ব ও উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্য সমূহ রচনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই? কৈ, কে তজ্জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে? তিনি কি তাই বলিয়া জন সমাজে চোর বলিয়া পরিচিত আছেন?

নবমতঃ। মানুষ কখন্ কি পড়ে, কখন্ কি লেখে, তাহা কি চিরকাল স্মরণ থাকে? এরূপ হইতে পারে, রাজকৃষ্ণ বাবু কোনো সময়ে মুরের উপরিউক্ত গীতটী পড়িয়া থাকিবেন, ভাবটী হয় তো তাঁহার মনে ছিল, এবং সেই ভাব লইয়াই তিনি ঐ কবিতাটী লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভাব তিনি কোথায় পড়িয়াছিলেন, লিখিবার সময় হয় তো তাঁহার স্মরণ ছিল না। এরূপ ঘটনা যে, লেখক ও পাঠকদিগের মধ্যে কত শত হইয়া থাকে, তাহা আমি আর কি বলিব, তাহা উচিতবক্তা মহাশয় স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন।

দশমতঃ। এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, শ্রীউচিতবক্তা মহাশয় যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক একখানি ভাল বাঙ্গালা অভিধান ক্রয় করেন এবং নিবিষ্টচিত্ত হইয়া "বর্ত্তমান" "সৃষ্টি" "অবিকল" প্রভৃতি শব্দগুলির যথার্থ অর্থ কি, তাহা অভ্যাস করা লন! নচেৎ এরূপ "খেয়াল" দেখা বিড়ম্বনা মাত্র!

জনৈক কেঁড়েল-শিষ্য।
সাং সাহিত্য-চিত্রশালা।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। চারু প্রভা নাটক।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ ঘোষ প্রণীত। একদিগে যেমন বঙ্গভাষা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছেন, অপর দিগে তেমন তাঁহাকে মাঝে মাঝে দুর্দ্দশার কূপে নামিয়া অশেষ যাতনা ভোগও করিতে হইতেছে—কতকগুলি লোক উঠাইতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁহাকে নামাইবার চেষ্টাতেও ব্যস্ত আছেন। কিন্তু

উভয় পক্ষে যাহাই করুন, আমরা সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া, বিশেষতঃ সমালোচনার ভার গ্রহণ করিয়া কি ভয়ানক পথের পথিকই হইয়াছি! এক খানি উত্তম অঙ্গের কাব্য নাটকাদি কোনো পুস্তক সমালোচকের হস্তে পতিত হইলে যেমন আনন্দ হয়, যশোগান করিয়া লেখকের নিকট যেমন যশস্বী হওয়া যায়, একখানি নিকৃষ্ট অঙ্গের পুস্তকে আবার তদধিক দুঃখের ও মনাস্তরের কারণ হইয়া থাকে। আমরা অদ্য এই শেষোক্ত অবস্থায় পতিত হইয়াছি।

হায়! কি কুক্ষণেই দেশে নাটকের জন্ম হইয়াছিল! আজ কা'ল উহার যেমনি প্রাচুর্য্য, তেমনি তৎপ্রতি ঘৃণারও প্রাখর্য্য। নাটকের নাম শুনিলেই লোকে অমনি নাক মুখ সিঁট্‌কাইয়া বলে "ও আর দেখ্‌বো কি? ওতো সেকেলে কৃষ্ণ যাত্রার ধরণে 'দুতি গো দুতি, কৃষ্ণ বিনে প্রাণ যায় গো দূতি' বই আর কি আছে?" কেবল প্রেমের আর বিচ্ছেদের ছাই ভস্ম ব্যাপার 'সহাস্য' আর 'সরোদন' শব্দ দেখা যায়। গ্রন্থকর্ত্তা ভাবেন হাসাইলাম, কাঁদাইলাম; কিন্তু লোক-হাসানো বই আর কিছুই হয় না! দুঃখের বিষয়, আমাদিগের অদ্যকার এই সমালোচ্য পুস্তক খানি এই শ্রেণীস্থ। ইহা সেকেলে ঠাকুরমার "ন্যাটা ক্যাটার হাঁড়ী"। ঠাকুরমার ন্যাটা ক্যাটার হাঁড়ীতে যেমন সকল জিনিসই পাওয়া যাইত, ইহাতেও তেমনি সকল গ্রন্থকারের ভাব পাওয়া যায়। ইহাতে উপযুক্ত ভাষা, রচনাচাতুর্য্য, বা কল্পনা কৌশল কিছুই নাই। পাঠে স্পষ্ট বোধ হয়, লেখক বালক হইবেন, এদেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গ্রন্থকার হইয়া নিজের ও সমাজের কত অনিষ্ট যে করিতেছেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। গ্রন্থকার হওয়ার অর্থ দেশের শিক্ষকতা ভার লওয়া, সুতরাং শিক্ষা না করিয়াই শিক্ষক হইতে গেলে বিড়ম্বনা মাত্র ঘটে। শশীবাবু মনে করিয়া থাকিবেন, সকলেইনাটক লিখিতেছে, আমিও কেন একখান লিখিনা; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি যেন এমন কঠিন কাব্যে এখন আর হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা না পান। তাঁহার প্রতি আর একটী অনুরোধ, তিনি যেন আমাদের উপর কুপিত না হন, আমরা সুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধেই এইরূপ মত প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম।

২। উত্তরা-বিলাপ কাব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর প্রণীত। পাঁচ সর্গে সমাপ্ত; মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পড়িয়া আমরা বড় প্রীত হইলাম। ইহাতে রুক্মিণীবাবুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যদিও উচ্চ অঙ্গের কল্পনা বা অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা নাই; যদিও যেখানে যাহার মুখ দিয়া যেরূপ কথা বলাইলে ঠিক হইত, সর্ব্ব স্থলে তাহা হয় নাই; যদিও ক্ষত্রিয় কন্যা আঁকিতে আঁকিতে দুই এক স্থলে বঙ্গ কন্যা তাঁহার তুলিকে একটু আদটু হেলাইয়া দোলাইয়া দিয়াছে; যদিও মধ্যে মধ্যে অন্যবিধ দুই একটী সামান্য দোষও লক্ষিত হইতে পারে; তথাপি এই কাব্য খানি উত্তম হইয়াছে। ছন্দঃলালিত্য; ভাব মাধুর্য্য; স্বভাব, ওজোগুণ ও তেজোগুণ সমর্থক বর্ণনা ও রসোৎপাদন প্রভৃতি প্রধান কয়টী গুণের জন্য এখানি আমাদের নিকট আদরণীয় হইতে পারিয়াছে। শেষ সর্গে যেখানে উত্তরা সখীগণ সঙ্গে রণসাজে বাহির হন এবং অর্জ্জুন সম্মুখীন হইয়া প্রবোধ দান করেন, সে স্থলটী আমাদের রুচিতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর বলিয়া বোধ হইয়াছে। যদিও ঐ রণসজ্জা, মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণ, কিন্তু অনুকরণ হইলেই জাতি যায় না—অনুকরণ-শূন্য কয়খানা কাব্য জগতে আছে?—অনুকরণরূপ উপকরণ যদি কবির বশীকরা বিদ্যা বলে রঞ্জনরূপী মন্মথের সম্মোহন বাণ হইয়া উঠে, তবে তাহার চেয়ে সুখের বিষয় কি? যাহা হউক বর্ণনা-শক্তি যেরূপ, কল্পনা শক্তি যদি সেরূপ হইত, তবে রুক্মিণী বাবু প্রথম শ্রেণীর কবি হইতে পারিতেন। তাঁহার এই উপস্থিত কাব্যখানি মধ্যম শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য, ভরসা করি ভবিষ্যতে আরো উত্তম কাব্য দ্বারা মাতৃ ভাষাকে তিনি ভূষিত করিতে পারিবেন এবং পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা উত্তরাবিলাপ এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখককে ভাবী রচনার উৎসাহ দান করেন।

৩। নাগাশ্রমের অভিনয়।

এই প্রহসন প্রথমে এই মধ্যস্থে প্রকাশ পায়। কিন্তু কেঁড়েল মহাশয় সেই প্রথম প্রকাশিত লিপিকে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সময় এত পরিবর্ত্তিত ও নূতন অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-সংযুক্ত করিয়াছেন, যে, কিয়দংশে ইহাকে অভিনব পুস্তক বলিলেও বলা যায়। কেঁড়েল মহাশয় আমাদের পরম বন্ধু, তিনি মধ্যস্থেরও এক জন লেখক, তাঁহার ঐ প্রহসন প্রথমে মধ্যস্থেই বাহির হয়। সুতরাং স্বভাবতঃই আমরা তাঁহার লিপির পক্ষপাতী হইব, একথা অনেকে বলিতে পারেন; এই জন্যই আমরা নাগাশ্রমের সমালোচনা করিব না। কিন্তু ভরসা করি, মধ্যস্থ পাঠক মাত্রেই উক্ত প্রহসনের এক এক খণ্ড লইয়া আমাদের প্রিয় বন্ধুকে উৎসাহিত ও আপ-

নারাই তাহার দোষ গুণের বিচারক হয়েন!

৪। কয়েক খানি সাময়িক পত্র।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্র ও পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। সত্যপ্রকাশ, পাক্ষিক পত্র, বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত, ৩ ফরম।

২। ভারত হিতৈষিণী, মাসিক পত্রিকা, এক ফরম, বিনা মূল্যে বিতরিত, সুধাবর্ষণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩। দর্শক; মাসিক পুস্তক, ৫ফরম, কলিকাতা জ্ঞান-দীপিকা পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, বহু উত্তম বিষয়ের সূচি পত্র দেখিয়াছি, পড়িতে সময় পাই নাই, স্বাভিপ্রায় আগামীতে প্রকাশ্য।

৪। প্রভাত সমীর; দৈনিক পত্র; বিডন যন্ত্র হইতে বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি নিজগুণেই সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছে, আমরা আর নূতন পরিচয় কি দিব?

৫। বিচারক; সাপ্তাহিক; বিক্টোরিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত; অমৃতবাজারের ন্যায় দুই তক্তা; ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত; হালিসহর পত্রিকায় পূর্ব্ব লেখকগণের দ্বারাই সম্পাদিত, লিপিকৌশল উত্তম—নানা বিষয় ও নানা দেশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ও সংবাদে পূর্ণ—যথার্থ সংবাদপত্রের গুণময়!

(শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয়ের কয়েক খণ্ড নাটক ও রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতা কৌমুদী ও শ্যামাচরণ বাবুর "সিংহল বিজয়" প্রভৃতি পুস্তক সময়াভাবে পাঠ করা হয় নাই, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।)

গ্রাহক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন।

বিগত শারদীয়া ও জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি হেতু বশতঃ আমরা কলিকাতায় না থাকাতে কার্ত্তিকের মধ্য সময়ে প্রকাশিতব্য মধ্যস্থ অগ্রহায়ণের শেষে বাহির হয়। সেই অবধি মাসাধিক কাল পিছু হটিয়া আসিতেছে। এবং নানা কারণে বিগত কয়েক মাসের মধ্যস্থ পূর্ব্ববৎ উত্তমরূপেও মুদ্রিত হইতেছে না। আমরা শীঘ্রই ঐ দুই বিষয়ের প্রতীকার করিবার চেষ্টায় আছি।

কিন্তু ওপক্ষে আবার নিবেদন, বৎসর শেষ হইতে চলিল, যে সকল গ্রাহক মহাশয়েরা পাঠাই পাঠাই করিয়া অদ্যাপি মূল্য পাঠান নাই, তাঁহাদিগের উচিত, অবিলম্বে স্ব স্ব দেয় মুদ্রা প্রেরণ করেন। যদিও অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাগজ রহিত করাই আমাদের নিয়ম, কিন্তু যাঁহারা প্রায় তিন বৎসর প্রকৃত প্রস্তাবে অনুগ্রাহক মূল্যদাতা হইয়া আসিতেছেন, কি বলিয়া কিছু কাল তাঁহাদিগের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া হঠাৎ পত্রিকা বন্ধ দ্বারা তাঁহাদিগের মানের ত্রুটী করি? এই সৌজন্য ব্যবহার জন্য যদি ঠকিতে হয়, তবে জানিব আমরা যে ভদ্র সমাজের লোক বলিয়া অভিমান করি, তাহা বৃথা ভান্ মাত্র। অতএব যাঁহাদিগের নিকট পাওনা আছে, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, যাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ বৈরক্তিকর কথার উত্থাপন করিতে না হয়, এরূপ বিধান দ্বারা উপকৃত করিবেন।

নর্ম্ম্যাণ নাটক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

যে সময়ে মহাত্মা নর্ম্ম্যাণের অপঘাতিক মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ অশ্রুজলে প্লাবিত হয়, আমি সেই সময়ে এই শোচনীয় ঘটনা লইয়া এক খানি নাটক প্রণয়ন করি। কিন্তু কয়েকটী কারণ বশতঃ তখন ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণেও সেই সেই কারণ নিবন্ধন ইহার অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাটক খানি দুই অঙ্কে সমাধা করিলাম। কিন্তু ইহা ভাষাতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে কি না আমার সন্দেহ আছে। ইহার বিচারের ভার আপনাদের মধ্যস্থ বা সপ্তরত্ন সভার প্রতিই সম্পূর্ণ রূপে অর্পণ করিলাম। শুনিতে পাই, যিনি রামাভিষেক প্রভৃতি কয়েক খানি নাটকে অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তিনি আপনাদের সপ্তরত্ন সভার একটী উজ্জ্বল রত্ন। সুতরাং কি বিচার, কি সংশোধন, সকল বিষয়েই আমার মনোভিলাষ যে সিদ্ধ হইতে পারিবে, সন্দেহ কি? যাহাকে গর্ভাঙ্ক বলিয়া থাকে, আমি তাহাকে সন্দৃশ্য নামে অভিহিত করিয়াছি। কয়টী সন্দৃশ্য ক্রমান্বয়ে পাঠাইব। যদি ইহারা ভবদীয় প্রসিদ্ধ পত্রিকায় স্থান পায়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হইবে, যে, আমার নাটক খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীব্রজলাল সাহা।

প্রস্তাবনা।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী, বাগেশ্রী। তাল, আড়া।

কি দুখের কাহিনী, হৃদয় বিদারিণী—
নর্ম্ম্যাণ বিচারপতি, সাধু গুণমণি।
দুরাত্মা যবন তাঁরে,
বিনা দোষে প্রাণে মারে,
ভয়াল নিঠুর কথা,
কাঁদিছে ভারত শুনি!—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম সন্দৃশ্য।

কলিকাতাস্থ এক হিন্দুর বাটী—শয়নঘর।

হেমাঙ্গিনী উপবিষ্টা।

(গিরিজার প্রবেশ)

হেমা। এসো ভাই।

গিরি। (উপবেশন করিয়া) প্রিয় সখি! কা'ল্ সংবাদপত্রে বিচারপতি নর্ম্ম্যাণের মৃত্যু ঘটনাটী প'ড়ে আমি যার পর নাই দুঃখিত হয়েছি।

হেমা। প্রিয় সখি, আমিও খবরের কাগজে মহাত্মা নর্ম্ম্যাণের অপঘাতিক মৃত্যু সমাচার প'ড়ে ভারি দুঃখিত হয়েছি।—মৃত্যু সহজেই শোকজনক, তায় আবার এরূপ ব্যক্তির এরূপ মৃত্যু!

গিরি। আমি শুন্‌লেম নর্ম্ম্যাণের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুশোকে পাগলিনীপ্রায় হয়েছেন।

হেমা। পাগলিনী হবেন, তা আবার কথা! বল্ ভাই, মাথার মণি স্বামী-নিধি বিনে কামিনী-ভুজঙ্গিনী কি ক'রে থা'ক্‌তে পারে?

গিরি। হায়! দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণা শেল সম তাঁর হৃদয়ে আঘাত ক'র্চ্ছে। প্রিয় সখি! বোধ হয়, লেডি নর্ম্ম্যাণ পুণরায় বিবাহ ক'র্ব্বেন না।

হেম। তিনি পুনরায় বিবাহ ক'ল্লে ক'র্ত্তে পারেন।

গিরি। আমার মতে স্বামীর মৃত্যু হ'লে পুনরায় বিবাহ করা স্ত্রীর উচিত নয়।

হেমা। কিন্তু আমার মতে অনুচিত নয়।

গিরি। ভাই! সে দিন এই প্রসঙ্গে শিধূ মাসীর সঙ্গে তর্ক ক'রে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছি।—আমার মতে ভাই, স্বামী কিম্বা স্ত্রী ম'লে স্ত্রী কিম্বা স্বামী উভয়েরই পুনরায় বিবাহ করা উচিত নয়।

হেমা। (সহাস্যে) ও মা! তুমি যে আমাদের দেশাচারের উপরেও টেক্কা মেরে ব'সে আছ। আমাদের দেশে পতি ম'লে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহই মানা। তোমার মতে স্ত্রী ম'লে পতিরও পুনরায় বিবাহ নিষেধ!

গিরি। ভাই! আগে আমায় তর্কে হারাও, তার পর যা ইচ্ছা বল।

হেমা। ভাই, এতে হারাবার কথা কি? তর্কের স্থলে হারাবার ইচ্ছে থাকাই ভাল নয়; তর্কের দ্বারা সত্য বেরোয়, এই জন্যই তর্ক করা ভাল কাজ;—স্ত্রী কিম্বা স্বামী ম'লে স্বামী কিম্বা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করার প্রথা যদি পৃথিবীতে না থা'ক্‌তো তা হ'লে মানব বংশ রক্ষার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত

হতো। আমাদের দেশে পতি ম'লে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ না করার প্রথা আছে; যদি স্বামী সম্বন্ধেও এইরূপ প্রথা থা'ক্‌তো তা হ'লে দুয়ে মিলিত হয়ে ঐ বংশ রক্ষার সম্বন্ধে যে অনর্থ ঘটাতো, বর্ত্তমান অবস্থায় তার অর্দ্ধেক হবার সম্ভব। কিন্তু আর একটী সামাজিক অনর্থ ঐ সামাজিক অনর্থকে অনেক পরিমাণে বাধা দিয়ে থাকে। আমাদের এতদ্দেশীয় অনেক হতভাগ্য বিধবা ভগ্নীগণ জ্বলন্ত আগুন সম বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য ক'র্ত্তে না পেরে কুলটা হন এবং এই অপবিত্র কলুষিত অবস্থায় সন্তান উৎপাদন ক'রে থাকেন। কেমন এ সব স্বীকার তো?

গিরি। তার আর কথা কি? তার পর ব'লে যাও—

হেমা। পরিণয় সমাজের এক প্রধান বন্ধনী। যে ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, সে সমাজের নিকট বিদায় লয়, সমাজও তার নিকট হতে বিদায় লয়ে থাকে। বিবাহিত ব্যক্তিই মানব সমাজ রূপ সভার প্রকৃত সভ্য। তিনিই এই সভার সুখে সুখী, দুখে দুখী। তাঁর যে সকল সন্তান হয়, তারা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হওয়াতে তিনি মায়াসূত্রে উহার সহিত বদ্ধ ও জড়িত হ'য়ে থাকেন। সুতরাং অবিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তি অধিক বিশ্বাসী। মনে কর, দুই ভৃত্যের চরিত্র সমান; কিন্তু এক জনের ঘর পরিবার নাই, আর এক জনের আছে। ভাই, কে না স্বীকার ক'র্ব্বে, শেষোক্ত জন বেশী বিশ্বাসী? সে দিন মুখুয্যেদের ঝি যে ভয়ানক কাজ ক'রে দেশত্যাগী হয়েছে, যদি তার পতি পুত্র থা'ক্‌তো, তা হ'লে নিদেন তাদের প্রতিও মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে যে কাজ ক'ল্লে দেশত্যাগী হতে হয় তাতে কখনই হাত দিতে পা'র্ত্তো না। ভাই শুন্‌ছোতো?

গিরি। ব'লে যাও শুন্‌ছি।

হেমা। পরিণয়ই প্রণয়ের প্রধান আকর। এই প্রণয় অতি মূল্যবান পদার্থ। এতে মানুষের হৃদয়কে অতি কোমল এবং উহার গ্রন্থি সমুদায়কে শিথিল ক'রে দয়াদি বৃত্তি সঞ্চালনের পথ খুলে দ্যায়। অতএব পৃথিবীতে বিবাহিত অবস্থায় বাস করা মানুষের উচিত; সুতরাং স্ত্রী কিম্বা পতি ম'লে পতি কিম্বা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা অবশ্যই বিধেয়। কিন্তু তাই ব'লে বাল্যাবস্থায় কিম্বা বার্দ্ধক্য দশায় করা উচিত নয়। এর যা যা যুক্তি, তাতে তোমায় আমায় তো মিল আছে, সুতরাং তার আর ব'ল্‌বো কি?

(পরে প্রকাশ্য)

ডুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

(৩১৭পৃষ্ঠার পর)

৩য় ভাগ—৩৪ অধ্যায়।

এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ডুলীন ভীত, চলচ্চিত্ত বা শিথিল-সংকল্প হইলেন না। তিনি ছদ্মবেশে অর্থাৎ কোনো কৌশলে জয়ন্তী মঠের দুই জন সন্ন্যাসীর বেশ ভূষা আনাইয়া স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিয়া এবং হাকিম সিংহকে চেলা সাজাইয়া কাংরার চতুর্দ্দিগে শস্যক্ষেত্র, আরণ্য পথ ও নদী পুলিন দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এমন স্থানের সন্ধান দেখিতে লাগিলেন, যথায় নদী পার হইয়া পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া দুর্গে উঠা যায়। তাঁহার বাণপ্রাস্থিক ঝুলির মধ্যে দূরবীক্ষণের কার্য্য-সাধক একটী কাচ যন্ত্রও ছিল। তদ্দ্বারা বহু সূক্ষ্ম দর্শনের পর অভীষ্ট-সাধন-যোগ্য স্থান একটী দেখিতে পাইলেন।

দুর্গ-শেখরের সেই অংশটী ঘন বনাকীর্ণ এবং তত্রত্য পার্শ্বদেশ অর্থাৎ সেখানকার তলা হইতে ঐ জঙ্গলময় শেখর পর্য্যন্ত সরলোচ্চ—প্রস্তর প্রাচীরের ন্যায় প্রায় খাড়া ভাবেই দণ্ডায়মান, সুতরাং উপরের সেই স্থানটীতে কামান বা সতর্ক প্রহরিতা বড় দৃষ্ট হইল না। ডুলীন দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন—সর্ব্ব দিগেই নিরাশ হইয়া আসিয়া এখানে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হওয়া কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়! এমন কি, তাঁহার শরীরে লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল সতৃষ্ণ নয়নে দুর্গোপরিস্থ বনের দিগে একবার, হাকিম সিংহের মুখ পানে এক বার করিয়া চাহিতে লাগিলেন। হাকিম সিংহ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেলাম পূর্ব্বক ইঙ্গিতে আশা, ভরসা ও হর্ষ চিহ্ন প্রকাশ করিল। কিন্তু পর ক্ষণেই দুর্গ পার্শ্বটী নয়ন ভঙ্গীতে দেখাইয়া মলিন মুখে মন্দ মন্দ ঘাড় নাড়া দিল। ডুলীন বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ও দুই এক বাক্যে এমন ভাব ব্যক্ত করিলেন, যে "কি, এই গিরি-পার্শ্ব দিয়া মনুষ্য উঠিতে পারিবে না? তবে পশু মনুষ্যে প্রভেদ কি?" হাকিম সিং অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "আমি পারি, সকলে পারিবে না—দু এক জন পারে, আবশ্যক মত অধিক লোক কিরূপে উঠিবে?" ডুলীন কহিলেন "দুই একজন তো পারে, তাহা হইলেই

অনেকের পথ নির্ম্মাণ হইবে—আইস, তাহার ফিকির করি গে!"

ডুলীন শিবিরে গিয়া বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গণের সহিত তৎপর হইয়া সমস্ত উপায় ও আয়োজন ঠিক করিলেন। সেই রজনীতেই আক্রমণ হইল। জয়ন্তীর প্রসারিত দুই বাহুর উপরে কামান বসিল—তাহা হইতে "সেল" গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া দুর্গস্থ জনগণকে ঘোর দুর্গতিগ্রস্ত করিতে লাগিল; উপত্যকার দিগে দুর্গের যে দুইটী ফটক ছিল, দুই দল সৈন্য সেই দুইটীর অভিমুখে চালিত হইল—যেন সেই দুই স্থলই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য, এমনি ভাব প্রকাশ পাইল; দুর্গের অন্যান্য দিগেও বিক্ষিপ্ত ভাবে সৈন্যগণ অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু বস্তুকর্ত্তৃক যে অংশ প্রকৃত লক্ষ্য স্থান, সে দিগে চুঁ শব্দটী নাই—সে দিগে যেন কেহই যায় নাই! অথচ ডুলীন নিজে এবং বাছা বাছা বিশ্বাসী সৈনিক সেই দিগেই লুক্কায়িত ভাবে প্রকৃত কার্য্য করিতেছে।

দণ্ডবর সিংহ যে যে স্থলে ডুলীন-সৈন্যের অগ্নি বর্ষণ ও আক্রমণ দেখিতে পাইলেন, সেই সেই দিগেই প্রত্যগ্নিবর্ষণ ও বিবিধ প্রতিবিধানে মহা ব্যস্ত সমস্ত থাকিলেন—তাঁহার চেষ্টা বিফলও হইল না—আক্রমণকারীরা তাঁহার অগ্নিমুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। দুর্গ একেই স্বভাবতঃ অভেদ্য, তাহাতে বিস্তর লোক ও বিস্তর কামানাদি দ্বারা রক্ষিত, প্রকাশ্যরূপে কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়? ডুলীনের শিক্ষানুসারে প্রকৃতপক্ষে কোনো দলই অগ্রসর হইতেছে না, অগ্রসর হওনের ভান্ মাত্র দেখাইতেছে বৈতো নয়! তাহাতে দণ্ডবর সিং সম্পূর্ণরূপেই প্রতারিত হইলেন—তিনি অবশ্যম্ভাবী জয়ের উৎসাহে মহা আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু ওদিগে যে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহার বিন্দু বিসর্গ ভাব স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই!

ডুলীন পাঁচ শত বাছা সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ লইয়া নিঃশব্দে লক্ষ্য স্থানের সন্নিহিত হইলেন। নদীতীরে গিয়া চুপি চুপি ঘোষণা করিয়া দিলেন, অগ্রে যে ব্যক্তি দুর্গোপরি আরোহণ ও এই সব রজ্জু-সোপান উপরিস্থ বৃক্ষাবলীতে সংলগ্ন করিয়া দিবে, তাহার সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ও

এই স্থানেই পদোন্নতিলাভ নিশ্চিত হইবে। এই পারিতোষিকের লোভে অনেক বীরের মধ্যেই ঘোর প্রতিযোগিতা বাঁধিয়া উঠিল। অথচ সেই হুড়াহুড়িতে কোনো গোলমাল না হয়, দুলীন তৎপক্ষেও বিশেষ সতর্ক হইলেন। কয়েক জন সাহসী পুরুষ সাবধানে নদীপার হইয়া কাষ্ঠ বিড়ালের ন্যায় পর্ব্বত গাত্র দিয়া উঠিতে লাগিল—কেহ কেহ বা পুরস্কারের সমান অংশ করিয়া লইবার সংকল্পে পরস্পরকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইল; অর্থাৎ এক জন উঠিতেছে, অপরে নিম্ন হইতে তাহার অবলম্বন হইতেছে, তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমের দুই জনকে ধরিয়া তাহাদের পার্শ্ব দিয়া উঠিতেছে। ইত্যাকার কত জনই কত চেষ্টা করিতে লাগিল—কতক বা না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল—দুই এক জন বা কিয়দ্দূর হইতে পড়িয়াও গেল। শেষের এই ঘটনার শব্দ হইতে শুনিয়া দুলীন ভীত হইলেন এবং তন্নিবারণার্থ নদীর কোনো নিশ্চল খাঁড়ি অর্থাৎ স্রোত-শূন্য কোনো অংশ হইতে রাশি রাশি শৈবাল আনাইয়া পর্ব্বতের তলদেশে যথোচিত পুরু করিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহাতে শব্দ নিবারণ নয়, যদি দৈবাৎ কেহ পড়িয়া যায় তাহার প্রাণ রক্ষারও কতকটা উপায় হইল।

কিন্তু যে যত চেষ্টা করুক, হাকিম সিংহকে কেহই পারিল না—হাকিম সিং সর্ব্বাগ্রেই শীর্ষদেশস্থ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কটীস্থ রজ্জু খুলিয়া বৃক্ষকাণ্ডে দৃঢ় বন্ধন করিল। তাহার রজ্জুর অপরাগ্রভাগ তলদেশে যাহারা ধরিয়াছিল, তাহারা উপরের টান জানিতে পারিয়া সহর্ষে দৌড়িয়া গিয়া দুলীনকে সংবাদ দিল। দুলীন তৎক্ষণাৎ সেই রজ্জু-সোপানের নিম্নাগ্রভাগ বৃহৎ দুই শিলাখণ্ডে জড়াইয়া কতিপয় লোককে দৃঢ়রূপে তাহা ধরিয়া রাখিতে এবং রজ্জু বাহিয়া সৈন্যগণকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

আমরা সামরিক ইতিহাস যত পড়ি, ততই এই সংস্কার নিঃসংশয়রূপে বদ্ধমূল হয়, যে, সেনাপতির দোষ গুণ তাড়িত তারের কার্য্যের ন্যায় সেনাগণের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক হয় তাহারা অসম্ভব শৌর্য্য, বীর্য্য, চাতুর্য্য দেখায়; নয়

তো হাটের হাটুরিয়া বৎ বৃথা গোলকারী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বোনাপার্টের অধ্যক্ষতার পূর্ব্বে যে ফরাসী সেনারা পদে পদে পরাস্ত, বিপদগ্রস্ত, অপমানিত ও বহু রাজ্যাংশ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তিনি নায়ক হইবার পরেও কি সেই সেনারাই যুদ্ধ করে নাই? তখন কি আর কোনো নূতন সেনা তিনি আনিয়াছিলেন? তখন সেই পূর্ব্ব সেনারাই কি পদে পদে জয়ী, সম্পদশালী, গৌরবান্বিত, ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের ত্রাতা এবং নব নব রাজ্যের জেতা হয় নাই? পূর্ব্বে যে সব মানুষ ছিল পরেও সেই—পূর্ব্বে তাহারা যেমন সাহসী ছিল, পরেও তাই। কিন্তু পূর্ব্বে জড় বুদ্ধির চালনা; পরে অলৌকিক সজীব প্রতিভার তেজঃ পদার্থ তাড়িত যন্ত্রবৎ তাহাদিগকে চালিত ও উত্তেজিত করিল; এই মাত্র প্রভেদ! অতএব যে পরিমাণে চালকের সজীবতা, নিপুণতা ও শৌর্য্যবীর্য্যাদির অংশু রাশি সৈনিক দেহে প্রবিষ্ট হয়, সেনাগণ সেই পরিমাণেই কার্য্য-সাধক হইয়া উঠে।

ঐ রজনীতে দুলীনের আশ্চর্য্য প্রতিভা, অসীম সাহস এবং সময়োচিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, সুতরাং অধীন কর্ম্মচারী ও সৈনিকবর্গ যে সহানুভূতি ধর্ম্মবলে অসম্ভব উৎসাহিত ও বীরকার্য্যে উত্তেজিত হইবে, বিচিত্র কি? যোগ্য পরিচালক দ্বারাই চালিত, হইতেছি, এই আভ্যন্তরিক সংস্কারে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিয়া যেন অট্টালিকার সোপানেই উঠিতেছে, এই ভাবে পরমোৎসাহে সেই রজ্জু ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল! এরূপে অবিলম্বেই দুর্গস্থ জঙ্গল ভূমি পাঁচ শত অস্ত্রধারী দ্বারা পরিপূর্ণ হইল—সকলের শেষে দুলীন উঠিলেন।

উপত্যকাস্থ সৈন্যগণের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই এই উপদেশ দেওয়া ছিল, যে, দুর্গের অমুক ভাগ হইতে "রকেট" নামক আগ্নেয় গোলা যেই তোমরা তিনবার শূন্যে উঠিতে দেখিবে, অমনি জয়ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক ফটক অক্রমণে ধাবমান হইবে। এজন্য দুলীন স্বীয় পাঁচ শত সহচর সঙ্গে বনভূমির বাহির হইবা-

মাত্র এক ভীষণ জয়নাদ সহকারে শূন্যপথে তিনবার রকেট ছাড়িয়া দুর্গাভ্যন্তরে দৌড়িলেন। রকেট দর্শনে ফটকের বাহিরেও দুই দল সৈন্য হইতে ভয়ঙ্কর জয় নাদের পর জয়নাদ উঠিল—যুগপৎ অমনি দুর্গের ভিতরস্থ পাঁচ শত বীর এবং বহির্ভাগস্থ দুই দল সৈন্য ভিতর বাহির হইতে ফটকের দিগে দৌড়িল।

ওপক্ষে দণ্ডবরের লোক ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিয়া এবং বহিরাক্রমণের অসম্ভব বেগ দর্শন করিয়া নিতান্ত হতাশ ও স্তম্ভিতবৎ হইয়া পড়িল। দণ্ডবর সিং যথার্থ বীরের ন্যায় স্বীয় ভগ্নোদ্যম সৈনিকগণকে দলবদ্ধ ও উৎসাহিত করিতে বিধিমতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সুসিদ্ধ হইতে পারিলেন না। কতক লোক লইয়া দুলীনের অভিমুখে ছুটিয়া আইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই শত্রুর বেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না—সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন—তাঁহার অল্পবল অনুচরগণ যে যে দিগে পাইল পলাইতে লাগিল। দুলীনের আদেশে তাঁহার কতক লোক দৌড়িয়া গিয়া ফটক খুলিয়া দিল—"জয় দুলীন, জয় দুলীন" রবে বাহিরের সৈন্য ভিতরে প্রবেশ করিল।

এদিগে দুলীন শান্তি-পতাকা ও শান্তি-দূত প্রেরণদ্বারা দণ্ডবর সিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন "মহাশয় বিজ্ঞ, আমরা উভয়েই এক রাজার ভৃত্য, উভয় সৈন্যই এক রাজার বাহিনী, তবে কেন বৃথা আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরি? অতএব ক্ষান্ত হউন—রাজাজ্ঞানুসারে আমাকে দুর্গাধিকার ছাড়িয়া দিউন। যদিও "ছাড়িয়া দিউন" একথা এখন আর বলা বাহুল্য, তথাপি আপনি প্রাচীন, আপনি সম্ভ্রান্ত বীর, আপনার মান্য রাখা আমার সর্ব্ব প্রকারেই উচিত, ইত্যাদি।"

দণ্ডবরের নিকট দূত গেল, সেই অবসরে দুলীন স্বীয় সৈন্য মধ্যে দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে, কেহ যেন কদাচ কোনো অত্যাচার বা লুঠ ইত্যাদি না করে—যে করিবে, তাহার ভয়ানক দণ্ড হইবে। সুতরাং শত্রু হস্তে দুর্গ পতিত হইলে যে সকল অহিতাচার সম্ভব, তাহার কিছুই হইল না; কেবল প্রধান স্থান কয়টী অধিকার করা এবং

দুর্গ হইতে কোনো পথে কোনো মতে কাহাকেও বাহিরে যাইতে না দেওয়া, দুলীন-সামন্তের এই পর্য্যন্তই কার্য্য-সীমা হইল।

দণ্ডবর সিং দুলীনের শৌর্য্যে ও বুদ্ধি চাতুর্য্যে যেমন, তাঁহার সৌজন্যেও ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া আপন প্রধান কর্ম্মচারীগণ সমভিব্যাহারে দুলীনের সম্মুখীন হইলেন। দুলীন যথোচিত মান্য সহকারে সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আইল "এক জন অশ্বারোহী দূত রাজধানী হইতে রাজাদেশ লইয়া আসিয়াছে; সে ফটকে প্রবেশ করিতে পাইতেছে না বলিয়া মহা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। দুলীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিতে বলিলেন। দূত উপস্থিত হইল। তাহার নিজের ও তাহার অশ্বের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা গেল, যে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে তিল মাত্রও বিশ্রাম ব্যতীত কেবলই অপরিমিত দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইয়া আসিয়াছে। এত ত্বরার কারণ সুদ্ধ মহারাজা ও ফকিরজীর দৃঢ় আজ্ঞা। ফকিরজী কোনো সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন, দণ্ডবর সিং সহজে কাংরা ত্যাগ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতদ্বারা মহারাজকে তদাভাস জ্ঞাপন করেন। তখন মহারাজার স্মরণ হইল, "গোপনীয় সঙ্কেত বিশেষ না পাইলে কাহাকেও দুর্গাধিকার প্রদান করিও না" এই রাজাজ্ঞার ছল ধরিয়া দণ্ডবর সিং দুলীন সম্বন্ধীয় পরওয়ানা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। এবং দুলীনকেও যেরূপ ক্ষমতা ও পূর্ণাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দুলীনও সহজে ছাড়িবার লোক নন। কাজেই ঘোর বিগ্রহের সম্ভাবনা। সে বিগ্রহ তাঁহারই নিজের দুই সুযোগ্য উচ্চ কর্ম্মচারী মধ্যে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারই সৈন্যক্ষয় বই অন্য লাভ কিছুই নাই। অতএব ফকিরজীর প্রতি প্রতিবিধানের আদেশ হয়। ফকিরজী স্বীয় বিশ্বাসী ও তৎপর দূত দ্বারা দণ্ডবর সিংহের নামে এরূপ নূতন পরওয়ানা এবং তৎসঙ্গে গুপ্ত সঙ্কেতাদি এমন করিয়া লিখিয়াছেন, যে, দণ্ডবর সিং নিতান্ত বিদ্রোহী না হইলে আর সে আজ্ঞা তুচ্ছ করিতে পারেন না।

কিন্তু দুলীনের ভুজবলে আর কৌশলে পরওয়ানা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পরওয়ানার কার্য্য হইয়া গিয়াছে! দূত ফটকে আসিয়াই তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে; তথাপি রীতিমত অভিবাদনাদি পূর্ব্বক দণ্ডবরের হস্তে পুলিন্দা অর্পণ করিল। দণ্ডবর সিং পাঠ করিয়া বলিলেন "রাজাজ্ঞা শরোধার্য্য। যদিও সাহেব কলে ছলে দুর্গাধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রুতার হস্তে শীঘ্র মুক্ত হইতেন না—পুনর্ব্বার স্বস্থান প্রাপ্তি পক্ষে বিশেষ চেষ্টা না করিয়া আমি কদাচই ক্ষান্ত হইতাম না—অন্ততঃ বহু সৈন্য আনিয়া কিছু কাল অবরোধ ও বহির্ভাগ হইতে অশেষ উৎপাত করিতেও ছাড়িতাম না, কিন্তু উপযুক্ত সময়েই মহারাজার গুপ্তাদেশ আসিয়া সাহেবকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিল! এখন আমি আপন দল বল লইয়া চলিলাম, সাহেব মনের সুখে রাজত্ব করুন!"

দুলীন হাসিয়া কহিলেন "আপনি যে কারণে এই পরওয়ানাকে আমার সৌভাগ্যের হেতু বলিয়া ভাবিতেছেন, আমি কিন্তু সেই কারণেই ইহাকে আমার হরিষে বিষাদ সাধক বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। কেননা, এখানি না আইলে আপনার ন্যায় প্রবীণ যোদ্ধার যুদ্ধ-প্রণালী ও অবরোধ-প্রণালী দেখিয়া অবশ্যই কিছু শিখিতে পারিতাম!—অদ্য আপনার দুর্গরক্ষণ প্রণালী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আপনার অবরোধ যোগ্যতা কিরূপ, সেটী যে দেখা হইল না, ইহাতে বড় আক্ষেপ রহিল!"

চতুঃপার্শ্বস্থ কর্ম্মচারীগণ পরস্পর মুখ চাহিয়া মৃদহাসি হাসিল। তাহা দণ্ডবরের অলক্ষিত রহিল না। তিনি ঋজু-স্বভাব, সরল-যোদ্ধা ও সরল-যোদ্ধা, তথাপি এই শ্লেষ তাঁহার হৃদয় ভেদ করিল—ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে তাঁহার কেশ ও লোম উচ্চ হইয়া উঠিল—শরীর ও ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল! তাঁহার শুভ্র কেশ দর্শনে দুলীনের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল—একে প্রভুর স্বজাতীয়, তায় বিজিত, তায় বৃদ্ধ, তায় সরকারের পুরাতন কর্ম্মচারী, তায় পদচ্যুত, তায় তাঁহারই পদে দুলীন স্থাপিত,

এমন ব্যক্তি একটু গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ বক্র লাঞ্ছনা দ্বারা তাঁহার দুরবস্থা ও দুলীনের নিজ সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত কাজ হয় নাই। এই চৈতন্য উদয় হওয়াতে দুলীন তৎক্ষণাৎ দণ্ডবরের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন—আপনি বহুদর্শী, জ্ঞানী, আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা কত কাজ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করিয়া ফেলি—আপনার প্রতি কোনো অবস্থায় কোনোরূপ অমান্য করা আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত, তথাপি দৈবাধীন আমার মুখ হইতে এমন অনুচিত কথা কেন বাহির হইল, বলিতে পারি না। যাহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে বল-দর্পিত উক্তি সহ্য করিতে পারে না, এই জন্যই হউক, বা আমার অল্প বয়সের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য দোষ জন্যই বা হউক, যাহা বলিয়াছি, তাহার আর উপায় নাই, শুনিয়াছি আপনি উদারচেতা, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমার বাক্যটী ভুলিয়া যাউন!"

এইরূপ সবিনয় বাক্য দুলীন এমন অকপট ভঙ্গীতে ও সকাতর স্বরে বলিলেন, যে, সরল দণ্ডবর প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। দুলীনের সৌজন্য ও নম্র ব্যবহারে মনোমালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল—উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্যও জন্মিল। দণ্ডবর সিং প্রভাতেই স্বীয় দল বল লইয়া যাইতে উদ্যত, কিন্তু দুলীন তাঁহাকে ছাড়িলেন না। সুতরাং তাঁহার লোক জন চলিয়া গেল, তিনি কতিপয় সহচর মাত্র সমভিব্যাহারে সে দিবস সাহেবের অতিথিরূপেই কাংরা দুর্গে অবস্থান করিলেন। সাহেবের অকৃত্রিম যত্নে মহা তুষ্ট হইয়া কাংরা সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথা সাহেবকে বলিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিলেন, দুলীন অশ্ব পৃষ্ঠে অনেক দূর সঙ্গে গিয়া আগিয়া দিয়া আসিলেন। বিদায় কালে প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি সদ্ব্যবহারে কোনো পক্ষেই ত্রুটী হইল না। দণ্ডবরের

আদেশ মত তাঁহার স্কন্ধাবার ক-য়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল, তিনি তথায় গিয়া মিলিলেন—দু-লীন কাংরা দুর্গে আসিয়া শাসন-কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন।

চুক্তি বা মুক্তি-বিবাহ।

(উপলক্ষ গোলাপমণির পবিত্র পরিণয়)

আর্য্য ভূমির আর্য্য সমাজে পূর্ব্বকালে অষ্ট প্রকার বিবাহ নি-র্দ্দিষ্ট ছিল, যথা ;—

"ব্রাহ্ম দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥"

অর্থাৎ ;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষ-স ও সর্ব্বাধম পৈশাচ।

প্রায় তিন বৎসর হইল বাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক "হিন্দু-আচার ব্যবহার" নামা যে প্রব-ন্ধটী জাতীয় সভায় পঠিত ও পরে পুস্তকারে প্রচারিত হয়, তাহাতে তিনি ঐ আট প্রকারের সবিস্তার বর্ণন পূর্ব্বক অধুনা তত্তাবতের প-রিবর্ত্তে বহু-বিবাহ, তরুণী-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, চুক্তি-বিবাহ, মুক্তি-বিবাহ প্রভৃতি অ-ভিনব অষ্ট প্রকার বিবাহের প্রচ-লন দেখাইয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটী মাত্র আমাদের উপস্থিত প্র-স্তাবের প্রয়োজন-সাধক, সুতরাং ঐ গ্রন্থ হইতে সেই দুইটীর (চুক্তি ও মুক্তির) বিবরণ উদ্ধৃত করি-তেছি।

"১ম, চুক্তি বিবাহ। চুক্তি বিবাহ তাহাকেই বলে, যাহাতে ধর্ম্মের কোনো সংশ্রব নাই। ধর্ম্ম-বিবাহের মতে পতি পরম গুরু, পতি বই অবলার গতি নাই, পতি-ভক্তি ঐহিক পারত্রিকের এক মাত্র মঙ্গলের নিদান, পতি অহিতাচারী ও অপ্রিয়বাদী হইলেও পত্নীকে হিত-কারিণী ও প্রিয়বাদিনী হইতে হইবে, অন্যথা ঘোর নরক অবশ্যম্ভাবী। ও পক্ষে আবার ধর্ম্মের দ্বারে—ঈশ্বরের নিকটে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া যে পত্নীকে পতি চিরজীবনের জন্য গ্রহণ করেন, তিনি যদি তাহাকে যথাসাধ্য রক্ষ-ণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, যত্ন ও স্নেহ করি-তে ; সন্তবমত সুখিনী করিতে ও প্রকৃ-তরূপে সহধর্ম্মিণী ভাবিতে এবং তাহার ইহপরকালের কল্যাণব্রতে ব্রতী হইতে ত্রুটী করেন, তবে তাঁহারও ঘোরপাপ ও তৎফল-স্বরূপ নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী। এরূপ দম্পতীর মতে সর্ব্বপাতা পরম পিতা অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বা আজ্ঞাতে আমরা সংবদ্ধ, আমরণ এবং মরণের পরেও আমাদের ছাড়াছাড়ি নাই। আমাদের পরস্পরের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে। ইত্যাকার ধর্ম্ম-মুলক সংস্কার যে বিবাহে নাই, তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে। অর্থাৎ বাণিজ্য কার্য্যে যে প্রণালীতে ও যে ভাবে দেনা পাওনা ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি-নামা অথবা স্বীকৃতি-নামায় লোকে বদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রণয়ের আদান প্র-দান, সুখের বিনিময় এবং কর্ত্তব্যের ক্রয় বিক্রয় জন্য স্ত্রীপুরুষে বিবাহ নামা অ-ঙ্গীকার-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেই "চুক্তি-বিবাহ" বলে। দ-র্পণে মুখদেখা! তুমি ভাল বাসিবে, আমিও বাসিব। তুমি ভাল বলিবে, আমিও বলিব। তুমি ভাল করিবে, আমিও করিব। তুমি ভালরূপে চলি-বে, আমিও চলিব। তুমি প্রেম ও প্র-তিপালনরূপ মূল্য দিবে, আমিও প্রেম ও সহবাসরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিব। তুমি সেই মূল্য দিতে যখন না পারিবে, আমি চুক্তিপত্রের নিয়মমতে খালাস পাইয়া অন্যের সহিত চুক্তি-নামা অথবা যদৃচ্ছা গমন করিব! তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, কি তাহাতে কোনো কলুষ জন্মিবে, এমন বোধ থাকে না। তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

২য়, যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ। বারাঙ্গ-

ণাদি কুলটার সহিত প্রণয় সংঘটন হইল। বিবাহার্থী পুরুষ মনে মনে যুক্তি করিল "জগতে পাপী নয় কে? আমি পাপী, এ রমণীও পাপিনী। পূর্ব্বে যে কারণেই হউক, পাপাচরণ করিয়াছে, এখন তো আমা বই জানে না। আমিও ইহা ভিন্ন জানি না। তবে কেন ইহার স-হিত অসামাজিক সম্বন্ধ রাখি? ইহাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য!" যে চিন্তা, সেই কাজ! তৎক্ষণাৎ এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোটক-যান আনাইয়া বর ক'নে রেজিষ্টরি আফিসে উপস্থিত! ব্যব-স্থাপক সভার কল্যাণ হ'ক্! যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তো পতিত-পাবন—উপপতি উপপত্নী শব্দটী অভি-ধান হইতে উঠাইয়া দিবার সূত্রধর! রেজিষ্টরী হইল তো পরম পবিত্র উদ্বাহ-সংস্কারও হইয়া গেল! বর, বধূ লইয়া বাটী আইল। পিতা, ভ্রাতা আত্মীয়-জন মহা বিপদে পড়িলেন! হয়তো তাঁদের সেই বউমাকে তাঁহারা পূর্ব্বে কোনো অসাধু সঙ্গে দেখিয়া থাকি-বেন—হয়তো নিজ বাটীতেই নর্ত্তকী দ-লের সঙ্গে নাচিতেই দেখিয়া থাকিবেন, আ'জ্ কি বলিয়া পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ক-রেন? কিন্তু উপায়ই বা কি? আইন-মতে ছেলে বিবাহ করিয়াছে, রেজিষ্টরী হইয়াছে! ওদিগে হিন্দু ধর্ম্মমতে পতিত সন্তানেরাও বিষয় পাইতেছে, কি ক-

রেন? বকা ঝকা করিয়া কর্ত্তা রাগ ভরে কিয়ৎক্ষণের জন্য বাটীর বাহিরে গেলেন! ছেলে বউ লইয়া বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেল! এই বিবাহকে "যুক্তি বিবাহ" অথবা "মুক্তি বিবাহও" বলা যায়! কেননা, যুক্তি বলে পাপের জীবন হইতে অবলার মুক্তি সাধন যে বিবাহে হইল, তাহাকে "মুক্তি বিবাহ" বা "যুক্তি বিবাহ" বলা কোনোমতেই অযুক্তির কাজ হইতে পারে না।

পাঠকগণ দেখুন, যাহারা না হিঁদু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না য়ীহুদী, না পার্শি, না চিন্যাম্যান, না বৌদ্ধ, না প্রাচীন কোনো সম্প্রদায়ের লোক; অর্থাৎ যে সকল লোক আইনের জানিত কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এবং যাহাদের আচার ব্যবহারের কোনো শাস্ত্র—কোনো সংহিতা—কোনো নির্দ্ধারিত নিয়মাদিই নাই—স্বেচ্ছাই যাহাদের স্মৃতি—স্বেচ্ছাচারই যাহাদের আচার দর্পণ, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ তিন আইন নামা সে বৎসর যে পতিতপাবন অপূর্ব্ব আইনটী হইয়াছে, তাহা বিধিবদ্ধ হওন কালে সমাজহিতেচ্ছু বিজ্ঞ জনেরা তাহার ফল সম্বন্ধে যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এ-স্থলে সেই তরু সেইরূপ ফলই প্রসব করিতেছে।

উপরোদ্ধৃত বর্ণনার সহিত শ্রীমতী গোলাপমণির শুভ বিবাহ ঘটনার অধিক প্রভেদ না থাকিতে পারে। উক্ত শ্রীমতীর পবিত্র পরিণয় সংস্কারটী কোন্ ধর্ম্ম মতে, কোন্ ধর্ম্মের কোন্ বিধানানুসারে, কিরূপ পুরোহিত দ্বারা, কিরূপ মন্ত্রে, কিরূপ গোত্র নামাদির উল্লেখে সুসম্পন্ন হইয়াছে, অথবা পৌরহিত্য, মন্ত্র ও গোত্রাদির মূলেই আবশ্যক হয় নাই, যতক্ষণ সে সমাচার না পাইতেছি, ততক্ষণ ইহাকে ঐ বর্ণনানুরূপ ক্রিয়া বলা অসঙ্গত নয়। অর্থাৎ এ বিবাহকে "যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ" আখ্যা দান করা যাইতে পারে। আবার "চুক্তি বিবাহ" বলাও অন্যায় হয় না। কেন না, নব পতির সহিত গোলাপমণির যদি অমিল হয়, (ঈশ্বর এমন না করুন!) তবে উভয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কোনো বন্ধনী তো দেখিতে

পাই না। সুতরাং সওদাগরী চুক্তিনামার রীত্যনুসারে আদান প্রদান সহসা বন্ধ হওয়ারই বা বিচিত্রতা কি? অথবা অধিক প্রণয়রূপ অধিক মূল্যদাতার লোভানিতে (দুষ্ট সহরে তাহারও অভাব নাই) আকৃষ্ট হওনেরই বা (ঈশ্বর না করুন!) বাধা কি?

এই বিষয় উপলক্ষে মনোমোহন বাবু একটী কথা বলিতে যে ভুলিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখাইয়া দিই। অর্থাৎ তাঁহার লেখা উচিত ছিল যে, "কখনো কখনো একাধারে বা এক যোড়া দম্পতির উপর ঐ অষ্ট প্রকার বিবাহের দুই তিনটী বা ততোধিক সংখ্যকেও সমবেত ভাবে ক্রিয়া বা ক্রীড়া করিতে পারে!" সম্প্রতি তো এই দম্পতিতে "গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, তরুণী-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, চুক্তি-বিবাহ এবং যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ" নামা (ষেটের কোলে) পঞ্চ প্রকার বিবাহই সমবেত ভাবে বা ঐক্যতান বাদ্য-প্রণালীতে যুগপৎ চমৎকার ক্রীড়া করিতেছে! সমাজের মধ্যে এত লোক তো বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতেছে, বড় বড় আমীর ওমরাদের সংসারেও কত বিবাহ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এমন ঘটার বে কাহার ভাগ্যে ঘটে? কাহার বিবাহের কথা লইয়া সংবাদ পত্রে এত উল্লেখ, এত লেখালিখি, এত আন্দোলন হইয়া থাকে?—কাহার পরিণয় লইয়াই বা হিন্দু মুসলমান ইংরাজ আর্ম্মানি প্রভৃতি সর্ব্ব জাতীয় সমাজে এত হুলস্থূল পড়িয়া যায়?

এই পবিত্র পরিণয়ের বর মহাশয় পতিত-পাবন শ্রেণীর প্রথম পথ-প্রদর্শক হইয়া কত বড় উচ্চ সভ্যতা—কত বড় উচ্চ ধর্ম্মভাব—কত বড় উপচিকীর্ষা—কত বড় স্বদেশ হিতৈষা—কত বড় প্রেমিকতা—কত বড় সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত মহত্ত্ব যে দেখাইলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র লেখনী কত লিখিয়া উঠিবে! অতএব আমরা প্রস্তাব করি, এমন লোকাতীত লোকলজ্জাতীত লোকানুরাগাতীত কীর্ত্তিমান ও নির্ব্বিকার নর-দেব মহাত্মার (স্ত্রীক) গৌরবার্থ একটী মহতী সভা

করা হউক; সেই সভায় যিনি যোগ না দিবেন তাঁহাকে অনুন্নত অসভ্য, অশিক্ষিত বলিয়া প্রকাশ্য পত্রে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হউক; সেই সভা হইতে নব দম্পতিকে অভিনন্দন দানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের স্মারণার্থিক কোনো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হউক। যথা, ইংলণ্ড হইতে সুনিপুণ ভাস্কর ও চিত্রকরদ্বারা যুগল মূর্ত্তির প্রতিরূপ খোদাইয়া ও আঁকাইয়া আনিয়া বিডন ষ্ট্রীটের কোনো কোনো প্রকাশ্য নাট্যালয়ে এবং যন্ত্রালয়ে স্থাপন করা হউক; আর যুগলরূপ বা যুগল-মাহাত্ম্য বিনায়ক সংকীর্ত্তন বা নগর কীর্ত্তন বাহির হউক—সেই কীর্ত্তন বীডন ষ্ট্রীটে আরম্ভ হইয়া সোমবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রভাত-সমীর সহযোগে চতুর্দ্দিগে ধ্বনিত ও কূজিত হইতে থাকুক। বীডন ষ্ট্রীটে প্রতিরূপ স্থাপনের তাৎপর্য্য, ঐ পুণ্যস্থান হইতেই এই শুভ সম্বন্ধের ঘটকতা ও যোটকতা প্রভৃতি হইয়াছে! এবং সোমবারটী ছাড়িয়া দিবার তাৎপর্য্য, সোম শব্দে চন্দ্র. চন্দ্র কলঙ্কী, এ কাজটী সর্ব্বতোভাবেই নিষ্কলঙ্ক, সুতরাং কলঙ্কী শশাঙ্কের বারে এমন অকলঙ্ক কীর্ত্তি চাঁদের মহিমা কীর্ত্তিত হওয়া উচিত নয়! নগর-কীর্ত্তন কি ভাবে হইবে, আমরা তাহারও নমুনা পর্য্যন্ত অর্পণ করিতেছি; মধ্যস্থ মহাশয় এ সংখ্যাতেই তাহার জন্য একটু স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন এবং পাঠক মহাশয়গণ যদি ইহার সুর শুনিতে কি শিখিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে আইলেই আমার ঠিকানা পাইবেন।

চুঁচুঁড়ার মাধবচন্দ্র শীল মহাশয় নগরকীর্ত্তন রচনা কার্য্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার গানের ন্যায় এ অঙ্গের নাম অতি অল্পই শুনা যায়। অতএব তাঁহারই একটী উৎকৃষ্ট নাম অবলম্বনে আমরা নগরকীর্ত্তন বাঁধিলাম। তাঁহার সেই নামের মধ্যে কৃষ্ণ ও গৌর, উভয় অবতার ও উভয় মূর্ত্তির কথা অতি সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ যখন শ্রীবৃন্দাবনে যান, তখন এক জন ভক্ত তাঁহাকে তাঁহার দ্বাপর যুগের লীলাস্থান সমূহ অতি সুমধুর ভাবে প্রদর্শন ও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু এরূপে ঐ মনোহর গানের পরিচয় দিয়া তৃপ্তি জন্মিতেছে না, এ প্রযুক্ত সমগ্র গানটী না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভরসা করি প্রস্তাব দীর্ঘ হইলেও উত্তম বস্তুকে স্থান দিতে মধ্যস্থ মহাশয় কদাচই কাতর হইবেন না।

(মাধব বাবুর সংকীর্ত্তন)

আজ্ বৃন্দাবনে, কে এক সন্ন্যাসী আসি, নগর বাসি গো, ভ্রমে রাধা কুণ্ডে,
শ্রীরাধা শ্রীরাধা ব'লে তুণ্ডে, দণ্ডে দণ্ডে পড়ে ধরাসনে।

আহা মরি, কি সৌন্দর্য্য তার, মাধুর্য্যরূপ হেরি!
দেখিয়ে হৃদয়, বিদীর্ণ হয়, সন্ন্যাসের সময়, তার নয় গো—
কিবা সে সুবর্ণ, অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, অভরণ-চিহ্ন, হেরিলাম্ যুগল্ নয়নে।

আছে সঙ্গে এক জন ভক্ত গো, বিরক্ত বৈষ্ণব।
করে ধরি মালা, হরি নাম জপে। সদা হরিনামে মাতোয়ারা;
সদা রাধা নামে মাতোয়ারা। ও সে আপ্নি যেমন, তার সঙ্গী তেমন।

হইলাম শ্রুত, এক অদ্ভুত কথন, তাদের ঠাঁই;
যে সঙ্গে আছে, সে ব'ল্‌ছে সেই গৌর্ অঙ্গের কাছে,
প্রভু দেখ হে, এই সেই লীলার স্থান শ্রীবৃন্দাবন।

মাধবী তরুর তলে, দাঁড়াতে রঙ্গে কিশোরী সঙ্গে।
যত সখীগণ মেলি, বন ফুল তুলি, সাজাইত তোমার যুগল অঙ্গে।
(গৌর হে, যখন বরণ তোমার কালো ছিল)

ওহে ধীর সমীর, যমুনার তীর, তোমার ঐ সেই খেলাবার স্থান হে—
রাখালগণ লয়ে—ওহে আবা আবা আবা রব দিয়ে।

ঐ হে মধুর নিধুবন—রাইকে রাজ্যপদ যথায় দিয়েছিলে।
ঐ রাসস্থান, যথায় অন্তর্দ্ধান, রাধায় হয়েছিলে অদর্শন। (তুমি)

অনুভব করি, অঙ্গের ভঙ্গী হেরি, বুঝি ব্রজের হরি—সে রূপ হরি গো—
এলেন বৃন্দারণ্য, রেয়ের প্রেম জন্য, ধরি রাধার বর্ণ,
রাধা রাধা ব'লে বদনে!

গানটীর সুরও চমৎকার—সুর সংযোগে শুনিতে যেরূপ মনোমুগ্ধকর, পড়িতে তাহার কিছুই নয় বলিলেও বলা যায়। সে যাহাহউক, ঐ গানের আদর্শেই নীচের নামটী রচিত হইয়াছে। উহাতে যেমন গৌরাঙ্গকে তাঁহার ভক্ত জন তাঁহার কৃষ্ণাবতারের কথা শুনাইয়াছেন, আমাদের নিম্নলিখিত কীর্ত্তনেও সেইরূপে গৌরাঙ্গী নায়িকাকে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার পূর্ব্ববধূস্বরূপ কৃষ্ণাবতারের লীলা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তুলনা বহুলাংশেই খাটে—কৃষ্ণ মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া যেমন গৌরাঙ্গ, অসতীর জীবন ছাড়িয়া তেমন সতী হওয়া; গৌরাঙ্গ আর গৌরাঙ্গী; গৌরের পূর্ব্ব লীলা-স্থান বৃন্দাবন, গৌরাঙ্গীরও গরাণহাটা; গৌরাঙ্গের পূর্ব্ব লীলা বহু নাগরী লইয়া, গৌরাঙ্গীর পূর্ব্ব লীলাও বহুনাগর লইয়া; ইত্যাদি। আবার ভাবোল্লাসে যেমন মিলিয়াছে, উভয় গানের শব্দগত একতাও যতদূর সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন। যথা;—

(নাম)

আ'জ্ বঙ্গদেশে, কে এক যুবতী এসে, পতি আশে গো, ভ্রমে সতী বেশে,
উন্নতি উন্নতি মুখে ঘোষে, ক্ষণে নাচে ক্ষণে কাঁদে হাসে।

আহা মরি, কি আশ্চর্য্য হাব, চাতুর্য্য ভাব ছেরি।
এই মনে লয়, সামান্যা নয়, উর্ব্বসী উদয় বুঝি এই গো;
কিবা তিলোত্তমা, রম্ভা মনোরমা, কি মেনকা রামা—এসেছেন লীলা উদ্দেশে।

আছে সঙ্গে ক জন ভক্ত গো, বঙ্গ বাবুগণ;
মাখি পদরেণু, ভাবে ভোর তনু; সদা সুধা রসে ডুবু ডুবু;
সদা সুধাপানে মত্ত পারা। ওসে আপনি যেমন তার সঙ্গী তেমন।

হইলাম শ্রুত, এক অদ্ভুত কথন, লোকের ঠাঁই।
যারা সঙ্গে আছে, তারা ব'ল্‌ছে ঐ পতিব্রতার কাছে;
ওমা দেখ গো, এই সেই লীলার স্থান শ্রীগরাণহাটা।

বসিতে নাগর দলে; যোগিনী চক্র যামিনী কালে।
যত সভ্য বাবু মেলি, পাত্রে সুধা ঢালি, চন্দ্র মুখে দিয়ে খেতো প্রসাদ হ'লে।
সতীগো, যখন বারনারী তুমি ছিলে গো—যখন বারবধূ জন্ম ছিল গো!

মুক্তি যমুনার তীর, প্রভাত সমীর।
তোমার ঐ সেই নাচিবার স্থান হে—
বঙ্গ রঙ্গালয়ে—যত নব্য সভ্য কাব্য-প্রিয় লয়ে!
ঐ হে মধুর গিরিন্ রুম্ (Green room)—যথায় পতিরত্ন তুমি পেয়েছিলে!
ঐ কুঞ্জ ধাম, মধুর নটী নাম, বঁধুর তরে যথা তেজিলে—(তুমি)

অনুতাপ করি, জন্ম পরিহরি, হ'লে সতীশ্বরী; এরূপ ধরি গো—
বণিক সুবর্ণ, তোমার প্রেম জন্য, হ'লো আজু ধন্য—
পিতৃ পুণ্য কিবা প্রকাশে!

ব্যাঘ্র শ্রীকেঁড়েল।

আমাদের কেঁড়েল বন্ধু উপরে যাহা লিখিলেন, তাহা যে ভাবেই লিখুন, আমরা সে ব্যঙ্গ-ভাবের ভাবুক না হইলেও তাঁহার মতের পোষক বটি। সুতরাং কোনো কোনো সহযোগীর মধ্যে এবিষয়ে যে বিতণ্ডা হইয়াছে, তন্মধ্যস্থলে আমরা দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

এ সংসারে নিষ্পাপ জীবন কাহার? ন্যূনাতিরেকে সকল মানবই পাপকারী। কিন্তু পাপ মাত্রেই সামাজিক দণ্ড নাই। কেবল কয়েকটী গুরুতর পাপের জন্যই সমাজ খড়্গহস্ত ও ভীষণ দণ্ডদাতা হন। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ পাপ আমাদের সমাজের নিতান্তই অসহনীয়। এখনকার শিক্ষিত-দলের কেহ কেহ ইটীকে অত্যন্ত অন্যায় বলেন। তাঁহারা বলেন "স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সমান, তবে কেন সেই এক পাপের নিমিত্ত স্ত্রীকে দণ্ড, পুরুষকে অব্যাহতি দেও?" কিন্তু আমরা বলি, স্ত্রী পুরুষ কখনই সমান নয়—একের আকার প্রকারের সহিত অন্যের অনেক বিষয়ে প্রভেদ—কোনো কোনো দৈহিক ও মানসিক বিষয়ে আবার সম্পূর্ণ বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়। সুতরাং উভয়কে এক বলা যুক্তিমূলক কথা নয়। এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনাতেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর ব্যভিচার দ্বারা সমাজ ও সংসারের অধিকতর অনিষ্ট যে ঘটে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বোধ হয়, নিয়মকর্ত্তা আর্য্য জ্ঞানীগণের

এইরূপ সংস্কার ছিল, যে, পুরুষ অন্যত্র পাপাচরণ করিয়া আসিলে আপনিই কলুষিত হয়, কিন্তু বাস্তুকি যেমন মস্তকে ভূভার ধারণ করিয়া আছেন, সেইরূপে সংসাররূপ জগতটী যে গৃহ-লক্ষ্মী সাধ্বী স্ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই জাজ্বল্যমান থাকে, সে গৃহিণী পাপাচরণ করিলে কুলগৌরব, সংসার বন্ধন, অপত্য-স্নেহ, পবিত্রভাব প্রভৃতি মানব-গৃহের সুখের নিদানভূত তাবৎ ব্যাপারই বিনষ্ট, বিপর্য্যস্ত ও শিথিল হইয়া যায়। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচার কখনই একবিধ পাপ নয়। সুতরাং পুরুষের বরং সওয়া যায়, স্ত্রীর অনাচার কখনই উপেক্ষিত হইতে পারে না। এই জন্য আর্য্য সমাজে ব্যভিচারিণীর প্রতি এত কঠোর দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে এবং সুদ্ধ এই জন্যই ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণ অন্য সর্ব্ব পর্ব্বেই এত হীন ও এত দরিদ্র হইয়াও পরম পবিত্র সতিত্ব নিধিতে অদ্যাপি সকল সভ্য সমাজাপেক্ষা অধিকতর ধনী আছেন। এবং যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী-ব্যভিচারের প্রতি পূর্ব্ববৎ আন্তরিক ঘৃণা ও কঠিন শাসন থাকিবে, তাবৎকাল হিন্দুর ঘর সকল সভ্যজাতীয় সংসারাপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও সুখময় স্থান রূপে বাচ্য হইতে পারিবে, সন্দেহ মাত্র নাই।

কিন্তু আমাদের ঘরের ঢেঁকীই কুমীর হইয়া সে সুখের পবিত্র অবস্থাকে রাখিতে যে দিবেন না, এখন বিধিমতে কেবল তাহারই উদ্যোগ ও আয়াস দেখা যাইতেছে। তাঁহারা কথায় কথায় যুক্তি অস্ত্র ধারণ করিতে শিখিয়াছেন। সুধু ধারণ নয়, নির্ম্মাণ করিতেও অভ্যাস করিতেছেন। আপন বুদ্ধিতে নির্ম্মাণ নয়, অন্যের দেখাদেখি নির্ম্মাণ করিতে ব্যগ্র আছেন। কিন্তু সেই অস্ত্র দৃশ্যে যেমন চাকচিক্যময়, তাহার ধার তেমন কার্য্যকর কি না—সেই ধার স্থায়ী কি না—তাহা ধারে কাটে কি ভারে কাটে, ইত্যাদি কিছুই ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় লয়েন না। যুক্তি হইলেই হইল; অর্থাৎ তর্ক স্থলে বাঁহবা পাইবার মত যুক্তি হইলেই তাঁহারা গলিয়া পড়েন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ব্যবহারে সেই যুক্তি টেঁকি-

বে কিনা—দেশ সুদ্ধ সেই যুক্তি অবলম্বন করিবে কিনা, তাহার দিগে দেখেন না—যুক্তি পেলেই ধরিয়া বসেন! কিন্তু তাহাকে সদ্‌যুক্তি বলা যায় না, সকল দিগ দেখিয়া বিবেচনা করাকেই যুক্তিমূলক মীমাংসা বলা যায়।

স্বীকার করি, প্রভাত সমীর যে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য। স্বীকার করি, পাপী নয় কে? একবার পাপ করিয়াছে বলিয়াই কি আর তাহা হইতে তাহার উদ্ধার নাই? সে কি অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আবার ভাল পথে আসিবার যোগ্য হইতে পারে না? তেমন অনুতাপীকে উদ্ধার করিয়া লওয়া কি উচিত নয়? ইহাতে যে সহায়তা করে, সেই যথার্থ ধার্ম্মিক—ইহাতে যে বাধা দেয়, সে অধার্ম্মিক হইতেও অধম!

স্বীকার করি, ঐ সব যুক্তির বাক্য মনে খুব ঐক্য হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত গিয়াই যুক্তি মার্গ ছাড়িও না—চিন্তাকে আরো চালাও—চিন্তাকে আরো অন্য দিগে হেলাইয়া লইয়া যাও—লইয়া গিয়া এই কয়েকটী কথা ধ্যান করিয়া দেখ;—

প্রথম। ঐ যে অনুতাপ, উহা আন্তরিক কি না, জানিবে কিসে? যে চিরজীবন ঘোর কলুষ পঙ্কে মজিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে এবং সেই কলুষ কূপকেই কামা কূপাপেক্ষাও সুখদায়ক স্থান ভাবিয়া আসিয়াছে, সে যে হঠাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চায়, কেন যদি বল, কোনো কারণে তাহার মনে ঘৃণা জন্মানো আশ্চর্য্য কি? ভাল, যেন সেই ক্ষণে তাহার পূর্ব্ব জীবনে ধিক্কার ও সংশোধিত জীবনের আকাঙ্খাই হইল, কিন্তু তাহার সেই চিত্তভাব ক্ষণিক কি স্থায়ী হইবে, তাহার স্থিরতা কি? অনেক লোককে আপনার পূর্ব্বাভ্যস্ত পাপের প্রতি "ছি ছি" শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক ঘৃণা করিতে দেখা যায়—অনেককে আবার সেই ঘৃণা জন্য চরিত্র শোধন করিতেও দেখা যায়, কিন্তু পরক্ষণেই, পরদিনেই, পরসপ্তাহেই, পরমাসেই বা পরবৎসরেই তাহাকে আবার পূর্ব্বাভ্যস্ত পাপ হ্রদে ডুবু ডুবু হইতেও কি দেখিতেছি

না? এমন শত শত দৃষ্টান্ত কি আপনারা সকলেই দেখিতে পান নাই? ক্বচিৎ দুই এক জন—শতে কি সহস্রে দুই এক জন মাত্র যথার্থ অনুতাপীর ন্যায় কার্য্য করে কি না সন্দেহ। অতএব চির পাপচারিণী বিলাস-গত প্রাণা কোনো গণিকার মুখে অনুতাপ বাক্য শুনিয়া আপনি যদি করুণার্দ্র ও সমাজ-হিতৈষিতার আহ্লাদে মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিবাহ করেন, বা তাহার সহিত নিজ পুত্র ভ্রাতাদির বিবাহ দেন, তবে সেই গণিকা উপরোক্ত দুই প্রকার অনুতাপবতীর মধ্যে কোন্ প্রকারে দাঁড়াইবে তাহা আপনি জানিবেন কিসে? যখন সংসারে যথার্থ অনুতাপ এত অল্প এবং ক্ষণিক অনুতাপই এত বেশী, তখন সেই গণিকা যদি শেষোক্ত শ্রেণীরই হইয়া পড়ে, তবে ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার দশা কি হইবে? অতএব এস্থলে যুক্তির কথা রক্ষা করা কত অসীম আপজ্জনক, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা বাহুল্য।

দ্বিতীয়তঃ। যখন যাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে, তখন তাহাই যদি করিয়া ফেলা উচিত হয়, তবে তো বঙ্গীয় সমাজে আপনাদের থাকাই ভার! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং দেশস্থ সাধারণের অনুরোধ কি কিছুই নয়? যদি তাঁহারা তোমাকে এমন কোনো কাজ করিতে বলেন, যে কাজ তোমার সংস্কারানুসারে নিতান্তই অধর্ম্ম, তবে বটে তাঁহাদের অনুরোধ এক দিন না রাখিলেও হানি নাই—কেননা, তোমাকে ধর্ম্মের দ্বারে জবাব দিতে হইবে, তোমার হইয়া তাঁহারা কেহই পরলোকের যন্ত্রণা ভাগী হইবেন না। কিন্তু এরূপ কার্য্য তো সে ধাতুর নয়। ব্রাহ্মণ হইয়া ধোবার মেয়ে বা গৃহস্থ সন্তান গণিকা বিবাহ না করিলে তোমাদের কি পরকালে ত্রাণ পাইবার উপায় নাই, যে, সেই উচ্চতর অনুরোধে সমাজের নিম্নতর অনুরোধটী রাখিতে পার না? যদি বল, দয়া ও দেশহিতৈষিতার অনুরোধেই একাজ করা। কিন্তু আপনাদের ইংরাজী শাস্ত্রেই তো বলিয়া থাকে;—

"Charity begins at home."

যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্না, আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়া দেখাইতে জানিল না—তাঁহাদের মুখ পানে চাহিল না—তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনা দিতেও অনুমাত্র করুণা রসে গলিল না, তাহার বাজারের গণিকার দুঃখে দয়া জন্মানো যে কি অদ্ভুত ব্যাপার—সে দয়া যে কোন্ বিধাতার নির্ম্মিত—কোন্ জগতের কিরূপ অপরূপ দয়া, তাহা আমাদের সামান্য নর-বুদ্ধি আকাশ পাতাল সন্ধান করিয়াও বুঝিতে পারে না! গণিকার দুঃখ দূর করিবার জন্য ঐ সব মহা গুরু ও প্রাণতুল্য আত্মীয় গণকে যার পর নাই দুঃখ দেওয়া, দয়ার কার্য্যই বটে!!! যদি বলেন "যাহার মা বাপ ভাই ভগ্নী আপনার জন নাই, তাহার পক্ষে কি ব্যবস্থা?" তাহার পক্ষে আবার বিধান কি? যাহার স্বসম্পর্কীয় বা আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই, তেমন লোক কি ভদ্র সমাজে দেখিয়াছেন? তেমন ভারত ছাড়া লোক চুলোয় যাউক—সে অনায়াসে হাড়ী মুচি বেশ্যা বিবাহ করুক, আমাদের তাহাতে কোনো আপত্তি নাই! ফল কথা, গৃহস্থ সন্তান যে একবারে আত্মীয় হীন থাকে, এমন কখনই হইতে পারে না। যদিও থাকে তবে সে গৃহস্থই নয়!

তৃতীয়তঃ। এরূপ বিষয় সমূহে আত্মীয় জন ও পৈতৃক সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা যে নিতান্তই অমানুষিক, নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় এবং নিতান্তই অবৈধ কাজ, তাহা বোধ করি, সকল দেশের সকল কালের জ্ঞানী লোকেই এক বাক্যে বলিয়া আসিতেছেন। আমাদের অসার-বুদ্ধি শিক্ষিত তরুণগণ বিলাতের নবন্যাস গ্রন্থাদিতে এরূপ বিবাহের কথা পড়িয়া অথবা প্রেমোন্মত্ত কোনো ইংরাজ কর্ত্তৃক তদ্রূপ পাণিগ্রহণের বিষয় শুনিয়া হয় তো মনে করেন, সভ্যতম ইংলিস সমাজে যখন এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে, তখন আমরাই বা কেন না করিব? কিন্তু এদেশ যে সে দেশ নয়—আমাদের আর ইংরাজদের সমাজ, সামাজিকতা, ঘর সংসারের প্রথা, পবিত্রতানুভাবকতা প্রভৃতি যে একবিধ নয়, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। আবার তাঁহারা যদি নিগূঢ় সন্ধান লয়েন, তবে জানিতে পা-

রেন, যে, ঐরূপ পরিণয় ইংলণ্ডীয় সমাজেও অশ্রদ্ধেয়। আমাদের ন্যায় তাহাদের জাতি যায় না বটে, (জাতি ভেদ নাই, জাতি যাইবে কি?) কিন্তু সেই বর ক'নেকে লোকে যে প্রকার ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, তাহাতে সে অবস্থাকে জাতিচ্যুত হওয়া বৈ আর কি বলিব?

চতুর্থতঃ। একদা মহাজ্ঞানী সক্রেতিসকে কোনো তার্কিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "ন্যায়তঃ ব্যবহার (Justice) কাহাকে বলে?" তিনি উত্তর দিলেন" যে সমাজের যে নিয়ম, তৎপ্রতিপালনই ন্যায়তঃ ব্যবহার।" ফলতঃ রাজকীয় আইন মন্দ হইলেও তদন্যথাচরণ করিবার অধিকার যেমন কোনো প্রজার নাই, সামাজিক প্রধান প্রধান নিয়মের অন্যথা করাও তেমনি কোনো সামাজিকের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রথমের বিরোধে কর্ম্ম করিলে যেমন দণ্ডনীয় হইতে হয়, দ্বিতীয়ের বেলাও তাই। একের অবহেলন করা যেমন ভদ্রের উচিত নয়, অন্যের বেলাও অবিকল তাই। আইনের বিরুদ্ধাচারীকে যেমন রাজবিদ্রোহী বা শান্তিদ্রোহী বলা যায়, সামাজিক নিয়ম লংঘনকারীও তেমনি ঘোর সমাজ-দ্রোহী বই আর কিছুই নয়। একের লংঘন যেমন চোর ছ্যাঁচড়, জুয়াখেলক বা রিপুসেবকেরাই করিয়া থাকে অন্যের উল্লংঘনও অসার, অপদার্থ, অবিবেচক ও অকৃতজ্ঞ লোকের দ্বারাই প্রায় ঘটে। একের অধর্মতা নিবারণ জন্য যেমন রাজদ্বারে আবেদন করিয়া বা ব্যবস্থাপকগণকে বুঝাইয়া ভাল আইন করিয়া লইতে হয়, অন্যের অযৌক্তিক নিয়মও ততক্ষণ শিরোধার্য্য, যতক্ষণ সমাজকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া পূর্ব্ব নিয়মের সংশোধন করিয়া না লইতে পারিব। সমাজ ও সমাজের নিয়মাবলীর মান রক্ষা পূর্ব্বক উন্নতি সাধনের যত্নকেই যথার্থ মহত্ত্ব বলা যায়। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, অমুক অমুক প্রথা মন্দ, তাহার সংশোধন হইলে ভাল হয়, বা অমুক অমুক রীতি নূতন প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সমাজ দেখিতেছে না—সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ আমার ন্যায় অদ্যাপি তত উন্নতমনা হয়েন নাই।

এস্থলে আমার কি কর্ত্তব্য? তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ ও অনিষ্টকারী বলিয়া গালি দিয়া তাঁহাদিগের দল হইতে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, না, তাঁহাদের দলে থাকিয়া অন্যান্য সহস্র বিষয়ে মিষ্ট ও হিতকর ব্যবহারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া এবং তাঁহাদের প্রেম ও বিশ্বাসভাজন হইয়া শনৈঃ শনৈঃ বুঝাইয়া পড়াইয়া তাঁহাদিগকে আমার মতে আনিবার চেষ্টা পাওয়া বৈধ?

এস্থলে সক্রেতিসের আর একটী কথা বলিতে হইল। এথেন্স নগরের যুবকগণকে সক্রেতিস ধর্ম্মনীতি যেমন শিখাইতেন, রাজনীতি ও দণ্ডনীতিতেও তেমনি উপদেশ দিতেন। তাৎকালিক বিচারকর্ত্তাদের ত্রুটী ও বিচার-দোষ সমূহের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিষ্যগণের বোধ শক্তি আরো উত্তমরূপে মার্জ্জিতা ও কার্য্যোপযোগিনী করিয়া দিতেন। একদা ঐ উপলক্ষে তাঁহার কোনো প্রতিপক্ষ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "সক্রেতিস! তুমি যদি বিচারকার্য্য এতই বুঝিতে পার, তবে নিজে কেন বিচারক হও না? তাহা হইলেই তো ঐ সব বিচার-দোষ আর থাকে না!" সক্রেতিস উত্তর দিলেন "তাহা হইলে আমি যত দিন, তত দিনই সুবিচার হইবে, কিন্তু আমি মরিয়া গেলেই তো আবার যে দোষ সেই দোষই হওয়া সম্ভব। এই জন্যই আমি সুবিচারের এমন বনিয়াদ করিয়া দিয়া যাইতেছি, যে, আমার মৃত্যুর পরেও চিরকাল সদ্বিচার জন্য এথেন্স প্রসিদ্ধ থাকিতে পারিবে!" অর্থাৎ তাঁহার শিষ্যগণ এবং তাহাদের শিষ্য পরম্পরাও উত্তম বিধিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারক হইতে পারিবে, তিনি এমন উপদেশ দিয়া যাইতেছেন।

আমাদের উন্নতিভুক্ বন্ধুগণ একথা স্মরণ করেন না। তাঁহারা মনে করেন, দুই এক জন দুই একটা উন্নতির কাজ করিলেই বুঝি সমাজে সেই রীতি প্রচলিত হইল! সেই দুই এক জন যে সাগরের দুই এক বিন্দু জল বই আর কিছুই নয়, তাহা তাঁহাদের আত্মগরিমা দেখিতে দেয় না! তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি আপনারাই বাহাদুর না সাজিয়া যাহাতে দেশে বহু বাহাদুর তৈয়ার হইতে পারে, সক্রেতিসের

ন্যায় এমন ব্যবস্থা করেন, তবে বরং ভবিষ্যতে এক দিন তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

এক কবির দলে এক সরকার ছিল, সরকার চোঁতা দেখিয়া পড়া দিবে, তবে দোহারেরা কঁচা বোল গাইতে পারিবে, ইহাই রীতি। একদা ঐ সরকার পড়া দিতে গিয়া পড়া না দিয়া উৎসাহের চোটে আপনিই গাইয়া ফেলিল—দল সুদ্ধ হা করিয়া রহিল—চতুর্দ্দিগে হো হো শব্দে হাসি ও হাততালি পড়িল—গান ভাঙ্গিয়া গেল!

ইঁহাদেরও তাই! কোথায় উন্নতির কাজ লোককে বুঝাইবেন এবং আন্দোলন দ্বারা সেটী যথার্থ উন্নতি কিনা অগ্রে ঠিক করিবেন, অর্থাৎ উন্নতির জন্য সমাজকে ক্রমে প্রস্তুত করিতে থাকিবেন, প্রস্তুত হইলে আপনা হইতেই লোকে বুঝিবে, বুঝিলে তাঁহাদের মতে মত দিবে, মত দিলেই ক্রমে পূর্ব্বান্দোলন কাজে পরিণত হইতে পারিবে, তা না হইয়া আগে ভাগেই ইঁহারা বিজাতীয় কাণ্ডের কার্য্যকারী হইয়া বসেন—চতুর্দ্দিগে হাততালি পড়ে—আত্মীয় জন কাঁদিতে থাকেন—দেশ সুদ্ধ চটিয়া উঠে, কাজেই তাঁহারা সমাজ হইতে তাড়িত হন—সমাজের ঘোর শত্রুরূপে গণ্য হন—বাহাদুরী ভাঙ্গিয়া যায়—আপনাদের বাহাদুরী লইয়া আপনারাই বড় হয়েন! হয়তো ধৈর্য্যগুণ থাকিলে যাঁহারা সমাজের অমূল্য রত্ন ও পরম উপকারী বন্ধু হইতে পারিতেন, ঐ কারণে তাঁহারাই মূর্খ, সমাজদ্বেষী ও পাপকারী ষণ্ডা দলাপেক্ষাও অধিক ঘৃণ্য হইয়া পড়েন—কেহ কাটি দিয়াও ছোঁয় না—সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গবৎ পরিত্যজ্য হন! হায় একি সামান্য পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়!

অতএব ভাই সকল, যুক্তিকে বলে বলিয়াই গলিয়া পড়িও না—কোনো প্রাচীন সমাজে নূতন যুক্তির নূতন কাজ করা বড় সহজ কথা ভাবিও না—যিনি ভাবিবেন তিনিই ঠকিবেন—তিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কেশব, বাসব যিনিই হউন, তিনি একা এক ঘ'রে বই আঁ সুদ্ধ কখনই এক ঘ'রে হইবে না—মাটি লোহায় ঠেকাঠেকি হইলে লোহা কদাচ ভাঙ্গিবে না—অধিক কি, এক ঠেঙোর দেশে দু-ঠেঙোকে যাইতে জ্ঞানী

লোকে নিষেধ করিয়া থাকেন! আবার, এরূপ বিষয়ে কে এক ঠেঙো কে দুই ঠেঙো তাহারাই বা ঠিক কি? তোমাদের যুক্তি যে অভ্রান্ত যুক্তি, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? পূর্ব্বেই তো সে কথা অনেক বলিয়াছি—হয় তো সকল দিগ ঠাহরিয়া দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে সদ্যুক্তি বলিয়া ভাবিয়াছ, সেই আবার অযুক্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রাচীন মতাবলম্বীদের কথা তুলিব না, তোমাদের শিক্ষিত শ্রেণীতেই যখন দ্বিধা মত—তোমাদেরই মধ্যে কেউ বলে উচিত, কেউ বলে অনুচিত, যখন এমন দশা, তখন সেই যুক্তি যে ভঙ্গপ্রবণ ও ভ্রান্তিমূলক হইবে না, তাহারই বা প্রতিভূ কি? অতএব ভাই, দোহাই, একটু ঠাণ্ডা হও—ঠাহর করিয়া দেখ—একবার দেখিয়াছ, ভালই, আমাদের কথায়—দেশের দশজনের অনুরোধে নয় আবার দেখ—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তন্নতন্ন করিয়া তৃতীয় কি চতুর্থ বারই নয় দেখ—তাহাতে তো জাতি যাইবে না, বরং না দেখিয়া কাজ করিয়া ফেলিলে হাতের ডেলা ছাড়ার ন্যায় শেষে পাছে 'অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়—উন্নতি তো পলাইতেছে না—আজ নয় কা'ল্—কা'ল্ নয় দুদিন পরেই হইবে, এ ভে'বেও তো কিছু কাল অপেক্ষা করিতে হয়! অধিক আর বলিতে চাই না—প্রাণে নিতান্ত দরদ লাগিয়াছে বলিয়াই এত দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিলাম—গণিকা বিবাহ হইয়াছে বলিয়া নয়, সম্ভ্রান্ত কাগজ যুক্তি বাহির হইয়াছে বলিয়াই দরদ লাগিয়াছে! নচেৎ যে বর বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কোনো দরদ নাই!

আমরা প্রাচীন ও নব্য দলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইবার অভিপ্রায়েই মধ্যস্থ নাম গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য কাজ করিতেই হইবে—দোহাই না মানো, সুখের সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেল, পিতা মাতা আত্মীয়ের মনে দুঃখ দেও, ঘরের মধ্যে অনৈক্য ঘটাও, এত অনৈক্যের মধ্যেও এসব ভয়ানক অনৈক্য বাড়াও, অন্তিম সীমায় যাও, অত্যন্ত দুঃখ পাইব—এইরূপে সকরুণ চীৎকার করিব, অন্য কোনো সাধ্য নাই! প্রার্থনা করি, এখনও ভগবান তোমাদিগকে ধীর বুদ্ধি দান করুন!

ন্যায়-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় গৌতমোল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পদার্থের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে অবশিষ্ট গুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

তৃতীয়। সংশয় (Doubt)।

এক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুমানকে সংশয় বলে। মনে কর, বঙ্গদেশে ব্যাঘ্র জন্মে কিনা,—জন্মিতে পারে, না জন্মিতেও পারে, এইরূপ চিন্তাই সংশয়। সংশয় কারণ ভেদে তিন প্রকার—

প্রথম। পরস্পর বিরুদ্ধ (Arising from contradiction)। এই গৃহে মনুষ্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে—এক জন বলিতেছে আছে, আর এক জন বলিতেছে নাই—এইরূপ সংশয়ই, এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেহেতু 'থাকা' এবং 'না থাকা' দুইটী পরস্পর বিরোধী বাক্য। কিন্তু বিরোধী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে একটী অবশ্যই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ ইহাদের একটী অবশ্যই সত্য। ইহাকে ইংরাজীতে "Principle of contradiction" কিম্বা "Principle of Non-contradiction" বলে।*

দ্বিতীয়। সাধারণ ধর্ম্মজাত (Arising from common qualities)। "যখন দেখা যাইতেছে, কোনো গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোনো গৃহে লেখনী মাত্র আছে পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, লেখনী থাকিলেই পুস্তক থাকে, এমত নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, এবং পুস্তকের অভাব থাকিলেও থাকিতে পারে; সুতরাং লেখনীটী পুস্তক ও তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনী দর্শনে কোন্ ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে, যে, এই গৃহে পুস্তকও আছে? প্রত্যুত, ঐ লেখনী দর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এস্থানে পুস্তক আছে কিনা?"

তৃতীয়। অসাধারণ ধর্ম্মজাত (Arising from peculiar qualities)

* A thing can not, be and not be at the same time.

Hamilton's Metaphysics.
Vol II. Lect. XXXVIII. P. 368.

যে দুইটী বস্তু কার্য্যকারণ বা অন্য কোনো সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, যেমন অগ্নি ও ধূম, তাহাদের একটীকে দেখিলেই অপরটীর কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধূম ও অগ্নি কখনো একত্রে দেখে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ সম্ভাবনা করা অতিশয় দুরূহ। ফলতঃ সংশয়ই হইবে। এইরূপ সংশয়কে অসাধারণ ধর্ম্মজাত সংশয় বলা যায়।*

ইহার সহিত পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগের পূর্ব্বলিখিত শেষবৎ অনুমানটীর তুলনা করিয়া দেখুন।†

চতুর্থ। প্রয়োজন (Motive)। যদ্দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে অভিলাষ জন্মে, তাহাকেই প্রয়োজন বলে। উদ্দেশ্য ভেদে প্রয়োজন দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ।

১ম, মুখ্য—মুখ্য প্রয়োজন সুখ ভোগ ও দুঃখ নিবারণ। যিনি যাহাই করুন, সুখভোগ বা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সুখ এবং দুঃখ ইহকাল সম্বন্ধে নহে, পরকাল সম্বন্ধে। ইহাকেই মুখ্য প্রয়োজন কহে।

২য়, গৌণ—যাহার উদ্দেশ্য সুখ এবং দুঃখ নহে, তাহাই গৌণ প্রয়োজন। যেমন, ধন উপার্জ্জনার্থ বিদ্যা শিক্ষা, পীড়া আরোগ্যার্থ ঔষধ সেবন ইত্যাদি। ফলের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখুন।*

পঞ্চম। দৃষ্টান্ত (Instance)। কোনো বিষয় দৃঢ়ীকরণার্থ যে উদাহরণ প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই দৃষ্টান্ত বলে। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিলাম। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থির হইল, যে, যেখানে ধূম দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই খানেই বহ্নির কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত।†

* Odour is a peculiar quality of the earth; it belongs not to eternal substances, as the etherial element; nor to transient elements as water: is then earth eternal or uneternal?

Colebrooke's Essays. Vol. I.

† মধ্যস্থ—মাঘ।

* মধ্যস্থ—মাঘ।

† It (Instance) is either concordant or discordant; direct or inverse: as the culinary hearth, for a direct instance of the argument of the presence of fire be taken by smoke

কি করিয়া এরূপ স্থির করিলাম? দৃষ্টান্ত রন্ধন শালা। কারণ এখানে ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখি বহ্নিও আছে।

ষষ্ঠ। সিদ্ধান্ত (Demonstrated truth) যে বিষয় সংশয়াবিষ্ট, তাহার নির্ণয়কে সিদ্ধান্ত বলে। দূর হইতে কোনো জন্তুকে আসিতে দেখিলাম, প্রথমে স্থির করিতে না পারিয়া ভাবিলাম, সিংহ হইতে পারে, ব্যাঘ্র হইতেও পারে; যখন জন্তুটী আরো নিকটে আসিল, আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, যে, ইটী মৃগ, তখন আমার সংশয় দূর হইল, জানিতে পারিলাম, যে জন্তুটী সিংহও নহে, ব্যাঘ্রও নহে, মৃগ। অপিচ, সংশয় হইল, ঈশ্বর আছেন কি না? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারণ দেখিলাম, অনস্তিত্ব সম্বন্ধেও কারণ দেখিলাম, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম ঈশ্বর আছেন। এই প্রকার নির্ণয়ের নামই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম।

১ম। সর্ব্বতন্ত্র (Universally acknowledged)। যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, তাহাকেই সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলে। যেমন, দরিদ্রকে দান করা, সকলকে ভ্রাতৃ সদৃশ দেখা, ইত্যাদি মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পরদ্রব্য অপহরণ, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কর্ম্ম সকল করা মনুষ্যের অনুচিত। সকল ধর্ম্ম এবং সকল ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন যে চৌর্য্যবৃত্তি কাজটা ভাল নহে, সুতরাং এইটী সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত।

২য়। প্রতিতন্ত্র (Partially acknowledged)। যে সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, তাহাই প্রতিতন্ত্র। যেমন হিন্দু শাস্ত্রমতে মুক্তিলাভের অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। কোনো শাস্ত্রের মতে নিরাকার ঈশ্বরের পূজায়, কোনো শাস্ত্রের মতে বা দেব দেবীর পূজায় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে যিশুখৃষ্টকে পূজা করিলেই স্বর্গ লাভ হয়, ইত্যাদি। এক্ষণে বেস দেখা যাইতেছে, যে "নানা মুনির নানা মত।" এরূপ স্থলে একটীকে অবলম্বন করিতে গেলেই অপরগুলিকে ত্যাগ করিতে হয়, সকলগুলি একবারে অবলম্বন করা যাইতে পারেনা। সুতরাং এখানে অবশিষ্ট গুলিকে ত্যাগ পূর্ব্বক একটীকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করাকেই প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলে।

৩য়। অধিকরণ (Hypothetically acknowledged)। একবিষয় স্বীকার করিলে যদি তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত কহে। যেমন, অমুক অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করিল, এই কথা বলিলেই আমার ইহাও স্বীকার করা হইল, যে, ঐ ঐ ব্যক্তির ঐ ঐ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বর জগৎ সৃজন করিয়াছেন বলিলে, ঈশ্বরের সৃজন শক্তি আছে, স্বীকার করা হইল, ইত্যাদি।

৪র্থ। অভ্যুপগম (Argumentatively acknowledged)। *

"কোনো বিষয় স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া প্রকারান্তরে সে বিষয়ের স্বীকারকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কহে। যথা; ঈশ্বর আছেন কি না তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ না করিয়া এই জগৎ ঈশ্বর-নির্ম্মিত ইত্যাদি কথন দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা এবং এই ন্যায় সূত্রে মনের ইন্দ্রিয়তা ইন্দ্রিয় গণনা স্থলে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থলান্তরে মহর্ষি গৌতমের মনের ইন্দ্রিয়তা ভঙ্গিক্রমে স্বীকার হইয়াছে।"

সপ্তম। অবয়ব (member of a regular argument or syllogism) ইহাকে ইংরাজীতে কখনো Premisses of a syllogism বলে। অবয়ব পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ম। প্রতিজ্ঞা (Proposition) যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রতিজ্ঞা। এই পর্ব্বত অগ্নি-

and a lake, for an inverse or contrary instance of the argument, where the indicating vapour is mist or fog.

Colebrooke's Essays. Vol. I.

* Got. I. 1.6. 1, etc. [the fourth kind of siddhanta, *abhyupagama* means rather implied dogma. It is defined by Viswanatha as "the assuming of a particular fact by the leader of a school, in the course of some of his arguments, though he nowhere definitely lays it down in his *sutras*." Thus the author of the *Nyaya sutras* assumes, that, mind is an organ of sense (indriya) in his arguments in III. 91—131, though he nowhere expressly asserts it.

Colebrook's Essays,

মান, এইটী প্রমাণ করিতে হইলে সেইটীই প্রতিজ্ঞা অভিধেয়ান্বিত।

২য়। অপদেশ (Reason) কোনো প্রমাণের কারণকেই অপদেশ বলে। এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে, এইটী প্রমাণ করিতে হইলে, ইহা হইতে ধূম উঠিতেছে, এই কথা বলিয়া কারণ দেখাইতে হইবে—সুতরাং ইহারই নাম অপদেশ।

৩য়। নিদর্শন (Instance)। যাহা হইতে ধূম উঠিবে, তাহাই যে অগ্নিবিশিষ্ট হইবে, এইটী দেখাইবার জন্য যে উদাহরণ দেখানো যায় (এস্থলে, যেমন রন্ধনশালা) তাহাকেই নিদর্শন বলে।

নিদর্শন আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

১। অন্বয়ী (Affirmative)। যথা, যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই অগ্নি থাকে।

২। ব্যতিরেকী (Negative) যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই।

৪র্থ। উপনয় (Application) যেটী প্রমাণ করিতে যাইতেছি, সেইটীতে উদাহরণটী যথার্থ সংযুক্ত হয় কিনা, ইহারই নির্ণয়কে উপনয় বলে।

৫ম। নিগমন (Conclusion) ঈপ্সিত বচনটী প্রমাণীকৃত হওয়ার নামই নিগমন।

আমরা ক্রমান্বয়ে "অবয়বের" শাখা, প্রশাখার উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিয়া "অবয়বের" শেষ করিব। প্রথমতঃ—বলা বাহুল্য, যে, অবয়ব সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহা অনেক নৈয়ায়িক অনুমোদন করেন, এবং অনেকে তাহা করেনও না।

যাঁহারা এ মতের পোষক, তাঁহাদের কেহ কেহ উপরিউক্ত পাঁচটী শাখাকে ঐ ঐ পাঁচ নামে ডাকেন না। যাহাই হউক, বিষয় এক।

দ্বিতীয়তঃ।—আমাদিগের অবয়ব সাজাইবার প্রথা এই—

১। এই পর্ব্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)।

২। কারণ, ইহা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে (অপদেশ)।

৩। যাহা হইতে ধূম উঠে, তাহাই বহ্নিমান—যেমন রন্ধনশালা (নিদর্শন)।

৪। এই পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে (উপনয়)।

৫। সুতরাং ইহা বহ্নিমান (নিগমন)।

অন্বয়ী এবং ব্যতিরেকী দেখাইতে হইলে সকলই পূর্ব্বের ন্যায় রহিবে, কেবল নিদর্শনকে এইরূপে রাখিতে হইবে।

১ম ও ২য়—পূর্ব্বের ন্যায়।

৩। (ক) যেখানে ধূম থাকে, সেইখানেই বহ্নি থাকে (অন্বয়ী)

৩। (খ) যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই (ব্যতিরেকী)।

পুনশ্চ;—

১। ক মৃত্যুর অধীন (প্রতিজ্ঞা)।

২। কারণ ক এক জন মনুষ্য (অপদেশ)।

৩। মনুষ্য মাত্রেই মৃত্যুর অধীন, কারণ, খ, গ, ঘ প্রভৃতি সকলেই মনুষ্য ছিলেন, সকলেই মরিয়াছেন (নিদর্শন)।

৪। ক এক জন মনুষ্য (অপনয়)।

৫। সুতরাং ক মৃত্যুর অধীন (নিগমন)।

বোধ হয়, আর অধিক উদাহরণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

যে দুইটী উদাহরণ উল্লিখিত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে, প্রতিজ্ঞা এবং নিগমন একই, কিছুই বিশেষ নাই। বাস্তব ধরিতে গেলে এই দুয়ের একটীও অবয়ব নামে অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং অপদেশ, নিদর্শন ও অপনয়, এই তিনটী অবয়ব অবশিষ্ট। এই তিনটীর মধ্যেও দুইটীর একতা সপ্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ অপদেশ এবং অপনয় একই। কাজেই কষিয়া মাজিয়া দুইটী বই অবয়ব থাকে না। ইংরাজীতেও অবয়বের সংখ্যা দুইটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

১ম। Major Premiss (নিদর্শন)

২য়। Minor Premiss (অপনয়)।

Minor Premiss এবং অপনয় মধ্যে কোনো ভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিদর্শন Major Premiss অপেক্ষা কিছু অধিক। "মনুষ্য মাত্রেই মৃত্যুর অধীন" এই কথাটীই কেবল Major Premiss পদে বাচ্য; এবং এইটী ইহার কারণের সহিত

নির্দ্দেশ করিলেই সংস্কৃতে নিদর্শন বলা গিয়া থাকে।

ইহা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, যে, আমাদিগের তর্কের অবয়ব রাখিবার পদ্ধতি ইংরাজী হইতে অনেক উত্তম। ইংরাজীতে এইরূপ বলা গিয়া থাকে,—সকল মানুষই মরিবে, ক এক জন মানুষ, সুতরাং ও মরিবে। সংস্কৃতে 'সকল মানুষ মরিবে' কেবল মাত্র এই কথাটীই না বলিয়া কারণের সহিত এইটীকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইংরাজীতে যদিও "সকল মানুষ মরিবে" ইত্যাদি সাধারণ উক্তি অনেক উদাহরণের এবং কারণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় (By the Law of Induction) কিন্তু তথাপি এই কারণ বা উদাহরণ সাধারণ উক্তির সহিত একত্রে উল্লিখিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রমণিঃ—

কেশর বা জাফ্‌রান্‌।

কাশ্মীর প্রদেশে যে জাফ্‌রান্‌ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা পৃথিবীর সমুদয় স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, একারণ জাফ্‌রানের অপর নাম "কাশ্মীরজ" এবং "কাশ্মীর জন্ম।" ইহা উপত্যকার সর্ব্বত্রে জন্মে না। কেবল মাত্র পূর্ব্ব বিভাগস্থ পাম্‌পুর নামক স্থানের নদীতটস্থ কিয়দংশে জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শ্রীনগর হইতে পাম্‌পুর স্থলপথে চারি ক্রোশ। কিন্তু বিতস্তার গতি অতি বক্র এবং উজান আসিতে হয় বলিয়া নৌকায় গেলে ছয় সাত ঘণ্টা লাগে।

পাম্‌পুরের যে স্থানে জাফ্‌রান জন্মিয়া থাকে, উহা সুবিস্তৃত ও উচ্চ। ইহার এক পার্শ্ব দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং অপর দিকে গিরি মালা দণ্ডায়মান আছে। এ স্থানের মৃত্তিকা ঈষৎ পীতবর্ণ এবং কঙ্করের ন্যায় কঠিন।

জাফ্‌রাণের ক্ষেত্র সংস্করণ, বীজ বপন, পুষ্পোদ্গমন, জাফ্‌রানাহরণ, জাফ্‌রান তৃণ প্রভৃতি সমুদয়ই অতি বিচিত্র। সুতরাং একাদিক্রমে ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রথম, ক্ষেত্র সংস্করণ। আমাদের দেশের পটল বুনিবার ক্ষেত্রের ন্যায় ইহা প্রস্তুত করে। কিন্তু উহার সদৃশ কেবল দীর্ঘ নহে। ইহা ৫। ৬ ফিট পরিমিত সম-চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পূর্ণ। শীঘ্র জল অপসৃত হইবার জন্য প্রত্যেক ভূমি খণ্ডের মধ্য দেশে ঈষৎ উচ্চ ও চতুঃপার্শ্ব ঈষৎ ঢালু এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাধিক দেড় পাদ পরিমিত প্রণালী আছে। প্রতি বৎসর সমকোণ ভূমি খণ্ডের উপরিভাগ অল্প পরিমাণে খুসিয়া দিতে হয়—নচেৎ হলচালনা, সারদান বা অন্য কোনো প্রকার সংস্করণ করিতে হয় না। পরে প্রকাশ করা যাইবে, যে বীজ বপনও করিতে হয় না। সুতরাং একবার কেয়ারী সমুদয় প্রস্তুত হইলেই অল্প বা বিনা পরিশ্রম ও ব্যয়ে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জাফ্‌রান্‌ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বীজ বপন। ইহার বীজ দেখিতে রসুনের মত। এই বীজ বপন করিতে হয় না—প্রথম রোপিত বীজ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বাদৌ যে কোন্‌ পুরুষ ইহা রোপণ করেন, তাহা কোনো ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় না। মুসলমান কৃষাণেরা এতৎসম্বন্ধে আপনাদের প্যাগম্বরের গুণগান দ্বারা অনেক কল্পনা জল্পনা করিয়া থাকে। প্রত্যুত, ইহা যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও মহিমার নিদর্শন, তাহার সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বর যে প্রথম বীজ সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন, অদ্যাবধি তাহা হইতেই জাফ্‌রান উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। এক এক বীজের উৎপাদিকা শক্তি দশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পরে উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে উহারি স্থানে আর একটী আপনা হইতেই জন্মে।

তৃতীয়, পুষ্পোদ্গমন। বীজ হইতে যে অঙ্কুর উদ্গত হয়, উহার অগ্রভাগে পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অঙ্কুরে কেবলমাত্র এক একটী পুষ্প উদ্গত হয়। কিন্তু এক এক বীজ হইতে চারিটীর অধিক অঙ্কুর হয় না। সুতরাং পুষ্পও চারিটীর অতিরেক দেখা যায় না। অঙ্কুর সমুদয় ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৫। ৬ ইঞ্চ উন্নত

হইয়া থাকে। এই সঙ্গে মূল দেশ হইতে যে তৃণ জন্মে, উহাও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কালে উক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পুষ্প ষড়্দল এবং ইহার বর্ণ ঈষৎ নীল। প্রত্যেক পুষ্পে ছয়টী করিয়া কেশর হয়। ইহাকেই কেশর বা জাফ্রান কহে। এতন্মধ্যে তিনটীই ঘোর রক্তিমাবর্ণ এবং ইহাই আস্‌লি অর্থাৎ আসল জাফ্রান্। অপর, তিনটী কেশর বসন্তী অর্থাৎ পীতবর্ণ। ইহাকে নক্‌লী অর্থাৎ নকল জাফ্রান্ কহে। ইহা প্রকৃত কেশর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল ও ক্ষুদ্র।

প্রকৃত রসাল কেশর চর্ব্বণ করিলে আস্য মণ্ডল রমণীয় গন্ধে পূর্ণ হইয়া যায় এবং বোধ হয়, যেন তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছি। কোনো কোনো কাশ্মীরী কবি তিন রক্তিমা বর্ণ কেশরকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং তিন পীত কেশরকে উহাঁদের ভার্য্যা এবং ষড়্দলকে ছয় জনের সিংহাসন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অসঙ্গত নহে। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেই চয়ন করে। একবার সংগৃহীত হইলে তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে পুনরায় পুষ্প উদ্গত ও বিকাশিত হইয়া থাকে। এই রূপ প্রত্যেক অঙ্কুর হইতে একাদিক্রমে চারি বা পাঁচবার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুষ্পোদ্গমন শেষ হইয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই পুষ্প বিকশিত হইতে থাকে। তখন ক্ষেত্রের শোভা অতি বিচিত্র। বিশেষতঃ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে যখন উহাদের উপর শিশির বিন্দু পতিত হইয়া থাকে—যখন দিবাকরের প্রখর কর দ্বারা উহাদের কমনীয় কান্তি ম্লান হয় নাই—যখন কৃষাণ দিগের নৃশংস হস্তে কেহ বৃন্তচ্যুত হয় নাই, তখন দেখিতে যে কি রমণীয় তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। দুই ক্রোশ স্থান পর্য্যন্ত যে দিকে নয়নপাত কর, কেবলই মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। উহা ভূমির উপর হইতে অধিক উন্নত নহে, কেবল মাত্র ৫ ইঞ্চ উচ্চ—লঘু তৃণও লক্ষ্য হইতেছে না—দেখিলে বোধ হয়, যেন নীল বর্ণের ভূচম্পক ফুটিয়া রহিয়াছে। প্রত্যুত জাফ্রাণের পুষ্প কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট।

চতুর্থ, জাফ্রাণাহরণ। পুষ্প ফুটিলেই কৃষাণেরা তুলিতে আরম্ভ করে। পরে হস্ত দিয়া ঝাড়িলেই পুষ্প দল স্বতন্ত্র হইয়া যায়। কিন্তু লাল ও পীত কেশর একত্র থাকে। ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে পৃথক্ করে না। বরং কেহ কেহ পীত কেশর রক্তিমাবর্ণে বা রক্তিম কেশরের জলে রঞ্জিত করিয়া উভয়কেই প্রকৃত জাফরাণাকারে বিক্রয় করিয়া থাকে। পরন্তু ইহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করে। তখন লাল অর্থাৎ প্রকৃত কেশর তলদেশে নিমগ্ন হয় এবং পীত অর্থাৎ কৃত্রিম কেশর উপরিভাগে ভাসিতে থাকে। পরে আতপ তাপে উভয়কে শুষ্ক করিয়া লয়।

পঞ্চম, জাফরান্ তৃণ। পুষ্পোদ্গমন শেষ হইয়া গেলে তৃণ বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, যৎকালে পুষ্প বিকশিত হয়, তখন তৃণ অঙ্কুর অপেক্ষা উন্নত হয় না। কিন্তু পুষ্প বিকশিত হইয়া গেলে উহা অতি উচ্চ হইয়া থাকে। এই তৃণের এমত গুণ, যে, গাভীগণ ইহা ভক্ষণ করিয়া যে দুগ্ধ দেয়, উহা হইতেও জাফ্রাণের সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে এবং এই দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত হয়। একারণ পাম্পুরের দুগ্ধ ও ঘৃত যেমন অত্যুত্তম ও সুস্বাদু, কাশ্মীরের কুত্রাপি তদ্রূপ নহে। অপর, এতদ্রূপ তৃণভোজী মেষের মাংসও সুমধুর এবং জাফরাণের ক্ষেত্রের সমীপস্থ ভূমিতে যে সমুদয় ফল মূলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা অপরাপর স্থানাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সুরসাল ও সুমিষ্ট।

ষষ্ঠ, জাফরাণের ব্যবহার। কাশ্মীরী পণ্ডিত মাত্রেই ইহার দীর্ঘ তিলক ধারণ করেন। পোলাও, মাংস ও অপরাপর (কি প্রধান, কি ইতর) ব্যঞ্জনে জাফরান্ দিলে যে সুগন্ধ ও সুস্বাদ হইয়া থাকে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

স্বর্গগত মহাত্মা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমে জাফ্রান্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

কুঙ্কুমং দেশভেদে ত্রিবিধং। যথা—

১। কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যত্তবেদ্ধিতৎ।

সূক্ষ্ম কেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমং॥

২। বাহ্লীক দেশ সংজাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকী গন্ধ যুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্ম কেশরং॥

৩। কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতং।
ঈষৎ পাণ্ডুর বর্ণং তদধমং স্থূল কেশরং॥

অস্য গুণাঃ।

সুরভিত্বং। তিক্তত্বং। কটুত্বং। উষ্ণত্বং। কাস, বাত, কফ, কণ্ঠরোগ, মূর্দ্ধশূল, বিষদোষ নাশিত্বং। রোচনত্বং। তনুকান্তি করত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্ট।

রোচকত্বং। বিবর্ণতা কণ্ডূ নাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজবল্লভঃ।

স্নিগ্ধত্বং। শিরোরুগ্ন, জন্তু, বমি; ব্যঙ্গ দোষ এয়াপহত্বং। বল্যত্বঞ্চ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

ত্রিদোষ নাশিত্বং। ইতি রত্নাবলী।

শ্রীনগর।

পুরাকালিক শাসনকর্ত্তাদিগের অভিলাষানুসারে অথবা সাময়িক প্রয়োজনানুরোধে কাশ্মীরের রাজধানী সতত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পাণ্ডৃতন একদা রাজধানী ছিল। ইং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি অভিমন্যু ইহা অগ্নিসাৎ করিলে নরপতি অবন্তীবর্ম্মা এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা তাঁহার নামানুসারে অবন্তীপুর নামে খ্যাত হয় এবং বহুকালাবধি ইহাই রাজপাট হইয়া আসিতেছিল। পরে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া মটন অর্থাৎ মার্ত্তণ্ড এবং সোপুর নামক জনপদ দ্বয় একাদিক্রমে সমুদয় উপত্যকার উপর নিয়ম ও শাসন প্রচারণ করিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। অনেকে এই নগরকে কাশ্মীরও কহিয়া থাকে!

ন্যূনাধিক পঞ্চদশ শত বৎসর অতীত হইল, রাজা প্রবর সেন এই নগর সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে ইহার নাম সূর্য্যনগর ছিল এবং বোধ হয়, শ্রীনগর শব্দ উহারই অপভ্রংশ হইবে। শ্রীনগরের অক্ষাংশ ৩৪°-৪′-৩০″ ল্যাটিচিউড এবং ৭৪°-৫০′-৫৪″ লংগিচিউড। ইহা কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যভাগে স্থিত এবং বিতস্তা নদীর উভয় তটে দুই মাইল বিস্তৃত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গণনা করিয়া দেখা যায়, ইহার লোক সংখ্যা এক লক্ষ বত্রিশ সহস্র। তন্মধ্যে হিন্দু কেবল চল্লিশ সহস্র, অবশিষ্ট মুসলমান।

বিতস্তা নদী শ্রীনগরের মধ্য দিয়া মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহা প্রস্থে ন্যূনাধিক ১৭৬ হস্ত। ইহার

জল অতি স্বাদু, স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্যকর। ইহা সম্বৎসর সমগভীর থাকে না। কিন্তু সচরাচর ১২ হস্তের অধিক গভীর নহে। একে তো সহরটী নদীদ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত, তাহাতে আবার মিরা কদল (কদল অর্থাৎ সেতু) হাবা কদল, ফতে কদল, জানা কদল, আলি কদল, নয়া কদল, এবং সাফা কদল নামে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সপ্ত সেতু দ্বারা উভয় তট সংযুক্ত। এবং কোনো কোনো সেতুর উপরিভাগে আপণ-শ্রেণী—দেখিতে অতি সুন্দর। নদীর উভয় পার্শ্বে অনেকানেক সুবিস্তৃত খাল সুদীর্ঘ বাহুর ন্যায় নিঃসৃত হইয়া কোনো কোনোটী হ্রদের সহিত মিলিত এবং কোনো কোনোটী বা নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

এখানে নৌকাযান দ্বারা গতায়াত হইয়া থাকে। নদী ও প্রণালী সমুদয়ের উপরিভাগে সেতু আছে বটে, কিন্তু কার্য্য সৌকর্য্যার্থ দরিদ্রলোকেরাও নৌকা দ্বারা গমনাগমন করে। নদীর স্রোত নাই বলিলেই হয় এবং কুম্ভীর প্রভৃতি কোনো প্রকার হিংস্র জলজন্তুরও ভয় নাই! একারণ, নৌকাভ্রমণ অতি প্রীতিপ্রফুল্লকর এবং সম্যক্ প্রকারেই আপদশূন্য। দূরবর্ত্তী রম্য স্থানাদির কথা দূরে থাকুক, শ্রীনগরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে কোনোসময়ে নৌকারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবে, তখনই শরীর ও মন প্রফুল্ল হইতে থাকে। গর্ভিণী তরুণীর ন্যায় তরণী মন্থরগতিতে গমন করিতেছে—মন্দ মন্দ দক্ষিণানিল বহিতেছে—উভয়পার্শ্বে সফেদা নামক বৃক্ষশ্রেণী সুশিক্ষিত সৈন্যদলের ন্যায় সমদূরে সরলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—সুশ্রাব্য বিহগগ। বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করিতেছে—তটস্থ উপবনে সুধার আধার পুষ্পরাশি বিকশিত হইয়া প্রমত্ত মধুকরকে আলিঙ্গন দান করিতেছে, ইত্যাকার নৈসর্গিক শোভা বিলোকন করিলে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা যে সৌভাগ্যবান পুরুষ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রত্যুত, যিনি এখানে সৃষ্টির রমণীয়তা দর্শনে মানবজীবন সার্থক করিতে আইসেন, অথবা স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সেবনে রুগ্নশরীর সুস্থ করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে নৌকাবাস চিকিৎসা তত্ত্বানুসারে যেমন পরামর্শসিদ্ধ, সাদা বুদ্ধির মতেও তেমনি প্রীতিকর। অপর ইহা বহুব্যয়সাধ্য নহে। প্রত্যেক নাবিকের মাসিক বেতন তিন টাকা এবং নৌকাভাড়া এক টাকা মাত্র। সুতরাং চারিজন নাবিক এবং দুই খানা নৌকা (এক

খানা ডুঙ্গা এবং এক খানা শিকারী) নিযুক্ত করিলে পরম সুখে জলে বাস করা যায় এবং ইচ্ছামতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

এখানকার বাটী সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত। কেবল মহারাজা, দেওয়ান এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে। নদীতটে রম্য রাজবাটী; মনোহর অট্টালিকা; দ্বিতল, ত্রিতল বা চারিতল দাকমর আলয় এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে, বোধ হয়, যেন উহারা নদীগর্ভ হইতে মস্তকোত্তোলন করিতেছে। ইহা দেখিতে অতি রমণীয় বটে, কিন্তু সাময়িক জলোচ্ছ্বাসে একবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—তখন গৃহ সকল বৃক্ষপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় ভূমিসাৎ হইতে থাকে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যখন কাশ্মীর গমন করি, তখন এইরূপ হৃদয়-বিদারক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টা টিপ্‌টিপিনী বৃষ্টি হওয়াতে শৈলশিখরস্থ তুষার রাশি দ্রবীভূতহইয়া নদীর জল একবারে এত উচ্ছ্বসিত করিল, যে, ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে সেরূপ আর ঘটে নাই। নদীর উভয় তট ভাঙ্গিতে লাগিল—তটস্থ গৃহ সকল মড়্ মড়্ শব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে চারিদিক এরূপ প্লাবিত হইয়া উঠিল, যে ভূমির চিহ্নমাত্রও রহিল না বলিলেই হয়। সকলেই স্ব স্ব ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ কেহ বা শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা নামক উচ্চ স্থানে এবং অধিকাংশ লোক নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল—চারি দিকে হাহাকার রব উঠিল এবং বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। শ্রীনগরের অনতিদূরে একটী হ্রদ আছে উহার জল বৃদ্ধি হইলে নগর এককালে প্লাবিত ও উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। একারণ উভয়ের মধ্যে একটী বাঁধ আছে। ঐ প্রলয় জলস্রোত ঐ বাঁধকেও অতিক্রম পূর্ব্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রজাহিতবৎসল সহৃদয় নরেশ্বর তৎকালে ঐস্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উহাকে রক্ষা না করিলে শ্রীনগরের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। যখন তিনি এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। কিন্তু আপন শরীর রক্ষার দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অবহেলন পূর্ব্বক পুত্রসম প্রজাগণের প্রাণ রক্ষার্থ বাঁধে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইলেন। তখন সকলেই আপনাপন প্রাণ রক্ষার্থ ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মহারাজার এই অনুপম প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া সকলেই তথায় উপনীত হইল এবং অনতিবিলম্বেই বাঁধকে আপদশূন্য ভাবে উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ইহাতেই নগর রক্ষা পায়। তথাপি এই জলোচ্ছ্বাস বিস্তর অনিষ্ট উৎপাদন করে এবং চারি দিবস সমভাবে থাকিয়া অপসৃত হয়। ইহার কিয়দ্দিবস পরে আরো দুইবার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু অগ্রজ ভাই অগ্রেই সমুদয় শস্যক্ষেত্র, লোকের ঘর দ্বার প্রভৃতি জলসাৎ করিয়া গিয়াছিলেন—কনীয়ানদিগের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুই প্রায় রাখিয়া যান নাই; সুতরাং ইহাঁরা আর কি করিবেন? কেবল দর্শন দিয়াই অন্তর্দ্ধান করেন।

গত বৎসরেও এইরূপ জলোচ্ছ্বাস হইয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

হালিসহর পত্রিকা ও রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর।

মধ্যস্থ মহাশয়!

বিগত ২২ শে ফাল্গুনের হালিসহর পত্রিকায় "প্রফেসর মৌলা বক্স" শিরোনামায় একটী প্রস্তাব লিখিত হয়, তন্মধ্যে এত অযৌক্তিকতা ও ভদ্র-কুৎসা আছে, যে, পাঠ করিয়া বিংশতি বৎসর পূর্ব্বকার বাঙ্গালা কাগজ ও তৎসম্পাদক শ্রেণীকে মনে পড়িল? তখনকার অধিকাংশ লেখক গণের এমনি একটা সংস্কার ছিল, যে, এক পক্ষে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে দোষারোপ, তাহাকে গালি দেওয়া বা তাহার অন্তঃপুরের কুৎসা করা এবং অন্য পক্ষে ব্যক্তি বিশেষকে গোঁড়ামি দ্বারা স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া বা তাঁহার তুড়িধ্বনিকেও বীণাধ্বনিরূপে প্রকাশ করাই সংবাদ পত্রের একমাত্র কাজ—এক মাত্র উদ্দেশ্য! তজ্জন্য কত ছড়া, কত খেঁউড়, কতখেস্‌সা অথবা কত স্তুতিবাদ যে হইত, তাহার সংখ্যা ছিল না। কোনো কোনো সম্পাদক এই উপায়ে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জনও করিতেন! তদ্বাদে তদ্দ্বারা অনেকের গোপনীয় দ্বেষ, হিংসা, নিন্দুকতা ও আদ্যাদি প্রবৃত্তিও সম্যগ্‌ চরিতার্থ হইত। কিন্তু তাহা বলিয়া লেখক দলে ভাল লোকও যে ছিলেন না, এমত নয়, ছিলেন—অল্প।

বিগত বিংশতি বৎসরে ক্রমে সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া সুদিগেই দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভাবিতাম, সমাজের সেরূপ কদর্য্য অবস্থা আর দেখিতে পাইব না—গোপনীয় কারণে ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ-গুণোদ্‌ঘোষণ আর শুনিতে হইবে না। কিন্তু মনুষ্যের সকল আশা ভরসার ন্যায় আমাদের ঐ প্রত্যাশাটীও যে নলিনীদল-গত জলবত্তরল পদার্থ, তাহা এখন উপ-

লব্ধি করিতে পারিলাম—অদ্যাপিও কোনো কোনো পত্র আমাদিগকে সেই স্বর্গগত পূর্ব্ব অবস্থা দেখাইয়া থাকেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুরু-পুরন্ধ্রী বর্গের অনুরোধে ব্যাস দেব যেমন তাঁহাদের যমপুরি-গত স্বামী ভ্রাতাদিকে তপঃ প্রভাবে মর্ত্ত্যে আনাইয়া আবার মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন, আপনার ঐ সব সহযোগী ঋষিরাও বুঝি বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে সেই পূর্ব্বভাবকে যমপুরি হইতে আনাইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন! ব্যাসদেবের আনীত প্রেতলোক যেমন আত্মার নব কলেবরধারী—পূর্ব্ব দেহবিশিষ্ট ছিলেন না, আপনাদের ঐ সব সহযোগীদের ঐ রূপ ভাবের প্রস্তাব গুলিও তেমনি পূর্ব্বকার কদর্য্য ও অশ্লীল ভাষায় নয়—ভদ্র ভাষায় আবৃত—নচেৎ বস্তুতঃই তাই! যে উপলক্ষে আমার এই অভিযোগ, তাহাও সংক্ষেপে খুলিয়া বলিতেছি।

রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর হিন্দু সঙ্গীতের পুনর্জীবন ও উন্নতি কল্পে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় ও শরীরপাত করিতেছেন, তাহা বোধ হয় বঙ্গদেশের সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেরই সম্পূর্ণ সুগোচর আছে। কেননা, বহু বৎসর হইতে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রায় তাবৎ পত্রেই পুনঃ পুনঃ তাঁহার তদ্বিষয়িনী কীর্ত্তির ভূয়সী প্রতিষ্ঠাবাদ হইয়া আসিতেছে—সকলেই তাঁহার অসামান্য গুণই দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, কেবল হালিসহর পত্রিকা এবং কূচবেহারস্থ কোনো এক লেখকের প্রেরিত পত্র মাত্র তাঁহার নানা ত্রুটী, নানা দোষ ও নানা হ্যান্ ত্যান্ প্রকাশ করিতেই মহা আমোদী। ইটী আমরা অনেক দিনাবধি পরিতপ্ত চিত্তে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। মনে করিতাম, তাঁহাদের এ ভ্রম আপনাআপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শোধিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইল। সম্প্রতি মৌলাবক্স উপলক্ষে আপনার উক্ত সহযোগীমহাশয়কে আবার সেই ক্ষুরধার শাণিত নিন্দাস্ত্র চালাইতে দেখিয়া আর নীরব থাকিতে পারিলাম না—এরূপ বিষয়ে নীরব থাকাতে ঘোর প্রত্যবায়ও আছে।

আমরা সঙ্গীত বিদ্যায় এত নিপুণ নই, যে, অধ্যাপক মৌলাবক্সের গুণের পরীক্ষা করিতে পারি। ভাল ভাল সঙ্গীতজ্ঞ লোকের মুখে মৌলাবক্সের বিলক্ষণ সুখ্যাতি শুনি এবং তিনি যাহা গান করেন বা বীণাদি যাহা কিছু বাজান, তাহা আমাদের কর্ণে সুমধুর লাগে, এই জন্যই তাঁহাকে সঙ্গীতে সুদক্ষ বলিয়াই জানি—রাজধানী সুদ্ধ সকলেও জানেন। তাঁহার সঙ্গীত সাধনে যদি দোষ থাকে, তাহা কি আমাদের মতন যেমন তেমন লোকে ধরিয়া দিতে সক্ষম হয়? তাঁহায় দোষ ধরা এবং সেই দোষ প্রকাশ্য পত্রে লিখিয়া দেওয়া তাঁহার তুল্য বা তাঁহা হইতে অধিকতর পণ্ডিতেরই কাজ। কিন্তু আপনাদের সহযোগী তাঁহার আলাপ ইত্যাদির বিস্তর দোষ ধরিয়াছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে, তিনি মৌলাবক্সের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, বা তৎসমতুল্য বা তাহারি কাছাকাছি এক রকম কিছু হইবেন। কিন্তু তাঁহাকে ও তাঁহার সাহায্যকারী লেখকগণকে আমরা কিছু কিছু চিনি—তাঁহাদের কেহই যে ততদূর সঙ্গীত-নিপুণ গুণী পুরুষ, ইহা দুরদৃষ্ট বশতঃ এতকাল আমরা জানিতে পারি নাই—কাহার পেটে যে কি গুণ, তাহা আমাদের ন্যায় সামান্য মানবে খপ্ করিয়া চিনিতে পারে না! এক জন মাতাল একদা রান্না মাংস একটু মুখে দিয়াই গলায় বস্ত্র দিয়া পাত্রস্থ মাংসকে অথবা সেই মাংস পূর্ব্বে যাহার শরীরে ছিল, সেই পাঁটা ছাগলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "মা তুমি এমন স্বর্ণকুঁকী, তা আমি জা'ন্তেম না!" ইহাও তাই—সহযোগী ও তাঁহার দল বল যে সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন স্বর্ণকুঁকী তা আমরা এত দিন জানিতাম না—এজন্য সহস্র অপরাধ স্বীকার করিতেছি!

কিন্তু দুষ্ট লোকে আমার কর্ণে এমন কথাও তুলিয়াছে, যে, মৌলাবক্স যদি পাথুরিয়া ঘাটার রাজবাটীর প্রিয় ও অনুগত না হইয়া কলিকাতায় আসিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতেন, তবে আপনার স্বর্ণকুঁকী সহযোগী তাঁহার দোষের সন্ধানে ব্যস্ত না থাকিয়া বরং তাঁহার অসীম গুণজ্ঞানই দেখিতে পাইতেন—যেহেতু উক্ত রাজবাটীর রাতিব মণ্ডাও নাকি তাঁর মুখে তিক্ত লাগে—তাঁহাদের খাসা দধিতেও (যেমন জনৈক গোপের সর্ব্বস্বান্ত করিবার উদ্দেশে তাহার দধি খাইয়া ছলান্বেষী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মুখ চুন্ কাইয়াছিল, তেমনি) তাঁহার মুখ কুট্ কুট্ করে!

কিন্তু দুষ্ট লোকেয় এ কথা আমি গ্রাহ্য করি না, কেননা স্বর্ণকুঁকীরা কি জানেন না, যে, অন্যত্র হইতে কলিকাতায় কোনো গুণী জ্ঞানী লোক আইলে তাঁহাদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা করিয়া বঙ্গদেশের মুখ রাখিতে চেষ্টা করে, এমন গুণজ্ঞ ধনী ঐ পাথুরিয়াঘাটার রাজারা ব্যতীত কলিকাতায় এখন আর কে আছেন? জ্ঞানানন্দই আসুন, মৌলাবক্সই আসুন, ভিন্ন দেশীয় অন্যবিধ বড় লোকেরা বাঙ্গালার সঙ্গীত ও দৃশ্যকাব্যাদি সভ্যতার চিহ্ন যাহাই দেখিতে ইচ্ছা করুন, পাথুরিয়াঘাটার রাজভবন ব্যতীত আর কোথায় এখন সে

সম্ভ্রম রক্ষা পায়? ফলতঃ নানা বিষয়ে ঐস্থানের রাজ ভ্রাতাদ্বয়ই আমাদের জাতীয় গৌরব সমর্থন ও বর্দ্ধন পক্ষে প্রাণপণে অসীম যত্ন করিতেছেন। যিনি ইটী জানেন, তিনি কখনো ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাদের মিথ্যা গ্লানি ও কাল্পনিক নিন্দাবাদ করিবেন না—স্বদেশানুরাগী ভদ্র লোকের তো এমন প্রবৃত্তিই হয় না। স্বর্ণকুঁকী সহযোগী এক জন স্বদেশানুরাগী ভদ্র লোক, সুতরাং তাঁহার দ্বারা তেমন অপকর্ম্ম কি সম্ভবে?

যদি বলেন, তবে ঐ প্রস্তাব মধ্যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের এত নিন্দবাদ কেন হইয়াছে? বোধ হয়, ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃই হইয়া থাকিবে। ভাল, দেখাই যাউক, উহাতে কি কি নিন্দাবাদ আছে এবং সেগুলি ভ্রমাত্মক কি অন্য কারণাত্মক?

আপনার সহযোগী স্বীয় পাঠকবর্গকে সম্বোধন পুর্ব্বক বলেন যে, আপনারা "শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, ঠাকুর মহোদয়ের অভিরুচি অত্যন্ত অদ্ভুত।" অভিরুচির অপরাধ কি, তাহাও অনুগ্রহপূর্ব্বক শেষে একটু খুলিয়া দিয়াছেন, যে, ইনি "প্রকৃত গায়কগণের প্রতি নির্দ্দয়।" মধ্যস্থ মহাশয়! নির্দ্দয়তা ও অভিরুচির দোষ কি একই পদার্থ? রুচির দোষ রূপ অপরাধটী ইচ্ছাকৃত নহে এবং সে অপরাধে মনুষ্যের চরিত্র কলঙ্কিত ও ঘৃণিত হয় না। কিন্তু নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে লোকে ঘৃণা করিয়া থাকে। সুতরাং অদ্ভুত অভিরুচির চিতেন ধরিয়া মহড়াতে নির্দ্দয়তার ভাব খুলিয়া গান গাওয়াকে অদ্ভুত অভিরুচির গান বা নির্দ্দয় বাঁধনদারের গান বলিব, বা সে দুটীর একটীও প্রকৃত কারণ নয়—হয় তো রিষ রূপ বিষই এ গানের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধার্য্য করিব, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!

আবার ঐ মহড়ার ফুকোতে এই কয়টী কথা আছে, যথা;—"পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গুণগ্রাহীগণ যাঁহাদিগের গান বাদন শুনিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েন, তাঁহাদিগের গান বাদন উক্ত মহোদয়ের নিকট নিতান্ত নীরস ও অকর্ম্মণ্য। যাহার গান বাদ্য কেহ কোনো দিন শুনে নাই, তিনিই ঠাকুর মহোদয়ের নিকট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গায়ক ও বাদক।" পাঠকগণ! "পৃথিবীর" শব্দটী লক্ষ্য করিবেন—এক বার নয়, দুবার!—দুই তিন শতাব্দি পূর্ব্বে দিল্লীর মোগল সম্রাটেরাও এমন জোর পূর্ব্বক এমন বিষয়ে "পৃথিবীর" শব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ! পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গায়ক বাদকের গান বাজনাও

তবে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের শুনা হইয়াছে!! তেমন লোককে ঠাকুর মহোদয় নীরস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার দেখা কি জ্ঞাতসার হইয়াছে!! আবার "যাহার গান বাদ্য কেহ কোনো দিন শুনে নাই" এমন লোককে ঠাকুর বাহাদুর "পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান গায়ক ও বাদক" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে—হয়তো তাঁহারই কাণে কাণে ঠাকুর বাহাদুর এরূপ বলিয়াছেন, নচেৎ আর কাহারো সাক্ষাতে তিনি যে এরূপে তেমন কোনো লোকের অসম্ভব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এমন তো কোনো স্থলেই প্রকাশ নাই!

যাহা হউক, মধ্যস্থ মহাশয়! আপনার উক্ত সহযোগীর নিকট আমরা নীচের কয়টী প্রশ্নের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ উত্তর চাই—এ উত্তর তাঁহাকে দিতেই হইবে—

১। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গায়ক ও বাদক কে?

২। কোন্ অঙ্গের গায়ক এবং কোন্ যন্ত্রের বাদক? এক ব্যক্তিই যে খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা প্রভৃতি তাবৎ প্রকার গানে এবং এক ব্যক্তিই যে সকল প্রকার যন্ত্রে "পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান গায়ক বা বাদক" হইতে পারে না, একথা বোধ হয় বালকেরাও জানে। সুতরাং তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিতে হইবে, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ শাখায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রধান? তাহাদের প্রত্যেকের নাম এবং সেই প্রত্যেক ব্যক্তি যে অঙ্গে সর্ব্ব প্রধানরূপে ব্যুৎপন্ন, তাহার তালিকা তাঁহার নিকট অবশ্যই আছে, নতুবা তাঁহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঠাকুর বাহাদুর যে ত্যাগ করিয়াছেন, ইটী তিনি জানিলেন কিসে?

৩। ঐ রূপ কোন্ কোন্ প্রধান গায়ক ও বাদককে ঠাকুর মহোদর কবে ও কাহার সাক্ষাতে অকর্ম্মণ্য ও নীরস বলিয়া অপদস্থ করিয়াছেন?

৪। "যাহার গান কেহ কোনো দিন শুনে নাই।" কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলা হইয়াছে? এবং তেমন লোককে 'পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান' বলিয়া ঠাকুর মহোদয় কবে কাহার সাক্ষাতে পরিচয় দিয়াছেন?

যতক্ষণ এই কয়টী প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একজন স্বদেশহিতৈষী সদ্ব্যয়শীল সম্ভ্রান্ত পুরুষের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাকে ঈর্ষামূলক গ্লানি ভিন্ন অন্য ধাতুর পদার্থ বলিয়া সমাজহিতেচ্ছু--সত্যানুরাগী ভদ্র পাঠকগণ কদাচই গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

তাহার পর ঐ গানের ডবল ফুকো মধ্যে এই কয়টী মধুর খেস্‌সা গাঁথা আছে, যথা ;—" কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা লইয়াই রা'ত দিন চর্ব্বিত চর্ব্বন করা হয়, ইনি বিশুদ্ধ গান অপেক্ষা আত্ম প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন, এই নিমিত্তেই বোধ হয় গায়কগণের মুখে গান না শুনিয়া আত্ম প্রশংসার স্তব শুনিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহার বাটীতে যে কয়জন বেতনভুক্ গায়ক বাদক আছে, তাহারা যে কিরূপ গায়ক বাদক তাহা কলিকাতার অনেকেই বিদিত, ইত্যাদি।"

মধ্যস্থ মহাশয় এবং পাঠক মহাশয় গণ! কেমন, উপরের ঐ বর্ণনা কি আপনাদের বিশ্বাস হয়? রাজা শৌরীন্দ্রমোহন অপরিচিত লুকোনে লোক নন, তাঁহার রীতি চরিত্র যোগ্যতা রুচি প্রভৃতি সহস্র সহস্র ব্যক্তি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানি। তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশ্য পত্রে ঐ বর্ণনার সত্যাসত্যতা পক্ষে সাক্ষ্য দান করুন! কিন্তু সুখের বিষয়, আমার অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই কয়জন মহাশয় তাহা করিয়াছেন। ঐ হালিসহর পত্রিকাতেই পর সপ্তাহে প্রতিবাদমূলক এক খানি প্রেরিত পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; প্রভাত সমীরের মান্য সম্পাদক মহাশয় সত্যের অপহ্নব ও এক জন স্বদেশ বন্ধুর গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া যথোচিত প্রতিবাদ ও তিরস্কার করিয়াছেন; এবং শুনিতেছি (দেখি নাই) অন্যান্য সংবাদ পত্রও নাকি ঐ নিন্দার বিরুদ্ধে উপযুক্ত বৈরক্তি প্রদর্শনে নিরস্ত হয়েন নাই। আমার মতে অবশিষ্ট সকল সম্পাদকেরই এ বিষয়ে এই জন্যই লেখনী ধারণ করা উচিত, যে, বিশ ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বতন কদর্য্য ও জঘন্য রীতি —ব্যক্তিগত অযথা আক্রমণ (Personality) রীতি আবার বঙ্গ আসরে অবতীর্ণ না হয়! এই উচ্চ উদ্দেশ্য না থাকিলে আমরা ঐ ঘৃণ্য নিন্দাবাদোক্ত লিপির উত্তর দিয়া কদাচই লেখনীকে অমর্য্যাদাগ্রস্ত করিতাম না—অন্যের লেখনীকেও এই ছাই কাজের জন্য অনুরোধ করিতাম না—কেবল হাসিয়াই উড়াইয়া দিতাম!

মধ্যস্থ মহাশয়! বোধ হয়, আপনার সহযোগী ঈর্ষারোগে নিদারুণরূপে আক্রান্ত হইয়া বোধ-শূন্য অবস্থায় পড়িয়াছেন, নতুবা বুঝিতে পারিতেন, সঙ্গীত বিষয়ে সংস্কৃতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ যেমন শ্রেষ্ঠ উপায়, ইংরাজীর টাট্‌কা মটন্ চিবাইলে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না—সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের সঙ্গে ঐ মটনের রসাস্বাদ গ্রহণেও ঠাকুর মহোদয় অনবরত রত আছেন—সেইরূপে রত আছেন বলিয়াই স্বজাতীয় সঙ্গীতের এত অঙ্গরাগ বৃদ্ধি—এত নূতন প্রণালীর সৃষ্টি—এত বিধরূপে

শিক্ষার্থীগণের বোধ সৌকর্য্য-সাধক উপায় উদ্ভাবন—এত বিস্তীর্ণ ও অচ্ছেদ্য রূপে ইউরোপীয়দের নিকটে আমাদের স্বজাতীয় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের উচ্চ গৌরব সমর্থন হইতেছে! অধিক কি, এক শৌরীন্দ্র মোহন হইতেই ভারতীয় সঙ্গীত সুধার মহা সিন্ধু পুনর্মথিত হইতেছে এবং (ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন) আরো হইবে—সেই সুধা লহরী সুগম প্রণালী দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র—সর্ব্ব হৃদয়ে—সর্ব্ব বদনে—সর্ব্ব কর্ণে—সর্ব্ব রুচিতে প্রবাহিত ও প্লাবিত হইতেছে এবং আরো যে কত হইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত থাকিলেও আমরা সদাশা ও কল্পনার দৃষ্টিতে সুচারু রূপে দেখিতে পাইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছি।

ঠাকুর বাহাদুর বিশুদ্ধ গানাপেক্ষা আত্ম প্রশংসা শুনিতেই অধিক অনুরাগী! এ কুৎসার কথা যদি সত্য হইত, তবে কি তাঁহার দ্বারা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো কাজ হইতে পারিত? ফলতঃ স্বর্ণকুঁকী মহাশয়ের বুদ্ধি এত গভীর, যে রসাতলে বলিরাজার বাটীর তল দেশে গিয়াও ঠেকিয়াছে, তাই তিনি সহজ বুদ্ধির এই কথাটা বুঝেন নাই, যে, আত্মপ্রশংসা শুনিতে মত্ত থাকিলে ঠাকুর বাহাদুরের সঙ্গীত বিষয়ে এত খ্যাতি কদাচই হইত না! তাহা হইলে তিনি যত বড় ধনীই হউন, লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপই করিত! স্বর্ণকুঁকী আপনিই স্বীকার করিয়াছেন, যে, "ইনি সঙ্গীত বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিয়া থাকেন, সঙ্গীত শাস্ত্রের অনেক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন, অনেক সঙ্গীত শাস্ত্রের পুস্তক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রমস্বীকার করাও আছে, কিন্তু—ইত্যাদি।" ঐ কিন্তু আর তাহার পরবর্ত্তী বাক্য গুলি না থাকিলেই বর্ণনাটী ঠিক হইত! কিন্তু তাহা হইবে কেন? শিশুর সঙ্গে অহি দিব্য খেলা করে, কিন্তু শেষে যে কুট্ করিয়া কামড়াইয়া চলিয়া যায়, তাহাই তো সর্ব্বনাশ!! সে যাহাইহউক, তাঁহার আপন মুখেই যত দূর বাহির হইয়াছে, তাহাতেই কি বুঝাইতেছে না, যে ঠাকুর বাহাদুর সুদ্ধ গায়ক বাদক নামধারী গুণহীন চাটুকার দল লইয়া এবং আত্ম প্রশংসা শ্রবণ করিয়াই কালহরণ করেন না, অনেক পাকা কাজই করিতেছেন। তোষামোদ দ্বারা যৎসামান্য বা অনিপুণ গায়ক বাদকদের বশতাপন্ন হইলে কি এমন সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণীত হইতে পারিত? যথার্থ গুণী লোক তোষামোদ করেন না ও শুনেন না—যথার্থ গুণী না হইলেও গুণপূর্ণ বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণেতা বা সহায় হইতে পারে না! আবার সম্পাদক ভায়ার কথা প্রমাণ "সুদ্ধ সেতারের পিড়িং পিড়িং" আওয়াজ করা পর্য্যন্তই যদি শৌরীন্দ্রমোহনের বিদ্যার সীমা হইত, তবে কখনই তাঁহার যত্নকৃতে অতসব উৎকৃষ্ট ফল ফলিত না এবং তাঁহার যে এত খ্যাতি হইয়াছে, তাহা কদাচই এত বৎসর ব্যাপিয়া তিষ্ঠিতে পারিত না!

উপসংহারে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সম্পাদক ভায়া যাহা যাহা বলিয়াছেন, যদি তাহার সকল অংশকেই (তর্কের প্রয়োজনে) সত্য বলিয়া

স্বীকায় করা যায়, তথাপি যে ব্যক্তির দ্বারা সমাজের এত হিত সাধন হইতেছে, (ফরিয়াদি সম্পাদককেও তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে) তাঁহার কথা কি ঐরূপ বিদ্রূপ ও জঘন্য খেস্‌সা বা লহর ভঙ্গীতে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক হইয়া প্রকাশ্য পত্রে লিখিতে হয়? যদি যথার্থ তাঁহার রুচির দোষ থাকিত—যদি যথার্থই অযোগ্য লোককে যোগ্যতর লোকাপেক্ষা তিনি অধিক আদর করিতেন—যদি যথার্থই তাঁহার সেতার শিক্ষা সামান্যই হইত—যদি যথার্থই তিনি আত্ম প্রশংসা আকর্ণনে অনুরাগী থাকিতেন, তথাপি যাঁহার দ্বারা স্বজাতীয় একটা বিলুপ্তপ্রায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যারত্নের পুনরুদ্ধার ও মহোন্নতি সাধিত হইতেছে—যাঁহার রাশি রাশি ধন, অবিচলিত মন এবং অবিশ্রান্ত দৈহিক পরিশ্রম তোমাদেরই শুভোদ্দেশে * সমর্পিত রহিয়াছে, এমন পরম হিতৈষী ব্যক্তির ঐ সব সামান্য ক্ষীণতার কথা (আমাদের মতে তাও কল্পিত) ঐরূপ কুৎসিত রহস্য-বিভাসক আস্যে কি বলিতে হয়? আপনার সহযোগী যে কাজ করিয়াছেন, (এবং মাঝে মাঝে নিয়তই করিয়া থাকেন) তাহা তো সমাজহিতৈষী সম্পাদকের মতন নয়—সে যেন এমন এক ব্যক্তির কাজ, যিনি পূর্ব্বে অনুগত, আশ্রিত বা আত্মীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন *—যেন পূর্ব্বে, সদা সর্ব্বদাই প্রিয় পারিপার্শ্বিক রূপে যাতায়াত করিতেন—শেষে কোনো বিশেষ কারণ বশতঃ যেন রহিত বা বৃন্তচ্যুত পুষ্প হইয়া থাকিবেন! অথবা অন্য কোনো গূঢ় হেতুতে আপনাকে ঠাকুর পরিবার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা মানভ্রষ্ট বোধ করিয়া থাকিবেন! নচেৎ সেকেলে সম্পাদকদিগের ন্যায় এরূপ গাত্রদাহ ও গ্লানিবমন সম্ভবিত না! হয়তো উক্ত ঠাকুর বাহাদুরকে আমি রাজা নামে যে সম্বোধন করিলাম, এই ছলে আমাকে পর্য্যন্ত নিন্দা যাঁতায় পিশিতে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু রাজার পুত্র ও ভ্রাতাকে রাজা, যুবরাজ বা কুমারাদি বলা হিন্দু-জাতির চির প্রথা। কেন আমরা অন্যের দেখাদেখি স্বজাতীয় সুন্দর ও সৌজন্য মূলক রীতি পরিত্যাগ করিব? বিলাতেও ডিউক্ মার্কুইস প্রভৃতির কনিষ্ঠকে শিষ্টাচারে লর্ড বলা রীতি আছে। অধিক কি, আ'জ্ কা'ল্ গবর্ণমেণ্ট কৃত রাজা নন, এমন রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে সাধারণে, সম্পাদকেরা এবং ইংরাজেরাও কি রাজা বলিতেছেন না? রাজা শৌরীন্দ্র মোহনকে তাবৎ ইংরাজে রাজা বলিয়া যে পত্র লিখেন ও ডাকেন, ইহা আমি ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি। অতএব তিনি যেন বৃথা প্রয়াস না পান এবং ভরসা করি, আপনারা সকলে মিলিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া সম্পাদকীয় পবিত্র প্রণালীপথে তাঁহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করুন!

* যথার্থ সুসঙ্গীত দ্বারা দেশের অপবিত্রতা, নানাবিধ পাপ এবং সদোষ আমোদের স্রোত যেমন নিবারিত এবং সদ্ভাব ও সৎ প্রবৃত্তি যেমন উত্তেজিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না—ধর্ম্মগুরুর সহস্র উপদেশেও নয়। এই জন্যই যিনি তদ্বিষয়ের শুভানুষ্ঠাতা, তিনি অবশ্যই দেশের মহান্ শুভকারী।

* মচেৎ ঠাকুর বাহাদুরের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জীবনাতিবাহন ব্যাপারগুলি জানিলেন কিসে?

Published by Akshoy Cumara Basu, for the Proprietor.

বিলাত আপীলে জয়।

(মন্দের ভাল।)

পাঠকগণ স্মরণ করিবেন, আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম, যে, হাইকোর্ট হইতে ব্যভিচারিণী বিধবার উত্তরাধিকারিত্ব সমর্থক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেলে জাতীয় সভার উদ্যোগে চান্দা সংগ্রহ দ্বারা ঐ অনুমতির বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করণের অনুষ্ঠান অবলম্বিত হয়। কিন্তু মহামান্য বিচারপতি মেং মার্কবি সাহেব বিলাত আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার তদ্রূপ আদেশে দেশ-হিতৈষী হিন্দু মাত্রেই মহা পরিতাপিত হন। সুতরাং তাঁহার আজ্ঞার বিরোধে প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, সেই আপীলাবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে। অর্থাৎ মূল মোকদ্দমার বিলাত আপীল হইতে পারিবে, এমন অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে অবিলম্বে সেই আপীল করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বে যে চান্দা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার বহুলাংশ তো উক্ত পূর্ব্ব আপীলেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত আপীলের প্রচুর অর্থাভাব। যাঁহারা পূর্ব্বে কিছু দান করেন নাই, তাঁহাদের আশু অগ্রসর হওয়া কি উচিত নয়? আপীল দ্বারা পূর্ব্ব মীমাংসা ফিরাইতে না পারিলে হিন্দু সমাজের সতীত্ব নিধি কলুষিত হয়। সুতরাং পবিত্রতারূপ মহা কল্প-তরুর মূলে যে ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিতেছে, তাহা মধ্যস্থ পত্রে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য অদ্য আর তদালোচনা করিলাম না। ফলতঃ এমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমাজ যদি অনুরাগী ও মুক্তহস্ত না হয়েন, তবে আর আমাদের বাঁচিয়া থাকার সুখ কি? অন্ততঃ চেষ্টা তো করিতে হইবে—শেষে ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক! অতএব বিনীত প্রার্থনা, যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি তৎপ্রদানে কৃপণ না হইয়া দেশের অশেষ অমঙ্গলের হেতু নিবারণে যেন প্রাণপণে প্রোৎসাহী হয়েন! আপাততঃ যে আদেশটী আসিয়াছে, তাহাকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে—চেষ্টা করিলে ভগবান অবশ্যই সর্ব্বাঙ্গীণ ভাল করিবেন!

মলহর রাও।

মলহর রাও গেলেন, না এ দেশীয় স্বাধীন রাজা নামধারী অবশিষ্ট প্রাচীন বংশগুলির অবশিষ্ট মান ও স্বাধীনতাও গেল! অদ্য হইতে রেসিডেণ্ট ও এজেণ্ট মহাশয়েরা আরো ক্ষমতাশালী—সর্ব্বতোভাবেই সেই সেই স্বাধীন নামধেয় রাজ্যব্যূহের একাধিপতি স্বাধীন রাজাই হইয়া উঠিলেন! লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক এই দশা সংঘটিত হওয়াতে ভারতের লোক আরো দুঃখিত হইয়াছেন—হইতেই পারেন! এত যদি মনে ছিল, তবে কেনই বা কমিস্যন বসিল? সে কি কেবল মোহকরী অভিনয়? অনেক সহযোগী জন্মভূমি ভারতকে রোদন করিতে কহিতেছেন। কিন্তু মা যে আর কাঁদিতে পারেন না—চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া স্বরভঙ্গ ও বলশূন্য যে হইয়াছেন, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? জননীর কোনো

যোগ্য পুত্রকে মা নাকি স্বপ্নে দেখা দিয়া সকরুণ সম্পাদকগণের ঐ অনুরোধের উত্তর দিয়াছেন, এ সংখ্যায় তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না—পড়িতেও সময় পাই নাই—বিবেচনা স্থলে আছে!

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। সিংহল বিজয় কাব্য।

আমরা কাব্য নবন্যাসাদিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাই। সংক্ষেপের অনুরোধে প্রত্যেক শ্রেণীর মুক্ত ব্যাখ্যা না করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

আমাদের প্রথম শ্রেণীর নাম "মরু-কাব্য।" মরু প্রদেশে যেমন শুষ্ককণ্ঠ ও লবণাপন্ন আরবগণ বহু দূর গিয়া যদি তরু, তৃণ, রূপ-বিশিষ্ট কোনো একটী সামান্য আশ্রয় স্থান পাওয়া যায়, তবে পর্যটক বহু ভাগ্য করিয়া মানে, এই শ্রেণীর কাব্যে তেমনি বহু নীরস পৃষ্ঠা পড়িয়া পড়িয়া ঝালা পালা হইয়া শেষে দৈবাৎ যদি এক আধ স্থলে যৎসামান্য ভাব তরু, রস কূপ ও কল্পনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তবে পাঠকের বড় অদৃষ্ট বল! যত ভয়ঙ্কর মরুই হউক, "ওয়েসিস" নামা ঐরূপ আশ্রয় স্থান থাকা সম্ভব। তেমনি, মনুষ্য লিখিত পুস্তক যত মন্দই হউক, তাহাতে ঐরূপ একটু আদটু ভাব, রস, উপদেশাদি অবশ্যই থাকিতে পারে। উট নইলে যেমন মরুভ্রমণ অসাধ্য, তেমনি বিশেষ সহিষ্ণুতা শক্তি ভিন্ন সেরূপ পুস্তক পড়িয়া শেষ করা নিতান্তই অসম্ভব। কেবল পোড়াকপা'লে সম্পাদকগণের ধৈর্য্য বৃত্তি না থাকিলেও দায়ে পড়িয়া সর্ব্বপ্রকার পুস্তকই পড়িতে হয়!

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "বর্ত্ম কাব্য।" কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া কাশী, কামরূপ, উড়িষ্যা প্রভৃতি যে অঞ্চলের পথে যাইবেন, কয়েক ক্রোশ অন্তরে অন্তরে চটি, আড্ডা বা আশ্রয় স্থান পাইবেন। তবে কোনো পথে ঘন ঘন, কোনো পথে বিরল। কোনো পথের বা দুধারে তরু শ্রেণী ও মধ্যে২ জলাশয়াদি থাকাতে তত কষ্টকর হয় না। আমাদের বর্ত্ম কাব্যও সেই ধর্ম্মাক্রান্ত—মাঝে মাঝে একপ্রকার ভাব রসাদির অপ্রতুলতা নাই। তবে কোনো খানিতে অধিক, কোনো খানিতে অল্প।

আমাদের তৃতীয় শ্রেণী আবার দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমের নাম "বন কাব্য।" দ্বিতীয়ের নাম "পার্ব্বতীয় বন কাব্য।" পাঠক মহাশয়েরা নামেই বুঝিতেছেন, যে, এ শ্রেণীর কাব্য মধ্যে ভাব রস কল্পনার এত প্রাচুর্য্য যে সীমা সংখ্যা করা ভার—কোন্‌টা কি, কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, কোথায় কাহার সামঞ্জস্য, কোন পথে গেলে পরিষ্কার আকাশ দেখিতে পাইব, ইত্যাদি চিনিয়া জানিয়া পড়িয়া উঠা ভার। আহা! তাহা কি বৃহৎ! কি মহৎ! কি গৌরবান্বিত' কি গম্ভীর! কি ভয় ভক্তি ও বিস্ময়োৎপাদক! কিন্তু বুনো—এলোমেলো—গোলমেলে—উদ্যানের ন্যায় পরিষ্কার ঝরিস্কার প্রণালীবদ্ধ নয়!

আমাদের চতুর্থ শ্রেণার নাম "বিনোদ কাব্য" বা "উদ্যান কাব্য।"

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যার পর ইহার তাৎপর্য্য আর বুঝাইব কি?

এই শ্রেণী বিভাগ দ্বারা আলোচনা কার্য্যের বিশেষ উপকার হইতেছে। কোন কাব্য কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা বলিলেই সংক্ষিপ্ত সমালোচন পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য, সিংহল বিজয় কোন্‌ শ্রেণীর কাব্য? আমাদের বিবেচনায় ইহা দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বর্ত্ম-কাব্যের মধ্যে উত্তম স্থানেই স্থান পাইতে পারে। লেখক মহাশয় কল্পনায় কিছু দরিদ্র, কিন্তু বর্ণনায় সাঁসালো গৃহস্থ বটেন। মধ্যে মধ্যে যতি ভঙ্গ দোষটীও লক্ষিত হয়। ভাল, সে যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সঙ্কেত জ্ঞানের খর্ব্বতা জন্য ঘটিতে পারে, কিন্তু কবির প্রধান ও প্রথম গুণের বিশেষ স্ফুর্ত্তি দেখিলে অর্থাৎ কল্পনা দেবীর অনুকম্পা অধিক থাকিলে আমরা ঐ সামান্য ত্রুটী বা অন্যান্য দোষের প্রতি লক্ষ্যও করিতাম না। যাহা হউক, তথাচ এখানি ভদ্রপাঠ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী রাজপুত্র দ্বারা সিংহল বিজয় ব্যাপারটী স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতির গুণভুক্‌ বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই যে হৃদয়ানন্দকর হইবে, তাহা ফুটিয়া বলা বাহুল্য।

বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী এই কাব্যের প্রণেতা। ইনি ইতিপূর্ব্বে "আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরী" নামা একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। উভয় পুস্তকেই তাঁহার স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমান। তিনি শিল্পবিষয়ে প্রসিদ্ধ এবং শিল্প বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক। হিন্দুমেলার শিল্প শাখায় ইনিই প্রধান অধ্যক্ষ। ভরসা করি, শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা মাতৃভাষাকে ভূষিতা ও বর্দ্ধিতা করিতে তিনি বিস্মৃত না হয়েন। কাব্য লিখিবার লোক অনেক আছেন, কিন্তু মহোপকারী শিল্প শাস্ত্রবিৎ নাই বলিলেই হয়। সুদ্ধ এই জন্যই এই অনুরোধটী করিলাম।

২। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে বিগত ভাদ্রমাসে একটী বিশেষ সভায় সাধারণে আহূত হয়েন। সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক প্রবর সদ্বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ সভাস্থলে উক্ত "ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব" বিষয়ে যে মৌখিক বক্তৃতা করেন, তাহাই এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মহাশয়ের বক্তৃতার ভাব, রস, ভাষা ও উপদেশাদি চিরকালই যেমন মহাসারবান, সুযুক্তিসম্পন্ন এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়েরই সমুত্তেজক হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বক্তৃতাটী তদপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে—বরং বক্তার বয়সের সঙ্গে বহুদর্শিতা ও পরিণামদর্শিতা যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা ঐ বক্তৃতার প্রতি বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে! কিরূপ হইলে যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারা যায়; কিরূপ আচরণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ; সেই আদর্শ হইতে এখনকার বহু বহু ব্রাহ্ম স্খলিত হইয়া কিম্ভূত আকার প্রকার ধারণ করিয়াছেন; ব্রাহ্মমণ্ডলে অবনতির কি কি লক্ষণ ও কারণ প্রবিষ্ট হইয়াছে; কি উপায়ে যথার্থ

প্রতিবিধান হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় কয়টী অতি সুন্দর রূপে এবং গাঢ় চিন্তাশীলের ন্যায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম নামধারী সম্প্রদায় বিশেষের বর্ত্তমান চিত্তরোগের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ঐ কয়টী বিষয় সম্যক্ আন্দোলিত হওয়া যে কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা সমাজদর্শীদের অগোচর নাই। বড় আহ্লাদের বিষয়, অতি সুযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই সেই বিষয় এইরূপে আলোচিত ও তন্ন তন্ন বিচারিত হইয়াছে। এই বক্তৃতা পুস্তকের গুণের কথা এই সংক্ষিপ্ত সমালোচন মধ্যে বিবৃত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করি, সমাজহিতৈষী বঙ্গভাষার পাঠক মাত্রেই এই অমূল্য বক্তৃতাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখেন—আমরা অন্য কোনো পুস্তকের নিমিত্ত এত অনুরোধ করিতে চাহি না—অধিক আর কি বলিব!

৩। গ্রন্থকার।

এখানি প্রহসন। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখকের নাম নাই। প্রহসন খানি উত্তম হইয়াছে। তবে একটী বিষয়ের আরো উজ্জ্বল চিত্র হইলে ভাল হইত এবং আর একটী বিষয়ের চিত্র না দেখিয়া আশা ক্ষুণ্ণ রহিল। প্রথমটী আর কিছুই না, সুযোগ্য গ্রন্থকারদের উপাদেয় ও উপকারক গ্রন্থ পড়িয়া থাকে, অথচ অযোগ্য গ্রন্থকারদের মাথা মুণ্ড লেখা পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত হইয়া গুণের তিরস্কার ও দোষের পুরস্কার যে হইতেছে, তাহা গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু ভালরূপে রং ফলাইয়া আঁকিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন কাজে তোষামোদ, সুপারিস ও স্বার্থ প্রবিষ্ট হইয়া যে সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে, তাহা আরো খরতর শ্লেষের তুলিতে চিত্রিত হওয়া আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয় অভাবটী এই, যে, অন্যান্য অঙ্গের উত্তম গ্রন্থচয় কতিপয় উচ্চ পদস্থ সম্পাদকের পক্ষপাতিতা বা তাচ্ছিল্য বশতঃ যথাযোগ্য উৎসাহ ও আদর পায় না, অথচ নিকৃষ্ট লেখকদিগকে তাঁহারা নানা কারণে স্বর্গে তুলিয়া থাকেন! বাহুল্য শঙ্কায় আমরা বিশেষ বলিতে নিরস্ত হইলাম, নচেৎ এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি গুহ্য ও উহ্য কথা ব্যক্ত করিয়া পাঠক গণকে এক চক্ষে কাঁদাইতে এবং অপর চক্ষে হাসাইতে পারিতাম। যাহা হউক, এই প্রহসনে যতদূর প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও মন্দ নহে—কতক উপকার যে হইবে, এমন আশা করা যায়।

৪। Indian Spectator.

এখানি মাসিক ইংরাজী ম্যাগেজিন। নানা কারণে বন্ধ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার মুখুয্যা, গুপ্ত ও মিত্র মহাশয় ত্রয়ের যত্নে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার বাহ্যসৌন্দর্য্য ও আভ্যন্তরিক গুণ উভয়ই উৎকৃষ্ট—এত উৎকৃষ্ট, যে, সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। এক একটা প্রবন্ধ বিলাতের প্রধান প্রধান ম্যাগেজিনের স্থান পাইবার যোগ্য। ফলতঃ উচ্চ দরের কোনো কোনো দেশীয় ও ইউরোপীয় বিদ্বান্‌গণ ইহার লেখক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট আছেন। এরূপ সাময়িক পত্র যতই প্রচারিত হয়, ততই জ্ঞানের বৃদ্ধি এবং রাজপুরুষমণ্ডলে আমাদের ভাব ও অভাব তত্ত্ব বিজ্ঞপ্ত হইতে পারে। এমন অনুষ্ঠানে দেশের লোক আনুকূল্য দান করেন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। এবং প্রকাশকগণের প্রতি নিবেদন, আপাততঃ উত্তম উত্তম প্রবন্ধের অনুরোধে ইউরোপীয় লেখকের লেখনীসাহায্য লইতেছেন, লউন; কিন্তু যখন স্থায়িত্ব পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন, তখন যেন সুদ্ধ দেশীয় লেখনীসম্ভূত প্রবন্ধের প্রতিই অনুরাগী হয়েন।

ব্রাহ্ম হুর্ম্মত।

আমরা সুখী হইলাম, ব্রাহ্ম হুর্ম্মতের মোকদ্দমা অল্পে মিটিয়া গেল! আরো সুখী হইতাম, যদি বিচার-দিনের পূর্ব্বে বিচারালয়ের বাহিরে আপনা আপনি মিটিয়া যাইত। তাহার বহু চেষ্টাও হইয়াছিল—বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামান্য মহাশয়েরা বিস্তর যত্ন পাইয়াছিলেন। তবে মিটিল না কেন? ইহার উত্তর দিতে দুঃখ হয়।

যাঁহারা যদুগোপাল বাবুকে জানেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে, অমন সকল পূজনীয় ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষায় তিনি যে অসম্মত হইবেন, ইহা নিতান্তই তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তিনি বলিয়া কেন? হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন ভদ্র লোক অল্পই আছেন, যাঁহারা ঐরূপ সমাজশিরোমণি মহাশয়গণের সদ্‌যুক্তি, সদুপদেশ ও সদাশয়তা-গর্ভ নিষ্পত্তির কথা অবহেলা করিতে পারেন। তবে ইহা মিটিল না কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার উত্তর দিতে দুঃখ হয়। দুঃখের কারণ বলিতেছি।

শুনিয়াছি, ব্রাহ্ম পক্ষের একটী আপত্তি জন্যই মিটিতে পারে নাই। সেটী খরচার আপত্তি। অন্যান্য শাখার উভয় পক্ষ সম্মত হইয়াছিলেন, কেবল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা যদু বাবুর নিকট খরচার টাকা দাবি করাতেই মিটিল না। কাহারই মতে খরচা দেওয়া বৈধ বোধ হইল না। খরচার দাবি করাও উচিত নয়; বোধ হয়, মধ্যস্থ মহাশয়েরা ব্রাহ্ম-মহাশয়গণকে তাহা বুঝাইয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ তখন বেশী খরচাও পড়ে নাই। যেহেতু তখন কৌন্সিল নিযুক্ত তো হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের অতি আত্মীয় ব্যক্তিরাই উকিল, সুতরাং যদু বাবুর ন্যায় তাঁহাদের উকিল খরচা লাগাও সম্ভব নহে। কেবল ষ্ট্যাম্প ইত্যাদির জন্য যাহা কিছু লাগিয়াছিল। তেমন এ পক্ষেও কিছু খরচ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ আবহমান সকলেই জানেন, যে রক্ষা করিতে গেলে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। অথবা উভয় পক্ষেই অল্প বিস্তর ক্ষতি স্বীকার ব্যতীত কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। অতএব যৎকিঞ্চিৎ অর্থক্ষতির আপত্তিতে এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তির অনুরোধ ও দেশের ভাবল্লোকের ইচ্ছার বৈপরীত্যে এত বড় গৌরব-ক্ষতি-কারক বিবাদটা নিষ্পত্তি না করাতে আমরা স্বভাবতঃ বিস্ময় ও দুঃখানুভব করিতেই পারি।

এক তো অন্যকর্ত্তৃক এরূপ রক্ষার চেষ্টা ব্যতীতও ধার্ম্মিক প্রবর কেশব বাবু স্বীয় সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে প্রতিহিংসার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন ইহাই আশা ছিল। বিশেষতঃ অভিযোগের পরে যখন চতুর্দ্দিগ হইতে এমন ভাবের অনুরোধ ও পরামর্শ প্রকাশ পাইতে লাগিল যে “এখনও ক্ষান্ত হউন; একাজ ভাল হয় না।—উন্নতিসাধক, সংস্কারক ও উন্নত ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের যোগ্যই হয় নাই; যাহারা কোটী কোটী ভ্রাতা ভগ্নীর আদর্শ স্থল—যাঁহাদের প্রধান আদর্শ মহাত্মা যীশু খৃষ্ট—যিনি ধর্ম্মের জন্য কত উৎপাত সহ্য করিতে হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কি এই উচিত? কোথায় এক গালে মারিলে তাঁহারা অপর গাল পাতিয়া দিবেন—কোথায় তাঁহারা গালাগালির পরিবর্ত্তে মধুর ধর্ম্মোপদেশ অসাধু আচরণের বিরুদ্ধে সাধু সদ্ব্যবহার, হিংসার বিনিময়ে উপকার, ঘৃণার পরিবর্ত্তে দয়া, ক্রোধের বিনিময়ে শান্ত মূর্ত্তি এবং প্রহারের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ ও ঈশ্বরের নিকট শত্রুর শান্তি প্রার্থনা করিবেন; কোথায় ঐ সকল ও আরো কত মহোচ্চ পবিত্র ভাবরূপ অলৌকিক অয়স্কান্ত বলে দেশ বিদেশের মানব হৃদয়কে আকর্ষণ করিবেন; কোথায় তদ্দর্শনে যাহারা শাত্রবতা করিয়াছিল, তাহারা আপনাপনিই লজ্জিত হইবে—যে লেখনীতে নিন্দা বাহির হইয়াছিল, সেই সব লেখনীই প্রশংসা করিতে মহা ব্যগ্র হইবে—কোথায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ সহিত ব্রাহ্ম মহত্ত্ব দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত ও আকর্ষিত হইবে, তাহা না হইয়া সব বিপরীত! একবারে এত দূর রাগত—এত দূর উদ্ধত—এত দূর অসহিষ্ণু, যে, সংবাদপত্রের (কে দুই এক জন পত্র-প্রেরকের) দুই চারিটা তীব্র বচনে অসঙ্গতরূপে তাতিয়া উঠা ও ক্ষেপিয়া পড়া! তাই নয় তার প্রতিবাদ ছাপাইয়া প্রতিপক্ষের মিথ্যাবাদিত্ব দেখাইয়া দেও! না হয়, সেই সংবাদপত্রের সম্পাদককে ধর্ম্মোপদেষ্টার উপযুক্ত ধরণে সুমিষ্ট পত্র দ্বারা স্বরূপ তত্ত্ব জানাইয়া পত্র প্রেরকদের কথার বিপরীত লিখিতে উপদেশ দেও! ইহাই উন্নত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যোগ্য কাজ এবং তদ্রূপ কিছু করাই উচিত ছিল। তাহা না হইয়া সামান্য বিষয়ী লোকের ন্যায় (বিশেষতঃ প্রতিহিংসাভুক্ সাহেবদের অনুকরণে) একবারে অন্তিম সীমায়—চড়েয়া পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ!—একবারে আইনাশ্রয় গ্রহণরূপ লজ্জাস্কর উপায়াবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? ইহা কি ক্রোধ, দ্বেষ ও প্রতিহিংসা নামা নিকৃষ্ট বৃত্তিদের অতিশয় বশীভূত হওয়া নয়? ইহাতে কি শত্রুর আরো বল বাড়ানো ও লোক-হাসানো হইল না? ইহাতে কি সাধারণকে এমন ভাব ভাবিতে ও এমন কথা বলিতে সুযোগ দেওয়া হইতেছে না, যে “ওমা! এঁরাই আবার সমাজ-সংস্কারক—এঁরাই আবার মহাপুরুষ—এঁরাই আবার ঈশ্বরের বিশেষ আদেশের প্রবাহক?” যে দেশের লোক ভূ-কৈলাসের মহাপুরুষ সম্বন্ধে গাঢ় ভক্তিপূর্ব্বক এমন গল্প করিয়া থাকে, যে, তাঁহার গায় জ্বলন্ত শুল বসাইলেও তাঁহার সাড় হইত না, সে দেশের লোক কি (একটী চিমটী কাটা থাকুক, একটী নিন্দার বাক্যেও) এতদূর অসহিষ্ণু মহাপুরুষ দেখিয়া সহজে ভুলিয়া যায়? অতএব এখনও ক্ষান্ত হউন!

যখন চতুর্দ্দিগে এইরূপ ভাবের কল্পনা, জল্পনা, অনুরোধ, প্রার্থনাদি চলিতে লাগিল, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যে, বুঝি তাঁহারা ক্ষান্ত পাইলেন—প্রকৃত প্রস্তাবে মোকদ্দমা চালাইবেন না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদিগের রীতি নীতি গতি মতি ভালরূপ জানেন, তাঁহারা তাহা ভাবেন নাই। তাঁহাদের অনুমানই সত্য হইল—তুমুল সংগ্রামের সকল আয়োজন ও মহ ব্যূহ রচিত হইল—যুদ্ধও হইল—কিন্তু লোকে যেরূপ খণ্ড প্রলয় প্রকাণ্ড কাণ্ডের আশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই, অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল—পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল!

সেই অর্দ্ধ হোরা মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সংবাদ এত দিনে সকল পাঠকই শুনিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ সদ্বিবেচক বিচারক মান্যবর ফিয়ার মহোদয়ের বিবেচনায় এ মোকদ্দমা অতি সামান্য সূত্র মূলক ও বাদী পক্ষের অত্যন্ত বা নিতান্ত অসহিষ্ণুতা মূলক বলিয়া বোধ হওয়াতেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল না—বাদী কর্ত্তৃক অভিযোগটী প্রত্যাহৃত এবং প্রত্যেকের খরচা প্রত্যেকের স্কন্ধেই পতিত হইয়া সকল বালাই চুকিয়া গেল!

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—বাদীর কৌন্সিলি আরজি পাঠ সমাপ্ত করিলে জজ বলিলেন “প্রতিবাদীরা কাহার নামে গ্লানি করিয়াছে, তাহা তো প্রকাশ পাইতেছে না।” ইহাতে বাদী পক্ষীয় দ্বিতীয় কৌন্সিলি উত্তর দিলেন যে “বাদীকে লক্ষ্য করিয়াই যে লেখা হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ দেখাইব।” পরে বিচাপতি এই ভাব ব্যক্ত করিলেন, যে “এই অভিযোগ আদালতে এ ত্

হইবে কিনা তাহা এখন বলিতে চাহি না। আপাততঃ এই বলি, যে, মেরিয়া মঙ্ক সম্বন্ধীয় উপমা মূলক অপবাদ লিখিয়া আদালতে বিচার করিতে আসা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই অযশস্কর। অতএব সেই পত্র লিখিত বাক্যগুলি প্রত্যাহরণ জন্য তিনি অবসর দিতে প্রস্তুত আছেন।" প্রতিবাদীর কৌন্‌সিলি মেং ব্রান্‌সন সাহেব বিচারপতিকে বুঝাইলেন যে "এ পত্র প্রতিবাদীরা লিখেন নাই, একজন উন্নত ব্রাহ্মই লিখিয়াছিলেন, পত্রের নিম্নে তাঁহার নামও স্পষ্ট আছে। মেরিয়া মঙ্ক যে এতদূর অশ্লীল ও কদর্য্য ভাবব্যঞ্জক, তাহা প্রতিবাদীরা মূলেই জানিতেন না, সে পুস্তক তাঁহারা কখনো পড়েন নাই; বাদীকেও তাঁহারা চিনেন না; ভারতাশ্রমবাসিনী স্ত্রীগণের বিষয়ও তাঁহারা কিছু জানেন না, সুতরাং বিদ্বেষ বুদ্ধির বশে কুৎসা প্রচার করেন নাই। পত্র প্রেরকেরা যেমন পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারা তাহাই ছাপাইয়াছেন। পত্রপ্রেরকেরা নিজেই উন্নতিশীল ব্রাহ্ম। অপর পক্ষ হইতে সে সব পত্রের প্রতিবাদ আইলেও তাঁহারা প্রকাশার্থ প্রস্তুত ছিলেন—তেমন ভাব আপনাদের পত্রেও লিখিয়াছেন। ঐপত্রদ্বারা আশ্রমবাসিনীগণের চরিত্রে যদি দোষারোপ হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা তজ্জন্য দুঃখিত আছেন এবং পূর্ব্বেও সেরূপ পরিতাপ প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।"

এইস্থলে বাদীর কৌন্‌সিলি বলেন "আমার মক্কেল প্রতিহিংসা পরায়ণ নন, আশ্রমের সুপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্যই এই নালিস উপস্থিত করিয়াছেন। আশ্রমবাসিনী ভদ্র মহিলাগণের নিন্দা প্রচার করা যখন প্রতিবাদীগণের উদ্দেশ্য ছিলনা এবং ঐরূপ প্রচারণ জন্য যখন তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তখন তিনি আর মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন না।" পরে উভয়ের খরচা উভয়ের জিম্মা, এরূপ অনুমতি হইলে নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

পাঠকগণ! দেখুন, প্রতিবাদীকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখ প্রকাশ তো পূর্ব্বেই হইয়াছিল। অধিকন্তু রফার সময় যদুবাবু বরং দুঃখ প্রকাশসূচক পত্র লিখিয়া দিতেও স্বীকৃত ছিলেন। তথাপি তখন নিষ্পত্তি হয় নাই! তখন যে খরচার আপত্তি ছিল, এখন সে খরচাও পাইলেন না, তবে বাদী পক্ষ কি জন্য এত জল পীড়াপীড়ি এবং বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কয়েক দিন সাক্ষ্য স্থলে লইয়া গিয়া কষ্ট দিলেন, তাহা ভাবুক জনেরাই ভাবিয়া দেখুন! এমন ঘটনা অনেক ঘটে যে, পুকুরে ছিপ ফেলিবার সময় বাবুরা কহিয়া থাকেন, পেশাদার মেছোর ন্যায় ছোট মাছ কখনই মারিবনা, কিন্তু শেষে যখন দেখেন চারে বড় মাছ আইল না, তখন আর কি করেন, এক পোয়া আধ শের যাহা উঠে, তাহা লইয়াই মান রাখিয়া ঘরে যান!!!

ডুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

৩য় ভাগ—৭ম অধ্যায়।

ক্রিয়া-বাড়ীতে কোনো বড় লোক আইলে কর্ম্মকর্ত্তা অবধি চাকর লোক জন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়; ক্ষুদ্রাবস্থ কুটুম্বাদি নিমন্ত্রিত জনগণকে তখন আর তেমন আদর অপেক্ষা করিতে দেখা যায় না। আমরা এই ইতিহাসরূপ ক্রিয়াটীকেও সেই সাধারণ দোষ-বর্জ্জিত করিতে পারিলাম না। যুদ্ধাদি বড় ব্যাপার বর্ণনার অনুরোধে আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম, যে, সে কয় দিন আমাদের চৈতন কোথায় কি ভাবে আছেন বা কি করিতেছেন, তাহা দেখিতে সময় পাই নাই! বড় বিষয় বর্ণনারূপ বড় লোকের সেবা তো এক প্রকার হইয়া গেল, এখন চৈতনাদি ক্ষুদ্র নিমন্ত্রিতগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হওয়া যাউক।

প্রান্তর মধ্যে চৈতনের অচেতন হওনের পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে কাংরা আগমন পর্য্যন্ত কয়েক দিবসের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। কাংরার সন্নিহিত হওনাবধি দুর্গাধিকার পর্য্যন্ত চৈতন যে ভাবে কাল কাটাইয়াছেন, তাহা বলিতে (বাঙ্গালী লেখকের) একটু লজ্জানুভব হয়—কেননা ডুলীনের সঙ্গে যত জাতীয় যত প্রকারের লোক গিয়াছেন (ঘোড়ার ঘাসিয়াড় পর্য্যন্ত) সকলেরই মনে ও শরীরে একরূপ না একরূপ মহোৎসাহের চিহ্ন দেখা যাইত—ভয় কাহাকে বলে, কেহই জানে নাই—কেবল আমাদের চৈতন মহাশয়ই সেই বৃদ্ধ রিপুর মানমাত্র রাখিয়াছিলেন! তিনি উপত্যকার মধ্যে একদিনও গমন করেন নাই—কি জানি দুর্গ হইতে হঠাৎ দণ্ডধরের সৈন্যেরা যদি ছুটিয়া আইসে, কি একটা গোলাগুলি আসিয়া যদি গায় লাগে! ঐ প্রবল কারণেই জয়ন্তীর বাহুযুগলের উপরেও তিনি যান নাই—কোটকাংরা কেমন দুর্গ, ইটী দেখিবার কৌতূহলও তাঁহাকে তিলমাত্র তথায় লইয়া যাইতে পারে নাই! অধিক কি, প্রতি প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে একবার করিয়া সাহেবকে সেলাম করিতে যাওয়া যে তাঁহার অপরিহার্য্য প্রথা ছিল, ডুলীন উপত্যকা মধ্যে ও জয়ন্তীর ঐ বাহুদ্বয়োপরি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন বলিয়া চৈতন সে দৈনন্দিন প্রথাকেও উপেক্ষা করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যের দ্বারা সেলাম পাঠাইয়া ম্যাষ্টারকে সাবধান করিয়া দিতে ভুলিতেন না! কিসের সতর্কতা? এই ভাবের সতর্কতা, যে "সাহেবকে বলিও, তিনি আমাদের সকলের মাথা, সকলের সহায়, সকলের জীবন, সকলের মা বাপ, তিনি কেন অনর্থক অত সম্মুখে

গিয়া এমন অমূল্য জীবনকে বিপদ্ গ্রস্ত করেন ? তিনি জয়ন্তীমঠের নিকটে বসিয়া হুকুম দিতে থাকুন, আমি তাঁহার সেই সব হুকুম লিখিয়া পাঠাই, কর্ম্মচারীরা তামিল করুক—এত লোক থাকিতে তিনি কেন সাম্‌নে যান্ ?—এত লোক তবে কি জন্য ? ইত্যাদি।"

চৈতন এরূপে নানা যুক্তি, সকাতর বিনয়, সরোদন প্রার্থনা পর্য্যন্ত বিবিধ উপায় ও কৌশল দ্বারা সাহেবকে পশ্চাতে আনাইতে যে বার বার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই বলে—তাঁহার শত্রুরা পর্য্যন্ত তাঁহার এগুণটী স্বীকার করে—তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের চির দিনই তিনি মহা গৌরবের সহিত এই আত্ম-প্রশংসায় মুগ্ধ থাকিতেন! কিন্তু "অসাবধানী ম্যাষ্টার" কিছুতেই শুনিলেন না—কয় দিবসের মধ্যে একবারও পশ্চাতে আসিয়া চৈতনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কি পরামর্শ বাদ করিয়া গেলেন না—এদুঃখেও চৈতনের হৃদয় চির-সন্তপ্ত ছিল!

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চৈতন তখন কোথায় ছিলেন ? জয়ন্তী দেবীর অধিষ্ঠান স্থানটী জয়ন্তীর শেখরে স্থিত—বাহুতে নয়। সে স্থানের নাম দেবীস্থান। দেবীস্থান নিম্নেও নয়—দুর্গের ঠিক সম্মুখে বা অতি নিকটেও নয়—দেবীস্থান সে বিষয়ে নিরাপদ। সেখানে অনেক মোহন্ত, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অহরহ অবস্থান এবং বহু বহু যাত্রীর সমাগম হয়। স্থানটী যেমন নিরাপদ, তেমনি মনোহর, তেমনি উপাসকবৃন্দের পক্ষে মঙ্গলসাধক। চৈতন এমন স্থান পাইয়াও কি অমন বিগ্রহ কালে সৈন্য-শিবিরে আর থাকিতে পারেন ? তত্রত্য প্রধান মোহন্তের চেলা দল মধ্যে মিশিয়া পড়িলেন—ভক্তিরসে গলিয়া গেলেন—স্তাবকতা এবং শুশ্রূষা দ্বারা মোহন্ত মহাশয়কে প্রসন্ন ও স্নেহশীল করিয়া লইলেন। সাহেবের মঙ্গলার্থ যথেষ্ট পূজা ভোগ দিলেন—প্রচুর দক্ষিণার আশা দিয়া ব্রাহ্মণগণকে মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ণে লাগাইলেন—লক্ষ দুর্গানাম ও লক্ষ মধুসূদন নাম জপাইলেন—সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন—সাহেবের দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইয়া সকল দ্রব্যই ধারে পাইলেন—দান ধ্যান পূজা ভোগ স্বস্ত্যয়ণাদি সর্ব্ব অঙ্গেই মহা ধূম ধাম বাঁধাইলেন! দোকানী, পশারী, পাণ্ডা প্রভৃতিকে বুঝাইলেন, এমন ঘোর যুদ্ধ কালে তিনি শিবিরে—কোষাগারে যাইতে পারিতেছেন না—বিশেষতঃ তিনি যেরূপ দৈব কর্ম্মে ব্রতী আছেন, তদ্রূপ হবিষ্যাশী পবিত্র অবস্থায় দেবীস্থান ছাড়িয়া যাওয়া উচিতও নয়—অতএব অর্থ পরে দিবেন। ফলতঃ সিপাহীরা

তাঁহাকে ভালবাসিত, অথবা তাঁহাকে লইয়া কৌতুক করিতে ভালবাসিত, সুতরাং সাবকাশমতে নানা লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিত, সকলেই দেওয়ানজী বলিয়া ডাকিত এবং তিনিও তাহাদিগকে বিরলে লইয়া সাহেবের উদ্দেশে নানা কথা বলিয়া পাঠাইতেন—মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়াও দিতেন, ইহাতে দেবীস্থানবাসীরা তাঁহাকে যথার্থই ক্ষমতাশালী দেওয়ানজী ভাবিবে বিচিত্র কি ? সিপাহী ও কর্ম্মচারীরা এই ব্যাপার টের পাইয়া আরো উৎসাহ দিতে লাগিল—তাহাদের এই একটা নূতন আমোদ ও প্রসাদী ভোজ্য প্রাপ্তির মহা সুগম পন্থা হইল! কাজেই দেবীস্থানবাসীরা তাঁহার সমস্ত কথাতেই অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অকাতরে ঋণ দান এবং তিনি যখনি যে আজ্ঞা করিতেন, তদ্দণ্ডে প্রাণপণে তাহা পালন করিতে লাগিল!

পরে তাহাদের প্রাপ্য তাহারা পাইয়াছিল কিনা, সেটীও এস্থলে বলিয়া দেওয়া উচিত। দুর্গাধিকারের পর যখন তুলীন সুস্থ ও রীতিমত শাসনকর্ত্তা হইলেন এবং চৈতন দেওয়ানজী গিয়া দুর্গ মধ্যে আবার যখন প্রভুর সহিত মিলিলেন, তখন একদা তুলীনের সমভিব্যাহারে চৈতন ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমত কালে দুই তিনজন ব্যবসায়ী আকৃতির লোক আসিয়া অভিবাদন পুর্ব্বক তাঁহার হস্তে দুই তিন খানি ফর্দ্দ দিল। চৈতন বুঝিতে পারিয়া স্বীয় উষ্ণীষ হইতে চসমা বাহির করিয়া কোঁচার খুঁড়ায় মুছিয়া ধীরে ধীরে নাকে দিয়া বুক ফুলাইয়া বক্র দৃষ্টিতে ফর্দ্দগুলির এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা দেখিতে লাগিলেন। তুলীন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন—চৈতনের নিকট কি কাজের জন্য ব্যবসায়ী লোক ফর্দ্দ আনিয়া উপস্থিত করিল, এই অভাবনীয় ভাবনাই তাঁহার বিস্ময়ের মূল! সুতরাং কতক রঙ্গমূলক কতক প্রকৃতার্থক ভাবে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "চৈতন! হোয়াট ইজ্ দ্যাট্"—কি ও ?

চৈতন মহাড়ম্বরে বহু নিম্নদেশ পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া সেলাম পূর্ব্বক বিশাল মুখ ব্যাদান সহকারে কহিলেন "ইট ইজ্ মাই মেনি মেনি গুড্ ফার্চুন, ম্যাষ্টার অ্যাস্কস্ এণ্ডো স্পিক্ সো উইথ্ সার্ভ্যাণ্টো ইংলিস—ম্যাষ্টার অর্ডারেড ওয়ান্ ডে, নট্ স্পিক্ ইংলিস—টু-ডে ম্যাষ্টার এগেইন টাক্সো ইংলিস—টু-ডে হোয়াট্ গুড্ ফার্চুন!"

তুলীন হাসিয়া বলিলেন "ওএল্ হোয়াট ইজ্ দ্যাট্?" চৈতন ফর্দ্দ তিন খণ্ড উঁচু করিয়া ধরিয়া সগৌরবে বলিলেন "ইট্ ইজ্ ফার গড্ সো ব্লেসিং অন্ ম্যাষ্টার্স

হেড—মাই ব্রেস্ট ফিয়ারেড্ ম্যাষ্টার্স ফাইট উইথ্ ফোর্ট; আই নট্ শ্লিপ্ নট্ ইট্, আই থট্ হাউ ম্যাষ্টার ক্যান্ এণ্টার ইন্ দিস্ স্ত্রং ফিয়ার ফুলেষ্টো কোর্ট, ইফ্ নট্ বিফোর্ গেট্ গড্ সো ব্লেসিং? অ্যাজ্ দিস্ থট্ কমেড্ ইণ্টু ব্রেষ্টো, ইওর সার্ভাণ্টো রনেড্ অপন্ জয়ন্তী—ক্যাচেড্ ব্রাহ্মণ প্রিষ্টোস্ ফূট—রবেড্ দেয়ার ফুট্স ডষ্টো—গন্ ইণ্টু টেম্পেল—ফাল বিফোর গডেস—মাই এইট বডি ফ্লোরে রোল্ রোল্ রোল্—আল্ প্রিষ্টোস্ আল্ সেইণ্টোস্ কাল্ হরিবোল্ হরিবোল্ হরিবোল্! —দেন দিস্ সাপ-কিপার্স গিভেড্ মি অ্যাট্ ক্রেডিট মেনি মেনি ওয়ার্সিপ্সো থিংসো, নেম্লি—(এখানে অঙ্গুলির পর্ব্বে পর্ব্বে গণনা পূর্ব্বক) অন্-বয়েল্ডো প্যাডি-রাইস্ (১); ফোলোয়ার (২); ফোলোর (৩); এণ্ডো সুগার; ফার মেকিং ওয়ার্শিপ। এণ্ডো এগেইন গনি গনি ফোলোর (৪) ক্ল্যারিফিয়েড বটার, সুইটমিট, মিলেড্ পিজ (৫) এণ্ডো মেনি মেনি য়ার্থেন পট্ আব মিক্লো-ক্লে (৬) ফার ইটীং (৭) সেইণ্টোস্ প্রিষ্টোস্ এণ্ডো আদার ব্রাহ্মণস। ইট্ ইজ্, বিল্ সো ফার দ্যাট্। (এই কালে ফর্দ্দগুলির উপর তিনটী চাপড় মারা হইল!)

দুলীনের আস্য আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না! পতিত রুমাল উঠাইবার ছলে আস্যভঙ্গী কাহারো দৃশ্যমান হইতে দিলেন না! যাহাহউক, মর্ম্ম বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাউ মচ্ মনি?" চৈতন কহিলেন "মনি? লেট মাই ওউন আইজ্ ফাষ্টো অ্যাক্জামিন্ দিস্ বিল্ সো—দেন্ গিব্ মনি।"

দুলীন তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে বলিয়া এবং এক ভৃত্যের প্রতি কোষাধ্যক্ষকে টাকা দিতে আদেশ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন—চৈতন ফর্দ্দ পরীক্ষা ও দোকানদারদের সহিত বিতণ্ডায় নিযুক্ত রহিলেন। মূল্য সম্বন্ধে বহু বিতণ্ডার পর শেষে একটা রফা হইয়া তাহারা টাকা পাইল। কিন্তু দুলীন সময়ান্তরে চৈতনকে বলিয়া দিলেন, যে, আমাকে না জানাইয়া এরূপে দৈব কি অপদৈব কোনো কাজেই আর কখনো ঋণ করিওনা। তৎকালের কথোপকথনও ভয়ানক ব্যাপার—পাঠকগণের প্রতি দয়া করিয়াই আমরা তাহা লিখিলাম না!

দুর্গাক্রমণ কালে সরল চৈতনের স্থিতি, গতি ও কার্য্যাকার্য্য বলা হইল। খল নন্দ সিং সে সময়

[১] আতপ তণ্ডুল। [২] ফুল। [৩] ময়দা। [৪] বস্তা বস্তা ময়দা। [৫] ডা'ল বা দ্বিদল। [৬] অনেক হাঁড়ি দধি। [৭] খাওয়াইতে।

কি ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আবশ্যক। দুলীন কি অভিসন্ধিতে কিরূপ উপায়াদি অবলম্বনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার গূঢ় তথ্য জানিবার জন্য নন্দ সিং যৎপরোনাস্তি যত্ন পায়। যেহেতু গুপ্ত চর দ্বারা দণ্ডবর সিংহের জনৈক প্রধান সেনানায়কের সহিত তাহার এরূপ কথা বার্ত্তা ও সন্ধি চলিতেছিল, যে, সাহেবের গতি মতির তাবৎ সন্ধান সে কোনো গুপ্ত কৌশলে দুর্গ মধ্যে বলিয়া পাঠাইবে। দুলীনের শুভান্বেষী বিশ্বাসী সহচরেরা পূর্ব্ব হইতেই তাহার সন্দেহ করিয়া সাহেবকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। দুলীন তৎপ্রতিবিধানার্থ এরূপ ভান করিলেন, যেন ফটকাক্রমণের পরামর্শটী তাহার নিকট গোপন করিতেছেন; অথচ দুর্গের কোনো দিগ দিয়া উত্থান ও আক্রমণ সম্ভব কিনা, এরূপ প্রশ্ন নন্দ সিংহের সাক্ষাতেও জিজ্ঞাসা বাদ করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন না। ইহাতে এই ফল হইল—নন্দ ভাবিল, "পর্ব্বত পার্শ্বের আক্রমণের প্রস্তাবটা কেবল কথা মাত্র—সেটা নিতান্তই অসাধ্য, তাহাতে কেবল সৈন্য ক্ষয় বই অন্য ফল কিছুই নাই, সাহেব কদাচ তাহা করিবেন না, এজন্যই সাহেব আমার সাক্ষাতে ফটক সম্বন্ধীয় প্রকৃত মননটী গোপন করিয়া ঐ অনর্থ অসার কথারই পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতেছেন। আমাকে এমনি বোকা পাইয়াছেন, যে, আমি অসম্ভবকে সম্ভব বুঝিয়া ভুলিয়া যাইব এবং দণ্ডবরকে ফটক অবহেলন পূর্ব্বক চারি পার্শ্বে বেশী লোক রাখিতে ও বিফল সতর্ক থাকিতে বলিব!" ফলতঃ কর্ম্মচারিদের সভা ভঙ্গ হইয়া তাহারা তাঁহার শিবির হইতে চলিয়া গেলেই দুলীন স্বীয় বিশ্বাসী কয় জনের সহিত এমনি ভাবে মিছামিছি পরামর্শ করিতেন, যেন ফটকই প্রধান লক্ষ্য। কেননা, তিনি জানিতেন, যে নন্দ সিং বাহির হইয়াই তাঁহাদের কি কি গোপনীয় কথা হয়, তাহা অবশ্যই শিবিরের যবনিকান্তরাল হইতে স্বয়ং শুনিবে, বা গুপ্ত চরকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবে। অতএব প্রকৃত মন্ত্রণাকে আবৃত রাখিয়া বা অকর্ম্মণ্য জানাইয়া ঐ বিশ্বাসী সহচরদের সহিত তোরণাক্রমণের নানা কৌশল—নানা উপায়ই আলোচনা করিতেন। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যের পরামর্শ তখন নয়—গভীরা রজনীতে কোনো বিশ্বস্ত নিভৃত স্থলেই হইত। সুতরাং নন্দসিং ঘোরতর রূপে প্রতারিত হইল—নিতান্তই ফাঁদে পড়িল—অতি শঠ বুদ্ধির যে দশা হইয়া থাকে, তাহাই হইল—দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত কৌশল জালে অচ্ছেদ্যরূপেই বদ্ধ হইয়া পড়িল! অতএব ফটকাক্রমণের

যে সকল সুচিক্কণ ছল কৌশল সাহেব মিছামিছি করিতেন, দুর্গ মধ্যে তাহারই সবিস্তার সন্ধান পাঠাইয়া নন্দসিং মহা সন্তোষে ভাসিতে লাগিল—দণ্ডবর সিংহও সেই সমস্ত কল্পিত কৌশলের প্রতিকৌশল বিধানে এত ব্যস্ত হইলেন এবং তদ্দ্বারা শত্রুকে করকবলিত করিবার ভাবী প্রত্যাশায় এত আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, যে, সাহেবের মনোগত প্রকৃত লক্ষ্যের দিগে লক্ষ্যই করিলেন না!

যখন দুর্গস্থ বনভূমির পথ দিয়া পাঁচশত সৈনিক সহ দুলীন দুর্গ প্রবেশ, তোরণ মোচন এবং (প্রায় বিনা রক্ত পাতেই) দুর্গাধিকার করিলেন, তখন নন্দের বিস্ময়, রাগ, আত্ম-ধিক্কার ও নিরানন্দের ইয়ত্তা রহিল না! মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিল "আচ্ছা! কেমন তুমি ফিরিঙ্গী বাচ্ছা, আমি দেখিব! আমাকে যেমন ঠকান ঠকালে, তোমাকে তেম্নি ঠকাতে পারি, তবে আমার নাম নন্দ সিং! ইত্যাদি।"

কিন্তু প্রকাশে দুর্গাধিকার জন্য রীতিমত উৎসাহ, আনন্দ, কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতির নিদর্শন প্রদর্শনে নন্দের অণুমাত্র ত্রুটী হইল না। দুর্গাধিকারের পরক্ষণেই সাহেবের নিকট আসিয়া মহোল্লাসে অভিবাদন, অভিনন্দন ও জয় কীর্ত্তন কর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতররূপে তৎপর হইয়া উঠিল। কেবল ইঙ্গিতে জানাইল "আমাকে সঙ্গে আনা সাহেবের উচিত ছিল।" দুলীন সহাস্যে উত্তর দিলেন "পর্ব্বত পার্শ্বের প্রস্তাবে তোমাকে তৎপর দেখি নাই, তোমরা তাহা অসাধ্য বলিয়াই ধার্য্য করিয়াছিলে, এই জন্যই সে ভার আপনিই লইয়াছিলাম—তোমাদের মতে যেটী সুসাধ্য, সেই দিগেই তোমাদিগকে রাখিয়াছিলাম!"

৩য় ভাগ—৮ম অধ্যায়।

মনুষ্য এ সংসারে সমাজের কোনো প্রকার কার্য্যভার বহনে (অন্ততঃ সামান্য সদুপায়ে উপার্জ্জন দ্বারা স্বজন পোষণাদি কর্ম্মেও) নিযুক্ত না থাকিলে তাঁহার জীবন যেন অসার, অকর্ম্মণ্য, গৌরবশূন্য ইতরপ্রাণীর জীবন সদৃশই বোধ হয়। নিকৃষ্ট জীব শ্রেণীর মধ্যে অশ্ব গবাদি পালিত পশুরাও বরং উপকারে লাগে, তাঁহার তদবস্থার জীবন যেন তাহাদের অপেক্ষাও অধম। আমাদের প্রিয় বন্ধু দুলীনমহাত্মা আত্মজীবনকে বহুকালাবধি তদ্রূপ অসার বলিয়াই জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন—এত নিদারুণ শোক, তাপ, নৈরাশ্যেরপর কোনোরূপ কার্য্যে লিপ্ত না থাকা অবস্থাটী আরো তাঁহাকে বিরক্ত ও উদাস করিতেছিল—বাহ্যে অপ্রকাশ রাখুন আর যাই করুন, অন্তরে

কি যেন দহিতেছিল—প্রচুর সুখ সম্পদ ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে অকস্মাৎ নানা বিপৎপাত ও দুর্ঘটনা সমবেত হইয়া বিশাল বসুন্ধরা মধ্যে তাঁহাকে এক প্রকার উদাসীন পরিব্রাজকবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। এমন নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, ভীষণ দুঃখময় দুরবস্থা চক্রে অন্য কোনো লঘুচেতা ক্ষীণহৃদয় লোক হইলে এত নির্ঘাতরূপে পেষিত হইত, যে, পুনরুত্থানের সামর্থ্য থাকিত না! কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বল, হৃদয়বল, গুরুবল ও গুণবল অসামান্য, এই জন্যই নিম্নলিখিত এই কয়টী নিগূঢ় তত্ত্বের অনুধাবন ও তজ্জনিত সুমন্ত্রণার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

প্রথমতঃ। ইউরোপের ভাগ্য ও জয়লক্ষ্মী, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা ও বহু বহু বিষয়িণী যোগ্যতার উচ্চতম সাহংকৃত ও সালংকৃত পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান ও দৃশ্যমান থাকিলেও তাহার অহৃদয়তা বা অল্পহৃদয়তা এবং বাহ্য সভ্যতা—অধিকাংশ স্থলেই কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বরময়ী বাহ্য সভ্যতা—ঠেকিয়া শিখিয়া চিনিয়া লইতে পারিলেন।

দ্বিতীয়তঃ। সেরূপ চিনিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার উদ্ধারের উপায় হইল; নচেৎ আধুনিক অনেক বঙ্গীয় যুবকের ন্যায় পদাঘাতের পর পদাঘাত—অবিশ্রান্ত পদপ্রহার খাইতে খাইতে লজ্জা, মান, আত্মগৌরব, স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি সঙ্গজাত সদ্গুণাবলী নিতান্তই ভোঁতা হইয়া যাইত! সেগুলি ভোঁতা হইলে—তাহারা নাকি সকল সদ্ধর্ম্মের আদি-প্রস্তর—সহজেই কপটতা, ধূর্ত্ততা চাটুকারিতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি ভদ্রত্ব ও মনুষ্যত্বহারক দোষ মালায় প্রকৃত সং সাজিয়া উঠিতেন! যদিও ইউরোপীয় সৈনিক দলে বা অন্য সম্প্রদায় মণ্ডলে থাকিয়া এক প্রকার দেহ যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেন, কিন্তু মদগর্ব্বিত (তাঁহাদের অধিকাংশই তাই) শ্বেতকান্তি ইউরোপীয়েরা কথায় কথায় অসভ্য কৃষ্ণবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও ধিক্কার হ্রদে ডুবাইয়া নিতান্ত চরণতলে বিদলিত করিত!

তৃতীয়তঃ। তিনি বিলক্ষণ অনুধাবন করিলেন, যদিও ইউরোপের তুলনায় আসিয়াখণ্ড অসভ্য, তথাপি তন্মধ্যে বিশেষতঃ তাঁহার স্বীয় জন্মভূমিতে অদ্যাপি এমন সকল বীর ও ধীরপুরুষ আছেন, যাঁহাদের অবৈজ্ঞানিক সামান্য গুণ জ্ঞানের মধ্যেও সুন্দর ও সরল হৃদয় দেখিতে পাওয়া যায়! শিল্পবিজ্ঞানমাখা কৃত্রিম ভাবময় কপট হৃদয় অপেক্ষা স্বভাব-ঋজু অকৃত্রিম হৃদয়ের ছায়া যথার্থই স্নিগ্ধকরী!

চতুর্থতঃ। তৎকালে এদেশীয় তাবৎ ছত্রধারীর মধ্যে পঞ্জাবসিংহ রণজিৎ

সিংহকে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণবোদ্ধা ও ঋজুহৃদয়বানরূপে মনোনীত করাতে ডুলীনের নির্ব্বাচন শক্তি ও চরিত্র-দর্শিতা গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ফলতঃ ঐ তত্ত্ব চতুষ্টয় পরিষ্কার রূপে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই ফল চতুষ্টয় উৎপন্ন হইল, যথা;—

প্রথম—ডুলীনের ন্যায় মহাপ্রাণ মহাত্মাকে গর্ব্বিত ইউরোপীয়েরা হয় তো ঘৃণা করিত, এখন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিতীয়—যে জীবনের প্রতি হয়তো তাঁহার নিজের ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিত, এখন তাহাতে বিশেষ আস্থা জন্মিল।

তৃতীয়—যে জীবন হয়তো ইতর প্রাণীর জীবনাপেক্ষাও অধম ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িত, তাহা এখন সমাজের মহা মহা উপকারে উৎসর্জ্জিত হইল।

চতুর্থ—ইউরোপে থাকিলে যে জীবন হয় তো কোটী চন্দ্রের নিকট একটী খদ্যোতিকাবৎ নিষ্প্রভ অবস্থায় অতি সামান্য কাজে অতিবাহিত হইত—যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতিভা, তেজস্বিতা, উপকারিতা ও উচ্চ অঙ্গের উপযোগিতা এত অসামান্য, সুযোগাভাবে তাঁহার সে সমস্ত যোগ্যতা গা মেলিয়া খেলিতেই পাইত না—অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে—অতি সঙ্কীর্ণ স্থলেই যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিত কিনা, তাও সন্দেহ; সেই ব্যক্তি এখন একটী বিস্তৃত প্রদেশের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত, সহস্র সহস্র মানবের মঙ্গলার্থ তাঁহার ঐ সমস্ত গুণগ্রাম নিয়োজিত ও প্রসারিত এবং শাসিত শাসক উভয় শ্রেণীকেই সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎপথে সঞ্চালিত করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ হইল। ইহাপেক্ষা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন ও সুখ সৌভাগ্যের বিষয় আর কি?

অতএব এত দিনের পর আমাদের প্রিয়তম ও মান্যতম ডুলীন বন্ধু যথাযোগ্যরূপে যথা পদেই অধিস্থাপিত হইলেন। কিন্তু যেখানে কুসুম, সেই খানেই কীট—যেখানে রৌদ্র, তাহার সমীপেই ছায়া—যেখানে গুণ, তৎপশ্চাতেই ঈর্ষা! ডুলীনের সৌভাগ্য কুসুমে সুদ্ধ নন্দ সিংহই কীট নহে—মহারাজের দৃষ্টিতে তাহার যোগ্যতা রূপ আতপ যেমন উজ্জ্বল ও বিমল রূপ ধারণ করিয়াছে, শত্রুরূপী ব্যবধানও তেমনি ছায়া বিস্তারে সম্পূর্ণ তৎপর আছে! সুতরাং আমাদের এই ইতিহাসে সুদ্ধ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেই হইবে না, তিনি যে সব স্থান পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন, সে সবদিগে কি ঘটিতেছে। তাঁহার শত্রু মিত্র কে কি করিতেছে—তাহাও মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা আবশ্যক। অতএব তাঁহার নবাধিকৃত দুর্গ মধ্যে তাঁহাকে এখন তদবস্থায় রাখিয়া, চলুন পাঠক, একবার আমরা রাজসভা, চাঁদ খাঁ এবং আলীবর্দ্দির গতি রীতি দেখিতে যাই—প্রথমে তো রাজসভা আর চাঁদ খাঁর ব্যবহার দর্শন করা যাউক।

৩য় ভাগ—৯ম অধ্যায়।

যে দিবস দণ্ডবরের নামে বিশেষ পরওয়ানা লইয়া রাজদূত আইসে, সেই দিনেরই অপরাহ্নে অপর এক অশ্বারোহী ডুলীনের নামে ও দণ্ডবরের নামে রাজা ধ্যান সিংহের দুই পৃথক পত্র লইয়া দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হয়। আবার তাহারই প্রহরৈক পরে সাহেবের উকীল চাঁদ খাঁর প্রেরিত অন্য এক দূত আসিয়া যথা রীতি অভিবাদন পূর্ব্বক সাহেবকে এক লিপি অর্পণ করে। সে পত্র অতি দীর্ঘ—সে পত্র চাঁদ খাঁর নিজের গোপনীয় বিজ্ঞাপন। ডুলীন তৎপাঠেই রাজা ধ্যান সিংহের দূত প্রেরণের তাৎপর্য্য ও রাজসভার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং পাঠকগণও তদ্দ্বারা সমুদয় সবিস্তার জানিতে পারিবেন। আমরা এইজন্যই সেই পত্রের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তাহাতে স্তব, তোষামোদ ও গৌরবাত্মক রূপকালঙ্কার প্রভৃতি যে সব ভয়ানক পদবিন্যাস ছিল, আমরা তত্তাবতের অধিকাংশই ত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

[চাঁদ খাঁর পত্র]

"বান্দানমাজ! খোদাবন্দ! গরিবপরওয়াজ! (ইত্যাদি বহু) প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় হুজুরের দীপ্তিশালী শ্রীঅঙ্গ অন্তর্হিত হইবামাত্র রাজসভা ও লাহোর নগর এককালে আঁধার হইয়া উঠিল! কিয়ৎকালের নিমিত্ত সজ্জন সভাসদ্‌মাত্রেই বিষণ্ণ, মহারাজ নীরব, সুতরাং রাজসভা নিস্তব্ধ হইয়াছিল!* যে যাহা হউক, হুজুরের বিপক্ষগণ হুজুরের অনবস্থিতির সুযোগ পাইয়া রাজ কর্ণ অধিকার করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাজ প্রকৃত গুণবোদ্ধা, তিনি মানুষ চেনেন, হুজুরকে ভাল রূপেই চিনিয়াছেন, ঐ সব ঈর্ষাপরায়ণ সভাসদগণের কথা কর্ণে লইলেন না—এমন কি, তাহাদিগের কাহাকে চুপ করিতে, কাহাকে বা সাবধানে কথা বার্ত্তা কহিতে বলিলেন।

অবিলম্বেই সংবাদ আইল (এবং এ অধীন সেই সংবাদ রাজকর্ণে তুলিয়া দিবার প্রয়াসে সম্পূর্ণ সফল হইল) যে, সাহেবের বাহিনী চমৎকার বশ্যতা ও

* এ অবস্থা যে চাঁদ খাঁর নিজের কল্পনা দৃষ্টিতেই অধিক ঘটিয়াছিল, তাহা আর পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ণনা শুনি সেরূপ নয়।

সুনিয়মে কুচ করিতেছে; সৈনিকগণ অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ধীরতা ও স্থিরতার সহিত চালিত হইতেছে; গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, উদ্যান, যেখান দিয়া তাহারা যাইতেছে, তাহার কোনো স্থলেই কোনো রূপ অত্যাচার, উপদ্রব ও বল প্রকাশ ঘটিতেছে না; কাহারো কোনো প্রকার অনিষ্ট বা দ্রব্যের অপচয় দেখা যাইতেছে না; যে সব শস্য ক্ষেত্রাদির অপচয় নিতান্ত অপরিহার্য্য, তাহাও এত অল্প, যে, এদেশে এরূপ কুচের সময় আর কখনই এত সামান্য ক্ষতি ঘটে নাই এবং সেই সামান্য অপচয়ের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রজারা উচিত মূল্যও ধরিয়া পাইতেছে; যদি কোনো স্থলে কোনো দুশ্চরিত্র সৈনিক কোনো প্রজার উপর কোনোরূপ অত্যাচার করিতেছে, এমত প্রকাশ পায়, তৎক্ষণাৎ সাহেব বাহাদুর তাহার সমুচিত শাসন ও দণ্ডবিধান করিতেছেন। এই সংবাদে মহারাজা মহা মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ধ্যান সিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "কেমন রাজাজি, এমন সুধারা আমার নিজের কুচেও তো হয় না? দুলীনের বিস্তর গুণ; আমি ইচ্ছা করি, আমার সব কর্ম্মচারী এমনি সাহসী ও এমনি বিবেচক হয়!" এই কথায় অনেকের মুখ চূণ, কিন্তু হুজুরের বন্ধুগণ যে কত সুখী হইলেন, তাহা কি লিখিব!

কয়েক দিন পরেই হুজুরের প্রতি দুর্বৃত্ত দস্যুদের আক্রমণের কুসংবাদ আইল। মহারাজা অত্যন্ত কুপিত হইলেন; কিন্তু হুজুরের বৈরিপক্ষ এই বুঝাইতে চেষ্টা পাইল, যে, এ কেবল সাহেবের একটা ছল মাত্র—বাস্তবিক উহা কিছুই নয়! মহারাজের মুখ যেন আরো আঁধার হইল, কিন্তু তিনি মনের অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত করেন নাই! যদি এ অধীনের বিচারশক্তির প্রতি হজুরের বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, ক্রুর কপটীদের ঐ কথায় তাদের অনিষ্ট বই ইষ্ট লাভ কিছুই হয় নাই!

ধর্ম্মাবতার যখন কোট কাংরার সমীপবর্ত্তী হন, এখানে জনরব উঠিল, সাহেব দুর্গদ্বার খোলা পাইবেন না—সহস্র চেষ্টা আর প্রাণপণে বীরত্ব দেখাইলেও সে দ্বার খোলাইতে পারিবেন না—যে প্রফুল্ল মুখে গিয়াছেন, তার বিপরীত মুখেই ফিরিতে হইবে—কেবল যাতায়াতই সার! লোকে কোনো বড় লোকের নাম করিয়াও বলিতে লাগিল, যে, তিনি যখন দণ্ডবরের সহায়, তখন সাহেবের সাধ্য কি সফল হন? ক্রমে এই জনরব মহারাজের শ্রুতিগোচরও হইল। তিনি নিভৃতে ফকিরজীর প্রতি যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, এই পত্র বাহকের পূর্ব্বে যে দূত গিয়াছে তাহার গমন প্রয়োজনেই বিদিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে তাহা প্রকাশ করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে তৎপরদিবসীয় সভায় রাজাজীর প্রতি মহারাজা যে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ হজুরের জ্ঞাতসার হওয়া আবশ্যক, এজন্য এ অধীন তাহার আদ্যোপান্ত তাবৎ স্মরণে রাখিয়া এক্ষণে নিবেদন করিতেছে, শ্রবণাজ্ঞা হউক;—

মহারাজা রাজা ধ্যান সিংহের প্রতি যে ভাবে কথোপকথন করিয়া থাকেন, অদ্য প্রাতে তদপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর স্বরে কহিলেন "রাজাজি! অনেক দিন হইল, তোমার জায়গীর সকল দেখি নাই—তোমার আতিথ্য গ্রহণও করি নাই; আমার বাসনা, কল্যই তথায় যাত্রা করিব—প্রস্তুত হও, সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ কর।" এই আদেশে রাজাজীকে কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল বোধ হইল—কিন্তু যাহারা তাঁহাকে বিশেষ জানে, তাহারা আবার অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োগ ব্যতীত সে চিন্তাকুলতা লক্ষ্য করিতে পারে নাই—তেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করা এ অধীনের অভ্যাস আছে, এই জন্যই নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানাইতেছি, যে, ঐরূপ গুপ্ত চাঞ্চল্যের সহিত রাজা ধ্যান সিংহ সবিনয়ে মৃদু মধুর স্বরে নিবেদন করিলেন "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু বড় উত্তাপ—"

এই উত্তরের আরম্ভ হইতে না হইতেই মহারাজ ব্যস্ত হইয়া দৃঢ় ভাবে বলিলেন "না রাজাজি, কোনো আপত্তি তুলিও না—অদ্য তাহা শুনিব না। আমি জানি, এখন বড় রৌদ্র—আমি জানি গম্য স্থানও বহু দূরবর্ত্তী, কিন্তু তোমার স্থানগুলি তো শীতল; গুরুজীর প্রসাদে একবার সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই পথকষ্টের প্রচুর পরিশোধ পাওয়া কি সম্ভব নয়? সেনাপতি কোর্ট সাহেবকে বল, তাঁহার নিজের আর খোসাল সিংহয় চতুরঙ্গিণী যেন অদ্যই প্রস্তুত হয় এবং এমন ব্যবস্থা কর, যে, অদ্য রাত্রিতে তৃতীয় পাহারার সময় যাত্রা করিতে পারি। কিন্তু পেসখানা অদ্যই চালান দিতে হইবে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজাজী তো উঠিয়া গেলেন। তৎকালে মহারাজার ওষ্ঠাধরের কোণ যেন একটু বক্র—যেন একটু কম্পনশীল দেখা গেল। কিন্তু কে বলিতে পারিবে, তাঁহার অন্তরের ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইয়াছিল! তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সহকারে অন্যান্য বিষয় ব্যাপারে অভিনিবেশেরও ত্রুটী হইল না।

ধর্ম্মাবতার! আমি অবহিত চিত্তে নিজ স্থানেই ছিলাম—বধ্য শীকারান্বেষী বাজ পক্ষীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং সর্ব্বগ্রাহক শ্রুতি সাহায্যে সকলেই তন্ন তন্ন দেখিতে শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে নীরব ছিলাম, একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করি নাই। রাজাজীর সঙ্গে আরো তিন চারি জন প্রধান কর্ম্মচারীরা উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজাজী ফিরিয়া আইলেন। ঐ কর্ম্মচারীরা আরো বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজা ধ্যান সিংহকে জানাইলেন "সকলই প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।" তখন রাজাজী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে (সচরাচর তিনি এরূপ করযোড়ে কথা কহেন না) রাজসমক্ষে নিবেদন করিলেন "এ দাস সরকারের কেনা গোলাম; এদাসের 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই মহারাজার; মহারাজই এ দাসকে ধূলি হইতে পর্ব্বতে তুলিয়াছেন; এদাসের কিম্বা দাস-ভ্রাতাগণের জায়গীর বলিয়া মহারাজ যে সমস্ত প্রদেশ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহারাজের যে পদার্পণ হইবে, তদপেক্ষা ভাগ্য কি! কিন্তু এদাসকে চরিতার্থ করিতে গিয়া সরকারের যে প্রচুর ভ্রমণ-ব্যয় হইয়া যাইবে, এ দাস তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের তিন ভ্রাতার জায়গীরেই এ বৎসর আশাতিরিক্ত বেশী উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব মহারাজের ভ্রমণ-ব্যয়-সাহায্যার্থ এ দাসেরা নয় লক্ষ টাকা পেস্‌কস স্বরূপ প্রদানের ইচ্ছা করিতেছে, প্রার্থনা সদয় চিত্তে গ্রহণাজ্ঞা হয়!"

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই বাহক শ্রেণী ভারে ভারে মুদ্রা আনিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল। মহারাজা টাকার চাক্‌চিক্যময় মূর্ত্তি দেখিতে কেমন ভাল বাসেন, বোধ হয়, এঅধীন হজুরের সমক্ষে পূর্ব্বে তাহা নিবেদন করিয়াছে! ভারের পর ভার দেখিয়া মহারাজার একাক্ষি যেন জ্বলিতে লাগিল! * তিনি সহর্ষে প্রধান কোষাধ্যক্ষ বেণীরামকে ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিলেন "বেণীরাম মিশ্র! যাও গ'ণে লওগে!"

বেণী মিশ্র ও ভারগুলি চলিয়া গেলেই রাজা ধ্যান সিংহ কহিলেন "সরকারের বিশ্বাসী ও সুযোগ্য ভৃত্য কর্ণেল ডুলীনের প্রতি কি মহারাজের কোনো বিশেষ আদেশ আছে? আমি নাকি তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে এক দূত পাঠাইতেছি, যে, তিনি যে কোট কাংরা নির্ব্বিবাদে অধিকার পাইয়া শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে সংবাদটী যেন অবিলম্বেই রাজগোচর করেন—"

মহারাজ প্রসন্ন বদনে কহিলেন, "হাঁ, ডুলীনকে এই কথা বলিয়া পাঠাও, আমাদের নিজের ছাউনির নিমিত্ত একটী সুশীতল মনোরম্য স্থান যেন মনোনীত করিয়া রাখে; যদিও এখন বুঝিতেছি, যে, এত প্রখর রৌদ্র ও এত অসহ্য গ্রীষ্ম থাকিতে আমার পর্য্যটন ও সাম্রাজ্য পরিদর্শন না ঘটিতে পারে, তথাপি কি জানি কোন্ দিন পূর্ব্বাঞ্চল গমনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহার ঠিক কি?"

রাজাজী সভামণ্ডপ হইতে উঠিয়া গিয়া অদূরে দাঁড়াইয়াই উপদেশ দান করিয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলেন। অবিলম্বেই দপ্তরখানা হইতে এক দূত আসিয়া রাজসভার সমক্ষে অভিবাদন ও একটী খরগতি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিল, প্রধান মন্ত্রীর দূত কোট কাংরায় গমন করিল।

অদ্যকার রাজসভায় মহারাজা ও রাজাজীতে ঐ যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হজুরকে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য, তথাপি মনের চাঞ্চল্যবশতঃ কিঞ্চিৎ আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কেনই বা মহারাজ প্রথমে বিচলিত, বা কুপিত ও পরিভ্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন—কেনই বা রাজাজী নব লক্ষ মুদ্রা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রদান করেন—কেনই বা তিনি হজুরের প্রতি মহারাজার কোনো আদেশ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন,—কেনই বা মহারাজ পর্য্যটন সংকল্প স্থগিত রাখেন? ইত্যাদি ব্যাপারের কারণ আর কিছুই না, হজুরকে কাংরা দুর্গাধিকার না দেওয়াতে মহারাজার প্রেরিত প্রিয় কর্ম্মচারীকে অবহেলন ও রাজাজ্ঞার বিরোধী হওয়া বই আর কি প্রকাশ পায়? ইহা সামান্য বুকের পাটা নয়? এজন্যই মহারাজ মনে মনে বিচলিত ও কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যে, স্বয়ং গিয়া সমুচিত শাসন করিয়া আসিবেন। রাজা ধ্যান সিংহ তাহা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতে পারিয়া তন্নিবারণ ও নিতান্ত বশ্যতা জ্ঞাপন উদ্দেশে ভ্রমণ-ব্যয়চ্ছলে নয় লক্ষ মুদ্রার উপহার দ্বারা প্রভুর ক্রোধ শান্তি ও সন্তোষোৎপাদন করিলেন। হয় তো কাংরা দুর্গমধ্যে রাজা গোলাপ সিংহ যাহা করিতেছেন, তাহা ধ্যান সিংহ মু-

* মহারাজার প্রতি চাঁদ খাঁর আন্তরিক ভাব যেরূপ, তাহা পাঠকগণ ডুলীনের লাহোরাগমনের ঠিক পরবর্ত্তী বর্ণনা মধ্যে পাঠ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং মহারাজার অর্থ বিষয়িণী ক্ষীণতা সত্য হইলেও চাঁদ খাঁর লেখনী অল্পে বিস্তর করিয়া থাকিবে।

লেই জানিতেন না—হয় তো সেরূপ কাজ উঁহার অনুমানিত নয়—হয় তো ইনি জানিতে পারিলে পূর্ব্বাহ্নেই নিবারণ করিতেন, সুতরাং মহারাজার সন্দেহ-ভাজন হওয়া এবং (অল্প নয়) নয় নয় লক্ষ টাকা দণ্ড দেওনের দায়ে বাঁচিয়া যাইতেন! মহারাজাও স্পষ্ট বুঝিলেন, যে, ধ্যান সিংহ নিজে দোষী নন, সুতরাং নয় লক্ষ টাকা জরিমানা করিয়াই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন!

ধ্যান সিংহ দেখিলেন, জরিমানা গৃহীত হইল, মহারাজার মনও সুস্থ-প্রায় হইয়া উঠিল, অমনি অসন্তোষাগ্নিকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত করণার্থ "কাংরাস্থ সাহেবের প্রতি মহারাজার কোনো আদেশ কি আছে?" ইত্যাদি প্রশ্নরূপ শীতল জল নিক্ষেপ করিলেন। ইটীতে প্রকারান্তরে এই জানানো হইল, যে, সাহেবকে আর আমরা বাধা দিব না—সাহেব নির্ব্বিবাদে কাংরা দুর্গের প্রভু হইবেন—মহারাজাকে তাঁহার নিজহস্তের লিপি দ্বারাই তাহার সংবাদ শীঘ্র আনাইয়া দিব!

মহারাজ তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়া "হাঁ, সাহেবকে একটী শীতল ছাউনির স্থান ঠিক করিতে বলিও।" ইত্যাদি যে উত্তর দিলেন, সেটী আর কিছুই নয়, প্রকারান্তরে এই জানানো হইল, যে "সাবধান! পূর্ব্বাঞ্চলে তোমাদিগকে জায়াগীর দিয়া প্রবল-প্রতাপ করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু দেখো যেন এরূপে আর মদগর্ব্বিত হইও না—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং গিয়া সর্ব্বনাশ রূপ দণ্ড দিয়া আসিব—এবার মার্জ্জনা করিলাম—এ যাত্রা আমি গেলাম না—এ যাত্রা রক্ষা পাইলে!" ইহাই যে তাঁহার মনোগত ভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

বান্দানমাজ! এইরূপে অদ্যকার অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে ঠিক জানিবেন, রাজাজীর ঐ যে নয় লক্ষ টাকা গিয়াছে, উটী আপনার নামেই খরচ লেখা থাকিল! হজুর যদি চতুর হন, তবে কোনো কৌশলে ঐ নয় লক্ষ পরিশোধের ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রমে কার্য্যতঃ তাহা করিতে থাকিবেন! নতুবা পঞ্জাবের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান পুরুষ কয়জন যে আপনার ঘোর বৈরী হইলেন, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিবেন! যতদিন তাহা না পারিবেন, ততদিন অধীনের মিনতি এই, যে, হজুর যেন সর্ব্বদাই বিশেষ রূপ সাবধানে কালযাপন করেন—সর্ব্বদাই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত থাকেন—সর্ব্বদাই শস্ত্রপাণী বিশ্বাসী লোক নিকটে রাখেন—সর্ব্বদাই এই

নিয়মে চলেন, যে, অপরিচিত আগন্তুক মাত্রেরই শরীর ও বস্ত্রাভ্যন্তর পরীক্ষা না করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে না দেন!*

এ অধীন এদিগে দেখিতে নিযুক্ত রহিল—হজুর ওদিগে দেখিবেন! আপাততঃ আর অধিক বলিবার সময় নাই, কেননা রাজাজীর দূত যাইতে না যাইতেই আমার পত্র হজুরের হস্তগত হওয়া উচিত! ইত্যাদি।"

দুলীন চাঁদ খাঁর পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন রহিলেন। চাঁদ খাঁর বহুভাষিতার নিমিত্ত বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন। এত বহুভাষিতা ব্যতীত রাজসভার প্রয়োজনীয় ও আত্ম সম্বন্ধীয় সমাচার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতে পারিতেন না। এই বহুভাষিতার জন্যই, যেন স্বয়ং রাজসভায় বসিয়া সেসমস্ত দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন, এমনি বোধ হইল! চাঁদ খাঁর নিজের ভাষা পড়িতে জানিলে পাঠক মহাশয়ও সে সব বিষয় প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারিতেন—অনুবাদে তাহা হওনের সম্ভাবনা নাই! ফলতঃ চাঁদ খাঁ সুশিক্ষিত না হইয়াও তাহার স্বাভাবিক বর্ণনাশক্তি এতই তেজস্বিনী! ভাগ্যে আমাদের প্রিয় বন্ধু পূর্ব্বে এক সময় পারসীক ভাষা কিঞ্চিৎ শিখিয়াছিলেন এবং এই কাংরা কুচের সময় অত্যন্ত মনঃসংযোগে সেই অপূর্ণ শিক্ষার সম্যগ্ উন্নতি করিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ তাঁহাকে চাঁদ খাঁর অমন বর্ণনা ভাষান্তরের অপরিহার্য্য হেতুতে কদর্য্যরূপেই শুনিতে হইত এবং গোপনীয় বিষয় সকল অপরকে পড়িতে না দিলে চলিত না। যে রাজ্যে যিনি শাসক হয়েন, সে রাজ্যের ভাষাজ্ঞান তাঁহার পক্ষে এত অসীম উপকারক! দুঃখের বিষয়, আমাদের ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহা জানিয়াও যথোচিতরূপে দেশীয় ভাষা শিক্ষাকল্পে যথোচিত মনোযোগী হয়েন না।

সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি চাঁদ খাঁর পত্র পড়িয়া দুলীন বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিলক্ষণ বুঝিলেন, যে, প্রবল বাত্যাময়সাগরেই স্বীয় জীবন-পোতকে ভাসাইয়াছেন! কিন্তু তিনি অদূরদর্শী অনিপুণ কর্ণধার নন—এই সব বিপদ বিঘ্ন তাঁহার আশাতীত পদার্থও নয়—যে কেহ যে কোনো সমাজে

* পাঠক স্মরণে রাখিবেন, কে এই পত্র লিখিতেছে? রাজা ধ্যান সিংহ দুলীনকে ঘৃণা করিতে বা তৎপ্রতি রাগত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে নীচাশয় নন্দ সিংহের ন্যায় দুলীনের প্রাণ বধের চেষ্টা পাইবেন, ইহ কদাচই সম্ভবে না। এ কেবল চাঁদ খাঁর নিজের দূষিত কল্পনাজনিত আশঙ্কা বলিয়াই অনুমিত হয়।

রাজ-প্রসাদভাজন হইতে যত্ন করে, রাজসভার অশেষ চক্রান্ত ও ঈর্ষা দ্বেষাদির জন্য অবশ্যই তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত—ডুলীন তাহা জানিতেন, সুতরাং এ সংবাদে মনে মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা ও কিংকর্ত্তব্যতার বিবেচনা উদিত হইল বটে, কিন্তু বিস্ময় জন্মে নাই—কোনো আকস্মিক আশাতীত ঘটনাও ঘটে নাই—এরূপ কিছু যে ঘটিবে ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্তই ছিল।

'কিং কর্ত্তব্য' প্রশ্নের মীমাংসা স্বরূপ তিনি মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিলেন, যে, "যত কেন প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হউক না, আমি ধর্ম্মরূপ হা'লকে শক্ত করিয়া ধরিব—কিছুতেই ছাড়িব না এবং কর্ত্তব্য রূপ পা'লকে সত্যরূপ গুণবৃক্ষে যথা বুদ্ধি, যথা জ্ঞান, যথা শক্তি নানা কৌশলে নানা দিগে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দিব—কিছুতেই শিথিলহস্ত হইব না! সর্ব্বপাতা পরম পিতার ইচ্ছা হয়, তাহাতে অবশ্যই বিপদের ভীষণ ঊর্ম্মি হইতে ত্রাণ পাইব—তাঁহার ইচ্ছা হয়, অবশ্যই মগ্ন হইব, কিন্তু তথাপি নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি বলিয়া গৌরবের সহিতই ডুবিব! কিন্তু মনে লাগিতেছে ডুবিব না—কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকিলে কেহই তো ডুবে না—মস্তকোপরি পর্ব্বত প্রমাণ উত্তুঙ্গ ঊর্ম্মি রাশি পুনঃ পুনঃ চলিয়া যায়, বোধ হয় ডুবিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রসাদে ডুবিয়াও ডুবে না—সুতরাং আমিও ডুবিব না! আমি স্বেচ্ছাক্রমে যাঁহার হস্তে স্বাধীনতা দিয়া যাঁহাকে প্রভু বলিয়াছি, সেই মহারাজ এবং তিনি দয়া করিয়া যাহাদের ধন, প্রাণ, মান, স্বাধীনতা, বৃত্তি প্রভৃতি আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন—বিদেশী, অপরিচিত, অজ্ঞাত কুলশীল হইলেও অত্যল্প আলাপেই এবং স্বীয় অন্তরঙ্গবর্গের অনিচ্ছাতেও আমার হস্তে যে সব লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ সম্পত্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সমর্পণ করিয়াছেন, প্রাণপণে সেই দুই পক্ষের, অর্থাৎ আমি যাঁহার অধীন এবং যাহারা আমার অধীন, এই দুই পক্ষের মঙ্গল সাধনই এক মাত্র আমার কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিব—আমি অন্য কোনো দিগে চাহিব না—রাজসভাসদেরা যেমন দুই দলে কি ততোধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে ঘোর বৈর নির্য্যাতনে, স্বপক্ষ সমর্থনে ও নিতান্তই স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত থাকে—এক পক্ষ একরূপ মন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্র করে, অপর পক্ষ সন্ধানে সন্ধানে তাহার গূঢ় তত্ত্ব লইয়া প্রতিকৌশল ও প্রতিচক্রান্তে ব্যস্ত হয়, আমি সে সব কিছুই করিব না—আমি এ দল ও দল কোনো

দলেই মিশিব না—আমি ন্যায়, দয়া, সারল্য ও কৃতজ্ঞতার দলেই রহিব—তাহারাই আমার স্বপক্ষ হইবে এবং তাহারা ও যাহারা তাহাদের অনুগামী, তাহারাই আমার মিত্র পদে অধিষ্ঠিত থাকিবে! আমার এক মাত্র পক্ষ প্রভুভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য—আমার এক মাত্র লক্ষ্য প্রভু ও প্রজারঞ্জন—ইহাদের নিকট কোনো দলই প্রবল হইতে পারিবেনা, কোনো শত্রুর শাস্ত্রবতাই খাটিবেনা! যদিও অপবাদরূপ মেঘে আবরণ করে, সে ক্ষণিক, অবশেষে সত্য সূর্য্য অবশ্যই প্রকাশ পাইবে—তবে কিনা অতর্কিত ভাবে আচ্ছন্ন না করিতে পারে, তজ্জন্যই সতর্ক থাকিতে হইবে!"

সমস্ত দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং নানা বিষয়িণী চিন্তার সহিত সর্ব্ব শেষে গভীরা রজনীর এই সাধু সংকল্পটী মিলিত হইয়া তাঁহাকে অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে নিদ্রা দেবীর বিনোদ অঙ্কে অর্পণ করিল! তখন কুহকিনী স্বপ্ন দেবী স্বীয় মোহন মুকুরে ডুলীনের কল্পনা চক্ষুর নিকট ভাবী সৌভাগ্য, প্রজানুরক্তি ও রাজ-প্রসন্নতা প্রভৃতি পরম সুখদ পদার্থ সমূহ আঁকিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অভাবনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমধুর ও মনোমোহিনী একখানি বালামূর্ত্তি চিত্র করিয়া দেখাইল। সে মূর্ত্তি যে কি, তাহা আরো কিয়দ্দূর আমাদের অনুসরণ না করিলে পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন না!

ইহা কোন্ রজনীর কাণ্ড, তাহা যেন পাঠক স্মরণ করেন—যে রাত্রে দুর্গাধিকার, তাহারই পরযামিনী—সে দিন দণ্ডধর সিং ডুলীনের অতিথি—তখনও দণ্ডধর কাংরা ছাড়িয়া যান নাই—রাত্রি প্রভাতেই যাইবেন।

প্রভাত হইল, ডুলীন সুখনিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে দণ্ডধরের সম্মানার্থ তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এতদাভাস পূর্ব্ব অধ্যায়েই দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে স্থলে একটী কথা বলা হয় নাই। অর্থাৎ দুর্গের যে অংশে ডুলীন পাঁচ শত সহচর লইয়া আরোহণ করিয়াছিলেন, দণ্ডধর সিং দুর্গ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে সেই অংশটী একবার ভালরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডুলীন নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন—আপনিই আহ্লাদ সহকারে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। উপর হইতে পর্ব্বতগাত্র ও তলভূমি দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া এবং ডুলীন সৈন্যের উত্থান কৌশল শুনিয়া দণ্ডধর ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। বলিলেন "আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসমসাহসিক বটে, কিন্তু অ-

স্তুত চতুরতাপূর্ণ। এ কথা কেন বলিতেছি, এই দৃষ্টি করুন।” এই বলিয়া ডুলীনকে দুর্গাভ্যন্তরস্থ নানা কল কৌশল ও আক্রমণ নিবারণের উপায় সমস্ত দেখাইলেন। ডুলীন দেখিলেন, দুর্গের চতুঃসীমার উপরে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ খণ্ড এরূপে সাজানো আছে এবং তত্তাবৎ ফেলিয়া দিবার জন্য এমন সকল কল কৌশল করিয়া রাখা হইয়াছে, যে, শত্রুরা যখন আরোহণ করিবে, তখন আগ্নেয় অস্ত্রাদির কোনো প্রয়োজন নাই, সেই পাষাণগুলিকে গড়াইয়া দিলেই আরোহণকারীদের যমপুরি দর্শন নিশ্চিত। যদি গোলা, গুলি, তীর ও ঐ সব প্রস্তর প্রভৃতির হস্তে রক্ষা পাইয়াও কেহ উপরে উঠিতে সক্ষম হয়, তৎপ্রতিবিধানার্থ বড় বড় বাঁশের খোঁচা ও বংশদণ্ডের অগ্রভাগে লৌহফলক বিশিষ্ট রাশি রাশি ভল্ল প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহাতে পার পাইলেও দুর্গাভ্যন্তর প্রবেশের পথে বহু স্থলে গভীর কূপবৎ গর্ত্তশ্রেণী গুপ্তভাবে বিদ্যমান—তাহাদের উপরে এক প্রকার পাতলা চেটাই; তাহা আবার তৃণ দ্বারা আবৃত। সুতরাং বেগবান বৈরিদল অনায়াসে ফাঁদে পড়িয়া গতাসু বা বিকলাঙ্গ হইতে পারে।

ডুলীন এসব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং এত বিপদের একটীতেও তাঁহার একটী লোকও যে পতিত হয় নাই, তজ্জন্য মনে মনে সর্ব্বরক্ষক মহেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিলেন। দণ্ডবর কহিলেন “সাহেবের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণরূপ সুপ্রসন্ন, তাই দুরাত্মা নন্দ সিংহের কথায় আমি প্রতারিত হইয়া কেবল কটকের দিগেই বেশী মনোযোগী হইয়াছিলাম; আমার কপালে অযশ লেখা আছে, এই জন্যই আমার প্রধান সহকারী বিশ্বাসঘাতক নন্দ সিংহের সহিত কথাবার্ত্তার চালা চালি করিয়াছিল। সে দুরাত্মা মিথ্যা সমাচার না পাঠাইলে স্বভাবতঃ সর্ব্ব দিগেই যেরূপ সতর্ক থাকা আমার উচিত ও নিয়মিত, তাহাই করিতাম—তাহা হইলে সাহেব কদাচই সফল হইতে পারিতেন না!”

ডুলীন দেখিলেন, তাঁহার নিজের ও নন্দসিংহের আচরণ সম্বন্ধে দণ্ডবরের একটী বিষম ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। দণ্ডবর ভাবিয়াছেন, নন্দসিং যাহা কিছু করিয়াছে, সকলই সাহেবের পরামর্শে—সকলই সাহেবের ইষ্ট উদ্দেশে। অর্থাৎ যেন কূট কৌশল জাল বিস্তারের জন্য ডুলীনই নন্দকে বিশ্বাসঘাতক রূপে প্রকাশ পাইতে শিখাইয়া দেন—ডুলীনই এ নাটের এক মাত্র গুরু! দণ্ডবরের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ডুলীন তৎক্ষণাৎ প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সে ভ্রান্তি ঘুচাইয়া

দিলেন। শেষে বলিলেন “দুরাত্মা আপনার সঙ্গে প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতিতা করে নাই, আমার প্রতিই বিধিমতে করিতেছে। বিশ্বাসঘাতিতা পূর্ব্বক আমার গুপ্তকথা আপনাকে জানিইবে জানিয়াই আমি প্রকৃত গুপ্তকথা তাহাকে বলি নাই—অকাজের কথাকেই তাহার মনে কাজের কথা রূপে প্রত্যয় জন্মাইয়া দিই—তাহাতেই সে প্রতারিত হয়, সুতরাং আপনিও হন। তাহার বিশ্বাসঘাতিতা দিন দিন এত বাড়িতেছে, যে, আর সহ্য করা যায় না। অধিক কি, তাহার দ্বারা আমার প্রাণ হননের চেচেষ্টাও কয়েক বার হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়. পুনর্ব্বার তাহার সুযোগ সন্ধানেও আছে। আপনাকে বিরলে এই কয়টী কথা বলিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই, আপনি অতি সদাশয় সরলপ্রকৃতি মহৎ ব্যক্তি, আপনি অবশ্যই রাজধানী ও রাজসভায় গমনাগমন করিবেন; এইরূপ দুর্বৃত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যদি আমাকে কখনো তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে হয় এবং সেই উপলক্ষে তাহার আত্মীয় ও আমার অনাত্মীয় গণ যদি রাজকর্ণে বা অন্যত্র কুৎসা রটনা করে, তবে তখন আপনি আমার হইয়া দুইটা কথা বলিতে যোগ্য হইবেন, যেহেতু আপনি তাহার দুষ্কৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতেছেন।”

উভয়ের এবম্বিধ বহু কথোপকথন ও মনোগত ভাবাভিপ্রায়ের বিনিময় এবং নানা মিষ্টালাপ হইতে হইতে ডুলীন দণ্ডবরকে তাঁহার সেনানিবাস পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন। সেই দিবস খাংরা প্রদেশ পুরাতন শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নূতন আকৃতি প্রকৃতির নূতন শাসনকর্ত্তার অধীন হইল। সুতরাং নূতন অধ্যায়ে তদ্বর্ণনা করাই অস্মাদিগের উচিত!

৩য় ভাগ—১০ম অধ্যায়।

যে কোনো অনুষ্ঠান হউক—অনুষ্ঠাতা শত বিদ্যায় যত বিদ্বানই হউন—অন্য শত বিষয়ে তিনি যত স্ফূর্ত্তই বা হউন—কিন্তু নূতনতঃ বা প্রথমতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই তাঁহাকে ছাত্রীয় ভাব বা শিক্ষানবিশের দশা ভোগ করিতেই হইবে। ভু-বিখ্যাত লেখক ইংলণ্ডীয় এডিসন মহাশয় রাজ মন্ত্রী বিশেষের সহকারী সম্পাদক পদে মনোনীত হইয়া যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সামান্য লিপ্যাদি লিখনের প্রণালীতেও অতি সামান্য এক কেরাণীর সাহায্য গ্রহণে বাধিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইটী সাধারণ নিয়ম, সকল বিষয়ের ন্যায় ইহাতেও বিশেষ বিধি আছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে যথোচিত শিক্ষা লাভ ব্যতীত লোকে কোনো গুরুতর কাজ সুনির্ব্বাহ করিতে পারে

না—এইটী সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোনো কোনো অসাধারণ প্রতিভান্বিত পুরুষ বিশেষ শিক্ষা ব্যতীতও কেবল যৎসামান্য দেখা শুনা এবং বুদ্ধি ও কল্পনার সহায়তা বলেই চিরশিক্ষিত বহুদর্শী দলের অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন—ক্রমওয়েল ও বোনাপার্টই তাহার সুন্দর প্রমাণস্থল।

রাজ্য শাসন বিষয়ে বেশী লেখা পড়া—বেশী নীতিশাস্ত্র, বেশী বিজ্ঞান বা বেশী দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলেই যে মনুষ্য বেশী সুশাসক হইতে পারেন, এ কথা কথাই নহে। সে সকল থাকিল তো আরো উত্তম—আরো উজ্জ্বল হইল। কিন্তু সুশাসন পক্ষে সে সমস্ত আদিও একমাত্র উপকরণ নহে—তত্তাবৎকে সহকারী উপকরণ পদে গণ্য করা যায়। তবে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উপকরণ কি? স্বাভাবিক প্রখর প্রতিভা, সর্ব্বসামঞ্জস্যকরী বুদ্ধি এবং প্রজার প্রতি আন্তরিক স্নেহ—এই তিনটীই প্রধান সাধন। তন্মধ্যে অতি প্রখর প্রতিভাটী থাকুক বা না থাকুক, শেষের দুইটী অত্যাবশ্যক। শেষের দুইটীর সহিত প্রথমটীর সংযোগ ঘটিলে তো কথাই নাই—সুবর্ণে সোহাগা! কিন্তু সামঞ্জস্যকারিণী বুদ্ধি ও প্রজাবাৎসল্য ব্যতীত কেহই যথার্থ সুশাসক নাম পাইতে পারেন না। বিশেষতঃ শেষেরটী ভিন্ন মহাযোদ্ধা ও মহাবোদ্ধা হইলেও শাসনকর্ত্তা মহাশয় অসুর রাজা বই আর কিছুই নন!—হায়! আমাদের অধিকাংশ রাজপুরুষদের অসীম ও অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে যদি এই গুণটী অকৃত্রিম ভাবে আরো কিছু বেশী থাকিত, তাহা হইলে আ'জ আমরা স্বর্গোপম রাজ্যের সুখী প্রজা রূপে কাল কাটাইতে পারিতাম!

সে যাহাহউক, আমাদের প্রিয়তম বন্ধু কর্ণেল ডুলীন মহাশয় উক্ত ত্রিগুণবিশিষ্ট শাসক হইতে পারিলেন কিনা, তাহা একবার দেখা যাউক। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে, যদিও ঐ গুণত্রয় সমান অংশে তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া থাকে, কিন্তু ন্যূনাতিরেকে তিনটীই যে তাঁহাতে ছিল, তৎসন্দেহ নাস্তি! তিনি রাজবংশে জন্মিয়াছেন কি না, কে বলিবে? কিন্তু সৈনিক কর্ম্মচারীর পুত্ররূপেই পরিচিত; রাজমন্ত্রীর পুত্র ভ্রাতাও নন, তদ্রূপ পদের কার্য্যেও কখনো দীক্ষিত বা স্থাপিত হয়েন নাই, একটী জমিদারীতেও প্রজাপালন কর্ম্ম কখনো করেন নাই, কিন্তু ঔপপত্তিক রাজনীতির প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ, স্বাভাবিক (অসাধারণ না হউক) তেজস্বিনী বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ দয়াবৃত্তি, বিশেষতঃ নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহদৃষ্টি যখন তাঁহার কার্য্যের পরিচালক ও ব্যবহারের আদর্শ, তখন (অনভ্যস্ত হইলেও) অল্পকালেই তিনি যে একজন সকপ্রিয় সুশাসক হইয়া উঠিবেন, তাহা বিচিত্র নহে—বরং প্রত্যাশার অন্তর্গতই বটে!

তিনি দণ্ডধরকে বিদায় দিয়া প্রত্যাগত হইয়া অবধি অহর্নিশি কেবল কর্ত্তব্য চিন্তা, অধীন প্রদেশ ও অধিবাসী প্রজাপুঞ্জের স্বরূপ অবস্থার গাঢ়ানুসন্ধান এবং যথাযোগ্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন প্রভৃতি আশু প্রয়োজনীয় বিষয়ে বৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি সহসা পূর্ব্ব ব্যবস্থাদির কিছুই পরিবর্ত্তন এবং উগ্র উন্নতিভুক্ শাসনকর্ত্তাদের ন্যায় নূতনের প্রয়োগে নিরত হইলেন না। অতি সতর্ক ভাবে অগ্রে তো দেশের ও দুর্গনগরের তাবৎ অবস্থা সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতি দিন সকালে বিকালে ভ্রমণে বহির্গত হন—কখনো অশ্বপৃষ্ঠে, কখনো পদব্রজে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাংরা প্রদেশটী পার্ব্বত্য ও বন্য। সেই সকল গিরি কাননের মধ্যে লোকালয়—অধিত্যকা ও উপত্যকাদির মধ্যে যেখানে যেখানে সুবিধা পাইয়াছে মনুষ্য সেই সেই স্থানেই বাসভূমি স্থাপন করিতে ত্রুটী করে

নাই। সে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ বা ঐ পর্ব্বত বনাদি ভ্রমণ করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই অশ্বারোহণ সম্ভবে না। এজন্য কাংরার নব শাসনকর্ত্তা পদব্রজেই সে সব পর্য্যটন করিতেন।

কিন্তু পার্ব্বত্য বলিয়া সমগ্র দেশটীই পর্ব্বতময় নয়; মধ্যে মধ্যে রীতিমত গ্রাম উদ্যান ও ক্ষেত্রাদি মণ্ডিত সুপ্রসারিত সমতল-ভূমিও বিস্তর। কেবল এই বুঝিতে হইবে, যে, সমষ্টির তুলনায় অধিকাংশ স্থলই পার্ব্বত্য ও বন্য, অল্পাংশই সমতল। আক্ষেপ এই, গিরি শৈল ব্যতীত সমতলভূমির অনেক ভাগে যেখানে পূর্ব্বে লোকালয় ছিল, তাহাও এক্ষণে গহন অরণ্যানির ন্যায় হইয়াছে! অল্পানুসন্ধানেই জানা যায়, পূর্ব্বকালে অর্থাৎ হিন্দুরাজাদিগের স্বাধীনাবস্থায় যে সকল ভূমিতে সুন্দর জনপদ ছিল, আর্য্যাবর্ত্তে যবনাগমনের পর সেই সব জনপদ তাহাদের অত্যাচারে জনশূন্য অরণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অধিক কি, শিখ সম্রাটের পূর্ব্বে যখন সংসারচাঁদ (তিনি হিন্দু) রাজা ছিলেন, তখনও যেসকল স্থান লোকালয় পদে বাচ্য হইত, ডুলীন গিয়া তাহাদেরও অধিকাংশকে বন দেখিলেন। তবেই বুঝা যাইতেছে, রণজিতের আমলে শিখ শাসনকর্ত্তারা প্রজা পীড়ন পূর্ব্বক মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রীদিগের পৃথক্

পৃথক্ পূজা দানে এবং আপনাপন স্বার্থ সাধন ও ইন্দ্রিয় সেবনেই অধিক তৎপর থাকিতেন।

সে যাহাহউক, দুলীন শাসন ভার গ্রহণ করিয়াই স্বচক্ষে দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। এ কাজে তিনি সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত অনলস, নিতান্ত অশ্রান্ত এবং একান্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। সমতল-প্রদেশে ও সুগম্য গিরিকাননে হয়ারূঢ় এবং দুর্গম্য পার্ব্বত্য বিভাগে পদব্রাজক হইয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কোন্ পাহাড়ে, কোন্ জঙ্গলে, কোন্ উপত্যকায় কোন্ পথ দিয়া যাইতে আসিতে হয়—কোন্ গুপ্ত পথ দিয়া স্বীয়াধীন দেশে শত্রু প্রবেশ করিতে পারে—কিসে তাহা নিবারিত হয়—কোথায় কি কি নৈসর্গিক অদ্ভুত পদার্থ—কোথায় কোন কোন হ্রদ, নদ, নদী, নির্ঝর, উৎস, প্রস্রবণ, প্রপাত ও গুহা প্রভৃতি আছে—কান্ লোকালয়ে বা বনপর্ব্বতে কি কি আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়—কিপকার পশু পক্ষ্যাদি কোথায় বাস করে—কোন্ ভাগের জলবায়ু কিরূপ—দেশের খনিজ, ক্ষেত্রজ, উদ্ভিজ্জ, শিল্পজ প্রভৃতি অবস্থা কিদৃশ, ইত্যাদি যেসমস্ত বিষয় সুসভ্য জ্ঞানী শাসনকর্ত্তার জ্ঞাতব্য, তাহার প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রগাঢ় দর্শন-শ্রবণ-শক্তির পরিচালনার দুলীন ব্যাপৃত হইলেন।

কিন্তু ইতিহাসবেত্তা, ভূগোলবেত্তা, প্রাকৃত বিজ্ঞানবিদ্ বা কবিদের ন্যায় কেবল ঐ সমস্ত দর্শন শ্রবণ পর্য্যন্তই তাঁহার কর্ত্তব্যের সীমা হইলে চলিবে কেন? তিনি যথাযোগ্য রূপে রাজকীয় কর্ত্তব্য পালনেও যে সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ী ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। দুর্গাধিকারের পরদিনাবধি সে কর্ত্তব্যপথে অবিরত অবিচলিত থাকিয়া প্রাহ্নে ও সায়াহ্নে যে অবকাশ পাইতেন বা করিয়া লইতেন, তাহাই প্রদেশ পরিদর্শনে বিনিয়োগ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার সর্ব্বপ্রবেশিকা বুদ্ধি, সর্ব্ব সামাঞ্জস্যকারিণী প্রবৃত্তি, প্রজা সাধারণের প্রতি স্নেহবৃত্তি, আশ্রিতগণে কারুণ্য, দুষ্টে কঠিন্য, শিষ্টে সৌজন্য, কর্ত্তব্যে আশক্তি, কার্য্যে পটুতা, পরিশ্রমে অশ্রান্তি একং সর্ব্ব বিষয়ে যেমন আগ্রহ, তেমনি ধীরতা—যেমন অধ্যবসায় তেমনি আদ্যন্ত দৃষ্টি, ইত্যাদি অসাধারণ গুণচয় দর্শনে তাবল্লোকেই বিস্ময়ান্বিত হইল। মিত্র পক্ষের সেই বিস্ময় আনন্দ ও ভক্তি সহকৃত—শত্রুপক্ষের সেই বিস্ময় বিষাদ ও ঈর্ষামিশ্রিত—অরাপরের সেই বিস্ময় আশা ও অনুরাগ সম্পৃক্ত!

ফলে, ইতিপূর্ব্বে আর কোনো শাসনকর্ত্তা বা কোনো সর্দ্দারকে এরূপ

ভাবাপন্ন কেহ কখনো দেখে নাই। সর্দ্দারেরা বেলায় উঠেন; তাকিয়া ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে কয় দণ্ডমাত্র দরবারে বসেন; লোকের দরবার ও আমলাগণের এতেলা প্রভৃতি কথঞ্চিৎ শুনেন; তোষামোদী পারিপার্শ্বিকেরা যে বিষয় যেমন বুঝাইয়া দেয়, তাহা তেম্নিই বুঝেন; হয় তাহাদের, নয় নিজের খেয়ালে যাহা উদয় হয়, সেইমত একটা হুকুম দিয়া বসেন—তাহাতে সত্য মিথ্যা, ন্যায়ান্যায় যাহাই হউক—দুঃখী ধনী, সরল ধূর্ত্ত, ধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ যাহার পক্ষেই জয় হউক—চক্রান্তকারী বলবান দস্যু কর্ত্তৃক নিরাশ্রয় নির্দ্দোষী দুর্ব্বল লোক সর্ব্বস্বান্ত হউক (তাহাই প্রায় ঘটিয়া থাকে), তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা দয়া মায়া কিছুরই উদ্রেক হয় না—নজরানা, জরিবানা, রাজস্ব আদায়, বাব সংগ্রহ ও প্রভুত্ব বজায় হইলেই হইল!

এইরূপে অধিক বেলায় আরম্ভ হইয়া বেলা এক প্রহর বা দেড় প্রহর পর্য্যন্তই যাহা কিছু রাজকীয় গুরুতর কর্ত্তব্যভার বহন করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গেই হয় তো ভৃত্যগণ গন্ধতৈল মাখাইতে থাকে। তৎপরেই স্নান ভোজন। ভোজনান্তেই শয়ন। অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে উঠিয়া পুষ্পোদ্যানাদি ভ্রমণ বা বহু লোকজনসমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে প্রাসাদের বাহিরে কিয়ৎক্ষণ ও কিয়দ্দূর মাত্র পদচারণ। রজনীতে তৌর্য্যত্রিকাদি উৎসব এবং অন্যান্য বিবিধ বিলাস রসের অনুষ্ঠান—বহু রাত্রি জাগরণ, সুতরাং তরুণ অরুণের কীরণ-ছটা কস্মিনকালেই নয়নগোচর হয় না—এত যে সঙ্গীত ভালবাসেন, কিন্তু ললিতাদি প্রভাতী রাগ রাগিণ্যাদির তান কখনো যথাসময়ে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে না!

কিন্তু নূতন শাসনকর্ত্তা কর্ণেল সাহেবের ধরণ ধারণ চলন চালন সকলই বিপরীত—ইনি প্রত্যূষে উঠেন; বহুদূর ও বহুক্ষণ ভ্রমণ করেন; প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার করিয়াই দরবারে বসেন—এ দরবার আর সে দরবারে বিস্তর প্রভেদ—ইহাতে আলবোলা নাই—তাকিয়া নাই—মেজ কেদারা; পার্শ্বে ও সম্মুখে ঢালা বিছানা; উভয় পার্শ্বে কর্ম্মচারী, সম্মুখে প্রজা ও প্রার্থীবর্গ; প্রত্যেক প্রস্তাব প্রত্যেক হিসাব, প্রত্যেক প্রার্থনা, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক বিজ্ঞাপন, প্রত্যেক বিষয়ের পর্য্যায়ক্রমে তন্ন তন্ন আন্দোলন, তন্ন তন্ন বিচার, তন্ন তন্ন মীমাংসা—ধনী দরিদ্র নাই, আপন পর নাই, স্বার্থ পরার্থ নাই, উপরোধ অনুরোধ নাই, রাগ দ্বেষ নাই—সে সব কিছুই নাই—কেবল ন্যায়তঃ,

ধর্ম্মতঃ, যুক্তিসঙ্গত, প্রমাণসঙ্গত, সত্যময় সদ্বিচার এবং সর্ব্ব-সন্তোষকর সিদ্ধান্ত। নব শাসনকর্ত্তার দিবানিদ্রা নাই, কিন্তু এক সূর্য্যে দ্বিবার ত্রিবার আহারটী আছে!—অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত দরবার—সর্ব্ববিষয়েই দৃষ্টি—সৈনিক, ভৌমিক আর্থিক ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের প্রতিই যথাযোগ্যরূপে মনঃসংযোগ—বৈকালে সৈনিক শিক্ষা, পরীক্ষা ও পরিদর্শন—তাহাতে কখনই ত্রুটী নাই! সায়াহ্নে আবার পর্য্যটন—পর্য্যটন কালে সর্ব্বপ্রকার প্রজার সহিতই আলাপ, পরিচয়, সম্ভাষণ। সন্ধ্যার পরে সৈনেক কর্ম্মচারীদের বিজ্ঞাপন শ্রবণ, তাহাদের কর্ত্তব্যের বিধান এবং দুর্গ রক্ষণের প্রাত্যহিক সুব্যবস্থা ইত্যাদি হইয়া প্রথম প্রহরান্তেই শয়ন!

শিখ সর্দ্দারেরা যখন বাহিরে যান, তখন গজ, বাজী, রথ, রথী, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি কতই সঙ্গে যায়—কতই ধুমধাম ঘোর ঘটা বাঁধে—সে কালে ছত্রধারীরা ছত্র ধরে, চামরধারীরা চামর ঢুলায়, ময়ূরপুচ্ছধারীরা ব্যজন করে; পান-বরদারেরা পান যোগায়; হুঁকাবরদারেরা আলবোলা এবং নলবরদারেরা পেঁচাও নল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে—হজুর পর্য্যাণে বা আমারি হরে বা তাজাম নামা মুক্ত চতুর্দ্দোলে হেলান দিয়া বসিয়া উভয় পার্শ্বস্থ তোষামোদী পারিপার্শ্বিকদের সহিত হাস্য কৌতুক কথা বার্ত্তা করিতে করিতে ঐ সৌগন্ধ তাম্রকূট টানিতে টানিতে মৃদুমন্দ গতিতে গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্য মদমাশ্চর্য্য দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া যান—বিলাসের আবেশ দুইচক্ষে যেন টস্ টস করিতেছে—আলস্য, ঔদাস্য, আত্ম-মহত্ত্ব-ভান, অসীমপ্রভুত্ব-জ্ঞান, অদম্য স্বার্থপরায়ণতা এবং সর্ব্বশেষে সমুদয় মানবশ্রেণী যেন তাঁহারই ক্রীত দাস রূপে সৃজিত, এই গাঢ় সংস্কারটী তাঁহার আস্য মণ্ডলে—তাঁহার অর্দ্ধচঞ্চল তারকা যুগলে—তাঁহার করমস্তক-সঞ্চালনাদি সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে যেন (ইংরাজী বিপনীর সাইন বোর্ডের ন্যায়) বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে! হজুরের এইরূপ গমনে যে যে পথ ও যে যে পল্লী ধন্য হইতেছে, তত্রত্য তাবৎ অধিবাসী ও পথবাহী লোক বর্ত্মের দুই দিগে দুই শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইবে এবং ঝটিকা আইলে যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসের ধান্যচারা মাঠময় এককালে তরঙ্গিত ভাবে পর পর সকলেই নত হইয়া যায়, ঐ দুই মানব শ্রেণীর সকলকেই কুর্ণিস জন্য তেমনি অবনত হইতে হইবে! সে পক্ষে যদি কোনো দুর্ভাগার কোনো ত্রুটী ঘটে, তবে আর রক্ষা থাকেনা—তাহার মহল্লার কোতয়াল থানাদার বা অন্য কোনো ছলগ্রাহী কর্ম্মচারী ঐ সূত্রেই ঘোর পীড়ন বা (তাহার সাধ্যাতীত) পূজা গ্রহণ করিবেই করিবে!

এমন সকল প্রভুর অনুগত, আশ্রিত ও চিহ্নিত সহচর বা কিঙ্কর হইতে পারা কি মহা সৌভাগ্যের নিদানভূত নয়? সুচতুর অনুচর হইলে অল্প কালেই প্রচুর ধনের ঈশ্বর হইয়া উঠিতে পারে! তদ্ব্যতীত "প্রভুত্ব" নামে মনুষ্যমাত্রেরই পরম লোভনীয় একটী যে অদ্ভুত পদার্থ আছে, সেটীর প্রাপ্তি ও সঞ্চালন পক্ষে কোনো অপ্রতুলতা থাকে না! কিন্তু নূতন শাসনকর্ত্তা কর্ণেল সাহেব তো সে ধাতুর সর্দ্দার হইতেছেন না—তেমন করিয়া তো দরবার করেন না—তেমন জাঁক জমকে তো বাহির হন না—হয় একাকী, নয় দুই এক জন মাত্র সহচর সঙ্গে ভ্রমণ করেন—যাহার তাহার সঙ্গে স্বয়ংই কথা কন—যেখানে সেখানে খপ্ খপ্ করিয়া যান—পূর্ব্বে নজরানা ব্যতীত কোনো প্রজা সর্দ্দারের নিকট আসিতে পারিত না, এখন সেই সর্দ্দার স্বয়ংই তাহাদের দ্বারে দ্বারে গমন করেন—মুদ্ধ কি গমন! তাহাদের সাংসারিক ও বৈষয়িক মঙ্গলামঙ্গল পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন, সুতরাং তাহারা আর সর্দ্দারের সহচরগণকে তোষামোদ ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিবে কেন? সুতরাং সরকারী আমলারা হাহাকার করিতেছে, তাহাদের প্রাপ্তিগণ্ডা প্রায় সমস্তই উঠিয়া গেল!

ইত্যাদি নানা কারণে দুলীনের সহচরগণ মধ্যে অসন্তোষ জন্মিয়া উঠিল—প্রথমে ভয়ে ভয়ে কানা কানি চলিল—শেষে সকলে পরামর্শ পূর্ব্বক দুই তিন জন প্রধানকে প্রতিনিধি স্বরূপ সাহেবকে বুঝাইয়া পড়াইয়া পূর্ব্ব ধরনে আনিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। এই সহচরেরা সাহেবকে ভালবাসিত; তাহাদের সংস্কার এই, যে, সাহেব বিদেশী লোক, এদেশের ধাতু ও রীতি জানেন না, এই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন; তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া শিখাইয়া দেওয়া উচিত। অধিক কি, সাহেবের বিশ্বাসপাত্রদিগেরও কেহ কেহ এ দলে ছিল। নন্দসিংহ প্রভৃতি বৈরী পক্ষ বিদ্রোহিতার ইঙ্গিত দিতে ত্রুটী করে নাই, কিন্তু তাহাদের কথা গ্রাহ্য হইল না। বরং তদ্রূপ "কুমন্ত্রণা আর যদি দেও, তবে শাস্তি পাইবে" এমন আভাসও তাহারা দিয়াছিল।

সে যাহা হউক, ঐ প্রতিনিধিরা সাহেবের সুস্থ সময়ের সুযোগ বুঝিয়া যথার্থ আত্মীয়তা ভাবে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল—এক দিন নয়, মাঝে মাঝে করিত, যথা;—

"হজুর যে জাঁক জমক ব্যতীত একাকী বা দুই এক জন মাত্র সঙ্গী সঙ্গে যেখানে সেখানে যখন তখন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইহা কি ভাল? তাহাতে লাভই বা কি? আপনি যে কি ভাবিয়া এরূপ করেন, আমরা তো বুঝিতে পারি না!" (অধীন দেশের ও প্রজাগণের স্বরূপ অবস্থাদি স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ ইত্যাদির যে মহোপকার, তাহা দুলীন বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও তাহারা তথাপি প্রবুদ্ধ না হইয়া বরং

নিম্নলিখিত রূপ প্রতিবাদ, যুক্তি ও পরামর্শ দান করিত)

"দেশের আর প্রজার অবস্থা জানা! তা ওরূপ কেন? আপনি গদিতে বসিয়া থাকিবেন, আমরা আপনাকে সমুদয় বিদিত করিব—এই সামান্য কাজের জন্য হজুরের এত কষ্ট স্বীকার কেন? হজুর এক চাকলার রাজা—কোথায় হজুরের পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত লোকে তপস্যা করিয়া মরিবে, তাহা না হইয়া হজুর তাহাদের দ্বারে২ গিয়া মান খোয়াইতেছেন—হাল্‌কা হইতেছেন! প্রজার প্রতি দয়া বশতঃ এবং তাহাদের ভাল করিবার জন্যই যে হজুর এরূপ করিতেছেন, তাহা কি কেউ বুঝিবে? সেই প্রজারাই বুঝে কিনা সন্দেহ!"

দুলীন কহিলেন "তাহারা অবশ্যই বুঝিবে। বুঝিবে কেন, বুঝিয়াছে—ইতিমধ্যেই তাহারা আমাকে পিতার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছে—আপনাদের সুখ দুঃখের কথা অকপটে জানাইতেছে—তাহাদের উন্নতির উদ্দেশে আমি যে সব আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, পরমোৎসাহে নিতান্ত বশীভূত পুত্রের ন্যায় পালন করিতেছে—আমি যখন গ্রামে গ্রামে যাই, তখন তোমরা যদি স্বচক্ষে গিয়া দর্শন কর, তবে জানিতে পার, এই অল্প কালেই তাহারা কতদূর বাধ্য, কতদূর বাধিত এবং কতদূর অনুগত হইয়া উঠিয়াছে!"

প্রতিনিধিরা ঘাড় নাড়িয়া সসম্ভ্রমে যুক্ত করে নিবেদন করিল "হজুর যা বলিতেছেন যদিও তাহা সত্য হয়, তথাপি ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট বই কোনো লাভ দেখি না; কেননা, হজুরের শত্রুরা এই একটা ছল ধরিয়া মহারাজার কর্ণ ভারি করিয়া দিবে।"

দুলীন সবিস্ময়ে বলিলেন "কর্ণ ভারি করিয়া দিবে! ইহাতে প্রশংসা বই নিন্দার ছল কি?"

তাহারা অবনত বদনে একটু হাসিয়া কহিল "হজুর অতি মহাত্মা ব্যক্তি, এ দেশের ধূর্ত্ততা ও দুষ্টতার বার্ত্তা কিছুই জ্ঞাত নন। হজুরের দেশে যে কাজে যশ, এ দেশে সে কাজে অযশ ও সন্দেহ। হজুর যে ব্যবহারকে প্রজাবাৎসল্য—সুতরাং মহারাজা ও প্রজা উভয় পক্ষের হিতজনক ভাবিতেছেন, কুচক্রী সভাসদেরা সেই সৎকার্য্যকেই মহারাজার কর্ণে এমন মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলিবে, যে, তিনি ভাবিবেন প্রজার নিকট সাহেবের এত অধিক প্রিয় হইবার কারণ কি? অবশ্যই কোনো গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে! হজুর যত নিঃস্বার্থ ভাবে প্রজা পালন ও প্রজারঞ্জনের চেষ্টা পাইবেন, দুষ্ট সর্দ্দারগণ ততই আপনার ঘোর বৈরী হইয়া উঠিবে—ততই তাহারা এই ভয় পাইবে, যে, এব্যক্তির বর্ণ যেমন আমাদের চেয়ে অধিক সাদা, ইহার কার্য্যও যদি তদ্রূপ সাদা হয়, তবে আমাদের শাসন প্রণালীর কালবর্ণ আরো অধিক কাল দেখাইবে! এইভয় জন্য আপনার প্রতি ঘোর ঈর্ষা জন্মিবে। ঈর্ষাতে ঘৃণা; ঘৃণাতে শত্রুতা; সেই শত্রুতা হইতেই যার পর নাই অনিষ্ট চেষ্টা উৎপন্ন হইবে! তখন তাহারা সকলে এক দল হইয়া হজুরকে বিষম ষড়চক্রে ফেলিবে, আশ্চর্য্য কি? হজুরের প্রতি মহারাজার স্নেহ থাকিলেও "দশচক্রে ভগবান ভূত!" ষড়চক্রে না হয় কি? তাহাদের ষড়চক্রে দুই একজন বিদেশী সাহেবকে পূর্ব্বে অপদস্থ হইতে দেখিয়াছি! ঈশ্বর না করুন, কিন্তু দশচক্রে পড়িয়া মহারাজাকে অবশ্যই বুঝিতে হইবে, যে, হজুর কাংরা প্রদেশের তাবৎ প্রজাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টায় আছেন! আমরা হজুরের অধীন, সুধু পদের অধীন নই, হজুরের অসীম করুণা ও সদ্বিবেচনা গুণে মন প্রাণের সহিত জন্মের মত শ্রীচরণের অধীন হইয়াছি—হজুরের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল—হজুরের ধন, মান, খ্যাতি, উন্নতি হইলেই আমরা বাড়িব, সুখী হইব; তাহার ব্যাঘাত ঘটিলে আমরাও মজিব। অতএব আমাদের এই সব কথাকে বেআদবী বা মুখের আত্মীয়তা জ্ঞান করিবেন না—আমরা বিনীতভাবে চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি, হজুর বুঝিয়া চলুন, সর্দ্দারদের রীতি হইতে বেশী দূরে যাইবেন না এবং এত বড় উচ্চপদ পাইয়া সুখ ভোগ ছাড়িয়া মিছামিছি কষ্ট করিয়া বেড়াইবেন না!"

তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিনিধি পূর্ব্ব বক্তার ঐ সব বাক্যের প্রবল পোষকতা স্বরূপ অতি গম্ভীরভাবে এই কয়টী সংক্ষিপ্ত সার উপদেশ দিলেন, যথা;—

"হজুর! অধিক টানাটানি করিয়া ধনুকের গুণ দিলে সে আর পূর্ব্বাবস্থা পায় না! অতএব বেশী প্রজাবাৎসল্য কাজ নাই! শরীরকে অধিক কষ্ট দিবেন না! দুচারি দণ্ড বই গদিতে কাজ করিবেন না! যেমন বয়স আর যেমন পদ, তার মতন সুখভোগ করুন! ভাল দেখিয়া একটী পঞ্জাবী মুসলমানী কন্যাকে বিবাহ করুন—জীবন পদ্মপাতার জল, এইবেলা সুখের মুখ না দেখিবেন তো কবে আর কি হইবে?"

দুলীন হাসিয়া বলিলেন "আমি গরিব—আমাকে ভাল লোকে মেয়ে দিবে কেন? আর দিলেই বা এখন আমি সংসার চালাই কিসে? সবে মাত্র এই কর্ম্মে বসিয়াছি—কিছুকাল না গেলে তো সঞ্চয় হয় না—তার আবার তোমরা যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে এ চাকরীর স্থায়িত্বের স্থিরতা কি?"

সকলেই একবাক্যে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "হজুর গরিব! কাংরার শাসনকর্ত্তা গরিব! আজ্ঞা করুন, নজরানা আর নূতন বন্দোবস্তিতে এক মাসের মধ্যেই লক্ষ টাকার উপায় করিয়া দিই! হজুর সেদিগে কিছুই করিতেছেন না, অমনি অমনি রিক্তহস্তে বন্দোবস্ত হইয়া যাইতেছে, যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে শত মুদ্রা দিবার জন্য আসিতেছে, তাহারাও এক পয়সা না দিয়া অমনি অমনি কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছে! এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হজুরকে দেশের রীতি পদ্ধতি জানাইবার জন্যই এ অধীনেরা সাহস করিয়া আসিয়াছে—চিরকাল কাংরায় হিন্দু রাজারা ও শিখশাসনকর্ত্তারা যাহা করিয়া আসিতেছে, হজুর তাহা না করেন কেন?"

দুলীন পুনর্ব্বার হাসিয়া স্নেহানুরাগের সহিত মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন "আমার প্রতি তোমাদের আন্তরিক অনুরক্তি এবং আমার মঙ্গলের চিন্তায় তোমাদিগের এতদূর অকপট অনুরাগ দেখিয়া আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বাধিত হইলাম—তোমাদিগের উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল আমার ঐকান্তিক যত্নের বিষয় হইল। কিন্তু অন্যায় বা পীড়নের উপায়ে উপার্জ্জন বা কোনোরূপ স্বার্থসাধন আমি করিবই না—তোমাদিগেরও তাহার ছন্দাংশে যাইতে দিব না। এজন্য জানাইতেছি, যে, আমার অনুযাত্রী মধ্যে যে কেহ তাহা করিবে, সে আমার পরমাত্মীয় হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার উচিত দণ্ডভোগ অব্যর্থ। আমি জানি, আমার অধীন কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্ব প্রথানুসারে যে বেতন পায়, তাহা অতি অল্প—তাহাতে ভদ্র লোকের সংসার চলে না—পদোচিত মান মর্য্যাদা রাখা তো দূরের কথা! আমি শীঘ্র তাহার প্রতিবিধান করিব, অর্থাৎ কার্য্যোপযোগী ও সরকারের অবস্থানুযায়ীরূপে সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব, কিন্তু আমার অজ্ঞাত বা অনাভমত কোনো উপায়ে—কোনো সূত্রে—'প্রজারা স্বেচ্ছায় দিয়াছে' এই ছলেও কোনো শ্রেণীর প্রজা, কোনো শ্রেণীর অর্থী প্রত্যর্থী বা স্থানীয় ও ভিন্ন স্থানীয় কোনোরূপ ব্যবসায়ী ও পর্য্যটক প্রভৃতির নিকট কেহই এক কপর্দ্দকও লইতে পারিবে না! যে বেতন নির্দ্ধারণ করিব, যদি তাহা যথেষ্ট না হয়, আমাকে জানাইবে, আমি তাহার যোগ্যতা ও কার্য্যের প্রকৃতি বিবেচনায় পুনর্ব্বিচার করিতেও বিমুখ হইব না। বিবেচনা কর, বেতন বৃদ্ধির এই নূতন নিয়ম প্রচলন দ্বারা আর কেহই নয়, কেবল আমিই একাকী ক্ষতিগ্রস্ত হইব—রাজকোষে যাহা পাঠাইবার, তাহার বৃদ্ধিরই অণুমাত্র হ্রাস হইবার নয়, সুতরাং প্রতি মাসে এই নূতন প্রথা যে রাশি রাশি অর্থ গ্রাস করিবে, তাহা কেবল আমারই নিজের লভ্যাংশ হইতে দিতে হইবে। আমি কি জন্য এই বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতেছি? একি কেবল অন্যায় আর অধর্ম্ম নিবারণ উদ্দেশে নয়? তোমরা আপনারাই তো বলিলে, আমি পূর্ব্ব রীত্যনুসারে প্রজার অর্থাকর্ষণ করিলে কেহই আমার নিন্দা করিত না—প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইত না—রাজদরবারেও অনুরাগ ও সহানুভূতি বই বিরাগ বা শত্রুতার সম্ভাবনা ছিল না! অতএব আমি স্বার্থনাশ বই স্বার্থ-সাধন জন্য ইহা করিতেছি না। ইহা দেখিয়া তোমাদের অন্যায্য প্রাপ্তি গণ্ডার হানি হইল বলিয়া তোমরা আর অসন্তোষ প্রকাশ বা শোক দুঃখ করিতে পার না। অধিকন্তু তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্তির বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেও যদি পূর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের কিছু ক্ষতি হয়, তথাপি প্রধানের এত প্রচুর ক্ষতি দেখিয়া তোমাদের যৎকিঞ্চিৎ লভ্য হানি স্বীকার করা উচিত! এই বিবেচনার উপর যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইবে, সে আমার সহচর পদের অযোগ্য—সে নিতান্ত নিষ্ঠুর—নিতান্ত অধার্ম্মিক—সুতরাং আমি তাহাকে চাহি না—সে অন্যত্র চলিয়া যাউক! ফলকথা, যে ব্যক্তি আমার অধীনতায় থাকিয়া স্বীয় উন্নতির ইচ্ছা করিবে, তাহাকে আমার আচরণকেই আদর্শ করিয়া কাল কাটাইতে হইবে—পূর্ব্ব প্রভু ও পূর্ব্ব প্রথাকে এককালে ভুলিয়া যাইতে হইবে! তোমরা আর সকলের প্রতিনিধি—তোমরা এই অভিপ্রায় এবং এই অখণ্ডনীয় নিয়ম সকলকেই পরিষ্কাররূপে জানাইবে—দৃঢ়রূপে সকলের মনে ইহার অব্যর্থ ভাব অঙ্কিত করিয়া দিবে!

আর তোমরা যে আমীর ও সর্দ্দারগণের শত্রুতার ভয় করিতেছ—মহারাজার কুসংস্কারের ভাবনা ভাবিতেছ, তাহা আর ভাবিও না। ন্যায় ও দয়ার পথে থাকিয়া যদি বিপদ ঘটে—যদি সহস্র শত্রু জন্মে—যদি শত প্রভুর ক্রোধোদয় হয়, আমি তাহাতেও ভয় করি না—আমি তজ্জন্য তিল মাত্র কর্ত্তব্য হইতে শিথিল হইব না! যাও, তোমরা তোমাদের নূতন প্রভুর প্রকৃত মন জানিয়া গেলে, এখন তদনুসারে অথবা ধর্ম্ম ও দয়ার উপদেশানুসারে যাহার যে কর্ত্তব্য, তৎপালনে অবিচলিত থাকিও!"

ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞানসভা।

এ নামটী নূতন নয়। সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই বহু বৎসরাবধি এ নাম শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যে বস্তুটী এই সুন্দর নামে অভিহিত, সে বস্তুটী অদ্যাপি জন্মে নাই—জন্মবে জন্মবে করিয়া প্রায় এক যুগ কাটিয়া গেল, তবু আ'জো ভূমিষ্ঠ হইতে পারে নাই—সুতরাং ইহাকে দ্বিতীয় শুকদেব বলা অযৌক্তিক নয়! বেদব্যাসের ব্রাহ্মণী যেমন দ্বাদশ বর্ষব্যাপী গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, আমাদের মান্যতম ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুকেও তেমনি দীর্ঘকাল অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হইল!

দেশহিতৈষী নামধারী এবং উচ্চ সভ্যাভিমানী বঙ্গীয় কৃতবিদ্য কৃতী মহারথীদের গুণ মাহাত্ম্য দেখিয়া শুনিয়া এমন আশঙ্কা হইয়াছিল, যে, বুঝি সদাত্মা ডাক্তার বাবুর গর্ভধারণই সার হইল—সাহায্য-দাতা রূপী উপযুক্ত ধাত্রী অভাবে জরায়ুবাসী, গুণরাশি, সুতশশী বুঝি ভূলোকের আলোক দর্শন করিতে পাইল না—গর্ভটী বুঝি উদরাতে পরিণত বা নীতিকথার মুষিকমাতা পর্ব্বতের দশাগ্রস্ত হইয়াই উঠিল! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে (বা দৌর্ভাগ্যবশতঃ) বাঙ্গালী মহাশয়দিগের এই একটী চমৎকার গুণ আছে, যে, কোনো রাজপুরুষ শীশ দিবা মাত্র ইঁহারা গাঝাড়া দিয়া উঠেন—লম্ফ ঝম্পযোগে প্রভুর অনুসরণ করেন! তখন ইঁহাদের ঘুমন্ত নয়ন জাগন্ত হয়—নিশ্চল চরণ সচল হয়—অবশ দেহ সবশ হয়—যুক্ত কর মুক্ত হয়—অধিক কি, নির্জ্জীব জীবন সজীব হইয়া উঠে! যেকাজে প্রভু যতক্ষণ না লাগেন, সেকাজ আপনাদের পরম ইষ্টদায়ক হইলেও প্রায় তাহাতে তাঁহারা চাগেন না! বিজ্ঞানসভা সেইরূপ পরম ইষ্টদায়ক অনুষ্ঠান। এতকাল তাহার প্রস্তাব, এতকাল ত-

জন্য ভিক্ষাপ্রার্থনা, এতকাল তজ্জন্য মাথা কুটাকুটি, সম্পাদকীয় চীৎকার, জন্মভূমির তার স্বরে রোদন, সর্ব্ববাদীসম্মত অনুকূল মীমাংসা, ইতিকর্ত্তব্যতা প্রত্যয়ের দৃঢ়তা, প্রচলিত শিক্ষামধ্যে বিজ্ঞানের নিতান্তই অভাব বোধ, সুতরাং তাহার উপকার ও প্রয়োজনজ্ঞান প্রভৃতি কিছুরই অভাব—কিছুরই ত্রুটী ছিলনা, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এত কাণ্ড তো কোনো প্রধান রাজপুরুষ তাহাতে লিপ্ত হন নাই—কথা কন নাই! এখন তাহা হইয়াছে—এখন উঁহারাও চাগিয়াছেন! হুঁহারা এমনি প্রভুভক্ত! ধন্য—শত ধন্য!

কিন্তু এ ধন্যবাদ সকলকে দিতেছি না—কয়েক জন যথার্থ স্বদেশাহিতৈষী এরূপ প্রভুভক্তি দেখান নাই—তাঁহারা বড় রাজপুরুষের সহানুভূতির পূর্ব্বেই এই মহদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান পত্রে বড় বড় অঙ্কপাতের সহিত স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশের সাহিত ডাক্তর বাবুর বাধ্য বাধকতা থাকুক আর যাহাই হউক, তাঁহারা প্রকৃত দেশোপকারক, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-ভাজন এবং তাঁহাদের অন্যান্য বহুবিধ সৎকর্ম্ম ব্যতীতও সুদ্ধ এই এক কারণেই তাঁহারা স্বদেশে চির স্মরণীয় রূপে গণ্য হইতেছেন।

কিন্তু স্বাক্ষরপত্রে যখন আমরা সেই কয় জন মহাত্মার নাম মাত্র কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখিতাম এবং অন্যান্য অগ্রগণ্যাভিমানী মহাশয়দিগের নাম ও অঙ্কপাত দর্শনের আশা করিয়া২ প্রত্যহই নিরাশ হইতাম, তখন আমাদের হৃদয় ভেদ হইয়া যাইত! মনে এই নিদারুণ ভাব আসিয়া উদিত হইত, যে, "হায়! সর্ব্ববাদীসম্মত এত বড় মহোচ্চ হিতানুষ্ঠানের অনুবল হয়, দেশে কি এমন লোক নাই? ইংরাজীতে সুপণ্ডিত এবং এই মহদনুষ্ঠানের আশু আবশ্যকতা জ্ঞানে অভিজ্ঞ, এমন ধনী ও মধ্যাবস্থ লোক এত আছেন, যে, তাঁহারা অন্তরের সহিত প্রগাঢ় অনুরাগী হইলে ডাক্তার মহোদয়ের আশার অতিরিক্ত ফলও ফলিতে পারে! যদি তাঁহারা ততদূর গাঢ়ানুরাগীও না হয়েন—যদি কেবল কিঞ্চিন্মাত্র কৃপাকটাক্ষও নিক্ষেপ করেন, তথাপি চিন্তা থাকে না। অতএব শিক্ষিত সমর্থ সম্প্রদায় যখন এত বড় কাজে এত উদাসীন, এত নিরুৎসাহ এবং এত দূর কর্ত্তব্য-বিমুখ, তখন আর বাঙ্গালীর কিসের বড়াই? তখন সহস্র সহস্র ভাক্ত উন্নতির চেলারা আর কোন্ মুখে উন্নতি উন্নতি করিয়া বেড়ান?—তবে কি সুদ্ধ সাহেব সাজাই আমাদের উন্নতি? তবে কি কেবল দুঃখী দুঃখিনী পিতা মাতাকে—যে মা বাপ ঘটি বাটী বেচিয়া এবং আপনারা না খাইয়া পরিয়াও আমাদিগকে লালিত পালিত শিক্ষিত করিয়াছেন—সেই পিতা মাতাকে অমান্য, অগ্রাহ্য ও মর্ম্মযন্ত্রণায় দগ্ধ করাই আমাদের উন্নতি?"

বহু বৎসর সমভাবাপন্ন ঐ চান্দার তালিকা খানি যখনি আমরা দেখিতাম, তখনি আমাদের অন্তঃকরণে উপরোল্লিখিতমত ভাবনিচয় উদিত হইয়া দুঃখে ও লজ্জায় ম্লান হইতাম!

যে দেশহিতরত বদান্য মহোদয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত অবধারিত ছিল, যে, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর না হইলে তাঁহাদের দেয় মুদ্রা দিতে হইবে না। কি লজ্জা, পঞ্চাশের কাছাকাছি হইয়াও, এমন কি অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র পর্য্যন্ত স্বাক্ষর হইয়াও বহু কাল অমনি পড়িয়া রহিল—অবশিষ্ট এই সামান্য সাহায্য দানে এত বড় বিশাল ভারতের কেহই অগ্রসর হইল না! ইউরোপ আমেরিকার কোনো সভ্য সমাজে (এত বড় মহোপকারক কাজ দূরে থাকুক) অপেক্ষাকৃত কোনো সামান্যতর অনুষ্ঠানেও কি এমন লজ্জাকর ও বিষাদকর ঘটনা ঘটিত? এমন শোচনীয় দশা কেবল নিতান্ত নির্জ্জিত, নির্লজ্জ ও নির্জ্জীব জাতি মধ্যেই সম্ভবে—সেজাতি পরপদ দলিত হইবে না তো আর হইবে?

বড় সৌভাগ্য, যে সেদিন রোটাস তরণীযোগে এদেশীয় সম্ভ্রান্তগণকে ভ্রমণে লইয়া যাইতে বর্ত্তমান ছোট কর্ত্তার মনে বিধাতা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন—বড় অদৃষ্ট বল, সেই সমাবেশ স্থলে মহেন্দ্র বাবুও গিয়াছিলেন—বড় প্রসন্ন কপাল, সেই শুভযোগে স্যার রিচার্ড বাহাদুরের রসনায় মা সরস্বতী বসিয়া বিজ্ঞানসভা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন, উৎসাহ দান এবং আনুকূল্য দানেচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন! তাই না সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের বঙ্গীয় দেশহিতৈষীগণের মনাকাশে উৎসাহ মেঘ উদিত হইয়া বিজ্ঞানসভা রূপী তৃষিতা চাতকিনীর উদ্দেশে কৃপা বারি বর্ষণ করিবার সূত্রপাত হইল—নচেৎ বহু কায়ক্লেশে যে ৫২,১০০ পর্য্যন্ত অঙ্কপাত হইয়াছিল, তাহাই থাকিয়া যাইত!

আমরা বলিয়াছি, তদ্দিনের পূর্ব্বে ৫২,১০০ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও নামে, কাজে তত ছিল না। কেননা, আদ্য বা দ্বিতীয় স্তরের অবস্থায় যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, মহা মনস্তাপের বিষয় সেই সাহায্যদাতাশ্রেণীর কোনো কোনো মহাত্মা জন্মভূমির নিতান্ত দুর্ব্বদৃষ্ট বশতঃ অকালেই কালকবলিত হইয়াছেন! ফলতঃ অত দীর্ঘ কাল ধরিয়া দাতব্যের স্তর সমূহ নির্ম্মিত হইতে গেলে কাজেই এরূপ মর্ম্মভেদী অশুভ ঘটনার অসম্ভব না কি? সেই বান্ধববিয়োগ জন্য ৫০ হাজারের হ্রাসতা ঘটিবা পূর্ব্ব স্বাক্ষরিত মুদ্রাসমষ্টির সম্পূর্ণ সংগ্রহ হওনের ব্যাঘাত ও আপত্তি জন্মিয়াছিল।

কিন্তু রোটাসে ভ্রমণের পর বিজ্ঞানসভার ভাগ্যে অনুকূল বায়ু প্রবহমান হইল। যে সূত্রে হইল, তাহা বলিয়াছি—আর বলিব না—আবার বলিতে লজ্জা করে! যাহাই হউক এবং যেন তেন প্রকারেই হউক, সুদিগেই বায়ুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পর দিন হইতে কয়দিনের মধ্যেই আরো অনুমানাধিক সংখ্যাপাত হইয়াছে—অনুষ্ঠাতা মহোদয় পা'ল তুলিতে পারিয়াছেন—সুবাতাসে তরীও ছাড়িতেছেন!

পরসপ্তাহেই একটী পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন-সভা হইয়াছে—আবার বৃহৎ সভাও শীঘ্র হইবে। এখন টাকা সংগ্রহ হইলেই অনুষ্ঠানটী কার্য্যে পরিণত হয়! এখন টাকা সংগ্রহ জন্য আর কোনো আপত্তিই থাকিতে পারে না। যে পঞ্চাশ

সহস্রের নিয়ম ছিল, তাহার অনেক অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং দিন দিন আরো হইতেছে। অতএব পরমাগ্রহে প্রার্থনা ও ভরসা করি, এই বৃহদনুষ্ঠানের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাশয়েরা অর্থ প্রদানে আর বিলম্ব না করেন। তাঁহারা যেমন স্বাক্ষর বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন, এসম্বন্ধেও তেমনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হউন—তাঁহাদের দেখাদেখি সকলেই মুক্ত হস্ত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে সহস্র ও পরে পাঁচ শত মুদ্রা-ন্যূন অঙ্কপাত কাহারো দেখা যায় নাই, তাহাতে আমাদের চিন্তা হইয়াছিল যে, বিশেষ ধনী ব্যতীত সাধারণ সমাজ ইহাতে বা লিপ্ত না হন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে—এখন যাহার যেমন সাধ্য তিনি তাহাই স্বাক্ষর করিতেছেন। অতএব ভরসাকরি, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই আর কাল গৌণ না করিয়া যিনি যে কয় টাকা দিতে সক্ষম অথবা (একবার কেন?) যিনি যত বারে যত দিয়া উঠিতে পারেন, (অতি অল্প হইলেও) তাহাতে যেন আর অণুমাত্র ঔদাস্য না করেন। একাজ অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার, আপাততঃ লক্ষ মুদ্রা তো হাতে করিয়া বসিতেই হইবে—পরে আরো বিস্তর আবশ্যক। তন্মধ্যে ৬০১৬৫ হাজারও সম্পূর্ণ হয় নাই—এখনও বহু অবশিষ্ট। এতদবস্থায় সর্ব্বসাধারণে আনুকূল্য না করিলে হয় কৈ? 'রাই কুড়াইয়া বেল' এই মহা কাব্য যেন সকলে স্মরণ করেন!

সর্ব্বশেষে গুণাকর ডাক্তার বাবু এবং অন্যান্য প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়গণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা কোনোমতেই যেন এই সদনুষ্ঠানটীকে বিশুদ্ধ স্বজাতীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত মিশ্র ব্যাপার করিয়া না তুলেন। যদি বলেন, ইউরোপীয় বা গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য লইতে হানি কি? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় হানি আছে। চিন্তাশীল ও বহুদর্শী বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন, হিন্দু কলেজ, মেয়ো হাঁসপাতাল, হুগলির ইমাম দাতব্য প্রভৃতি বহু উচ্চধাতুর সদনুষ্ঠান সমূহ প্রথমে দেশীয় লোকের উদ্যোগে ও টাকায় হয়। কেবল স্থায়িত্বের আশাতেই গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম এদেশীয় লোক অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইতেন এবং যেমন হউক কিছু অধ্যক্ষতাও করিতে পাইতেন। কালে এমন হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা আর কেহই নন—দেশীয় লোকের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মতামত তাহাতে আর কিছুমাত্র নাই—অধিক কি, আদি অনুষ্ঠাতারা যে সংকল্পে তত্তাবতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে মূল উদ্দেশ্য কোথায় উড়িয়া গিয়াছে—ইউরোপীয়েরা ও গবর্ণমেণ্ট শেষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া (কোনোটাতে বা করেনও নাই, তথাপি) তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন—দেশীয় ভাব সম্বন্ধ এককালে উড়াইয়া দিয়াছেন! অতএব সাবধান! অল্প সাহায্যের প্রলোভনরূপ ফাঁদে পড়িয়া আপনাদের উচ্চ মূলাভিপ্রায় যেন উড়িয়া না যায়! যদিও সাহায্য লয়েন, তবে যেন স্পষ্ট লেখা পড়া থাকে, যে, এই বিজ্ঞানসভা দেশীয় অধ্যক্ষতা ভিন্ন কস্মিন্‌কালে অন্যরূপ কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে পারিবে না।